ডিকেন্স গ্রন্থাবলী

চার্লস্ ডিকেন্স প্রণীত

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ অনূদিত

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিন যন্ত্রে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত

[মুল্য ১।৹ দেড় টাকা

গ্রন্থ-সূচী

১।	ব্লিক্ হাউস্	(উপন্যাস)	১—[illegible]
২।	ডেভিড কপারফিল্ড	(উপন্যাস)	১৭—[illegible]১৭
৩।	নবীন-দম্পতি	(রেখাচিত্র)	৪১৯
৪।	লৌকিক দম্পতি	”	৪২০
৫।	প্রেমিক দম্পতি	”	৪২২
৬।	তর্কপ্রিয় দম্পতি	”	৪২৪
৭।	অপরিসীম সন্তানাসক্ত দম্পতি	”	৪২৫
৮।	উদাসীন দম্পতি	”	৪২৬
৯।	প্রশংসনীয় দম্পতি	”	৪২৭
১০।	চমৎকার দম্পতি	”	৪২৮
১১।	আত্মবাদী দম্পতি	”	৪২৯
১২।	সাবধানী দম্পতি	”	৪৩০
১৩।	বৃদ্ধ দম্পতি	”	৪৩১
১৪।	উপসংহার	”	৪৩২

"ব্লিক্ হাউস্"

১

নভেম্বর মাস। লণ্ডন নগরের "লিঙ্কন্‌স্ ইন্ হলে" লর্ড চ্যান্সেলার উপবিষ্ট। রাজপথ তখনও কর্দ্দমাক্ত; চিম্নী-নির্গত ধূম্রজাল আকাশপথ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

চারিদিকে কুহেলিকার গাঢ় আস্তরণ বিস্তৃত। নদীর উপর নভোরেণুজাল দুলিতেছে। রাজপথ, অট্টালিকা, প্রাঙ্গণ সর্ব্বত্রই কুজ্ঝটিকা। এমনই অপরাহ্নে লর্ড চ্যান্সেলার বিচারাসনে উপবিষ্ট। তাঁহার দরবার-গৃহও কুহেলিকার প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। আজ "জারন্‌ডাইস্ ও জারন্‌ডাইসের" অতি পুরাতন মোকদ্দমার বিচারের দিন। কাজেই সংবাদপত্রের সংবাদদাতারা একে একে বিচারগৃহ ত্যাগ করিয়াছেন। যে তারিখে উক্ত মোকদ্দমার বিচার হইবার দিন পড়ে, সে দিন এইরূপই হইয়া থাকে। এই মোকদ্দমাটি এমনই দীর্ঘকালব্যাপী ও জটিল সমস্যাপূর্ণ যে, কেহই অবগত নহে, আসল ব্যাপারটি কি। যাহারা পক্ষভুক্ত, তাহাদের ত কথাই নাই। আদালতের দুই জন ব্যবহারাজীবও এ ব্যাপার সম্বন্ধে একমত প্রকাশ করিতে পারেন না। কত শিশু যুবা হইল, আবার বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইয়া পরপারে যাত্রা করিল; কিন্তু এই বিচিত্র, অতি পুরাতন মোকদ্দমার আজও পর্য্যন্ত নিষ্পত্তি হইল না। বহুসংখ্যক ব্যক্তি এই মোকদ্দমার পক্ষভুক্ত হইয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা পূর্ব্বে কোনও দিন স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, এই মোকদ্দমার সহিত তাঁহাদের কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে। কিন্তু ইহাতে যে তাঁহাদের সংস্রব কি আছে, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহই অবগত হইতে পারেন নাই। একে একে বহু চ্যান্সেলার এই মোকদ্দমার বিচার করিয়া গিয়াছেন, বিচারকপদে উন্নীত হইবার পূর্ব্বে ব্যবহারাজীবের অবস্থায় তাঁহারা সকলেই পর্য্যায়ক্রমে "জারন্‌ডাইস্ এণ্ড জারন্‌ডাইসের" মোকদ্দমার কোন না কোন পক্ষে নিযুক্ত ছিলেন; কিন্তু এই বিরাট ব্যাপারের নিষ্পত্তি এখনও হয় নাই। কোন কালে হইবে কি না, তাহা কেহ বলিতেও পারে না।

আলোচ্য দিবসে প্রধান বিচারপতি উল্লিখিত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মোকদ্দমার বিচার করিতে বসিয়াছিলেন।

বিচক্ষণ ব্যবহারাজীব মিঃ ট্যাঙ্গেলের বক্তৃতার আতিশয্যে ব্যতিব্যস্ত হইয়া প্রধান বিচারপতি বলিয়া উঠিলেন, "মিঃ ট্যাঙ্গেল!"

জারন্‌ডাইস্ মোকদ্দমার সম্বন্ধে মিঃ ট্যাঙ্গেলের ন্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি আর কেহ ছিল না। বিদ্যালয়-পরিত্যাগের পর তিনি উক্ত মোকদ্দমা-সংক্রান্ত নথিপত্র ছাড়া আর কোনও বিষয়েরই আলোচনা করেন নাই। প্রধান বিচারপতির আহ্বানে উকীলপ্রবর বলিয়া উঠিলেন, "হুজুর!"

"আপনার সওয়াল-জবাব শেষ হইয়াছে?"

মিঃ ট্যাঙ্গেল বলিলেন, "না, হুজুর, এখনও অনেক কথা বলিবার আছে। আমার বক্তব্য এখনও শেষ হয় নাই।"

ঈষৎ হাসিয়া বিচারপতি বলিলেন, "আরও অনেকের বলিবার পালা আছে বোধ হয়?"

অষ্টাদশ জন ব্যবহারাজীব, প্রত্যেকে অষ্টাদশ পৃষ্ঠাব্যাপী সংক্ষিপ্তসার সহ একসঙ্গে অষ্টাদশ লৌহ-মুদ্গরের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বিচারপতিকে অভিবাদনানন্তর স্ব স্ব আসনে পুনরায় বসিয়া পড়িলেন।

বিচারপতি বলিলেন, "অদ্য হইতে এক পক্ষ পরে যে বুধবার আসিবে, সেই দিন পুনরায় এ মোকদ্দমার শুনানী হইবে। আজ এই পর্য্যন্ত।"

বিচারপতি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারাজীব-সম্প্রদায়ও আসন ত্যাগ করিলেন। লর্ড চ্যান্সেলার বলিলেন, "বিশেষতঃ বালিকা—"

বাধা দিয়া অসময়ে মিঃ ট্যাঙ্গেল বলিয়া উঠিলেন, "বেয়াদপি ক্ষমা করিবেন, হুজুর—বালিকা নহে, বালক।"

পরিষ্কারভাবে বিচারপতি বলিলেন, "বালিকা ও বালক উভয়ের সম্বন্ধেই বলিতেছি। উহাদিগকে আমার খাস-কামরায় আনাইয়াছি। তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া যদি বুঝি যে, কোন গোলযোগ নাই, তবেই তাহাদিগকে তাহাদের খুল্লতাতের নিকট পাঠাইয়া দিব।"

মিঃ ট্যাঙ্গেল পুনরায় বলিয়া উঠিলেন, "বেয়াদপি মাপ করিবেন, হুজুর! খুড়া মৃত।"

চ্যান্সেলার ডেস্কের উপরিস্থিত কাগজ-পত্রগুলি চশমার সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "তাহাদের পিতামহের নিকট পাঠাইব।"

ব্যবহারাজীব ট্যাঙ্গেল পুনরায় বাধা দিয়া বলিলেন, "না হুজুর, তিনিও ঝোঁকের মাথায় আত্মঘাতী হইয়াছেন।"

এই সময়ে খর্ব্বাকৃতি এক জন কৌন্সিলি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "হুজুর, যদি আদেশ করেন ত বলি। যাঁহার আশ্রয়ে উহাদের যাইবার কথা আছে, আমি তাঁহার পক্ষের

উকীল। তিনি সম্পর্কে উহাদের ভ্রাতা ; কি প্রকার ভ্রাতা, তাহা আমি এখন আদালতে জানাইব না, পরে প্রকাশ করিব।"

ব্যবহারাজীবটি এই প্রকার বলিয়াই আসনে বসিয়া পড়িলেন। সকলে তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল ; কিন্তু গৃহমধ্যস্থ কুজ্ঝটিকা-জালের প্রভাবে তাঁহাকে কেহই স্পষ্ট দেখিতে পাইল না।

প্রধান বিচারপতি তখন বলিতে লাগিলেন, "আমি এই দুইটি বালক-বালিকার সহিত দেখা করিয়া বুঝিব যে, তাহাদের ভ্রাতার আবাসে বাস করিবার পক্ষে কোনও বাধা আছে কি না। কাল সকালে যখন আমি আদালতে বসিব, তখন এ বিষয়ের পুনরায় উল্লেখ করা যাইবে।"

বিচারপতি মহোদয় গাত্রোত্থান করিলেন। সে দিনের মত াদালত বন্ধ হইলঅ।

২

লেডী ডেড্‌লক্‌ তাঁহার লিঙ্কনশায়ারস্থিত পল্লীভবন ত্যাগ করিয়া লণ্ডনস্থ প্রাসাদে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এখানে কয়েক দিন অবস্থানের পর তিনি প্যারী নগরীতে গিয়া কয়েক সপ্তাহ থাকিবেন। তার পর এই বিলাসিনী নারী কোথায় যাপন করিবেন, তাহার স্থিরতা নাই।

স্যার লিষ্টার ডেড্‌লক্‌ ব্যারনেট মাত্র। কিন্তু এমন প্রতাপশালী ব্যারনেট বড় একটা দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত। স্যার লিষ্টার নিজে বিবেকবান্‌ ব্যক্তি। কোনও প্রকার নীচতা ও অভদ্রতা তাঁহার বাক্যে বা ব্যবহারে কোনও দিন প্রকাশ পায় নাই। তিনি যেমন সত্যবাদী, তেমনই নির্ভীক স্পষ্টবক্তা ও জেদী। কোনও বিষয়ে খেয়াল হইলে তাঁহাকে সে কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা কঠিন।

লেডী ডেড্‌লক্‌ অপেক্ষা স্যার লিষ্টার পূরা বিশ বৎসরের বড়। এ জীবনে তিনি আর পঁয়ষট্টি, ছয়ষট্টি অথবা সাতষট্টি বৎসরে পদার্পণ করিবেন না। বাতরোগ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছে। সেজন্য তিনি একটু আড়ষ্টভাবেই চলা-ফেরা করেন।

লোকে বলে, লেডী ডেড্‌লককে তিনি অত্যন্ত ভালবাসেন। ভালবাসার খাতিরেই তিনি ইঁহার পাণিগ্রহণ করেন। কাণাঘুষায় শোনা যায় যে, লেডী মহোদয়ার বংশপরিচয় নাকি নাই। তা স্যার লিষ্টারের বংশপরিচয় এতই অধিক যে, দুই একটা না থাকিলেও তাঁহার কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। লেডী মহোদয়ার বংশপরিচয় নাই থাকুক, তাঁহার রূপ, সৌন্দর্য্যগর্ব্ব, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, দৃঢ়তা প্রভৃতির অভাব ছিল না। সেই সঙ্গে পদমর্য্যাদা ও ধনসম্পত্তির সমাবেশ হওয়ায় লেডী ডেড্‌লকের সম্মান ও প্রতিপত্তির অভাব ঘটে নাই।

তাঁহার সৌন্দর্য্য-বন্যায় ভাটার টান আসিলেও এখনও তিনি মুনিজনমনোহারিণী। তাঁহার সুন্দর মুখ সৌষ্ঠব-সৌন্দর্য্যচর্চ্চার ফলে এখনও অতি রমণীয়। সমগ্র দেহযষ্টি কমনীয় ও বরণীয়।

পূর্ব্বপরিচ্ছেদে আমরা লণ্ডনের যে কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন অপরাহ্নের উল্লেখ করিয়াছি, সেই সময়ে লেডী ডেড্‌লকের লণ্ডনস্থ প্রাসাদে একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ডেড্‌লক-পরিবারের উকীল ; হাইকোর্টের এটর্ণী। এই বৃদ্ধের নাম মিঃ টল্‌কিংহরন্‌। এই পরিবারের বহু গুপ্ত রহস্য এই বৃদ্ধের বক্ষঃপঞ্জরের নিভৃতকন্দরে লুক্কায়িত আছে। তিনি ডেড্‌লক-পরিবারের বিশেষ বিশ্বাসভাজন।

স্যার লিষ্টার ডেড্‌লক্‌ সস্ত্রীক মিঃ টল্‌কিংহরন্‌কে অভ্যর্থনা করিলেন। করকম্পনের সহিত স্যার লিষ্টার বলিলেন, "আমার গৃহিণীর সম্পত্তি-সংক্রান্ত মোকদ্দমা আজ আবার প্রধান বিচারপতির সম্মুখে উঠিয়াছিল বোধ হয়। কেমন, নয় কি, মিঃ টল্‌কিংহরন্‌ ?"

তিনি উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা, হাঁ, আজও দিন ছিল।"

অগ্নিকুণ্ডের সন্নিহিত একখানি সোফায় লেডী ডেড্‌লক উপবিষ্টা ছিলেন। ক্লান্তিভরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আজও বোধ হয় কিছু হয় নাই ?"

মিঃ টল্‌কিংহরন্‌ উত্তর করিলেন, "না, বিশেষ কিছুই নয়।"

লেডী মহোদয়া বলিলেন, "কোনও কালেও কিছু হইবে না।"

উকীল বলিলেন, "নূতন এফিডেফিট্‌ পড়িয়াছে। নূতন কিছু ঘটিলেই আমার মক্কেলের তরফ হইতে আমি তাহার নকল লইয়া থাকি। বিশেষতঃ আপনি যখন প্যারী যাইতেছেন, তখন সমস্ত আপনাকে দেখাইবার জন্য কাগজপত্র আমি সঙ্গে আনিয়াছি।"

তিনি পকেটের অন্তরাল হইতে কাগজের তাড়া বাহির করিয়া টেবলের উপরে রক্ষা করিলেন। তার পর চশমা-জোড়া পরিয়া আলোকাধারের সম্মুখে চেয়ার টানিয়া লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন,—"চ্যান্সারি আদালতে। জন জারনডাইস্‌—"

বাধা দিয়া লেডী মহোদয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন যে, বাজে কথা বাদ দিয়া সংক্ষেপে আসল বিষয়টা তিনি যেন পাঠ করেন।

মিঃ টল্‌কিংহরন্‌ খানিকটা অংশ বাদ দিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। লেডী মহোদয়া উপেক্ষাভরে শ্রবণ করিতে লাগিলেন। স্যার লিষ্টার প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া শুনিতে লাগিলেন। লেডী মহোদয়া পুনঃ পুনঃ সোফার উপর নড়িয়া চড়িয়া বসিতেছিলেন। তার পর টেবলের উপর রক্ষিত কাগজগুলির উপর দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন, "এগুলি কে নকল করিয়াছে ?"

গৃহকর্ত্রীর অস্বাভাবিক উত্তেজনা লক্ষ্য করিয়া সবিস্ময়ে টল্‌কিংহরন্ তাঁহার দিকে চাহিলেন। তার পর বলিলেন, "এ প্রশ্ন কেন করিতেছেন?"

"একঘেয়ে, বিশ্রী ভাবটা দূর করিবার জন্যই আমার এ প্রশ্ন। যাক্, আপনি পড়িয়া যান।"

মিঃ টল্‌কিংহরন্ পুনরায় পড়িতে লাগিলেন। অগ্নির উত্তাপ বোধ হয় বাড়িতেছিল। লেডী মহোদয়া তাঁহার হস্তস্থিত পাখা দ্বারা স্বীয় আনন আবৃত করিলেন। স্যার লিষ্টার বোধ হয় ঝিমাইতেছিলেন। অকস্মাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আঁ্যা, তার পর কি বলিতেছিলেন?"

মিঃ টল্‌কিংহরন্ সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আমার আশঙ্কা হইতেছে, লেডী ডেড্‌লক্ বোধ হয় অসুস্থ হইয়াছেন!"

লেডী ডেড্‌লক্ বিবর্ণ-মুখে মৃদুগুঞ্জনে বলিলেন, "বোধ হয়, আমার মূর্চ্ছার উপক্রম হইতেছে। আমার সঙ্গে এখন কেহ কথা বলিবেন না। শীঘ্র আমাকে শয়নকক্ষে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা কর।"

মিঃ টল্‌কিংহরন্ কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন। ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। কয়েকটি মনুষ্যপদশব্দ শোনা গেল। তার পর সব স্থির। মিঃ টল্‌কিংহরন্ স্যার লিষ্টারের বসিবার কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন।

স্যার লিষ্টার এটর্ণীকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "এখন অনেকটা ভাল। আমার বড় ভয় হইয়াছিল। পূর্ব্বে কখনও আমার স্ত্রীকে মূর্চ্ছিতা হইতে দেখি নাই। এখানকার হাওয়া ভাল নয়। লিঙ্কলনশায়ারের প্রাসাদে কয়দিন তিনি বড়ই অশান্তি ভোগ করিতেছিলেন।"

৩

আমার জীবনের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিবার ভার আমার উপর। কিন্তু কিরূপে উহা বর্ণনা করিব, তাহাই বলিতেছি। কারণ, আমার বুদ্ধিচাতুর্য্যের বিশেষ অভাব আছে, বোধ হয়।

বাল্যকালের কথা যতটুকু স্মরণ হয়, আমার ধর্ম্মমাতার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলাম। তিনি বেশ ভাল লোকই ছিলেন। প্রতি রবিবারে তিনি তিনবার করিয়া ধর্ম্ম-মন্দিরে যাইতেন। বুধবার ও শুক্রবারের প্রাভাতিক প্রার্থনায় তিনি নিয়মিতভাবে যোগ দিতেন। ধর্ম্মসংক্রান্ত বক্তৃতা যে দিন হইত, তিনি কদাপি তাহাতে অনুপস্থিত থাকিতেন না। আমার ধর্ম্মমাতা দেখিতে সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার হাসিটি ঠিক স্বর্গকন্যাদিগের ন্যায় মধুর ছিল; কিন্তু আমি তাঁহাকে কদাচিৎ হাসিতে দেখিয়াছি। তিনি এতই ধর্ম্মপরায়ণা, সচ্চরিত্রা ছিলেন যে, কেহ কোনও মন্দ কাজ করিলে সারা জীবন ধরিয়া তিনি অপ্রসন্ন-মুখে থাকিতেন। আমার বড় ইচ্ছা করিত, তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসি; কিন্তু কোনও দিন আমি তাঁহাকে ভালবাসিতে পারি নাই। এজন্য আমার মনে বড়ই দুঃখ, বড়ই কষ্ট হইত। তিনি কত ভাল, আর আমি তাঁহার কিরূপ অনুপযুক্ত!

আমি স্বভাবতঃ নির্জ্জনতাপ্রিয় বা স্বল্পভাষী ছিলাম না। কিন্তু ধর্ম্মমাতাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে পারি নাই বলিয়া ক্রমশঃ আমি নির্জ্জনতাপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলাম। কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেও যেন আমার আশঙ্কা জন্মিত। এমনই অভ্যাস দাঁড়াইয়াছিল। আমার একটি পুতুল ছিল। তাহারই সহিত আমার প্রাণের কথাবার্ত্তা, সর্ব্বপ্রকার আলোচনা হইত। সে ছিল নির্ব্বাক্ শ্রোতা, আর আমি ছিলাম বক্তা।

আমার জননীর কথা আমি কোনও দিন কাহারও মুখে আলোচিত হইতে শুনি নাই। আমার পিতার কথাও আমি কিছু জানিতাম না। এ বিষয়েও কেহ কোন দিন কোন প্রকার আলোচনা করে নাই। আলোচনা না হইলেও আমার মাতার সম্বন্ধে যেন আমার কৌতূহল ও আসক্তি বেশী ছিল। জীবনে কোনও দিন আমি কৃষ্ণ পরিচ্ছদ পরিয়াছি, এ কথা মনে পড়ে না। আমার মাতার সমাধিক্ষেত্র কোথায়, তাহাও আমি জানিতাম না। কেহ কোনও দিন উহা আমাকে দেখাইয়া দেয় নাই। শুধু ধর্ম্ম-মাতা ছাড়া আর কাহারও জন্য কোনও দিন আমি প্রার্থনা করিতেও শিখি নাই। শ্রীমতী র‍্যাচেল্ আমাদের পরিচারিকা। এক এক দিন আমি এ বিষয়ে তাঁহার কাছে প্রস্তাব করিতে উদ্যত হইতাম; তিনি আমাকে প্রত্যহ বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া আলো লইয়া যাইতেন। আমি কৌশলে এ প্রসঙ্গের অবতারণা করিবামাত্রই তিনি শুধু, "শুভরাত্রি, ইস্থার" এই বলিয়া বিদায় লইতেন। আমার প্রশ্নের উত্তর মিলিত না।

পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের বিদ্যালয়ে আমি দিবাভাগে পড়িতে যাইতাম। সেখানে আরও সাতটি বালিকা পড়িত। তাহারা আমাকে 'ইস্থার সমারসন্' বলিয়া ডাকিত। সকলেই আমার অপেক্ষা বয়সে বড় ছিল। শুধু তাহাই নহে, আমার অপেক্ষা তাহাদের সকলেরই বিদ্যাবুদ্ধি বেশী বলিয়া আমার ধারণা ছিল। কিন্তু তাহাদের বাড়ীতে আমি কোন দিন যাই নাই। বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার কয়েক দিন পরে, তাহাদের মধ্যে এক জন আমাকে তাহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, সে সংবাদে আমার আনন্দের অবধি ছিল না। কিন্তু আমার ধর্ম্মমাতা উহা জানিতে পারিয়া তাহাকে এমনই একটা কড়া চিঠি লিখিয়া দিয়াছিলেন যে, আর কখনও আমার কোথাও যাইবার অবকাশ ঘটে নাই।

সে দিন আমার জন্মদিবস। অন্যের জন্ম-তারিখের দিন তাহাকে বিদ্যালয়ে যাইতে হয় না। সে দিন তাহার ছুটী। কিন্তু আমার বেলা স্বতন্ত্র। অন্যের গৃহে জন্মতারিখ উপলক্ষে কত আনন্দোৎসব হয়, (অবশ্য ইহা আমার শোনা কথা, সহ-পাঠিকারা এ বিষয়ে গল্প করিত, আমি শুনিতাম) কিন্তু

আমার বেলা সে সকল কোনও বালাই নাই! সমগ্র বৎসরের মধ্যে, আমার জন্মতারিখটাই আমার কাছে সর্ব্বাপেক্ষা নিরানন্দময়!

নৈশ ভোজ শেষ হইয়াছিল। অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে আমি ও ধর্ম্মমাতা উভয়ে বসিয়াছিলাম। ঘড়ীর টিক্‌টিক্‌ শব্দ, অগ্নিকুণ্ডের ফুট্‌ফাট্‌ ধ্বনি, নিস্তব্ধ কক্ষের নির্জ্জনতা ভঙ্গ করিতেছিল। অনেকক্ষণ সমস্ত বাড়ীটার মধ্যে অন্য কোনও শব্দ ছিল না বলিয়াই আমার বোধ হইতেছিল। আমি সেলাই করিতে করিতে একবার মুখ তুলিয়া চাহিলাম; দেখিলাম, আমার ধর্ম্মমাতা আমার দিকে বিমর্ষভাবে চাহিয়া আছেন। সহসা তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ইস্থার, তোমার জন্মতারিখ না থাকিলেই ভাল হইত। তোমার জন্ম না হওয়াই মঙ্গল ছিল!"

আমার বড় কান্না আসিল! নিরুদ্ধকণ্ঠে বলিলাম, "ধর্ম্মমা! আমার মা কি আমার জন্মদিনেই মারা গিয়াছিলেন?"

তিনি বলিলেন, "না। কিন্তু আমাকে আর কোনও প্রশ্ন করিও না।"

"না, মা, দয়া করিয়া আমার জননীর সম্বন্ধে আরও কিছু বলুন। আমি তাঁর কাছে কি অপরাধ করিয়াছিলাম? কেমন করিয়া আমি তাঁহাকে হারাইলাম? অন্যের সঙ্গে আমার এ পার্থক্য কেন? সব কথা আমায় দয়া করিয়া বলুন। আপনি যাবেন না, বসুন, সব কথা আমায় বলুন!"

দুঃখে, কষ্টে আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল, আমি তাঁহার বসনপ্রান্ত চাপিয়া ধরিলাম; জানু পাতিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিলাম। তিনি শুধু বলিতে লাগিলেন, "আমায় ছাড়িয়া দাও"; কিন্তু তিনি নড়িলেন না; চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তাঁহার ঘনান্ধকারাচ্ছন্ন মুখমণ্ডলের এমনই প্রভাব যে, আমি বলিতে বলিতে সহসা থামিয়া গেলাম। আমার ক্ষুদ্র কম্পিত করপুটের সাহায্যে আমি তাঁহার হাত ধরিবার উপক্রম করিলাম, ক্ষমাপ্রার্থনার জন্য আমার হৃদয়ে ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাঁহার মুখের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল, অমনই আমি হাত সরাইয়া লইলাম। আমার হৃদয় তখন দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতেছিল। দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিলাম। তিনি আমাকে তুলিয়া ধরিলেন। উপবেশন করিয়া, আমাকে তাঁহার সম্মুখে দাঁড় করাইয়া অতি নিম্নস্বরে বলিলেন, "ইস্থার, তোমার মা তোমার লাঞ্ছনার কারণ, আর তুমিও তাহার লাঞ্ছনার কারণ। এমন সময় আসিবে—তাহার আর বেশী বিলম্ব নাই—যখন তুমি এ সকল কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে, অনুভব করিতে পারিবে। স্ত্রীলোক ছাড়া সে কথা তেমন করিয়া আর কেহ বুঝিতে পারিবে না। আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়াছি। সে আমার যে গুরুতর অনিষ্ট করিয়াছে, সে কথা আমি আর এখন উল্লেখ করিব না, তাহার সে অপরাধ আমি মার্জ্জনা করিয়াছি। হতভাগিনী বালিকা! তুমি যে দিন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সেই দিন হইতেই তোমার ললাটে কলঙ্ক-তিলক অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। সে জন্য এখন হইতে প্রত্যহ প্রার্থনা কর, যেন অন্যের পাপ তোমাকে না স্পর্শ করে। তোমার মার কথা ভুলিয়া যাও। যাহারা তাহাকে জানিত, তাহারাও যেন তাহার কথা বিস্মৃত হয়। এখন তুমি যেতে পার!"

আমি যেন বরফের ন্যায় জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিলাম। তথাপি আমি সে স্থান পরিত্যাগ করিবার জন্য উদ্যম করিলাম। অমনই তিনি আমাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "দেখ, আত্মত্যাগ, পরিশ্রম এবং আনুগত্য এই তিনটিই তোমার জীবনের প্রধান অবলম্বন জানিও। তোমার জন্মের সহিত যে অন্ধকার তোমার জীবনে ছায়া বিস্তার করিয়া আছে, তাহাতে এ ভাবে না চলিলে তোমার মঙ্গল নাই। অন্য বালক-বালিকার সহিত তোমার স্বাতন্ত্র্য এইখানে। ইস্থার, মনে রাখিও, অন্যান্য বালক-বালিকার মত পাপ ও ঘৃণার সহবাসে তোমাকে লালিত-পালিত করা হয় নাই। তোমাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে রাখা হইয়াছিল।"

আমি নিজের শয়ন-গৃহে চলিয়া গেলাম। পুতুলটিকে বুকে চাপিয়া আমি অশ্রুসিক্ত-নয়নে তাহাকে চুম্বন করিলাম। এই নির্ব্বাক্‌ বন্ধুটিই আমার সকল সুখদুঃখের একমাত্র অবলম্বন ছিল। তখনও আমার জ্ঞান-শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটে নাই, তথাপি আমি বুঝিলাম যে, আমি পৃথিবীতে আসিয়া কোনও দিন কাহারও আনন্দের কারণ হই নাই।

আমার জন্মতারিখের সেই ঘটনা হইতে ধর্ম্মমাতার সহিত আমার মনের ব্যবধান যেন ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছিল। এক এক সময় মনে হইত, আমি তাঁহার বাটীর যে কক্ষ অধিকার করিয়া আছি, তাহা খালি হইয়া যাওয়াই সঙ্গত। তাঁহার কাছে অগ্রসর হইতে আমার শঙ্কা জন্মিলেও দিন দিন আমি তাঁহার প্রতি অধিকতর কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিতে লাগিলাম। সকলের নিকট হইতে আমি সর্ব্বদা দূরে থাকিতাম; কিন্তু পরিশ্রমে আমি বিন্দুমাত্র উপেক্ষা প্রকাশ করিতাম না।

এক দিন সূর্য্যালোক-দীপ্ত অপরাহ্ণে আমি বিদ্যালয় হইতে বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম, ধর্ম্মমাতা বৈঠকখানাঘরে বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিবামাত্র তিনি আমায় ডাকিলেন। আমি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে, তাঁহার পার্শ্বে একটি অপরিচিত ভদ্রলোক উপবিষ্ট।

আমাকে দেখিয়া ধর্ম্মমাতা নিম্নস্বরে তাঁহাকে বলিলেন, "এই সেই বালিকা।" তার পর তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ কঠোর স্বরে তিনি বলিলেন, "মহাশয়, এই বালিকার নাম ইস্থার।"

ভদ্রলোকটি চশমা পরিয়া আমার দিকে চাহিলেন, তার পর ডাকিলেন, "এ দিকে এস ত, লক্ষ্মি!" আমি অগ্রসর হইলে, তিনি আমার করকম্পন করিয়া মাথার টুপী খুলিয়া

লইতে বলিলেন। আমি তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিলাম। ভদ্রলোকটি অপলক দৃষ্টিতে আমায় দেখিতে লাগিলেন। আমার চুল দেখিয়া তিনি একবার "আঃ" ও "বেশ!" এই দুইটি শব্দ উচ্চারণ করিলেন। তার পর চশমা খুলিয়া খাপের মধ্যে রাখিতে রাখিতে ধর্ম্মমাতার দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িলেন। ধর্ম্মমাতা আমায় বলিলেন, "ইস্থার, এখন তুমি উপরে যেতে পার।" আমি অভ্যাগত ভদ্রলোকটিকে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলাম।

উক্ত ঘটনার দুই বৎসর পরে—তখন আমার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর হইবে—একদা রাত্রিকালে আমি ও ধর্ম্মমাতা অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসিয়াছিলাম। আমি বড় বড় করিয়া পড়িতেছিলাম, তিনি শুনিতেছিলেন। প্রত্যহ রাত্রি নয় ঘটিকার সময় আমি তাঁহার ঘরে আসিয়া বাইবেল পড়িয়া তাঁহাকে শুনাইতাম। সেণ্ট জন লিখিত বাইবেলের অংশ পড়িতেছিলাম। যীশু যখন ঝুঁকিয়া পড়িয়া ধূলির উপর লিখিতে ব্যস্ত, সেই সময় পাপিনী নারীকে তাহারা তাঁহার কাছে লইয়া আসিয়াছিল। আমি সেইখানে পড়িতেছিলাম, "যখন তাহারা পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিল, তখন তিনি সোজা হইয়া বসিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে কখনও কোনও পাপ কাজ করে নাই, সেই সর্ব্বপ্রথম এই নারীর প্রতি লোষ্ট্রাঘাত করুক'।"

অকস্মাৎ আমার পাঠে বাধা পড়িল। ধর্ম্মমাতা আসন ছাড়িয়া অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাতে মাথা টিপিয়া ধরিয়া ভীষণ স্বরে ধর্ম্মগ্রন্থের অপরাংশ হইতে আবৃত্তি করিয়া উঠিলেন, "তোমরা সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে! অকস্মাৎ আসিয়া তিনি যেন তোমাদিগকে নিদ্রিত না দেখেন। তোমাদিগকে আজ যাহা বলিলাম, তাহা সকলেরই জন্য বলা হইল। সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিবে, সাবধান থাকিবে!"

উল্লিখিত কথা বলিতে বলিতে ধর্ম্মমাতা অকস্মাৎ ভূমিতলে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার চীৎকারে সমস্ত বাড়ীটা প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, কাজেই আমার চীৎকার করিবার প্রয়োজন হয় নাই।

তাঁহার সংজ্ঞাহীন দেহ শয্যার উপর স্থাপিত হইল। এক সপ্তাহেরও অধিক সময় তিনি শয্যাশায়িনী রহিলেন। তাঁহার শরীরে বাহ্য কোনও বৈলক্ষণ্য দৃষ্টিগোচর হইল না। তাঁহার বার্দ্ধক্যচ্ছায়াচ্ছন্ন সুন্দর মুখমণ্ডলে অপরিবর্ত্তনীয় ভ্রূকুটি তখনও তেমনই ভাবে বিরাজ করিতেছিল। সমস্ত দিন ও রাত্রির মধ্যে আমি তাঁহার শিয়রস্থ বালিসের উপর মুখ রাখিয়া অস্ফুটস্বরে তাঁহার কাছে সহস্রবার ক্ষমা চাহিয়াছি, তাঁহার গণ্ডে চুম্বন করিয়াছি, ভগবানের নিকট তাঁহার জন্য প্রার্থনা করিয়াছি। তিনি যে আমায় ক্ষমা করিয়াছেন, আমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, ইঙ্গিতে তাহা প্রকাশ করিবার জন্য কত অনুনয়-বিনয় করিয়াছি। কিন্তু ভ্রমক্রমেও তাঁহার মুখমণ্ডলের কোনও পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইলাম না। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত একই ভাবে রহিলেন।

আমার ধর্ম্মমাতার দেহ সমাহিত হইবার দিন সেই আগন্তুক ভদ্রলোকটি পুনর্ব্বার উপস্থিত হইলেন। শ্রীমতী র‍্যাচেল আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সেই একই স্থলে তিনি সে দিনও উপবিষ্ট ছিলেন।

তিনি আমাকে বলিলেন, "আমার নাম কেন্‌জি। বালিকা, আমার নামটি তোমার বোধ হয় স্মরণ আছে; কেন্‌জি ও কারবয়, লিঙ্কনস্ ইন।"

আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, তাঁহাকে আমি ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি।

"এস লক্ষ্মি! এখানে ব'স। আমার কাছে ব'স। দুঃখে অভিভূত হয়ো না। কোন প্রয়োজন নাই। শ্রীমতী র‍্যাচেল, কুমারী বারবারীর সকল বিষয়ের সংবাদ আপনি জানেন, তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আয়ের পথও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই বালিকার পিতৃস্বসার মৃত্যু—"

"কি বলিলেন, মহাশয়, আমার পিসী?"

মিঃ কেন্‌জি নম্রস্বরে বলিলেন, "এখন আর লুকাইবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, তাহাতে কোন লাভের সম্ভাবনা দেখিতেছি না। তিনি প্রকৃতই তোমার পিসীমা ছিলেন, তবে আইনানুসারে নহে। অত ব্যস্ত হইও না! কাঁদিলে চলিবে না! না, না, একটু শান্ত হও। শ্রীমতী র‍্যাচেল, আমাদের এই লক্ষ্মী মেয়েটি বোধ হয় জারন্‌ডিস্ এবং জারন্‌ডিসের নাম নিশ্চয়ই শুনিয়াছে।"

শ্রীমতী র‍্যাচেল বলিলেন, "না, কখনও শুনে নাই।"

চশমা-যোড়া চোখের উপর পরিয়া মিঃ কেন্‌জি বলিলেন, "বলেন কি! এ কি সম্ভব যে, বালিকাটি কখনও জারন্‌ডিস্ এবং জারন্‌ডিসের নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই?"

আমি মাথা নাড়িয়া জানাইলাম যে, প্রকৃতই আমি উহা অবগত নহি।

মিঃ কেন্‌জি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "কি আশ্চর্য্য! এত বড় মোকদ্দমার কথা শুন নাই? এমন বিরাট মোকদ্দমা কোন দেশে, কোন সময়ে হয় নাই। এই মোকদ্দমার মূল কারণটি ইংলণ্ড ব্যতীত অন্য কোন দেশে সম্ভবপর হইত না। শ্রীমতী র‍্যাচেল, আপনি শুনুন্। এই মোকদ্দমার খরচ এ যাবৎ প্রায় এগার লক্ষ টাকা হইয়া গিয়াছে।"

আমি এ সকল সংবাদ কিছুই জানিতাম না, কাজেই চুপ করিয়া রহিলাম। তিনি যে কি বলিতেছেন, তাহাও বুঝিবার শক্তি আমার ছিল না।

একটু নীরব থাকিয়া মিঃ কেন্‌জি বলিলেন, "বড়ই বিস্ময়ের কথা, এত বড় সংবাদটা বালিকা কিছুই জানে না!"

শ্রীমতী র‍্যাচেল বলিলেন, "মিস্ বারবারী ইস্থারকে শুধু প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া আর কিছু জানিতে দিতেন না।

কাজেই বিদ্যালয়ের শিক্ষা ছাড়া পৃথিবীর আর কোনও বিষয়ে উঁহার অভিজ্ঞতা নাই।"

মিঃ কেন্‌জি বলিলেন, "অবশ্য মোটের উপর এ ব্যবস্থাটা মন্দ হয় নাই।" তার পর আমার দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন, "মিস্ বারবারী ব্যতীত তোমার কোনও আত্মীয় পৃথিবীতে নাই। (অবশ্য আইনানুসারে তোমার আত্মীয়ের একান্ত অভাব, তাহা আমি বলিতে বাধ্য) যাক্, এখন মিস্ বারবারীর বিয়োগে, এবং শ্রীমতী র‍্যাচেলের এমন অবস্থা নয় যে—"

বাধা দিয়া শ্রীমতী র‍্যাচেল বলিলেন, "না, না, সে কথা নয়।"

মিঃ কেন্‌জি বলিয়া চলিলেন, "বুঝিয়াছি।—যে তিনি তোমার ভরণ-পোষণ করিতে পারেন। আমি দুই বৎসর পূর্ব্বে মিস্ বারবারীর কাছে একটি প্রস্তাব করিতে আসিয়াছিলাম। সে প্রস্তাবানুসারে তোমার ভরণ-পোষণের বন্দোবস্ত হইতে পারে। সে সময় মিস্ বারবারী সে প্রস্তাবে প্রত্যাখ্যান করেন। এখন আমি সেই প্রস্তাবের পুনরুত্থাপন করিতেছি। আমি 'জারন্‌ডিস্ ও জারন্‌ডিসের' প্রতিনিধিরূপে সে প্রস্তাব করিতেছি। শ্রীমতী র‍্যাচেল, আপনিও শুনুন। মিঃ জারন্‌ডিস্ এই বালিকার অবস্থার কথা শুনিয়া প্রস্তাব করিতেছেন যে, তিনি ইহাকে প্রথম শ্রেণীর কোনও বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত না হওয়া কাল পর্য্যন্ত রাখিবেন এবং সকল প্রকার খরচপত্র দিবেন।"

মিঃ কেন্‌জির বাক্যে আমি এমনই অভিভূত হইয়াছিলাম যে, সে সময় আমি কোনও কথা কহিতে পারিলাম না।

তিনি বলিয়া চলিলেন, "মিঃ জারন্‌ডিস্ কোনও সর্ত্ত করিতে চাহেন না। তিনি শুধু এই চাহেন যে, বালিকা তাঁহার অনুমোদন ব্যতীত কখনও সে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবে না। তাহা ছাড়া বিদ্যালয়ে তাহাকে যত্নপূর্ব্বক লেখাপড়া শিখিতে হইবে, চরিত্রকে পবিত্র রাখিতে হইবে। ইহা ছাড়া তাঁহার আর অন্য কোন সর্ত্ত নাই।"

বাস্তবিক আমার বাক্‌শক্তি তখন সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছিল।

মিঃ কেন্‌জি বলিলেন, "এখন বল ত, লক্ষ্মি! তোমার অভিপ্রায় কি? একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিও, তাড়াতাড়ি নাই।"

আমি আর কি বলিব? বলিবার ছিলই বা কি?

সেই সপ্তাহের শেষ ভাগে আমি সে দেশ ত্যাগ করিলাম। যাইবার পূর্ব্বে আমার প্রয়োজনীয় নানাপ্রকার জিনিষপত্র মিঃ কেন্‌জি কিনিয়া দিলেন। তার পর উইন্‌ড্‌সর ত্যাগ করিয়া রিডিং অভিমুখে গাড়ী চড়িয়া যাত্রা করিলাম।

চিরপরিচিত গৃহ ছাড়িয়া যাইবার সময় আমার হৃদয় দুঃখভারে পীড়িত হইয়া উঠিল। শ্রীমতী র‍্যাচেল আমাকে চুমা দিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। আমি গাড়ীতে চড়িয়া একদৃষ্টে বাড়ীটির পানে চাহিয়া রহিলাম। গাড়ী দ্রুত চলিতেছিল। ক্রমে বাড়ীখানি ছায়ার ন্যায় আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

আমি গাড়ীর মধ্যে আমার ধর্ম্মমাতার কথাই মনে করিতেছিলাম। শেষ-রজনীর দৃশ্য আমার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। আমি যেখানে চলিয়াছি, সে জায়গা কেমন, সেখানকার লোকরা আমায় কি ভাবে গ্রহণ করিবে, ইত্যাদি নানা প্রকার কথা মনে উদিত হইতেছিল। আমি তন্ময়ভাবে তাহাই ভাবিতেছিলাম। সহসা গাড়ীর মধ্য হইতে কেহ বলিয়া উঠিল, "তুমি কাঁদছ কেন?"

আমি চমকিয়া উঠিলাম। গাড়ীর অপর প্রান্তের আসনে এক ব্যক্তি সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্র দ্বারা ঢাকিয়া বসিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার কথা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

আমি বলিয়া উঠিলাম, "আমি? আমি কাঁদিতেছি?"

তিনি আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "হাঁ, তুমি।"

আমি স্খলিতবচনে বলিলাম, "কৈ, আমি ত কাঁদি নাই!"

"নিশ্চয়। এই দেখ।" বলিয়া তিনি তাঁহার কোটের হাতা আমার চক্ষুর উপর সন্তর্পণে ঘষিয়া আমায় দেখাইলেন যে, উহাতে জলের দাগ রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, "এখন দেখিলে ত তুমি কাঁদিতেছ?"

আমি বলিলাম, "হাঁ।"

ভদ্রলোক বলিলেন, "এখন বল ত, তুমি কেন কাঁদিতেছিলে? তুমি কি সেখানে যাইতে চাহ না?"

"কোথায়, মহাশয়?"

"যেখানে তুমি যাইতেছ?"

আমি বলিলাম, "আমি সেখানে যাইতে অনিচ্ছুক নহি।"

"বেশ; ভাল কথা। এখন হইতে প্রফুল্ল ভাব ধারণ কর।"

ভদ্রলোকটি আর কোন কথা বলিলেন না। রিডিং নগরে পৌছিবার কিছু পূর্ব্বে পথিমধ্যে তিনি নামিয়া গেলেন। যাইবার সময় তিনি আমার করকম্পন করিলেন। তিনি চলিয়া গেলে আমি স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিলাম। সেই পথে তাহার পর বহুবার গিয়াছি। প্রতিবারই তাঁহার দেখা পাইব মনে হইত; কিন্তু আর কখনও সে ভদ্রলোকটির দেখা পাই নাই। ক্রমে তাঁহার কথা আমি বিস্মৃত হইয়াছিলাম।

এ দিকে আমার গাড়ী এক স্থলে আসিয়া থামিল। একটি পরিচ্ছন্নবেশধারিণী রমণী গাড়ীর জানালার কাছে আসিয়া বলিলেন, "মিস্ ডনি!"

"না, আমার নাম ইস্থার সমারসন্।"

রমণী বলিলেন, "ঠিক হইয়াছে। মিস্ ডনি।"

আমি তখন বুঝিলাম যে, তিনি আমার কাছে মিস্ ডনি

নামে পরিচয় দিলেন। আমার ভ্রমের জন্য আমি তাঁহার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করিলাম। আমার বাক্স ও দ্রব্যাদি তখন আর একখানি গাড়ীর উপর রক্ষিত হইল। মিস্ ডনি সেই গাড়ীতে আমাকে লইয়া উঠিলেন। গাড়ী চলিতে লাগিল।

মিস্ ডনি বলিলেন, "ইস্থার, তোমার জন্য সকল প্রকার বন্দোবস্ত হইয়াছে। তোমার অভিভাবক মিঃ জারন্‌ডিসের অভিপ্রায়ানুসারে সবই ঠিক আছে।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম—"কি নাম বলিলেন?"

মিস্ ডনি বলিলেন, "তোমার অভিভাবক মিঃ জারন্‌ডিস্।"

আমি অত্যন্ত বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিলাম। বলিলাম, "আপনি আমার অভিভাবক মিঃ জারন্‌ডিসকে চেনেন?"

"না, ইস্থার, আমি তাঁহাকে চোখে কখনও দেখি নাই। তাঁহার উকীল, লণ্ডনের প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব, মেসার্শ কেন্‌জি ও কারবয়ের নিকট তাঁহার পরিচয় পাইয়াছি। মিঃ কেন্‌জি অত্যন্ত ভদ্রলোক।"

মিস্ ডনির গৃহ গ্রীন্‌লিফে। আমি তাঁহার আশ্রয়ে রহিলাম। সেখানে আসিয়া আমার বিস্ময়ের মাত্রা আরও বাড়িল। ঘড়ীর কাঁটার মত সকল কার্য্য সেখানে হইয়া থাকে।

ক্রমে আমি এইরূপ জীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত হইয়া উঠিলাম। আমরা সর্ব্বসমেত বারো জন সেখানে ছিলাম। তাহা ছাড়া দুই জন মিস্ ডনি। ইঁহারা যমজ ভগিনী। ভবিষ্যতে যে আমাকে শিক্ষয়িত্রীর জীবন-যাপন করিতে হইবে, এখানে কিছুদিন অবস্থানের পর আমি ক্রমে তাহা বুঝিতে পারিলাম। সেই ভাবেই আমার শিক্ষা অগ্রসর হইতে লাগিল। আমি যে সে সকল বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াই উদ্ধার পাইতাম, তাহা নহে; অন্যকেও শিক্ষা দিতাম। আর যে সকল ছাত্রী সেখানে ছিল, কোনও বিষয়েই তাহাদের সহিত আমার পার্থক্য ছিল না। শুধু এই একটি ব্যাপারেই আমার স্বাতন্ত্র্য আছে, তাহা প্রথম হইতেই বুঝিয়াছিলাম। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমার জ্ঞান বাড়িতে লাগিল। ক্রমে গৃহস্থালীর কাজও আমি করিতে লাগিলাম। সে সকল কাজে আমার উৎসাহও যথেষ্ট ছিল।

এইরূপে দীর্ঘ ছয় বৎসর আমি গ্রীন্‌লিফে অতিবাহিত করিলাম। অতি সুখে ও শান্তিতে দীর্ঘকাল চলিয়া গেল। এখানে আসিবার পর আমার জন্মতিথির দিবস আমি সকলের নিকট হইতে নানাপ্রকার উপহার পাইতাম। কাহারও মুখে এক দিনের জন্য এমন চিহ্ন দেখি নাই যে, আমার জন্ম না হওয়াই মঙ্গলকর ছিল। সে দিন এত উপহার পাইতাম যে, আমার শয়নকক্ষ সুসজ্জিত ও পুষ্পগন্ধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত।

এই ছয় বৎসরের মধ্যে আমি কখনও কোথাও গিয়া থাকি নাই। প্রথম ছয় মাস পরে মিস্ ডনির পরামর্শানুসারে মিঃ কেন্‌জির নিকট পত্রযোগে আমি লিখিয়াছিলাম যে, এখানে আমার পরম সুখেই কাটিতেছে। এ জন্য তাঁহার নিকট আমার কৃতজ্ঞতাও জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। পত্রের উত্তর আসিয়াছিল, অতি সংক্ষিপ্ত। ইহার পর আমি মিস্ ডনি ও তাঁহার ভগিনী উভয়ের কথোপকথন হইতে জানিতে পারিয়াছিলাম যে, আমার খরচপত্রের জন্য টাকা যথাসময়ে আসিত। এক কপর্দ্দকও কখনও বাকী পড়ে নাই।

গ্রীন্‌লিফে পরম নিশ্চিন্তভাবে ও শান্তিতে আমার জীবনের ছয় বৎসর কাটিয়া গেল। একদা নভেম্বর মাসের প্রভাতে আমি একখানি পত্র পাইলাম। পত্রের তারিখ বাদ দিয়া আমি পত্রখানি উদ্ধৃত করিলাম:—

"ওল্‌ড্ স্কোয়ার, লিঙ্কন্‌স্ ইন্।

ম্যাদাম,

জারন্‌ডিস্ ও জারন্‌ডিস্।

আমাদের মক্কেল শ্রীযুক্ত জারন্‌ডিস্ তাঁহার কোনও ওয়ার্ডের জন্য একটি সঙ্গিনী চাহিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, আপনি যদি উক্ত মহিলার সঙ্গিনীরূপে কার্য্য করেন, তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইবেন।

আপনার আসিবার সকলপ্রকার বন্দোবস্ত আমরা করিয়াছি। রিডিং হইতে গাড়ী চড়িয়া আপনি লণ্ডনে আসিবেন। আমাদের আপিসের জনৈক কর্ম্মচারী আপনাকে আমাদের আপিসে লইয়া আসিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থলে অপেক্ষা করিবে। ইতি—

বিনয়াবনত

কেন্‌জি ও কারবয়

কুমারী ইস্থার সমারসন্ সমীপেষু।"

এই পত্রখানি আসিবার পর সমগ্র বাড়ীতে যেরূপ চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল, তাহা আমি কখনও বিস্মৃত হইব না। আমি সকলকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছি বলিয়া বাড়ীশুদ্ধ সকলেই অধীর হইয়া উঠিল। আমি যে তাহাদের এত প্রিয়, তাহা আমি জানিতাম না। আর পাঁচ দিন মাত্র বাকী। তার পরই আমি এখান হইতে চলিয়া যাইব।

ক্রমে যাত্রার দিন আসিল। অশ্রুসিক্ত-নয়নে ছয় বৎসরের আনন্দ-নিকেতন ত্যাগ করিয়া চলিলাম। বাস্তবিক সে দিনের স্মৃতি ভুলিবার নহে। বাগানের বৃদ্ধ মালী পর্য্যন্ত আমার জন্য একটি ফুলের তোড়া আনিয়া হাতে দিল। শুধু তাহাই নহে, আমি তাহার নয়নের পুত্তলিকাস্বরূপ ছিলাম, অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে বৃদ্ধ তাহা প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হইল না।

আমি যেখানে যাইতেছি, অশ্রুসিক্ত-নয়নে সেখানে উপস্থিত হওয়া সঙ্গত নহে। তথাপি বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আমি

আত্মসংবরণ করিতে পারি নাই। লণ্ডন তখনও প্রায় দশ মাইল দূরে, সেই সময় ন্যাবেণ্ডার দ্বারা আমি নয়ন মার্জ্জনা করিয়া প্রফুল্লভাব ধারণ করিবার চেষ্টা করিলাম।

ক্রমে রাজপথে অসংখ্য গাড়ী-ঘোড়া দেখিয়া বুঝিলাম যে, এইবার যাত্রার শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। কিয়ৎকাল পরে এক স্থলে আসিয়া গাড়ী থামিল।

একটি যুবক সসম্ভ্রমে গাড়ীর কাছে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "মিস্, আমি কেন্‌জি ও কারবয়ের আপিস্ হইতে আসিতেছি।"

লোকটি অতি ভদ্র। তিনি আর একটি গাড়ীতে আমাকে তুলিয়া লইলেন। রাজপথ ধূম্রজালে আচ্ছন্ন দেখিয়া আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কোথাও আগুন লাগিয়াছে কি ?

তিনি বলিলেন, "না মিস্; ইহা লণ্ডনের বিশেষত্ব।"

আমি ত শুনিয়া অবাক্। এমন কথা কখনও শুনি নাই।

যুবক বলিলেন, "ইহাকে কুজ্ঝটিকা বলে।"

আমি বলিলাম, "বটে!"

আমাদের গাড়ী অন্ধকারাচ্ছন্ন জঘন্য পথ অতিবাহন করিয়া চলিল। লণ্ডনের অবস্থা দেখিয়া মনে হইল, এখানে মানুষ থাকে কেমন করিয়া ?

যাহা হউক, কিয়ৎকাল পরে আমরা কেন্‌জি ও কারবয়ের আপিসে পৌঁছিলাম। যুবক একটি ঘরের মধ্যে আমাকে লইয়া গেলেন। তার পর একটি আরাম-কেদারা টানিয়া আমাকে বসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। প্রাচীরে একটি ছোট দর্পণ ঝুলিতেছিল, তিনি সেই দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া বলিলেন, "মিস্, যদি প্রয়োজন বোধ করেন, আয়নায় মুখ দেখিয়া লইতে পারেন। দীর্ঘ পর্য্যটনের পর হয় ত দরকার হইতে পারে। বিশেষতঃ প্রধান বিচারপতি মহোদয়ের কাছে এখনই একবার আপনাকে যাইতে হইবে।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "প্রধান বিচারপতির কাছে আমাকে যাইতে হইবে ?"

যুবক বিনয়নম্রস্বরে বলিলেন, "মিস্, নিয়মপালনের জন্য একবার তাঁর সকাশে যাওয়া দরকার। আর কিছু নয়। মিঃ কেন্‌জি এখন আদালতে আছেন। তিনি আপনাকে জলযোগ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। আপনি অনুগ্রহ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ করুন।"

একটি ছোট টেবলের উপর কিছু বিস্কুট ও একটি পানপাত্র রক্ষিত ছিল। একখানি সংবাদপত্র আমার হাতে দিয়া ভদ্রলোক কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

আমি কাগজখানি পড়িতে লাগিলাম; কিন্তু কোন অর্থবোধই যেন হইতেছিল না। অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসিয়া বসিয়া আকাশপাতাল কতই চিন্তা করিতে লাগিলাম। গৃহমধ্যে দিনের বেলা বাতি জ্বলিতেছিল। কক্ষমধ্যে নানা প্রকার পুস্তক রহিয়াছে। অন্যমনস্কভাবে তাহাই দেখিতে লাগিলাম। মনের মধ্যে কত চিন্তাই উদিত হইতেছিল, তাহার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, অন্ত নাই। শুধুই চিন্তা।

অগ্নিকুণ্ডে বহ্নিশিখা তেমনই জ্বলিতেছিল, শুধুই জ্বলিতেছিল। বাতীর আলোকশিখা কাঁপিতেছিল, আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল।

অবশেষে মিঃ কেন্‌জি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আকৃতিতে বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন দেখিলাম না; কিন্তু তিনি আমার পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ভাব দেখিয়া বোধ হইল, তিনি খুবই আনন্দিত হইয়াছেন। তিনি বলিলেন, "মিস্ সমারসন্, তুমি এখন হইতে যে যুবতীর সহচরী হইলে, তিনি লর্ড চ্যান্সেলারের খাসকামরায় আছেন। প্রধান বিচারপতির সম্মুখে যাইতে তোমায় বাধ-বাধ ঠেকিবে না বোধ হয় ?"

আমি বলিলাম, "না মহাশয়, কোনই সঙ্কোচ হইবে না।" ভাবিয়া দেখিলাম, সঙ্কোচ হইবেই বা কেন ?

মিঃ কেন্‌জি আমাকে হাত বাড়াইয়া দিলেন। আমি তাঁহার বাহু অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইলাম। একটি ছোট দরজা খুলিয়া তিনি আমাকে লইয়া চলিলেন। ক্রমে আমরা একটি বেশ সুখসেব্য কক্ষে প্রবেশ করিলাম। একটা প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডের ধারে একটি যুবতী ও একটি যুবক দাঁড়াইয়াছিলেন। উভয়ে কি যেন আলোচনা করিতেছিলেন।

আমি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেই উভয়ে আমার দিকে চাহিলেন। যুবতীর দিকে চাহিয়া দেখিলাম, এমন চমৎকার রূপ আমি দেখি নাই। যেমন রূপ, তেমনই সমুজ্জ্বল, সোনালী কেশপুঞ্জ! তাঁহার নয়নযুগ সুনীল ও মাধুর্য্যপূর্ণ। সে মুখমণ্ডল কি পবিত্র, কি বিশ্বাসপূর্ণ এবং স্বাস্থ্যের বিমল বিভায় সমুজ্জ্বল!

মিঃ কেন্‌জি বলিলেন, "কুমারী আদা, ইনিই কুমারী সমারসন্।"

সুন্দরী প্রসন্ন-হাস্যে দুই বাহু প্রসৃত করিয়া আমার দিকে অগ্রসর হইলেন। তার পর যেন কি ভাবিয়া তিনি আমাকে চুম্বন করিলেন। তাঁহার ব্যবহার এমনই মধুর, এমনই চিত্তাকর্ষক যে, অল্পক্ষণের মধ্যে আমরা উভয়ে জানালার ধারে বসিয়া প্রাণ খুলিয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিলাম।

আমার মনের উপর হইতে একখানি পাষাণের বোঝা নামিয়া গিয়াছিল। তিনি আমাকে বিশ্বাস করিয়া সব কথা বলিবেন, এই চিন্তাতেই আমি সুখ পাইলাম। আমাকে যে তিনি পছন্দ করিয়াছেন, ইহাতেই আমার তৃপ্তি ও আনন্দ! আমার মনে আশা ও উৎসাহের সঞ্চার হইল।

যুবকটি দূর-সম্পর্কে তাঁহার ভাই হন। যুবতী আমাকে বলিলেন যে, তাঁহার ভ্রাতার নাম রিচার্ড কারস্টন্। তিনি দেখিতে অতি সুপুরুষ। মুখখানি বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। হাস্য চিত্তাকর্ষক। আমরা যেখানে বসিয়াছিলাম,

তাহারই অদূরে অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তিনি আমাদের সহিত অত্যন্ত প্রফুল্লভাবে কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন। তাঁহার বয়স খুবই অল্প। বোধ হয়, উনবিংশ বর্ষের অধিক হইবে না। মিস্ আদার অপেক্ষা দুই বৎসরের বড়। উভয়েই পিতৃ-মাতৃহীন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আজিকার পূর্ব্বে কেহ কাহারও সহিত দেখা করিবার সুযোগ পান নাই। এইরূপ স্থলে আমরা তিন জনই একই দিনে সমবেত হইয়াছি, ইহা সত্যই কৌতুকময় এবং বিস্ময়জনক ব্যাপার। সেই বিষয়েই আমরা আলোচনা করিতেছিলাম।

অবশেষে দরজা খুলিয়া এক ব্যক্তি মিঃ কেন্‌জিকে জানাইলেন যে, প্রধান বিচারপতি মহোদয় তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন। তচ্ছ্রবণে কেন্‌জি আমাদিগকে লইয়া ভিন্ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। লর্ড চ্যান্সেলার একটি আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি আমাদিগের প্রতি একবার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চাহিলেন। সে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হইলেও কর্কশ নহে। লর্ড মহোদয়ের সম্মুখে কয়েকটি কাগজের তাড়া ছিল। তিনি একটি তাড়া তুলিয়া লইয়া ডাকিলেন, "মিস্, আদা ক্লেয়ার?"

মিঃ কেন্‌জি তাঁহাকে প্রধান বিচারপতির সম্মুখে লইয়া গিয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন। মিস্ ক্লেয়ারকে তিনি বসিতে বলিলেন। বিচারপতি মহোদয়ের ব্যবহার দেখিয়াই বুঝিলাম যে, তিনি যুবতীর সৌন্দর্য্যদর্শনে মুগ্ধ হইয়াছেন। আমার তখন মনে হইল যে, এমন সুন্দরী যুবতীর পিতামাতা কেহ নাই, ইহা অত্যন্ত বিসদৃশ।

কাগজ উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে লর্ড চ্যান্সেলার বলিলেন, "উল্লিখিত জারন্‌ডিস্ দেখিতেছি, ব্লিক্ হাউসেরও মালিক।"

মিঃ কেন্‌জি বলিলেন, "আজ্ঞা, হাঁ হুজুর।"

বিচারপতি মহোদয় বলিলেন, "কিন্তু নামটি মোটেই প্রীতিদায়ক নয়।"

মিঃ কেন্‌জি বলিলেন, "কিন্তু মিঃ লর্ড, স্থানটি বর্ত্তমানে অপ্রীতিকর আদৌ নহে।"

"ব্লিক্ হাউস কোথায়?"

"হার্টফোর্ডশায়ারে, হুজুর।"

বিচারপতি বলিলেন, "মিঃ জারন্‌ডিস্, ব্লিক্ হাউসের মালিক যিনি, তিনি বিবাহ করেন নাই?"

মিঃ কেন্‌জি বলিলেন, "আজ্ঞা, না হুজুর।"

কিয়ৎকাল থামিয়া লর্ড চ্যান্সেলার বলিলেন, "মিঃ রিচার্ড কারস্টন্ উপস্থিত আছেন?"

রিচার্ড তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া অগ্রসর হইলেন।

পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে লর্ড মহোদয় একবার "হুঁ" বলিয়া চুপ করিলেন।

মিঃ কেন্‌জি অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "ব্লিক হাউসের মালিক মিঃ জারন্‌ডিস্ একটি উপযুক্ত সহচরী নির্ব্বাচন করিয়াছেন, হুজুরের বোধ হয়, সে কথা স্মরণ আছে। সেই সঙ্গিনী—"

অনুরূপ মৃদুকণ্ঠে লর্ড মহোদয় যেন বলিলেন, "মিঃ রিচার্ড কারস্টনের জন্য।" অবশ্য আমি ঠিক শুনি নাই। যাহা হউক, মিঃ কেন্‌জি বলিলেন, "মিস্ আদা ক্লেয়ারের জন্য সেই নির্ব্বাচিত সহচরীকে এখানে আনিয়াছি। এই সেই যুবতী, ইঁহার নাম মিস্ সমারসন্।"

বিচারপতি মহোদয় প্রসন্ন-দৃষ্টিতে আমার দিকে একবার চাহিলেন। তার পর বলিলেন, "আমার মনে হয়, মিস্ সমারসন্ মোকদ্দমা-সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষেরই অন্তর্গত নহেন?"

"না হুজুর।"

অবশেষে বিচারপতি মহোদয় বলিলেন, "বেশ, এইবার আমি আদেশ প্রচার করিব। ব্লিক হাউসের মালিক মিঃ জারন্‌ডিস্ এই যুবতীর জন্য যে সঙ্গিনী নির্ব্বাচন করিয়াছেন, তাহা আমার মতে খুবই উপযুক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় ইহার অপেক্ষা সুবিধাজনক বন্দোবস্ত আর কিছুই হইতে পারে না।"

বিচারপতি মহোদয় আমাদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। আমরা সকলেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। তাঁহার ভদ্র ও মধুর ব্যবহারে আমরা সকলেই আপ্যায়িত হইয়াছিলাম।

আমরা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলে মিঃ কেন্‌জি কি একটা কাজের জন্য পুনরায় ভিতরে চলিয়া গেলেন। আমরা বাহিরের কুজ্ঝটিকার মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

রিচার্ড কারস্টন্ বলিলেন, "তার পর? এখন আমরা কোথায় যাইব, মিস্ সমারসন্?"

আমি বলিলাম, "আপনি কি তা জানেন না?"

তিনি বলিলেন, "কিছুই না।"

আদাকে সম্বোধন করিয়া আমি বলিলাম, "তুমি কিছু জান, ভাই?"

"না, তুমি জান না?"

আমি বলিলাম, "বিন্দুমাত্র না।"

আমাদের অজ্ঞতায় আমরা নিজেরাই হাসিতে লাগিলাম। ঠিক এই সময়ে একটি অদ্ভুতদর্শন বৃদ্ধা হাসিতে হাসিতে আমাদের কাছে আসিয়া আমাদিগকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "এ দেখছি, জারন্‌ডিসের সব ওয়ার্ড তোমাদের দেখে আমি ভারী খুসী হয়েছি! তোমাদের অদৃষ্ট ভাল। নিজেদের ভবিষ্যৎ কি, যারা জানে না, তারা যদি এখানে এসে দাঁড়ায়, তাদের মঙ্গল হয়!"

রিচার্ড মৃদুস্বরে বলিলেন, "পাগল না কি!" তিনি বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন যে, বৃদ্ধা তাঁহার কথা শুনিতে পাইবে না।

কিন্তু কথাটা তাহার কাণে গিয়াছিল। সে তখনই মৃদুহাস্যে বলিয়া উঠিল, "ঠিক কথা পাগলই বটে, যুবক। এক দিন আমিও ওয়ার্ড ছিলাম সে সময় আমি পাগল

ছিলাম না। তখন আমার যৌবন ছিল, আশাও ছিল। সম্ভবতঃ দেহে সৌন্দর্য্যও মন্দ ছিল না। এখন তাহার কোন মূল্য নাই। যৌবন, আশা ও সৌন্দর্য্য এই তিনের কোনটিই আমাকে রক্ষা করিতে পারে নাই, আমার কোনও কাজেই লাগে নাই। আমি প্রত্যহ আদালতে দলিলাদিসহ নিয়মিত সময়ে হাজির হইয়া থাকি। বিচারক আমার বিষয়ে রায় দিবেন, ইহা রোজই আশা করি। রায় এক দিন বাহির হইবেই—সে বোধ হয় বিচারের দিন। আমি আবিষ্কার করিয়াছি যে, যে অধ্যায়ে ষষ্ঠ শিল-মোহরের উল্লেখ আছে, সেইটাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। বহুদিন পূর্ব্বে সে শিলমোহর ভাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ লও।"

আদা একটু ভীতা হইয়াছিলেন। আমি বৃদ্ধাকে খুসী করিবার জন্য বলিলাম যে, আমরা তাহার সদয় ব্যবহারে আনন্দিত হইয়াছি।

বৃদ্ধা বলিল, "তা' ত হবেই। এই যে, বাক্যবাগীশ কেনজি আসছেন। বাঃ! সঙ্গে দলিলপত্রও আছে! কেমন আছেন, মশায়?"

"ভাল আছি। বেশ আছি। এখানে গোলযোগ করো না। লোক মন্দ নয়। মনটি খুবই ভাল।" মিঃ কেনজি আমাদিগকে পথ দেখাইয়া চলিলেন।

বৃদ্ধা আমাদের সঙ্গে আসিতে আসিতে বলিল, "না, না, আমি গোলযোগ বাধাই না। মিথ্যাকথা। আমি তোমাদের দু'জনকে সম্পত্তি দান করিব। সেটা বোধ হয়, কাহারও পক্ষে আপত্তিজনক হইবে না। শীঘ্রই আমার বিষয়ে বিচার হইবে, রায় বাহির হইবে। সেই বিচারের দিন সবই ঠিক হইবে। তোমাদের যে ভবিষ্যতে ভাল হইবে, ইহা তাহারই সঙ্কেত। আমার আশীর্ব্বাদ লও।"

আমরা সোপানাবলী বাহিয়া উপরে উঠিতেছিলাম। বৃদ্ধা আমাদের অনুগমন করিল না, সিঁড়ির নীচে দাঁড়াইয়া রহিল। সে তখনও বলিতেছিল, "যৌবন, আশা, রূপ! বিচারালয়, বাক্যবাগীশ কেনজি! চমৎকার! আমার আশীর্ব্বাদ লও!"

৪

মিঃ কেনজির আপিসের ঘরে আমরা ফিরিয়া আসিলে তিনি আমাদিগকে বলিলেন যে, আজ রাত্রিতে আমরা শ্রীমতী জেলিবির গৃহে অবস্থান করিব। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তিনি কে?"

মিঃ কেনজি বলিলেন, "তুমি তাঁর নাম শুন নাই?"

আমি বলিলাম, "না, মহাশয়।"

মিঃ কেনজি বলিলেন যে, শ্রীমতী জেলিবি শ্রীযুক্ত জেলিবির পত্নী। শ্রীমতী জেলিবি সাধারণ্যে বিশেষ পরিচিতা। আফ্রিকার বিষয়ে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞা।

রিচার্ড প্রশ্ন করিলেন, "মিঃ জেলিবি কি করেন?"

মিঃ কেনজি বলিলেন, "তাঁহার সম্বন্ধে এইটুকু বলিতে পারি যে, তিনি শ্রীমতী জেলিবির স্বামী। তার বেশী আমার কিছু জানা নাই।"

রিচার্ড বলিলেন, "ও! কেহ বুঝি তাহাকে চিনেই না?"

"না—না, তা ঠিক নয়। মিঃ জেলিবিকে আমি কোন দিন দেখি নাই। তাঁর সম্বন্ধে কোন বিশেষ সংবাদও আমার জানা নাই। হয় ত তিনি কোন মহৎ লোক। যাই হোক্ না কেন, শ্রীমতী জেলিবির আলোকদীপ্তির প্রভাবে তিনি নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছেন।" মিঃ কেনজি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ব্লিক হাউস্ বহু দূরে অবস্থিত। পথটা খুবই দীর্ঘ। বিশেষতঃ রাত্রিকালে আরও কষ্টকর। কাজেই মিঃ জারনডিস্ নিজেই প্রস্তাব করিয়াছেন যে, পথিমধ্যে শ্রীমতী জেলিবির গৃহে আজ রাত্রিতে আমরা অবস্থান করিব। তার পর তাঁহার বাড়ীতে গাড়ী যাইবে। সেখান হইতে আমরা আগামী কল্য দ্বিপ্রহরে ব্লিক হাউস অভিমুখে যাত্রা করিব।

মিঃ কেনজি ঘণ্টাধ্বনি করিলেন। আমার পূর্ব্বপরিচিত সেই যুবক কর্ম্মচারী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মিঃ কেনজি তাঁহাকে মিঃ গুপি বলিয়া উল্লেখ করিলেন। আমার লটবহর পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে কি না, জানিতে চাহিলে মিঃ গুপি তাঁহাকে বলিলেন যে, নির্দ্দিষ্ট স্থলে সে সকল দ্রব্য প্রেরিত হইয়াছে।

তখন মিঃ কেনজি আমাদের সহিত করকম্পন করিয়া বলিলেন, "মিঃ গুপি, তুমি ইঁহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট স্থলে পৌছাইয়া দাও।"

আমরা কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। রিচার্ড মিঃ গুপিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে স্থানটি কোথায় ও কত দূর, মহাশয়?"

মিঃ গুপি বলিলেন, "বেশী দূর নয়, থেভিস্ ইনের কাছেই, আপনি বোধ হয় জানেন?"

"আমি লণ্ডনে নবাগত, আমি কোন স্থানই চিনি না।"

"চারি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমরা সেখানে পৌছিব। চলুন।" তার পর আমার দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন, "মিস্, লণ্ডনের কুয়াশায় আপনার স্বাস্থ্যের উপকার হইবে।"

আমি তাঁহার কথায় একটু লজ্জিত হইলাম। মৃদুহাস্যও আমার ওষ্ঠপ্রান্তে ভাসিয়া উঠিয়াছিল। নীচে গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। আমরা তিন জনে ভিতরে বসিলাম। মিঃ গুপি উপরে উঠিলেন।

কিয়ৎকাল পরে আমাদের গাড়ী এক স্থলে আসিয়া থামিল। বাহিরে অনেকগুলি লোক দাঁড়াইয়া জটলা করিতেছিল। বাড়ীর প্রাচীরগাত্রে পিত্তলফলকে লেখা ছিল—"জেলিবি।"

জনতা দেখিয়া আমরা ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। মিঃ গুপি

বলিলেন, "আপনারা ভয় পাইবেন না। একটি বাচ্চা জেলিবি তাহার রেলিংয়ের ফাঁকে মাথা গলাইয়া দিয়াছে, তাই এত জনতা!"

আমি বলিলাম, "কি সর্ব্বনাশ! আপনি সরিয়া দাঁড়ান, আমি নামিব।"

মিঃ গুপি বলিলেন, "মিস্, আপনি নিজে সতর্ক থাকিবেন। বাচ্চা জেলিবিরা ভারী দুষ্ট। কোন না কোন হাঙ্গামা তাহারা বাধাইবেই।"

আমি গাড়ী হইতে নামিয়া বালকটির দিকে অগ্রসর হইলাম। তাহার অবস্থা দেখিয়া বড় দুঃখ হইল। এক জন গোয়ালা তাহাকে টানিয়া বাহির করিবার উপক্রম করিতেছিল। আমি তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম, মাথাটা যখন দুইটা রেলিংয়ের মাঝে প্রবেশ করিয়াছে, তখন তাহার দেহটাও তাহার মধ্য দিয়া বাহির করা অসম্ভব নহে। আমার নির্দ্দেশক্রমে বালকটিকে টানিয়া বাহির করা হইল। তাহার শরীরে বিশেষ কোন আঘাত লাগিল না। বালকটি মুক্তি পাইয়াই তাহার হস্তস্থিত একটি ছোট যষ্টি দ্বারা মিঃ গুপিকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল।

বাড়ীতে বহু বালক-বালিকার ভিড় দেখিলাম। সকলগুলিই মলিন বসন-পরিহিত ও অযত্নবর্দ্ধিত। দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

বাড়ীর কোন লোক এ পর্য্যন্ত সেখানে আসে নাই। শুধু একটা স্ত্রীলোক একগাছি ঝাঁটা লইয়া বালকটিকে মাঝে মাঝে খোঁচা মারিতেছিল। কি যে তাহার অভিপ্রায়, তাহা বুঝিলাম না। মনে হইল, বোধ হয়, শ্রীমতী জেলিবি বাড়ী নাই।

যাহা হউক, উল্লিখিত পরিচারিণী আমাদিগকে ভিতরে লইয়া গেল। একটি বালক অন্ধকারে গড়াইতে গড়াইতে নীচে পড়িয়া গেল। একটি কক্ষমধ্যে শ্রীমতী জেলিবি বসিয়াছিলেন। তিনি আমাদিগকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। দেখিতে তিনি সুন্দরা, স্থূলকায়া, কিন্তু খর্ব্বাকৃতি। বয়স অনুমান চল্লিশ হইতে পঞ্চাশের মধ্যে।

তিনি বলিলেন, "আপনাদিগকে পাইয়া বড়ই খুসী হইলাম। মিঃ জারন্‌ডিসের উপর আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে। তিনি যাঁহাদিগকে ভালবাসেন, আমার নিকট তাঁহারা আরও প্রিয়।"

কক্ষটি যেমন অপরিষ্কার, তেমনই অপরিচ্ছন্ন। মোটের উপর বাড়ীটা যেন রোগের বাসভূমি বলিয়াই আমার মনে হইল। শুধু তাহাই নহে, একটি দৃশ্যে আমার মন বড়ই অপ্রসন্ন হইল। দেখিলাম, একটি শীর্ণকায়া, অবসাদভারনম্র বালিকা একটা টেবলের ধারে কলম হাতে করিয়া বসিয়া আছে। সে আমাদিগের প্রতি বিস্ময়বিস্ফারিত-নেত্রে চাহিয়াছিল। তাহার পরিচ্ছদও অত্যন্ত মলিন ও ছিন্নপ্রায়।

শ্রীমতী বলিলেন যে, তিনি আফ্রিকার ব্যাপারে বড়ই ব্যস্ত। অবসর মোটেই নাই। তিনি যে প্রণালীতে কাজ চালাইতেছেন, তাহাতে অবিলম্বে নাইগার নদের বাম ভাগের বিস্তীর্ণ ভূমিতে প্রায় দুই শত ঘর সুস্থকায় গৃহস্থের সমাবেশ ঘটিবে। আফ্রিকার জলবায়ু প্রভৃতির গুণকীর্ত্তনে শ্রীমতী জেলিবি পঞ্চমুখ দেখিলাম।

তিনি বলিলেন, "আপনি যদি আফ্রিকা-সংক্রান্ত আমার বর্ণনা পড়েন, তাহা হইলে অনেক বিষয় জানিতে পারিবেন। সংপ্রতি আফ্রিকা সম্বন্ধে আমি একটা সাধারণ পত্র এখন লেখাইতেছি। আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা লিখিতেছে; আমি বলিয়া যাইতেছি। মেয়েটি এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সহায়তা করে।"

টেবলের ধারে উপবিষ্টা শীর্ণকায়া বালিকাটি আমাদিগকে অভিবাদন করিল।

শ্রীমতী জেলিবি বলিলেন, "আমি পত্রখানা এখনই শেষ করিয়া ফেলিব। অবশ্য আমার কাজের অন্ত নাই। ক্যাডি, কত দূর বলিয়াছি?"

শ্রীমতী বলিয়া চলিলেন। কন্যা লিখিতে লাগিল। পত্র লেখা শেষ হইলে, শ্রীমতী জেলিবি বলিলেন, "ছ'টা বাজিয়া গিয়াছে দেখিতেছি। আমাদের খাবারের সময় যে সাধারণতঃ পাঁচটা! ক্যাডি, কুমারী ক্লেয়ার ও সমারসনকে তাঁহাদের শয়নঘর দেখাইয়া দাও ত।"

আমরা উপরে চলিলাম; আমাদের উভয়ের শয়নকক্ষ পাশাপাশি, মধ্যে দরজা আছে। ঘর দুইটি আদৌ সজ্জিত নহে। আসবাবপত্র যৎসামান্য, যাহা আছে, তাহাও অত্যন্ত বিশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত।

মিস্ জেলিবি বলিলেন, "আপনাদের বোধ হয়, গরম জলের প্রয়োজন আছে?" এই বলিয়া তিনি ঘরের চারিদিকে একটা ঘটী অথবা অন্য কোনও পাত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বৃথা, সে ঘরে একটিও পাত্র ছিল না। তিনি তখন অন্য কক্ষে চলিয়া গেলেন। আমরা আমাদের বিছানাপত্র খুলিয়া শয্যারচনার দিকে মন দিলাম। ঘর দুইটি অত্যন্ত শীতল, সে দিন শীতও পড়িয়াছিল বেশ। কেমন এক প্রকার 'জলা' গন্ধ পাইতেছিলাম। আমরা উভয়েই ঘরের অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়াছিলাম; কিন্তু উপায় নাই; কাজেই যে যাহার কাজ করিতে লাগিলাম। নিজেদের অবস্থায় হাসি আসিতেছিল। দুই জনে খুব একচোট হাসিয়া লইলাম। ইতিমধ্যে শ্রীমতী জেলিবি আসিয়া দুঃখের সহিত জানাইলেন যে, গরম জলের সুবিধা হইল না। জলের কেৎলি যে কোথায় আছে, তাহা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। শুধু তাহাই নহে, শুনিলাম, 'বয়লারটা'ও খারাপ হইয়া গিয়াছে!

আমরা তাঁহাকে ব্যস্ত হইতে নিষেধ করিলাম। তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া আমরা নীচে নামিয়া গেলাম। সেখানে আসিয়া দেখি, একটি স্ত্রীলোক ড্রয়িং-রুমের অগ্নিকুণ্ডে বাতাস

না। ক্রমে সেই অবস্থায় বালিকার শ্রান্ত মস্তক নিদ্রাভারে ঢলিয়া পড়িল। আমি তাহার মাথা আমার কোলের উপর সন্তর্পণে রাখিয়া শালুখানির দ্বারা উভয়ের দেহ আবৃত করিলাম। বসিয়া বসিয়া নিদ্রাভারে আমারও নয়ন মুদ্রিত হইয়া আসিতেছিল। নানা কথা চিন্তা করিতে করিতে অবশেষে আমিও সুষুপ্তি-সাগরে ডুবিয়া গেলাম।

যখন আমি চক্ষু চাহিলাম, দেখিলাম, ঊষার আলোক কুহেলিকার আবরণ ভেদ করিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। আমার বিছানায় পেপি শুইয়াছিল। বালক শয্যাত্যাগ করিয়া তখন আমার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

৫

মিস্ জেলিবি প্রস্তাব করিল যে, আমরা সকালবেলাটা বেড়াইয়া আসিলে ভাল হয়।

"মার উঠিতে এখনও ঢের দেরী আছে। ততক্ষণে আমরা বেড়াইয়া ফিরিতে পারিব। প্রাতরাশও সেই সময়ে পাওয়া যাইবে। বাবা যা পান, তাই মুখে দিয়া আপিসে চলিয়া যান। কোন দিনই তাঁর ভাগ্যে পূরা প্রাতরাশ জুটে না। মিস্ সমারসন্, আপনার বোধ হয় শরীর ভাল নাই। সারারাত্রি ঘুমান নাই, বোধ হয়, বড় কষ্ট হইতেছে। আপনি খানিক না হয় ঘুমুন।"

আমি বলিলাম, "না, আমার কোন কষ্ট হইতেছে না। আমি বেড়াইয়া আসিব।"

"আচ্ছা, তবে আমি প্রস্তুত হইয়া আসি।"

আদারও ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল, তিনিও আমাদের সঙ্গে বেড়াইতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

নীচে নামিয়া আসিয়া দেখিলাম, রিচার্ড ড্রয়িংরুমে পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছেন। আমাদিগকে এত ভোরে উঠিতে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। আমরা বেড়াইতে যাইতেছি শুনিয়া তিনিও প্রস্তুত হইলেন। আমি ও মিস্ জেলিবি অগ্রে চলিলাম, তিনি ও আদা আমাদের অনুবর্তী হইলেন।

মিস্ জেলিবি বলিল, "কোন্ দিকে যাবেন?"

আমি বলিলাম, "যে দিকে ইচ্ছা।"

বালিকা দ্রুত চলিল, আমিও তাহার সহিত দ্রুত চলিতে লাগিলাম।

বালিকা বলিল, "দেখুন, মিস্ সমারসন্, আমি আর সহ্য করিতে পারি না।"

বুঝিলাম, বালিকা তাহার নিজের কথা বলিতেছে। আমি বলিলাম, "একটা কথা মনে রাখিও, তোমার মার প্রতি তোমার একটা কর্ত্তব্য আছে।"

বাধা দিয়া বালিকা বলিল, "সন্তানের কর্ত্তব্যের কথা আর বলিবেন না। মা কি তাঁর নিজের কর্ত্তব্য পালন করেন? তাঁর সমস্ত কর্ত্তব্য আফ্রিকা ও জনসাধারণে সমর্পিত হইয়াছে! কাজেই বলিতে হয়, আফ্রিকা ও জনসাধারণ তাঁহার প্রতি সন্তানের কর্ত্তব্য প্রদর্শন করুক। আমার সঙ্গে তাহার সম্পর্ক কি? আপনি অবশ্য এ কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিতেছেন! কিন্তু কথাটা মিথ্যা নয়। যাক্, ও কথার আলোচনা করিয়া কোন লাভ নাই।"

বালিকা আরও দ্রুত চলিতে লাগিল।

সহসা আদা ও রিচার্ড অতি দ্রুতবেগে আমাদের কাছে আসিলেন। আদা বলিলেন যে, এত দ্রুত-গমনের উদ্দেশ্য কি? ঘোড়-দৌড়ের বাজি জিতিবার প্রয়োজন ত নাই! অগত্যা মিস্ জেলিবি তাহার গতিবেগ হ্রাস করিল। সে আর একটি কথাও বলিল না। আমিও অপ্রিয় প্রসঙ্গের আলোচনার হাত হইতে উদ্ধার পাইলাম।

প্রফুল্ল-কণ্ঠে রিচার্ড আমাকে বলিলেন, "ভগিনি, আদালত দেখিতেছি আমাদিগকে রেহাই দিবে না। গতকল্য আমরা যেখানে মিলিত হইয়াছিলাম, আজ দেখিতেছি, নানা পথ ঘুরিয়া আবার সেইখানে আসিয়া পড়িয়াছি। ঐ দেখ, সেই বৃদ্ধা নারী ওখানে দাঁড়াইয়া!"

বাস্তবিকই গত কল্য আদালতপ্রাঙ্গণে যে বৃদ্ধা নারী আমাদিগকে হাস্যমুখে অভিবাদন করিয়াছিল, সেই বৃদ্ধা আমাদিগকে দেখিয়া আজও অভিবাদন করিতেছে!

"কি গো, জারনডিসের ওয়ার্ডরা! তোমাদিগকে দেখিয়া আমি বড়ই সুখী হইলাম!"

আমি বলিলাম, "আপনি যে আজ খুব সকালে বাহির হইয়াছেন?"

"হাঁ, আদালত বসিবার আগেই আমি রোজ এখানে আসি। সমস্ত দিন কি কাজ করিব, সকালে আসিয়া তাহা স্থির করিয়া লই। সমস্ত দিন যে কাজ করিব, তাহার পূর্ব্বে বিশেষ চিন্তার প্রয়োজন!"

মিস্ জেলিবি অস্ফুটস্বরে বলিল, "মিস্ সমারসন্, ইনি কে?"

বৃদ্ধার শ্রবণ-শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। সে নিজেই বালিকার প্রশ্নের উত্তর দিল।

"মা, আমি এক জন বিচারপ্রার্থিনী। প্রত্যহ আমাকে আদালতে হাজিরা দিতে হয়। ইনিও জারনডিস্ দলের এক জন নাকি?"

রিচার্ড উত্তর করিলেন যে, মিস্ জেলিবির সহিত মোকদ্দমার কোন সম্বন্ধ নাই।

বৃদ্ধা বলিল, "আদালতের রায় শুনিবার তবে বালিকাটির প্রয়োজন নাই? না থাক্, তবু এক দিন উহাকেও বুড়া হইতে হইবে।"

বৃদ্ধা তাহার পর আমার হাত ধরিয়া বলিল, "আমার বাড়ীতে যাবে? দেখিয়া আসিবে, আমি কেমন ঘরে থাকি!

তোমাদের মত নবীনা যুবতী, অনন্ত আশা ও আকাঙ্ক্ষা-ভরা লোক বহুদিন আমার কুটীরে পায়ের ধূলা দেয় নাই।"

বৃদ্ধা আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল। তাহার আগ্রহ-প্রার্থনা ও অনুনয়-বিনয়ে উপেক্ষা করিবার সামর্থ্য আমার ছিল না। রিচার্ডেরও কৌতূহল জন্মিয়াছিল। কাজেই আমরা সকলেই তাহার অনুগামী হইলাম।

নানা পথ ঘুরিয়া একটি দোকানের নিকট সে আসিল। দোকানটি একটি সরু ও ছোট গলির উপর স্থাপিত। দোকানের বাহিরে লেখা ছিল, "ক্রুক্, ছেঁড়া ন্যাকড়া ও শিশি-বোতলের গুদাম।" বৃদ্ধা বলিল, "আমি এখানেই থাকি। এস, ভিতরে এস।" আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম। দোকানের জানালার উপরে এক স্থানে লেখা ছিল, "রান্নাঘরের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কেনা হইয়া থাকে", অপর স্থলে, "পুরাতন লোহা-লক্কড় কেনা হয়।" ভিন্ন ভিন্ন স্থলে, "ছেঁড়া কাগজপত্র," "ভদ্রলোক ও মহিলাদের কাপড়ের আলমারী প্রভৃতি কেনা হইয়া থাকে" ইত্যাদি লেখা আছে। সবই কেনা হয়। কোনও জিনিষই বিক্রয় করা হয় না! ভিতরে শিশি, বোতল স্তূপীকৃত রহিয়াছে। নানা প্রকার পুরাতন শিশি ও বোতল! পুরাতন অর্দ্ধছিন্ন আইনের গ্রন্থও রহিয়াছে দেখিলাম। অনেকগুলি পুরাতন ব্যাগ প্রাচীর-গাত্রে লৌহ-কীলকে সংলগ্ন ছিল। ঘরের এক কোণে বহুসংখ্যক কঙ্কাল ও অস্থি সংগৃহীত রহিয়াছে দেখিয়া রিচার্ড আদা ও আমার কাণে কাণে সে সম্বন্ধে কতিপয় মন্তব্য প্রকাশ করিলেন।

বাহিরে কুয়াসা; ভিতরে অন্ধকার। এক জন বৃদ্ধ একটি লণ্ঠন লইয়া এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সেই আলোকে আমরা গৃহমধ্যস্থ পদার্থগুলি অস্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলাম। লোকটির চোখে চশমা ছিল। সহসা সে দরজার দিকে ফিরিতেই আমাদিগকে দেখিতে পাইল। খর্ব্বকায়, অতি কুৎসিতদর্শন এবং অত্যন্ত কৃশ। তাহার মাথাটা এক দিকে হেলিয়াই আছে। নাক-মুখ দিয়া ক্রমাগত ধূমবাষ্প নির্গত হইতেছিল। মনে হইল, তাহার দেহের ভিতরে যেন অগ্নি জ্বলিয়াই আছে!

বৃদ্ধ আমার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, "হিঃ হিঃ! কিছু বিক্রী করবেন না কি?"

আমরা সঙ্গিনী বৃদ্ধার দিকে চাহিয়া একটু হটিয়া আসিলাম। বৃদ্ধা তখন এক তাড়া চাবি বাহির করিয়া একটা দরজা খুলিবার চেষ্টা করিতেছিল। রিচার্ড তাহাকে বলিলেন যে, বৃদ্ধা কোথায় থাকেন, তাহা ত আমরা দেখিয়া গেলাম। এখন আমরা চলিয়া যাইতে পারি। বৃদ্ধা আমাদের প্রস্তাবে কর্ণপাত করিল না। সে এমন কাতরভাবে অনুনয় করিতে লাগিল যে, তাহার প্রার্থনায় উপেক্ষা করা নিতান্তই কঠিন হইয়া দাঁড়াইল।

বৃদ্ধা সেই অদ্ভুতদর্শন বৃদ্ধকে আমাদের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিল, "ইনি বাড়ীওয়ালা। ইহারই নাম ক্রুক। প্রতিবেশীরা উঁহাকে লর্ড চ্যান্সেলার বা প্রধান-বিচারপতি বলিয়া ডাকে। এই দোকানকে তাহারা আদালত বলিয়া থাকে। লোকটি অত্যন্ত খামখেয়ালী, অত্যন্ত অদ্ভুত!"

তার পর কণ্ঠস্বর অতি মৃদু করিয়া আমার কাণে কাণে বলিল, "বুঝিয়াছ, লোকটার পাগলের ছিট আছে!"

বৃদ্ধ তাহার কথা শুনিতে পাইয়া একটু হাসিয়া বলিল, "কথাটা ঠিক বটে। ওরা আমাকে প্রধান বিচারপতি ব'লে ডাকে, আমার দোকানকে আদালত ব'লে থাকে। কেন, তা জানেন কি?"

রিচার্ড উপেক্ষাভরে বলিলেন, "তা কেমন করিয়া জানিব?"

বৃদ্ধ আমাদের দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "শুনুন, তারা—হিঃ! বাঃ, চমৎকার চুল ত! নীচে তিন ঝুড়ি চুল (সবই মহিলাদের মাথার) আছে; কিন্তু তার মধ্যে এমন চমৎকার চুল একটিও নাই। কি রং, কি ঘন চুল!"

বৃদ্ধ সঙ্গে সঙ্গে আদার কেশরাজির এক গুচ্ছ তাহার হাতে তুলিয়া ধরিয়া পরীক্ষা করিতেছিল। রিচার্ড তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "বন্ধু, ঐ পর্য্যন্ত থাক। আমরা সকলে দূর হইতে উঁহার কেশরাশির প্রশংসা করিয়া থাকি, তুমিও তাই কর, অতটা স্বাধীনতা লইও না।"

এই কথা শুনিবামাত্র বৃদ্ধের নয়নের দৃষ্টির আকস্মিক পরিবর্ত্তন ঘটিল। আদার মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি হাসিতে হাসিতে বৃদ্ধকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন।

বৃদ্ধ তখন বলিল, "আমার এখানে হরেক রকমের জিনিষ আছে। আমার প্রতেবেশীরা মনে করে যে, সেগুলি শুধু শুধু নষ্ট হইতেছে। তাই তারা এই দোকানের নাম 'চ্যান্সারি' আদালত বলে। আমার নামও এই রকমে গড়িয়া উঠিয়াছে। তা বলুক গে, আমি গ্রাহ্য করি না। আমি মাঝে মাঝে প্রধান বিচারপতি—আমার বন্ধুর কাছে গিয়া বসিয়া থাকি। তিনি আমায় লক্ষ্য করেন না। কিন্তু আমি করি। হিঃ! লেডী জেন্।"

একটা তাকের উপর হইতে একটা বিড়াল লম্ফ দিয়া নামিয়া আসিল।

বৃদ্ধা বলিল, "ক্রুক্, তুমি লোক ভাল বটে, কিন্তু বড় জ্বালাতন কর। আমার বন্ধুদের সময় অল্প, আমারও মোটে অবসর নাই, একাই আদালতে যাইতে হইবে। আমার বন্ধুরা জারন্‌ডিসের তত্ত্বাবধানে আছেন।"

জারন্‌ডিসের নাম শুনিয়া বৃদ্ধ যেন কি চিন্তা করিতে লাগিল।

রিচার্ড হাসিয়া বলিলেন, "তোমার বন্ধু,—প্রধান বিচারপতির কাছে তুমি ত প্রায় গিয়া থাক, সুতরাং তুমি ত অনেক খবর রাখ।"

একটু অন্যমনস্কভাবে সে বলিল, "হাঁ, তা' ত বটেই! আপনার নামটা—"

"রিচার্ড কারস্টন্।"

কনিষ্ঠা অঙ্গুলির প্রথম দাগে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ রাখিয়া সে বলিল, "কারস্টন্, হাঁ! তার পর বারবেরি, ক্লেয়ার, আমার মনে হইতেছে ডেড্‌লক্‌ও আছেন।"

আমাদের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রিচার্ড বলিলেন, "বেতনভোগী বিচারপতির ন্যায় ইনিও সকলের মোকদ্দমার খোঁজ রাখেন দেখিতেছি!"

বৃদ্ধ বলিল, "হাঁ, আমি অনেক কথাই জানি। হাঁ, টম্ জারন্‌ডিস্—তাঁর সঙ্গে আমার একটু আত্মীয়তা ছিল। আদালতের লোক তাঁকে ঐ নামেই জানিত। ঐ স্ত্রীলোকটিকেও আদালতের লোকরা যেমন চিনে, তাঁকেও সেই রকম চিনিত" এই বলিয়া বৃদ্ধ আমাদের পথ-প্রদর্শিকা বৃদ্ধার দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিল। "টম্ জারন্‌ডিস প্রায়ই এখানে আসিতেন। মোকদ্দমার দিনে তিনি এই দোকানে একবার আসিতেনই। অন্যান্য দোকানদারদিগকে তিনি প্রায়ই বলিতেন, 'ভাই সব, আদালতে কখনও আসিও না। এখানে আসিলে সর্ব্বনাশ হইবে।' ঐ সুন্দরী এখন যেখানে দাঁড়াইয়া আছেন, যে দিন তাঁর মৃত্যু হয়, সে দিন ঠিক ঐখানেই তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন।"

আমরা সবিস্ময়ে তাহার কথা শুনিতেছিলাম।

"সে দিনও তিনি এখানে আসিয়াছিলেন। প্রতিবেশীরা পূর্ব্বেই বলিয়াছিল যে, এক দিন না এক দিন তাঁর ঐ দশা ঘটিবে। সে দিন তিনি এখানে আসিয়া একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িয়া আমাকে এক বোতল মদ আনিতে অনুরোধ করিলেন। বলিলেন, 'ক্রুক, আজ আমার মনটা বড়ই খারাপ হইয়া গিয়াছে। আজ মোকদ্দমা আছে। বোধ হয়, রায় বাহির হইবার আর বিলম্ব নাই। আমার তখন ইচ্ছা ছিল না যে, তাঁহাকে একলা ফেলিয়া যাই। আমি তাঁহাকে অদূরস্থ মদের দোকানে যাইবার জন্য বলিলাম। তিনি চলিয়া গেলেন। আমি ঐ জানালা দিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। তিনি দোকানের ভিতরে গেলেন। আমি ফিরিয়া যখন এই জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, অমনই সেই দোকানের দিক হইতে একটা পিস্তলের শব্দ পাওয়া গেল। আমি দৌড়াইয়া গেলাম। প্রতিবেশীরা ছুটিয়া আসিল। তখন সব শেষ—টম্ জারন্‌ডিস্ আত্মহত্যা করিয়াছেন!"

বৃদ্ধ থামিল। কঠোর দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাহিল। সে বিবরণ শুনিয়া আদার মুখ মলিন হইয়া গেল। রিচার্ডও যেন কেমন হইয়া গিয়াছিলেন। আমার বুকের মধ্যেও যেন কেমন একটা ভাব জাগিয়া উঠিতেছিল। শুধু বৃদ্ধাকে দেখিলাম, সে অবিচল। যেন কোন কথা তাহার কাণেই প্রবেশ করে নাই।

বৃদ্ধার সঙ্গে আমরা তাহার কক্ষে প্রবেশ করিলাম। তাহার ঘরটির মধ্যে জিনিস-পত্র বিশেষ কিছু ছিল না, কিন্তু কক্ষটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কয়েকটি খাঁচার মধ্যে পাখী রহিয়াছে দেখিলাম।

আমার ইঙ্গিতে রিচার্ড একটি তাকের উপর বৃদ্ধার জন্য, তাহার অগোচরে কিছু টাকা রাখিয়া দিলেন।

বৃদ্ধা বলিল, "পাখীগুলির নাম আছে, সে আর এক দিন বলিব। আজ ত তোমাদের সময় নাই। আমারও আদালতে যাইবার সময় হইয়া আসিল। তোমরা আমার ঘরে আসিয়াছ, এ জন্য আমি বড় সুখী হইয়াছি।"

নিকটবর্ত্তী কোনও গির্জ্জায় সাড়ে নয়টা বাজিবার শব্দ হইল। বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি আমাদিগকে পথ দেখাইয়া নীচে নামিয়া গেল।

পূর্ব্ববৎ ক্রুকের ঘরের মধ্য দিয়া আমরা বাহিরে চলিলাম। বৃদ্ধ তখন আপন মনে কি সব গুছাইয়া রাখিতেছিল। রিচার্ড, আদা, মিস্ জেলিবি এবং বৃদ্ধা তাহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেলেন। সে কিছুই বলিল না। কিন্তু আমি যখন তাহার কাছ দিয়া চলিয়া যাইতেছি, সেই সময় সে আমার বাহুমূল স্পর্শ করিল। আমি বুঝিলাম, সে আমাকে দাঁড়াইতে ইঙ্গিত করিতেছে। আমি দাঁড়াইলাম। সে দেওয়ালের উপর অঙ্গুলি দিয়া একটি অক্ষর লিখিয়া বলিল, "পড় ত"। আমি পড়িলাম। সে তাহার পর আর একটি অক্ষর লিখিল এবং আমায় পড়িতে বলিল। আমি পড়িলাম। এইরূপে সে কয়েকটি অক্ষর লিখিবার পর কথাটা দাঁড়াইল—"জারন্‌ডিস্"। তার পর ঐ ভাবে আবার কতকগুলি অক্ষর লিখিত হইলে আমি পড়িলাম, "ব্লিক হাউস্।"

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিল, "আমি স্মৃতিশক্তি হইতে হরপগু[illegible] লিখিলাম। কিন্তু মিস্, আমি নিজে লেখাপড়া [illegible] জানি না।"

আমার বিলম্ব দেখিয়া রিচার্ড ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "মিস্ সমার্‌সন, আপনি কি আপনার চুল বেচিতেছেন? অমন কাজ করিবেন না। বুড়ার ঘরে তিন ঝুড়ি চুল আছে; উহাই যথেষ্ট।"

মিঃ ক্রুককে অভিবাদন করিয়া আমি তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া আসিলাম। বৃদ্ধা আমাদের নিকট বিদায় লইল। মিঃ ক্রুক দরজার কাছে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আমাদের দিকে চাহিয়া রহিল।

রিচার্ড স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সকাল-বেলাটা খুব মজা হইল বটে। কিন্তু ভগিনি, আদালতের নাম শুনিলেই আমার গায়ে জ্বর আসে।"

আদা বলিলেন, "আমারও তাই মনে হয়। স্বত্ব-সাব্যস্ত লইয়া যে মোকদ্দমা ঘটে, উহা বড়ই খারাপ। আমার কত আত্মীয়ের সঙ্গে যে এ ব্যাপারে বিরোধ ঘটিয়াছে, তাহা

কে বলিতে পারে! হয় ত আমার জন্য কত লোক উৎসন্ন গিয়াছে!"

রিচার্ড বলিলেন, "ঠিক কথা। এ যেন দাবা-খেলা! যাই হউক না কেন, আদা, আমি এখন হইতে তোমায় ঐ নামে ডাকিব, তোমার কোন আপত্তি নাই ত?"

"না, ভাই রিচার্ড, আমার কোন আপত্তি নাই।"

"আদা, আদালতে যাই ঘটুক না কেন, উহার মন্দ ফলটা যেন আমাদিগকে স্পর্শ করিতে না পারে। আমরা যখন মিলিত হইয়াছি, তখন আর কেহ যেন আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে না পারে!"

আদা বলিলেন, "ভাই রিচার্ড, নিশ্চয়ই নহে। কোন শক্তি আমাদিগকে ইহজীবনে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না।"

মিস্ জেলিবি আমার হস্ত একটু চাপিয়া ধরিয়া অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল। আমি মৃদু হাস্যে তাহার উত্তর দিলাম।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে আমরা বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। তাহার একঘণ্টা পরে অতি কষ্টে প্রাতরাশ সমাধা করা গেল। শ্রীমতী জেলিবি আবার লেখাপড়ায় মন দিলেন। ক্যাডি, মাতার পার্শ্বে বসিয়া কলম ধরিল।

বেলা একটার সময় একখানি খোলা গাড়ী আমাদের জন্য আসিল। দ্রব্যাদি অন্য একখানা গাড়ীতে উঠাইয়া দেওয়া হইল। শ্রীমতী জেলিবি আমাদিগকে বিদায় দিলেন। ক্যাডি লেখা ছাড়িয়া আমার কাছে আসিল, তাহার নয়নে অশ্রুচিহ্ন দেখিলাম। সে আমাকে চুম্বন করিল। সুখের বিষয়, পেপি তখন ঘুমাইয়াছিল। গাড়ী আমাদিগকে বহন করিয়া ছুটিয়া চলিল।

৬

আমরা বিচিত্র লণ্ডন নগরের মধ্য দিয়া চলিলাম। ক্রমে ক্রমে আমাদের গাড়ী নগরোপকণ্ঠে আসিল। অদূরে গ্রাম্য পথ। মন উল্লাসে অধীর হইল। সবুজ মাঠের মধুর দৃশ্য নয়নকে মুগ্ধ করিল। গাড়ী দ্রুতবেগে চলিয়াছে। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর দেখিলাম, এক জন গাড়োয়ান একটা গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়াছে। ঘোড়াগুলির গলদেশ-বিলম্বিত ঘণ্টা হইতে মধুর ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। শকট-চালক আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। সহসা আমাদের গাড়ী পথিমধ্যে থামিল।

রিচার্ড সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "আমাদের গাড়োয়ান ঐ গাড়ীর গাড়োয়ানের দিকে চাহিয়া কি দেখিতেছে! বাঃ! ও লোকটাও গাড়ী থামাইয়া আমাদের দিকেই আসিতেছে দেখিতেছি। কি খবর, বন্ধু!"

গাড়োয়ান আমাদের গাড়ীর দরজার কাছে আসিয়া থামিল। রিচার্ড বলিলেন, "দেখ, দেখ আদা, উহার টুপীতে তোমার নাম লেখা!"

আমরা দেখিলাম, শুধু আদা নহে, আমাদের সকলেরই নাম তাহার টুপীতে লেখা রহিয়াছে। লোকটি তিনখানি পত্র বাহির করিয়া আমাদের হাতে দিল। পত্রত্রয় আমাদের তিন জনের নামে। রিচার্ড জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এ পত্র কে আমাদিগকে দিল? গাড়োয়ান উত্তরে বলিল, "মনিব দিয়াছেন।" গাড়োয়ান আমাদিগকে অভিবাদন করিয়া পুনরায় তাহার গাড়ীতে উঠিয়া লণ্ডনের দিকে অগ্রসর হইল।

আমাদের গাড়ীর কোচম্যানকে রিচার্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, "গাড়ীখানা কি মিঃ জারন্‌ডিসের?"

"হাঁ, হুজুর। লণ্ডনে যাইতেছে।"

আমরা আমাদের পত্র খুলিয়া পড়িলাম। তিন জনকে একই হস্তাক্ষরে, একই ভাষায়, চিঠি লেখা হইয়াছে। পত্রে লেখা ছিল :—

"তোমাদের আগমন-প্রতীক্ষায় আমি বসিয়া আছি। আমাদের এ মিলন যেন সুখের হয়। কোনও পক্ষ হইতে যেন কোনও প্রকার সঙ্কোচ না থাকে! পুরাতন বন্ধুর ন্যায় আমরা মিলিত হইব। অতীতের কথা ভুলিয়া যাইব। সম্ভবতঃ ইহাতে তোমরাও একটু স্বস্তি বোধ করিবে। আমার পক্ষেও তদ্রূপ। আমার ভালবাসা লও।

জন্ জারন্‌ডিস্।"

আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল। আমার এই উপকারী বন্ধুকে কি বলিয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিব, জানি না। কিন্তু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে গেলে তিনি হয় ত অসন্তুষ্ট হইবেন। তাঁহার পত্রের ভাবে তাহাই বুঝিলাম; অথচ হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য আমার কত খানি আগ্রহ ছিল, তাহা আর কি বলিব!

সমস্ত দিন আমরা মিঃ জারন্‌ডিসের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলাম। আমাদের আর কোনও কথাই ছিল না। যদিই বা অন্য কোন প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িত, অমনই উহা পরিবর্ত্তিত হইয়া তাঁহারই আলোচনায় পর্য্যবসিত হইতেছিল।

যে পথে আমাদের গাড়ী চলিতেছিল, তাহা মন্দ নহে, কিন্তু তথাপি আমাদের মনে হইতেছিল, ঘোড়াগুলি যেন পারিয়া উঠিতেছে না। অনেক স্থলে চড়াই, উৎরাই ছিল। অনেক স্থলে আমরা গাড়ী হইতে নামিয়া পদব্রজে চলিতে লাগিলাম। বার্ণেট নামক স্থানে ঘোড়া-বদল হইল। ক্রমে দিনের আলো আকাশ-প্রান্তে মিলাইয়া গেল। সেণ্ট আমবানে যখন আমরা পৌছিলাম, তখন রীতিমত সন্ধ্যা হইয়াছে। আমরা জানিতাম, এখান হইতে ব্লিক হাউস্ বেশী দূর নয়।

এই সময় হইতে আমাদের স্নায়বিক উত্তেজনা বাড়িল। রিচার্ড পর্য্যন্ত অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। আমাদের সর্ব্বশরীর গভীর প্রতীক্ষার চাঞ্চল্যে শিহরিয়া উঠিতেছিল। বাস্তবিকই ভিতরে ভিতরে একটা কম্পনও অনুভব

করিতেছিলাম। নগরের রাজপথ অতিক্রম করিয়া যখন খোলা মাঠের রাস্তায় গাড়ী আসিল, তখন কোচম্যান আমাদের দিকে ফিরিয়া হস্তস্থিত চাবুক তুলিয়া দেখাইল, "ঐ ব্লিক হাউস!"

আমরা আসন ত্যাগ করিয়া উৎসাহভরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। নক্ষত্রালোকিত আকাশতলে অদূরে একটি কৃষ্ণ শৈল দেখা যাইতেছিল। তাহার উপর হইতে একটি উজ্জ্বল আলোকরশ্মি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

কোচম্যান গাড়ী দ্রুত চালাইতে লাগিল। সেই আলোকরশ্মি কখনও আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছিল, তাহা কোথায় অন্তর্হিত হইতেছিল, আবার দেখা যাইতেছিল, আবার হারাইতেছিলাম। তার পর গাড়ী একটা বৃক্ষবীথির ভিতর দিয়া ধাবিত হইল। এখন আলোক-শিখা আরও প্রদীপ্ত দেখিলাম। একটা জানালার ধারে উক্ত উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছিল, বোধ হইল। বাড়ীটা প্রকাণ্ড বলিয়া মনে হইল।

আমাদের গাড়ী যখন ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিল, অমনই ঘণ্টাধ্বনি শ্রুত হইল। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরের ডাক শুনিতে পাইলাম। উন্মুক্ত দ্বারপথে আলোক জ্বলিয়া উঠিল। গাড়ী থামিল। কম্পিত হৃদয়ে আমরা গাড়ী হইতে নামিলাম।

"প্রাণাধিকা আদা, প্রিয় ইস্থার, এস। তোমাদিগকে দেখিয়া আমার আনন্দ রাখিবার স্থান নাই! রিক্, আমার যদি আর একটা হাত থাকিত, তাহা হইলে তোমাকে দিতাম, ভাই!"

যে ভদ্রলোক আমাদিগকে সাগ্রহে উক্তপ্রকারে অভিনন্দিত করিলেন, তাঁহার এক হস্ত আদার ও অপরটি আমার কটিদেশে স্থাপিত হইল। পিতার ন্যায় স্নেহভরে তিনি পর্য্যায়ক্রমে আমাদিগের শিরোদেশে চুম্বন করিলেন। তার পর আমাদিগকে এক প্রশস্ত কক্ষমধ্যে লইয়া গেলেন। সে ঘরের মধ্যে অগ্নি জ্বলিতেছিল। আমাদিগকে সন্নিহিত আসনে বসাইয়া দিয়া তিনি প্রসন্ন-নেত্রে আমাদের দিকে চাহিলেন।

"রিক্, এখন আমার হাত খালি হইয়াছে। আজ আমার বড় আনন্দ। তোমরা বাড়ী আসিয়াছ, এখন একটু গরম হইয়া লও।"

রিচার্ড দুই হাতে আগ্রহভরে তাঁহার করকম্পন করিলেন। তার পর আবেগকম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "আপনার বড় অনুগ্রহ, মহাশয়! আমরা আপনার সৌজন্যে চমৎকৃত হইয়াছি।" রিচার্ড টুপী ও কোট খুলিয়া আগুনের ধারে আসিয়া বসিলেন।

মিঃ জারনডিস্ আদাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "পথে আসিতে কষ্ট বোধ হয় নাই ত? শ্রীমতী জেলিবিকে তোমাদের কেমন লাগিল?"

আদা তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন। আমি সেই অবসরে আমাদের গৃহ-স্বামীকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। মুখখানি বড় সুন্দর। উৎসাহ-প্রদীপ্ত এবং মুহুর্মুহুঃ তাঁহার আননে ভাবের বৈচিত্র্য প্রকাশ পাইতেছিল। তাঁহার মাথার চুলগুলি পাকিয়া শাদা হইয়া গিয়াছে। মনে হইল, বয়স তাঁহার ষাটের কাছাকাছি। কিন্তু তত বয়সেও তাঁহার শরীরের ঋজুতা প্রশংসনীয়। অটুট স্বাস্থ্য ও সবলতার চিহ্ন তাঁহার দেহে প্রকাশ পাইতেছিল। তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমার মনে হইতেছিল, কোথায় যেন এ স্বর শুনিয়াছি। এখন তাঁহার মুখের ভাবভঙ্গী দেখিয়া সহসা আমার মনে হইল, ছয় বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন গাড়ী চড়িয়া রিডিং নগরে আসিতেছিলাম, সেই গাড়ীতে যে ভদ্রলোককে দেখিয়াছিলাম, ইঁহার সহিত তাঁহার বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। একটু লক্ষ্য করিবার পর আমার ধারণা দৃঢ়তর হইল। এই আবিষ্কারে আমি শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। তিনি আমার দিকে চাহিলেন। বোধ হয়, তিনি আমার মনের কথা টের পাইয়াছিলেন। একবার তিনি দ্বারের দিকে চাহিলেন। আমার আশঙ্কা হইল, বুঝি তিনি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া এখনই চলিয়া যাইবেন।

কিন্তু আমার সৌভাগ্যক্রমে তিনি স্থান ত্যাগ করিলেন না। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, শ্রীমতী জেলিবি সম্বন্ধে আমার কি ধারণা হইয়াছে।

আমি বলিলাম, "তিনি আফ্রিকার ব্যাপারে বড়ই লিপ্ত।"

"তোমার ও আদার উত্তর একই রকমের দেখিতেছি। তোমাদের সকলেরই মনে একটা কৌতূহল জন্মিয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়।"

আমি আদা ও রিচার্ডের দিকে চাহিলাম। তাঁহাদের দৃষ্টি দেখিয়া বোধ হইল, জবাবটা যেন আমিই দেই। আমি বলিলাম, "আমাদের মনে হইয়াছিল যে, তিনি গৃহস্থালীর দিকে বড়ই অমনোযোগী।"

জারনডিস বলিলেন, "তোমাদের মনের কথাটা আমি জানিতে চাই। আমি হয় ত ইচ্ছা করিয়াই শ্রীমতী জেলিবির ওখানে তোমাদিগকে পাঠাইয়াছিলাম।"

আমি ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম, "আমাদের মনে হইয়াছিল যে, গৃহস্থালী-পালনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। গৃহী সে কর্ত্তব্যপালনে অবহেলা করিলে, অন্য কোনও কাজই তাহার অভাব পূর্ণ করিতে পারে না।"

রিচার্ড আমার সাহায্যের জন্য ধুয়া ধরিয়া বলিলেন, "ছোট ছোট জেলিবিরা বড়ই শোচনীয় অবস্থায় আছে—আমি রূঢ় শব্দ ব্যবহার করিলাম, তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করিবেন, না করিয়া উপায় নাই, মহাশয়!"

মিঃ জারনডিস্ তাড়াতাড়ি বলিলেন, "শ্রীমতী জেলিবির অভিপ্রায় ভাল। বাতাসটা পূর্ব্বদিক হইতেই বহিতেছিল।"

রিচার্ড বলিলেন, "আমরা যখন আসি, তখন উত্তরদিক হইতেই বহিতেছিল, মহাশয়।"

অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে লৌহদণ্ডটা চালাইতে চালাইতে মিঃ জারনডিস্ বলিলেন, "প্রিয় রিক্, আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, বাতাস তখন পূর্ব্বদিকেই ছিল, অথবা হইবার উপক্রম ঘটিয়াছিল। যখন 'পুবে সর' হয়, আমি পূর্ব্ব হইতেই তাহা বুঝিতে পারি। পুবে বাতাস বহিলেই আমার শরীর ও মনে একটা অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটে।"

রিচার্ড বলিলেন, "বাত আছে না কি, মহাশয়?"

"রিক্, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, পুবে বাতাস ছিল। আমার দৃঢ়বিশ্বাস তাই। আর ছোট ছোট জেলিবিরা—তাহাদের সম্বন্ধে আমার সন্দেহও আছে—তারা—হা ভগবান! হাঁ, নিশ্চয়ই পুবে বাতাস।"

লৌহদণ্ড হস্তে দুই একবার ঘুরিয়া-ফিরিয়া মিঃ জারনডিস্ উল্লিখিতভাবে খাপছাড়া কথা বলিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্যমনস্কভাব আমাদিগকে আরও মুগ্ধ করিল। সহসা তিনি এক হস্ত আদার দিকে, অন্য হস্ত আমার দিকে বাড়াইয়া দিয়া রিচার্ডকে বাতী লইয়া আসিতে বলিলেন। গৃহত্যাগের পূর্ব্বে অকস্মাৎ আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ছোট ছোট জেলিবিদের কথাই বলিতেছি। তোমরা—আচ্ছা, বল ত, যদি মিছিরি-বৃষ্টি বা ঐ প্রকারের কোন জিনিস অজস্র ধারায় বর্ষিত হইত?"

আদা তাড়াতাড়ি বলিল, "দাদা—"

"বড় ভাল, লক্ষ্মী আমার! হাঁ, দাদা, ভাই এই সব শব্দ আমি খুবই পছন্দ করি। হাঁ, আমাকে দাদা জন বলিয়া ডাকিলে আরও ভাল শুনাইবে।"

হাসিতে হাসিতে আদা বলিল, "হাঁ, দাদা জন!—"

"হাঃ, হাঃ! চমৎকার!" বলিতে বলিতে আনন্দে মিঃ জারনডিসের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। "হাঁ, লক্ষ্মি, কি বলিতেছিলে, বল?"

"বলিতেছিলাম যে, তার চেয়েও ভাল হইয়াছিল। ইস্থার একেবারে ভিজিয়া গিয়াছিল!"

মিঃ জারনডিস্ বলিলেন, "বটে? তখন ইস্থার কি করিল?"

আমি আদাকে নিরস্ত হইবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছিলাম। তিনি হাসিতে হাসিতে উহা উপেক্ষা করিয়া মিঃ জারনডিস্কে বলিলেন, "ইস্থার একেবারে তাহাদের বন্ধু বনিয়া গেল। ধাত্রীর ন্যায় কাহাকেও ঘুম পাড়ায়, কাহাকেও কাছে বসাইয়া গল্প বলে, এই রকম করিয়া সকলকে এমনই বশ করিয়া ফেলিল যে, সব চুপচাপ্। তার পর শুনুন দাদা! ইস্থার বেচারা কেরোলিনকে পর্য্যন্ত আপনার করিয়া লইয়াছিল। শ্রীমতী জেলিবির বড় মেয়ের নাম কেরোলিন। আবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখের দিকেও কি অখণ্ড মনোযোগও ছিল, দাদা! না, ইস্থার, তুমি প্রতিবাদ করিও না। তুমি ত জান, আমি এক বর্ণও বাড়াইয়া বলি নাই!"

সহৃদয়া সুন্দরী মুখ বাড়াইয়া আমাকে সস্নেহে চুম্বন করিলেন। তার পর মিঃ জারনডিসের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দাদা, আর যতই করুন না কেন, আপনি আমার জন্য যে সঙ্গিনীটি বাছিয়া দিয়াছেন, সেজন্য আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আপনার নিকট কৃতজ্ঞ।"

মিঃ জারনডিস্ বলিলেন, "রিক্, বাতাসটা কোন্ দিকে বলিতেছিলে?"

"আমরা যখন আসি, সে সময় উত্তরদিকে ছিল।"

"তোমার কথাই ঠিক। পূর্ব্বের সংস্পর্শ তাহাতে ছিল না। আমারই ভুল। এস লক্ষ্মীরা, তোমাদের বাড়ী দেখিবে চল।"

বাড়ীটা অত্যন্ত বড় ও সুন্দর। একটি ঘরে আসিবার পর মনে হয়, এই বুঝি শেষ, আর ঘর নাই। কিন্তু তাহা নয়। প্রত্যেক ঘরের চারিদিকে বারান্দা। প্রথমেই আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট শয়ন ও উপবেশন-গৃহ দেখিলাম। তাহার একটু দূরেই আদার জন্য নির্দ্দিষ্ট শয়নকক্ষ ও প্রসাধনাগার। তার পরই বিস্তৃত বারান্দা। আমাদের ঘরের পরই বড় হল-ঘর। তাহার পর রিচার্ডের জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষ। শয়ন, উপবেশন ও অধ্যয়নের জন্য স্বতন্ত্রভাবে সজ্জিত। তার পরই মিঃ জারনডিসের শয়নকক্ষ। দেখিলাম, কক্ষটি অতি সাধারণভাবে সজ্জিত। কোন প্রকার আসবাবপত্রের বাহুল্য নাই। আদার, আমার ও রিচার্ডের ঘরগুলি সুসজ্জিত।

সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমরা আদার বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। মিঃ জারনডিস্ বলিলেন, "তোমরা বাড়ীটা পছন্দ করিয়াছ, ইহাতে আমি খুসী হইয়াছি। জায়গাটা ভালই। আমার বিশ্বাস, তোমাদের আগমনে এ স্থানটি ক্রমে আরও লোভনীয় হইয়া পড়িবে। আমাদের আহারের মোটে আর আধ ঘণ্টা দেরী আছে। এ বাড়ীতে একটি শিশু ছাড়া আর বেশী লোকজন নাই।"

আদা বলিলেন, "ইস্থার, এখানেও শিশু আছে!"

মিঃ জারনডিস্ বলিলেন, "বয়সে তিনি শিশু নন। তিনি প্রবীণ লোক, এই ধর, আমারই সমবয়সী। কিন্তু সরলতা, নবীনতা ও উৎসাহের দিক দিয়া বিচার করিলে, তিনি শিশুরই মত সুন্দর। সংসারের কোনও প্রকার কুটিলতা তাঁহাতে নাই।"

আমরা তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইলাম।

মিঃ জারনডিস্ বলিলেন, "তিনি শ্রীমতী জেলিবিকে চেনেন, জানেন। তিনি এক জন গায়কও বটেন। অবশ্য অবৈতনিক। ইচ্ছা করিলেই তিনি উহা ব্যবসায়রূপে অবলম্বন করিতে পারেন। শুধু তাই নয়, তিনি এক জন অবৈতনিক শিল্পী। ইহাতেও তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা আছে। নানাপ্রকার গুণ তাঁহাতে বিদ্যমান। তাঁহার ব্যবহারও অত্যন্ত মধুর। সাংসারিক জীবনে তিনি কোনও দিন সাফল্য লাভ-

করিতে পারেন নাই, কোনও বিষয়েই নহে। সে জন্য তিনি বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ নহেন—তিনি শিশুরই ন্যায় সদানন্দ সরল।"

রিচার্ড প্রশ্ন করিলেন, "তাঁর নিজের সন্তানাদি আছে?"

"হাঁ, ঠিক, প্রায় ছয়টি। বোধ হয় আরও বেশী, গোটা-বারো হইবে। কিন্তু তাহাদের মঙ্গলামঙ্গলের দিকে তিনি কোনও দিন দৃষ্টিপাত করিতে পারেন নাই। কেমন করিয়া পারিবেন? তাঁহাকে কে দেখে, তাহারই ঠিক নাই। তিনি নিজেই শিশু, বুঝিলে?"

রিচার্ড বলিলেন, "তাঁর সন্তানগণ কি করিল? তাহারা কি আপনা-আপনি মানুষ হইতেছে?"

মিঃ জারন্‌ডিসের মুখের প্রসন্নভাব সহসা অন্তর্হিত হইল। তিনি বলিলেন, "যাহা ইচ্ছা মনে করিতে পার। যাহারা গরীব, তাহাদের সন্তানরা শিক্ষা পায় না। কোনরূপে তাহারা বড় হয় মাত্র। হ্যারল্ড স্কিম্‌পোলের সন্তানরা কোন রকমে মানুষ হইয়াছে।—আবার বুঝি বাতাসটা ফিরিল। আমার ত তাই মনে হয়!"

রিচার্ড বলিলেন যে, রাত্রিতে বোধ হয় শীত বেশী পড়িবে।

মিঃ জারন্‌ডিস্ বলিলেন, "ব্লিক হাউসের চারিদিক খোলা। যাক্, তোমরা আমার সঙ্গে এস।"

আমাদের জিনিসপত্র পৌঁছিয়াছিল. আমার ঘরে গিয়া আমি বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলাম। জিনিসগুলি গুছাইয়া রাখিতেছি, এমন সময় একটি পরিচারিকা একটি ঝুড়ি লইয়া আমার ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার হাতে দুই তাড়া চাবি ছিল। প্রত্যেক চাবিতে এক একটা চিহ্ন দেখিলাম।

সে বলিল, "মিস্! এগুলি আপনার জন্য এনেছি।"

"আমার জন্য?"

"হাঁ, মিস্। ভাঁড়ার প্রভৃতির চাবি।"

আমার বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিল। পরিচারিকা আমার বিস্ময় দর্শনে একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "আমার প্রতি হুকুম আছে যে, আপনি নিরালা হলেই এগুলি আপনাকে দিতে হবে। আপনিই মিস সমারসন্ ত?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, আমার ঐ নামই বটে।"

"বড় তাড়াটায় ভাঁড়ারের চাবি। আর ছোটটা গুদামের। কাল সকালে যখন আপনার সুবিধা হবে, আমায় বলিবেন, আমি আপনাকে সব দেখিয়ে দেব।"

আমি তাহাকে বলিলাম যে, সকালবেলা সাড়ে ছয়টার সময় আমি সব বুঝিয়া লইব। সে চলিয়া গেলে আমি ঝুড়িটার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। আমার উপর কত বড় দায়িত্ব পড়িল, তাহাই আমি ভাবিতেছিলাম। কি অখণ্ড বিশ্বাসের পাত্রী হইয়াছি! আদা আমার ঘরে আসিলে তাঁহাকে সব বলিলাম।

আমরা নীচে নামিয়া আসিলাম। মিঃ স্কিম্‌পোলের সহিত আমাদের পরিচয় হইল। দেখিলাম, তিনি অতি চমৎকার লোক। মিঃ জারন্‌ডিসের অপেক্ষাও তিনি কৃশ। কিন্তু দেখিলে তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত বয়ঃকনিষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। কথায় বার্ত্তায় তিনি আমাদিগকে মুগ্ধ করিলেন। তাঁহার জীবনের ইতিহাস সংক্ষেপে তিনি বিবৃত করিলেন। প্রথমতঃ তিনি চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষা করেন। কোনও জর্ম্মাণ রাজপরিবারে তিনি প্রথমতঃ গৃহ-চিকিৎসক ছিলেন। কিন্তু চিকিৎসা-ব্যাপারে তাঁহার ঘোরতর ঔদাসীন্য ছিল। অধিকাংশ সময় তিনি ঘরে বসিয়া হয় সংবাদপত্র পাঠ করিতেন, নয় ত চিত্রাঙ্কনে কালযাপন করিতেন। কাযেই জার্ম্মাণ প্রিন্স তাঁহাকে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বলেন। পৃথিবীতে কোন কাজ না থাকায় তিনি কোন যুবতীর প্রেমে পড়েন ও তাঁহাকে বিবাহ করেন। ক্রমে পুত্র-কন্যায় গৃহ ভরিয়া উঠিল। তাঁহার বন্ধু জারন্‌ডিস্ ও আরও কয়েক জন অন্তরঙ্গ সুহৃদের চেষ্টায় তাঁহার অর্থোপার্জ্জনের কয়েকটি সুবিধাও ঘটিয়াছিল। কিন্তু সময় ও অর্থের মর্য্যাদা সম্বন্ধে তাঁহার কোনও জ্ঞানই হয় নাই বলিয়া সকলের প্রাণপণ চেষ্টা অবশেষে ব্যর্থ হইয়া গেল। অবশেষে তিনি এইখানে আশ্রয় লইয়াছেন। অল্পেই তাঁহার তুষ্টি।

মিঃ স্কিম্‌পোলের সহিত কথা কহিয়া আমরা বড়ই আনন্দ পাইলাম। বাস্তবিক তিনি সরলতার আধার। তাঁহার কথার মধ্যে আকর্ষণী শক্তি অত্যন্ত প্রবল।

সে দিন অপরাহ্নে আমি চা তৈয়ার করিতেছিলাম। পাশের ঘরে আদা গুন্‌গুন্‌স্বরে গান গাইতে গাইতে পিয়ানো বাজাইতেছিলেন। রিচার্ড তাঁহার কাছে দাঁড়াইয়া গান শুনিতেছিলেন। এমন সময় মিঃ স্কিম্‌পোল আমার পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন ও আদা সম্বন্ধে এমন চমৎকার মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, আমার বড় ভাল লাগিল।

তিনি বলিলেন, "আদা ঠিক প্রভাতের মত রমণীয়। তাহার সোণালী কেশগুচ্ছ, নীল নয়ন এবং গণ্ডের গোলাপী আভা দেখিয়া তাহাকে ঠিক গ্রীষ্মের প্রভাতের মত মনোরম লাগে। পাখীরা তাহাকে দেখিয়া তাহাই মনে করিবে। *এমন মধুর, এমন পবিত্র, এমন সুন্দর নারীকে আমরা পিতৃ-মাতৃহীনা বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি না। সে প্রকৃতির কন্যা।*"

আমি দেখিলাম, মিঃ জারন্‌ডিস্ আমাদের নিকট দাঁড়াইয়া মনোযোগ সহকারে কথাগুলি শুনিতেছেন। তাঁহার মুখে প্রসন্ন হাস্য।

তিনি বলিলেন, "বিশ্ব বল আর প্রকৃতিই বল, তিনি যদি পিতামাতা হন, তবে তিনি যে বড়ই উদাসীন, তাহা নিশ্চয়ই বলিব।"

মিঃ স্কিম্‌পোল্ উৎসাহভরে বলিলেন, "ও! আমি তা ত জানি না!"

মিঃ জারন্‌ডিস্ বলিলেন, "কিন্তু আমি জানি।"

মিঃ স্কিম্‌পোল্ বলিলেন, "তুমি পৃথিবীকে চেন, তোমার মতে তাহাই এই নিখিল বিশ্ব। আমি কিন্তু তোমাদের এ বিশ্বকে চিনি না, কাজেই তোমার কথা মানিয়া লইতে হইবে। যাহাই হউক না কেন, যদি আমার কোন মত থাকিত,"—বলিতে বলিতে তিনি আদা ও রিচার্ডের দিকে চাহিলেন, তার পর বলিলেন, "তবে আমি এই পথে যাহাতে কোন কণ্টক না থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিতাম। শুধু গোলাপফুল দিয়া এই পথটি বিছাইয়া দেওয়া উচিত। কুঞ্জবনের ভিতর দিয়া দীর্ঘ পথ বিস্তৃত হউক, বসন্ত, হেমন্ত, শীত যেন কোন দিন সেখানে উদিত না হয়। খালি অনন্ত গ্রীষ্মের মধুর প্রভাত! কাল যেন কোন দিন তাহার মাধুর্য্যকে ক্ষুণ্ণ করিতে না পারে। টাকা এই ঘৃণিত শব্দটা যেন কখনও ইহাদের কাছে উচ্চারিত না হয়!"

মিঃ জারন্‌ডিস্ সহাস্যে বক্তার মাথায় ধীরে ধীরে টোকা মারিলেন। তার পর দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া আদা ও রিচার্ডের দিকে চাহিলেন। তাঁহার দৃষ্টি চিন্তাপূর্ণ, তাহা দেখিবামাত্র বুঝিলাম। কিন্তু তাহা যে অনর্থকরী চিন্তা নহে, তাহা তাঁহার প্রসন্ন মুখমণ্ডল দেখিয়াই মনে করিলাম। তথায় অগ্নিকুণ্ডের আলোকশিখা ব্যতীত অন্য আলোক ছিল না। উভয় কক্ষের মধ্যস্থ দরজার কাছে মিঃ জারন্‌ডিস্ দাঁড়াইয়াছিলেন। আদা পিয়ানোর সম্মুখে উপবিষ্ট, রিচার্ড তাঁহার পার্শ্বে ঈষৎ আনতদেহে দণ্ডায়মান। প্রাচীরগাত্রে উভয়ের ছায়া কাঁপিতেছিল, একের সহিত অপর মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছিল। আদা পিয়ানোর চাবিগুলি ধীরে ধীরে স্পর্শ করিয়া অতি কোমল স্বর বাহির করিতেছিলেন, এত মৃদুকণ্ঠে গাহিতেছিলেন যে, দূরবর্ত্তী শৈলোপরি বাতাসের দীর্ঘ শ্বাস পর্য্যন্ত সঙ্গীতের মতই শ্রুতিগোচর হইতেছিল। ভবিষ্যতের রহস্য, বর্ত্তমানের স্বরঝঙ্কারে যেন কতকটা প্রকাশ পাইবার মত অবস্থায় দাঁড়াইল!

মিঃ জারন্‌ডিস্ দৃষ্টি ফিরাইয়া মুহূর্ত্তমাত্র আমার দিকে চাহিলেন। আমি তখনই বুঝিলাম, তিনি সেই দৃষ্টিপাতেই আমাকে তাঁহার প্রাণের গূঢ়কথা বুঝাইয়া দিলেন। শুধু বুঝাইলেন না, আমার উপর বিশ্বাস করিলেন। আরও বুঝিলাম, আমি তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়াছি, আমার দৃষ্টিতে তিনি তাহাও পাঠ করিলেন। আমি বুঝিয়াছি, ভবিষ্যতে বর্ত্তমান সম্পর্ক ব্যতীত আরও নিকটতম আত্মীয়তার বন্ধনে আদা ও রিচার্ড শৃঙ্খলিত হইবেন, এ আশা মিঃ জারন্‌ডিস্ রাখেন।

চা-পানের পর মিঃ স্কিম্‌পোল ও রিচার্ড গৎ বাজাইতে লাগিলেন, আদা গায়িতে লাগিলেন। আমি ও মিঃ জারন্‌ডিস্ শ্রোতার আসন গ্রহণ করিলাম। খানিক পরে মিঃ স্কিম্‌পোলকে দেখিতে পাইলাম না। ইহার অত্যল্পকাল পরে দেখিলাম, রিচার্ডও নাই। আমি ভাবিতেছি, রিচার্ড এতক্ষণ আদার গান না শুনিয়া কোথায় কাটাইতেছেন, ঠিক সেই সময় যে পরিচারিকা আমার হাতে চাবি আনিয়া দিয়াছিল, সে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, "অনুগ্রহ পূর্ব্বক এক মিনিট এ দিকে আসুন, একটা কথা আছে।"

আমি তাহার সঙ্গে হলঘরে গেলাম। সে বলিল, "মিস্, মিঃ কারস্টন্ ব'লে পাঠালেন, আপনি যদি একবার দয়া ক'রে মিঃ স্কিম্‌পোলের ঘরে আসেন, বড় ভাল হয়। মিঃ স্কিম্‌পোল হঠাৎ সেখানে গেছেন।"

আমার মনে আশঙ্কা হইল যে, মিঃ স্কিম্‌পোলের অকস্মাৎ কোন পীড়া হইয়াছে, আর রোগটাও বোধ হয় তীব্র। আমি পরিচারিকাকে শান্ত ও স্থির হইতে বলিলাম। আর কাহাকেও কোন কথা বলিয়া গণ্ডগোল না করে, সে বিষয়ে তাহাকে বিশেষরূপে উপদেশ দিয়া, তাহার সঙ্গে দ্রুতপদে আমি নির্দ্দিষ্ট ঘরের দিকে চলিলাম। তখন মনে হইতেছিল, যদি তাঁহার মূর্চ্ছা হইয়া থাকে, তবে কি ঔষধ দেওয়া যাইবে? পরিচারিকা দরজা খুলিয়া ফেলিল, আমি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, মিঃ স্কিম্‌পোলকে শয্যায় অথবা ভূমিতলে শায়িত দেখিলাম না। তিনি অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, রিচার্ডের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। আর রিচার্ড অত্যন্ত বিচলিতভাবে সোফায় উপবিষ্ট এক ব্যক্তির দিকে চাহিয়া আছেন। সোফায় যে লোকটা বসিয়াছিল, সে ঘন ঘন রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিতেছিল।

রিচার্ড আমাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, "মিস্ সমারসন্, আপনি আসিয়াছেন, বড়ই ভাল হইয়াছে। আমাদিগকে এ ক্ষেত্রে আপনিই ঠিক পরামর্শ দিতে পারিবেন। আমাদের বন্ধু মিঃ স্কিম্‌পোল—ভয় পাবেন না—দেনার দায়ে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।"

যে লোকটা সোফাতে বসিয়াছিল, তাহার বোধ হয় খুব সর্দ্দি লাগিয়াছিল, কারণ, সে এত জোরে হাঁচিল যে, আমি চমকিয়া উঠিলাম।

মিঃ স্কিম্‌পোলকে বলিলাম, "খুব বেশী টাকার দায়ে কি আপনি গ্রেপ্তার হইয়াছেন?"

প্রসন্ন হাস্যে তিনি বলিলেন, "ঠিক জানি না, মিস্ সমারসন্। বোধ হয়, কত পাউণ্ড, কয়েক শিলিং ও আধ পেনী হইতে পারে। লোকটি এই রকমই যেন বলিতেছিল।"

আগন্তুক বলিল, "চব্বিশ পাউণ্ড, ষোল শিলিং, সাড়ে সাত পেনী।"

মিঃ স্কিম্‌পোল বলিলেন, "মনে হয় যেন টাকাটা বেশী নয়; কম কম শুনাইতেছে!"

আগন্তুক কিছু বলিল না; কিন্তু আবার প্রচণ্ড শব্দ সহকারে হাঁচিল।

রিচার্ড আমাকে বলিলেন, "মিঃ স্কিম্‌পোল, আমাদের ভাই মিঃ জারন্‌ডিসের কাছে টাকার জন্য বলিতে কুণ্ঠিত। কারণ, সংপ্রতি তিনি, কেমন মহাশয়—"

হাস্যমুখে মিঃ স্কিম্‌পোল বলিলেন, "হাঁ, ঠিক কথা। কিন্তু টাকার পরিমাণ কত বা কোন্ সময়ে লইয়াছিলাম, তাহা আমার মনে নাই। অবশ্য চাহিলে জারন্‌ডিস্ এখনই দিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার কেমন স্বভাব, নূতনত্বের আমি পক্ষপাতী। নূতন ক্ষেত্রে মহত্ত্বের উদ্ভব দেখিবার জন্য আমার এই চেষ্টা।"

রিচার্ড একান্তে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিস্ সমারসন্, এখন কি করা যায় বলুন ত?"

কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমি জানিতে চাহিলাম যে, টাকা যদি না দেওয়া যায়, তবে কি হইবে?

সেই লোকটা বলিল, "জেল হবে।"

আমি ও রিচার্ড পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিলাম। বাস্তবিক মিঃ স্কিম্‌পোলের অপেক্ষা দুর্ভাবনা আমাদেরই অধিক। তিনি পরম নিশ্চিন্ত মনে আমাদের ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিলেন। কিন্তু স্বার্থপরতার লেশমাত্র তাঁহার ব্যবহারে প্রকাশ পাইল না। তিনি জানিতেন, ব্যাপারটা এখন আমাদের ঘাড়ে পড়িয়াছে। ব্যবস্থা যাহা হয় হইবেই।

রিচার্ড অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "মিস্ সমারসন্, মিঃ কেন্‌জি আমাকে দশ পাউণ্ড দিয়াছিলেন। সেটা আমার কাছেই আছে।"

আমারও কাছে পনের পাউণ্ড এবং কয়েক শিলিং ছিল। আমি যে মাসহারা পাইতাম, তাহা হইতে ভবিষ্যতের জন্য কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলাম। যদি কোনও দিন দুর্বিপাকে পড়ি, বা আশ্রয়হীন হই, এজন্য কিছু টাকা কষ্ট করিয়া বাঁচাইয়াছিলাম। আমার তহবিলের সংবাদও রিচার্ডকে জানাইলাম। বর্ত্তমানে টাকার প্রয়োজন বিশেষ নাই। রিচার্ডকে আরও বলিলাম, তিনি মিঃ স্কিম্‌পোলকে জানাইয়া রাখুন, ইতিমধ্যে আমি টাকাটা লইয়া আসিতেছি।

আমি ফিরিয়া আসিলে মিঃ স্কিম্‌পোল আমার করচুম্বন করিলেন। তিনি যেন বিশেষ বিচলিত হইয়াছেন বলিয়া অনুভব করিলাম। যাহা হউক, টাকাটা গণিয়া দিয়া আমরা রসীদ লইলাম।

লোকটা চলিয়া গেলে আমরা একে একে নীচে নামিয়া গেলাম। প্রথমে আমি গিয়া দেখিলাম, আদা অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসিয়া মিঃ জারন্‌ডিসের সঙ্গে গল্প করিতেছেন। ক্রমে মিঃ স্কিম্‌পোল ও রিচার্ড সেখানে আসিলেন।

খানিক খেলা, খানিক গান, এইরূপে অপরাহ্ন কাটিয়া গেল। রাত্রিকালে আহারাদি শেষ হইলে মিঃ স্কিম্‌পোল তাঁহার শয়নকক্ষে চলিয়া গেলেন। মিঃ জারন্‌ডিস বাহিরে গিয়াছিলেন। আমরা তিন জনে শয়ন করিতে যাইব ভাবিতেছি, এমন সময় সহসা মিঃ জারন্‌ডিস্ ফিরিয়া আসিলেন।

ঘরের মধ্যে আসিয়াই তিনি বলিলেন, "এ সব কি শুনিতেছি? রিক্, ইস্থার, তোমরা সব কি করিয়াছ? কেন এমন কাজ করিলে? হা ভগবান্! বাতাসটা পূর্ব-দিক হইতেই বহিতেছে দেখিতেছি।"

রিচার্ড বলিলেন, "বাস্তবিক, মহাশয়, আপনার কাছে কথাটা বলা আমাদের পক্ষে সঙ্গত হইত না। কারণ, মিঃ স্কিম্‌পোল আমাদের উপর বিশ্বাস—"

"ভগবান্ তোমাদিগকে রক্ষা করুন। [illegible] সকলের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকেন! আস[illegible]ায় আবার দেখিবে, ঐ রকম একটা কাণ্ড বাধাইয়া [illegible]ছেন। আজন্ম কালটাই ঐ ভাবে কাটিল! বিপদ উঁহা[illegible]লাগিয়াই আছে!"

রিচার্ড প্রাণ খুলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম, "আপনি ত বলেন, উনি শিশুর মতই সরল।"

হাসিতে হাসিতে মিঃ জারন্‌ডিস্ বলিলেন, "কথাটা ঠিক। নেহাৎ শিশু উনি। তাহা না হইলে এত লোক থাকিতে তোমাকে আর রিচার্ডকে উনি বাছিয়া লন? শুধু শিশু ছাড়া কাহারও ধারণায় আসিতে পারে না যে, তোমাদের কাছে টাকা আছে! যদি পনের [illegible]ার টাকা হইত, তবু তিনি ঠিক এই রকম ভাবেই [illegible]দের কাছে চাহিতেন।"

কথাটা মিথ্যা নয়, তাহা আমরা সক[illegible] স্বীকার করিলাম।

মিঃ জারন্‌ডিস্ বলিলেন, "দেখ রিক্, ইস্থার, [illegible] আদা, তোমাকেও বলিতেছি, শুন। তোমার তহবিল [illegible] উঁহার নিকট নিরাপদ নহে। তোমরা আজ আমার নি[illegible] শপথ কর, ভবিষ্যতে এ রকম কাজ তোমরা কেহ কখন[illegible]রিবে না। যদি ছটা পয়সাও হয়, তবু উঁহাকে দিবে না।"

আমরা অঙ্গীকার করিলাম। রিচার্ড অঙ্গীকার করিবার সময় পকেটে হাত দিয়া আমার দিকে সহাস্যে চাহিলেন। তাঁহার পকেট যে কপর্দ্দকশূন্য, আমাকে সে কথাটা তিনি ইঙ্গিতে স্মরণ করাইয়া দিলেন।

তার পর আমরা যে যাহার কক্ষে শয়ন করিতে গেলাম।

৭

ইস্থার যখন নিদ্রিত ও পরে ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিল, সেই সময়ে লিঙ্কলন্‌শায়রে অবিশ্রান্ত বারিপাত হইতেছিল। সমস্ত রাত্রি জল হইয়া গিয়াছিল। দিবাভাগেও বিরাম নাই। স্যার লিষ্টার ডেড্‌লকের "চেস্‌নিওড্" নামক প্রাচীন প্রাসাদের ছাদের উপর দিয়া জলস্রোত প্রবাহিত হইয়া নিম্নে পতিত হইতেছিল।

চেস্‌নিওড্ প্রাসাদে শ্রীমতী রাউন্‌স্‌ওয়েলই গৃহকর্ত্রী। তাঁহাকে বাদ দিয়া চেস্‌নিওডের কল্পনাই করা চলে না, এমনই অবিচ্ছিন্নভাবে তিনি উক্ত প্রাসাদের সহিত সংশ্লিষ্ট। পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিককাল তিনি এখানে আছেন।

ডেড্‌লক্-বংশের বর্ত্তমান প্রতিনিধি যিনি, তিনি শ্রীমতী রাউন্‌সওয়েলকে যথেষ্ট পছন্দ করেন। শুধু তাহাই নহে, এই বৃদ্ধা মহিলার উপর তাঁহার পর্য্যাপ্ত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আছে। স্যার লিষ্টার বর্ত্তমানে ফ্রান্সে সস্ত্রীক পর্য্যটন করিতে গিয়াছিলেন। প্রাসাদের ভাঁর শ্রীমতী রাউন্সওয়েলের উপর ছিল।

শ্রীমতী রাউন্সওয়েলের জীবনে নানাপ্রকার দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। তাঁহার দুইটি পুত্র। ছোটটি বিবাগী হইয়া যায়, তার পর সে সৈনিকের কার্য্য লইয়া কোথায় যে চলিয়া গিয়াছে, আর ফিরিয়া আসে নাই। সে বহুদিনের কথা। কিন্তু এখনও তাহার প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে গেলে শ্রীমতী রাউন্সওয়েলের হাত কাঁপে, তাঁহার ব্যবহারে উত্তেজনা দৃষ্ট হয়। অপর পুত্রটি যথাসময়ে চেস্‌নিওডের প্রধান খাজাঞ্চি-পদ পাইতে পারিত; কিন্তু সে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে নানাপ্রকার কলকব্জা তৈয়ারীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে দেখিয়া শ্রীমতী রাউন্সওয়েলের ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও স্যার লিষ্টার তাহাকে দূরদেশে কোন কারখানায় কাজ শিখিতে পাঠান। তদবধি সে কাজ শিখিয়া সেই অঞ্চলে বিবাহ করে। এখন তাহার দুইটি পুত্র হইয়াছে। পৌত্রগণ মাঝে মাঝে পিতামহীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে।

আলোচ্য দিবসে একটি পৌত্র পিতামহীর কাছে বেড়াইতে আসিয়াছিল। সেটিও বেশ বড় হইয়াছে। পৌত্রের সহিত বৃদ্ধা ঘর-সংসারের নানা কথা আলোচনা করিতেছিলেন। পৌত্র বলিল, "ঠাকুরমা, আপনার কাছে এখন যে মেয়েটি ছিল, সেটি দেখিতে বেশ ত! তার নাম কি বলিতেছিলে, রোজা?"

"হাঁ, দাদা। গ্রামের একটি বিধবার মেয়ে ওটি। উহাকে আমার কাছে রাখিয়া কাজ শিখাইতেছি। লেখা-পড়া বেশ জানে। গৃহস্থালীর কাজ-কর্ম্মেও বেশ পাকা হইয়া উঠিয়াছে। আমার এখানেই ও থাকে।"

"আমি আসায় তিনি চলিয়া গেলেন কেন?"

"বোধ হয়, আমাদের কোন গোপনীয় সাংসারিক কথার আলোচনা আছে মনে করিয়া সে উঠিয়া গিয়াছে। মেয়েটি ভারী লাজুক। লজ্জাটা স্ত্রীলোকের ভূষণ। আজকাল উহা বড় একটা দেখা যায় না। আমাদের সময়ে মেয়েদের লজ্জা-সরম বেশ ছিল।"

এমন সময় অশ্ব-শকটের চক্রশব্দ শুনা গেল। শ্রীমতী বলিয়া উঠিলেন, "এ সময়ে গাড়ীতে কে আসিল?"

কিয়ৎকাল পরে রুদ্ধ দ্বারে মৃদু করাঘাত হইল। শ্রীমতী রাউন্সওয়েল বলিলেন, "ভিতরে এস!" একটি কৃষ্ণনয়না, কৃষ্ণকেশা গ্রাম্য সুন্দরী সলজ্জভাবে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। নবপ্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় তাহার সৌন্দর্য্য যেন ঘরটিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল।

শ্রীমতী রাউন্সওয়েল বলিলেন, "কে আসিয়াছে, রোজা?"

"দুইটি ভদ্রলোক একখানি বগী চড়িয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা বাড়ীটা দেখিতে চাহেন। আমি তাঁহাদিগকে বলিয়াছি, বড় অসময়ে তাঁহারা আসিয়াছেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক ভদ্রলোকটি এই কার্ডখানি আপনাকে দিতে বলিলেন।"

গৃহকর্ত্রী তাঁহার পৌত্রকে বলিলেন, "ওয়াট্, পড় ত।"

সলজ্জভাবে রোজা কার্ডখানি ওয়াটের হাতে দিতে গেল। কিন্তু উহা ভূমিতে পতিত হওয়ায় উভয়েই একই সময়ে উহা কুড়াইতে গেল। তাহাতে উভয়েরই মাথা ঠুকিয়া গেল। রোজা ইহাতে লজ্জায় আরও জড়সড় হইল।

কার্ডে লেখা ছিল, "মিঃ গুপি।"

"গুপি! মিঃ গুপি! এ নাম ত আমি কখনও শুনি নাই!"

রোজা বলিল, "তিনি আমাকে বলিলেন যে, তাঁহারা লণ্ডন হইতে আসিয়াছেন। এখানে কি কাজ ছিল, তাহা হইয়া গিয়াছে। চেস্‌নিওডের নাম তাঁহারা শুনিয়াছিলেন, কাজেই কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা উহা দেখিতে আসিয়াছেন। দুই জনেই আইন-ব্যবসায়ী। তিনি বলিলেন, যদিও মিঃ টল্‌কিংহরণের সহিত তিনি কাজ করেন না বটে, কিন্তু তাঁহার সহিত তাঁহাদের বিশেষ জানাশুনা আছে।"

মিঃ টল্‌কিংহরণ স্যার লিষ্টারের উকীল। শ্রীমতী রাউন্সওয়েলের উইলও তিনি তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন। বৃদ্ধার আর অমত হইল না। তিনি আগন্তুকদিগকে প্রাসাদ দেখিবার অনুমতি দিলেন এবং স্বয়ং দেখাইতে চলিলেন। তাঁহার পৌত্রও সমগ্র প্রাসাদটা দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল।

মিঃ গুপি বলিলেন, "আপনার অনুগ্রহে ধন্য হইলাম। সহর হইতে বাহির হইবার অবকাশ আমাদের মোটে নাই। অনেক দিন পরে যখন বাহিরে আসিতে পারিয়াছি, তখন এত বড় দর্শনীয় বিষয়টাকে না দেখিয়া যাইবার ইচ্ছা নাই।"

সবন্ধু মিঃ গুপি রোজার পশ্চাতে চলিলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে পৌত্রসহ শ্রীমতী ও উদ্যানরক্ষক আসিতে লাগিল।

সাত শত বৎসরের প্রাচীন প্রাসাদের প্রকাণ্ড কক্ষের দরজা-জানালা খুলিয়া দেখিতে দেখিতে মিঃ গুপির কৌতূহল ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল।

কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে নীত হইয়া আগন্তুকগণ ক্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে প্রকাণ্ড ড্রয়িংরুমে যখন তাঁহারা প্রবেশ করিলেন, তখন মিঃ গুপির কৌতূহল সম্পূর্ণ নিবৃত্তি পাইয়াছিল। তিনি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে ততটা ইচ্ছুক ছিলেন না। সহসা সম্মুখস্থ একটি চিত্রের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

মিঃ গুপি উত্তেজিত-কণ্ঠে, কৌতূহলভরে বলিলেন, "এ কার তৈল-চিত্র?"

রোজা বলিল, "ঐ ছবিখানি আমাদের বর্ত্তমান লেডী

ডেড্‌লক্ মহোদয়ার। এ ছবিখানি যেন তাঁহার সজীব চিত্র। এমন ছবি আর নাই।"

বন্ধুর দিকে চাহিয়া মিঃ গুপি বলিলেন, "আশ্চর্য্য! আমি কখনও লেডী ডেড্‌লক্‌কে দেখি নাই; কিন্তু এই ছবি দেখিয়া মনে হইতেছে, কোথায় যেন আমি দেখিয়াছি! মিস্, এই ছবির কোনও প্রতিলিপি মুদ্রিত হইয়াছে?"

"না মহাশয়, এ ছবিকে স্যার লিষ্টার কোনও দিন এন্‌গ্রেভ্ করিতে দেন নাই।"

মিঃ গুপি নিম্নস্বরে আপনা-আপনি বলিয়া উঠিলেন, "আশ্চর্য্য! অথচ আমি কোথায় যেন ইঁহাকে দেখিয়াছি! ছবিখানি তাহা হইলে লেডী ডেড্‌লকের প্রতিলিপি।"

"ছবির দক্ষিণে যেখানি দেখিতেছেন, উহা স্যার ডেড্‌লকের। তাহার পাশের খানা তাঁহার পিতার।"

কিন্তু মিঃ গুপির কর্ণে সে সকল কথা প্রবেশ করিল না। তিনি শুধু বলিতেছিলেন, "কি আশ্চর্য্য! ছবিখানিকে আমি খুব চিনি! আমি কি তবে স্বপ্নে এই আলেখ্য দেখিয়াছি!"

বহুক্ষণ তিনি ছবির সম্মুখে তন্ময় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অবশেষে উদ্যান-রক্ষক জানালা বন্ধ করিলে তিনি মূঢ়ের ন্যায় বাহিরে আসিলেন।

তার পর তাঁহারা ডেড্‌লকের শয়ন-কক্ষ প্রভৃতি দেখিয়া বেড়াইলেন। কিন্তু মিঃ গুপির চক্ষুর সম্মুখে লেডী ডেড্‌লকের আলেখ্যখানি ভাসিতে লাগিল।

রোজা বলিল, "নীচে যে ছাদ দেখিতেছেন, সকলে উহার খুব প্রশংসা করে। ইহার নাম 'ভূতের রাস্তা'। এই বংশের কোন ঘটনার সহিত এই নামের সংস্রব আছে।"

মিঃ গুপি কৌতূহলভরে বলিলেন, "গল্পটা কি, মিস্? ছবির সঙ্গে তাহার কোন যোগ আছে কি?"

ওয়াট্ বলিল, "গল্পটা বলুন না?"

রোজা সলজ্জে বলিল, "আমি ঠিক জানি না।"

শ্রীমতী রাউন্সওয়েল বলিলেন, "আগন্তুক কাহাকেও সে গল্প জানিতে দিবার বিধি নাই। এই বংশের কোন একটা কাহিনী।"

মিঃ গুপি বলিলেন, "ম্যাদাম, ছবির সহিত তাহার কোন সংস্রব আছে কি? শুধু এই কথাটা আমি জানিতে চাই। কারণ, আমি যতই ভাবিতেছি, ততই আমার দৃঢ়-প্রত্যয় হইতেছে যে, এ ছবি আমি পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছি।"

শ্রীমতী তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ঐ ছবির সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই, সে কথা নিশ্চিত। মিঃ গুপি বন্ধুসহ বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

পৌত্র ও রোজাকে লইয়া বৃদ্ধা তাঁহার গৃহে বসিলেন। তার পর বলিলেন, "গল্পটা শুনিবার জন্য কৌতূহল হইয়াছে, বলিতেছি, শুন। রাজা প্রথম চার্লসের সময় স্যার মোরে ডেড্‌লক এই প্রাসাদের মালিক ছিলেন। রাজার শত্রুদের বিরুদ্ধে ডেড্‌লক্-বংশ চিরকাল যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছেন। হতভাগ্য প্রথম চার্লসের পক্ষ তিনি সমর্থন করিতেন বটে; কিন্তু তাঁহার পত্নী ঠিক তাহার বিপরীত ছিলেন। রাজা চার্লসের শত্রু যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের দলে মোরে ডেড্‌লকের পত্নীর আত্মীয়-স্বজন ছিলেন। তদানীন্তন লেডী ডেড্‌লক্ গোপনে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন। এই প্রাসাদে যে সকল পরামর্শ হইত, তাহা গোপনে শুনিয়া তিনি শত্রুপক্ষকে জানাইতেন। ওয়াট! ছাদের উপর পায়ের শব্দ শুনিতে পাইতেছ?"

রোজা গৃহকর্ত্রীর আরও কাছে ঘেঁষিয়া বসিল।

"ছাদের উপর বৃষ্টিপাতের শব্দ শুনিতেছি। সেই সঙ্গে একটা প্রতিধ্বনি উঠিতেছে, যেন তাহাতে মনে হয়, কে যেন থামিয়া থামিয়া হাঁটিতেছে।"

মাথা নাড়িয়া বৃদ্ধা বলিয়া চলিলেন, "যাহা হউক, স্যার মোরে ও তাঁহার পত্নীর মধ্যে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হয় নাই। লেডী অত্যন্ত দাম্ভিক ছিলেন। উভয়ের মতি-গতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। কোন সন্তানাদি না হওয়ায় উভয়ের মধ্যে ব্যবধান আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। ঘরোয়া যুদ্ধে লেডীর ভ্রাতার মৃত্যু হওয়ায় তিনি তাঁহার শ্বশুর-বংশের উপর মর্ম্মান্তিক চটিয়া গিয়াছিলেন। রাজার জন্য ডেড্‌লক্-বংশের কেহ যখন অশ্বারোহণে যাইতেন, তৎপূর্ব্বে লেডী না কি গোপনে আস্তাবলে গিয়া ঘোড়ার পা খোঁড়া করিয়া রাখিতেন। একবার না কি তাঁহার স্বামী হাতে-নাতে তাঁহাকে আস্তাবলে ধরিয়া ফেলেন। ধ্বস্তাধ্বস্তি করিবার সময় হয় লেডী মাটীতে পড়িয়া যান, অথবা ভয় পাইয়া ঘোড়া তাঁহাকে পদাঘাতই করুক, ঠিক জানি না, লেডীর ঊরুদেশ ভাঙ্গিয়া যায়। সেই সময় হইতে তিনি ক্রমে ক্রমে শুকাইয়া যাইতে থাকেন।

"তাঁহার সৌন্দর্য্যের খ্যাতি বহু দূরব্যাপী ছিল। তাঁহার পীড়ার কথা তিনি কখনও মুখ ফুটিয়া কাহাকেও বলিতেন না। তিনি যে খঞ্জ হইয়াছিলেন, ভ্রমেও তিনি তাহা প্রকাশ করেন নাই। তিনি যষ্টি হস্তে ঐ ছাদে অতি-কষ্টে বেড়াইতেন। এক দিন তিনি ছাদ হইতে নীচে পড়িয়া যান। তাঁহার স্বামী তাঁহাকে তুলিতে যান। কিন্তু লেডী ঘৃণাভরে তাঁহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া বলেন, 'আমি এইখানে মরিব। মরিবার পরে ভূত হইয়া এখানে বেড়াইব। যত দিন না এই বংশের গর্ব্ব ধূলিসাৎ হয়, তত দিন আমি এমনই ভাবে এখানে থাকিব। তা ছাড়া যখনই আমার পদশব্দ শুনা যাইবে, তখনই বুঝিবে, এই ডেড্‌লক্-বংশে কোন না কোন সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত'।"

ওয়াট্ একবার রোজার দিকে চাহিল। সে দীর্ঘ-নিশ্বাস সহকারে দৃষ্টি নত করিল।

"লেডী তদবস্থায় সেইখানেই মারা যান। সেই সময় হইতেই ঐ ছাদটাকে ভূতের পথ বলিয়া লোকে জানে। ঐ পদধ্বনি—যাহা এইমাত্র শুনিলে, উহা সেই শব্দ। যখনই

ঐ পদধ্বনি শোনা যায়, অমনই এই বংশের কাহারও না কাহারও মৃত্যু হইয়া থাকে।"

ওয়াট্ বলিল, "আচ্ছা ঠাকুরমা, বংশে কোন দিন লজ্জাজনক কিছু ঘটে নাই?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "চেস্নিওডে ও ব্যাপারটা কখনই ঘটে না, ঘটিতে পারে না। ওয়াট্, দেখ ত কটা বেজেছে? ওর বাজনাটা চমৎকার, জান ত?"

"হাঁ, ঠাকুরমা!"

"আচ্ছা, এ দিকে এস ত দাদা। এখনও যদিও অন্ধকার ভাল করিয়া হয় নাই, তবু শুনিতে পাইবে ছাদের উপর শব্দ হইতেছে, শুনিতে পাইতেছ?"

"হাঁ, ঠাকুরমা।"

"আমাদের বর্ত্তমান লেডীও সেই কথা বলেন।"

৮

নিদ্রাভঙ্গের পর আমি উঠিয়া দেখিলাম, উষার আলোকে আমার ঘরটি ভরিয়া গিয়াছে। বেশভূষা সমাধান করিয়া আমি গৃহকার্য্য করিতে লাগিলাম। সমস্ত বাড়ীটার ভার আমার উপর। দুই তাড়া চাবি সবই আমার হাতে। প্রকাণ্ড বাড়ীটার সর্ব্বত্রই শৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছিল। এই সুশৃঙ্খল বাড়ীর আমি গৃহকর্ত্রী। কর্ত্তব্যপালন আমাকে প্রাণপণ যত্নেই করিতে হইবে।

প্রাতরাশের সময় আমিই চা তৈয়ার করিয়া দিলাম। মিঃ স্কিম্পোল চা-পান করিবার সময় মধুমক্ষিকার গল্প জুড়িয়া দিলেন। আমি ইতাবসরে আমার আর একটা কাজ সারিয়া ফেলিতে গেলাম। কার্য্য সমাধা করিয়া আমি ফিরিয়া আসিতেছি, এমন সময় মিঃ জারন্ডিস্ আমাকে ডাকিলেন। তাঁহার শয়নকক্ষের পার্শ্বেই একটি ক্ষুদ্র, সুসজ্জিত পুস্তকাগার। সেই ঘরে আমি প্রবেশ করিলাম।

মিঃ জারন্ডিস্ আমাকে বসিতে বলিয়া বলিলেন, "দেখ, লক্ষ্মি, যখন আমার কিছুই ভাল লাগে না, আমি এইখানে আসিয়া আশ্রয় লই। এটা তুমি জানিয়া রাখিও।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু এখানে আপনি বেশী আসিতে পাইবেন না।"

"তুমি আমাকে জান না, আমি যখনই প্রতারিত হই—বাতাস যখনই পূর্বদিক হইতে বহিতে থাকে, তখনই আমি এখানে আসি। আমার প্রকৃতির পরিচয় তুমি এখনও কিছু পাও নাই, লক্ষ্মি! ও কি! তুমি অমন করিয়া কাঁপিতেছ কেন?"

বাস্তবিক আমার আত্মসংবরণের শক্তি তখন ছিল না। অনেক চেষ্টা করিলাম। সেই উদারপ্রাণ, সদাশয় মহাত্মার সম্মুখে একা আমি! তাঁহার প্রসন্ন দৃষ্টি যেন আমাকে স্নেহের সাগরে ডুবাইয়া দিতেছিল! আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতা, আনন্দ ও তৃপ্তিতে তখন এমনই ভরিয়া উঠিয়াছিল যে, আমি—

সহসা আমি তাঁহার করপুট চুম্বন করিলাম। সে সময় আমি কি বলিয়াছিলাম, তাহা আমার মনে নাই। বিচলিতভাবে তিনি জানালার ধারে চলিয়া গেলেন। আমার মনে হইল, তিনি বুঝি জানালা দিয়াই লাফাইয়া পড়িবেন। সহসা তিনি আমার দিকে ফিরিলেন। দেখিলাম, তিনিও আত্মসংবরণের চেষ্টা করিতেছেন। ধীরে ধীরে তিনি আমার মাথায় হাত বুলাইয়া বসিতে বলিলেন।

"যাক্, এ রকম ছেলেমানুষি করিও না!"

আমি বলিলাম, "দ্বিতীয়বার এরূপ চাঞ্চল্য কখনও প্রকাশ করিব না, মহাশয়! কিন্তু প্রথম প্রথম এত কঠিন"—

তিনি বলিলেন, "না না, খুবই সহজ। কেন নয়, বল? কোন পিতৃমাতৃহীনা সচ্চরিত্রা একটি বালিকার কথা শুনিলাম। আমার মাথায় খেয়াল জন্মিল, আমি তাহার অভিভাবক হইব। ক্রমে সে বড় হইল, বড় হইয়া, আমি যেরূপ প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, তাহার অনুপাতে সে বড় ভাল মেয়ে হইল। তখন আমি তাহার বন্ধু ও অভিভাবকই রহিলাম। ইহাতে এমন কি বাড়াবাড়ি করিবার আছে? যাক্, এখন পুরাতন কথা ছাড়িয়া দাও। এখন আমি দেখিতেছি, একখানি হাসিভরা, বিশ্বাসভরা মুখ, যাহাকে সর্ব্বস্ব দিয়াও বিশ্বাস করা চলে।"

মনে মনে আমি বলিলাম, "ইস্থার! সাবধান, বিচলিত হইও না।" দুই হস্ত বক্ষে রাখিয়া আমি আত্মসংবরণ করিলাম। মিঃ জারন্ডিস্ আমার ব্যবহারে প্রীত হইয়া আমার সঙ্গে সাংসারিক নানা প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে লাগিলেন।

"ইস্থার, তুমি বোধ হয় আদালতের ব্যাপারটা বুঝিতে পার নাই?"

আমি যে বুঝি নাই, তাহা ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম।

তিনি বলিলেন, "ব্যাপারটা যে কি, তাহা কেহই জানে না। ব্যবহারাজীবরা ব্যাপারটাকে এখন এমন জটিল করিয়া তুলিয়াছেন যে, প্রকৃত ঘটনাটা তাহাতে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। একটা উইল-ঘটিত মোকদ্দমা প্রথমে আরব্ধ হয়। সেই উইলের সর্ত্তানুসারে যাহাদের সহিত উইলের স্বার্থ বিজড়িত ছিল, তাহাদের বিষয় লইয়াই প্রথমতঃ মোকদ্দমা সুরু হয়। এখন সে সব কোথায় গিয়াছে, খালি খরচ। আমরা সকলেই পুনঃপুনঃ খালি দরখাস্ত করিতেছি, দিন পিছাইয়া দিতেছি। এইরূপে এই মোকদ্দমার শ্রাদ্ধ দীর্ঘকাল ধরিয়া গড়াইতেছে। মোকদ্দমার মূল ব্যাপার এখন দাঁড়াইয়াছে, কে খরচের দায়ী হইবে? আসল ব্যাপারটা এখন একেবারেই চাপা পড়িয়া গিয়াছে!"

আমি বলিলাম, "কিন্তু মহাশয়! সে উইলের কি হইল?"

তিনি বলিলেন, "আমাদের কোন পূর্ব্বপুরুষ অনেক সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। তিনি উইল করিয়া সেই সম্পত্তির

বিলি-ব্যবস্থাও করিয়া যান। তার পরে সেই সূত্রে বহুকাল পূর্ব্বে এক মোকদ্দমা বাধে। তদবধি উহা চলিতেছে। এ মোকদ্দমায় আমাদের সংস্রব আছে; কিন্তু কোনও মতেই ইহা হইতে আমরা উদ্ধার পাইতেছি না। আমাদের ইচ্ছা থাকুক আর না থাকুক, এই মোকদ্দমার নাগপাশ হইতে আমাদের মুক্তি নাই। আমার পিতার পিতৃব্য (খুল্ল-পিতামহ) টম্ জারনডিসের সময় হইতেই মোকদ্দমা হইতে উদ্ধার পাইবার বিশেষ চেষ্টা হয়। আমি তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ছিলাম। এই বাড়ীতেই তিনি থাকিতেন। সে সময় এই বাড়ীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু এখন তেমনই মনোরম হইয়াছে!"

"হাঁ, তিনি সর্ব্বদাই এখানে থাকিতেন। কাহারও সহিত তিনি মিশিতেন না। দিনরাত্রি তিনি মোকদ্দমার কাগজপত্র ঘাঁটিতেন। যদি কোনরূপে কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে পারেন, যাহাতে এই মোকদ্দমার কঠিন জাল হইতে মুক্তিলাভ করা যায়, ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান চেষ্টা। এ দিকে বাড়ীর অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। দেওয়াল ফাটিতে লাগিল, সেই ফাটলের ভিতর দিয়া বাতাস ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিত। ছাদ ভেদ করিয়া বর্ষার বারিধারা গৃহতল সিক্ত করিয়া তুলিত। দরজা-জানালা ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। সেই সময় আমি তাঁহার মৃতদেহ এই বাড়ীতে লইয়া আসিলাম। তাঁহার মস্তিষ্ক গুলীর আঘাতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। বাড়ীরও অবস্থা তখন চরমে দাঁড়াইয়াছিল।"

তিনি এই কথা বলিবার পর গৃহমধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। যখন আমার দিকে চাহিলেন, তখন দেখিলাম, তাঁহার মুখের অপ্রসন্নভাব দূরীভূত হইয়াছে। আমার পার্শ্বে আসিয়া তিনি উপবেশন করিলেন।

তার পর বলিলেন, "আমি কতদূর বলিয়াছি?"

আমি তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলাম যে, রিক হাউসের পরিবর্ত্তনের কথা তিনি সবে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

তিনি বলিলেন, "হাঁ। এ সব কথা আমি কাহারও সহিত কোনও দিন আলোচনা করি নাই। যদি তুমি সঙ্গত বিবেচনা কর, তবে রিক্ ও আদাকে এ সকল কথা বলিতে পার। আমি সম্পূর্ণরূপে তোমার উপরেই নির্ভর করিলাম।"

আমি বলিলাম, "মহাশয়—"

তিনি বাধা দিয়া বলিলেন, "তুমি আমাকে এখন হইতে কর্ত্তা বলিয়া ডাকিও। মহাশয় বলিও না।"

আমার মন আবার আনন্দে উল্লাসে স্ফীত হইয়া উঠিল। আমি বলিলাম, "কর্ত্তা, আপনি আমাকে অধিক বিশ্বাস করিবেন না। আপনি যতটা ভাবিতেছেন, ততটা বুদ্ধিমতী, চালাক আমি নই। শেষকালে আপনাকে আপশোষ করিতে হইতে পারে।"

দেখিলাম, আমার কথায় তিনি বিন্দুমাত্র হতাশ্বাস হইলেন না; বরং ঠিক তাহার বিপরীত ভাব দেখিলাম। হাসিমুখে তিনি বলিলেন যে, আমাকে তিনি খুব জানেন। তাঁহার কাছে আমি খুব বুদ্ধিমতী। অন্ততঃ আমার ঘটে যেটুকু বুদ্ধি আছে, তাহাই তাঁহার কাছে পর্য্যাপ্ত।

আমি বলিলাম, "কর্ত্তা, তাই যেন হয়। কিন্তু আমার মনে সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।"

সহাস্যে মিঃ জারনডিস্ বলিলেন, "হবে গো লক্ষ্মি! তোমার বুদ্ধিতেই আমাদের যথেষ্ট হবে। যাক্, এখন আমাদের কথা আরম্ভ করি। ধর, রিক্ খুব বুদ্ধিমান্ যুবক। কিন্তু তাহার সম্বন্ধে কি করা যায় বল ত?"

কি আশ্চর্য্য। এ বিষয়েও তিনি আমার পরামর্শ চাহেন!

"তাহার কোন না কোন ব্যবসায় অবলম্বন করা আবশ্যক। নিজের ইচ্ছামত কোন একটা কাজ সে বাছিয়া লউক।"

আমি বলিলাম, "আমার মনে হয়, রিচার্ডকে জিজ্ঞাসা করা উচিত, তিনি কি কাজ পছন্দ করেন।"

তিনি বলিলেন, "ঠিক তাই। আমার মনের উদ্দেশ্যও তাই! তোমার বেশ বুদ্ধি আছে। কথাটা তুমি তাহার কাছে কৌশলে উত্থাপন করিও। তোমার দ্বারাই এ কাজটা চমৎকার হইবে।"

ক্রমশঃ আমার দায়িত্ব বাড়িতেছে দেখিয়া একটু আশঙ্কাও জন্মিল। অনেক গুরুতর বিষয়ের ভার আমার উপর অর্পিত। আমি ভাবিয়াছিলাম, তিনিই রিচার্ডকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহা না হইয়া ভারটা আমার উপরেই পড়িল। কি আর করিব, উপায় নাই। কাজেই ভার লইতে হইল।

আসন ত্যাগ করিয়া তিনি বলিলেন, "আজ এই পর্য্যন্ত থাক। আমাদের এখনকার কাজ আজিকার মত শেষ হইয়াছে। একটা কথা, ইস্থার, আমার কাছে তোমার কোন প্রার্থনা আছে?"

আমি তাঁহার দৃষ্টি দেখিয়া তাহার অর্থ বুঝিলাম। বলিলাম, "আমার নিজের সম্বন্ধে?"

"হাঁ।"

আমি বলিলাম, "কিছুই না। যদি আমার কিছু জানিবার থাকিত, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি যথাচিতভাবে আমাকে তাহা বলিতেন। আমি যদি সর্ব্বান্তঃকরণে এখনও আপনাকে বিশ্বাস না করিয়া থাকি, তবে আমার মত অকৃতজ্ঞ, পাষাণ আর কেহ নাই। না, আপনাকে প্রশ্ন করিবার এ জগতে আমার কিছুই নাই।"

তিনি আমার বাহু ধারণ করিয়া আমাকে লইয়া চলিলেন। আদার সন্ধানে আমরা চলিলাম। এই ঘটনার পর হইতে আর আমি তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতে উত্তেজনা প্রকাশ করিতাম না। তাঁহাকে এখন অনেকটা চিনিতে পারিয়াছিলাম।

ব্রিক হাউসে প্রথমতঃ আমাদের জীবন কর্ম্মময় ছিল। এখানকার বহু অধিবাসীর সহিত আলাপ-পরিচয় হওয়ায় তাঁহাদের বাড়ী বেড়াইতে যাইতে হইত। মিঃ জারন্ডিসের সহিত সকলেরই পরিচয় ছিল। যে সকল মহিলার সহিত আমাদের পরিচয় হইয়াছিল, তন্মধ্যে শ্রীমতী পার্ডিগাল্ শ্রেষ্ঠ। তিনি খুব দমভারী নারী। গলার স্বরও যেমন গম্ভীর, চেহারাখানাও তেমনই জমকালো ছিল।

এক দিন বিবি পার্ডিগালের সহিত আমরা গ্রামে বেড়াইতে গেলাম। ইষ্টক তৈয়ারকারী একঘর লোকের বাড়ী বেড়াইবার পর আমরা আর একটি কুটীরে গেলাম। দেখিলাম, একটি যুবতী একটি শিশুকে কোলে করিয়া বসিয়া আছে। তাহার দিকে চাহিয়া বুঝিলাম, শিশুটির প্রাণ ইহজগতে নাই। যুবতীকে আমরা সান্ত্বনা কি দিব? তাহার স্বামী অদূরে দাঁড়াইয়া ধূমপান করিতেছিল। আমার রুমাল দ্বারা শিশুর দেহ আবৃত করিয়া দিলাম। একটি কুৎসিত-দর্শনা নারী সেই সময় ছুটিয়া আসিয়া যুবতীর গলা জড়াইয়া "জেনি! জেনি!" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে দৃশ্য বড় করুণ।

রাত্রিকালে রিচার্ডের সঙ্গে আমরা আবার সেই কুটীরে আসিলাম। সেই কুরূপা নারী বাহিরে উৎকণ্ঠাভরে দাঁড়াইয়াছিল।

আমাদিগকে দেখিয়া বলিল, "ও, আপনারা আসিয়াছেন? আমি দেখছি, আমার কর্ত্তা আসছে কি না। একবার যদি সে জান্‌তে পারে, আমি বাড়ীতে নাই, তবে আমাকে আর আস্ত রাখ্‌বে না!"

আমি বলিলাম, "তোমার স্বামীর কথা বলিতেছ?"

"হাঁ, মিস্, আমার স্বামী। জেনি এখন ঘুমুচ্ছে। আহা, বেচারা একেবারে মুস্‌ড়ে পড়েছে। এই সাত দিনের মধ্যে একবারও সে কোল থেকে ছেলেকে নামায় নি। শুধু আমি যা দু'এক মিনিটের জন্য কোলে নিতাম।"

সে আমাদিগকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিল এবং নিজেও নিঃশব্দে আমাদের সঙ্গে ভিতরে গেল। আমাদের আনীত জিনিসগুলি সে নিদ্রিতা যুবতীর মলিন শয্যাপার্শ্বে রাখিয়া দিল। দেখিলাম, শিশুর মৃতদেহের উপর সে এক-গোছা ফুল রাখিয়া দিয়াছে।

আমরা বলিলাম, "তুমি বড় ভাল মেয়ে, বাছা। ভগবান তোমার মঙ্গল করিবেন।"

সে সবিস্ময়ে বলিল, "কার কথা বল্‌ছেন? আমি?—চুপ!—জেনি! জেনি!"

নিদ্রিতা যুবতী ঘুমঘোরে কাঁদিয়া উঠিয়াছিল! কিন্তু পরিচিত কণ্ঠের শব্দ শুনিয়া সে বোধ হয় চুপ করিল। আমরা বিদায় লইলাম, কিন্তু এই অশিক্ষিতা গ্রাম্য-নারীর হৃদয়ের কোমলতা ও দয়া দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম।

৯

আদা ও রিচার্ডের মধ্যে প্রণয় দিন দিন প্রগাঢ় হইতেছিল তাহা বুঝিতেছিলাম, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, উভয় পক্ষ হইতে কোনও দিন সে সম্বন্ধে বাহিরে কোন ভাব প্রকাশ পাইত না।

রিচার্ড নাবিক হইবেন। কথায় কথায় এক দিন তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিতেছিলেন। বাল্যকাল হইতেই নাকি তিনি সমুদ্রযাত্রার পক্ষপাতী। মিঃ জারন্ডিস্ তাঁহার কোনও আত্মীয়—স্যার লিষ্টার ডেড্‌লককে এ বিষয়ে পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনিও এই নবযুবককে এ বিষয়ে তাঁহার সাধ্যানুসারে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

এক দিন প্রাতরাশের সময় মিঃ জারন্ডিস্ আমাদিগকে জানাইলেন যে, তাঁহার এক বন্ধু সেই দিন অপরাহ্নে সেখানে আসিবেন। তাঁহার নাম মিঃ লরেন্স বয়থরন্।

আমি তাঁহার অভ্যর্থনার সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়া রাখিলাম। মিঃ জারন্ডিস্ তাঁহার যেরূপ পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে দেখিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছিল। সাগ্রহে আমরা তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু নৈশভোজের সময় অতীত হইয়া গেলেও তিনি আসিলেন না। আমরা এক ঘণ্টা আহারের সময় পিছাইয়া দিলাম। সহসা বহির্দ্বারে উচ্চ কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল।

অতিথি আসিয়াছেন। ভিন্নপথে তাঁহারা চলিয়া গিয়াছিলেন। শেষে অনেক ঘুরিয়া তিনি আসিয়াছেন। আমাদিগকে প্রতীক্ষায় রাখিয়া তিনি বড় অন্যায় করিয়াছেন বলিয়া আপশোষ করিতে লাগিলেন।

লোকটি দীর্ঘাকার, বলিষ্ঠ এবং প্রিয়দর্শন। মিঃ জারন্ডিসের অপেক্ষা তিনি কয়েক বৎসরের বড় শুনিলাম। এমন সদানন্দ লোক কমই দেখিয়াছি। এই বয়সেও তাঁহার উৎসাহের অন্ত ছিল না। তাঁহার হাস্যধ্বনিতে সমস্ত বাড়ীটা মুখরিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

আহারে বসিয়া তিনি নানাপ্রকার গল্প করিতে লাগিলেন। জমীর ব্যাপার লইয়া স্যার লিষ্টারের সহিত তাঁহার মোকদ্দমা চলিতেছে, তাহাও বলিলেন। স্যার লিষ্টার সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা দেখিলাম ভাল নয়। স্যার লিষ্টার আদা ও রিচার্ডের দূর-আত্মীয়।

মিঃ বয়থরন্ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, লণ্ডনস্থ তাঁহার উকীলের ভবন হইতে কোনও লোক তাঁহার সন্ধানে এখানে আসিয়াছিল কি না।

আমি বলিলাম যে, কেহ আসে নাই।

তিনি বলিলেন, "কাল বোধ হয় কেহ না কেহ আসিবে।"

আদা ও রিচার্ড পিয়ানোর ধারে গেলেন। মিঃ বয়থরন্ সঙ্গীতের বিশেষ প্রিয়। তিনি একমনে গান শুনিতে লাগিলেন। তিনি যে গানের একান্ত ভক্ত, সে কথা বলিবার

অবকাশমাত্র তাঁহার হয় নাই; তাঁহার মুখভঙ্গী দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারা যায়। আমি কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মিঃ বয়থরন্ কখনও বিবাহ করিয়াছিলেন কি না।

তিনি বলিলেন, "না।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু তাঁহার বিবাহ করা উচিত ছিল। বিবাহের যোগ্য লোক তিনি।"

হাসিয়া কর্ত্তা বলিলেন, "তুমি তাহা বুঝিলে কিরূপে?"

আমি বলিলাম, অবশ্য বলিবার সময় আমার মুখমণ্ডল একটু আরক্ত হইয়াছিল, "তাঁহার ব্যবহারে এমন একটা কোমলতা আছে, আমাদের সঙ্গে ব্যবহারের সময় এমনই ভদ্রতা ও শালীনতা আছে যে,—"

কথাটা শেষ করিতে পারিলাম না। মিঃ জারন্ডিস্ মিঃ বয়থরনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "তোমার কথাই ঠিক। একবার তাঁহার বিবাহের সমুদয় আয়োজন হইয়াছিল। সে একটিবার মাত্র। অনেক দিন পূর্ব্বের কথা অবশ্য।"

"সে মহিলাটি কি মারা গিয়াছেন?"

"না—তবে তিনি উঁহার কাছে মৃত বটে। সেই দিনের প্রভাবটা এখনও উঁহার জীবনে আছে। তুমি কি কল্পনা করিতে পার যে, উঁহার হৃদয় এখনও কল্পনায় পরিপূর্ণ?"

"হাঁ, কর্ত্তা মহাশয়, আমার তাহাই মনে হয়। তবে আপনি বলিতেছেন বলিয়া আমার পক্ষে সে অনুমান করাটা সহজ হইল।"

মিঃ জারন্ডিস্ বলিলেন, "তার পর তিনি আর তেমনটি হইতে পারিলেন না। এই বয়সে তাঁহার সঙ্গী কেহ নাই, ভৃত্য ছাড়া তাঁহাকে দেখিবারও কেহ নাই—এইবার তোমার বল দিবার পালা।"

খেলা চলিল। বুঝিলাম, আর বেশী এ বিষয়ে আলোচনা করি, ইহা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। আমি আর কোন প্রশ্ন করিলাম না। অবশ্য আমার জানিবার জন্য ঔৎসুক্য হইয়াছিল, কিন্তু কৌতূহল দমন করাই কর্ত্তব্য। রাত্রিকালে আমি মিঃ বয়থরনের যৌবনকালের প্রেমকাহিনীর কথা মনে মনে একটু আলোচনা করিয়াছিলাম।

সকালবেলা মেসার্স কেন্‌জি ও কারবয়ের নিকট হইতে মিঃ বয়থরনের নিকট একখানি পত্র আসিল। তাহাতে লেখা ছিল যে, তাঁহাদের আপিসের জনৈক কেরাণী অদ্য মধ্যাহ্নে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিবেন। আজ হপ্তা মিটাইবার দিন। আমি সকাল হইতেই বিলের টাকা পরিশোধ প্রভৃতি ব্যাপারে লিপ্ত ছিলাম। আদা, রিচার্ড ও মিঃ জারন্ডিস্ বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। মিঃ বয়থরন্ লণ্ডন হইতে যে কেরাণীর আসিবার কথা ছিল, তাহার প্রতীক্ষায় রহিলেন।

আমি গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত, এমন সময় মিঃ গুপিকে লইয়া ভৃত্য কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। আমি ভাবিয়াছিলাম, এই যুবক কেরাণীই এখানে আসিবেন। কেন এমন মনে হইয়াছিল, তাহা জানি না। কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া একটু খুসী হইলাম।

ভদ্রলোক আজ একটু অধিক সাজসজ্জা করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচ্ছদ নূতন ও পরিষ্কার। অঙ্গুলিতে একটি ভারী স্বর্ণাঙ্গুরীয়। কোটের বোতামের ছিদ্রপথে একটি গোলাপ-পুষ্প। তাঁহার অঙ্গ হইতে পুষ্প-নির্য্যাসের মধুর গন্ধও উত্থিত হইতেছিল। আমি তাঁহাকে সন্নিহিত আসনে বসিতে অনুরোধ করিলাম। পথে তাঁহার আসিতে কোনও কষ্ট হইয়াছে কি না, তাহাও জিজ্ঞাসা করিলাম। এতক্ষণ তাঁহার দিকে না চাহিয়াই আমি প্রশ্ন করিয়া যাইতেছিলাম। সহসা নয়ন তুলিয়া চাহিয়া দেখিলাম, ভদ্রলোক আমার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন।

মিঃ বয়থরনের নিকট যাইবার ডাক পড়িল। আমি তাঁহাকে বলিয়া দিলাম যে, কার্য্যশেষে যখন তিনি নীচে আসিবেন, সেই সময় কিছু জলযোগ তাঁহাকে করিতে হইবে, সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক আছে। মিঃ জারন্ডিস্ তাঁহাকে অনাহারে যাইতে দিবেন না। একটু কুণ্ঠিতভাবে মিঃ গুপি বলিলেন, "সে সময় কি আপনি উপস্থিত থাকিবেন?" আমি বলিলাম যে, তখন আমার উপস্থিত থাকিবারই সম্ভাবনা। ইহা শুনিয়া যুবক আমাকে অভিবাদন করিলেন এবং গৃহত্যাগের সময় আর একবার আমার দিকে চাহিলেন।

আমার মনে হইল, ভদ্রলোক যেন অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছেন। কারণ, তাঁহার জলযোগের সময় উপস্থিত থাকাই প্রয়োজন বলিয়া বোধ করিলাম। বহুক্ষণ পরে মিঃ গুপী নীচে নামিয়া আসিলেন। আমি তাঁহাকে জলযোগ করিতে অনুরোধ করিলাম।

তিনি আসন গ্রহণ করিলেন। তিনি যে একটু বিচলিত হইয়াছেন, তাঁহার ব্যবহারেই তাহা প্রকাশ পাইল। কাঁটা-চামচে হাতে লইয়া ভদ্রলোক আমার দিকে চাহিয়া আছেন দেখিয়া আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, এরূপে বিলম্ব করিলে সময়ে তিনি লণ্ডনে পৌছিতে পারিবেন না।

তিনি তখন ভোজনে বসিলেন। আমাকে বলিলেন, "মিস্, আপনি কিছু খাইবেন না?"

"না, ধন্যবাদ। আপনি আরম্ভ করুন।"

এক গ্লাস সুরা উদরস্থ করিয়া তিনি বলিলেন, "একটু কিছু খান না?"

"না, আমার এখন প্রয়োজন নাই। শুধু আপনার আহারের অসুবিধা হইবে বলিয়া আমি অপেক্ষা করিতেছি। আপনার আর কিছু চাই কি?"

"না, মিস্, আমার আর কিছু দরকার নাই।" এই বলিয়া তিনি আরও দুই গেলাস সুরা উদরস্থ করিলেন। আমি ভাবিলাম, এইবার চলিয়া যাই।

আমাকে উঠিতে দেখিয়া মিঃ গুপি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "ক্ষমা করিবেন, মিস্। আপনার সহিত নির্জ্জনে

আমার গোটা কয়েক গোপন কথা আছে। দয়া করিয়া শুনিবেন কি ?"

প্রতিবাদের কিছু না দেখিয়া আমি আবার বসিয়া পড়িলাম। বলিলাম, "আপনার উদ্দেশ্য আমি বুঝিতে পারিলাম না।"

"মিস্, ওটা আমাদের আইনের একটা সংজ্ঞামাত্র। আমি আপনাকে যে কথাটা বলিতে চাই, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না, এইমাত্র অনুরোধ।"

আমি বলিলাম, "বড়ই বিস্ময়ের কথা, আমি আপনার সহিত বিশেষ পরিচিত নই। এক দিন কয়েক ঘণ্টার জন্য আপনার সহিত মাত্র সাক্ষাৎ হইয়াছিল, ইহাতে আপনি আমার নিকট বিশ্বাস করিয়া এমন কি কথা বলিতে চাহেন ? যাহা হউক, আমার দ্বারা আপনার কোন ক্ষতি হইবে না, ইহা জানিয়া রাখুন।"

"উহাই যথেষ্ট। ধন্যবাদ। কথাটা বলিবার পূর্ব্বে আমি আর একবার এক গ্লাস সুরাপান করিব, পাছে সঙ্কোচে সব কথাটা প্রকাশ করিতে না পারি, আপনি কিছু মনে করিবেন না।"

ভদ্রলোক ফিরিয়া আসিলেন। তার পর বলিলেন, "আপনি একটু পান করিবেন কি ? না ? আচ্ছা থাক্, তবে আমার কথাটা বলি। কেন্‌জির ওখানে আমি এখন সপ্তাহে ত্রিশ টাকা পাই। আপনার সহিত যখন আমার দেখা হইয়াছিল, তখন আমার সাপ্তাহিক বেতন ছিল বারো টাকা! অল্পদিনে বেতন বাড়িয়াছে, আরও কিছু বাড়িবার সম্ভাবনা আছে। আমার মারও কিছু সম্পত্তি আছে। তাহার উপস্বত্বে তিনি স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করেন। শাশুড়ী হইবার তাঁহার একান্ত ইচ্ছা। একটু আধটু দোষ তাঁহার আছে, তা সে রকম ত্রুটি মানুষমাত্রেরই আছে। আমার নিজের বাসাটিও ভাল। মুক্ত বাতাস ও মুক্ত আলো সর্ব্বদাই পাওয়া যায়। সোজা কথায় বলিতেছি, মিস্ সমারসন, আপনি কি আমার আরজি গ্রহণ করিবেন ?"

বলিতে বলিতে তিনি জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িলেন। টেবলের পার্শ্বে আমি নিরাপদভাবেই বসিয়াছিলাম, সুতরাং আশঙ্কার কারণ নাই দেখিয়া বলিলাম, "আপনি শীঘ্র উঠুন মহাশয়, নহিলে এখনই চাকরকে ডাকিতে বাধ্য হইব।"

যুক্তকরে মিঃ গুপি বলিলেন, "মিস্, আমার সব কথাটা শুনুন।"

"আপনি যতক্ষণ না উঠিবেন, আমি আপনার একটি কথাও শুনিব না। আপনার ধড়ে যদি এতটুকু জ্ঞান থাকে, তবে আপনার আসনে গিয়া বসুন।"

তিনি কাতর নয়নে চাহিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

আমি বলিলাম, "আপনার কথা শেষ করিয়া ফেলুন।"

"বলিতেছি।" মিঃ গুপী বলিলেন, "আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার পাণিগ্রহণ করিবেন ?"

"অসম্ভব। ও কথা ছাড়িয়া দিন।"

আমার উপর হইতে দৃষ্টি না সরাইয়া তিনি বলিয়া চলিলেন, "অবশ্য আমার প্রস্তাবের মূল্য বড় কম। কারণ, আমি ধনী নহি। কিন্তু মিস্ সমারসন,—ঘণ্টা বাজাইবেন না, আর একটা কথা শুনুন। যে দিন প্রথম আপনাকে দেখি, সেই মুহূর্ত্তেই আপনার সৌন্দর্য্যে আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। সেই দিন হইতে আপনার মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে চির-মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। আপনি আমায় উপেক্ষা করিবেন না। আমি প্রকৃতই আপনাকে ভালবাসিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "মিঃ গুপি, আমি আপনার মনে ব্যথা দিতে চাহি না। কিন্তু এ সকল বিষয়ের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এখন আপনি যাইতে পারেন, ভবিষ্যতে এ সকল চিন্তা মনে স্থান দিবেন না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আপনার ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করুন।"

আমি ঘণ্টার দড়িতে হাত রাখিলাম।

"আধ মিনিট, মিস্!" গুপি বাধা দিয়া বলিলেন, "আপনি আমার উপর ক্রোধ করেন নাই ?"

"না। যদি ভবিষ্যতে আপনি আমাকে বিরক্ত না করেন, তবে আমি অদ্যকার কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না।"

"আর এক মুহূর্ত্ত মাত্র, মিস্! যদি কখনও—সুদূর-ভবিষ্যতেও—যদি কখনও আপনার মতের পরিবর্ত্তন ঘটে—৮৭ নং পেণ্টন প্লেসে, অথবা যদি তন্মধ্যে আমি মরিয়া যাই বা স্থানত্যাগ করি, তবে ৩০২ নং ওল্ড ষ্ট্রীট রোডে আমার মাতার নিকট সংবাদ দিবেন।"

আমি ঘণ্টাধ্বনি করিলাম। ভৃত্য আসিয়া মিঃ গুপীকে পথ দেখাইয়া চলিল। তিনি তাঁহার নামের ঠিকানাযুক্ত কার্ডখানা টেবলের উপর রাখিয়া আমার দিকে চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেলেন।

আমি আরও কিছুক্ষণ টেবলের উপর বসিয়া কাজকর্ম্ম শেষ করিলাম। আমার মনের অবস্থা এমনই প্রসন্ন যে, উক্ত ঘটনা প্রায় ভুলিয়া গেলাম। কিন্তু নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র যেন খুব হাসি পাইল, তার পর আবার কান্নাও আসিল। কে যেন বহুদিন সুপ্ত হৃদয়-বীণার তন্ত্রীতে অতি কঠোরভাবে আঘাত করিয়াছে!

১০

চ্যান্সারি লেনের পূর্ব্বপ্রান্তে মিঃ স্নাগস্‌বির দোকান। তিনি আইন-ব্যবসায়ীদিগের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকেন। কাগজ, কলম, পেন্সিল হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিফলেখা, মোকদ্দমার যাবতীয় বিষয়ের কাগজ-পত্রাদি নকল করার সমুদয় কার্য্যই সম্পাদন করিয়া থাকেন।

মিঃ স্নাগস্‌বি সস্ত্রীক এই দোকান-বাড়ীর অন্যান্য ঘরে বাস করেন। তাঁহাদের দুই দেহে এক মন। কণ্ঠস্বরও

একটিমাত্র—অবশ্য প্রতিবেশীদিগের মতে। তাঁহাদের একটি পরিচারিকা আছে, তাহার নাম গপ্টার। তাহার বয়ঃক্রম ত্রয়োবিংশ কি চতুর্ব্বিংশতি হইলেও তাহাকে দেখিতে আরও দশ বৎসরের অধিকবয়স্ক বলিয়া বোধ হয়। মূর্চ্ছার ব্যায়রাম আছে বলিয়া অল্প খরচে স্নাগস্‌বি-দম্পতি তাহাকে রাখিতে পারিয়াছেন।

সে দিন অপরাহ্নে মিঃ স্নাগস্‌বি দোকানঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আকাশের দিকে চাহিয়াছিলেন। তখনও সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসে নাই বটে, তবে গ্যাসের আলোক জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

মিঃ স্নাগস্‌বি দাঁড়াইয়া থাকুন, ইত্যবসরে আমরা মিঃ টল্‌কিংহরণের বাড়ীতে একবার ঘুরিয়া আসি। লিঙ্কলনস্‌ ইন্‌ ফিল্‌ড্‌সের একটি বৃহৎ অট্টালিকায় এই প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব বাস করিতেন। বাড়ীতে যথেষ্ট বড় বড় কক্ষ আছে। পল্লীগ্রামে যখন তিনি না যাইতেন, নগরের এই অট্টালিকাতেই তিনি যাপন করিতেন। অদ্য তিনি টেবলে বসিয়া কাজ করিতেছিলেন। তাঁহার মুখ হইতে কেহ কখনও কাহারও গুপ্ত কথা জানিতে পারে নাই। ভারী চাপা মানুষ।

তাঁহার টেবলের উপর, পার্শ্বেই হস্তলিখিত একতাড়া কাগজ রহিয়াছে। কিন্তু মিঃ টলকিংহরণ সেগুলি নাড়া-চাড়া করিতেছিলেন না।

মিঃ টল্‌কিংহরণের লোকজন বেশী ছিল না। শুধু এক জন আধাবয়সী লোক তাঁহার সকল কার্য্য সম্পন্ন করিত। সাধারণ লোকের মত তিনি ছিলেন না। কেরাণী তিনি রাখিতেন না। তিনি মক্কেলগণের অশেষ বিশ্বাসভাজন ছিলেন। তাঁহার পেটের ভিতর কি আছে, কাহারও সাধ্য নাই তাহা জানিয়া লয়। মক্কেলরা তাঁহাকেই জানিত। তিনিই "সর্ব্বে-সর্ব্বা" ছিলেন। যখন কোনও বিষয়ের মুসাবিদা করিতে হইত, তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে বারের বিশেষজ্ঞ কেহ তাহা করিত। কোনও বিষয়ের লেখা নকল করাইয়া লইতে হইলে মিঃ স্নাগস্‌বির দ্বারা তাহা করাইতেন। সে জন্য অর্থবায়ে মিঃ টল্‌কিংহরণ কোনও দিন উদাসীন ছিলেন না।

কাজ করিতে করিতে সহসা তিনি আসন ত্যাগ করিলেন, চশমাটা ভাল করিয়া নাকের উপর আঁটিয়া দিয়া, টুপীটা মাথায় দিলেন। তার পর হস্তলিখিত কাগজের তাড়াটা পকেটে লইয়া বাহির হইলেন। যাইবার সময় আধাবয়সী ভৃত্যকে বলিয়া গেলেন যে, তিনি অবিলম্বেই ফিরিয়া আসিতেছেন।

মিঃ টল্‌কিংহরণ স্নাগস্‌বির দোকানের দিকে চলিলেন। নীচের তলায় দরজার কাছে আসিয়া তিনি পরিচারিকা গপ্টারকে দেখিলেন। মনিব বাড়ী আছেন? হাঁ আছেন, পরিচারিকা দ্রুতপদে মিঃ স্নাগস্‌বিকে ডাকিতে গেল।

স্নাগস্‌বি আসিয়া দেখিলেন, স্বয়ং মিঃ টল্‌কিংহরণ দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান। ব্যস্তভাবে বৃদ্ধ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন।

"স্নাগস্‌বি, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

"আসুন, আসুন। আপনার লোকটাকে পাঠাইলেই চলিত।"

উভয়ে একটি নিভৃত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

একটা টুলের উপর বসিয়া মিঃ টল্‌কিংহরণ বলিলেন, "জারন্‌ডিস্‌ ও জারনডিস্‌, স্নাগস্‌বি।"

গ্যাস জ্বালিয়া দিয়া স্নাগস্‌বি অর্থলাভের আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

"সংপ্রতি তুমি এই মোকদ্দমা-সংক্রান্ত কতকগুলি এফিডেভিট নকল করিয়া দিয়াছিলে।"

"হাঁ, মহাশয়।"

"তন্মধ্যে একটার হাতের লেখাটা কিছু বিচিত্র রকমের। লেখাটা আমার পছন্দসই হইয়াছিল। কাগজটা আমার সঙ্গে নাই—এ দিক দিয়া যাইবার সময় মনে হইল, লেখাটা কাহার জানিয়া লই। কাগজটা—হাঁ, পকেটেই আছে দেখিতেছি। এটা কে নকল করিয়াছিল হে?"

টেবলের উপর কাগজটা মেলিয়া ধরিয়া মিঃ স্নাগস্‌বি বলিলেন, "কে নকল করিয়াছিল, জানিতে চান? আজকাল কাজের ভিড় খুব বেশী। আচ্ছা, আমি বই দেখিয়া এখনই বলিয়া দিতেছি।"

বহি লইয়া দেখিতে দেখিতে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এই যে পাইয়াছি। যে লোকটা নকল করিয়াছিল, সে এই গলির ওধারেই থাকে।"

মিঃ টল্‌কিংহরণ খাতাখানা লইয়া স্বয়ং দেখিলেন বলিলেন, "নামটা কি? নেমো?"

"হাঁ, মহাশয়, নেমো। ৪২ পৃষ্ঠা। বুধবারের রাত্রিতে নকল করিতে দিয়াছিলাম, বৃহস্পতিবারের সকালে ফেরৎ পাইয়াছিলাম।"

মিঃ টল্‌কিংহরণ আপন মনে বলিলেন, "নেমো! নেমোর লাটিন অর্থ হইতেছে কেহ নয়।"

মিঃ স্নাগস্‌বি বলিলেন, "ইংরাজীতে কাহাকেও বুঝাই-তেছে? একটা লোকের নাম।"

ব্যবহারাজীব বলিলেন, "পূর্ব্বে ইহাকে কোন কাজ দিয়াছিলে?"

"হাঁ মহাশয়, আপনারই কাজ দিয়াছিলাম।"

"ভাল কথা, লোকটা কোথায় থাকে বলিলে?"

"এই গলির ওধারে। একটা শিশি-বোতলের দোকান আছে, তাহারই একটা ঘরে লোকটা আছে।"

"আচ্ছা, আমাকে তাহার বাসাটা দেখাইয়া দিতে পার?"

"নিশ্চয়! নিশ্চয়! এ আর কত বড় কথা!"

স্বামীর চা-পানে বিলম্ব দেখিয়া শ্রীমতী স্নাগস্‌বি ব্যাপার

কি জানিতে আসিয়াছিলেন। মিঃ স্নাগস্‌বি তাঁহাকে বলিলেন, "মিঃ টলকিংহরণের সহিত আমি বাহিরে যাইতেছি, এখনই ফিরিব।" এই বলিয়া তিনি বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেন। শ্রীমতী স্নাগস্‌বি ঘরের মধ্যে ফিরিয়া গিয়া খোলা খাতাখানি দেখিলেন। ব্যাপার কি?

পথে যাইতে যাইতে মিঃ স্নাগ স্‌বি বলিলেন, "এই লোকটাকে দিয়া কাজ করাইয়া লওয়া ভারি সুবিধা। লোকটা কখনও ঘুমায় না। আপনি যদি বলেন, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাজ করিয়া দিবে।"

তখন বেশ অন্ধকার হইয়াছিল। উভয়ে ক্রমশঃ ক্রুকের দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আইনের ষ্টেশনারী-বিক্রেতা বলিলেন, "লোকটা এই-খানেই থাকে।"

"ওঃ, এখানেই থাকে। ধন্যবাদ।"

"আপনি ভিতরে যাইবেন না?"

"না, ধন্যবাদ। আমি এখন ফিল্ডের ওখানে যাইতেছি। নমস্কার।"

মিঃ স্নাগস্‌বি পত্নার নিকট ফিরিয়া গেলেন।

এ দিকে মিঃ টল্‌কিংহরণ ফিল্ডের বাড়ী না গিয়া ফিরিলেন। ধীরে ধীরে পুনরায় ক্রুকের দোকানে ফিরিয়া আসিলেন। তার পর সোজা ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

বৃদ্ধ ক্রুক দোকানে দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া ব্যবহারাজীব বলিলেন, "তোমার ভাড়াটে বাড়ী আছে?"

"কার কথা বল্‌ছেন, পুরুষটি না স্ত্রীলোকটি?"

"পুরুষ। যে লোকটি লেখা নকল করিয়া থাকে।"

মিঃ ক্রুক একবার আগন্তুকের পানে চাহিল। বোধ হয়, তাঁহাকে চিনিতে পারিল। আগন্তুক যে বড়-ঘরাণা, তাহা সে জানিত। সে বলিল, "আপনি কি তার সঙ্গে দেখা কর্‌তে চান, ম'শায়?"

তিনি বলিলেন, "হাঁ।"

ক্রুক বলিল, "তাহাকে ডেকে আন্‌বো? কিন্তু বোধ হয়, সে আস্‌বে না!"

মিঃ টলকিংহরণ বলিলেন, "তবে আমিই তাহার কাছে যাইতেছি।"

"তেতলার ঘর, ম'শায়। বাতীটা নিয়ে যান। ঠিক সোজা!"

ব্যবহারাজীব উপরে উঠিতে লাগিলেন। ক্রুক বলিল, "আমার ভাড়াটে সম্বন্ধে লোকে কি বলে, জানেন মশায়?"

"কি বলে শুনি?"

"লোকে বলে, সে শত্রুর নিকট আপনাকে বেচিয়াছে। কিন্তু আপনিও জানেন, আর আমিও জানি, সে কেনে না। ব্যাপারটা কি, আমি ঠিক বল্‌ছি। আমার ভাড়াটে বড় বদমেজাজী এবং সদা বিষণ্ণ। তাতে মনে হয়, হয় ত বা এক দিন কেনা-বেচা হতেও পারে। ম'শায়, তাকে যেন বেশী বিরক্ত কর্‌বেন না, আমার পরামর্শটা মনে রাখ্‌বেন।"

মিঃ টলকিংহরণ উপরে উঠিয়া গেলেন। তেতলায় উঠিয়া তিনি একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দ্বারে করাঘাত করা সত্ত্বেও ভিতর হইতে কেহ উত্তর করিল না। তিনি দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

ঘরটি যেমন ক্ষুদ্র, তেমনই কালি ও ঝুলে পরিপূর্ণ। ঘরের এক ধারে উনানে অতি মৃদু অগ্নিশিখা উত্থিত হইতেছিল। বাতীর আলোকে দেখা গেল, এক ধারে একখানা কি দুইখানা চেয়ার। একখানা টেবল। অপর কোণে একটা পুরাতন পোর্টম্যান্টো। মলিন শয্যার উপর এক ব্যক্তি যেন শুইয়া আছে।

তিনি ডাকিলেন, "ওহে, শোনো!"

কেহ উত্তর দিল না। তিনি পুনঃ পুনঃ ডাকিলেন; কিন্তু লোকটির নিদ্রা ভাঙ্গিল না।

সহসা তাঁহার হাত হইতে বাতীটা পড়িয়া গিয়া নিবিয়া গেল।

১১

অন্ধকারমগ্ন কক্ষমধ্যে দাঁড়াইয়া ব্যবহারাজীব কি করিবেন, ভাবিতেছেন, এমন সময় তিনি চমকিয়া উঠিলেন, "কে ওখানে?"

বাড়ীওয়ালা ক্রুক বলিয়া উঠিল, "আমি। উহার ঘুম ভাঙ্গাইতে পারিলেন না?"

"না।"

"আপনার বাতী কি হইল?"

"নিবিয়া গিয়াছে। এই লও।"

ক্রুক বাতীটা লইয়া অগ্নিকুণ্ডের ধারে গিয়া উহা জ্বালিয়া লইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু প্রায় ভস্মে পরিণত অগ্নি হইতে বাতী জ্বলিল না। ক্রুক তখন বাতী জ্বালিতে গেল। ব্যবহারাজীব ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বাড়ীওয়ালা বাতী জ্বালিয়া আনিলে, মিঃ টল্‌কিংহরণ বলিলেন, "লোকটা কি প্রায়ই এই রকম করিয়া ঘুমায় না কি?"

"জানি না, মশায়, উহার কোন খবরই রাখবার অবকাশ আমার নেই। লোকটাও কারও সঙ্গে বেশী মেশে না।"

উভয়ে পুনরায় কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মিঃ টলকিংহরণ সহসা বলিয়া উঠিলেন, "লোকটা বাঁচিয়া নাই! উহার চোখের দিকে চাহিয়া দেখ!"

এক মুহূর্তের জন্য পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিল।

ক্রুক সহসা বলিয়া উঠিল, "শীঘ্র ডাক্তার ডাকুন! মশায়, সিঁড়ির ধারের ঘরে মিস্ ফ্লিট আছেন, তাঁকেও ডাকা হোক। নিশ্চয় লোকটা বিষ খেয়ে মরেছে!"

মিঃ টল্‌কিংহরণ সিঁড়ির ধারে গিয়া ডাকিলেন, "মিস্ ফ্লিট, এদিকে শীঘ্র আসুন!"

ক্রুক দেখিল, মিঃ টলকিংহরণ বাহিরে গিয়াছেন, তখন

সে দ্রুতবেগে পুরাতন পোর্টমেন্টের কাছে গেল, তার পর সেখান হইতে আসিয়া আবার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইল।

একটি ক্ষুদ্রকায়া বৃদ্ধাকে ঘরের মধ্যে আসিতে দেখিয়া ক্রুক তাহাকে ডাক্তার আনিবার জন্য যাইতে বলিল। বৃদ্ধা দ্রুতপদে চলিয়া গেল। কিয়ৎকালের মধ্যে এক জন আনাড়ী ডাক্তার সহ সে ফিরিয়া আসিল।

পরীক্ষান্তে ডাক্তার বলিলেন, "অনেকক্ষণ হইল প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে।"

মিঃ টল্‌কিংহরণ বলিলেন, "কতক্ষণ বলুন ত?"

"সম্ভবতঃ ঘণ্টা তিনেক পূর্ব্বে।"

শয্যাপ্রান্তে আর একটি যুবক দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "আমারও সেইরূপ বোধ হইতেছে।" প্রথমোক্ত ব্যক্তি বলিলেন, "আপনিও চিকিৎসক বুঝি?"

যুবক স্বীকার করিলে তিনি বলিলেন, "তবে আর আমার এখানে প্রয়োজন নাই। উনি পাশকরা ডাক্তার।" এই বলিয়া প্রথমোক্ত তথাকথিত চিকিৎসকটি চলিয়া গেলেন।

নবাগত যুবক চিকিৎসক বাতীর আলোক দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিলেন, তার পর বলিলেন, "এ লোকটিকে আমি চিনি। গত দেড় বৎসর যাবৎ সে আমার নিকট হইতে আফিম্ কিনিয়া আনিয়াছে। এখানে এ লোকটির কোন আত্মীয়-স্বজন আছেন?" এই বলিয়া তিনি উপস্থিত তিন জনের দিকে চাহিলেন।

ক্রুক বলিল, "আমি বাড়ীওয়ালা। এক সময়ে লোকটা বলিয়াছিল যে, আমি তাহার নিকটাত্মীয়।"

চিকিৎসক বলিলেন, "দেখা যাইতেছে, লোকটা অতিরিক্ত মাত্রায় অহিফেন সেবন করিয়াছে। সমস্ত ঘরের বায়ু পর্য্যন্ত উহার গন্ধে পরিপূর্ণ।"

ক্রুক বলিল, "কেন এমন করিল, ইচ্ছা করিয়া কি?"

"ঠিক বলিতে পারি না। লোকটি সাধারণতই অধিক পরিমাণে অহিফেন সেবন করিত। তাহাতে মনে হয় না, স্বেচ্ছায় সে মরিয়াছে। তবে বলাও যায় না। সম্ভবতঃ লোকটি বড় দরিদ্র ছিল। কেমন নয়?"

ক্রুক বলিল, "তাই ত মনে হয়। ঘরের আসবাবপত্র দেখে সেই ধারণাই হয় বৈ কি! এ ঘর ভাড়া দিবার পর আমি সবে আজ এখানে এলাম। তার অবস্থার কথাও সে কোন দিন আমার কাছে বলে নি।"

"লোকটার কাছে আপনার ভাড়া পাওনা নেই?"

"আছে ছয় সপ্তাহের।"

"সে আর আপনি পাইবেন না। অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, লোকটি জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইয়া জুড়াইয়াছে। যৌবনে এ ব্যক্তি যে প্রিয়দর্শন ছিল, চেহারা দেখিয়া এখনও তাহা অনুমান করা যায়। আমার মনে হইতেছে, একবার উহার মুখে অশ্লীল কথা শুনিয়াছিলাম, তাহাতেই বুঝিয়াছিলাম, লোকটি অবনতির পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল। আমার অনুমান সত্য কি?"

ক্রুক বলিল, "আমাকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা। প্রায় সে দেড় বৎসর আমার এখানে ছিল এবং মামলা মোকদ্দমার নথি-পত্র নকল করিয়া জীবন যাপন করিত। উহার বেশী সংবাদ আমি জানি না।"

মিঃ টল্‌কিংহরণ এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি এই লোকটিকে নকল করিবার কিছু কাজ দিব বলিয়া একটু পূর্ব্বে এখানে আসিয়াছিলাম। উহাকে জীবনে আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। আমার ষ্টেশনার মিঃ স্নাগস্‌বির নিকট লোকটির সংবাদ পাইয়াছিলাম। এখানকার কেহই যখন মৃত ব্যক্তির কথা বলিতে পারিতেছেন না, তখন স্নাগস্‌বিকে সংবাদ দেওয়া যাক্।" এই বলিয়া তিনি বৃদ্ধার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি যাও ত বাছা, স্নাগস্‌বিকে ডেকে আন ত।"

বৃদ্ধা চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই স্নাগস্‌বি হাজির হইলেন। অবস্থা দেখিয়া অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! শেষে এই ঘটিল!"

মিঃ টল্‌কিংহরণ বলিলেন, "স্নাগস্‌বি, এই লোকটির ইতিহাস, পূর্ব্বকথা কিছু তুমি জান? লোকটার কিছু ধারও আছে, আর উহাকে কবর দেওয়াও ত চাই।"

স্নাগস্‌বি একটু কাসিয়া বলিলেন, "আমি আর কি পরামর্শ দিতে পারি, তবে বোধ হয়, গোরস্থানের লোকদের খবর দেওয়াই সঙ্গত।"

ব্যবহারাজীব বলিলেন, "পরামর্শ দিবার জন্য আমি তোমায় ডাকি নাই। তোমাকে ডাকিয়াছি, এই লোকটির সম্বন্ধে তুমি কোন সংবাদ দিতে পার কি না?"

কাসিয়া, গলা পরিষ্কার করিয়া স্নাগস্‌বি বলিলেন, "না মহাশয়, উহার সংবাদ আমি কিছুই জানি না। শুধু দেড় বৎসর আগে লোকটি আমাদের দোকানে আসিয়াছিল; আমার স্ত্রীকে তাহার হাতের লেখা দেখাইয়া নকল করিবার কোন কাজ পাওয়া যায় কি না, তাহা জানিতে চাহিয়াছিল। লোকটার অবস্থা বড় খারাপ, পেট চলে না, এই সকল কথাও সে আমার স্ত্রীকে বলিয়াছিল। আমার স্ত্রী তাহার হাতের লেখা ও ঠিকানা রাখিয়া দিয়াছিল। তার পর আমার স্ত্রী প্রায়ই আমাকে বলিত, 'ওগো, একটা কাজ নিম্‌রডের জন্য ঠিক ক'রে দিলে না?' লোকটিকে সে নিম্‌রড্ বলিয়া ডাকিত। ক্রমে আমি তাহাকে কাজ দিতে আরম্ভ করিলাম। লোকটাকে কাজ দিয়া বেশ নিশ্চিন্ত থাকা যাইত। অতি দ্রুত লিখিবার ক্ষমতা ছিল। যত বেশী লেখাই থাক না কেন, ঠিক সময়ে সে কাজ আনিয়া দিত।"

মিঃ টল্‌কিংহরণ ক্রুকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কোন কাগজপত্র আছে কি না, সেটা খুঁজিয়া দেখিলে ভাল হয়

না? হয় ত তাহার দ্বারা পরিচয়ের কোন সূত্র আবিষ্কার করা যাইতে পারে। এর পর তদন্ত হইবে, তখন জবাবদিহি করা চাই ত। তুমি পড়িতে জান, ক্রুক?"

বৃদ্ধ বলিল, "না, আমি জানি না।"

"স্নাগস্‌বি, তবে ওঁর হইয়া তুমিই দেখ। নহিলে বাড়ীওয়ালারও পরিণামে বিপদ ঘটিতে পারে। আমি যখন এখানে আসিয়া পড়িয়াছি, তখন শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াই যাইব। তবে শীঘ্র কাজ সারিয়া ফেল। সকল কাজই যে বিধিসঙ্গতভাবে হইয়াছে, আমি তাহার সাক্ষী দিতে পারিব। ওহে ক্রুক্, তুমি বাতীটা একবার ধর ত।"

স্নাগস্‌বি বলিলেন, "এই যে এখানে একটা পোর্টমেণ্ট আছে।"

মিঃ টল্‌কিংহরণ উহার পার্শ্বেই দাঁড়াইয়াছিলেন; কিন্তু এমনই ভাব প্রকাশ করিলেন যে, এতক্ষণ যেন তিনি উহা দেখিতেও পান নাই! সত্যই কি তাই? কে জানে!

পোর্টমেণ্ট খোলা হইল। কতিপয় অর্দ্ধছিন্ন, যৎসামান্য পরিচ্ছদ, ছেঁড়া খবরের কাগজ, বন্ধকী দোকানের টিকিট ছাড়া আর কিছুই তাহাতে পাওয়া গেল না। একখানি পত্র পর্য্যন্ত নয়। অনুসন্ধানে যখন কিছুই পাওয়া গেল না, তখন গোরস্থানে সংবাদ পাঠানই ঠিক হইল। বৃদ্ধাই সে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিল।

ব্যবহারাজীব, ডাক্তার প্রভৃতি যে যাহার স্থানে চলিয়া গেলেন।

সংবাদ পাইয়া পুলিস আসিয়া কক্ষদ্বারে দাঁড়াইল। পল্লীতে সংবাদটা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য অনেকে রাজপথে জটলা করিতে আসিল। গোরস্থানের ধর্ম্মযাজক আসিল। মৃতদেহের কাছে একবার ঘুরিয়া আবার বাহিরে চলিয়া গেল। করোনারের তদন্ত পরদিবস বসিবে, সে জন্য জুরীদিগকে সেই সংবাদ দিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ছিন্নপ্রায় পোর্টমেণ্টের পার্শ্বে সমস্ত রাত্রি শবাধার রক্ষিত হইল। মৃতদেহ শয্যার উপর যেমন পড়িয়াছিল, তেমনই পড়িয়া রহিল। পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে জীবন-নাটকের অভিনয় সমাপ্ত করিয়া অজানা রাজ্যে সে প্রস্থান করিয়াছিল। তাহার কোনও চিহ্ন সে আর পশ্চাতে রাখিয়া গেল না।

পরদিবস করোনারের তদন্ত আরম্ভ হইল। জুরীরা আসিয়া বসিলেন। স্বয়ং করোনারও আসিলেন। মিঃ টলকিংহরণও সমাদরে তাঁহার পার্শ্বের আসনে বসিতে অনুরুদ্ধ হইলেন। মৃতদেহ দেখিবার পর সাক্ষীর জবানবন্দী আরম্ভ হইল। ক্রুক, স্নাগস্‌বি ও মিস্ ফ্লিটের সাক্ষ্য গ্রহণের পর জানা গেল, একটি বালকও মৃত ব্যক্তিকে জানিত। বালককে ডাকা হইল। তাহার নাম জো। পুরা নাম কি, তাহা সে জানে না। লিখিতে পড়িতে সে শিখে নাই। তাহার পিতামাতা কেহই নাই। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়? সংসারে তাহার কেহই নাই। বাড়ী? যত্র তত্র। সত্য কি, তাহা সে জানে না। মিথ্যার পরিচয়ও সে জানে না। তবে এইটুকু সে জানে যে, মিথ্যা বলিলে সাজা পাইতে হয়। সুতরাং সে মিথ্যা বলিবে না।

করোনার বলিলেন, "এ সাক্ষীর দ্বারা চলিবে না।"

এক জন জুরী বলিলেন, "ইহার সাক্ষ্য গ্রহণে আপনার আপত্তি আছে?"

করোনার বলিলেন, "ও রকম উত্তর চলিবে না। ঠিক বলিতে পারি না, মশায়! চলিবে না। বিচারালয়ে হয় 'হ্যাঁ' নয় 'না' এই রকম বলা চাই। সুতরাং উহার সাক্ষ্যতে প্রয়োজন নাই।"

বালক জোর সাক্ষ্য গৃহীত হইল না। আর কোন সাক্ষী নাই। কাজেই বিচারে সিদ্ধান্ত হইল, লোকটা অহিফেন সেবন করিত, তবে দৈবাৎ সে মারা গিয়াছে। আত্মহত্যা নয়।

জুররগণ চলিয়া গেলেন। করোনার ও মিঃ টলকিংহরণ বালককে খাসকামরায় লইয়া গিয়া বে-সরকারীভাবে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

বালকটির নিকট জানা গেল যে, মৃতব্যক্তিটি প্রায় লোকের নিকট হইতে বিতাড়িত হইত। কেহ পাগল বলিয়াও তাহাকে তাড়া করিত। একটা শীতের রাত্রিতে বালকটি একটি দরজার পাশে দাঁড়াইয়া শীতে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। লোকটি সেই সময় সেইখান দিয়া যাইতে যাইতে তাহাকে দেখিতে পায়। প্রশ্নে সে যখন জানিতে পারে যে, বালকটির দুনিয়ায় কোন বন্ধু-বান্ধব পর্য্যন্ত নাই, তখন সে-ও বলিয়াছিল, "আমারও কেহ নাই।" তার পর অভুক্ত বালককে সে রাত্রির মত বাসস্থান ও আহার্য্য দিয়াছিল। লোকটি তদবধি প্রায়ই তাহার সঙ্গে কথা বলিত। আহার ও নিদ্রা সম্বন্ধে তাহার অসুবিধা হইতেছে কি না, সে সংবাদও লইত, আবার এমনও প্রশ্ন করিত, মরিতে তাহার ইচ্ছা করে কি না? যখন হাতে অর্থ থাকিত না, তখন সে বলিত, "জো, আজ আমি তোমারই মত গরীব!" কিন্তু যে দিন অর্থ থাকিত, সে দিন বালকটিকে সে কিছু না কিছু দিত।

বালক সিক্ত নয়নপল্লবের অশ্রুধারা জামার হাতায় মুছিতে মুছিতে বলিল, "তিনি আমায় বড় ভালবাসতেন, বড় ভালবাসতেন।"

বালক বিদায় পাইয়া চলিয়া গেল।

মৃতদেহ সমাহিত হইল কি? অবশ্যই। একটি ক্ষুদ্র, পূতিগন্ধময়, অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাধিভূমিতে, অপরিচিত মৃতদেহকে কোনও মতে সমাহিত করা হইল।

রাত্রিকালে সেই গোরস্থানের লৌহ-তোরণের সম্মুখে ঝাড়ুহস্তে একটি বালক আসিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ

সমাধিক্ষেত্রের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ঝাড়ু দ্বারা সে সোপান-গুলি ধীরে ধীরে পরিষ্কার করিতে লাগিল। কাজ করিতে করিতে আবার সে সমাধিক্ষেত্রের দিকে চাহিল। তার পর ধীরে ধীরে সে চলিয়া গেল।

কে তুমি বালক? তুমি কি জো? তবু ভাল! তোমার সাক্ষ্য গৃহীত হয় নাই, কারণ, তুমি "ঠিক বলিতে" পার নাই—মানুষের অপেক্ষাও মহত্তর হাতে মৃত ব্যক্তির কি অবস্থা ঘটিবে! তোমার অস্ফুট কথার মধ্যে একটা আলোক-রেখার সূত্র পাওয়া গিয়াছিল—"তিনি আমায় বড় ভাল-বাস্তেন—বড় ভালবাস্তেন!"

১২

লিঙ্কলন্‌শায়ারে বারিপাত থামিয়া গিয়াছে। চেসনিওড পুনরায় প্রফুল্ল শোভা ধারণ করিয়াছে। শ্রীমতী রাউন্স-ওয়েল গৃহকর্ম্মে পূর্ব্বাপেক্ষা যত্ন লইতেছেন, কারণ, স্যার লিষ্টার সস্ত্রীক প্যারী হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন। জনরব, তাঁহারা স্বদেশে ফিরিয়াই একটা 'বরাট ভোজের আয়োজন করিবেন এবং তাহা পল্লীভবন চেসনিওডেই হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

স্যার লিষ্টার ও লেডী লিষ্টার চতুরশ্ববাহিত সুখসেব্য শকটে চড়িয়া দেশে ফিরিতেছিলেন। স্যার লিষ্টার সদাই প্রসন্ন, দুঃখ তাঁহার নিকট ঘেঁষিতে পারে না। যখন কোনও কাজ থাকে না, তখন তিনি মনে মনে নিজের গৌরবের কথা চিন্তা করিয়াই খুসী থাকেন।

শকটে চড়িয়া তিনি তাঁহার নামীয় চিঠিপত্রগুলি পড়িতে-ছিলেন। পড়া শেষ হইলে তিনি গাড়ীর পশ্চাতের গদিতে হেলান দিয়া, সমাজে তাঁহার কিরূপ প্রতিপত্তি, তাহারই বিষয় বোধ হয় চিন্তা করিতেছিলেন।

লেডী লিষ্টার পড়িয়া পড়িয়া ক্লান্ত। বিশ মাইল পথ অতিবাহিত হইল অথচ তিনি একটি পৃষ্ঠার বেশী পড়িয়া উঠিতে পারেন নাই। বহুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর তিনি স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "আজ তোমার বেজায় চিঠিপত্র আসিয়াছে দেখিতেছি?"

"কিন্তু কাজের কথা বিশেষ কিছু নাই।"

"আমার মনে হয়, মিঃ টলকিংহরণের পত্রখানা খুব দীর্ঘ, অনেকক্ষণ ধরিয়া তুমি পড়িতেছিলে।"

স্যার লিষ্টার প্রশংসমান দৃষ্টিতে পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার দৃষ্টিতে কিছুই এড়ায় না দেখিতেছি।"

"লোকটা বড়ই বিরক্তিকর।"

"তিনি তোমায় একটা সংবাদ দিতে বলিয়াছেন। কথাটা এতক্ষণ মনে ছিল না, আমায় ক্ষমা কর।"—এই বলিয়া তিনি পত্রখানি বাছিতে লাগিলেন। তার পর চশমাটা নাকের উপর ভাল করিয়া বসাইলেন। তাঁহার অনাবশ্যক বিলম্ব দেখিয়া লেডী লিষ্টার একটু বিরক্তি বোধ করিলেন বটে, তবে তাহা বাহিরে প্রকাশ পাইল না। স্যার লিষ্টার পত্রখানা লইয়া বলিলেন, "এই যে, তিনি লিখিতেছেন,—'মাননীয়া লেডী মহোদয়াকে আমার অভিভাষণ জানাইবেন। আশা করি, বায়ু পরিবর্ত্তনে তাঁহার শরীরের কিছু উপকার হইয়াছে। আপনি তাঁহাকে জানাইবেন যে, আমাদের মোকদ্দমার কোনও এফিডেভিটের যে ব্যক্তি নকল করিয়া-ছিল, আমি তাহার সম্বন্ধে তাঁহাকে কোন কোন সংবাদ দিব। তিনি উহার সম্বন্ধে একটু কৌতূহল প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। আপনি বলিবেন, তাহাকে আমি দেখিয়াছি'।"

সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া লেডী মহোদয়া বাতায়ন-পথে বাহিরের দিকে কি যেন দেখিতেছিলেন।

স্যার লিষ্টার বলিলেন, "শুনিলে ত?"

বাহিরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই লেডী লিষ্টার বলিলেন, "আমি খানিক হাঁটিব।"

সবিস্ময়ে স্যার লিষ্টার বলিলেন, "হাঁটিবে?"

স্পষ্ট স্বরে লেডী বলিলেন, "হাঁ, খানিক হাঁটিয়া যাইব। গাড়ী থামাইতে বল।"

গাড়ী থামিল। স্নেহময় স্বামী স্বয়ং নামিয়া পত্নীকে অবতরণের সাহায্য করিলেন। লেডী নামিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন। স্যার লিষ্টার পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন। দুই এক মিনিট পরে তিনি পত্নীর সমীপবর্ত্তী হইলেন। লেডী হাসিলেন, তাঁহাকে তখন আরও সুন্দর দেখাইল। স্বামীর হাত ধরিয়া কিয়দ্দূর হাঁটিলেন। ক্লান্তিবোধ করিয়া তার পর পুনরায় গাড়ীতে উঠিলেন।

অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত হইল। গাড়ী চলিল। মাঝে মাঝে পথিপ্রান্তস্থ হোটেলে নামিয়া তাঁহারা পথশ্রম দূর ও আহা-রাদি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শিষ্ট ও মধুর ব্যবহারে হোটেলের লোকগুলি পর্য্যন্ত খুসী হইল। লেডীর অপেক্ষা স্যার লিষ্টার যদিও বয়সে অনেক বড় ছিলেন—দেখিলে তাঁহাকে অনেকটা লেডীর পিতার বয়সী বলিয়া ভ্রম হইত—তথাপি তাঁহাদের ব্যবহারে প্রগাঢ় দাম্পত্য প্রেমের কোনও অভাব ছিল না।

লণ্ডন নগরে এক রাত্রি বিশ্রামের পর তাঁহারা লিঙ্কলন্‌-শায়ারে চেসনিওড অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

যথাসময়ে গাড়ী আসিয়া গাড়ী-বারান্দায় থামিল। শ্রীমতী রাউন্সওয়েল সদলবলে প্রভু ও প্রভু-পত্নীর সম্বর্দ্ধনার জন্য অগ্রসর হইলেন।

শরীরগত কুশল-প্রশ্নাদির পর লেডী লিষ্টার, রোজাকে দেখিয়া বলিলেন, "এটি কে?"

শ্রীমতী রাউন্সওয়েল বলিলেন, "আমারই একটি ছাত্রী, নাম রোজা।"

"এ দিকে এস ত, রোজা! বাঃ, চমৎকার সুন্দরী ত!"

লেডী তাঁহার দুইটি অঙ্গুলি যুবতীর স্কন্ধে স্থাপন করিলেন।

RNMENT

যুবতীর আনন লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল।

"তোমার বয়স কত ?"

"উনিশ।"

লেডী মহোদয়া একটু ভাবিয়া বলিলেন, "উনিশ। সাবধান, কেহ যেন তোষামোদে তোমাকে খারাপ না করিয়া দেয়।"

"আজ্ঞা হ্যাঁ, হুজুর।"

যুবতীর রক্তাভ কপোলে অঙ্গুলিস্পর্শ করিয়া লেডী মহোদয়া সোপানাবলী আরোহণ করিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।

সে দিন অপরাহ্নে রোজা শুধু লেডী ডেড্‌লকের গুণ-কীর্ত্তনেই পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছিল। এমন নিরহঙ্কার, এমন মাধুর্য্যময়ী, এমন রূপলাবণ্যময়ী আর কে ? কণ্ঠস্বর কি মিষ্ট, স্পর্শে এমন মাদকতা। রোজা এখনও সে স্পর্শ ভুলিতে পারে নাই। শ্রীমতী রাউন্সওয়েল তাহার সকল কথায় সায় দিলেন। তবে লেডী নিরহঙ্কার কি না, সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ আছে। ডেড্‌লক্‌বংশের কাহারও নিন্দাবাদ তাঁহার মুখ দিয়া কখনও নির্গত হইবে না। বিশেষতঃ লেডী সম্বন্ধে। শুধু লেডী যদি আরও একটু আন্তরিক—আরও একটু সহৃদয়া হইতেন, তাহা হইলে আর কোনও ত্রুটি থাকিত না।

"যদি লেডী মহোদয়ার একটি কন্যা-সন্তানও থাকিত। সময়ে হইলে এত দিন বড়-সড় মেয়েই তাঁর থাকিত। তাহা হইলে লেডী মহোদয়ার আর কোন অভাবও থাকিত না। ঐটাই তাঁহার অভাব।"

ওয়াট্ বলিল, "আচ্ছা, ঠাকুরমা, তাহা হইলে কি লেডীর অহঙ্কার আরও বাড়িত না ?"

গৃহকর্ত্রী বলিলেন, "দেখ, ও সকল কথা আমায় বলিতে নাই। লেডী মহোদয়ার কোন ত্রুটি আছে, তাহা আলোচনা করাও আমার অধিকারের বাহিরে। শুনিবার অধিকারও আমার নাই।"

"ক্ষমা কর, ঠাকুরমা। কিন্তু বাস্তবিক কি তাঁহার অহঙ্কার নাই ?"

"যদি থাকেই, তাহাতে অন্যায়টা কি ? ডেড্‌লক্‌বংশের গর্ব্ব করিবার যথার্থ অধিকার আছে।"

ওয়াট্ বলিল, "ও কথা যেতে দাও, ঠাকুর-মা। আচ্ছা, বাড়ীতে অতিথি-অভ্যাগত অনেক আসিতেছে, আমিও কি দুই এক দিন এখানে থাকিতে পাই না ? তোমার কোন আপত্তি আছে ?"

"কিছু না, দাদা! তুমি থাকিতে পার।"

"তুমি মত দিলে, এজন্য সহস্র ধন্যবাদ। এই সুন্দর প্রাসাদের চারিদিকটা দেখিবার ইচ্ছা আছে।" এই বলিয়া সে রোজার দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিল। রোজা দৃষ্টি অবনত করিল।

লেডী ডেড্‌লকের সঙ্গে যে ফরাসী রমণী পরিচারিকা-স্বরূপ আসিয়াছিল, তাহার নাম হর্টেন্‌সি। বয়স তাহার প্রায় বত্রিশ। তাহার মুখের হা বিস্তৃত না হইলে তাহাকে সুন্দরীই বলা যাইত। রোজাকে লেডী মহোদয়া সুন্দরী বলিয়া প্রশংসা করায় তাহার উপর ফরাসিনীর একটু রাগ হইয়াছিল। আজ পাঁচ বৎসর সে লেডীর পরিচর্য্যা করিতেছে; কিন্তু এত দিনেও সে লেডীর কাছে ঘেঁসিতে পারে নাই। আর এই মেয়েটা—পুতুলের মত মেয়েটা কি না তাঁহার আদর কুড়াইল! সে জন্য দিনের মধ্যে দশবার সে অকারণেও রোজাকে বিদ্রূপ করিতে ইতস্ততঃ করে নাই।

প্রাগুক্ত আলোচনার সময় সে সেখানে আসিয়া পড়িল এবং বিদ্রূপভরে বলিল, "ওগো, তোমার বয়স কত বাছা ? দেখ, যেন কেহ তোষামোদ করিয়া তোমায় মাটী না করে!"

রোজা কোন কথা না বলিয়া সে স্থান ত্যাগ করিল।

'চেস্‌নিওডে' নিমন্ত্রিতগণ আসিয়া জুটিতে লাগিলেন। সকল কক্ষই পরিপূর্ণ হইয়া গেল। শুধু একটি ঘর তখনও খালি ছিল। সে ঘরটি তৃতীয় শ্রেণীর হইলেও সুসজ্জিত। এই ঘরটি মিঃ টলকিংহরণের জন্য রক্ষিত। অন্য কাহারও এ ঘরে থাকিবার আদেশ ছিল না। যে কোন মুহূর্ত্তে ব্যবহারাজীব আসিয়া পড়িতে পারেন। তিনি এখনও আসেন নাই।

প্রত্যহ নৈশভোজের পূর্ব্বে লেডী মহোদয়া সংবাদ লইতেন—মিঃ টলকিংহরণ আসিয়াছেন কি না। পুস্তকাগারে তাঁহার আসনটি শূন্যই পড়িয়া আছে। ভোজনাগারের আসন তিনি আসিয়া পূর্ণ করিতেছেন না।

প্রতি রজনীতে লেডী তাঁহার পরিচারিকাকে প্রশ্ন করিতেন, "মিঃ টলকিংহরণ আসিয়াছেন ?"

"না। এখনও আসেন নাই।"

এক দিন রাত্রিকালে ঐরূপ উত্তর শুনিবার পর লেডী ডেড্‌লক একটু চিন্তান্বিতভাবে রহিলেন। তার পর সম্মুখস্থ দর্পণে নিজের চিন্তাক্লিষ্ট মুখের প্রতিবিম্ব দর্শন করিলেন। সেই সঙ্গে দেখিলেন, আর এক জোড়া কৃষ্ণতারক নয়ন তাঁহার দিকে উৎফুল্লভাবে চাহিয়া আছে।

লেডী মহোদয়া বলিলেন, "নিজের কাজে মন দাও। অন্য সময় দর্পণে নিজের সৌন্দর্য্য দেখিও।"

হর্টেনসি বলিল, "আমি আপনার সৌন্দর্য্যই দেখিতে-ছিলাম।"

লেডী বলিলেন, "সেটা তোমার করিবার কোন প্রয়োজন নাই।"

অবশেষে এক দিন অপরাহ্নে যখন "ভূতের ছাদের" উপর হইতে অন্যান্য নিমন্ত্রিতগণ ভ্রমণ শেষ করিয়া স্ব স্ব কক্ষে চলিয়া গেলেন, শুধু স্যার লিষ্টার ও তাঁহার পত্নী তথায় রহিলেন, সেই সময় মিঃ টল্‌কিংহরণ তথায় দেখা দিলেন।

তিনি তাঁহার অভ্যস্ত মন্থরগতিতে তাঁহাদের অভিমুখে আসিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল পূর্ব্ববৎ ভাবলেশ-বর্জ্জিত। তাঁহার দেহের সর্ব্বত্রই যেন পারিবারিক গুহ্যকথা লুক্কায়িত, তাঁহার পরিধেয় বসনের ভাঁজে ভাঁজে যেন পারিবারিক গোপন ইতিহাস সুরক্ষিত।

হস্ত প্রসারিত করিয়া স্যার লিষ্টার বলিলেন, "কেমন আছেন, মিঃ টল্‌কিংহরণ?"

তিনি ভাল আছেন। লেডী ও স্যার লিষ্টারও ভাল আছেন নিশ্চয়। চারিদিকের মঙ্গল?

তিন জনেই পাদচারণা করিতে লাগিলেন।

"আমি আরও আগে আসিতে পারিতাম; কিন্তু আপনার সহিত বয়থরনের মোকদ্দমা লইয়া কিছু বিব্রত ছিলাম, তাই দেরী হইয়া গেল।"

স্যার লিষ্টার একটু উষ্মার সহিত বলিলেন, "বড় বদ্-মেজাজী লোকটা। যে কোন সমাজের পক্ষে লোকটা ভয়ানক। লোকটার চরিত্র ও মন দুইই খারাপ।"

মিঃ টলকিংহরণ বলিলেন, "বড় জেদী লোক।"

"এ রকম লোকের পক্ষে উহা খুবই স্বাভাবিক। এজন্য আমি এতটুকু বিস্মিত হই নাই।"

ব্যবহারাজীব বলিলেন, "এখন প্রশ্ন এই যে, আপনি কিছু ছাড়িয়া দিতে রাজী আছেন কি না?"

স্যার লিষ্টার বলিলেন, "না। আমি কিছুই ছাড়িব না।"

"কোন প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়িয়া দিতে আমি বলিতেছি না। সে ত হইতেই পারে না। কথা হইতেছে, সামান্য, তুচ্ছ কোন জিনিস ছাড়িবেন কি না।"

স্যার লিষ্টার বলিলেন, "মিঃ টলকিংহরণ, আমার ও বয়থরনের মধ্যে কোন সামান্য জিনিস বলিয়া কথা নাই। আমার স্বত্ব যেখানে আছে, সেটা সামান্য বলিয়া আমি উপেক্ষা করিব না। যত ক্ষুদ্রই হউক, আমার স্বত্ব বজায় রাখিতেই হইবে।"

মাথা নাড়িয়া মিঃ টল্‌কিংহরণ বলিলেন, "যাক্, আমি এখন খোলাখুলি আদেশ পাইলাম। মিঃ বয়থরন্ আমা-দিগকে কিছু বেগ দিবেন—"

বাধা দিয়া স্যার লিষ্টার বলিলেন, "ওরূপ প্রকৃতির লোক তাহা ত করিবেই। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে লোকটা ফাঁসী-কাঠে ঝুলিত—যদি না—"

থামিয়া স্যার লিষ্টার বলিলেন, "যাক্, রাত্রি অনেক হইয়াছে, লেডী ডেড্‌লকের ঠাণ্ডা লাগিতেছে। ওগো, চল আমরা ভিতরে যাই।"

হল-ঘরের দ্বার-পথে দাঁড়াইয়া লেডী ডেড্‌লক মিঃ টল-কিংহরণকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "একটা লোকের হস্তাক্ষর সম্বন্ধে আমি আপনাকে একবার প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহার কথা আপনি আমাকে জানাইবেন বলিয়াছিলেন। কথাটা আমার মোটেই মনে ছিল না, কিন্তু আপনি তাহা মনে রাখিয়াছিলেন। আপনার কথা শুনিয়া আবার আমার সে কথা মনে পড়িয়াছে। ঐরূপ হস্তাক্ষর আমি পূর্ব্বে কোথায় যেন দেখিয়াছিলাম; কিন্তু কিছুতেই তাহা মনে করিতে পারিতেছি না। অথচ সে হস্তাক্ষর আমি নিশ্চয় পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছিলাম।"

মিঃ টলকিংহরণ বলিলেন, "আপনি ও হস্তাক্ষর পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন?"

"নিশ্চয়! আমার ধারণা এইরূপ। আপনি শেষকালে লোকটা যে কে, তা আবিষ্কার করিয়াছেন?"

"হাঁ, লেডী।"

"কি আশ্চর্য্য!"

লেডী মহোদয়া অগ্নিকুণ্ডের ধারে একখানি আসনে বসিলেন। ঠিক তাঁহার সম্মুখে স্যার লিষ্টার আসন গ্রহণ করিলেন। ব্যবহারাজীব অগ্নিকুণ্ডের ধারে দাঁড়াইলেন।

"আমি সন্ধান লইয়া অবশেষে লোকটাকে খুঁজিয়া বাহির করি। কিন্তু সে তখন মৃত।"

"বটে!"—স্যার লিষ্টার বলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মুখের কোন ভাব-বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না।

"তাহার বাসগৃহে গিয়া দেখিলাম, সে মরিয়া পড়িয়া আছে। অত্যন্ত দারিদ্র্য দশায় সে দিন যাপন করিত।"

স্যার লিষ্টার বলিলেন, "ও কথা বেশী আলোচনা—"

লেডী বলিলেন, "না, না, গল্পটা সব শোনা যাক্। বাস্ত-বিক কি শোচনীয় ব্যাপার! লোকটাকে মৃত অবস্থায় দেখিলেন!"

কথাটার পুনরাবৃত্তি করিয়া ব্যবহারাজীব বলিলেন, "নিজের হাতে কিংবা—"

স্যার লিষ্টার বাধা দিয়া বলিলেন, "অ্যাঁ! বলেন কি?"

লেডী বলিলেন, "সব গল্পটা শেষ করুন।"

"প্রিয়তমে, গল্পটা শুনিবার ইচ্ছা তোমার পক্ষে স্বাভা-বিক; কিন্তু আমার মতে—"

লেডী বলিলেন, "মিঃ টল্‌কিংহরণ, আপনি বলিয়া যান, আমি শুনিব।"

এ সকল কাহিনী তাঁহার মত পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির শ্রুতিযোগ্য নহে বলিয়া স্যার লিষ্টার আপত্তি তুলিতেছিলেন; কিন্তু পত্নীর আগ্রহাতিশয্যে অগত্যা তাঁহাকে নিরস্ত হইতে হইল।

ব্যবহারাজীব বলিলেন, "আমি বলিতেছিলাম—লোকটা আত্মহত্যা করিয়াছে কি না, অবশ্য তাহা আমার জ্ঞানের বহির্ভূত। লোকটা নিজের দোষেই মরিয়াছিল। হয় ইচ্ছাপূর্ব্বক, নয় ত বুঝিবার দোষে। করোনারের তদন্তে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, লোকটা বিষ খাইয়াই মরিয়াছে।"

লেডী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই হতভাগ্যটি ভদ্রলোক-জাতীয়, না আর কিছু?"

মাথা নাড়িয়া ব্যবহারাজীব বলিলেন, "সেটা বলা বড় শক্ত। যেরূপ জঘন্যভাবে সে জীবন যাপন করিত এবং তাহার দীর্ঘ অযত্নরক্ষিত কৃষ্ণ কেশভার ও কৃষ্ণাভ বর্ণ প্রভৃতি দেখিলে লোকটা যে অতি নিম্নস্তরের, তাহাই ত ধারণা হয়। চিকিৎসক কিন্তু বলিয়াছেন যে, লোকটা কোন সময়ে উচ্চতর শ্রেণীর লোকই ছিল।"

"হতভাগ্যের নামটা কি?"

"সে নিজে যে নামে আপনাকে পরিচিত করিয়াছিল, লোক তাহাকে সেই নামেই অভিহিত করিত। তাহার প্রকৃত নাম কেহ জানে না।"

"যারা তার সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিল, তাহারাও জানে না?"

"কেহই কখনও তাহার সেবা-শুশ্রূষা করে নাই। আমরা তাহাকে মৃত অবস্থায় দেখিয়াছিলাম।"

লেডী বলিলেন, "আর কোনও কিছু জানিতে পারা যায় নাই?"

কি যেন চিন্তা করিতে করিতে ব্যবহারাজীব বলিলেন, "না, শুধু একটা পোর্টমেণ্ট পাওয়া গিয়াছিল; কিন্তু তাহাতে কোনও চিঠিপত্রাদিও ছিল না।"

প্রাগুক্ত আলোচনাকালে লেডী ডেড্‌লক ও মিঃ টলকিংহরণ পরস্পর পরস্পরের দিকে নিবিষ্টভাবে চাহিয়াছিলেন। এরূপ অস্বাভাবিক বিবরণের আলোচনাকালে এমন হইয়াই থাকে। স্যার লিষ্টার অবশেষে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, ঘটনা হইতে বুঝা যাইতেছে, লোকটা বোধ হয় কোন দিন লেডীর নিকট কিছু ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়া পত্র লিখিয়াছিল, তাই হয় ত হাতের লেখাটা লেডীর পরিচিত বলিয়া মনে হইয়াছিল। নহিলে এরূপ অবস্থার কোন লোকের সহিত লেডীর জানা-শুনা থাকা সম্ভবপর নহে। সুতরাং এ বিষয়ের আলোচনা স্থগিত থাকুক।

লেডী মহোদয়া বলিলেন, "ঘটনাটা বড়ই শোচনীয় সন্দেহ নাই। লোকের কৌতূহল সাধারণতই এরূপ ক্ষেত্রে জাগ্রত হইয়া উঠে। মিঃ টল্‌কিংহরণ, দয়া করিয়া দরজাটা খুলিয়া দিবেন?"

ইহার পর কয়েক দিন ধরিয়া উভয়ে উভয়ের সম্মুখীন হইয়াছেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গের আলোচনা আর হয় নাই! বাহিরে কোনও ভাব-বৈলক্ষণ্য কাহারও আননে প্রকাশ না পাইলেও এবং কেহ কাহারও ব্যবহার সম্বন্ধে বাহ্য খরদৃষ্টি না রাখিলেও মনে মনে পরস্পর পরস্পরকে সম্ভবতঃ লক্ষ্যের বিষয়ীভূত রাখিয়াছিলেন।

বিষয়টা সম্বন্ধে কে কতটা জানে, তাহা জানিবার জন্য উভয়ের মনের মধ্যে সম্ভবতঃ একটা কৌতূহল ছিল; কিন্তু আপাততঃ কেহ তাহা বাহিরে প্রকাশ করিলেন না।

১৩

রিচার্ড ভবিষ্যতে কোন্ ব্যবসায় অবলম্বন করিবেন, এ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে প্রায়ই আলোচনা হইত। মিঃ জারন্‌ডিস্‌ও শেষকালে আমাদের আলোচনায় যোগ দিতেন। নৌবিভাগ রিচার্ডের কেমন লাগিবে, তিনি তাঁহাকে এ প্রশ্নও করিয়াছিলেন। রিচার্ড ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

মিঃ জারনডিস্ এক দিন আমায় বলিলেন, "এরূপ অনিশ্চিতভাবে থাকিলে চলিবে না! জন্মাবধি রিচার্ড এইরূপ অনিশ্চয়তার মধ্যে লালিত। সেজন্য তাহাকে আমি দোষ দেই না। এরূপ অবস্থায় সকলেরই এমন হইয়া থাকে। কিন্তু এখন একটা কিছু ঠিক করা চাই।"

রিচার্ড আট বৎসর কাল সাধারণ বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়াছিলেন। ল্যাটিন ভাষায় তিনি কবিতা রচনায়ও অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এযাবৎ তিনি একবার ভাবিয়াও দেখেন নাই, কোন্ দিকে তাঁহার মনের গতি প্রধাবিত।

রিচার্ড এক দিন বলিলেন, "আমি কোন্ পথ অবলম্বন করিব, বাস্তবিক সে সম্বন্ধে আমার নিজের কোন ধারণা নাই। তবে আমি ধর্ম্মযাজক হইতে যে চাহি না, এটা ঠিক। ও-বিষয়ে আমার ঘোরতর বিতৃষ্ণা।"

মিঃ জারন্‌ডিস্ বলিলেন, "মিঃ কেন্‌জির ব্যবসাটা তোমার কেমন লাগে?"

রিচার্ড বলিলেন, "তা ঠিক বলিতে পারি না, মহাশয়! আমি নৌকা বাহিতে খুব ভালবাসি। যাহারা আইন শিখে, তাহারা অনেক সময় জলে জলেই থাকে। ব্যবসাটা ভালই!"

মিঃ জারন্‌ডিস্ বলিলেন, "অস্ত্র-চিকিৎসক—"

রিচার্ড বলিলেন, "ঐ ত আমি হইতে চাই!"

অবশেষে স্থির হইল, রিচার্ড ডাক্তারী শিক্ষা করিবেন। মিঃ কেন্‌জি আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন যে, কোনও প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া এ বিদ্যা আয়ত্ত করিতে হইবে। সে ভার তিনি লইলেন।

মিঃ জারন্‌ডিস্ আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া লণ্ডনে লইয়া গেলেন। রিচার্ডের কাজকর্ম্মের সুবিধার জন্যও বটে, আমাদিগকে লণ্ডনের যাবতীয় দর্শনীয় বিষয় দেখানও বটে। মিঃ বয়থরন্ বিদায় লইলেন। অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটে আমাদের বাসা লওয়া হইল। সহরের যত বড় বড় রঙ্গালয় ছিল, আমরা সর্ব্বত্র নাটকাভিনয় দেখিতে যাইতে লাগিলাম। তবে সেখানে গিয়া আর একটা নূতন বিপদ বাড়িল। মিঃ গুপী আমাকে জ্বালাতন করিয়া তুলিলেন।

এক রাত্রিতে আমি ও আদা বক্সে বসিয়া আছি। সম্মুখে আমরা, রিচার্ড আদার পশ্চাতের আসনে উপবিষ্ট! এমন সময় দেখিলাম, পিটের আসনে মিঃ গুপী উপবিষ্ট। তাঁহার

মুখে বিষাদের কালিমা অঙ্কিত। তিনি হাঁ করিয়া খালি আমারই দিকে চাহিয়া রহিলেন। অভিনয়ের সময় তিনি যে ভ্রমেও অভিনেতাদিগের প্রতি চাহিয়াছিলেন, আমার ত এমন মনে হইল না। মুখের ভাবটি এমনই বিমর্ষ যে, মহা দুঃখে তিনি যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন।

সে রাত্রিতে অভিনয় দেখিয়া আমার বিন্দুমাত্র তৃপ্তি হইল না। এক জন পুরুষ বিষাদের ভাণ করিয়া হাঁ করিয়া মুখের দিকে সর্ব্বক্ষণ তাকাইয়া থাকিলে কি বিরক্তি জন্মে না?

ইহার পর আমরা যত দিন থিয়েটার দেখিতে গিয়াছি, মিঃ গুপী কোন দিন অনুপস্থিত থাকেন নাই। পিটের আসনে তিনি বসিয়া থাকিবেনই। ইহাতে প্রকৃতই বড় অসুবিধা বোধ করিতে লাগিলাম। এক একবার মনে করিলাম, মিঃ জারন্‌ডিস্‌কে মিঃ গুপীর কথাটা বলিয়া দেই। কিন্তু তখনই মনে হইল, এ কথা বলিলেই বেচারীর চাকরী যাইবে। কাহারও অন্ন-উপার্জ্জনের পথ রুদ্ধ হয়, ইহা আমার অভিপ্রেত নহে। এক একবার এমনও মনে করিলাম যে, আসল কথাটা রিচার্ডকে বলিয়া দেই। কিন্তু তাহাতেও নিরস্ত হইলাম, কারণ, খুব সম্ভবতঃ রিচার্ড এজন্য মিঃ গুপীকে যদি প্রহার দেন, তবে বেচারার দুর্গতির অবধি থাকিবে না। একবার এমনও মনে হইল যে, উহার মাতাকে পত্র লিখিয়া দেই। কিন্তু সেটাও সঙ্গত মনে করিলাম না। কারণ, চিঠিপত্র একবার আরম্ভ হইলে উহা কোথায় গিয়া শেষ হইবে, কে জানে?

ক্রমে মিঃ গুপীর অত্যাচার আরও বাড়িল। রঙ্গালয় ছাড়াও অন্যত্র তাঁহাকে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যাইতে লাগিল। আমাদের বাড়ীর সম্মুখস্থ রাজপথের গ্যাসপোষ্টের কাছে প্রত্যহ রাত্রিতে তিনি দাঁড়াইয়া থাকিতে লাগিলেন। ভয়ে আমি জানালার ধারে যাওয়া পরিত্যাগ করিলাম। কারণ, যখনই আমি সেখানে গিয়াছি, অমনই মিঃ গুপীর বিষণ্ণ মূর্ত্তিখানা সেখানে দেখিতে পাইতাম। শুধু দিবা-ভাগে এ অশান্তি ছিল না। কারণ, সে সময় তিনি নিজের কাজে বোধ হয় যাইতেন। যাক্, তবুও রক্ষা!

মিঃ কেন্‌জির মাতুল-ভ্রাতা মিঃ বেহাম্ বেজার চেল্‌সিতে ভাল ডাক্তার ছিলেন। তদ্ব্যতীত একটি চিকিৎসা-বিদ্যালয়ের সহিতও তাঁহার সংস্রব ছিল। তিনি রিচার্ডকে তাঁহার বাড়ীতে রাখিয়া উক্ত বিদ্যা শিখাইতে সম্মত হইলেন। প্রধান বিচারপতিও এ বিষয়ে সম্মতি দিলেন।

সে দিন মিঃ বেজারের বাড়ীতে আমাদের সকলেরই আহারের নিমন্ত্রণ ছিল। আমরা সকলে গেলাম। শ্রীমতী বেজার আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। দেখিলাম, ডাক্তারের অপেক্ষা তাঁহার পত্নী বয়সে কিছু বড়। ডাক্তার বলিলেন, শ্রীমতী বেজারের তিনি তৃতীয় স্বামী।

শুনিয়া মিঃ জারন্‌ডিস্ বলিলেন, "বটে!"

ডাক্তার বলিলেন, "কিন্তু শ্রীমতী বেজারের চেহারা দেখিলে তাহা বুঝায় না। তাঁহার যে ইতিপূর্ব্বে আরও দুইবার বিবাহ হইয়াছিল, তাঁহার আকৃতিতে তাহা অনুমান করা যায় কি?"

আমি বলিলাম, "মোটেই না!"

নিমন্ত্রণের পর পরমানন্দে আমরা ফিরিয়া আসিলাম। রিচার্ড আর কয়েক দিন পরেই ডাক্তারের ওখানে গিয়া পড়াশুনা করিবেন।

এক দিন আদা আমায় বলিলেন, "প্রিয় ইস্থার, আমি তোমাকে একটা গোপন কথা বলিব, ভাই!"

বলিলাম, "কি কথা, ভাই?"

"ইস্থার, সেটা অনুমান করিবার সাধ্য তোমার নাই!"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা, যদি আমি তা পারি!"

তিনি বলিলেন, "না, তোমার অনুমান করিয়া কাজ নাই।"

আমি যেন কিছুই বুঝি নাই, এমনই ভান করিয়া বলিলাম, "লোকটা কে, বুঝিতে পারিতেছি না।"

অস্ফুটস্বরে আদা বলিলেন, "আমি রিচার্ডের কথা বলিতেছি।"

আমি তাঁহার মুখ তখন দেখিতে পাইতেছিলাম না; মনে মনে হাসিয়া প্রকাশ্যে বলিলাম, "বটে! তাঁর কথা আমায় কি বলিবে?"

আমার বুকে মুখ লুকাইয়া, সরলতার আধার আদা অতি অস্ফুট গুঞ্জনে বলিলেন, "তিনি বলিয়াছেন, যদিও খুব ছেলে-মানুষের মত কথা, তিনি বলিয়াছেন, তিনি আমায় বড় ভালবাসেন।"

"তাই না কি? এমন কথা ত আমি কখনও শুনি নাই। ভাই, কিন্তু এ কথা আমি আজ নহে, বহু সপ্তাহ আগেই তোমায় বলিয়া দিতে পারিতাম!"

লজ্জারক্ত প্রসন্ন মুখে সুন্দরী আমার মুখের দিকে চাহিলেন। আমার গলদেশ তাঁহার কোমল ভুজবল্লী দ্বারা বেষ্টিত হইল।

আমি বলিলাম, "প্রিয় আদা, আমাকে তুমি কি ভাব, ভাই। ভ্রাতা রিচার্ড তোমাকে যে প্রথমাবধি ভালবাসিয়া আসিতেছেন, তাহা কি কাহারও চক্ষু এড়াইতে পারে?"

আদা আমাকে চুম্বন করিয়া বলিলেন, "তুমি গোড়া হইতেই জানিতে, অথচ আমাকে কখনও বল নাই?"

"না প্রিয়তমে, আমি শুধু তোমাদের কাছ থেকেই শুনিব বলিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।"

"আচ্ছা, এখন ত তোমায় বলিলাম, এটা কি আমার অন্যায় কাজ করা হইল?"

তাঁহার ইচ্ছা যে আমি বলি, "না।" কিন্তু আমি তাহা বলিলাম না। তখন আদা বলিলেন, "আমার সব কথা বলা হয় নাই। আরও আছে।"

আমি বলিলাম, "বটে! আরও আছে? ঐখানেই শেষ নয়?"

আমার বুকে মাথা রাখিয়া তিনি বলিলেন, "না, আরও আছে!"

আমি রহস্যভরে বলিলাম, "তবে কি তুমি বলিতে চাও যে—"

আদার নয়নে অশ্রু, মুখে হাসি, তিনি মধুর ভঙ্গীতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হাঁ, তাই। তুমিও ত জান! সর্ব্বান্তঃকরণে আমি ভালবাসি। সে কথা সত্য, ইস্থার!"

আমি সহাস্যে বলিলাম যে, তাহাও আমি জানি। আমরা অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসিয়া রহিলাম। আদা কত কথাই বলিয়া চলিলেন। ক্রমে তাঁহার উত্তেজনা হ্রাস পাইল।

"আচ্ছা ভাই, জন্ কি এ সব কথা জানেন?"

আমি বলিলাম, "যদি তিনি অন্ধ না হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জানেন বৈ কি! আমার বিশ্বাস, আমি যতটুকু জানি, তিনিও তাহা জানেন।"

আদা মৃদুস্বরে বলিলেন, "রিচার্ড চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে আমরা কথাটা তাঁহাকে জানাইতে চাই। এজন্য তোমার পরামর্শও চাই। রিচার্ডকে এখানে ডাকিয়া আনিব? তোমার আপত্তি নাই?"

আমি বলিলাম, "রিচার্ড কি ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া না কি?"

আদা সস্মিত হাস্যে বলিলেন, "আমি ঠিক বলিতে পারি না। তবে সম্ভবতঃ তিনি দরজার বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন।"

কথাটা ঠিক। রিচার্ড বাহিরেই ছিলেন। আমার দুই পার্শ্বে দুই জন বসিলেন। উভয়েই আমাকে যেমন ভালবাসিতেন, তেমনই বিশ্বাস করিতেন। কিয়ৎক্ষণ এই তরুণ প্রণয়িযুগল অবিশ্রান্ত কত কি বলিতে লাগিলেন। আমি বাধা দিলাম না। সত্য বলিতে কি, আমি উহা উপভোগ করিতেই লাগিলাম। উভয়েই অপরিণতবয়স্ক। এখনও উভয়ের মিলন-পথে দীর্ঘকালের ব্যবধান রহিয়াছে। এত অল্পবয়সে তাঁহাদের বিবাহ হইবে না। যদি প্রথম-যৌবনের এই ভালবাসা ততকাল পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকে, যদি তাঁহাদের প্রণয় অকৃত্রিম হয়, তবেই পরিণামে তাঁহাদের জীবন সুখময় হইবে। আমি উভয়কে সে বিষয়ে নানা উপদেশ দিলাম। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যে কর্ত্তব্য, তাহাও বুঝাইয়া দিলাম। দৃঢ়ব্রত হইয়া উভয়কে কর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে হইবে। উভয়েই স্বীকার করিলেন, পরস্পর পরস্পরের সুখের জন্য একনিষ্ঠভাবে, দৃঢ়চিত্তে কর্ম্ম করিবেন। রাত্রি অগ্রসর হইল। আমি তাঁহাদের কাছে প্রতিশ্রুত হইলাম যে, কথাটা মিঃ জারনডিস্কে আমিই জানাইব।

পরদিবস প্রাতরাশের পর আমি কর্ত্তার গৃহে প্রবেশ করিলাম। তিনি তখন কি পড়িতেছিলেন। আমার কোনও বক্তব্য আছে শুনিয়া তিনি বইখানি মুড়িয়া রাখিলেন।

আমি বলিলাম, "আমি যে কথা বলিতে আসিয়াছি, গতকল্য সন্ধ্যায় তাহা ঘটিয়াছে মাত্র!"

"বটে? ব্যাপারটা কি, ইস্থার?"

বলিলাম, "প্রথম যে দিন ব্লিক্ হাউসে আমরা আসি, সেই রাত্রির কথা বোধ হয় আপনার স্মরণ আছে। আদা ঘরের মধ্যে বসিয়া গান করিতেছিলেন, মনে পড়ে কি?"

তিনি আমার দিকে চাহিলেন। দৃষ্টি দেখিয়া বুঝিলাম, কথাটা তাঁহার মনে পড়িয়াছে।

তখন বলিলাম, "আদা ও রিচার্ড পরস্পরের প্রণয়াসক্ত। উভয়েই উভয়কে তাহা জানাইয়াছেন।"

বিস্মিতভাবে কর্ত্তা মহাশয় বলিলেন, "এরই মধ্যে!"

আমি বলিলাম, "আজ্ঞা, হাঁ। সত্য কথা বলিতে কি, আমি প্রত্যহই উহার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।"

"বটে! তুমিও উহা লক্ষ্য করিয়াছিলে না কি?"

অত্যল্পকাল তিনি নীরবে কি চিন্তা করিলেন, তারপর মৃদু হাস্যে আমাকে বলিলেন, "উহাদিগকে ডাকিয়া আন।" আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে ডাকিয়া আনিলাম। মিঃ জারনডিস্ এক হাত দিয়া আদাকে পরম স্নেহভরে নিজের কাছে টানিয়া আনিয়া প্রসন্ন-গম্ভীর-কণ্ঠে রিচার্ডকে ডাকিয়া বলিলেন,—"রিক্, তোমাদের বিশ্বাসভাজন হইয়া আমার আনন্দ রাখিবার স্থান নাই। ভবিষ্যতে উহা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। আমাদের এই চারি জনের মিলন আমার জীবনে পরম সুখ আনয়ন করিয়াছে। অবশ্য পূর্ব্ব হইতেই আমি কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলাম, তুমি ও আদা ভবিষ্যতে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইবে। তোমাদের মিলন আমার একান্ত আকাঙ্ক্ষিত। লজ্জা কি দিদি! নানা কারণে আমি তোমাদের এই মিলন বাঞ্ছনীয় মনে করি। কিন্তু তথাপি সে মিলনে এখনও বহু বিলম্ব আছে!"

রিচার্ড বলিলেন, "যতই বিলম্ব থাকুক না কেন, আমরা তজ্জন্য দুঃখিত নহি। আমরা তত দিন প্রসন্ন-মনে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব।"

মিঃ জারনডিস্ বলিলেন, "ঠিক কথা। তাই দরকার। যাক্, এখন তোমাদিগকে একটা কথা বলা দরকার। এখনও তোমরা পরস্পর পরস্পরের মনের প্রকৃত পরিচয় পাও নাই। হাজার রকমে এখন তোমাদের মন পরস্পরের নিকট হইতে বিক্ষিপ্ত হইতে পারে। তোমাদের মনের বর্ত্তমান কুসুম-কোমল বন্ধন হয় ত ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে; অথবা এ বন্ধন পরস্পরের নিকট লৌহবৎ দুর্ব্বহ মনে হইতে পারে। আমি তাহা ঘটিতে দিব না। যদি তোমাদের মনের ঐ প্রকার অবস্থা কখনও ঘটে, তবে

অল্পদিনেই তাহা ঘটিবে। কয়েক বৎসর পরে তোমাদের যথার্থ মনের ভাব প্রকাশ পাইবে। ধরিয়া লইলাম, সে সময় আজিকার মতই তোমাদের মনের মিল থাকিবে। কিন্তু ধর, যদি তোমাদের মনের মিল না ঘটে, যদি তোমাদের মনের পরিবর্ত্তন হয়, যদি এমনই বোঝ যে, সাধারণ ভাই-বোনের অধিক অন্য কোনও প্রকার আকর্ষণ তোমাদের মধ্যে নাই, তখন কিন্তু আজিকার মতই আমার কাছে আসিয়া সে কথা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইও না। ভাবিও না, সেটা কিছু অন্যায় বা গুরুতর কোনও অপরাধ। আমি তোমাদের বন্ধু ও দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়মাত্র। তোমাদের উপর আমার কোনও জোর নাই। কিন্তু তোমরা যে আমাকে বিশ্বাস করিবে, ইহা আমি প্রত্যাশা করি।"

রিচার্ড বলিলেন, "আমার নিজের এবং আদার তরফ হইতেও বলিতেছি যে, আমাদের উপর আপনার যথেচ্ছ শক্তি প্রয়োগ করিবার অধিকার আছে। আমরা আপনাকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-ভক্তি করি। প্রাণ ভরিয়া ভালবাসি। আমাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দিন দিন আরও বাড়িতেছে।"

আদা মিঃ জারনডিসের স্কন্ধের উপর মুখ রাখিয়া বলিলেন, "স্নেহময় দাদা, আমার পিতার স্থান কখনও আর খালি থাকিবে না। তিনি থাকিলে আমি তাঁহাকে যেমন অকৃত্রিমভাবে ভক্তি করিতাম, ভালবাসিতাম, কর্ত্তব্য পালন করিতাম, আজ হইতে তাহা আপনাতে অর্পিত হইল।"

মিঃ জারনডিস বলিলেন, "বেশ! এখন ভবিষ্যতের দিকে আমরা আশাপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া থাকি! রিক্, তোমার সম্মুখে জগতের কর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত। তোমাকে তথায় প্রবেশ করিতে হইবে। জগতে শুধু ভগবান ও নিজের কর্ম্ম এই দুই বিষয় ছাড়া অন্য কিছুতে নির্ভর করিও না। ভগবানকে বিশ্বাস কর এবং কাজ করিয়া যাও—সফলতা লাভ করিবে। প্রেমে অবিচল থাকাই সঙ্গত। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, যে কার্য্যেই নিযুক্ত হও না কেন, তাহাতেও একনিষ্ঠভাবে, অবিচলভাবে মন দিতে হইবে। কারণ, একনিষ্ঠতা না থাকিলে সে কার্য্যে সফলতা ঘটে না। অতীত ও বর্ত্তমান যুগের যাবতীয় মহৎ লোকের ক্ষমতা যদিও তোমাতে থাকে, তথাপি তুমি কিছুই করিতে পারিবে না, যদি না তুমি কায়মনোবাক্যে সে কার্য্যসাধনে আত্মনিয়োগ কর। যদি তোমার মনে ভ্রমেও এমন চিন্তা উদিত হইয়া থাকে যে, খেয়ালের দ্বারা এ জগতে কখনও কোন বিষয়ে সাফল্য লাভ করিয়াছ বা ভবিষ্যতে করিবে, তবে সে আশা সম্পূর্ণরূপে মনের মধ্য হইতে উপাড়িয়া ফেল, নতুবা তোমার ভগিনী আদার আশা ত্যাগ কর।"

সহাস্যে রিচার্ড বলিলেন, "আমি আদাকে সুখী করিবার জন্য পরিশ্রমে উদাসীন থাকিব না।"

"নিশ্চয়। তাহাকে সুখী করিতে না পারিলে তাহাকে ভালবাসিবার অধিকারও তোমার নাই।"

রিচার্ড গর্ব্বভরে বলিলেন, "আমি উঁহাকে কখনও অসুখী করিব না।"

মিঃ জারনডিস্ বলিলেন, "বেশ বলিয়াছ, ভাই। আদা আমার কাছেই থাকিবে। কর্ম্মস্থলে থাকিয়া তুমি সর্ব্বদাই মনে মনে আদাকে ভালবাসিও। এখানে তুমি মাঝে মাঝে আসিবে। একনিষ্ঠভাবে আদাকে ভালবাসিলে এবং ভাল করিয়া কাজ করিলে পরিণামে সবই ভাল হইবে। নহিলে ঘোরতর অমঙ্গল ঘটিবে। বস্, আমার যাহা বলিবার ছিল বলিলাম। এখন তোমরা দুই জনে খানিক বেড়াইয়া আইস।"

আদা স্নেহভরে মিঃ জারনডিসকে আলিঙ্গন করিলেন। রিচার্ড সাগ্রহে তাঁহার করমর্দ্দন করিলেন। বাহিরে গিয়া উভয়ে একটু দাঁড়াইলেন, বোধ হয়, আমি সঙ্গে যাইব, ইহাই তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন।

দরজা খোলাই ছিল। আমরা দুই জনে চাহিয়া দেখিলাম, নবীন প্রণয়িযুগল পার্শ্বের রৌদ্র-দীপ্ত কক্ষ অতিক্রম করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

মিঃ জারনডিস্ বলিলেন, "ইস্থার, আমি কি ঠিক কাজ করিয়াছি?"

এমন বিজ্ঞ, এমন বুদ্ধিমান যিনি, তিনি আমাকে প্রশ্ন করিতেছেন, তিনি ঠিক কাজ করিয়াছেন কি না!

"আমার বাক্যে রিক্ কিছু জ্ঞানলাভ করিতে পারে। তাহার ভিতরটি ভাল, তবুও কোথাও যদি কিছু অভাব থাকে, সে ইহা হইতে তাহা পূর্ণ করিয়া লইতে পারিবে। আদাকে আমি কোন কথা বলি নাই, ইস্থার। তাহার বিশ্বস্ত বন্ধু ও পরামর্শদাত্রী সর্ব্বদাই তাহার কাছে থাকে।"

তিনি স্নেহভরে আমার মস্তকে হাত রাখিলেন।

প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও চাঞ্চল্য আমি দমন করিতে পারিলাম না।

তিনি বলিলেন, "কিন্তু আমাদেরও লক্ষ্য থাকিবে যে, অন্যের সেবা করিয়াই আমাদের ছোট্ট মেয়েটির জীবন সমাপ্ত না হয়!"

"সেবা? আমার মত সুখী জগতে আর কে?"

"সে কথা বিশ্বাস করি, ইস্থার। কিন্তু এমন লোকও ত থাকিতে পারে, অবশ্য ইস্থার না করিতে পারে, যে এই ছোট্ট মেয়েটিকে অন্য সকল বিষয় অপেক্ষা স্মরণীয় বলিয়া মনে রাখিতে পারে!"

একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। ডাক্তার বেজারের ভবনে নিমন্ত্রণের দিন একটি বাহিরের লোক উপস্থিত ছিলেন। তিনি নারী নহেন, একটি পুরুষ। ভদ্রলোকটির গাত্রবর্ণ কৃষ্ণাভ; যুবকটি চিকিৎসাব্যবসায়ী, সার্জ্জন। ভদ্রলোকটি স্বল্পভাষী, কিন্তু আমার মনে হইয়াছিল, লোকটি ভাল।

১৪

পরদিবস অপরাহ্ণে রিচার্ড কাজ শিখিবার জন্য তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে চলিয়া গেলেন। যাইবার পূর্ব্বে তিনি আদার ভার আমার উপর দিয়া গেলেন। আমি তাঁহাদের উভয়েরই অন্তরঙ্গ বন্ধু। উভয়েই আমাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতেন, বিশ্বাস করিতেন। আমাকে লুকাইয়া কোন কাজ বা কথাই তাঁহাদের ছিল না। যাইবার পূর্ব্বে স্থির হইয়াছিল, সপ্তাহে আমি রিচার্ডকে একখানি করিয়া পত্র লিখিব। তাহাতে আদার সব কথা থাকিবে। আদা এক দিন অন্তর রিচার্ডকে পত্র লিখিবেন। রিচার্ড স্বয়ং আমাকে লিখিয়া জানাইবেন, তিনি কি ভাবে পরিশ্রম করিতেছেন। তাঁহাদের বিবাহের সময় আমি আদার সহচরী হইব। পরে আমাকেও তাঁহাদের সঙ্গে থাকিতে হইবে। তাঁহাদের বাড়ীর যাবতীয় ভার আমার উপরেই তাঁহারা দিবেন। আমাকে তাঁহারা চিরদিনের জন্য সুখী করিবেন। ইত্যাদি।

অবশেষে রিচার্ড বলিলেন, "আচ্ছা ইস্থার, যদি মোকদ্দমার ফলে অবশেষে আমরা খুব ধনবান হইয়া যাই। এমন হইতেও ত পারে!"

আদার মুখে চিন্তার রেখা পড়িল।

"প্রিয়তমে আদা, বল তুমি, উহা হইতে পারে না কেন?"

আদা বলিলেন, "তার চেয়ে আমাদের গরীব করিয়া দিলেই ভাল হয়।"

রিচার্ড বলিলেন, "ও! তা আমি জানি না। যাহাই হউক না কেন, এখনই কিছু হইবে না। কত মাস ধরিয়া মোকদ্দমা চলিতেছে, এ পর্য্যন্ত যখন কিছুই হয় নাই, তখন ফলাফল কত দিনে বাহির হইবে, তাহা ভগবানই জানেন।"

আদা বলিলেন, "সে কথা ঠিক। কিন্তু রিচার্ড, মোকদ্দমার ফলাফলের উপর যদি আমরা নির্ভর করিয়া থাকি, তবে আমরা অসুখী হইব।"

প্রফুল্লভাবে রিচার্ড বলিলেন, "আমরা নির্ভর করিয়া থাকিতে গেলাম কেন? শুধু এই কথা বলিয়াছি, যদি মোকদ্দমার ফলে আমরা বড় মানুষ হইয়া যাই, তাহাতে আমাদের আপত্তির কি কারণ আছে? আদালত আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তা। আদালতের বিচারে আমরা যাহা পাইব, তাহাতে আমাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে। সুতরাং যাহা আমাদের নিজের জিনিস, তাহার সহিত নিশ্চয়ই আমাদের বিরোধ নাই।"

আদা বলিলেন, "না, তা নাই। কিন্তু ও সকল কথা এখন ভুলিয়া যাওয়াই সঙ্গত।"

রিচার্ড বলিলেন, "বেশ, তবে তাই। এখন হইতে ও সব কথা ভুলিয়াই গেলাম।"

উক্ত প্রকার আলোচনার পর রিচার্ড বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার অভাব আমরা আজ খুবই অনুভব করিলাম।

আমরা লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীমতী জেলিবির বাড়ী গেলাম। মিঃ জারন্‌ডিস্ আমাদের সঙ্গে গেলেন। সেখানে কাহারও সহিত দেখা হইল না। তাঁহারা কোথায় কোন্ বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়াছেন।

পরদিবস আমরা বাসায় বসিয়া আছি, এমন সময় কুমারী জেলিবি আমাদের ঘরে প্রবেশ করিল। পেপিকে সে সঙ্গে আনিয়াছিল। বালকের মাথায় বিশপের টুপী, হাতে বালকের দস্তানা। পায় কৃষকের জুতা, জামা ও প্যাণ্ট প্রকাণ্ড।

মিস্ জেলিবি মিঃ জারন্‌ডিস্‌কে বলিল, "মা আপনাকে অভিবাদন জানিয়েছেন। তিনি আস্‌তে পারলেন না। কারণ, তিনি প্রুফ দেখিতে বড় ব্যস্ত। নূতন পাঁচ হাজার বিজ্ঞাপন ছাপাচ্ছেন। একখানা আপনাকে তিনি পাঠিয়ে দেছেন।"

কুমারী জেলিবি উহা তাঁহার হস্তে অর্পণ করিল।

মিঃ জারন্‌ডিস্ তাহাকে ধন্যবাদ জানাইয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আজ বাতাসটা বড় খারাপ লাগিতেছে।"

তিনি একটু পরেই পাঠাগারে উঠিয়া গেলেন। মিস্ জেলিবি আমাদের সঙ্গে কথা আরম্ভ করিয়া দিল।

"দেখুন, জীবনে সুখ নেই। খালি আফ্রিকার কথা! আমার আর যন্ত্রণার সীমা নাই।"

আমি তাহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলাম। সে বলিল, "মিস্ সমারসন্? আপনার উদ্দেশ্য মহৎ, কিন্তু কোন লাভ নেই। আপনার নিজের যদি হ'ত, আপনিও সহ্য করতে পারতেন না। পেপি, তুমি পিয়ানোর কাছে ব'সে খেলা কর গে।"

বালক প্রথমতঃ গেল না। কিন্তু তৎপরে দিদির নয়নে জল দেখিয়া সে ধীরে ধীরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া বসিল। মিস্ জেলিবি বলিল, "সামান্য কথাতেই কান্না আসে। আমি একেবারে ভেঙ্গে পড়েছি। আজ বেলা ২টা পর্য্যন্ত আমি বিজ্ঞাপন বিলি করেছি। কাজটার উপর আমার জাতক্রোধ। আচ্ছা, ঐ ছেলেটার দিকে একবার চেয়ে দেখুন। অবস্থা দেখে কি দুঃখ হয় না?"

কথাটা অসঙ্গত নয়। বালক গৃহকোণে বসিয়া মিট্‌মিট্ করিয়া আমাদের দিকে চাহিতেছিল। সে তাহার বেশের অসামঞ্জস্য কিছুই বুঝে নাই।

মিস্ জেলিবি বলিল, "ওকে আমি ইচ্ছে করেই ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছি। পাছে কোন কথা শুনে আবার বাড়ীতে গিয়ে গল্প করে, তাই। আমাদের কথা ওকে শুন্‌তে দেওয়া হবে না। আমাদের অবস্থা দিন দিন খুব খারাপ হচ্ছে। আর কদিন বাদেই বাবা দেউলে হয়ে যাবেন। তখন মা খুব খুসী হবেন। পৃথিবীতে তখন মা ছাড়া আর কেউ ধন্যবাদ দেবেন না।"

আমরা তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলাম যে, বোধ হয় অবস্থা এতটা মন্দ হয় নাই। তাহার আশঙ্কা হয় ত অমূলক।

মস্তক আন্দোলিত করিয়া কুমারী জেলিবি বলিল, "বৃথা আশায় কোন লাভ নেই। কাল সকালেই বাবা আমায় বলেছেন যে, তিনি আর পেরে উঠ্‌ছেন না। তাঁর পারাই খুব কঠিন কাজ। দোকানদাররা যা খুসী, তাই আমাদের কাছে পাঠায়, চাকররা তাদের ইচ্ছামত যা তা নেয়, নষ্ট করে, আমি নিজেও বন্দোবস্ত করবার কোন অবকাশ পাই না, মা'ত কিছুই দেখেন না, তখন বাবা যে কি ক'রে পেরে উঠবেন! আমি যদি বাবা হতাম্, তবে কবে আমি ঘর-বাড়ী ছেড়ে পালাতাম!"

আমি সহাস্যে বলিলাম, "প্রিয় জেলিবি, তোমার বাবা সংসারের ভাবনায় ব্যস্ত।"

"সে কথা ঠিক, মিস্ সমারসন্। কিন্তু সংসারে তাঁর সুখ-শান্তি কোথায়? খালি বিলের তাগাদা, বাড়ীতে ময়লা, দুর্গন্ধ, গোলমাল। দুঃখ-দারিদ্র্যের চিহ্ন ছাড়া বাড়ীতে আর কিছু আছে কি? বাবার জন্য আমার বড় কষ্ট হয়; কিন্তু মার জন্য হয় না। বরং তাঁর উপর রাগ হয়। এমন রাগ যে, ভাষায় তা প্রকাশ করা কঠিন। আমি আর অত্যাচার সহ্য কর্‌বো না। সে বিষয়ে আমি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। চির-জীবন দাসত্ব কর্‌তে আমি রাজি নই। মিঃ কোয়েল্ আমার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করবেন, মার তাই ইচ্ছা; কিন্তু আমি তা হ'তে দেব না। ও রকম ভবঘুরে দেশহিতৈষী লোককে স্বামী ব'লে গ্রহণ করতে পারবো না। দেশহিতৈষণার অনেক কথা আমার জানা আছে।"

বাস্তবিক শ্রীমতী জেলিবির উপর আমারই ক্রোধ জন্মিতেছিল। এই কিশোরী কত দুঃখে যে তাহার জননীর সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছে, তাহা আমি জানিতাম। সে জন্য শ্রীমতী জেলিবির উপর আমার ক্রোধ আরও বাড়িল।

"আমাদের বাড়ীতে আপনারা ছিলেন, এবং আমাদের হাল-চালও আপনারা কতক দেখেছেন, তাই আপনাদের কাছে আসতে আজ আমার লজ্জা হয় নাই। তা ছাড়া ভাবলাম যে, এর পর হয় ত আমার সঙ্গে আপনাদের সহরে দেখা না হ'তেও পারে।"

এই শেষের দিকটায় সে এমন জোর দিয়া উচ্চারণ করিল যে, আমি ও আদা পরস্পরের দিকে না চাহিয়া পারিলাম না।

মিস্ জেলিবি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আপনাদের সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না, সেটা ঠিক। আপনাদের উপর আমার বিশ্বাস আছে, আশা করি, আপনারা আমার গোপন কথাটা এখন প্রকাশ করবেন না। আমি এখন অন্যের বাগ্‌দত্তা।"

আমি বলিলাম, "তোমার বাবা ও মার অজ্ঞাতসারে?"

সে উত্তেজনার সহিত বলিল, "আপনি আশ্চর্য্য মনে কল্লেন যে! তা' ছাড়া বর্ত্তমান অবস্থায় আর হতেই বা পারে কি? মার প্রকৃতি কি, আপনি তা'ত জানেন; তার পর বাবা—তাঁকে আমি এ সব বিষয়ে টেনে এনে একটা হাঙ্গামা বাধাতে চাইনে। তাঁকে দুঃখ দিতে আমার আদৌ ইচ্ছে নেই।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু ভাই, তাঁর অগোচরে বা অসম্মতিতে বিবাহ করিলে তাঁহার দুঃখ, ক্ষোভ আরও বেশী হইবে না কি?"

কুমারী জেলিবি বলিল, "না, আমার বোধ হয়, তা হবে না। তিনি যখন আমাকে দেখতে আস্‌বেন, তখন আমি তাঁকে সুখী করবো, শান্তি দেব। তার পর পেপি প্রভৃতিকে যথাসাধ্য সুখে রাখবারও চেষ্টা করবো।"

কিশোরী তাহার ভবিষ্যৎ সুখময় গার্হস্থ্য চিত্রখানি কল্পনানেত্রে দেখিতেছিল। তাহার কণ্ঠস্বর আর্দ্র। বুঝিলাম, তাহার হৃদয়টি পিতা, ভ্রাতার জন্য কিরূপ স্নেহপূর্ণ।

কুমারী জেলিবি তার পর ধীরে ধীরে তাহার প্রণয় ব্যক্ত করিল। নৃত্যগীত শিখিয়া নিজেকে উন্নত করিবার অভিপ্রায়ে কেমন করিয়া সে নিউম্যান ষ্ট্রীটস্থিত মিঃ টরভিড্রপের বিদ্যালয়ে গিয়াছিল, কেমন করিয়া নৃত্যগীত-শিক্ষক মিঃ টরভিড্রপের পুত্রের সহিত তাহার প্রেম জন্মে, তাহা সে ধীরে ধীরে ব্যক্ত করিল।

আদা বলিলেন, "মিঃ টরভিড্রপের পত্নী তোমাদের বাগ্‌দানের কথা জানেন?"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মিস্ জেলিবি উত্তর দিল, "বৃদ্ধ টরভিড্রপের আবার পত্নী কোথায়? তিনি ত বিপত্নীক।"

আমি বলিলাম, "তিনি বুঝি খুব ভদ্রলোক?"

ক্যাডি বলিল, "অত্যন্ত। সকল জায়গায় তিনি ভদ্রতার জন্য বিখ্যাত।"

আদা বলিলেন, "তিনি কি নাচ-গান শেখান?"

"না। তিনি নিজে কোন বিষয়ে শেখান না। তবে তাঁর ব্যবহার চমৎকার!"

তার পর ঈষৎ ইতস্ততঃ করিয়া সে বলিল যে, সে মিস্ ক্লিটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াইয়াছে। আধা-পাগলী বৃদ্ধাকে তাহার বড় ভাল লাগিয়াছে, তাই সেখানে সে প্রত্যহ সকালে যায়। প্রিন্সও সেখানে গিয়া থাকে। প্রিন্স তাহার বাগ্‌দত্ত স্বামীর ডাক-নাম। "দেখুন, আপনাদের সঙ্গে প্রথম যখন মিস্ ক্লিটের ঘরে যাই, তার পর থেকেই আমাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। প্রিন্সের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ সেই বুড়ীর বাড়ীতেই হয়, কিন্তু তজ্জন্য আমার অপরাধ গ্রহণ করবেন না। প্রিন্স টরভিড্রপ্ লোক ভাল, তাকে দেখলে আপনারা কখনই তার নিন্দা কর্‌তে পারবেন না। আমি এখন সেখানে গান শিখবার জন্য যাচ্ছি। অবশ্য

আপনাদিগকে সেখানে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে যেতে আমার সাহস হয় না। কিন্তু যদি যেতেন, বড় খুসী হতেম।"

মিঃ জারন্‌ডিসের সঙ্গে আমাদের পূর্ব্ব হইতেই বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, সেই দিন মিস্‌ ফ্লিটের বাসায় আমরা যাইব। পূর্ব্ব-ঘটনা তাঁহাকে বলায় তিনি বৃদ্ধাকে দেখিবার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি স্থির করিলাম, ক্যাডির সহিত তাহার নৃত্য-শিক্ষালয়ে আমি যাইব। তার পর মিস্‌ ফ্লিটের বাসায় মিঃ জারন্‌ডিস্‌ ও আদার সঙ্গে মিলিত হইব। কিন্তু মিস্‌ জেলিবিকে প্রতিশ্রুত করাইয়া লইলাম যে, তাহারা দুই ভাই-ভগিনী আজ রাত্রিতে আমাদের সহিত আহার করিবে। উভয়ে তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিল।

যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থলে আমরা পৌছিলাম। একটি বৃহৎ কক্ষমধ্যে নানাবিধ যন্ত্র সজ্জিত। কতিপয় বালিকা ও যুবতী—তের চৌদ্দ হইতে বাইশ তেইশ বৎসর বয়স হইবে—গৃহমধ্যে সমবেত। আমি চারিদিকে চাহিয়া শিক্ষককে দেখিবার চেষ্টা করিলাম। এমন সময় ক্যাডি আমায় একটি যুবকের সহিত পরিচয় করাইয়া দিল। তাঁহার বয়স অল্প, দেখিতে সুন্দর; কিন্তু কৃশ ও খর্ব্বাকার। মুখখানি বড় সুন্দর ও মেয়েলী গঠন।

যুবক আমাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। তার পর আমার অনুরোধে তিনি নৃত্য শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। একটি বালিকা নাচিতে আরম্ভ করিল। যুবক বেহালা বাজাইতে লাগিলেন। এমন সময় দরজা খুলিয়া এক ব্যক্তি সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মাথায় পরচুলা, গালপাট্টাও নিজের নয়। গায়ের বর্ণও কৃত্রিম। বেশ-ভূষার পারিপাট্য চমৎকার। লোকটি খুব মোটা। অঙ্গে মূল্যবান পরিচ্ছদ, সোণার ঘড়ী, চেইন, অঙ্গুরীয় সবই আছে। কেবল নাই স্বাভাবিকতা।

যুবক আমার সহিত এই নবাগত ব্যক্তির পরিচয় করাইয়া দিলেন। এই ব্যক্তিই প্রিন্স টরভিড্রপের পিতা।

পিতার আদেশে পুত্র ছাত্রীদিগকে নৃত্য শিখাইতে লাগিলেন। বুড়া টরভিড্রপ্‌ অগ্নিকুণ্ডের ধারে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। যুবক প্রাণপণ যত্নে শিক্ষা দিতেছিলেন, পিতা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া।

একটি বৃদ্ধা আমার পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। তাঁহার দুইটি কন্যা নৃত্য শিখিবার জন্য তথায় আসিয়াছিল। সেই বৃদ্ধা বলিলেন, "লোকটা নিজে কিছুই করিবেন না, কিন্তু উঁহারই নাম বাহিরে লেখা রহিয়াছে!"

আমি বলিলাম, "উঁহার ছেলের নামও ত একই।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "যদি সাধ্য থাকিত, তবে পুত্রের নামটিও বাপ কাড়িয়া লইত। ছেলের পোষাকটির প্রতি একবার চাহিয়া দেখুন ত!" দেখিলাম, অত্যন্ত সাদাসিধা, মলিন ও ছিন্নপ্রায়। বৃদ্ধা বলিয়া চলিলেন, "অথচ বাপের বেশ-ভূষার বাহারটা একবার লক্ষ্য করুন। আমার ক্ষমতা থাকিলে আমি লোকটাকে নির্ব্বাসনে পাঠাইতাম।"

বাস্তবিক লোকটির সম্বন্ধে আরও অধিক কথা জানিবার জন্য আগ্রহ জন্মিল। বলিলাম, "উনি কি এখন ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষা দিবেন?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "এখন কি, কোনও কালেই কিছু শিখাইবেন না। লোকটাকে দেখুন না, যেন কত বড় জমীদার! কত বড় অভিজাত বংশের লোক! তার পর ছেলের সঙ্গে বাহিরে এমনই ব্যবহার দেখান হয়, যেন কতই তাকে ভালবাসেন! ইচ্ছা করে লোকটাকে—"

বাস্তবিক দেখিলাম, পিতা শুধু দাঁড়াইয়া, আর পুত্র পিতার সুখের জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেছেন। বৈচিত্র্য যথেষ্ট। এক জনের অঙ্গে পরিচ্ছদের বাহুল্য; অপরটির বেশভূষা অতি যৎসামান্য ও মলিন। পুত্র নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত, এমন সময়ে পিতা আসিয়া আমার সহিত আলাপ সুরু করিলেন। আমি তাঁহার পুত্রের পরিশ্রমের প্রশংসা করিলাম। তিনি তাহাতে খুব খুসী হইলেন।

মিস্‌ জেলিবির শিক্ষা সে দিনের মত শেষ হইলে আমি তাহার কাছে গেলাম। পিতা এই সময় পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা, এখন বেলা কত জান?"

পুত্রের কোন ঘড়ী ছিল না। পিতা নিজের সুদৃশ্য ঘড়ী টানিয়া বাহির করিয়া বলিলেন, "এখন দুইটা বাজিয়াছে; তোমাকে তিনটার সময় কেনসিংটন বিদ্যালয়ে শিখাইতে যাইতে হইবে, তাহা মনে আছে ত?"

প্রিন্স বলিলেন, "বাবা, এখনও ঢের সময় আছে। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কিছু খেয়ে নিয়েই আমি যেতে পারবো।"

পিতা বলিলেন, "কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি করা চাই। টেবলের উপর ঠাণ্ডা ভেড়ার মাংস খানিকটা তোমার জন্য রাখিয়াছি।"

"বাবা, আপনাকে এ জন্য ধন্যবাদ। আপনি কি এখনই যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ, বাবা। ঠিক সময়ে নগরের মধ্যে আমাকে দেখা দেওয়া দরকার।"

পুত্র বলিলেন, "নগরের কোথাও বেশ ভাল করিয়া আহারাদি করিবেন।"

"হ্যাঁ, সে ইচ্ছা আমার আছে। অপেরা কলোনেডের ধারে যে ফরাসী হোটেল আছে, সেখানেই কিছু খাওয়া যাইবে।"

পিতার করকম্পন করিয়া পুত্র বলিলেন, "বেশ! আচ্ছা, তবে এখন আসি, বাবা!"

"আচ্ছা, তবে এস। তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি!"

বুড়া টরভিড্রপ দরজা খুলিয়া আমাদিগকে পথ দেখাইলেন। পুত্রের ব্যবহারে বাস্তবিকই আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। পিতার সুখের জন্য ত্রিংশবর্ষীয় যুবক নিজের ব্যক্তিগত সুখের দিকে সম্পূর্ণ উদাসীন। এই যে তাহার

প্রণয়িনী, তাহার সহিত দশ বারটির বেশী কথা পর্য্যন্ত বলিবার অবকাশ নাই! পিতার স্বার্থপরতায় তাঁহার উপর আমার বাস্তবিক বিরক্তিই জন্মিল।

ক্যাডি আমায় পথিমধ্যে বলিল যে, তাহার প্রণয়পাত্র লেখাপড়া ভাল শিখেন নাই। হাতের লেখাও ভাল নয়। সারা জীবন নৃত্য-বিদ্যালয়ে কাটাইলে লেখাপড়া শিখিবার অবকাশও জন্মে না। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খালি নৃত্য-গীত শিখাইলে আর অবসরই পাওয়া যায় কিরূপে? যাক্, ক্যাডি তাহাতে দুঃখিত নহে। লেখাপড়ার কাজ সে নিজে করিতে পারিবে। সে ত লেখাপড়া শিখিয়াছে।

ক্যাডি তার পর বলিল, "আপনাকে আর একটা কথা বলিব। মিস্ সমার্‌সন্, আপনি যে পর্য্যন্ত প্রিন্সকে না দেখেছিলেন, সে পর্য্যন্ত কথাটা আপনাকে আমি বল্‌তে চাই নি। আমাদের বাড়ীটা ত আপনি জানেন। সেখানে গৃহকর্ম্মের উপযুক্ত শিক্ষা আমার হয়নি। ইচ্ছা থাকলেও সেখানে শিখবার কোন সুবিধাই নেই। গৃহকর্ম্মের অনেক কাজ আমি মিস্ ক্লিটের কাছে থেকেই শিখেছি। বুঝেছেন? সকালবেলা তার ঘরে গিয়ে আমি ঘর-ঝাঁট দেওয়া, পাখীর খাঁচা পরিষ্কার করা, কফি তৈরী করা শিখেছি। এ সব আমি কিছুই জানতাম না। নানা রকম আচারও এখন আমি তৈরী করতে পারি, মিস্ সমার্‌সন্। শেলাইএর কাজ আমি জানি না, কিন্তু তাও আমি শিখে ফেলব। যে দিন থেকে প্রিন্সের সঙ্গে আমার বিয়ে হবার কথা ঠিক হয়েছে, বাগ্‌দান হয়ে গেছে, সেই সময় থেকেই আমি এ সব কাজ শিখ্‌তে আরম্ভ করেছি। মাকেও আমি অনেকটা সহ্য করতে শিখেছি। এখন তাঁর উপর আর ততটা রাগ আমার নেই।"

যুবতীর কথায় আমার বড়ই আনন্দ জন্মিল। নিজেকে উন্নত করিবার জন্য তাহার আগ্রহ ও চেষ্টা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। আমার মনের ভাবও আমি তাহাকে প্রকাশ করিয়া বলিলাম। ক্যাডি তাহাতে পুলকিত হইয়া উঠিল।

কথায় কথায় আমরা বৃদ্ধ ক্রুকের দোকানের কাছে আসিলাম। ক্যাডি আমায় বলিল যে, সম্প্রতি সে-বাড়ীতে একটি লোক হঠাৎ মারা গিয়াছে। সে ব্যাপার লইয়া পুলিস-অনুসন্ধান হইয়াছিল। বৃদ্ধা মিস্ ক্লিটও তাহাতে বড় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল।

বৃদ্ধার কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, কর্ত্তা ও আদা পূর্ব্বে আসিয়াছেন। জনৈক ডাক্তার মিস্ ক্লিটকে দেখিতে আসিয়াছেন দেখিলাম। ডাক্তার বলিলেন যে, বৃদ্ধার অসুখ সারিয়া গিয়াছে, আর কোন আশঙ্কার কারণ নাই।

আমাকে দেখিয়া বৃদ্ধা আনন্দ প্রকাশ করিল।

বৃদ্ধা ডাক্তারের সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাঁহার নাম মিঃ উড্‌কোর্ট। তিনি বেশ সদালাপী, মিস্ ক্লিটকে অযাচিতভাবে চিকিৎসা করিয়া রোগমুক্ত করিয়াছেন।

মিস্ ক্লিট বলিল, "এমন দয়া দেখি না। আমার মোকদ্দমার রায় শীঘ্র বাহির হইবে, সেই সময় আমি বিষয়-সম্পত্তি দান করিব।"

মিঃ উড্‌কোর্ট বলিলেন, "দুই এক দিনেই ইনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইবেন। উঁহার সৌভাগ্যের কথাটা শুনিয়াছেন?"

মিস্ ক্লিট বলিল, "বড়ই আশ্চর্য্যের ব্যাপার! এমন ব্যাপার আপনারা কখন শোনেন নাই। প্রতি শনিবার, কেন্‌জি সাহেব কিংবা মিঃ গুপী সাত শিলিং মূল্যের নোট দিয়া যায়। বেশীও নয়, কমও নয়—হপ্তায় সাত শিলিং। এ টাকাটা দেয় কে? খুব সম্ভব লর্ড চ্যান্সেলার পাঠিয়ে দেন। রোজ আমাকে আদালতে আসতে দেখে এবং রায় বাহির হতে দেরী আছে দেখে দয়া ক'রে খরচা আমায় পাঠিয়ে দেন। যাই হোক্, আমার সৌভাগ্যের কথা বল্‌তে হবে। এ টাকায় যে আমার কত উপকার, তা বল্‌তে পারি না!"

আমি তাহার সৌভাগ্যে আনন্দ প্রকাশ করিলাম। দীর্ঘকাল ধরিয়া টাকা যেন সে পাইতে থাকে, সে ইচ্ছাও প্রকাশ করিলাম। অবশ্য টাকাটা যেখান হইতে আসিতেছিল, বেশী দিন যে সেখান হইতে পাওয়া যাইবে, আমি তাহা ভরসা করি নাই। টাকাটা কে দিতেছেন, তাহা জানিবার জন্য বিস্ময়ও প্রকাশ করিলাম না। আমাদের কর্ত্তা মহাশয় তখন পাখীগুলি দেখিতে ব্যস্ত। কোথা হইতে টাকাটা বৃদ্ধার কাছে আসিতেছিল, তাহা কি বুঝি নাই?

এই সময় দোকানদার ক্রুক সেখানে আসিল। অল্পেই সে আলাপ জমাইয়া লইল। তাহাকে এড়াইয়া আসাও কঠিন। তাহার সংগৃহীত সমুদয় জিনিস কর্ত্তাকে না দেখাইয়া সে আমাদিগকে কিছুতেই ছাড়িয়া দিবে না। কাজেই বাধ্য হইয়া তাহার সকল ঘর ঘুরিয়া দেখিতে হইল। তার পর আমরা সকলে বাসায় ফিরিলাম।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। মিঃ ব্যাড্‌জারের গৃহে আমরা ইতিপূর্ব্বে যে ভদ্র যুবক ডাক্তারকে দেখিয়াছিলাম, মিঃ উড্‌কোর্ট তাঁহারই নাম। আজ তাঁহার সহিত পুনরায় দেখা ও আলাপ-পরিচয় হওয়ায় কর্ত্তা তাঁহাকে আমাদের বাড়ীতে ভোজনে নিমন্ত্রণ করিলেন।

১৫

লণ্ডনে আসিবার পর মিঃ স্কিম্‌পোলের সহিত আমাদের আর দেখা হয় নাই। তিনি লণ্ডনেই ছিলেন। অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক দিন সকালে তিনি আমাদের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কথায় কথায় তিনি বলিলেন যে, মিঃ বয়থরনের নিকট হইতে তিনি নিমন্ত্রণ-পত্র পাইয়াছেন। আমরা যখন সেখানে যাইব, তিনিও যাইবেন।

আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "শুনেছ, কোভিন্স্—সেই যে লোকটা আমাকে টাকার জন্য ব্রিক্ হাউসে গ্রেপ্তার করিতে গিয়াছিল, সে লোকটা মারা গিয়াছে। আর সে রৌদ্রতপ্ত পৃথিবীতে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইবে না! কোন লোককেও আর বিরক্ত করিবে না।"

কথাটা শুনিয়াই মনটা ছ্যাং করিয়া উঠিল। তাহার কথা এখনও মনে পড়িতেছে।

মিঃ স্কিমপোল বলিলেন, "যে লোকটা এখন তাহার স্থলে কাজ করিতেছে, কাল তাহারই কাছে সব শুনিলাম। লোকটার তিনটি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে আছে, স্ত্রী নাই। সকলের অপ্রিয় কাজ করিত বলিয়া সে বিশেষ কিছু রাখিয়াও যাইতে পারে নাই। অবস্থা বড়ই খারাপ।"

মিঃ জারন্ডিস্ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনি গৃহমধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। মিঃ স্কিমপোল সন্নিহিত পিয়ানো যন্ত্রে একটা গৎ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। আমি ও আদা উভয়েই মিঃ জারন্ডিসের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাঁহার মনে তখন কি ভাবের খেলা চলিতেছিল, তাহা আমরা বুঝিয়াছিলাম।

পাদচারণা করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ থামিয়া, মাঝে মাঝে মাথায় হাত বুলাইয়া, অবশেষে পিয়ানোর চাবীগুলির উপর হাত রাখিয়া মিঃ জারন্ডিস্ বলিলেন, "স্কিম্পোল, এ আমার ভাল লাগিতেছে না।"

মিঃ স্কিম্পোল আলোচ্য বিষয়টির কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি সবিস্ময়ে চাহিলেন।

মিঃ জারন্ডিস্ পাদচারণা করিতে করিতে বলিলেন, "দেখ, লোকটার ত কোন অপরাধ নাই। আমাদের নিজেদের কার্য্য ও বুদ্ধির দোষে আমরা এমন অবস্থার সৃষ্টি করিয়া তুলি—যেজন্য এই সকল লোকের আবির্ভাবের প্রয়োজন ঘটে। তাহাতে তাহাদের উপর প্রতিহিংসা লইবার ইচ্ছাটা সাধু নহে। তাহার যে কার্য্য ছিল, সেটা কিছুই দোষাবহ নহে। লোকটা পুত্রকন্যাদের ভরণ-পোষণের জন্য কাজ করিত। তাহার সম্বন্ধে আরও বেশী কথা জানা দরকার।"

মিঃ স্কিম্পোল বুঝিলেন, কাহার কথা হইতেছে। তিনি বলিলেন, "কোভিন্সের কথা বলিতেছ? তা বেশ ত, তার বাসা যেখানে আছে, সেখানে গেলেই সব জানা যাইবে।"

কর্ত্তার ইঙ্গিতে আমরা সকলেই প্রস্তুত হইলাম। মিঃ স্কিম্পোল আমাদের পথিপ্রদর্শক হইলেন।

চ্যান্সারি লেনের একটি বাড়ীর সম্মুখে আমরা উপস্থিত হইলাম। ঘণ্টা বাজাইবার পর একটি অপ্রিয়দর্শন বালক আসিয়া দ্বার মুক্ত করিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের কি প্রয়োজন।

মিঃ জারন্ডিস্ বলিলেন, "এক জন পেয়াদার মৃত্যু হইয়াছে, তার নামটি কি বলিতে পার?"

বালক বলিল, "তাহার নাম নেকেট।"

কর্ত্তার প্রশ্নে বালক ঠিকানাও বলিয়া দিল।

নির্দ্দিষ্ট বাড়ীর দিকে আমরা অগ্রসর হইলাম। নীচের তলায় একটি কাস-রোগগ্রস্ত বৃদ্ধার সহিত দেখা হইল। সে বলিয়া দিল যে, তিনতলায় নেকেটের সন্তানগণ অবস্থান করিতেছে।

আমরা উপরে উঠিতেই একটি ঘরের সম্মুখে জনৈক পুরুষকে দেখিলাম। তিনি ঈষৎ বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা তাঁহার কাছে আসিতেছি কি না। আমরা বুঝাইয়া দিলাম যে, তাঁহাকে আমাদের প্রয়োজন নাই; ত্রিতলে আমরা যাইব। লোকটি আমাদের চারি জনের প্রতি বিরক্তভাবে চাহিয়া রহিলেন।

ত্রিতলে গিয়া আমরা নির্দ্দিষ্ট কক্ষের দ্বারে আঘাত করিলাম। ভিতর হইতে শিশুকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "আমাদের শিকল দিয়ে রেখেছে।"

বাহিরের শিকল খুলিয়া আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম। সেটিকে ঠিক ঘর বলা যায় না। ছোট একটি কক্ষ, তন্মধ্যে আসবাবপত্র অতি সামান্য। পাঁচ ছয় বৎসরের একটি বালক, একটি দেড় বৎসরের শিশুকে ঘুম-পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে দেখিলাম। ঘরের মধ্যে আগুন জ্বালিবার কোন ব্যবস্থা নাই। সেই নিদারুণ শীতে অতি মলিন গাত্রাবরণে শিশুদুইটির দেহ আচ্ছন্ন।

আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "খোকা, তোমাদিগকে কে ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে?"

উত্তরে বালক বলিল, "শার্লি।"

"সে তোমার কে হয়?"

"আমার দিদি।"

"তোমার দিদি ছাড়া আর কে আছে?"

"আমি, ইমা, আর দিদি,—তা ছাড়া আর কেউ নেই।"

"শার্লি—তোমার দিদি কোথায়?"

"সে কাপড় কাচ্‌তে গেছে।"

ঠিক সেই সময়ে একটি ক্ষুদ্র বালিকা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিতে বালিকা, কিন্তু তাহার মুখে-চোখে বিজ্ঞতা ও বুদ্ধির দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। মুখখানি দেখিতে সুন্দর। তখনও তাহার হাতে সাবানের ফেনা লাগিয়াছিল। সম্ভবতঃ সন্নিহিত কোনও স্থান হইতে ছুটিয়া আসিয়াছিল। তাহার নিশ্বাস তখনও দ্রুত পড়িতেছিল।

বালকটি তাহাকে দেখিয়াই বলিল, "এই যে শার্লি এসেছে!"

বালিকাকে দেখিয়া দেড় বৎসরের শিশুটি হাত বাড়াইয়া তাহার কাছে যাইবার জন্য ঝুঁকিল। বালিকা পরম স্নেহ-ভরে ও সযত্নে শিশু ভগিনীকে কোলে তুলিয়া লইল, তার পর আমাদের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

কর্ত্তা বালিকার জন্ম একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া তাহাকে উহাতে উপবেশন করিতে বলিলেন। তার পর মৃদুস্বরে বলিলেন, "এতটুকু মেয়ে, অপর দুইটি ছোট ভাই-বোনের জন্য—এত পরিশ্রম করে, ইহা কি সম্ভবযোগ্য ব্যাপার? একবার চেয়ে দেখ—চেয়ে দেখ!"

বাস্তবিক সে দৃশ্য দেখিবার মতই বটে! তিনটি ভাই-ভগিনী—একত্র সমাবিষ্ট! দুই জন অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। তৃতীয়টি এখনও অতি বালিকা, কিন্তু তথাপি প্রবীণোচিত দৃঢ়তা ও সাহসের সহিত যেন শিশু ভ্রাতা ও ভগিনী দুইটিকে আঁকড়িয়া রহিয়াছে।

কর্ত্তা বলিলেন, "শার্লি, তোমার বয়স কত?"

বালিকা বলিল, "তের বৎসর, মহাশয়।"

কর্ত্তা বলিলেন, "বাস্তবিক, এই বয়সেই এত!"

তাঁহার কণ্ঠস্বরে যে কোমলতা—যে কারুণ্য ফুটিয়া উঠিল, তাহা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলাম।

"শার্লি, এই শিশু দুইটিকে লইয়া তুমি একা এখানে থাক?"

নিতান্ত বিশ্বাসভরে কর্ত্তার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া বালিকা বলিল, "বাবা মারা যাবার পর, একাই আছি বৈ কি।"

মুহূর্ত্তের জন্য অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া কর্ত্তা বলিলেন, "কেমন ক'রে তোমাদের চলে, শার্লি—?"

"বাবার মৃত্যুর পর, আমি বাইরে কাজ করি। আজও আমি কাপড় কাচবার জন্য গিয়াছিলাম।"

"শার্লি, ভগবান তোমার সহায় হউন। কিন্তু যে টবে কাপড় সিদ্ধ হয়, ধৌত হয়, তাহা নাগাল পাইবার মত তুমি লম্বা নও ত!"

তাড়াতাড়ি সে বলিল, "আমার একজোড়া খুব উঁচু কাঠের জুতা আছে। সে জোড়া মার ছিল। তাইতে সুবিধা হয়।"

"তোমার মা কত দিন মারা গেছেন, বাছা?"

"ইমা জন্মাবার পরই মা মারা যান। বাবা তখনই আমায় বলেছিলেন যে, ইমার মার স্থান আমাকে নিয়ে তাকে পালন করতে হবে। আমি চেষ্টা করেছিলাম। বাড়ীতেই কাজ করতাম। তাকে খাওয়ান, নাওয়ান, কাপড় কাচা এ সব ঘরের কাজ ক'রে ক'রে আমার অভ্যাস হয়ে গেল। তখন অবশ্য বাইরে যেতে হয়নি। শেষে যখন যেতে হ'ল, তখন সব কাজই আমি জানি। বুঝতে পেরেছেন?"

"তুমি কি প্রায়ই কাজ করতে যাও?"

"তা যেতে হয় বৈ কি। টাকাটা-সিকেটা না আনলে চলবে কেমন ক'রে, বলুন?" বলিতে বলিতে সে মৃদুহাস্য করিল।

"ভাই-বোনদের বুঝি তুমি দরজা বন্ধ ক'রে রেখে যাও?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, নৈলে তারা কখন্ কি ক'রে বসবে, এই জন্য সাবধান ক'রে রাখি। শ্রীমতী ব্লিন্ডার মাঝে মাঝে এসে তাদের দেখে যান। আবার মিঃ গ্রিডলেও কখন কখন আসেন। তারা তাঁর সঙ্গে খানিক খেলাও করে। টম্ মোটে ভয় পায় না, তার কষ্টও হয় না, কেমন টম্, নয় কি?"

টম্ বলিল, "না, মোটে ভয় করে না।"

"ভাইটি আমার বড় ভাল। ইমা যখন ঘুমিয়ে পড়ে, ও তাকে তখন বিছানায় শোয়াইয়া দেয়। নিজেও শুয়ে থাকে। আমি বাড়ী এসে বাতী জ্বালি। খাবার তৈরী ক'রে ওকে ডাকি। টম্ আমার সঙ্গে ব'সে খায়। কেমন না, ভাই?"

"হাঁ শার্লি, হাঁ দিদি!" বলিতে বলিতে বালক দিদির ফ্রকের কাপড়ে নিজের মুখ লুকাইল। আনন্দের আতিশয্যে তাহার চোখে জল আসিয়া দিয়াছিল।

আমরা আসিবার পর বালক-বালিকাদিগের নেত্রে এই প্রথম অশ্রু-চিহ্ন দেখিলাম। বালিকা এতক্ষণ তাহার মার কথা, বাপের কথা, দুঃখ-দৈন্যের কথা বলিয়া আসিতেছিল, তাহাতে তাহার নয়নে জল দেখি নাই। কিন্তু তাহার ভ্রাতা টমের চোখে জল দেখিবার পর, যদিও বালিকা নিশ্চলভাবে বসিয়াছিল, তথাপি প্রদীপালোকে দেখিলাম, তাহার গণ্ড বহিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু নীরবে গড়াইয়া পড়িতেছে।

আদার সহিত জানালার ধারে দাঁড়াইয়া আমি বাহিরের বাড়ীর ছাদ দেখিবার অভিনয় করিলাম। ইতিমধ্যে শ্রীমতী ব্লিন্ডার আসিয়া কর্ত্তার সহিত আলাপ করিতে লাগিল।

বাড়ীওয়ালী শ্রীমতী ব্লিন্ডারের সহিত আলোচনায় বুঝা গেল যে, মৃত পেয়াদার ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট ছিল। লোকটি কর্ত্তব্যপরায়ণ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিল। তাহার পুত্র-কন্যাগণের প্রতিও মোটের উপর অন্যান্য ভাড়াটীয়ারা অকরুণ নহে।

সহসা মিঃ গ্রিডলে আমাদের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এই ব্যক্তির সহিত সোপান-পথে আমাদের দেখা হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, "ভদ্রমহোদয়, ও মহিলাগণ, এখানে কি করিতেছেন, জানি না। আপনারা আমাকে মাপ করিবেন। আপনারা আমার দিকে তাকাইয়া থাকিবেন, সেজন্য আমি এখানে আসি নাই। শার্লি, টম্, বাছা, আজ তোমরা সব আছ কেমন?"

ভদ্রলোকটি নত হইয়া শিশু ইমাকে আদর করিতে লাগিলেন। বুঝিলাম, তিনি ইহাদের প্রতি বন্ধুবৎ আচরণ করিয়া থাকেন। লোকটির বাহিরে যেরূপ রূঢ়তা, ইহাদের প্রতি ব্যবহারে তাহা কিন্তু প্রকাশ পাইল না।

কর্ত্তা বলিলেন, "আমরা কেহ আপনার প্রতি চাহিয়া থাকিবার জন্য আসি নাই।"

লোকটি বলিলেন, "হইতে পারে, সে কথা মিথ্যা নাও হইতে পারে, কিন্তু ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলার সহিত আমি তর্ক করিতে চাহি না। আমি জীবনে তর্ক অনেক করিয়াছি, আর তাহাতে লাভ নাই।"

মিঃ জারন্‌ডিস্ বলিলেন, "আপনার বিরক্ত হইবার হয় ত যথেষ্ট কারণ—"

সক্রোধে লোকটি বলিয়া উঠিলেন, "আবার সেই কথা। আমার ঝগড়া করা স্বভাব, মহাশয়! আমি সত্যই বড় অভদ্র।"

"আমার সে কথা মনে হয় না।"

শিশুটিকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া মিঃ গ্রিডলে বলিলেন, "আপনি আদালতের ন্যায়বিচার সম্বন্ধে কোন খোঁজ রাখেন?"

"দুঃখের সহিত বলিতেছি, কিছু কিছু জানি বৈ কি।"

"দুঃখের সহিত? তা যদি হয়, তবে আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমি শিষ্ট ও ভদ্র নহি, তাহা আমি জানি। আমি দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর তপ্ত লৌহের উপর বিচরণ করিতেছি, কাজেই মখমলের কোমলতা কিরূপ, তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। উচ্চ আদালতে যান, দেখিবেন, স্রপশায়ারের লোকটিকে আদালতের সকলেই কৌতুককর জীব বলিয়া উপহাস করে। আমি সেই স্রপশায়ারের লোক।"

কর্ত্তা ধীরভাবে বলিলেন, "আমি ও আমার আত্মীয়স্বজন-গণ সকলকেই ঐ আদালতের ভোজ দিতে হইয়াছে! সম্ভবতঃ আপনি আমার নাম শুনিয়াছেন—আমার নাম জারন্‌ডিস্।"

অভিবাদন করিয়া লোকটি বলিলেন, "মিঃ জারন্‌ডিস্, আমার তুলনায় আপনি গভীর ধীরতার সহিত অত্যাচার সহ্য করিতেছেন। তবে এ কথা বলি যে, যদি আমি এ ভাবে আদালতের অত্যাচার সহ্য না করিতাম, তাহা হইলে আমি পাগল হইয়া যাইতাম। মনে মনে প্রতিহিংসা পোষণ করিয়া রাখিয়াছি বলিয়া, ক্রোধপ্রকাশ করি বলিয়া আমি এখনও সম্পূর্ণ মুসড়িয়া পড়ি নাই। আপনি হয় ত বলিবেন, আমি অতিরিক্ত উত্তেজনা প্রকাশ করি। কিন্তু কি করিব, সেটা আমার স্বভাব। এখন যদি আমি নীরবে সব সহ্য করি, তবে আমি একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িব।"

বাস্তবিক ভদ্রলোকের কথা শুনিয়া আমার চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল।

মিঃ গ্রিড্‌লে বলিলেন, "আমার অবস্থাটা একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। আমরা দুইটি ভাই। আমাদের পিতা কৃষিজীবী ছিলেন। তিনি উইল দ্বারা তাঁহার গোলাবাড়ী, গুদাম প্রভৃতি আমাদের মার নামে লিখিয়া পড়িয়া দেন। যত দিন তিনি বাঁচিবেন, মা তাহা ভোগদখল করিতে পারিবেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ সকল সম্পত্তি—আমি পাইব, শুধু তিন শত পাউণ্ড মাত্র আমার ভ্রাতাকে আমি দিতে বাধ্য থাকিব, উইলে এইরূপ নির্দ্দেশ ছিল। মা মারা গেলেন। আমার ভ্রাতা কিছুকাল পরে তাঁহার প্রাপ্য দাবী করিলেন। আমি আমার কতিপয় আত্মীয়ের পরামর্শে তাঁহাকে বলিলাম যে, আমার ভ্রাতার ভরণ-পোষণ প্রভৃতি বিষয়ের জন্য উক্ত তিন শত পাউণ্ডের কিয়দংশ ব্যয়িত হইয়াছে। সুতরাং পুরা ঐ টাকা তিনি দাবী করিতে পারেন না। উইলসম্বন্ধে কোন প্রতিবাদ হইল না। শুধু প্রতিবাদ দাঁড়াইল, তিন শত পাউণ্ডের কিয়দংশ বাদ যাইতে পারে কি না। আমার ভ্রাতা উহা মীমাংসা করিয়া লইবার জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বাধ্য হইয়া আমাকেও এই অভিশপ্ত আদালতের শরণাপন্ন হইতে হইল। আইন আমাকে বলপূর্ব্বক টানিয়া আনিল, আমার এড়াইবার কোন উপায় ছিল না। এই সামান্য মোকদ্দমায় সতের জন প্রতিবাদি-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল! দুই বৎসর পরে মোকদ্দমার প্রথম শুনানী হয়। তার পর আবার দুই বৎসর চুপচাপ। তার পর প্রশ্ন হইল, আমি আমার পিতার পুত্র কি না! অবশ্য সে সম্বন্ধে কোনও প্রতিবাদ হইল না। আদালত তখন বলিলেন যে, পর্য্যাপ্তসংখ্যক প্রতিবাদী এখনও হয় নাই। স্মরণ রাখিবেন, আমরা সতের জন প্রতিবাদী, তাহাও পর্য্যাপ্ত নহে! এক জন বাকী ছিল, তাহাকেও মোকদ্দমায় জড়িত করা হইল। তার পর আবার গোড়া হইতে বিচার আরম্ভ হইল। খরচার অন্ত নাই। উত্তরাধিকারসূত্রে যাহা পাইয়াছিলাম, তাহার পরিমাণের তিনগুণ খরচা বেশী হইয়া গেল! খরচার দায় হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য আমার ভ্রাতা দাবীর অধিকার ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। আমি উত্তরাধিকারসূত্রে পৈতৃক সম্পত্তি যাহা কিছু পাইয়াছিলাম, মোকদ্দমার খরচার বাবদে তাহা কোথায় অন্তর্হিত হইল। কিন্তু তথাপি মোকদ্দমা চলিতেছে, এখনও তাহার মীমাংসা হইল না। আমার সর্ব্বস্ব গিয়াছে, একেবারে জাহান্নমে গিয়াছি, তথাপি অব্যাহতি নাই। মিঃ জারন্‌ডিস্, আপনার মোকদ্দমায় হাজার হাজার ব্যক্তি জড়িত; কিন্তু আমারটিও কম নহে, ইহাতে শতাধিক ব্যক্তি বিজড়িত হইয়াছে। আমার জীবনীশক্তি এই মোকদ্দমার নিষ্পেষণে ক্রমেই অবসন্ন হইয়া আসিতেছে।"

মিঃ জারন্‌ডিস্ বলিলেন যে, তিনি মিঃ গ্রিড্‌লের দুর্দ্দশায় সর্ব্বান্তঃকরণে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। এই ভীষণ পদ্ধতিতে তিনি একাই যে দুঃখ পাইতেছেন, তাহা নহে, তাঁহার সমদুঃখী লোকও আছে।

মিঃ গ্রিড্‌লে বলিলেন, "দেখুন, আমি পূর্ব্বে এমন ছিলাম না। আমার ভদ্রতা, শিষ্টাচার, বিনয় এক দিন সবই ছিল। লোকে আমার ভদ্র-ব্যবহারের প্রশংসাও করিত। কিন্তু ধর্ম্মাধিকরণের এই প্রকার ন্যায়বিচারই আমাকে এ অবস্থায় আনয়ন করিয়াছে। আমি আদালতের অবমাননার জন্য কতবার জেলে গিয়াছি, উকীলকে ভয়

দেখাইবার জন্য কারাগারে অবরুদ্ধ হইয়াছি; কিন্তু আমি জেদ ছাড়ি নাই। দেখি, তাহারা আমায় কত দূর টানিয়া লইয়া যায়।”

মিঃ গ্রিড্‌লে থামিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, “আমি ঘণ্টাখানেকের জন্য শিশু কয়টিকে আমার ঘরে লইয়া যাইতে চাই, তাই এখানে আসিয়াছি। তাহাদিগকে লইয়া একটু খেলা করিব। এ সব কথা বলিবার আমার ইচ্ছা ছিল না। তবে হঠাৎ বাহির হইয়া গেল। টম্, তুমি ভয় পাইয়াছ?”

বালক বলিল, “না। আপনি আমার উপর ত রাগ করেন নি।”

“ঠিক কথা, বৎস! শার্লি, তুমি এখন কাজে যাইতেছ ত? বেশ। খোকা, তুমি আমার সঙ্গে এস।”

আমাদিগকে অভিবাদন করিয়া লোকটি বালক-বালিকাগণসহ নীচে নামিয়া গেলেন।

শার্লিকে আমি চুম্বন করিলাম। কর্ত্তা বাড়ীওয়ালীর সহিত গোপনে কি কয়েকটা কথা আলোচনা করিলেন। তার পর আমাদের সহিত নীচে নামিতে লাগিলেন। শার্লি নাচিতে নাচিতে তাহার কাজে চলিয়া গেল।

১৬

লেডী ডেড্‌লক বড়ই অস্থির-মতি। তিনি আজ চেস্‌নিওড প্রাসাদে, কাল লণ্ডনের বাড়ীতে—এই ভাবে যাতায়াত করিতেছেন। লর্ড লিষ্টার তাঁহার সহিত পাল্লা দিতে না পারিয়া অবশেষে বাতের আশ্রয় লইয়া চেস্‌নিওড প্রাসাদেই রহিয়া গেলেন। লেডী শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন, এইরূপ আশ্বাস দিয়া সংপ্রতি লণ্ডনে গিয়াছেন। তাঁহার জন্য লণ্ডনের প্রাসাদ সুসজ্জিত হয় নাই। কিন্তু লেডী সে জন্য তত ব্যস্ত নহেন।

পাঠক, জো'র কথা বোধ হয় ভুলেন নাই।—যে বালক করোনারে সাক্ষী দিবার জন্য আহূত হইয়াছিল, অথচ তাহার সাক্ষ্য গৃহীত হয় নাই। সে ঝাড়ুদার, পথ পরিষ্কার করা তাহার ব্যবসায়। সে ঝাড়ু দিয়া বেড়াইতেছিল। আর মাঝে মাঝে বড় লোকের বাড়ীর জানালার ধারে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিয়া ভিতরে কি হইতেছিল দেখিতেছিল, আবার নিজের কার্য্যে মন দিতেছিল।

একদল বাদক রাজপথে বাজাইতে বাজাইতে চলিয়া গেল। জো দাঁড়াইয়া খানিক শুনিল। সকালে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। পথ কর্দ্দমাক্ত, জো আবার কাজে মন দিল। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল।

মিঃ টল্‌কিংহরণ তাঁহার ঘরে বসিয়া কাজ করিতেছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে একখানি দরখাস্ত তিনি লিখিতেছিলেন। মোকদ্দমায় হায়রাণ হইয়া মিঃ গ্রিড্‌লে আজ তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রেপ্তারের পরোয়ানা বাহির করিবার জন্যই ব্যবহারাজীব-প্রবর পত্র লিখিতে ব্যস্ত। জানালার পথে চাহিবার কোন প্রয়োজন তাঁহার ছিল না।

যদি ভ্রমক্রমে সে সময় বাতায়ন-পথে তিনি চাহিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে এক বস্ত্রাবৃত রমণীকে পথাতিবাহন করিতে দেখিয়া তিনি কি বিস্মিত হইতেন? অমন কত নারীই ত আছে।

কিন্তু এ রমণীটি ঠিক সাধারণের মত নহে। তাঁহার বাহ্য সাধারণ পরিচ্ছদের সহিত তাঁহার লীলায়িত গতিভঙ্গীর এমন অসামঞ্জস্য ছিল যে, সহসা তাহা মানুষের দৃষ্টিশক্তিকে আকর্ষণ করে, বিশেষতঃ ব্যবহারাজীবের। রমণীকে দেখিলেই মনে হয়, তিনি কোন বড়ঘরের উচ্চপদস্থ পরিচারিকা। কিন্তু কর্দ্দমাক্ত পিচ্ছিল পথে তাঁহার অনভ্যস্ত পদক্ষেপ দেখিলেই মনে হয়, তিনি কোন সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলা। তাঁহার মস্তকে অবগুণ্ঠন।

কোন দিকে না চাহিয়া রমণী চলিতে লাগিলেন। জো যে চৌমাথার পথে কাজ করিতেছিল, রমণী সেখানে আসিলেন। জো হাত পাতিয়া তাঁহার কাছে ভিক্ষা চাহিল। রমণী কোনও দিকে না চাহিয়া পথের অপর পার্শ্বে উপনীত হইলেন। তার পর হাতছানি দিয়া বালককে নিকটে আহ্বান করিলেন।

বালক তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে একটু নির্জ্জন স্থানে উপনীত হইল।

অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে রমণী বলিলেন, “সংবাদ-পত্রে যে বালকের কথা পড়েছিলাম, তুমি কি সেই ছোকরা?”

অবগুণ্ঠনাবৃত মুখের পানে চাহিয়া জো বলিল, “তা ত জানি না, আমি কিছুই জানি না।”

“কোন অনুসন্ধানে তুমি সাক্ষী দিয়েছিলে?”

“কই, কিছু ত জানিনে—ওঃ, আপনি বুঝি সেই কথা জানতে চান—আমাকে পাদরী যেখানে নিয়ে গিয়েছিল, জো ব'লে যার নাম, তাকেই বুঝি খোঁজেন?”

“হ্যাঁ।”

“তবে আমি সেই জো।”

“এ দিকে একটু এগিয়ে এস।”

জো বলিল, “যে লোকটি মারা গেছেন, তাঁর খোঁজ চান বুঝি?”

“চুপ! আস্তে কথা বল! হ্যাঁ—তার যখন মৃত্যু হয়, তখন সে বড় রুগ্ন ছিল বুঝি? ভারী গরীব হয়ে গিয়েছিল?”

জো বলিল, “হ্যাঁ।”

“তোমারই মত এত খারাপ দেখতে হয়েছিল? না না, অত খারাপ বোধ হয় নয়?”

জো বলিল, “না, আমার মত কেন হবে? আমি জন্ম-কুৎসিত, তিনি তা হ'তে যাবেন কেন? আপনি তাঁকে চিনতেন না কি, ঠিক বলুন ত?”

"তোমার আস্পর্দ্ধা ত কম নয়। আমি তাঁকে চিন্তাম ?"

"না না ঠাকরুণ, আপনি আমার অপরাধ নেবেন না।"

জো'র সন্দেহ তখনও নিরাকৃত হয় নাই। সে রমণীকে বড়-ঘরণাই ভাবিয়াছিল।

রমণী বলিলেন, "আমাকে ঠাকরুণ বলিও না। আমি চাকরাণী।"

প্রশংসাপূর্ণনেত্রে চাহিয়া চাহিয়া জো বলিল, "আপনি বড় আমুদে চাকরাণী ত!"

"যা বলি, চুপ ক'রে শোন। আমার সঙ্গে বেশী কথা বলো না। একটু দূরে দাঁড়াও। আমি কাগজে যে সব ঘটনার কথা, স্থানের কথা পড়িয়াছি, তুমি সে সব স্থান আমায় দেখিয়ে দিতে পার? যেখানে তিনি লিখতেন, যেখানে তিনি মারা যান, তোমাকে যেখানে নিয়ে গিয়েছিল, তারপর যেখানে তাঁর কবর হয়েছে—সব জায়গা আমায় দেখাতে পার ?"

জো ঘাড় নাড়িয়া উত্তরে জানাইল যে, সে পারিবে।

"আগে আগে চল, সব আমায় দেখাও। কথা বলো না, নীরবে সেই সেই জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে। আমি কথা না বলিলে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলিবে না। পেছনে চাহিও না। আমি যা বলি, তা যদি কর, আমি তোমাকে পর্য্যাপ্ত পুরস্কার দিব।"

জো ঝাড়ু ও যষ্টি বহন করিয়া অগ্রে চলিল। প্রথমে ক্রুকস কোর্টে আসিয়া সে থামিল।

প্রশ্ন হইল, "এখানে কে থাকে ?"

"যে লোক তাঁকে কাজ দিত।"

"চল।"

পরে তাহারা ক্রুকের দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। জো থামিল।

"এখানে কে থাকে ?"

"তিনি থাকতেন।"

কিয়ৎকাল নীরবতার পর প্রশ্ন হইল, "কোন্ ঘরে ?"

"উপরতলার পেছনের দিকের ঘরে। এই কোণ থেকে সেই ঘরের জানালা দেখা যায়। ঐ,—ঐখানে!"

"চল, তার পর কোথায় গেলেন, দেখাও।"

এবার পথটি দীর্ঘ। কর্দ্দমাক্ত পথে জো চলিতে লাগিল। নারীও দূরে থাকিয়া অগ্রসর হইলেন। জো একবারও পশ্চাতে চাহিল না, কারণ, সে যে চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে, তাহা ভঙ্গ করিলে পুরস্কার সে পাইবে না। ক্রমে সে একটি সুড়ঙ্গবৎ স্থানে আসিল। সম্মুখে লৌহ রেলিংবিশিষ্ট রুদ্ধ ফটক। পথিপার্শ্বস্থ গ্যাসের মৃদু আলোক তত্রত্য অন্ধকার সম্পূর্ণ দূরীভূত করিতে পারে নাই।

"এখানে তাঁকে গোর দেওয়া হয়েছে।"

"কোথায় ? ওঃ, কি ভীষণ স্থান!"

জো অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐখানে! ঐ যে রান্নাঘর দেখা যাচ্ছে, উহার জানালার পার্শ্বে যে গর্ত্ত, ঐখানে, হাড়ের রাশির মধ্যে। সকলের উপরেই তাঁকে ফেলেছে। গেট খোলা থাকলে আমি ঝাড়ু দিয়ে তাঁকে টেনে আনতে এখনও পারি। পাছে কেউ টেনে আনে, তাই গেট সর্ব্বদা বন্ধ থাকে। ঐ ইঁদুরটা দেখুন! মাটীর ভিতর পালাচ্ছে।"

রমণী শিহরিয়া এক কোণে দাঁড়াইলেন। বালককে নিকটে আসিতে তিনি নিষেধ করিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে তিনি আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "এটা কি গোর দেওয়ার জায়গা ?"

"তা জানি না।"

হাতের দস্তানা খুলিয়া রমণী অর্থাধার হইতে বালকের পুরস্কারের জন্য অর্থ বাহির করিতে লাগিলেন। জো দেখিল, কি চমৎকার শুভ্র ও ক্ষুদ্র করপুট! এই কি পরিচারিকার করপল্লব! আবার অঙ্গুলিতে দীপ্তিময় অঙ্গুরীয়!

এক খণ্ড মুদ্রা আলগোছে বালকের হাতে অর্পণ করিয়া রমণী বলিলেন, "জায়গাটা তুমি আমায় আর একবার দেখাও।"

বালক ঝাড়ুর লাঠিটা ফটকের লৌহগরাদের মধ্যস্থ পথে প্রবিষ্ট করাইয়া স্থাননির্দ্দেশ করিল। তার পর সে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল যে, সে একা।

গ্যাসালোকে মুদ্রাটি উঁচু করিয়া ধরিতেই সে দেখিল, উহা পীতবর্ণের। তখন সে স্বর্ণমুদ্রাটি নিরাপদে রাখিবার জন্য মুখের মধ্যে নিক্ষেপ করিল। তারপর সোপানপথটি ভাল করিয়া পরিষ্কার করিতে লাগিল।

১৭

লণ্ডনে অবস্থানকালে রিচার্ড প্রায়ই আমাদের সহিত দেখা করিতে আসিতেন। তিনি সদানন্দ, চির-প্রফুল্ল। তাঁহার চিত্ত নবীনতর সরসতাপূর্ণ। তাঁহার ব্যবহারে আমরা সকলেই খুসী।

একদা অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত বেহাম ব্যাজার সস্ত্রীক আমাদের বাসায় আসিলেন। আমি ও আদা তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলাম। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীমতী ব্যাজার রিচার্ডের খুব প্রশংসা করিলেন। তৎপরে বলিলেন, "কিন্তু একটা কথা আছে, মিঃ কারস্টন্ উপযুক্ত ব্যবসায় বাছিয়া লন নাই। মনুষ্যচরিত্রে আমার যে অভিজ্ঞতা আছে, তদ্দ্বারা বুঝিতে পারি, চিকিৎসা-ব্যবসায় তাঁহার ধাতে সহিবে না।"

আদা ও আমি পরস্পরের মুখাবলোকন করিলাম।

ডাক্তার-গৃহিণী বলিলেন, "মিঃ কারস্টন্ মুখে কিছু বলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার ব্যবহারে বেশ বোঝা যায় যে, এ ব্যবসায়ে তাঁহার মন বসে নাই। কোন যুবকের পক্ষে সেটা প্রশংসার কথা নহে।"

আদা বলিলেন, "ডাক্তার সাহেব, আপনারও কি সেই মত ?"

ডাক্তার বলিলেন, "সত্য কথা বলিতে কি, মিস্ ক্লেয়ার, প্রথমতঃ আমি অতটা লক্ষ্য করি নাই, কিন্তু যে দিন শ্রীমতী ব্যাজার এ বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন, সেই দিনই আমি উহা প্রথম লক্ষ্য করি। এখন আমার বিশ্বাস, তাঁহার ধারণা অমূলক নহে।"

তাঁহারা চলিয়া গেলে, আমি ও আদা এ বিষয়ে আলোচনা করিলাম। বিশেষ বিবেচনার পর আমরা সিদ্ধান্ত করিলাম, ডাক্তার-দম্পতির কথা অগ্রাহ্য করিবার কোন কারণ নাই। কারণ, স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া তাঁহাদের এ কথা বলিবার কোন প্রয়োজনই নাই। তবে কর্তাকে কথাটা আপাততঃ জানান হইবে না। আগে রিচার্ডের সঙ্গে আলোচনা করিয়া পরে যাহা কর্তব্য অবধারণ করা যাইবে।

রিচার্ড আসিলে পর, অন্যান্য প্রসঙ্গের আলোচনা হইয়া গেলে, আমি রিচার্ডকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রিচার্ড, আপনার কাজকর্ম শেখা কেমন চলিতেছে ?"

"বেশ ভাল।"

আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম, "খুব ভালই কি চলিতেছে ?"

"তা মন্দ কি ? কাজটা একঘেয়ে বটে ; তা অন্য কাজও ত সেই রকম।"

আদা উল্লসিত হইয়া উঠিলেন ! আমি তাঁহার উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া বলিলাম, "না রিচার্ড, কথাটা ওভাবে বলিলে চলিবে না।"

আদা ও রিচার্ড উভয়েই সমস্বরে বলিলেন, "কেন ?"

আমি বলিলাম, "মনটা খোলসা করিয়া সকল বিষয়ের আলোচনা করা দরকার। ভবিষ্যতে তাহা হইলে হয় ত অনুতাপ করিতে হইবে না।"

আদা বলিলেন, "সে কথা ঠিক। তবে ভাল করিয়াই আলোচনা করা যাক্।"

আমি বলিলাম, "রিচার্ড, ডাক্তার-দম্পতি কাল এখানে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়া গেলেন যে, চিকিৎসা ব্যবসায়টা আপনি তেমন আগ্রহের সহিত অবলম্বন করেন নাই।"

"সত্য না কি ? তাঁরা এ কথা বলেছেন ? তাহা হইলে আমি তাঁহাদের ধারণাটাকে ব্যর্থ করিয়া দিতে চাহি না। সত্য বলিতে কি, ওটা আমার খুব পছন্দসই নহে। থাক্, ও প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রয়োজন নাই। আমি একরকমে সব চালাইয়া লইব।"

আমি বলিলাম, "আদা, আপনি সব শুনিলেন ?"

রিচার্ড ঈষৎ পরিহাসভরে বলিলেন, "কথাটা এই, ব্যবসায়টা ঠিক আমার মনের মত নয়।"

আমি বলিলাম, "এরকম ভাবে চলিবে না। যে কাজ শিখিতে হইবে, সর্বান্তঃকরণে তাহা করা দরকার। আপনার কোন্ বিষয়টা শিখিবার জন্য আগ্রহ প্রবল, তাই বলুন ?"

রিচার্ড বলিলেন, "আমার মনে হয়, আইনটা শিখিলে হয়। ঐটাই আমার কাছে সব চেয়ে ভাল লাগে।"

আমি তাঁহাকে সংকল্প স্থির করিয়া কাজ করিতে বলিলাম। পুনঃ পুনঃ একটা ছাড়িয়া আর একটা অবলম্বন করিলে তাহাতে উন্নতি লাভ করা যায় না, সে কথাটা বুঝাইয়া বলিলাম।

রিচার্ড বলিলেন, "ওগো সরস্বতি! এবার ঠিক মন স্থির করিয়াই বলিতেছি। মানুষের কি ভুল হয় না ? আমিও একবার ভুল করিয়াছি। আর সে ভুল করিব না। আমি আইন শিখিয়া এমন ব্যবহারাজীব হইব, সাধারণতঃ তেমনটি দেখা যায় না।"

কথাটা কর্তাকে জানান প্রয়োজন মনে করিলাম। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "রিচার্ড বোধ হয় ঠিক পথ বাছিয়া লন নাই। চিকিৎসাকার্যে তিনি বিশেষ সুবিধা করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না।"

মিঃ জারন্‌ডিস্ তখনই রিচার্ডকে ডাকাইলেন। সকল কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "রিক্, এখনও আমরা সসম্মানে প্রত্যাবর্তন করিতে পারি। করিবও তাহাই। কিন্তু একটা কথা, এবার অন্য বিষয়ে নিযুক্ত হইবার পূর্বে চারিদিক বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে হইবে। যদি আইন পড়িতে চাও, ভালই ; কিন্তু তৎপূর্বে একবার যাচাই করিয়া লওয়া দরকার। তুমি সমস্ত বিষয়টা একবার ধীরে-সুস্থে বিবেচনা করিয়া তোমার মন্তব্য প্রকাশ করিও। এখনই তাড়াতাড়ি নাই।"

রিচার্ড অত্যন্ত খেয়ালী। তিনি তখনই মিঃ কেনজ্‌ির কাছে গিয়া ভর্তি হইয়া আসেন, এমনই উৎসাহ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু কর্তা তাহাতে রাজি হইলেন না। নানা কথার আলোচনার পর রিচার্ড সে দিনের মত বিদায় লইলেন।

আদা বলিলেন, "ভাই জন, আপনি কি রিচার্ডের সম্বন্ধে মন্দ ধারণা করিয়াছেন ?"

"না, প্রাণাধিকা।

"রিচার্ডের পক্ষে এমন ভ্রম হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ব্যাপারটা বড়ই জটিল। খুব সাধারণও নয়।"

"না, না, বোন্‌টি আমার ! তুমি অত বিরস হইতেছ কেন ?"

"ভাই জন, আমি অসুখী নই। শুধু আপনি যদি রিচার্ডের সম্বন্ধে মন্দ ধারণা করেন, তাই আমার একটু উৎকণ্ঠা।"

মিঃ জারন্‌ডিস্ বলিলেন, "লক্ষ্মী বোন্‌টি আমার, যদি রিচার্ডের ব্যবহারে তোমার কোন দুঃখ ঘটে, তবেই আমি তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইতে পারি। কিন্তু তখনও তাহার

সহিত কোন্দল না করিয়া আমি নিজেকেই অপরাধী মনে করিব। কারণ, আমিই তোমাদের দুই জনকে একত্র করিয়াছি। যাক্, ও সব কিছুই নয়। যথেষ্ট সময় আছে। ভ্রম সংশোধনের যথেষ্ট অবকাশ আছে। জয়লাভ হইবেই। আমি তাহার সম্বন্ধে মন্দ ভাবিব? না, দিদি, তা' হইতেই পারে না।"

আদা বলিলেন, "তা আমি জানি। যদি সমগ্র জগতের লোকও রিচার্ডকে কোন দিন মন্দ ভাবে, আমি তা ভাবিতে পারিব না।"

সুন্দরী এমনই দৃঢ়তা, এমনই বিশ্বাসভরে কথাগুলি বলিলেন যে, তাহাতে আমার চিত্ত পুলকিত হইয়া উঠিল। কর্ত্তার মুখের দিকে তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। তাঁহার মুখখানিতে যেন সত্য মূর্ত্তিমান্ হইয়া প্রতিভাত হইতেছিল।

কর্ত্তা ভাবমগ্ন কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "মায়ের গুণ সময়ে সময়ে পুত্রকন্যায় দেখা যায়, আবার পিতার পাপও সন্তানের উপর অর্শে দেখিতে পাই। অয়ি গোলাপ-কলিকা, আজ তবে আসি! শুভ রাত্রি, ভগিনি! সুখে নিদ্রা যাও, মধুর স্বপ্নে তোমাদের রাত্রি অতিবাহিত হউক!"

আদার গমনশীল মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহার প্রসন্ন মুখমণ্ডলে একটা ছায়াপাত হইতে দেখিলাম। এমন ভাবে কোনও দিন তাঁহাকে আমি আদার প্রতি চাহিতে দেখি নাই।

সে দিন রাত্রিতে আদা রিচার্ডের প্রশংসায় পঞ্চমুখ দেখিলাম। রিচার্ড আদাকে যে কঙ্কণ উপহার দিয়াছিলেন, তাহা চাপিয়া ধরিয়া তিনি শয্যায় শয়ন করিলেন। এক ঘণ্টা পরে আমি যখন আদার নিদ্রিত মুখমণ্ডলে চুম্বন করিলাম, তখন আমার মনে হইল, তিনি যেন তখনও রিচার্ডকে স্বপ্নে দেখিতেছিলেন। নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহার মুখমণ্ডল কি সুখস্বপ্নভরা, কি প্রশান্ত!

সে রাত্রিতে আমার শীঘ্র নিদ্রা আসিল না। বসিয়া বসিয়া সেলাইয়ের কাজ করিতে লাগিলাম। বাস্তবিক আজ আমার মনে যেন তেমন স্ফূর্ত্তি ছিল না। কেন, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

কোনও মতেই নিদ্রা আসিতেছে না দেখিয়া আমি সেলাই লইয়া বসিয়াছিলাম। কাজ দ্রুতবেগে চলিল। রেশম ফুরাইয়া আসিল দেখিয়া নীচের তলায় পড়িবার ঘর হইতে উহা আনিতে চলিলাম। একটা দেরাজে রেশমের সূতা রাখিয়া আসিয়াছিলাম। একটা বাতী জ্বালিয়া লইলাম। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, কর্ত্তা তখনও সেই ঘরে বসিয়া আছেন। সম্মুখস্থ অগ্নিকুণ্ডের ভস্মরাশির প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া তিনি নিশ্চলভাবে উপবিষ্ট। দেখিয়াই বুঝিলাম, তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। বইখানা পার্শ্বে নিক্ষিপ্ত। শুভ্র কেশরাশি ললাটের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। মনে হইল, চিন্তাকালে অন্যমনস্কভাবে তিনি পুনঃ পুনঃ কেশরাশির মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতেছিলেন। মুখমণ্ডলে অবসাদের ছায়া ঘনসন্নিবিষ্ট। তদবস্থায় তাঁহাকে উপবিষ্ট দেখিয়া আমি কয়েক মুহূর্ত্ত নিশ্চলভাবে দাঁড়াইলাম। কোন কথা না বলিয়াই আমি চলিয়া যাইতেছিলাম, কিন্তু সহসা তিনি আমাকে দেখিতে পাইয়া ডাকিলেন, "ইস্থার!"

কি জন্য আমি সে সময় সেই কক্ষে আসিয়াছি, তাহা বলিলাম।

"এত রাত্রিতেও তুমি কাজ করিতেছ?"

"মোটে ঘুম আসিল না, তাই কাজ করিতেছিলাম, যদি শেষে শ্রান্তিবশতঃ ঘুমটা আসে। কিন্তু কর্ত্তা, আপনি এত রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া কেন? দেখিয়া বোধ হইতেছে, আপনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। কোন কিছু দুর্নিমিত্ত হইয়াছে কি? এতক্ষণ জাগিয়া আছেন কেন?"

"এমন বিশেষ কিছু নয়। অন্ততঃ তুমি কারণটা বুঝিতে পার, এমন কোন ঘটনা হয় নাই।"

তাঁহার কণ্ঠস্বর যেন অনুশোচনা-পূর্ণ। এমন স্বর কোনও দিন আমি শুনি নাই, সম্পূর্ণ অভিনব। কি এমন ব্যাপার, যাহা আমি সহজে বুঝিতে পারিব না?

তিনি বলিলেন, "একটু দাঁড়াও, ইস্থার। তোমার কথাই আমি ভাবিতেছিলাম।"

"আমি কি আপনার কোন কষ্টের কারণ হইয়াছি, কর্ত্তা?"

তিনি প্রসারিত কর তরঙ্গায়িত করিলেন। অতি সহজেই তিনি পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। মুহূর্ত্তে তাঁহার মুখমণ্ডলের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইল।

কর্ত্তা বলিলেন, "আমি কি ভাবিতেছিলাম জান? তোমার ইতিহাস আমি যতটুকু জানি, তোমার জানা দরকার। অবশ্য আমি খুব অল্পই জানি। তাহাতে জ্ঞাতব্য বিশেষ কিছুই নাই বলিলেই হয়।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু আপনি পূর্ব্বে একবার এ সম্বন্ধে—"

গম্ভীরভাবে আমার অসমাপ্ত কথার উত্তরে তিনি বলিলেন, "আমি চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে, তুমি আমার কাছে যখন কিছুই চাহিবে না, তখন আমি যৎকিঞ্চিৎ তোমার সম্বন্ধে জানি, তাহা তোমাকে বলাই কর্ত্তব্য।"

"তাই যদি আপনি বিবেচনা করিয়া থাকেন, তবে বলুন।"

"হাঁ, তোমার জানা দরকার। তোমার সম্বন্ধে কোন নর বা নারীর কোনরূপ ভ্রান্ত ধারণা জন্মিতে না পারে, অন্ততঃ নিজের সম্বন্ধে তোমার একটা সুদৃঢ় ধারণা যাহাতে হয়, সেটা করা দরকার।"

আমি বসিলাম। একটু চেষ্টা করিয়া আমি আমার

মনকে সংযত করিলাম। তার পর বলিলাম, "ছেলেবেলার কথা আমার যতটুকু মনে আছে, বলিতেছি। একটা কথা আমার বেশ স্মরণ হয়; সে কথাটা এই,—'ইস্থার, তোমার মা তোমার লজ্জার কারণ। আর তুমিও তাঁর লজ্জার হেতু। শীঘ্রই এমন সময় আসিবে, যখন কথাটা তুমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে। শুধু নারী ব্যতীত সে কথা অপরে তেমন ভাবে অনুভব করিতে পারিবে না।' আমি দুই হস্তে মুখমণ্ডল আবৃত করিলাম। কিন্তু আর এক রকম লজ্জায় অভিভূত হইয়া তখনই হাত সরাইয়া লইলাম। তাঁহাকে বলিলাম যে, তাঁহার আশীর্ব্বাদে এ পর্য্যন্ত সে অবস্থা আমাকে অনুভব করিতে হয় নাই। আমাকে নিরস্ত করিবার জন্য তিনি হাত উঠাইলেন। বুঝিলাম, তিনি ধন্যবাদ চাহেন না। আমিও নিরস্ত হইলাম।

তিনি বলিলেন, "নয় বৎসর পূর্ব্বে আমি একখানি পত্র পাই। একটি মহিলা, নিভৃত নিবাস হইতে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন। পত্রখানি অত্যন্ত উত্তেজনা-পূর্ণ। এমন চিঠি আমি আর কখনও পাই নাই। পত্রে লেখা ছিল যে, একটি পিতৃ-মাতৃহীনা বালিকাকে তিনি পালন করিতেছিলেন। বালিকার বয়স দ্বাদশ বৎসর। অত্যন্ত গোপনে তিনি তাহাকে লালনপালন করিয়া আসিতেছেন। তাহার জন্মকথা তাহাকে জানিতে দেন নাই। তাহার প্রকৃত অস্তিত্ব বুঝিবার যাহা কিছু ছিল, সব তিনি মুছিয়া ফেলিয়াছেন। তাহার যৌবনলাভের পূর্ব্বেই—নারীত্ব বিকাশিত হইবার আগেই যদি তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন—তাহা হইলে বালিকা নিতান্ত নির্ব্বান্ধব হইয়া পড়িবে, কেহ তাহাকে জানিবে না, কেহ তাহার পরিচয় পাইবে না। পত্রের লেখিকা তাই জানিতে চাহিয়াছেন যে, আমি তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য তাহার ভার লইতে রাজি আছি কি না?"

আমি নীরবে তাঁহার কথা শুনিয়া যাইতে লাগিলাম। অত্যন্ত মনোযোগের সহিত তাঁহার দিকে চাহিয়াও রহিলাম।

"বাল্যের কথা তোমার কিছু কিছু স্মরণ থাকিতে পারে। যেরূপ কঠোরতার সহিত তিনি তোমার সহিত ব্যবহার করিতেন, তাহাও তোমার অবিদিত নাই। নিষ্পাপ বালিকার কঠোর প্রায়শ্চিত্ত কিরূপে হইতেছিল, তাহাও তোমার বেশ জানা আছে। আমি বালিকাটির ভবিষ্যৎ ভাবিয়া চঞ্চল হইলাম। তাহার তমসাবৃত জীবনটাকে আলোকিত করিবার কল্পনা করিলাম। সংকল্প স্থির করিয়া পত্রের উত্তর দিলাম।"

কর্ত্তার হাতখানি টানিয়া লইয়া আমি তাহা চুম্বন করিলাম।

"পত্রে আরও লেখা ছিল যে, আমি কখনও যেন লেখিকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে না চাহি। বহুদিন হইতে তিনি জগতের সহিত সকল সংস্রব তুলিয়া দিয়াছিলেন। তবে আমার নিযুক্ত কোনও বিশ্বস্ত পাত্রের সহিত তিনি দেখা করিতে পারেন। আমি মিঃ কেন্‌জিকে প্রেরণ করিলাম। মহিলাটি উপযাচকভাবেই বলিয়াছিলেন যে, তিনি ছদ্মনামে অবস্থান করিতেছেন। তিনি এ কথাও বলিয়াছিলেন যে, এ ক্ষেত্রে যদি রক্তের কোনও সম্বন্ধ থাকে, তবে সেই সূত্রে তিনি বালিকাটির মাতৃষ্বসা। ইহা ছাড়া তিনি আর কিছুই বলিতে সম্মত হন নাই। প্রিয় ভগিনি, আমি যাহা জানি, সব তোমায় বলিলাম।"

আমি কিয়ৎকাল তাঁহার হাতখানি আমার করপুটে ধরিয়া রাখিলাম।

তিনি বলিয়া চলিলেন, "আমি যাহার ভার লইয়াছিলাম, প্রায়ই আমি তাহাকে দেখিতে যাইতাম। তবে সে আমাকে দেখিতে পাইত না। আমি জানিতাম, সে সকলেরই প্রিয়, কর্ম্মনিপুণা ও সুখী। আমি তাহার জন্য যাহা করিয়াছি, তাহার লক্ষ গুণ প্রতিদান সে আমাকে দিয়াছে। প্রতিদিন তাহার নিকট হইতে কোটি গুণ পাইতেছি!"

আমি বলিলাম, "আর সে-ও তাহার অভিভাবককে পিতার ন্যায় জ্ঞান করিয়া প্রতিদিন তাঁহার মঙ্গলকামনা করিয়া থাকে।"

পিতৃশব্দ উচ্চারণে তাঁহার মুখে আবার যেন পুরাতন চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিল। পূর্ব্বের ন্যায় যত্নে তিনি সে ভাব তখনই দমন করিলেন। আমার মনে হইল, কথাটাতে তিনি যেন বড় একটা আঘাত পাইয়াছেন। আমি সবিস্ময়ে ভাবিলাম, কেন এমন হইল, কিছুই বুঝিতেছি না। সত্যই আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই।

আমার ললাটে চুম্বন করিয়া তিনি বলিলেন, "পিতার ন্যায়ই আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, যাও, এখন একটু ঘুমাও। এত রাত্রিতে আর কাজ করিও না। আমাদের জন্য তোমার কাজের অন্ত নাই।"

সে রাত্রিতে আমি আর কাজ করিলাম না; চিন্তাও করিলাম না। ভগবান আমার প্রতি কত করুণ, তাহা ভাবিয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার উদ্দেশে অর্ঘ্য নিবেদন করিলাম। তার পর ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিনে আমাদের বাড়ীতে একজন অতিথি আসিলেন। তিনি সেই ডাক্তার আলান্ উডকোর্ট। তিনি বিদায় লইতে আসিয়াছিলেন। চীনদেশে তিনি যাইতেছেন। জাহাজের ডাক্তার নিযুক্ত হইয়া তিনি চীন ও ভারতবর্ষে গমন করিবেন। দীর্ঘকাল তিনি এ দেশে অনুপস্থিত থাকিবেন।

তিনি তেমন ধনবান নহেন। তাঁহার বিধবা মাতা পুত্রের শিক্ষার জন্য যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াছিলেন। লণ্ডনে চিকিৎসা-ব্যবসায়ে তিনি বিশেষ কিছুও উপার্জ্জন করিতে পারিতেছিলেন না। দিবারাত্রি তাঁহার ডাক ছিল বটে, কিন্তু তাহার অধিকাংশ সময়ই দরিদ্র পরিবারে চিকিৎসায়

অতিবাহিত হইত। চিকিৎসা-শাস্ত্রে দক্ষতা সত্ত্বেও সুপারিশের অভাবে অর্থাগম তেমন হইতেছিল না। আমার অপেক্ষা তিনি সাত বৎসরের বড় শুনিলাম।

তিন চারি বৎসর ধরিয়া তিনি ব্যবসা করিতেছেন। যদি আর তিন কি চারি বৎসর তিনি এইভাবে কাটাইয়া যাইতে পারিতেন, তাহা হইলে সমুদ্রযাত্রা করিবার তাঁহার কোন প্রয়োজন হইত না। কিন্তু সঞ্চিত এমন অর্থ নাই বা সম্পত্তি নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া তিনি আর এক দিনও কাটাইতে পারেন। তাই তাঁহাকে বাধ্য হইয়া চাকরী লইয়া সুদূর প্রাচ্যরাজ্যে যাইতে হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে আরও কয়েকবার তিনি আমাদের বাসায় আসিয়াছিলেন। তিনি চলিয়া যাইতেছেন শুনিয়া আমরা সকলেই দুঃখপ্রকাশ করিলাম। আমরা শুনিয়াছিলাম, এই নবীন চিকিৎসক বেশ সুখ্যাতির সহিত কাজ করিতেছিলেন। বিশেষজ্ঞগণেরও তাঁহার সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা ছিল।

জননীকে সঙ্গে করিয়া তিনি বিদায় লইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা প্রৌঢ়া, দেখিতে বেশ সুন্দরী। কিন্তু তাঁহাকে বড়ই গর্ব্বিতা বলিয়া মনে হইল। কোনও বনিয়াদি বংশের কন্যা তিনি। রাজবংশের সহিত তাঁহার পিতৃবংশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও আছে শুনিলাম।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীমতী উড্কোর্ট বলিলেন যে, তাঁহার পুত্র আলান্ যেখানেই যান না কেন, নিজের বংশমর্য্যাদাকে খর্ব্ব করিয়া কখনও কাহারও সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইবেন না। ভারতবর্ষে না কি অনেক রূপবতী ইংরাজ-ললনা আছেন। ইন্দিরার প্রসন্ন দৃষ্টি লাভের জন্য তাঁহারা তথায় গিয়াছেন এমন রূপবতী ও ঐশ্বর্য্যশালিনী ইংরাজ-ললনা সহজেই আলানের অদৃষ্টে জুটিতে পারে। কিন্তু যাহার বংশ-গৌরব নাই, এমন কোন নারীকে বিবাহ করিয়া তাঁহার পুত্র কখনই তাঁহার আভিজাত্য-গর্ব্বকে খর্ব্ব করিবেন না। এই বংশমর্য্যাদা ও জন্ম এই দুইটি বিষয় লইয়া বৃদ্ধা এমনই-ভাবে কথা বলিতে লাগিলেন যে, মুহূর্ত্তের জন্য আমার মনে হইল, কথাটা যেন আমাকে উদ্দেশ করিয়াই বলা হইতেছে!

মিঃ উড্কোর্ট তাঁহার মাতার কথোপকথন-ভঙ্গিতে যেন একটু বিব্রত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু বাক্যে বা ব্যবহারে তিনি তাহা প্রকাশ করিলেন না। কৌশলক্রমে তিনি আলোচনার প্রসঙ্গটাকে ঘুরাইয়া দিলেন। তার পর আমাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া মাতা ও পুত্র চলিয়া গেলেন।

গৃহকার্য্যে সে দিন আমাকে বিশেষ ব্যস্ত হইতে হইল। সারাদিন কাজ করিতেছি, এমন সময় ক্যাডি আমার ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার হাতে একতোড়া গোলাপফুল! আমি তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

আমি বলিলাম, "ব্যাপার কি, ক্যাডি? হাতে এত বড় সুন্দর তোড়া যে?"

ক্যাডি বলিল, "বাস্তবিক ফুলের তোড়াটা বড় সুন্দর।"

আমি বলিলাম, "কে দিলে? প্রিন্স না কি?"

মাথা নাড়িয়া সে বলিল, "না, না, প্রিন্স নয়।"

আমি বলিলাম, "তবে কি তোমার দুই জন উপাসক আছে না কি?"

ক্যাডি বলিল, "বটে! এর মানে তাই বোঝায় না কি?"

তার পর হাসিতে হাসিতে সে বলিল, আধঘণ্টার ছুটী পাইয়া সে আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে। তার-পরই প্রিন্সের সঙ্গে তাহার দেখা করিতে হইবে। বলিতে বলিতে প্রতিবারই সে ফুলের তোড়াটা আমার হাতে দিতে গেল। অথবা আমার চুলের উপর কেমন মানায়, তাহা দেখিতে লাগিল। তারপর বিদায় লইবার সময় সে আমার পোষাকে ফুলটি গাঁথিয়া দিয়া বলিল যে, উহা আমারই জন্য আনীত হইয়াছে।

"আমার জন্য?—" বিস্ময়ে আমি অভিভূত হইলাম।

আমার মুখে একটা চুম্বন দিয়া বলিল, "হাঁ, আপনারই জন্য। এই তোড়াটা কোন লোক আপনার জন্য রাখিয়া গিয়াছেন!"

"রাখিয়া গিয়াছে?"

"মিস্ ফ্লিটের বাসায়। সে লোকটি মিস্ ফ্লিটের একান্ত উপকারী। তিনি এক ঘণ্টা হইল, জাহাজে গিয়াছেন। যাত্রার সময় এই তোড়াটি রাখিয়া গিয়াছেন। না, না, খুলিবেন না, ঐখানে থাকুক!" ক্যাডি আবার ফুলের তোড়াটি সযত্নে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিল। তার পর বলিল, "সে সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। লোকটি ইচ্ছা-পূর্ব্বকই ফুলটি রাখিয়া গিয়াছেন!"

১৮

রিচার্ডের পক্ষে সংকল্প স্থির করা সহজ কার্য্য হইল না। তিনি আইন শিখিবেন স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু ডাক্তার ব্যাজারের গৃহে যাইবার পর সহসা তাঁহার মনে হইল যে, চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নে তাঁহার অনিচ্ছা ত নাই। ব্যবসাটা ত নিন্দনীয় নহে, অর্থ উপার্জ্জন করা যায়, মানসম্ভ্রমও যথেষ্ট। না, তিনি এ ব্যবসা ছাড়িতে পারেন না। অন্ততঃ আরও কিছুদিন দেখা যাক্ না! রিচার্ড অতঃপর দ্বার রুদ্ধ করিয়া গ্রন্থ অধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন ও অস্থিগুলি লইয়া মনোযোগ সহকারে নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন। তাড়াতাড়ি তাঁহার জ্ঞান কিছু বাড়িয়া গেল। মাসাধিককাল তাঁহার আগ্রহ ও উত্তেজনা প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। তার পর আবার তাহার বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিল। আবার কিছুদিন পরে উৎসাহভরে পাঠে নিরত হইলেন। আইন ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান এই দুইটির কোন্‌টি অবলম্বন করিবেন, ইহা স্থির করিতে না করিতে অবশেষে কিছুকাল পরে তিনি ডাক্তার ব্যাজারের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তার পর "মেসার্স কেন্‌জি ও কারবয়" কোম্পানীর সহিত ভাগ্যসূত্র

তীব্র কঠোরতা ছিল, এ মুখে তাহার সম্পূর্ণ অভাব। লেডী ডেড্‌লকের মুখমণ্ডলে যে গর্ব্ব ও দাম্ভিকতা দেখিলাম, তাহা আমি অন্য কাহারও আননে দেখি নাই। অথচ আমি ইস্থার সমারসন্, আমি বাল্যকালে একাকীই জীবনযাপন করিয়াছি, আমার জন্মদিনে কোনও উৎসবানন্দ ছিল না, এ কথাটা এই বিলাসিনী লেডী মহোদয়াকে দেখিয়া পুনঃ পুনঃ আমার মনে সমুদিত হইতে লাগিল। কিন্তু সত্য বলিতে কি, ইঁহাকে ইতিপূর্ব্বে আমি কখনও দেখি নাই।

এই কথা মনে হইবামাত্র আমার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইয়া উঠিল। মনের ভিতর নিদারুণ উত্তেজনা অনুভব করিলাম। সম্মুখস্থ ফরাসী চাকরাণীটা হয় ত আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছে ভাবিয়া আমি একটু অস্বস্তি অনুভব করিলাম। কিন্তু সে যে আমাকেই লক্ষ্য করিতেছিল, এমন কোন প্রমাণ নাই। মন্দিরে প্রবেশ করা পর্য্যন্ত সে চারিদিকেই চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। অনেক চেষ্টার পর আমি আত্মসংবরণ করিলাম। অনেকক্ষণ পরে আমি লেডী ডেড্‌লকের মুখের দিকে চাহিলাম। তখন বক্তৃতার পূর্ব্ববর্ত্তী গান আরম্ভ হইতেছিল। লেডী মহোদয়া আমার দিকে চাহিয়াও চাহিলেন না। তিনি যে আমাকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহার আকৃতি দেখিয়া তাহাও বুঝা গেল না। ইহাতে আমার বক্ষের স্পন্দন থামিয়া গেল। ইহার পর তিনি যখন দুই-একবার আদা ও আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, তখন আর আমি তেমন চাঞ্চল্য অনুভব করি নাই।

অবশেষে মন্দিরের কার্য্য সমাপ্ত হইল। স্যার লিষ্টার, নিজে লাঠীর সাহায্য ব্যতীত হাঁটিতে না পারিলেও, তদবস্থায়-পত্নীর জন্য হাত বাড়াইয়া দিলেন। তার পর তাঁহাকে লইয়া স্যার লিষ্টার টাটুঘোড়া-যোজিত ক্ষুদ্র শকটে আরোহণ করিলেন। ভৃত্যগণও ক্রমে ক্রমে চলিয়া গেল।

উল্লিখিত ঘটনার পরের শনিবারে মিঃ জারন্‌ডিসের সহিত আমি ও আদা পার্কে বেড়াইতেছিলাম। খানিক বেড়াইবার পর আমরা তিন জনে এক স্থলে বসিয়া গান করিতে লাগিলাম। সহসা আকাশে মেঘ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। পাতায় পাতায় বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়িবার শব্দও অনুভূত হইল।

কয়দিন খুবই গ্রীষ্মাধিক্য হইয়াছিল। ঝটিকা এমন আকস্মিকভাবে প্রবাহিত হইল যে, আমরা অরণ্যের সীমা ছাড়াইবার পূর্ব্বে মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎবিকাশ ও বজ্রনাদ হইতে লাগিল; বৃষ্টিধারাও প্রবলবেগে নামিয়া আসিল। বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া থাকা যুক্তিসঙ্গত নহে মনে করিয়া আমরা দ্রুতপদে উদ্যানরক্ষকের অদূরবর্ত্তী গৃহ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলাম।

উদ্যানরক্ষকের গৃহে পৌঁছিলাম। আকাশ তখন এমন মেঘাচ্ছন্ন যে, গৃহের মধ্যস্থিত কোনও পদার্থ-ই দৃষ্টিগোচর হয় না। শুধু উদ্যানরক্ষক দুইখানি চেয়ার আনিয়া আমাকে ও আদাকে বসিতে দিল। দরজার সম্মুখে বসিয়া আমরা ঝড়ের অবস্থা দেখিতে লাগিলাম। বাতাস কেমন করিয়া সুপ্তোত্থিত দানবের ন্যায় প্রচণ্ড হইয়া উঠিতেছে, তাহা দেখিতে লাগিলাম। গাছের ডালপালা প্রবল ঝঞ্ঝার প্রভাবে কেমন নত হইতেছে, বাহুবিস্তার করিতেছে, বাতাস-তাড়িত বৃষ্টিধারা কেমন ছুটিয়া চলিয়াছে। আকাশে মেঘমালা কেমন দ্রুত ধাবিত হইতেছে, দেখিতে লাগিলাম। সে দৃশ্য যেমন মধুর, তেমনই ভয়াবহ!

"এমন খোলা জায়গায় বসিয়া থাকা কি বিপজ্জনক নয়?"

প্রশান্তভাবে আদা বলিলেন, "না ইস্থার, কোন ভয় নাই।"

আদা আমাকে লক্ষ্য করিয়া উত্তর দিলেন, কিন্তু আমি ত কথা বলি নাই।

আবার আমার বুকের স্পন্দন আরব্ধ হইল। পূর্ব্বে সে কণ্ঠস্বর আমি কখনও শুনি নাই। সে মুখমণ্ডল যেমন আমার অপরিচিত, কণ্ঠস্বরও তাহাই। কিন্তু কথাটা শুনিবামাত্র অতি বিচিত্রভাবে আমার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে আমার নিজের জীবনের সহস্র ঘটনার চিত্র মানসপটে ভাসিয়া উঠিল

সেই কুটীরে লেডী ডেড্‌লকও আমাদের পূর্ব্বে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অন্ধকারের মধ্য হইতে বাহিরে আসিলেন। তিনি আমার চেয়ারের পশ্চাতে হাত দিয়া দাঁড়াইলেন। আমি মুখ ফিরিয়া চাহিলাম।

তিনি বলিলেন, "আমি কি আপনাকে ভয় দেখাইলাম?"

"না, ভয় কিসের? ভয় পাবেই বা কেন?"

লেডী ডেড্‌লক বলিলেন, "আমি বোধ হয় মিঃ জারন্‌ডিসের সঙ্গে কথা বলিতেছি?"

"লেডী ডেড্‌লক, আপনার স্মৃতি-শক্তির প্রাখর্য্যে আমি অনুগৃহীত হইলাম।"

"গত রবিবার আমি গির্জ্জায় আপনাকে দেখিয়া চিনিয়াছিলাম। কিন্তু স্থানীয় ব্যাপার লইয়া স্যার লিষ্টারের সহিত কাহারও গোলযোগ চলিতেছে, সে জন্য আপনার সহিত আলাপ করিবার সুযোগ ঘটে নাই। এ জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত।"

কর্ত্তা বলিলেন, "তা আমি জানি। সুতরাং আমি সে জন্য কিছু মনে করি নাই।"

লেডী মহোদয়া উপেক্ষাভরে হাত বাড়াইয়া দিলেন। সেটা বোধ হয় তাঁহার অভ্যাস। তাঁহার সৌন্দর্য্য মুগ্ধকর, ব্যবহারেও আকর্ষণী-শক্তি আছে। রক্ষক তাঁহার জন্য আর একখানি কেদারা আনিয়া দিল। আদা ও আমার মধ্যবর্ত্তী স্থানে তিনি বসিলেন।

"আপনি যে যুবকের কথা স্যার লিষ্টারের কাছে

লিখিয়াছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে সকল ব্যবস্থা কি হইয়া গিয়াছে? স্যার লিষ্টার তাঁহার জন্য কিছু করিতে পারেন নাই বলিয়া অত্যন্ত দুঃখিত।"

কর্ত্তা বলিলেন, "হ্যাঁ, একরকম বন্দোবস্ত করা গিয়াছে।"

"এটি বুঝি মিস্ ক্লেয়ার?"

কর্ত্তা যথারীতি আদার সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন।

তার পর আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,"মিঃ জারন্‌ডিস্, এই যুবতীর সহিতও আমার পরিচয় করাইয়া দিন।"

কর্ত্তা বলিলেন, "এটি যথার্থই আমার ওয়ার্ড। ইঁহার নাম মিস্ সমারসন্। ইঁহার সম্বন্ধে আমি কোনও বিচারপতির নিকট দায়ী নই।"

লেডী বলিলেন, "ইঁহার পিতামাতা কেহই নাই বুঝি?"

"হাঁ।"

"এমন অভিভাবক পাইয়া উনি খুবই সৌভাগ্যবতী।"

লেডী ডেড্‌লক্ আমার দিকে চাহিলেন, আমিও তাঁহার প্রতি চাহিলাম। আমি বলিলাম, তাঁহার অনুমান যথার্থ। সহসা লেডী মহোদয়া আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। আমার বোধ হইল, যেন তিনি আমাকে দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন না। লেডী কর্ত্তাকে বলিলেন, "মিঃ জারন্‌ডিস্, আমরা যখন পরস্পর মিলিত হইতাম, সে বহুদিনের কথা, কেমন নয় কি?"

তিনি বলিলেন, "হাঁ, দীর্ঘ কালের কথা বটে। গত রবিবারে আপনার সহিত দেখা না হওয়া পর্য্যন্ত সেই রকমই ত মনে ছিল।"

ঈষৎ তাচ্ছীল্যভরে লেডী বলিলেন, "আপনিও দেখিতেছি, শেষে চাটুকার হইয়া উঠিলেন! অন্ততঃ আমার সম্বন্ধে তেমন একটা খ্যাতি আছে।"

"লেডী ডেড্‌লক্, আপনার খ্যাতি এমন বাড়িয়াছে যে, তজ্জন্য আপনার কিছু দণ্ড পাওয়া দরকার। কিন্তু আমার কাছে আপনার কোন ঋণ নাই।"

ঈষৎ হাস্যে লেডী বলিলেন, "বটে! তাই না কি? কথাটা সত্য।"

কিয়ৎকাল বাহিরের বৃষ্টিধারার প্রতি চাহিয়া লেডী মহোদয়া বলিলেন, "আমরা যখন বিদেশে ছিলাম, সে সময় আমার ভগিনীর সহিত আপনার বিশেষ পরিচয় ছিল। আমার অপেক্ষাও সে আপনার অধিক পরিচিতা ছিল, কেমন, নয় কি?"

কর্ত্তা বলিলেন, "হাঁ, আমাদের প্রায়ই সাক্ষাৎ হইত।"

লেডী ডেড্‌লক্ বলিলেন, "আমরা যে যাহার পথে চলিতাম। আমাদের উভয়ের মতি-গতির পার্থক্য যতটা বেশী ছিল, মতের মিল ততটা ছিল না। সেটা গভীর পরিতাপের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু কোনও উপায় ছিল না।"

লেডী ডেড্‌লক পুনরায় বৃষ্টিধারা দেখিতে লাগিলেন।

ঝড়ের বেগ তখন অনেকটা মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছিল। বৃষ্টির ধারাও কমিয়া আসিয়াছিল। দূরবর্ত্তী শৈলোপরি মাঝে মাঝে বজ্রধ্বনি শোনা যাইতেছিল। সূর্য্যের স্তিমিত দীপ্তি সিক্ত বৃক্ষপত্রের উপর ঝক্-ঝক্ করিয়া উঠিল। আমরা বসিয়া আছি, এমন সময় দেখিলাম, পনি-যোজিত ক্ষুদ্র ফিটনখানি আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

উদ্যানরক্ষক বলিল, "রাণী ঠাকুরাণি! লোকটা গাড়ী লইয়া আসিতেছে।"

গাড়ীখানি সন্নিহিত হইলে আমরা দেখিলাম, তন্মধ্যে দুই জন আরোহী উপবিষ্ট। গাড়ী থামিলে অঙ্গাবরণ প্রভৃতি লইয়া প্রথমেই ফরাসী রমণীটি নামিল, তৎপরে সেই সুন্দরী যুবতীটি অবতরণ করিল।

লেডী মহোদয়া বলিলেন, "তোমরা দুই জনে আসিলে যে?"

ফরাসিনী বলিল, "আমি আপনার পরিচারিকা। খবর পাইলাম, আপনি সহচরীকে আহ্বান করিয়াছেন, তাই আমি আসিলাম।"

সুন্দরী যুবতী বলিল, "আমার মনে হইল, ঠাকুরাণী আমাকেই ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।"

প্রশান্তভাবে লেডী বলিলেন, "আমি তোমাকেই ডাকিয়াছিলাম, বাছা। শালখানা আমার গায় জড়াইয়া দেও।"

সুন্দরী যুবতী লেডী মহোদয়ার আদেশ পালন করিল। ফরাসিনী ওষ্ঠে ওষ্ঠ চাপিয়া নীরবে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল।

মিঃ জারন্‌ডিস্‌কে উদ্দেশ করিয়া লেডী ডেড্‌লক বলিলেন, "পূর্ব্বের মত বন্ধুত্বটাকে জাগাইয়া তুলিবার সুযোগ হইবে না বলিয়া আমি দুঃখিত। কিন্তু আমি গাড়ী পাঠাইয়া দিলে তাহাতে চড়াইয়া এই যুবতী দুইটিকে পাঠাইয়া দিবেন। গাড়ীখানি এখনই ফিরিয়া আসিবে।"

কিন্তু কর্ত্তা সে প্রস্তাবে সম্মত না হওয়াতে লেডী মহোদয়া আদার নিকট বিদায় লইলেন। আমার সঙ্গে বিদায়-সম্ভাষণ করিলেন না। কর্ত্তার বাহু অবলম্বন করিয়া তিনি গাড়ীতে উঠিলেন।

সুন্দরী যুবতীকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাছা, তুমিও এস। তোমাকে আমার প্রয়োজন আছে। হাঁকাও।"

গাড়ী চলিয়া গেল। ফরাসিনী যেমন দাঁড়াইয়াছিল, ঠিক তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল। বুঝিলাম, সে যেমন গর্ব্বিতা, তাহার দর্প তেমনই চূর্ণ হইয়াছে। গাড়ী চলিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত সে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া মনের অবস্থা কিছু বুঝা গেল না। তার পর সে জুতাজোড়া খুলিয়া রাখিয়া নগ্নপদে মাঠ পার হইয়া চলিয়া গেল।

কর্ত্তা বলিলেন, "এই রমণীটি পাগলী না কি?"

রক্ষক সস্ত্রীক সেখানে দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল, "না মহাশয়! হর্টেন্সি পাগলী নয়। তাহার মাথা খুব ঠিক আছে। কিন্তু তাহার ক্রোধ দুর্দ্দমনীয়। যদি কেহ তাহাকে ছাড়াইয়া যায়, তবে সে তা কোনমতে সহ্য করিতে পারে না।"

কর্ত্তা বলিলেন, "কিন্তু জুতা খুলিয়া, খালি পায়ে হাঁটিবার প্রয়োজন কি ছিল?"

লোকটি বলিল, "জলের ঠাণ্ডাতে তাহার শরীরের গরম রক্তটা শীতল হইয়া যাইবে।"

উদ্যানরক্ষকের স্ত্রী বলিল, "অথবা যখন সে দেখিল, তার সব যাইতেছে, তখন সে নিজের রক্তের উপর দিয়া এমনই নিশ্চিন্তভাবে হাঁটিয়া যাইবে, তাই বা বুঝাইল!"

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে আমরা বাহির হইলাম। বৃষ্টিপাতে চারিদিকে যেন সজীবতার সঞ্চার হইয়াছিল। পাখীর গান বন্ধ হয় নাই, বরং আরও মধুর শুনাইতে লাগিল। দেখিলাম, ম্যাদম সেলি হর্টেন্সি নগ্নপদে ভিজা ঘাসের উপর দিয়া দৃঢ়পদে প্রাসাদের অভিমুখে চলিতেছে।

১৯

গ্রীষ্মের অবকাশ। লণ্ডনের বিচারালয়গুলি বন্ধ। ব্যবহারাজীবগণ চারিমাসের অবকাশে নানাদিকে ধাবিত হইয়াছেন। আইন-সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্ম্মই তখন বন্ধ। মিঃ স্নাগস্বির কাজকর্ম্ম সে সময় বড় মন্দা। কারণ, আইন-আদালত-ঘটিত কাগজপত্রাদি সরবরাহ তিনিই করিয়া থাকেন। আদালত যখন বন্ধ, তখন খরিদ্দারই বা কোথায়, আর বিক্রয়ই বা করিবেন কাহাকে?

সে দিন মিঃ স্নাগস্বির বাড়ীতে নিমন্ত্রণের যোগাড় হইয়াছিল। স্নাগস্বি-দম্পতি কয়েকটি বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। পরিচারিকা গষ্টার বৈঠকখানা-ঘরটিকে ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিচ্ছন্ন করিতেছিল। চ্যাডব্যাণ্ডদম্পতি আজ তাঁহাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। তাঁহাদের আহারের জন্য ভাল ভাল জিনিষ সংগৃহীত হইয়াছিল।

মিঃ স্নাগস্বি তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁরা কটার সময় আস্‌বেন?"

শ্রীমতী বলিলেন, "ছটায়।"

"ছটা ত বেজে গেছে।"

শ্রীমতী স্নাগস্বি তিরস্কারচ্ছলে বলিলেন, "তুমি কি তাঁদের বাদ দিয়েই খেতে চাও না কি?"

ব্যস্তভাবে স্নাগস্বি বলিলেন, "না, না, আমি তা বল্‌ছি না। আমি শুধু এম্‌নি জিজ্ঞাসা করছিলাম।"

এমন সময় গষ্টার ঘরের মধ্যে আসিয়া জানাইল যে, চ্যাডব্যাণ্ড-দম্পতি উঠানে আসিয়া পড়িয়াছেন।

দম্পতি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মিঃ চ্যাডব্যাণ্ড দীর্ঘাকার পীতবর্ণ মনুষ্য। মুখে হাসি আছে। শ্রীমতী চ্যাডব্যাণ্ড অত্যন্ত গম্ভীরা, স্বল্পভাষিণী ও কিছু রূঢ়ভাবাপন্না।

নানাপ্রকার আলোচনার পর সকলে ভোজনে উপবিষ্ট হইলেন। গষ্টার তাঁহাদিগকে জিনিষপত্রাদি আনিয়া দিতেছিল। সহসা পরিচারিকা মিঃ স্নাগস্বির কাণে কাণে বলিয়া গেল যে, তাঁহাকে একবার বাহিরে আসিতে হইবে, কাজ আছে।

স্নাগস্বি আসন ছাড়িয়া বলিলেন, "আধ মিনিটের জন্য বাহিরে যাইতেছি। মাপ করিবেন। দোকানে একটু কাজ আছে।"

নীচে নামিয়া আসিয়া তিনি দেখিলেন, তাঁহার আপিসের দুই জন শিক্ষানবীশ কর্ম্মচারী একটি পুলিস কনষ্টেবলের সহিত কি কথা বলিতেছে। কন্‌ষ্টেবল একটা অপরিচ্ছন্ন বালকের হাত ধরিয়া রহিয়াছে।

মিঃ স্নাগস্বি বলিলেন, "ব্যাপার কি? কি হয়েছে?"

কন্‌ষ্টেবল বলিল, "এই ছোঁড়াটাকে এত বল্‌ছি, ব্যাটা তবু এক পা নড়বে না।"

বালক বলিল, "কেন মশায়? সারাজীবন ধরেই ত ন'ড়ে ন'ড়ে বেড়াচ্ছি। জন্মে অবধি কোথাও ত স্থান পাইনে, এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে সেখানে, এই করেই ত বেড়াচ্ছি, মশায়। আর এখন যাব কোথায়? যাবার জায়গা নেই।"

বালক তাহার নয়নের উদ্‌গত অশ্রু বাহু দ্বারা মুছিয়া ফেলিল।

কন্‌ষ্টেবল বলিল, "ব্যাটা কিছুতেই নড়বে না। বার বার ওকে ব'লে দিয়েছি, এখান থেকে চ'লে যা, তা কোনমতেই যাবে না। তাই ওকে জেলে নিয়ে যাচ্ছি। ব্যাটা বদমাসের ধাড়ী!"

মাথার চুল টানিতে টানিতে বালক বলিল, "কোথায় যাব আমি?"

খুব জোরে নাড়া দিয়া কনষ্টেবল বলিল, "ও সব চালাকী চল্‌বে না। নইলে এক চড়ে তোকে ঠাণ্ডা ক'রে দেব। আমার হুকুম, তোকে এ জায়গা ছেড়ে যেতে হবে। এক ঘণ্টায় ত তোকে আমি অন্ততঃ পাঁচশবার বলেছি।"

"কিন্তু কোথায় যাব?"

মিঃ স্নাগস্বি কাসিতে কাসিতে বলিলেন, "ওহে কন্‌ষ্টেবল! কথাটা ঠিক বলেছে। সত্যই ও কোথায় যাবে, তুমি বাংলে দিতে পার?"

কনষ্টেবল বলিল, "তা আমি জানিনে। আমার উপর হুকুম হয়েছে যে, ছোঁড়াটা এ জায়গা ছেড়ে চ'লে যাবে। এখানে ও থাক্‌তে পাবে না।"

শুনিতেছ জো! এত বড় নগরের আলোকিত রাজপথেও তোমার স্থান নাই। তোমাদের মত যাহারা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, তাহারা শুধু চলিতে থাকিবে,

স্থিরভাবে থাকিবার স্থান তাহাদের নাই! অতএব অগ্রসর হও!

মিঃ স্নাগস্‌বি নিরুত্তর। তিনি শুধু কাসিতে লাগিলেন। এ দিকে রাজপথে বাদানুবাদ হইতেছে শুনিয়া চ্যাডব্যাণ্ড-দম্পতি ও শ্রীমতী স্নাগস্‌বি সিঁড়ির কাছে নামিয়া আসিলেন। গপ্টার ত এক ধারে দাঁড়াইয়াই ছিল।

কনষ্টেবল অবশেষে বলিল, "কথাটা হচ্ছে এই, আপনি কি এই ছোঁড়াটাকে চেনেন?"

শ্রীমতী স্নাগ্‌স্‌বি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, না, উনি চেনেন না।"

মিঃ স্নাগ্‌স্‌বি পত্নীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ওগো প্যাণি! একটু থাম। ছোঁড়াটিকে আমি যে জানি না, এমন নয়। যা জানি, তাতে ক্ষতি হবার মত কিছু নেই। বরঞ্চ ঠিক তার বিপরীত, বুঝেছ কনষ্টেবল?"

এই বলিয়া তিনি জো সম্বন্ধে যতটুকু জানিতেন, তাহা বর্ণনা করিলেন। শুধু তিনি যে আধখানা গিনি তাহাকে পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলেন, শুধু সেইটুকু চাপিয়া গেলেন।

কনষ্টেবল বলিল, "তবে ত ছোঁড়াটা যা বলেছে, তা একেবারে মিথ্যা নয়। আমি যখন তাকে হলবরণের থানায় নিয়ে যাই, তখন সে বলেছিল যে, ও আপনাকে চেনে! সে সময় এক জন যুবক সেখানে ছিলেন, তিনি বল্‌লেন যে, আপনার সঙ্গে তাঁর আলাপ আছে। আপনি এক জন মানী গৃহস্থ, তাও আমায় জানালেন। যদি আমি অনুসন্ধানে আসি, তবে তিনিও আমার সঙ্গে আস্‌তে রাজি হবেন। এখন দেখ্‌ছি, তিনি তাঁর কথা রাখ্‌তে পাল্লেন না—না, না, ঐ যে তিনি আস্‌ছেন!

মিঃ গুপী তথায় দেখা দিলেন। পরস্পরের অভিবাদনাদি শেষ হইল।

তিনি বলিলেন, "আমি আপিস হইতে আসিবার সময় পথে গোলমাল দেখিয়া দাঁড়াই। আপনার নাম শুনিয়া আমি পুলিসকে বলিলাম যে, আমি মিঃ স্নাগ্‌স্‌বিকে চিনি। ব্যাপারটার অনুসন্ধান হওয়া দরকার বিধায় আমি নিজেও আসিতে সম্মত হই।"

মিঃ স্নাগ্‌স্‌বি বলিলেন, "আপনার যেমন সাধু অন্তঃকরণ, সেইরকম কাজই করেছেন। এজন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।"

কনষ্টেবল জোকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "এখন আমি বুঝতে পারছি, ছোক্‌রা, তুমি কোথায় থাক। সে জায়গাটা বড় ভাল না হে, ছোকরা?"

জো বলিল, "তার চেয়ে ভাল জায়গা আমি পাব কোথায়? আমার মত ভবঘুরেকে কে ভাল জায়গায় স্থান দেবে?"

কনষ্টেবল বলিল, "তুই ভারী গরীব, না রে ছোঁড়া?"

জো বলিল, "হ্যাঁ মশায়, বড় গরীব!"

"মশায়রা বিচার ক'রে দেখুন। ছোঁড়ার কাছ থেকে দুটি আধ ক্রাউন পেয়েছি।"

জো বলিল, "মিঃ স্নাগ্‌স্‌বি, ঐ দু'টোই আমার সম্বল। একটি ঠাকরুণ আমায় একটা মোহর দিয়েছিলেন। যে লোকটা সে দিন মারা গিয়েছে, তার ঘর ও কোথায় তার কবর দেওয়া হয়েছে, দেখাতে পারলে তিনি আমার বক্‌শীস করবেন বলেছিলেন। আমি সব দেখিয়ে দিলে তিনি আমায় মোহরটা দেন। ওটা ভাঙ্গিয়ে, আমি বাড়ীভাড়া দেই। ভাঙ্গাবার সময় দোকানদার আমার পাঁচ সিলিং কেটে নিয়েছিল। আর একটা ছোঁড়া পাঁচ টাকা চুরী ক'রে নেয়।" এই বলিয়া জো কাঁদিতে লাগিল।

কনষ্টেবল বালকটির দিকে ঘৃণাভরে চাহিয়া বলিল, "তোর এ সব কথা কে বিশ্বাস করবে বল্ দেখি?"

জো কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমি যা জানি, তাই বল্লাম। আর কিছুই জানিনে।"

দর্শকদিগের দিকে চাহিয়া কনষ্টেবল বলিল, "ছোঁড়াটা কি বজ্জাত, তা আপনারা দেখলেন ত? শুনুন মিঃ স্নাগ্‌স্‌বি, এবার যদি আমি ওকে ছেড়ে দেই, আপনি ওর ভার নিতে পারবেন?"

শ্রীমতী বলিয়া উঠিলেন, "না, ও সব হবে না।"

স্বামী অনুনয়পূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি একটু থাম লক্ষ্মি! কনষ্টেবল, আচ্ছা, ও যাতে অন্যত্র যায়, তার ব্যবস্থা করা যাচ্ছে। বাচ্ছা, তোমাকে এ স্থান ছেড়ে যেতে হবে, বাবা!"

হতভাগ্য জো বলিল, "তা যা বল্‌বেন, তাই করবো।"

কনষ্টেবল বলিল, "হাঁ, তাই কর্। তুই বেশ জানিস্, এ ছাড়া তোর আর কোন পথ নেই। এর পরে আবার ধরা পড়লে এত সহজে আর পার পাবি না। এই নে তোর টাকা-কড়ি।" এই বলিয়া সে বালকের হস্তে তাহার অর্থ প্রদান করিল। তার পর বলিল, এখনই এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে চ'লে যা। তোরও ভাল, আমাদেরও ভাল।"

কনষ্টেবল চলিয়া গেল।

জো'র কাহিনী, লেডী-ঘটিত বিবরণ অসম্ভব হইলেও উপস্থিত সকলেরই কৌতূহল তাহাতে উদ্রিক্ত হইয়াছিল। মিঃ গুপী তাহাকে প্রশ্নের উপর প্রশ্নের দ্বারা বিব্রত করিয়া তুলিলেন। শ্রীমতী স্নাগ্‌স্‌বি মিঃ গুপীকে ভিতরে আসিয়া চা-পান ও জলযোগের জন্য অনুরোধ করিলেন। গুপী তাহাতে অসম্মত হইলেন না; জো'র হাত ধরিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

কথা শুনিতে শুনিতে গুপী বলিলেন, "হয় ছোঁড়াটা আগাগোড়া বানাইয়া বলিতেছে, নয় ত নিশ্চয়ই ব্যাপারটায় কিছু গোলযোগ আছে। কেন্‌জি ও কারবয়ের ওখানে যোগ দেওয়া অবধি এমন কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার আমার চোখে আর পড়ে নাই।"

এই সময়ে শ্রীমতী চ্যাডব্যাণ্ড শ্রীমতী স্নাগ্‌সবির কাণে কাণে কি বলিলেন। তাহাতে শ্রীমতী বলিয়া উঠিলেন, "বটে!"

শ্রীমতী চ্যাডব্যাণ্ড বলিলেন, "হাঁ, অনেক কাল ছিলাম!"

শ্রীমতী স্নাগ্‌সবি গুপীকে বলিলেন, "শ্রীমতী চ্যাডব্যাণ্ড, আমার এই বন্ধুটি, অনেক দিন হ'তে কেন্‌জি ও কারবয়কে জানেন, শুন্‌ছেন?"

গুপী বলিলেন, "তাই না কি?"

শ্রীমতী চ্যাডব্যাণ্ড বলিলেন, "আমার বর্ত্তমান স্বামীর সহিত বিবাহ হইবার অনেক আগে থেকে।"

মিঃ গুপী বালককে ক্রশ করা স্থগিত রাখিয়া বলিলেন, "ম্যাদাম্, আপনি কি কোন মোকদ্দমার সংস্রবে আসিয়াছিলেন না কি?"

"না।"

"তবে কি আপনার কোন জানা লোক মোকদ্দমা করিতে গিয়াছিলেন, তাইতে জানেন?"

"তাও ঠিক নয়।"

"তবে কি? কোন্ সূত্রে তাঁহাদের সহিত আপনাদের পরিচয় ঘটে?"

শ্রীমতী বলিলেন, "আপনার বয়স দেখিয়া আমার অনুমান হয়, সে সময় আপনি কেন্‌জি ও কারবয়ের ওখানে প্রবেশ করেন নাই। ইস্থার সমারসন্ নাম্নী একটি বালিকার লালন-পালনের ভার আমার উপর ছিল। মেসার্স কেন্‌জি ও কারবয়ই আমায় সে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

উত্তেজিতভাবে মিঃ গুপী বলিলেন, "বলেন কি? মিস্ সমারসন্!"

"হাঁ। মিস্ ইস্থার সমারসন্।"

গুপী বলিলেন, "ম্যাদাম্, সেই যুবতী যখন প্রথমে লণ্ডনে আসেন, তখন এই অধমই তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল।"

জো পরিত্রাণলাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মিঃ গুপী তাহাকে এক আনা পয়সা বক্‌সীস করিলেন। বালক তথা হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

অনেক দূর চলিয়া একটা পোলের ধারে একখানি পাথরের উপর বসিয়া সে কিছু জলযোগ করিতে লাগিল।

দূরে সেণ্টপল্‌স্ ধর্ম্মমন্দিরের উজ্জ্বল চূড়া অস্তগামী সূর্য্যকিরণে জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছিল। এত বড় নগরের কোথাও তাহার স্থান নাই। সূর্য্য পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িতেছিলেন, নদীর স্রোত দ্রুতবেগে বহিয়া চলিয়াছে, দুই ধারে জনস্রোত চলিয়াছে, সকলেই কোন না কোন উদ্দেশ্যে চলিয়াছে। কিন্তু তাহার স্থান কোথায়?

২০

সে দিন আপিসে বসিয়া মিঃ গুপী কাজ করিতেছিলেন। কেন্‌জি ও কারবয় গ্রীষ্মাবকাশে পল্লী-নিবাসে গিয়াছেন। শুধু মিঃ গুপী ও মিঃ রিচার্ড কারস্টন আপিসের ভার লইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। মিঃ গুপী এই নবাগত আইন অধ্যয়নকারী যুবকটিকে প্রতিযোগী বলিয়া মনে করিতেন। সন্দেহ রোগটা তাঁহার অত্যন্ত প্রবল ছিল। কেহ যদি কেন্‌জি ও কারবয়ের আপিসে কাজ শিখিতে আসিল, অমনই গুপীর মনে হইত, সেই লোকটি তাঁহাকে সরাইবার জন্যই আসিয়াছে। কিন্তু মিঃ কারস্টনকে সর্ব্বদাই জারন্‌ডিস্ ও জারন্‌ডিসের মোকদ্দমাসংক্রান্ত কাগজপত্র ঘাঁটিতে দেখিয়া মিঃ গুপী একটু নিশ্চিন্ত ছিলেন। কারণ, তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ও সব দেখিলে সব গোল হইয়া যাইবে এবং তাহাতে ব্যর্থতাও আসিবে! সেটা মিঃ গুপীর পক্ষে মঙ্গলের কথা।

কেন্‌জির আপিসে আর এক জন ছোকরা কর্ম্মচারী ছিল, তাহার নাম ইয়ং স্মলউইড্। তাহার বয়স পঞ্চদশ হইতে পারে। বালকটি সকল বিষয়ে মিঃ গুপীকে নকল করিত। গুপীই তাহার আদর্শ। তাঁহার মত বেশভূষা করা, কথা বলা, হাঁটা সবই সে নকল করিয়াছিল।

মিঃ গুপী আপনার ঘরে বসিয়া কাজ করিতেছেন, এমন সময় কেহ ডাকিল, "ওহে গুপী!"

গুপী দেখিলেন, জানালার ধারে নীচে তাঁহার পূর্ব্বতন বন্ধু মিঃ জবলিং দাঁড়াইয়া।

তিনি বলিলেন, "তুমি হঠাৎ কোথা থেকে হে?"

"ডেপ্টফোর্ড থেকে আস্‌ছি। আর সহ্য করা যায় না। এবার নাম না লেখালে আর চলে না। এখন একটা আধা ক্রাউন ধার দিতে পার? বড় ক্ষিদে পেয়েছে।"

মিঃ গুপী তাহাকে টাকা ছুড়িয়া দিয়া বলিলেন, "আজ রাত্রিতে আমার সঙ্গেই আহার কর না?"

জবলিং বলিল, "তোমার কত দেরী হবে?"

"বেশী নয়, আধ ঘণ্টা। শত্রুটা গেলেই বাহির হইব।"

"শত্রু আবার কে হে?"

"একটা নূতন এসেছে। সে-ও উকীল হবে। তুমি একটু অপেক্ষা করবে?"

"কিছু পড়বার মত কাগজ-টাগজ দাও; ততক্ষণ পড়তে থাকি।"

জবলিং কাগজ পাইয়া এক ধারে গিয়া পড়িতে বসিল।

শত্রু চলিয়া গেলে, মিঃ গুপী সদলবলে একটি হোটেলে খানা খাইতে গেলেন।

জবলিং বলিল, "তোমার সেই তিনি কেমন আছেন, ভাই?"

মিঃ গুপী বলিলেন, "ও কথা বাদে অন্য প্রসঙ্গের আলোচনা কর, আমার আপত্তি নাই।"

জবলিং ক্ষমা চাহিল।

হোটেলে বসিয়া তিন বন্ধুতে পানাহার করিতে লাগিল।

জবলিং বলিল, "দেখ ভাই, কাজ-কর্ম্ম ত এখন কিছু নাই। পেটটাকে ত চালাইতে হইবে। টাকা কোথায় পাই? কাজেই নাম না লিখাইয়া আর উপায় কি?"

মিঃ গুপী বলিলেন, "দেখ, তোমার সম্বন্ধে আমরা অনেকবার অনেক রকম আলোচনা করিয়াছি। তুমি আইনের কাজ শিখিতে শিখিতে চলিয়া যাওয়ার পর হইতেই বন্ধুবর স্মলউইডের সঙ্গে তোমার কথা আলোচনা করা গিয়াছে। আমি একটা বিষয়ের প্রস্তাব করিতেছি। তুমি স্নাগস্‌বিকে জান?"

জবলিং বলিল, "হাঁ, ঐ নামের এক জন আছে বটে, তবে আমাদের আপিসের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না বলেই আমার সঙ্গে তার আলাপ হয়নি।"

"সে এখন আমাদেরই। তার সঙ্গে এখন খুব জানা-শোনা হইয়াছে। স্বামি-স্ত্রী দুই জনেই আমার খুব বাধ্য। টলকিংহরণের যত কাজ স্নাগস্‌বির হাতে। সুতরাং নকল করার কাজ সে খুব জোগাড় দিতে পারিবে।"

জবলিং মাথা নাড়িল।

গুপী বলিয়া চলিলেন, "অবশ্য তুমি বলিবে, উহাতে আর কত উপায় করা যাইবে? সে কথা সত্য। কিন্তু নেই মামার চেয়ে ত কাণা মামাও ভাল। অন্ততঃ নাম লেখানর চেয়ে ঢের ভাল।"

জবলিং কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু মিঃ গুপী তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "আরও একটা কথা আছে। তুমি বোধ হয়, বুড়া ক্রুককে জান?"

"হাঁ, তাকে আমি দেখেছি, তবে আলাপ নেই।"

"আচ্ছা, মিস্ ফ্লিটকে চেন?"

জবলিং বলিল, "তাকে আর কে না জানে?"

"সে কথা ঠিক। ইদানীং সেই বুড়ীকে আমি কর্ত্তাদের নির্দ্দেশমতে সপ্তাহে কিছু টাকা দেই। ক্রুকের বাড়ীতে সে ভাড়াটিয়া, তার বাড়ীভাড়ার টাকাও আমাদের দিতে হয়। সেটা আমি নিজের হাতেই ক্রুকের নিকট দিয়া থাকি। এজন্য বুড়ার সঙ্গে আমার বেশ আলাপ হয়ে গিয়েছে। তার বাড়ীতে একটি ঘর খালি আছে। অল্প ভাড়ায় সে ঘরটি তুমি পাবে, আমি বলিলেই তোমাকে দিবে। তুমি ছদ্মনামে যত দিন ইচ্ছা সেখানে থাক্‌তে পার। সে তোমাকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিবে না। বুড়াটার কাছে নানা রকম কাগজপত্র আছে। রাতদিনই ব্যাটা সেই সব কাগজপত্র নাড়া-চাড়া করে। আমার ইচ্ছা, তার কাজের উপর একটু লক্ষ্য রাখিতে পারিলে ভাল হয়।"

অনেক আলোচনার পর জবলিং বন্ধুর নির্দ্দেশমত কাজ করিতে সম্মত হইল।

মিঃ গুপী তার পর বলিলেন, "আর একটা কথা, তুমি যে ঘরটা ভাড়া লইতে যাইতেছ, সেই ঘরে, কিছুদিন আগে একটা লোক মারা গিয়াছে।

জবলিং বলিল, "তাই না কি?"

"হাঁ। তাহাতে তোমার কোন ভয় নাই। লোকটা হঠাৎ মারা পড়ে!"

জবলিং বলিল, "না, আমার মনে সেজন্য ভয় হইবে কেন? তবে ও ঘরে না মরিয়া অন্যত্র মরিলেই ভাল হইত।"

বন্দোবস্ত পাকা হইয়া গেলে গুপীর নির্দ্দেশানুসারে স্মলউইড দেখিতে গেল, বুড়া ক্রুক বাসায় আছে কি না। সে অনতি-বিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, বুড়োকে বাহিরের ঘরে বসিয়া থাকিতে সে দেখিয়াছে।

জবলিংকে লইয়া মিঃ গুপী ক্রুকের বাড়ী গমন করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, বৃদ্ধ তখনও নিদ্রা যাইতেছে। তাহার চিবুক বুকের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সম্মুখে টেবলের উপর একটা জিনের শূন্য বোতল। ঘরের মধ্যে মদের গন্ধ ভরভর করিতেছিল।

মিঃ গুপী বৃদ্ধকে নাড়া দিয়া ডাকিলেন, "মিঃ ক্রুক, ওঠ, ওঠ!"

কিন্তু সুরাপানে বৃদ্ধ এমনই বিভোর যে, সহসা তাহার চৈতন্য হইল না। অনেক চেষ্টার পর বৃদ্ধের নেশা ভাঙ্গিল। খালি-বোতলটার প্রতি চাহিয়া সে বলিল, "তাই ত, কিছু নাই যে!"

গুপী বলিলেন, "তুমি আরও চাও? বল ত, আমি এক বোতল আনিয়ে দেই।"

ক্রুক বোতলটা লইয়া মিঃ গুপীর হাতে গুঁজিয়া দিল। তাহার অভিপ্রায় ও আগ্রহ বুঝিয়া তিনি তখনই বাহিরে গেলেন। অত্যল্পকাল পরেই বোতলভরা সুরা লইয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন। বৃদ্ধ সাদরে বোতলটি লইল। তার পর মৃদুস্বরে বলিল, "এ ত চৌদ্দ পেনী দামের নহে, এর দাম যে আঠারো পেনী।"

মিঃ গুপী বলিলেন, "তোমার হয় ত ইহা আরও ভাল লাগিতে পারে, তাই এটাই নিয়ে এলাম।"

"আপনি বড়ই ভদ্রলোক।"

মিঃ গুপী এই অবকাশে বন্ধুকে মিঃ উইভিল নামে ক্রুকের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। বৃদ্ধ তাহার ভাবী ভাড়াটিয়াকে একবার ভালরূপ নিরীক্ষণ করিয়া তাহার অনুমোদন জ্ঞাপন করিল। ঘরটি দেখা হইলে ভাড়াও স্থির হইয়া গেল। মিঃ উইভিল পরদিবস আসিয়া গৃহ অধিকার করিবেন। তথা হইতে বাহির হইয়া মিঃ স্নাগস্‌বির সহিত তাহারা দেখা করিল। স্নাগস্‌বি নকলের কাজ দিতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। সকলপ্রকার বন্দোবস্ত হইয়া গেল।

পরদিবস যথাসময়ে মিঃ উইভিল ওরফে জবলিং ক্রুকের গৃহ অধিকার করিল। আস্‌বাবপত্রও কিছু কিছু আসিল।

২১

মাউণ্টপ্লেজাণ্ট নামক পল্লীর কোন অংশে স্মলউইড্ পরিবারের বাস। পূর্ব্বোক্ত পরিচ্ছেদে বর্ণিত স্মলউইডের পিতামহ ও পিতামহী সেই গৃহে বাস করিতেন। এই স্মলউইড্ পরিবারের আকারগত একটা বৈশিষ্ট্য ছিল।

অল্পবয়সে উপার্জ্জন এবং অত্যন্ত অধিক বয়সে বিবাহ করার প্রথা এই পরিবারে প্রবর্ত্তিত ছিল বলিয়া এই পরিবারের কাহারও আকৃতি সম্পূর্ণ পরিপুষ্টি লাভ করে নাই। এতাবৎ-কাল এই বংশে একটির অধিক বংশধরও জন্মগ্রহণ করে নাই। বানরের মুখাবয়বের সহিত স্মলউইড্-বংশের মুখাবয়বের বিশেষ সাদৃশ্যও ছিল।

বার্থলোমিউ স্মলউইডের পিতা ও তাহার পূর্ব্বপুরুষগণের রীতি অনুসারে অল্পবয়সে উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়া অধিক বয়সে বিবাহ করিয়াছিল। সেই বিবাহের ফলে যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করে;—বার্থলোমিউ এবং জুডিথ।

বৃদ্ধ পিতামহ স্মলউইড্ পৌত্র বার্থলোমিউ ও পৌত্রী জুডিথকে লইয়া শেষের দিনগুলি কাটাইতেছিল। তাহার পত্নী বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়া তখনও জীবিত ছিল। এই বৃদ্ধটি যেমন অর্থগৃধ্নু, তেমনই সঞ্চয়ী। লোকে বলিত, বুড়ার অনেক টাকা আছে।

জুডিথ এই দুইটি বুড়া-বুড়ীর উপযুক্ত সঙ্গিনী ছিল। জুডিথ ও কনিষ্ঠ স্মলউইড্ দুই জনকে একত্র জোড়া দিলেও পূরা একটি যুবাপুরুষ বলিয়া ধারণা জন্মে না। তা' ছাড়া জুডিথের আকৃতিও এমনই সুন্দর যে, শাখামৃগ-জাতির সহিত তাহার কোনও পার্থক্য ছিল না বলিলেই হয়। এটা অবশ্য তাহাদের বংশের ধারা। বাল্যকালে জুডিথ ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে বার দুই খেলা করিতে গিয়াছিল; কিন্তু কোন পক্ষ কাহাকেও বরদাস্ত করিতে পারে নাই। তদবধি সে আর খেলিতে যায় নাই। জুডিথ হাস্য করিতে জানিত না। মানুষ হাসে কেমন করিয়া, সে ধারণাই তাহার ছিল না! হাস্যের প্রধান অন্তরায় ছিল তাহার দন্তরাজি। কাজেই সে চেষ্টা সে কখনও করে নাই। তাহার ফলে, তাহার মুখাবয়বের একটা বিচিত্র ভঙ্গি গড়িয়া উঠিয়াছিল।

জুডিথ সে দিন টেবলের উপর চায়ের সরঞ্জামগুলি গুছাইয়া রাখিতেছিল। এমন সময় তাহার বৃদ্ধ পিতামহ প্রশ্ন করিল, "শার্লি কোথায়?"

শার্লি তাহাদের বালিকা পরিচারিকা। জুডিথের আহ্বানে বালিকা ছুটিয়া আসিল। তাহার হাত হইতে তখনও সাবানের জল ঝরিয়া পড়িতেছিল। তাহার হাতে একগাছি ঝাঁটা।

জুডিথ বলিল, "তুমি কি কচ্ছিলে?"

বালিকা বলিল, "উপরের ঘর ঝাঁট দিচ্ছিলাম, মিস্।"

"যাও, তাড়াতাড়ি ভাল ক'রে পরিষ্কার কর গে।"

জুডিথ রুটীতে মাখম লাগাইতে লাগিল। এমন সময় বাহিরে পদশব্দ হইল। জুডিথ দরজা খুলিয়া দিল। তাহার ভ্রাতা বার্ট স্মলউইড্ প্রবেশ করিল।

পিতামহ বলিল, "বার্ট, তুমি এলে না কি? তোমার বন্ধুর ওখানে ছিলে না কি?"

স্মলউইড মাথা নাড়িল।

"তার খরচেই আহার করে এলে না কি, বার্ট?"

"হ্যাঁ।"

"সে ভাল কথা। যতটা পার, তার খরচেই চালিয়ে নাও। কিন্তু সাবধান, নিজের এক পয়সা খরচ করো না।"

বার্ট সে কথার কোন উত্তর দিল না।

বৃদ্ধ বলিল, "তোমার বাবা থাকিলে সে-ও তোমাকে ঐ রকম পরামর্শ দিত। সে আমার বড় ভাল ছেলে ছিল। তোমার বাবাকে তুমি দেখ নাই। আজ পনের বৎসর সে মারা গেছে। তোমাদের মাও তোমাদের প্রসব করেই এ জগৎ ত্যাগ করেছে। তোমরা দুটিই এখন শুধু আছ।"

জুডি এ কথা হাজারবার শুনিয়াছে। সুতরাং সে আপন মনে চা তৈয়ার করিতে লাগিল।

বৃদ্ধ বলিল, "তোমার বাবা ও আমি একসঙ্গে কাজ করেছি। আমি চ'লে গেলে, জুডিথ ও তুমি একসঙ্গে কাজ করবে। তুমি আইনের কাজ শিখছো, জুডি ফুল তৈরি করা শিখুক। যা উপায় হবে জমাবে। খরচ ক'রে খেতে হবে না। আমি যা রেখে যাব, যথেষ্ট হবে।"

চা প্রস্তুত করিয়া জুডি শার্লিকে ডাকিল। সে আসিলে বলিল, "চা ও রুটী খেয়ে কাজে লেগে যাও।"

শার্লি তাড়াতাড়ি চা-পান করিয়া কাজে চলিয়া গেল। এমন সময় দ্বারে আবার আঘাত পড়িল। বৃদ্ধ বলিল, "কে এল দেখ ত।"

দ্বার মুক্ত হইলে একটি ভদ্রলোক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধ বলিল, "কে? মিঃ জর্জ্জ! কেমন আছেন?"

"ভাল। এটি তোমার পৌত্রী বুঝি? মিস্, তুমি আমার অভিবাদন লও।"

বৃদ্ধ তাহার পৌত্র বার্টকে পরিচয় করাইয়া দিল।

নবাগত ভদ্রলোকটির বয়স প্রায় পঞ্চাশ হইবে। সুগঠিত ও বলিষ্ঠ দেহ। মুখসৌষ্ঠব রমণীয়। লোকটিকে দেখিলেই মনে হয়, জীবনে তাঁহাকে যথেষ্ট সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, কোন সময়ে তিনি সেনাদলে ছিলেন।

স্মলউইড্ পরিবারের সহিত জর্জ্জ নামধেয় ভদ্রলোকটির পার্থক্য যে কত অধিক, তাহা বর্ণনা করা যায় না। সর্ব্ব-বিষয়েই তাঁহার আচরণ ইহাদিগের তুলনায় সম্পূর্ণ বিপরীত। আকৃতি, কণ্ঠস্বর, আলাপ-আপ্যায়ন সকল বিষয়েই গুরুতর পার্থক্য।

বৃদ্ধ স্মলউইড্ এই সময় তাহার স্থবিরা, অপ্রকৃতিস্থা পত্নীকে উদ্দেশ করিয়া গালি দিয়া উঠিল।

জর্জ্জ সে দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "আহা, বুড়ীকে গালাগালি দিও না। উহার অবস্থা দেখিলে দয়া হয়। স্মলউইড, তোমার পত্নীকে গালাগালি দিবার পূর্ব্বে তোমার মার কথাটা মনে করিও।"

একটু বিদ্রূপভরে বৃদ্ধ বলিল, "মিঃ জর্জ্জ, আপনি বোধ হয় মাতৃভক্ত সন্তান, কেমন নয় ?"

মিঃ জর্জ্জের মুখমণ্ডল আরক্ত হইল, তিনি বলিলেন, 'আমি কোন দিন মাতৃভক্ত সন্তান ছিলাম না। অবশ্য আমার হওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু হইতে পারি নাই। সত্য বলিতে কি, আমি বড়ই কুপুত্র। এজন্য কেহ কখনও আমার প্রশংসা করে নাই।"

বৃদ্ধ বলিল, "বড়ই বিস্ময়ের কথা !"

মিঃ জর্জ্জ বলিলেন, "ও কথা থাক্, যতই আলোচনা কম হয়, ততই ভাল। কাজের কথা এখন হউক। আমাদের মধ্যে সর্ত্ত যা ছিল, তা মনে আছে ত ? প্রতি দুই মাসের সুদ দিব ; কিন্তু আমাকে তামাক খাইতে দিবে। সব ঠিক আছে হে, কর্ত্তা ! তুমি অনায়াসে তামাক আনিতে পাঠাইতে পার। এই নাও নূতন বিল, আর এই লও দুই মাসের সুদ !"

মিঃ জর্জ্জ সোজাভাবে বসিয়া রহিলেন। বৃদ্ধ স্মলউইড পৌত্রী জুডির সাহায্যে দুইটি চামড়ার থলে বাহির করিল। নূতন দলিল একখানি থলের মধ্যে সযত্নে রাখিয়া অপর থলে হইতে আর একটা দলিল বাহির করিয়া মিঃ জর্জ্জের হাতে দিল। অবশ্য তৎপূর্ব্বে সে নূতন দলিলখানি উত্তমরূপে পড়িয়া লইয়াছিল। টাকাগুলি দুই তিনবার গণিয়া লইয়া সে বাক্সে রাখিয়া দিল। তার পর বলিল, "তামাক দিতে আমি ভয় পেয়েছি ? না, মশায়, আমরা এত কশাই নই। জুডি, যাও ত, মিঃ জর্জ্জের জন্য তামাক, ব্রাণ্ডি আর জল নিয়ে এস।"

যমজ ভ্রাতা-ভগিনী এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া সব দেখিতে-ছিল। এইবার উভয়েই সে কক্ষ ত্যাগ করিল।

জর্জ্জ বলিলেন, "তুমি সারা দিন এইভাবে বসিয়া কি কর ?"

"কিছু না, আমি আগুনের দিকে চেয়ে ব'সে থাকি।"

জর্জ্জ বলিলেন, "সে যখন আগুন জ্বলে, তখন ত ?

"হাঁ মশায়, ঠিক তাই।"

"পড়া-শুনা কর না ? নিজে পড়িতে না পার, কেহ পড়ে, তুমি শুনিতে পার ত ?"

বুড়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "ও সব ছাই-ভস্ম আমাদের সংসারে নেই। পয়সা ওতে হয় না। খালি বাজে প'ড়ে সময় নষ্ট করা—ওটা বোকামি।"

জর্জ্জ বলিলেন, "ওহে শুনছ ?"

"বলুন না। আমি শুনতে পাচ্ছি।"

"যদি এক দিন টাকা দিতে বিলম্ব হয়, তুমি কি আমাকে অন্যের নিকট বেচিয়া ফেলিবে ?"

বুড়া স্মলউইড্ দুই হাত বাড়াইয়া বলিল, "না বন্ধু, তা কি পারি ! সে আমার দ্বারা হবে না, বন্ধু। তবে আমার সহরের বন্ধুটি—যাঁর নিকট থেকে টাকা নিয়ে আপনাকে ধার দেওয়া গেছে, তিনি হয় ত তা পারেন।"

জর্জ্জ বলিলেন, "ও! তাঁর সম্বন্ধে তুমি ঠিক কিছু বলিতে পার না, কেমন ?" তার পর বৃদ্ধের অশ্রাব্যস্বরে বলিলেন, "বুড়ো, মিথ্যাবাদী রাস্কেল্ !"

"বন্ধু, লোকটার উপর নির্ভর করা যায় না। আমি তাঁকে বিশ্বাস করি না। কড়ার-মত ঠিক সময়েই তাঁকে টাকা দিতে হবে, না হলেই খতের নির্দ্দেশমত তিনি কাজ করবেন।"

জর্জ্জ বলিলেন, "শয়তানও তাঁকে সন্দেহ করিবে না।"

এমন সময় শার্লি ট্রে করিয়া তামাক, নল, ব্রাণ্ডি ও জল আনয়ন করিল। জর্জ্জ তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি এখানে কোথা থেকে এলে ? এ বাড়ীর কারও মুখের মত তোমার মুখের আদল আসে না ত !"

শার্লি বলিল, "আমি এখানে চাকরী করি, মহাশয় !"

জর্জ্জ বলিলেন, "তোমার আবির্ভাবে তবু বোঝা যায় যে, এ বাড়ীতে স্বাস্থ্য আছে।" বালিকা চলিয়া গেল।

ব্রাণ্ডিপান করিয়া নবাগত বলিলেন, "তোমার ধারণা, লোকটি আমার উপর রূঢ় ব্যবহার করিবেন ?"

"আমার আশঙ্কা সেই রকম বটে। আমি জানি, তিনি তাই ক'রে থাকেন। অন্ততঃ বিশবার এ রকম ঘটেছে।"

বৃদ্ধা স্মলউইড এতক্ষণ ঝিমাইতেছিল। "বিশবার" শব্দ তাহার কাণে যাইবামাত্র সে বলিয়া উঠিল, "বিশ হাজার পাউণ্ড, বিশখানা বিশ পাউণ্ড নোট বাক্সে আছে, বিশখানা গিনী, বিশলাখ, বিশ টাকা সুদে—"

বুড়া বৃদ্ধাকে লক্ষ্য করিয়া চেয়ারের গদি তুলিয়া মারিল। তার পর সজোরে গালাগালি দিয়া বলিতে লাগিল, "মাগী কোথাকার, ছুঁচো কোথাকার ! খালি বাজে কথা বক্‌বে ! তোকে পুড়িয়ে ফেলাই উচিত।"

বুড়া এমনই বিচলিত হইয়াছিল যে, কিছুকাল সে হাঁফাইতে লাগিল। তাহার অনুরোধে জর্জ্জ তাহাকে চেয়ারে আবার ভাল করিয়া বসাইয়া দিলেন।

মিঃ জর্জ্জ বলিলেন, "সহরে তোমার যে বন্ধুটি থাকেন, তাঁহার নামের আদ্যক্ষর ত ডি ?"

বৃদ্ধ বলিল, "মিঃ জর্জ্জ, আপনিই কি কথা বলিতেছেন ?"

আগন্তুক কিছুকাল বৃদ্ধকে ভালরূপে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "এ জীবনে আমি ছাড়া বোধ হয় কেহ তোমার নিকট হইতে তামাকটুকুও আদায় করিতে পারেন নাই।"

"মিঃ জর্জ্জ, সত্য বটে, আমার এখানে লোকজন কেহ আসে না। এলেও আমি আতিথ্যসৎকার করি না। কোথা থেকে পাব বলুন ? গরীব মানুষ। তবে আপনার কথা স্বতন্ত্র। আপনি সর্ত্তেতেই যখন আমায় স্বীকার—"

"থাম, থাম। তামাকের দাম কিছুই নয়। শুধু তোমার নিকট হইতে কিছু আদায় করা আমার মতলব ছিল, তাই ঐ রকম সর্ত্তে তোমায় আবদ্ধ করিয়াছিলাম।"

"আপনি বড়ই চালাক, মহাশয় !"

"সেটা মিথ্যা নয়। চিরকালই আমার এ খ্যাতি আছে। চালাক বলিয়াই এত জায়গা থাকিতে আমি এখানে আসিয়াছি। চালাক বলিয়াই আমি এক সময়ে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারিয়াছিলাম।"

"হতাশ হবেন না, মহাশয়! আবার আপনার উন্নতি হ'তে পারে।"

জর্জ্জ হাসিতে হাসিতে ব্রাণ্ডিপান করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ বলিল, "আপনার কোন আত্মীয়-স্বজন নেই কি? এই সামান্য টাকাটা শোধ করে দেন, এমন কোন বন্ধু আছেন কি? অথবা আর এক কাজ করা যেতে পারে, যদি দুজন আত্মীয় জামীন হন, তবে আমার বন্ধুকে ধরে-করে আরও কিছু বেশী টাকা আপনাকে ধার দেওয়ান যেতে পারে। দুই জন ভাল লোক হলেই হবে। মিঃ জর্জ্জ, আপনার এমন কোন বন্ধু নাই কি?"

"থাকিলেও আমি তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিতে চাহি না। জীবনের সার ভাগ বৃথা নষ্ট করিয়া এখন আত্মীয়-স্বজনের নিকট হাতপাতা আমার স্বভাবের বিরুদ্ধ। সে আমি পারিব না।"

"মিঃ জর্জ্জ, আপনি যদি কাপ্তেনকে খুঁজে বার কর্ত্তে পারেন, তাহ'লে আপনার সুবিধে হতে পারৃত। আমরা যখন প্রথমে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলুম, সেই সময় যদি আপনি আসতেন, তা হলে আমাদেরও সুবিধা হত, আপনারও হত।"

জর্জ্জ বলিলেন, "তোমার কথামত, আমার উন্নতি যাহাতে হয়, তাহাতে আমার মত ছিল বটে; কিন্তু মোটের উপর, আমি বলিতেছি যে, সে না হইয়া ভালই হইয়াছে। তজ্জন্য আমি খুসী আছি।"

বুড়া স্মলউইড বলিল, "মিঃ জর্জ্জ, এ কথা কেন বলছেন?"

"দুইটি কারণে।"

"সে দুটি কারণ কি, মিঃ জর্জ্জ? আপনি কি—?"

"নগরের সেই বন্ধুটির কথা ত?"

"হাঁ, ঠিক বলিয়াছেন। এখন কারণ দুটি কি বলুন?"

"প্রথমতঃ ধর, তোমরা আমাকে দলে লইলে। তোমরা বিজ্ঞাপন দিয়াছিলে যে, মিঃ হডন্ (কাপ্তেন হডন্) আসিলে এমন কোন সংবাদ পাইবেন, যাহাতে তাঁহার উপকার হইবে।"

"বেশ। তাহাতে কি হইল?"

জর্জ্জ ধূমপান করিতে করিতে বলিলেন, "কিন্তু তিনি আসিলে দেনার দায়ে জেলে যাইতেন। তাহাতে তাঁহার বিশেষ লাভ ত হইত না।"

"সে কথা আপনি বলেন কি ক'রে? তাঁর দেনা যা ছিল, তাঁর ধনবান আত্মীয়গণ হয় ত তাঁর দেনা শোধ দিতেন। তিনি আমাদের সাহায্য নিয়েছিলেন, তাঁর কাছে আমাদের অনেক টাকা পাওনা। টাকার জন্য আমি তাঁর গলা টিপে মারতে রাজি। এখনও আমি রোজ তাঁর কথা ভাবি, আর তাঁর গলায় ফাঁস দিতে ইচ্ছে হয়।"

জর্জ্জ বলিলেন, "আমি জানি, দেনায় তাঁহার মাথার চুল বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল; বহুদিন আমি তাঁর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলাম। তাঁহার সুখ-সৌভাগ্য, রোগ ও দারিদ্র্য সর্ব্বাবস্থায় আমি তাঁহার পাশে ছিলাম। যখন সর্ব্বস্ব হারাইয়া তিনি পিস্তলের গুলীতে আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিলেন, তখন আমার এই বাহুই তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল।"

বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া বলিল, "তখন গুলীর আঘাতে সে ম'রে গেলেই ভাল ছিল।"

আগন্তুক প্রশান্তভাবে বলিলেন, "হাঁ, তাহা হইলে সব শেষ হইয়া যাইত বটে। এক সময়ে তাঁহার স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, আশা-ভরসা সবই ছিল। যখন সবই তাঁহার গিয়াছিল, সে অবস্থায় তাঁহাকে খুঁজিয়া না পাওয়ায় আমি খুসীই ছিলাম। এই গেল প্রথম কারণ।"

বৃদ্ধ বলিল, "দ্বিতীয় হেতুটাও বোধ হয় ঐ রকম কিছু হবে?"

"তাহা নয়। সেটা স্বার্থ-সংক্রান্ত। তাঁহার দেখা পাইলে আমি পরলোকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতাম। এখন তিনি সেইখানে।"

"আপনি কেমন ক'রে জানলেন?"

"ইহ-জগতে তিনি নাই।"

"ইহজগতে নাই, তাই বা আপনি কি ক'রে বুঝলেন?"

"দেখ বৃদ্ধ, টাকার শোকে অমন ক্ষেপিয়া উঠিও না। অনেক দিন পূর্ব্বে তিনি জলে ডুবিয়া মরিয়াছেন। আমার দৃঢ়বিশ্বাস। তিনি জাহাজের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। অবশ্য সেটা ইচ্ছাকৃত কি না, জানি না। যাক্ সে কথা, এখন তোমার সুন্দরী পৌত্রীকে এই নলটা সাবধানে রাখিতে দিও। কারণ, দুই মাস পরে আবার দরকার হইবে। সে সময় যদি নূতন কেনার দায় হইতে বাঁচিতে চাও, তবে সাবধানে রাখিয়া দিও। আজ আসি, স্মলউইড্।"

"নমস্কার, বন্ধু!"

"তোমার নগরের বন্ধুটি আমায় তা হ'লে ছাড়বেন না, কেমন? আমি যদি সময়মত টাকা না দেই, তিনি আমার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করিবেন?"

বৃদ্ধ মিট্‌মিট্ করিয়া চাহিতে চাহিতে বলিল, "সেই রকম ত আশঙ্কা হয়, বন্ধু!"

জর্জ্জ হাসিয়া উঠিলেন। তার পর বিদায় লইয়া গেলেন।

দ্বার বন্ধ করিতে করিতে বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলিয়া উঠিল, "তুমি বদমাসের ধাড়ী। আচ্ছা, তোমায় আমি দেখে নেব—দেখে নেব!"

মিঃ জর্জ্জ রাজপথে নামিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলেন। খানিক এক থিয়েটারে গিয়া বসিলেন। তার পর অভিনয় শেষ হইলে পদব্রজে চলিতে লাগিলেন। নানা পথ অতিবাহনের পর তিনি অবশেষে একটি চুণকামকরা ছোট বাড়ীর

STATE LIBRARY
COOCH BEHAR

সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বাহিরে লেখা ছিল, "জর্জ্জের অস্ত্রশিক্ষাগার।"

এই দোকানের মধ্যে তিনি প্রবেশ করিলেন। তখন সেই শিক্ষাগারে কোনও শিক্ষার্থী ছিল না। শুধু একটা লোক ভূমিতলে শুইয়াছিল।

জর্জ্জ ডাকিলেন, "ফিল্!"

নিদ্রিত ব্যক্তি উঠিতে উঠিতে বলিল, "সব ঠিক আছে।"

জর্জ্জ বলিলেন, "দোকানঘর বন্ধ কর।"

লোকটি খঞ্জ। কিন্তু তাহার দেহে অসাধারণ শক্তি। সে দ্বার বন্ধ করিয়া আসিলে জর্জ্জ নিজের শয্যা পাড়িয়া লইলেন। ফিল্ও নিজের শয্যা বিছাইল।

২২

ব্যবহারাজীব মিঃ টল্‌কিংহরণ তাঁহার লণ্ডনস্থিত আবাসে বসিয়া, রাত্রিকালে পুরাতন লোহিত পানীয় পান করিতেছিলেন। তিনি একা নহেন। সম্মুখে মিঃ স্নাগ্‌স্‌বি উপবিষ্ট। তাঁহারও হস্তে গেলাস!

মিঃ টল্‌কিংহরণ বলিলেন, "স্নাগ্‌স্‌বি, তোমার গল্পটা আর একবার বল ত। কাল শুনিয়াছিলাম, আজ আবার শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি।"

স্নাগ্‌স্‌বি বলিলেন, "এ বিষয়টায় আপনার একটু আগ্রহ আছে বলিয়াই আমি আপনাকে সংবাদটা দিয়াছিলাম।"

"বেশ করিয়াছ। এখন গল্পটা আর একবার বল। বালকটা যে যে কথা বলিয়াছিল, সেইগুলি আবার বল।"

মিঃ স্নাগ্‌স্‌বি জো-ঘটিত সকল বিবরণ বিবৃত করিলেন। বলিতে বলিতে সহসা তিনি চমকিয়া উঠিলেন। ঘরের মধ্যে তৃতীয় কোন ব্যক্তি এতক্ষণ ত ছিল না। তিনি দেখিলেন, দীর্ঘাকার বলিষ্ঠ একটি প্রৌঢ়বয়স্ক ব্যক্তি অদূরে দাঁড়াইয়া গভীর মনোযোগের সহিত তাঁহার কথা শুনিতেছেন। তাঁহার হস্তে একগাছি যষ্টি। লোকটি কোথা হইতে সহসা সেখানে আবির্ভূত হইলেন, মিঃ স্নাগ্‌স্‌বি তাহা ভাবিয়া পাইলেন না।

মিঃ টল্‌কিংহরণ বলিলেন, "তুমি বলিয়া যাও স্নাগ্‌স্‌বি, উনি মিঃ বকেট্। উঁহার জন্য তুমি কোন চিন্তা করিও না। গল্পটা যাহাতে উনি নিজের কাণে শুনেন, আমি তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি। মিঃ বকেট্, আপনি ত সব শুনিলেন, এখন কি মনে করেন?"

"কথাটা খুবই সোজা। এখন বালকটাকে খুঁজিয়া বার করা দরকার। আমাদেরই লোক তাহাকে সরাইয়া দিয়াছে। যাহা হউক, মিঃ স্নাগ্‌স্‌বি আমার সঙ্গে যদি তাহার পুরাতন আস্তানায় যান, তবে তাহাকে সহজে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব। নহিলে একটু কষ্ট হইবে।"

মিঃ স্নাগ্‌স্‌বি বুঝিলেন, মিঃ বকেট গোয়েন্দা-পুলিসের কোনও কর্ম্মচারী। ইহাতে তিনি একটু অশান্তি অনুভব করিলেন। পুলিসের হাঙ্গামায় পড়িতে স্নাগ্‌স্‌বি আদৌ রাজী নহেন।

মিঃ টল্‌কিংহরণ বলিলেন, "স্নাগ্‌স্‌বি, তোমার বিশেষ কোন অসুবিধা না হইলে মিঃ বকেটের সঙ্গে যাও। আমি তোমার উপর এ জন্য খুসী থাকিব।"

মিঃ বকেট বলিলেন, "মিঃ স্নাগ্‌স্‌বি, আমি বালকটির কোন অনিষ্ট করিব না। শুধু কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া তাহাকে খুঁজিয়া এখানে আনিব, সে জন্য তাকে পুরস্কারও দিব। সুতরাং আপনি মনে কোনও সন্দেহ রাখিবেন না। তাহার কোনও অনিষ্ট ঘটিবে না।"

মিঃ স্নাগ্‌স্‌বি তখন যাইতে সম্মত হইলেন।

মিঃ বকেট্ স্নাগ্‌স্‌বির হাত ধরিয়া বাহির হইলেন এবং মৃদুস্বরে বলিলেন, "কথাটা কিন্তু গোপন রাখা দরকার, বুঝেছেন?"

স্নাগ্‌স্‌বি বলিলেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

পথ চলিতে চলিতে মিঃ বকেট্ বলিলেন, "আপনি কি গ্রিডলে নামক কোন লোককে চেনেন?"

"না, মহাশয়! কেন বলুন ত?"

"এই লোকটি কোনও ভদ্রলোককে ভয় দেখাইয়াছিল, তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আমি আদেশ পাইয়াছি।"

মিঃ স্নাগ্‌স্‌বি বুঝিলেন, এই গোয়েন্দা-পুলিসটি সহজ লোক নহে। ইহার কাজে, কথায়, ব্যবহারে একটা বৈচিত্র্য আছে। মুখ দেখিয়া লোকটির মনের ভাব বুঝিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। গতি দেখিয়াও বুঝা যায় না, উদ্দেশ্য কি এবং লক্ষ্যই বা কোথায়।

জো 'টম্ অল্ এলোন' পল্লীতে থাকিত। মিঃ বকেট্ সঙ্গিসহ সেই পল্লীতে উপনীত হইলেন। তথায় যে পুলিস-প্রহরী ছিল, তাহার হস্তের আঁধারে লণ্ঠনটা লইয়া সে অগ্রে চলিল, মিঃ বকেট্ নিজেরটা কোমর হইতে খুলিয়া লইয়া জ্বালিয়া লইলেন।

সে পল্লীটি অতি জঘন্য। ইতর লোকের বাস তথায় অধিক। তিনটি প্রাণীকে দেখিয়া পল্লীর অধিবাসিগণ তাঁহাদের আশেপাশে ঘুরিতে লাগিল। পল্লীর দুর্গন্ধপূর্ণ বাষ্পে স্নাগ্‌স্‌বি হাঁপাইয়া উঠিতেছিলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া মিঃ বকেট্ তাঁহাকে উৎসাহ দিলেন। ইন্‌স্পেক্টারের প্রশ্নে জো-সম্বন্ধে যে যাহা জানিত, সকলেই তাহা বলিয়াছিল। অনেকেই তাহাকে চিনিত না। তবে তাহার আকৃতি-প্রকৃতির বর্ণনা করায় কেহ কেহ দুই একটি কথামাত্র বলিতে পারিল, তাহাতে তাহার প্রকৃত সন্ধান কিছু পাওয়া গেল না।

অনুসন্ধানে ক্রমে প্রকাশ পাইল যে, একটা বাড়ীর অন্ধকারাবৃত এক কোণে একটা বালক শয়ন করিয়া থাকে। এই বালকই বা জো। সেই বাড়ীর অধিকারিণী ও মিঃ স্নাগ্‌স্‌বির বর্ণনা মিলাইয়া দেখিয়া মিঃ বকেট্ স্থির করিলেন যে, এই বালকটিকে দেখিতে হইবে।

বালকের সন্ধান লইয়া জানা গেল যে, সে একটি পীড়িত রমণীর জন্য ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ আনিতে গিয়াছে। এখনই ফিরিবে।

অপর একটি ঘরের দরজা খুলিয়া মিঃ বকেট্ বলিলেন, "এ ঘরে আবার কারা গো?" তিনি দেখিলেন, দুইটি মাতাল মাটীতে শুইয়া ঘুমাইতেছে, অপর ধারে দুইটি রমণী উপবিষ্ট। মিঃ বকেট্ তাহাদিগকে বলিলেন, "এরা কি তোমাদেরই লোক, বাছা?"

একটি রমণী বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদের স্বামী।"

"তোমরা কি ইট তৈয়ার কর না কি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"

"এখানে আসিয়াছ কেন? তোমরা লণ্ডনের লোক নহ বলিয়াই আমার ধারণা।"

"আপনার অনুমান যথার্থ। আমরা হার্টফোর্টশায়ারে সেণ্ট আম্‌বানে থাকি। সেখানে কোন কাজ নাই, তাই কাজের সন্ধানে এখানে এসেছি। কিন্তু এখন বুঝিতেছি, না আসিলেই ভাল হইত।"

মিঃ বকেট্ ভূতলশায়ী লোক দুইটির প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "এরকম ভাবে চলিলে ভাল হইবে কিরূপে?"

রমণী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "জেনি ও আমি জানি যে, ভাল নয়; কিন্তু কি করিব বলুন।"

সেই অপ্রশস্ত মলিন গৃহের মধ্যে মানুষ সোজাভাবে দাঁড়াইতে পারে না। সেই কক্ষে অপরা রমণীর ক্রোড়ে একটি শিশু শায়িত। মিঃ বকেট্ সবিস্ময়ে বলিলেন, "এই শিশুটির বয়স কত? দেখিলেই মনে হয়, যেন সবে কাল ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।"

প্রথমা রমণী বলিল, "তিন সপ্তাহ উহার বয়স।"

"এটি কার ছেলে?"

প্রথমা বলিল, "আমার।"

দ্বিতীয়া রমণী শিশুর উপর নত হইয়া তাহার মুখে চুম্বনপ্রদান করিতেছিল। মিঃ বকেট্ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বাছা, তোমার ব্যবহার দেখিয়া মনে হইতেছে, তুমিই যেন উহার মাতা।"

"এম্‌নি একটা ছোট ছেলে আমার ছিল, মশায়। সেটি মারা গেছে!"

প্রথমা রমণী বলিয়া উঠিল, "জেনি! জেনি! মারা গেছে ভালই! এমন ভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে ম'রে যাওয়াই ভাল! ঢের ভাল, জেনি, ঢের ভাল!"

বকেট্ একটু কঠোরভাবে বলিলেন, "তুমি ত বড় নিষ্ঠুর, বাছা! নিজের ছেলের মৃত্যু কামনা করিতেছ?"

"কত দুঃখে আমি এ কথা বলেছি, সে ভগবান জানেন! আমার ছেলে যে আমার বুকের কলিজা!"

"তবে ও-সব কথা বলিও না।"

অশ্রুপূর্ণনেত্রে রমণী বলিল, "সাধে কি বলি! ছেলেটি এমন ক'রে প'ড়ে আছে—তার দুর্দ্দশা দেখেই বল্‌তে ইচ্ছে করে। ওকে দেখলেই মনে হয়, আর বুঝি ঘুম ভেঙ্গে জাগবে না। যদি না জাগে, হয় ত আমি পাগল হ'য়ে যাব। জেনির ছেলে যখন মারা যায়, আমি তার কাছে ছিলাম। সে যে কি কষ্ট, তা আমি জানি। কিন্তু তবু কেন সন্তানের মৃত্যুকামনা করি, বলুন ত? চেয়ে দেখুন, ওদের দিকে চেয়ে দেখুন! তার পর এই বাড়ী-ঘরের দিকে চান্। আপনি যে ছেলেটির খোঁজ কর্‌তে এসেছেন, সে ছেলেটির কথা ভাবুন, সে আমারই জন্য ঔষধ আন্‌তে গিয়েছে! এই রকম ছেলেদের জীবনের কথা ভেবে দেখে বলুন, আমার কামনাটা কি সাধে আমার মনে এসেছে!"

মিঃ বকেট্ বলিলেন, "তোমার ছেলেকে ভদ্রলোকের মত লালন-পালন করিও, তোমার বুড়া বয়সে সে তোমার অবলম্বন হইবে।"

"বড় কঠিন কাজ, মশায়! অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন। আমার স্বামীই ত প্রথম বাধা। সে ছেলেটিকে মেরেই আধমরা ক'রে রাখবে। তার বাপের হাতে আমি রোজ মার খাই, এ দৃশ্য দেখে বাড়ীর প্রতি তার আর আকর্ষণ থাক্‌বে না। সে সর্ব্বদাই বাইরে বাইরে থাক্‌বে। তাকে যে মানুষ ক'রে তুল্‌তে পারবো, সে সম্ভাবনা নাই, তাই মনে হয়, জেনির ছেলেটি যেমন মারা গেছে, এও তেম্‌নি যাক্!"

জেনি বলিল, "লিজি, তুমি বড় শ্রান্ত হয়েছ, তোমার অসুখ বেড়েছে। একটু চুপ কর।"

এমন সময় বাহিরে পদশব্দ শোনা গেল। মিঃ বকেট্ সে দিকে আলোক নিক্ষেপ করিলেন। মিঃ স্নাগ্‌স্‌বি বলিয়া উঠিলেন, "ঐ ত, জো!"

জো বিস্ময়বিমূঢ়, শঙ্কিত জো দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল।

মিঃ স্নাগ্‌স্‌বি তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "জো, একটা কাজের জন্য তোমাকে দরকার আছে! ভয় নাই, তুমি সে জন্য টাকা পাবে।" মিঃ বকেট্ তাহাকে বাহিরে লইয়া গিয়া কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন। উত্তরে তিনি সন্তোষলাভ করিলেন। তিন জনে অতঃপর বিদায় লইয়া মিঃ টল্‌কিংহরণের বাসায় আসিলেন। বাহিরের দ্বার রুদ্ধ ছিল। মিঃ বকেট্ ঘণ্টাধ্বনি না করিয়া প্রবেশের প্রস্তাব করিলেন। তাঁহার কাছে অতিরিক্ত চাবী ছিল, সেই চাবীর দ্বারা দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

ক্রমে তাঁহারা একটি হলঘরে প্রবেশ করিলেন। তথা হইতে ব্যবহারাজীবের লাইব্রেরী-ঘরে প্রবেশ করা যায়।

মিঃ বকেট্ তখনও জো'র হাত ধরিয়াছিলেন। ধীরে ধীরে তিন জনে সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঘরের মধ্যে দুইটি বাতী জ্বলিতেছিল; কিন্তু মিঃ টল্‌কিংহরণ তথায় নাই। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই জো সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল।

বকেট্ অস্ফুটস্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি ?"

জো বলিয়া উঠিল, "ঐ তিনি দাঁড়াইয়া !"

"কে ?"

"সেই লেডী !"

ঘরের মধ্যস্থলে অবগুণ্ঠনাবৃত একটি রমণী-মূর্ত্তি দাঁড়াইয়াছিল। মূর্ত্তি স্থির, ধীর, নিস্পন্দপ্রায়। দীপালোকশিখা তাহার উপর নৃত্য করিতেছিল। মূর্ত্তি নড়িল না, ঘরের মধ্যে জনসমাগম অনুভব করিয়াও প্রস্তর-মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

বকেট্ বলিলেন, "ইনি যে সেই লেডী, তুমি কেমন করিয়া বুঝিলে ?"

একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া জো বলিল, "ঘোমটা দেখে আমি চিন্‌তে পেরেছি। গাউন ও টুপীটাও আমার চেনা।"

"ভাল করিয়া দেখিয়া তবে বলিও, বাচ্ছা। দেখ, ভুল যেন না হয়।"

জো বলিল, "আমি ঠিক বল্‌ছি। ঐ ঘোমটা, টুপী আর গাউন আমি ভুল্‌তে পারি না।"

বকেট্ বলিলেন, "তুমি আঙ্গটীর কথা কি বলেছিলে ?"

জো তেমনই নিবদ্ধ-দৃষ্টিতে মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া বলিল, "ডান হাতে ঝক্‌ঝকে আঙ্গটী ছিল।"

মূর্ত্তি—দক্ষিণ হস্তের দস্তানা খুলিয়া ফেলিল।

জো মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, এ হাতে আঙ্গটী নেই। আর সে রকম হাতই নয়।"

খুসী হইয়া বকেট্ বলিলেন, "বাচ্ছা, ঠিক ভাবিয়া বলিও।"

জো বলিল, "সে হাত, এ হাতের চেয়ে ঢের বেশী সাদা, ছোট, নরম ও সুন্দর।"

"আচ্ছা, সেই লেডীর গলার স্বর তোমার মনে আছে ?"

বালক বলিল, "শুন্‌লে বল্‌তে পারি।"

মূর্ত্তি কথা বলিল, "আমি কথা বলি, তুমি শুনে যাও। সে কণ্ঠস্বর কি এই রকম ?"

জো সবিস্ময়ে বলিল, "না, এ রকম কণ্ঠস্বর নয়।"

মিঃ বকেট্ তখন মূর্ত্তিটির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "তবে তুমি যে বলিলে, উনি সেই লেডী, তাহার অর্থ কি ?"

বালক বলিল যে, সে অবগুণ্ঠন, টুপী এবং গাউন দেখিয়া বলিয়াছিল—ইনিই সেই রমণী। কিন্তু জিনিসগুলি তাঁহার হইলেও আসলে তিনি ইনি নহেন। হাত, অঙ্গুরীয় এবং কণ্ঠস্বর সেই মহিলার যাহা বিশেষত্ব, তাহা এই মহিলাতে নাই। এই মহিলার দৈর্ঘ্য তাঁহারই মত, সুতরাং পরিচ্ছদাদি দেখিয়া সে মনে করিয়াছিল—তিনিই হইবেন।

বকেট্ বলিলেন, "তোমাকে পরীক্ষা করিয়া, তোমাকে দিয়া বিশেষ কোন সুবিধা হইল না। যাহা হউক, পাঁচ শিলিং তোমাকে দেওয়া গেল।" এই বলিয়া তিনি বালকের হাতে টাকা দিয়া তাহাকে বাহিরে লইয়া গেলেন। স্নাগ্‌স্‌বি সবিস্ময়ে সমুদয় ব্যাপার দেখিতেছিলেন। এমন সময় মিঃ টল্‌কিংহরণ তথায় প্রবেশ করিলেন। মূর্ত্তি তখন অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিল।

মিঃ টল্‌কিংহরণ বলিলেন, "ম্যাদমসেলি হর্টেন্‌সি, আপনাকে ধন্যবাদ! আপনাকে আর কষ্ট দিব না।"

রমণী বলিল, "কিন্তু মনে রাখিবেন, আমি এখনও কোথাও চাকরী পাই নাই।"

"ব্যবহারাজীব বলিলেন, "কোন চিন্তা করিবেন না, আমি আপনাকে প্রশংসাপত্র ভালই দিব।"

ম্যাদমসেলি হর্টেন্‌সি বিদায় লইল।

বকেট্ বলিলেন, "আমি ঠিক ধরিয়াছিলাম। আর কোন সন্দেহ নাই। এই পরিচ্ছদে অন্য কোন নারী আসিয়াছিলেন। বালক যাহা বলিল, তাহাতে এখন আর সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই।"

স্নাগ্‌স্‌বি বলিলেন, "তবে আমি এখন যাইতে পারি ? আমার স্ত্রী হয় ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।"

ব্যবহারাজীব তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন। বকেট্ স্নাগ্‌স্‌বিকে সঙ্গে করিয়া বহির্দ্বারে লইয়া গেলেন। ঘনিষ্ঠভাবে করকম্পন সহকারে বিদায়দানকালে ইনস্পেক্টার বলিলেন, "আমি জানি, আপনি বাজে কথা বলেন না, কথা গোপন রাখিতেও জানেন। সুতরাং আজিকার এ-সব কথা নিশ্চয়ই প্রকাশ করিবেন না।"

যথাযথ উত্তর দিয়া স্নাগ্‌স্‌বি বাড়ীর দিকে চলিলেন। এক একবার তাঁহার মনে হইতেছিল যে, তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন কি না।

২৩

দেড় মাস পরে আমরা মিঃ বয়থরনের পল্লী-ভবন হইতে ফিরিয়া আসিলাম। পার্কে ও অরণ্যে আমরা প্রায়ই বেড়াইতে যাইতাম; কিন্তু লেডী ডেড্‌লকের সহিত কখনও দেখা হইত না। শুধু ধর্ম্ম-মন্দিরে তাঁহাকে দেখিতাম। সেখানে অনেক সুন্দর মুখের সমাবেশ দেখিলেও, তাঁহার মত সুন্দর আর কাহাকেও দেখিতাম না। কি জানি কেন, তাঁহাকে দেখিলেই আমার পূর্ব্বকথা মনে হইত। ভয়-মিশ্রিত প্রশংসার সহিত আমি তাঁহাকে দেখিতাম। এক একবার আমার মনে ধারণা হইত যে, আমার ন্যায় তিনিও যেন আমার প্রতি কৌতূহলাবিষ্ট। কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে তাঁহার দিকে চাহিলে আমার সে ভ্রম দূরীভূত হইত। তখন নিজের মনের এই প্রকার দুর্ব্বলতা দেখিয়া নিজেই লজ্জিত হইতাম।

মিঃ বয়থরনের আবাস ত্যাগের পূর্ব্বে একটা সামান্য ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। তাহা আমি এই স্থলে বিবৃত করিতেছি।

আমি আদার সহিত বাগানে বেড়াইতেছিলাম, এমন সময় সংবাদ পাইলাম যে, আমার সহিত কেহ দেখা করিতে চাহে। প্রাতরাশকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে, লেডী ডেড্‌লকের সেই ফরাসিনী পরিচারিকা আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে।

সে আমাকে বলিল, "আপনার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি, সে জন্য আমার অপরাধ লইবেন না।"

আমি বলিলাম, "তোমার কুণ্ঠিত হইবার কোন প্রয়োজন নাই। আমার কাছে তোমার কিছু আবশ্যক আছে কি ?"

"আজ্ঞা হ্যাঁ। সেই জন্যই আপনার কাছে আসিয়াছি। আমি লেডী মহোদয়ার কাজ ছাড়িয়া দিয়াছি। তিনি অনেক উচ্চে থাকেন। অবশ্য আমাকে এ জন্য ক্ষমা করিবেন। তাঁর বিরুদ্ধে আমি নালিশ করিতে আসি নাই। সেটা আমার উদ্দেশ্য নয়।"

"আচ্ছা, তোমার বক্তব্য বলিয়া যাও।"

সে বলিল, "দেখুন, আমার ইচ্ছা, কোনও সুন্দরী শিক্ষিতা যুবতীর নিকট আমি কাজ করি। এখন আমার কাজ নাই। তাই আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আমাকে যদি চাকরী দেন।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু দুঃখের সহিত—"

যুবতী বাধা দিয়া বলিল, "এক কথায় আমায় তাড়াইবেন না, হতাশ করিবেন না। এখানে চাকরী লইলে ওখানকার মত জাঁকজমকে থাকিতে পারিব না, তাহা আমি জানি। আমি চাইও তাই। ওখানকার মত এ চাকরীতে হয় ত আমার সেরূপ সম্মান না থাকিতে পারে, তাহাতে আমার কিছু ক্ষতি নাই। মাহিনা হিসাবেও আমার এখানে প্রত্যাশা অল্প, কিন্তু তাহাতেও কিছু আসে যায় না। আমি অল্পেই এখানে সন্তুষ্ট থাকিব।"

এরূপ একটি সহচরী রাখা যে আমার মত রমণীর পক্ষে সম্ভবপর নহে, সে কথাটা মনে করিয়াই আমি বলিলাম, "আমাদের এ রকম সহচরীর কোন প্রয়োজন ত নাই।"

সে বলিল, "কেন নাই ? আমি প্রাণ-মন দিয়া আপনার সেবা করিব। দেখিবেন, আমি কিরূপ বিশ্বাসের সহিত কাজ করি। এখন টাকার কথা তুলিবেন না। আমি অমনই আপনার কাছে কাজ করিব।"

তাহার আন্তরিকতা দেখিয়া একটু আমি ভীত হইলাম। সে তথাপি আমার কাছে থাকিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল।

"ম্যাদামসেলি, আমি দক্ষিণ দেশের অধিবাসিনী। সহজেই আমরা বিচলিত হই। এক মুহূর্ত্তেই আমাদের মনে ঘৃণা ও ভালবাসার সঞ্চার হইয়া থাকে। আমাদের রাণীর যে মেজাজ, তাহাতে আমার ধাতে উহা সহে না। আমার মজাজও তিনি সহিতে পারেন না। যাক্, সে সব ত শেষ হইয়া গিয়াছে। আমি আপনার সেবা করিতে চাই। আপনি যাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন না, আমি আপনার জন্য এমন সব কাজ করিব। আমাকে কাজ দিলে, কোনও দিন আপনাকে অনুতাপ করিতে হইবে না।"

কিন্তু আমি তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম যে, তাহার মত রমণীকে রাখিবার সামর্থ্য ও প্রয়োজন আমার নাই। তখন সে বলিল, "কি করিব বলুন। আপনি যখন রাখিলেন না, তখন কাজেই অন্যত্র আমায় চাকরী খুঁজিয়া লইতে হইবে। আপনার করপল্লবে আমার চুম্বন করিবার বাসনা, তাহাতে আপনার আপত্তি আছে কি ?"

আমি হাত বাড়াইয়া দিলাম। সে আমার হাতটি স্পর্শ করিয়া তাহাতে চুম্বন করিল।

রমণী চলিয়া গেলে আমি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিলাম। ইহার পর সে অঞ্চলে আর তাহাকে দেখি নাই।

দেড় মাস তথায় বাস করিবার পর আমরা সে স্থান ত্যাগ করিলাম। রিচার্ড প্রতি শনিবার অথবা রবিবার আসিতেন। কোন কোন দিন ঘোড়ায় চড়িয়াও সহসা আসিতেন। সোমবার দিন আবার চলিয়া যাইতেন। খুব পরিশ্রম সহকারে কাজকর্ম্ম করিতেছেন, তিনি আমাদের কাছে বলিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে আমার মনে একটা ভীষণ উদ্বেগই ছিল। আমার মনে হইত, তাঁ[illegible] পরিশ্রম সবই অপথে যাইতেছে। কোন মন্দ কিছু অ[illegible]দেখিতে পাইতাম না বটে, কিন্তু তাঁহার মুখে যে সব কথা[illegible]তাম, তাহাতে মনে উৎসাহ ও আশার সঞ্চার হ[illegible] না। মোকদ্দমায় জয়লাভ করিলে তাঁহার ও আদা[illegible] যথেষ্ট অর্থ লাভ ঘটিবে, এইরূপ আশা তাঁহাকে পাইয়া ব[illegible]ছিল। কিন্তু মাঝখানে "যদি" থাকিয়াই সব গোল বাধ[illegible]ছিল। তিনি মোকদ্দমা-সংক্রান্ত নথিপত্র সব পড়িয়া দেখিতেছেন। যতই পড়িতেছেন, ততই না কি তিনি আশান্বিত হইতেছেন। এখন তিনি প্রায়ই আদালতে যান। মিস্ ফ্লিটের সহিত সর্ব্বদাই সাক্ষাৎ হয়।

আদা রিচার্ডকে কিছু বলিতেন না। রিচার্ডের উপর তাঁহার অখণ্ড বিশ্বাস ছিল। কর্ত্তা ইদানীং প্রায়ই বাতের যন্ত্রণার উল্লেখ করিতেন এবং পাঠাগারেই অধিকাংশ সময় কাটাইতেন। রিচার্ডের সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতেন না। আমি ক্যাডি জেলিবির সহিত দেখা করিতে লণ্ডনে গিয়া মনে করিলাম, রিচার্ডের সঙ্গে এ বিষয়ে একটু ভাল করিয়া আলোচনা করিব। কারণ, আমার মন থাকিয়া থাকিয়া একটা কু গাহিতেছিল।

নির্দ্দিষ্ট স্থলে রিচার্ডের সহিত দেখা হইল। এখন হইতে আমরা পরস্পরকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করিতাম। আমি বলিলাম, "রিচার্ড, তাহা হইলে এখন তোমার আইনে মন বসিয়াছে ত ?"

রিচার্ড বলিলেন, "হাঁ, এখন বেশ আছি।"

"আগেও ত ভাই তুমি এমনই বলিয়াছিলে।"

"আমার উত্তরে তাহা হইলে তুমি সন্তুষ্ট হও নাই, কেমন? ভাল, তবে বলিতেছি, মন এখনও বসে নাই। মোকদ্দমাটা শেষ না হইলে মন বসিতেই পারে না। বুঝিয়াছ?"

"তুমি কি মনে কর, এ মোকদ্দমা শেষ হইবে?"

রিচার্ড বলিলেন, "তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।"

কোন কথা না বলিয়া আমরা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলাম। সহসা রিচার্ড বলিলেন, "ইস্থার, ভাই, আমার মনের দৃঢ়তা থাকিলে ভাল হইত। আদা-সম্বন্ধে আমার দৃঢ়তা খুবই আছে। সে কথা বলিতেছি না। কিন্তু কাজের সম্বন্ধে আমার মনের দৃঢ়তা থাকা আবশ্যক। চিকিৎসা-ব্যবসায়ে অথবা আইন-ব্যবসায়ে যদি আমি চপলমতিত্বের পরিচয় না দিতাম, তবে আজ আমার দেনা হইত না।"

"সে কি রিচার্ড, তোমার দেনা?"

"হাঁ, কিছু দেনা আমার হইয়াছে। আজকাল বিলিয়ার্ড খেলা প্রভৃতিতে আমি কিছু মাতিয়াছি। সব কথা বলিয়া ফেলিলাম। ইস্থার, তুমি এখন বোধ হয় আমাকে ঘৃণা করিবে?"

"আমি? রিচার্ড, তুমি কি আমায় জান না?"

রিচার্ড বলিলেন, "তোমার দয়া অসীম। আমি বড় অস্থির হইয়া আছি। স্থির হই কি করিয়া বল ত? এক এক সময় নিজের উপরেই ঘৃণা হয়। কিন্তু কি করিব বল, আমার জন্মই বিশৃঙ্খলার মধ্যে। শৃঙ্খলা আনি কিরূপে? চিরবিশ্বস্তহৃদয়া আদার আমি অনুপযুক্ত।"

রিচার্ড কাঁদিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলাম, "রিচার্ড, অত বিচলিত হইও না। তোমার অন্তঃকরণ মহৎ। আদার প্রেম তোমাকে ক্রমে তাহার উপযুক্ত করিয়া তুলিবে।"

"রিচার্ড বলিলেন, "হাঁ, তা আমি জানি। আমি তাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসি। কিন্তু তথাপি আমি তাহার প্রতি অন্যায় করিয়া আসিতেছি। কিন্তু এমন চিরদিন থাকিবে না। এক দিন মোকদ্দমার বিচার শেষ হইবে। আমাদের অনুকূলেই রায় বাহির হইবে। তখন তুমি ও আদা দেখিবে, আমি কি করিতে পারি। আমি কাগজপত্র সব দেখিয়াছি। দেখিও, আমরা জয়লাভ করিব। বিলম্ব ঘটিবে বলিতেছ? তা আমার বিশ্বাস, শীঘ্রই এ বিষয়ের চরম মীমাংসায় আমরা উপনীত হইতে পারিব।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "রিচার্ড, কবে হইতে কেন্‌জি ও কারবয় কোম্পানীতে রীতিমত ব্যবহারাজীবের কাজ করিতে আরম্ভ করিবে?"

রিচার্ড বলিলেন, "ইস্থার, উকীল আমি হইব না। এত দিন কাগজপত্র ঘাঁটিয়া আমি বুঝিয়াছি, ব্যবহারাজীবের কাজ আমার উপযুক্ত নহে। আইনের তৃষ্ণা আমার মিটিয়াছে। শুধু তাই নয়, আমার এখন ধারণা হইয়াছে যে, কোনও প্রকার ব্যবসায়ে আমার মন লাগিবে না। মোকদ্দমা শেষ হইয়া গেলে উহার প্রয়োজন আর হইবে না। তবে এখন দেখিতেছি, সেনাদলে কাজ করিবার জন্য আমার মন ব্যাকুল হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "বল কি?"

রিচার্ড বলিলেন, "হ্যাঁ, সেনাদলে একটা কমিশন যোগাড় করিতে পাইলেই আমি সে কার্য্য গ্রহণ করিব। তাহাতে দেখিয়াছি, আমার খরচা অনেক কম হইবে। বৎসরে প্রায় ছয় হাজার টাকা খরচ কম লাগিবে।"

রিচার্ডের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমি বাস্তবিকই অধীর হইলাম। এমন অব্যবস্থিতচিত্ত লোক সংসারে শুধু অশান্তিই আনয়ন করে। অথবা রিচার্ডের মত উদার, মহৎ-হৃদয় যুবক আমি কমই দেখিয়াছি! আমি রিচার্ডকে বলিলাম যে, আদালতের মীমাংসার উপর তিনি যেন অধিক নির্ভর না করেন। কারণ, তাহাতে শুধু ব্যর্থতাই আসিবে। কিন্তু বুঝিলাম, রিচার্ডকে মোকদ্দমা পাইয়া বসিয়াছে। তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেন, যথাকালে আমাদের রায় বাহির হইলে তিনি ও আদা বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইবেন।

সোহোস্কোয়ারে পৌঁছিলে, রিচার্ড বিদায় লইলেন। এইখানে ক্যাডির সহিত আমার দেখা হইবার কথা। ক্যাডি আমায় দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিল।

কুশল-সম্ভাষণাদির পর ক্যাডি বলিল, "মিস্ সমারসন্, আপনার উপদেশমত আমি মাকে আমাদের বিবাহের কথা বলিব স্থির করিয়াছি। অবশ্য আমার ভবিষ্যতের জন্য মা সম্পূর্ণ উদাসীন। প্রিন্সকে আপনার কথা বলায় তিনি বলিয়াছেন যে, আপনার পরামর্শমতই সব কাজ করা দরকার। আপনার উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস দেখিলাম।"

আমি বলিলাম, "সত্য না কি?"

"হাঁ, ইস্থার। তিনি বলেন যে, আমিও আমার মাকে বিবাহের কথা বলিব, পরে তিনিও তাঁহার পিতার নিকট এ প্রস্তাব উত্থাপিত করিবেন। তবে তাঁহার পিতাকে বলিবার সময় তিনি আপনার সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি বলিলেন যে, মিস্ সমারসন্ সে সময়ে উপস্থিত থাকিলে কথাটা অতি সহজে তিনি উত্থাপিত করিতে পারিবেন। আপনি কি এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করিবেন?"

আমি বলিলাম, "নিশ্চয়, প্রয়োজন হইলে আমি তোমাদিগকে প্রাণ দিয়াও সাহায্য করিতে পারি।"

ক্যাডি আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল।

অতঃপর ক্যাডির সঙ্গে আমি প্রিন্সের বাড়ী গমন করিলাম। প্রিন্স যখন শুনিলেন যে, আমি সানন্দে তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছি, তখন তাঁহারও আনন আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

আমরা তিন জনে বৃদ্ধ টরভিড্রপের কক্ষে গমন করিলাম। বৃদ্ধের নিকট পুত্র প্রস্তাব করিতে তিনি প্রথমতঃ নানাপ্রকার

তোমাদের উভয়ের মধ্যে শুধু আত্মীয়তা ছাড়া অন্য কোন বন্ধন না রাখাই কর্ত্তব্য।"

রিচার্ড বলিলেন, "তার চেয়ে বলুন না যে, আমার উপর আপনার আর মোটেই বিশ্বাস নাই। আর আদাকেও উহা করিতে পরামর্শ দিতেছেন?"

"না রিক্, সেরূপ ভাব আমার মনে আসে নাই। তবে তোমার জীবনের আরম্ভটা সুবিধাজনকভাবে হয় নাই। একটু চেষ্টা করিলেই তাহা সংশোধিত হইবে। তোমরা উভয়েই এখন অত্যন্ত অল্পবয়স্ক, সুতরাং ভ্রাতা-ভগিনীর সম্বন্ধ ব্যতীত এখন অন্য কোনও প্রকার সম্বন্ধ তোমাদের মধ্যে বর্দ্ধিত না হওয়াই উচিত। ক্রমে সেটা পরিণত হইবে, তাহাই ভাল।"

রিচার্ড বলিলেন, "আপনি আমার উপর বড়ই নির্দ্দয়।"

"না, রিক্, আমি ইহাতে নিজেকেই বেশী কষ্ট দিতেছি। তোমার প্রাণে যাহাতে ব্যথা লাগে,তাহাতে আমিও ততোধিক বেদনা পাই। প্রতিষেধক তোমার হাতেই আছে। আদা, ভাবিয়া দেখ, রিকের মঙ্গলের জন্য তাহাকে মুক্তি দেওয়া কি উচিত নয়? আদার কথা স্মরণ করিয়া, রিক্, তোমারও তাহাকে কোন বন্ধনে বাঁধিয়া রাখা উচিত নহে। পরস্পরের মঙ্গলের জন্য পরস্পরের এ ত্যাগ স্বীকার করা দরকার।"

রিচার্ড বলিলেন, "পূর্ব্বে ত আপনি এ কথা বলেন নাই, আজ এ কথা কেন বলিতেছেন?"

"আমার অভিজ্ঞতা বাড়িয়াছে। তখন যাহা বুঝি নাই, *এখন তাহা বুঝিতেছি। তোমাকে কোন দোষ দিতেছি না, রিক্। তবে অভিজ্ঞতা অনেক হইয়াছে।"*

"আমার সম্বন্ধে কি?"

"তোমাদের দুই জনের সম্বন্ধেই। তোমরা অঙ্গীকারে বদ্ধ হইতে পার, এখনও সে সময় তোমাদের আসে নাই। য়া উচিত নয়, আর আমি তাহা হইতেও দিব না। গত ভুলিয়া যাও, নূতন ভাবে জীবন-যাত্রা আরম্ভ কর, সব হইবে।"

রিচার্ড উৎকণ্ঠাপূর্ণ দৃষ্টিতে আদার দিকে চাহিলেন।

"আমি তোমাদিগকে অথবা ইস্থারকে কোনও দিন এ সব বলি নাই। এখন আর না বলিয়া পারিলাম না। মরা দুইটিতে প্রথমে যখন আসিয়াছিলে, সে সময় মাদের অবস্থা যেমন ছিল, আজ সেইভাবে তোমরা স্পরের নিকট বিদায় লও। শুধু সময়ের প্রতীক্ষা কর। ল সব ভাল হইবে। যদি তাহা না কর, তোমরা গুরুতর য় করিবে, আর আমাকেও সেই অন্যায়ের ভাগী করিয়া বে।"

আদা রিচার্ডের দিকে কোমল দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, 'রিচার্ড, ভাই জন যাহা বলিলেন, তাহার উপর আর কথা লে না। আমার সম্বন্ধে তোমার কোন চিন্তা নাই; কারণ, আমি এখানে নিরাপদে থাকিব। তুমি আমাকে অত্যন্ত ভালবাস জানি। আমিও তোমাকে ভালবাসি। সুতরাং তুমি অন্য রমণীর প্রেমে নিমগ্ন হইবে না, তাহা আমি বিশ্বাস করি। আমারও কোনও পরিবর্ত্তন হইবে না, সেটাও ঠিক। অবশ্য আমাদের ক্ষণস্থায়ী বিচ্ছেদ কষ্টকর হইবে বটে; কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাহাও সহ্য করিতে হইবে। মিঃ জারনডিসের প্রস্তাবানুসারেই আমাদিগকে চলিতে হইবে, চলা উচিত। সুতরাং আপাততঃ আমরা সাধারণ ভাই-বোনের মতই পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিব।"

আদা হার্টফোর্ডশায়ারে রহিলেন। মিঃ জারনডিস্ ও রিচার্ডের সঙ্গে আমরা লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলাম। রিচার্ডের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। রিচার্ড সম্ভবতঃ এই ব্যাপারে কর্ত্তার উপর একটু অপ্রসন্ন হইয়া-ছিলেন। তিনি আমার কাছে মনের সকল কথাই খুলিয়া বলিতেন। নিজের অপরাধের কথাও লুকাইতেন না। লণ্ডনে আসিয়া এক এক সময় ভবিষ্যতের আশায় তাঁহাকে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতে দেখিতাম।

এখানে একটি সৈনিকের নিকট হইতে তিনি অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতেছিলেন। কর্ত্তা ও রিচার্ডের ঘরে এই ভদ্রলোকটি সম্বন্ধে অনেক কথাই পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম। তিনি এক দিন আমাদের বাসায় আসিলে আমি ইচ্ছা করিয়াই কর্ত্তার সঙ্গে তিনি যে ঘরে বসিয়াছিলেন, সেখানে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, লোকটি প্রিয়দর্শন। বীরপুরুষের মতই আকৃতি বটে।

সে দিন রিচার্ড তখনও বাসায় আসেন নাই। আমরা উভয়ে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলে ভদ্রলোকটি যেন একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

কর্ত্তা বলিলেন, "আপনি ঘড়ীর কাঁটার সঙ্গে আসিয়াছেন দেখিতেছি।"

তিনি বলিলেন, "সৈনিকের পক্ষে এ সকল বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। বহু দিনের অভ্যাস।"

কর্ত্তা বলিলেন, "আপনার না কি একটা অস্ত্রাগার আছে, সেখানে অনেকে শিখিতে যান, ব্যবসাটা খুব বড় না কি?"

"তেমন বড় নয়, লক্ষ্য স্থির করিবার জন্য একটা গ্যালারী-ঘর আছে বটে।"

কর্ত্তা বলিলেন, "মিঃ কারস্টনকে কেমন দেখিতেছেন? ভাল যোদ্ধা হইতে পারিবেন কি?"

বক্ষোদেশে বাহু রক্ষা করিয়া সৈনিক পুরুষ জর্জ্জ বলিলেন, "ভালই শিখিতেছেন। তবে যদি সমগ্র মন দিয়া শিখিতেন, তাহা হইলে চমৎকার যোদ্ধা হইতে পারিতেন।"

কর্ত্তা বলিলেন, "মনোযোগ বিশেষ নাই বোধ হয়?"

"প্রথমতঃ খুব মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষের দিকে তেমন উৎসাহ আর দেখিতে পাই না। বোধ হয়, মনের মধ্যে অন্য কোন চিন্তা আছে। হয় ত কোন যুবতীই চিন্তার বিষয়।" তাঁহার উজ্জ্বল কৃষ্ণতার নয়নযুগল

সর্ব্বপ্রথম আমার উপর স্থাপিত হইল। এতক্ষণ তিনি আমার দিকেই চাহেন নাই।

আমি সহাস্যে বলিলাম, "মিঃ জর্জ্জ, মিঃ কারস্টনের চিত্তক্ষেত্রে আমার কোন প্রভাব নাই জানিবেন। হয় ত আপনার মনে সন্দেহ হইয়া থাকিতে পারে, তাই এ কথা বলিলাম।"

ভদ্রলোকের মুখমণ্ডল সহসা আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "মিস্, আমায় ক্ষমা করুন।"

তিনি তিন চারিবার আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কর্ত্তাকে বলিলেন, "এই মহিলার নাম বোধ হয় আপনি বলিয়াছিলেন—"

"হাঁ, মিস্ সমারসন্।"

জর্জ্জ পুনরায় আমার দিকে তাকাইলেন।

আমি বলিলাম, "এ নামটি আপনার পূর্ব্বশ্রুত?"

"না, মিস্, আমি পূর্ব্বে কখনও এ নাম শুনি নাই। কিন্তু আপনাকে কোথায় যেন দেখিয়াছি।"

আমি তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলাম, "বোধ হয় নয়; কারণ, আমি যাঁহাকে একবার দেখি, তাঁহাকে কখনও ভুলি না।"

"মিস্, আমারও তাই।" বলিয়া তিনি আবার আমার দিকে নিবিষ্ট দৃষ্টিতে চাহিলেন। "তাই ত, কোথায় আমি এ চেহারা দেখিয়াছি, মনে করিতে পারিতেছি না!"

কর্ত্তা এই সময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার ছাত্র-সংখ্যা কি বেশী?"

"সময়ে সময়ে বেশী হয় বটে। তবে সাধারণতঃ সংখ্যা বেশী নয়।"

কথায় কথায় মিঃ জর্জ্জ কর্ত্তাকে বলিলেন, "বড় আদালতে আপনার একটা বড় মোকদ্দমা আছে না?"

"হাঁ, তা আছে বৈ কি।"

"আমার এক বন্ধু ঐ রকম এক মোকদ্দমায় পড়িয়া যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়াছেন। এক দিন তিনি আমার শিক্ষাগারে পিস্তল ছুড়িতে আসেন। হঠাৎ তাঁহার মানসিক অবস্থা দেখিয়া আমি তাঁহাকে বাধা দেই। তিনি অবশ্য আমার উদ্দেশ্য বুঝিয়া আর ঐ প্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করেন নাই।"

কৌতূহলভরে কর্ত্তা প্রশ্ন করিলেন, "কে সে ভদ্রলোকটি?"

"লোকটি স্রপশায়ার হইতে আসিয়াছেন। চাষ-বাস প্রভৃতি প্রথমে তাঁহার ভালই ছিল। এখন সব হারাইয়া তিনি অন্য রকম মানুষ হইয়াছেন।"

কর্ত্তা বলিলেন, "তাঁহার নাম গ্রিডলে নয় কি?"

"হাঁ, মহাশয়।"

ভদ্রলোক আবার আমার প্রতি দুই চারিবার চাহিলেন। আমি তখন মিঃ জর্জ্জকে বুঝাইয়া দিলাম, কি অবস্থায় আমাদের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়।

ভদ্রলোক পুনরায় আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বুঝিতে পারিতেছি না, কেন এমন হইতেছে। কিন্তু কেবলই মনে হইতেছে, কোথায় যেন আমি আপনাকে দেখিয়াছি।"

কর্ত্তা বলিলেন, "মিঃ গ্রিডলের মানসিক অবস্থার কথা শুনিয়া আমি বাস্তবিক বড়ই দুঃখিত হইলাম। শুনিয়াছি, নূতন বিপদ উপস্থিত হওয়ায় তিনি এখন লুকাইয়া বেড়াইতেছেন।"

"আমিও তাহাই শুনিয়াছি।"

"তিনি কোথায় আছেন, জানেন?"

"না, মহাশয়। তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা এখন আমি জানি না। তবে আশঙ্কা হয়, লোকটা আর বেশী দিন বাঁচিবেন না। এই রকম শক্ত লোক হঠাৎ এক দিন মারা পড়ে।"

এই সময়ে রিচার্ড কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমাদের আলোচনা সব বন্ধ হইয়া গেল। মিঃ জর্জ্জ রিচার্ডের সঙ্গে চলিয়া গেলেন।

রাত্রিতে রিচার্ড যাত্রা করিবেন। সুতরাং সমস্ত দিবাভাগটা আমাদের অবকাশ ছিল। রিচার্ডের অনুরোধে আমি তাঁহার সঙ্গে আদালতে গেলাম। সে দিন জারন্ডিস্ ও জারন্ডিসের মোকদ্দমা উঠিবার কথা ছিল। মিস্ ফ্লিটের সঙ্গে দেখা হইল। তিনি আমাদিগকে দেখিয়া বিশেষ সুখী হইলেন।

যথাসময়ে মোকদ্দমার ডাক হইল। বিশেষ কিছুই হইল না। আবার দিন পড়িল। রিচার্ডের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সেই সুন্দর মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তথাপি তিনি বলিলেন, "আর কত দিন চলিবে? এবার শীঘ্র শেষ হইবার সম্ভাবনা।"

মিঃ গুপীকে দেখিলাম। তিনি বিষাদভরে আমাকে নমস্কার করিলেন। মোকদ্দমার পরে তিনি আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, "মিস্ সমারসন্, আমার জনৈক মহিলা বন্ধু আপনার সহিত দেখা করিতে চান। তিনি আপনাকে চেনেন।"

আমি চক্ষু তুলিয়া চাহিতেই দেখিলাম, এ কে? এ যে আমার বাল্যের হিতৈষিণী শ্রীমতী র‍্যাচেল। আমার পালক-মাতার পরিচারিকা র‍্যাচেল!

"কেমন আছ, ইস্থার? আমায় মনে পড়ে?"

আমি র‍্যাচেলের দিকে হাত বাড়াইয়া দিলাম। শ্রীমতী র‍্যাচেলের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। শুনিলাম, তিনি এখন শ্রীমতী 'চ্যাডব্যাণ্ড। মিঃ চ্যাডব্যাণ্ডের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছে।

মিঃ গুপী ও শ্রীমতী র‍্যাচেলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আমি ও রিচার্ড জনপ্রবাহ ঠেলিয়া বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। সেই সময় সহসা মিঃ জর্জ্জের সহিত দেখা হইল। তিনি আমাদিগকে দেখিয়া বলিয়া

উঠিলেন, "এই যে, আপনারা এখানে। আচ্ছা, এখানে একটি মাথা-পাগলা খর্ব্বকায়া রমণী—"

আমি অঙ্গুলি-সঙ্কেতে মিস্ ফ্লিটকে দেখাইয়া দিলাম। তিনি আমার পার্শ্বেই দাঁড়াইয়াছিলেন।

জর্জ্জ বলিলেন, "আপনার বোধ হয় স্মরণ আছে, আজ সকালে মিঃ গ্রিডলের কথা হইতেছিল?"

আমি বলিলাম, "খুব মনে আছে।"

"তিনি আমার বাসায় আত্মগোপন করিয়া আছেন। সে কথাটা আমি তখন প্রকাশ করিতে পারি নাই। কারণ, আমার উপর সে ভার তখন ছিল না। গ্রিডলের অন্তিম-কাল উপস্থিত। তিনি এখন ঐ বৃদ্ধার সহিত দেখা করিতে চান। উভয়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া ধর্ম্মাধিকরণে একই উদ্দেশ্যে যাতায়াত করিতেছিলেন, সে জন্য তাঁহার বিশ্বাস, এই বৃদ্ধা তাহার মনের অবস্থা সম্যক্ বুঝিতে পারিবেন। তাঁহারই নির্দ্দেশমতে আমি উক্ত বৃদ্ধার সন্ধানে আসিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "বৃদ্ধাকে কথাটা বলিব কি?"

জর্জ্জ বলিলেন, "দয়া করিয়া যদি সে ভার লয়েন, তবে বড়ই অনুগৃহীত হইব। ভগবানের বিশেষ দয়া, তাই হঠাৎ আপনার সহিত এখানে দেখা হইয়া গেল। নহিলে ঐ ঁার সঙ্গে কেমন করিয়া যে আমি পরিচিত হইতাম, তাহা ভাবিয়া পাই না।"

আমি জর্জ্জের সহিত মিস্ ফ্লিটের পরিচয় করাইয়া দিয়া তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলাম। বৃদ্ধা তখনই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

একখানি ঠিকা গাড়ী ভাড়া করিয়া মিঃ জর্জ্জের বাসার দিকে চলিলাম। অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া আমরা জর্জ্জের বাসায় উপস্থিত হইলাম। বাহিরের দরজা ভিতর হইতে রুদ্ধ ছিল। মিঃ জর্জ্জ ঘণ্টাধ্বনি করিলেন। বাহিরে একটি ভদ্রবেশধারী বৃদ্ধ দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি মিঃ জর্জ্জকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটা কি মিঃ জর্জ্জের অস্ত্রক্রীড়াগার?"

মিঃ জর্জ্জ বলিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, মহাশয়। আমারই নাম জর্জ্জ।"

"বটে?—আমি জনৈক চিকিৎসক। পাঁচ মিনিট আগে একটি লোক আমাকে ডাকিতে গিয়াছিল, জনৈক পীড়িতের চিকিৎসার প্রয়োজন।"

জর্জ্জ বলিলেন, "কথাটা সত্য। আপনি আমার সহিত ভিতরে চলুন।"

একটি অদ্ভুতদর্শন লোক দ্বার মুক্ত করিল। আমরা সকলেই ভিতরে প্রবেশ করিলাম। সহসা চিকিৎসকবেশী ভদ্রলোকটি মাথার টুপী খুলিয়া ফেলিলেন। মুহূর্ত্তে তাঁহার চেহারা যেন ভোজবলে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। বৃদ্ধ চিকিৎসকের পরিবর্ত্তে বেশ বলিষ্ঠ প্রৌঢ়কে দণ্ডায়মান দেখিলাম।

লোকটি জর্জ্জকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, তুমিও আমাকে জান, আমিও তোমাকে জানি, সংসারটাকে তুমিও দেখে আমিও দেখেছি। আমার নাম বকেট্। গ্রিড্লের না একটা ওয়ারেণ্ট আছে। অনেক কাল তুমি তাকে আ দিয়া রক্ষা করিয়াছ। তোমার কৌশল প্রশংসনীয়।"

জর্জ্জ আগন্তুকের দিকে চাহিয়া ওষ্ঠ দংশন করিলেন।

আগন্তুক জর্জ্জের পার্শ্বে পার্শ্বে যাইতে যাইতে বলিলে "তোমার বুদ্ধি-বিবেচনা বেশ আছে, তুমি লোকও ভাল, বিষয়ে আমার সন্দেহমাত্র নাই। এক দিন অস্ত্রধারণ করি তুমি দেশের সেবাও করিয়াছ; সুতরাং তুমি সাধারণ ব্যা নহ। আমার বিশ্বাস, তুমি এ বিষয়ে কোন গোলযো বাধাইবে না! বরং প্রয়োজনকালে তুমি আমার সাহায্য করিবে। ওহে ফিল্, সাবধান, ও-সব চালাকী চলিবে না আমি তোমাকে চিনি। সাবধান।"

সেই অদ্ভুতদর্শন ক্ষুদ্রাকার লোকটি আগন্তুকের দিকে যে ভাবে চাহিয়াছিল, তাহাতে তাহার মতলব যে ভাল নহে, তাহা প্রকাশ পাইতেছিল।

জর্জ্জ ডাকিলেন, "ফিল্!"

"আজ্ঞে, কর্ত্তা।"

"চুপ করিয়া থাক।"

মিঃ বকেট্ তখন বলিলেন, "সমবেত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণ, আপনারা আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আমার নাম ইন্‌স্পেক্টার বকেট্, আমি গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করি; এখানে আমার একটা গুরুতর কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে। জর্জ্জ, কোথায় গেলে আমার আসামীকে পাইব, তাহা আমি জানি। কাল রাত্রিতে আমি ছাদের উপর ছিলাম। সেখান হইতে আমি সবই দেখিয়াছি। লোকটির সঙ্গে দেখা করিয়া আমি তাহাকে আমার বক্তব্য বলিব। তবে কাহারও যাহাতে কোন অসুবিধা হয়, এমন ব্যবস্থা আমি করিব না। জর্জ্জ, তুমি আমাকে কথা দাও যে, তুমি আমাকে সাহায্য করিবে, তাহা হইলে আমার ক্ষমতায় যতদূর আছে, আমি তোমাদিগকে সকল প্রকার সুবিধা করিয়া দিব।"

জর্জ্জ বলিলেন, "আমি তোমাকে কথা দিতেছি। কিন্তু বকেট্, কাজটা তোমার ভাল হয় নাই।"

বকেট্ বলিলেন, "সে কথা ঠিক, জর্জ্জ। আমার কাযটি সুষ্ঠু নহে। কিন্তু কি করিব বল, কর্ত্তব্য গুরুতর।"

আলোচনার পর স্থির হইল, জর্জ্জ মিস্ ফ্লিটকে লইয়া অগ্রে রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিবেন।

উভয়ে চলিয়া গেলে, আমি, রিচার্ড ও মিঃ বকেট্ বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিয়ৎকাল পরে বহির্দ্বারে পুনরায় ঘণ্টাধ্বনি হইল। কর্ত্তা স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।

মিঃ জর্জ্জ পীড়িতের কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আমাদিগকে ভিতরে লইয়া চলিলেন।

একটি সাধারণ কোচের উপর মিঃ গ্রিড্লে শায়িত।

তাঁহার আকৃতির কি ভীষণ পরিবর্ত্তন! মুখমণ্ডল কি বিবর্ণ। অস্তগামী সূর্য্য-কিরণ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেছিল।

এখানেও তিনি স্তূপীকৃত কাগজপত্রের মধ্যে আপনাকে নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন, তাহার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ বিদ্যমান। সম্মুখস্থ টেবলের উপর কাগজপত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত!

মিস্ ফ্লিট শয্যোপরি উপবিষ্ট। রোগীর করপল্লব রমণীর প্রকোষ্ঠমধ্যে অবস্থিত।

তাঁহার কণ্ঠস্বরে সে দৃঢ়তা আর নাই, আমাকে ও রিচার্ডকে দেখিয়া তিনি অভিনন্দনস্বরূপ গ্রীবাদেশ ঈষৎ আন্দোলিত করিলেন। মিঃ জারনডিস্‌কে ক্ষুদ্র নমস্কার করিলেন।

"মিঃ জারনডিস্, আমাকে দেখিতে আসিয়াছেন, সে জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আর বেশীক্ষণ আমি এ পৃথিবীতে থাকিব না। আপনি সর্ব্বপ্রকার অন্যায়কে উপেক্ষা করিতে পারেন, এজন্য আমি আপনাকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করি।"

উভয়ে করকম্পন করিলেন। কর্ত্তা তাঁহাকে সান্ত্বনা-সূচক দুই-চারিটি কথা বলিলেন।

গ্রিড্‌লে বলিলেন, "ইতিপূর্ব্বে যদি আপনার সহিত আমার আলাপ না থাকিত, তবে আমি আজ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতাম না। ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। আপনি জানেন, একা আমি কি ভীষণ যুদ্ধই করিয়াছি। আমার উপর কি অবিচার হইয়াছে, তাহা আমি আদালতকে বলিতে কোনও দিন ভয় পাই নাই। আমাকে এমন ভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িতে হইয়াছে,—এ দুর্ব্বলতা আপনাদের নিকট প্রকাশ করিতে এখন আমার কোন লজ্জা নাই। কারণ, বিনা যুদ্ধে আমি এ অবস্থায় উপনীত হই নাই।"

কর্ত্তা বলিলেন, "আপনি যে বীরত্ব—যে সাহস দেখাইয়াছেন, তাহা অতুলনীয়।"

ম্লান হাস্যে পীড়িতের আনন উদ্ভাসিত হইল। মিস্ ফ্লিটের হাত ধরিয়া, তাহাকে কাছে আকর্ষণ করিয়া গ্রিড্‌লে বলিলেন, "এই আমার শেষ। আমার সকল দুঃখ, সকল প্রচেষ্টা শেষ হইয়াছে, এই নারীই স্বাভাবিকভাবে আমার অন্তিম শয্যার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। বহু—বহু বর্ষ আমরা উভয়ে একই প্রকার নৈরাশ্য সহ্য করিয়া আসিয়াছি। আদালত আমাকে সকল বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, শুধু এই বন্ধনটিকে ছিন্ন করিতে পারে নাই।"

অশ্রুপ্লাবিত নেত্রে, রুদ্ধকণ্ঠে মিস্ ফ্লিট বলিলেন, "গ্রিড্‌লে, তুমি আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর!"

"মিঃ জারনডিস্, আমার মনে এই অহঙ্কার ছিল যে, তাহারা কোন দিন আমার হৃদয়কে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিবে না। আমার প্রতিজ্ঞা ছিল যে, কখনও আমি হৃদয়ের এ দুর্ব্বলতা প্রকাশ হইতে দিব না। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আমি তাহাদের অত্যাচারের, অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে পারিব, এই সংকল্প আমার ছিল। কিন্তু তাহা আর হইল না। আমার শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে। কত দিন হইতে আমার হৃদয় ক্ষয় হইয়া আসিতেছিল, তাহা আমিও বুঝিতে পারি নাই। যেন এক ঘণ্টার মধ্যেই আমার সব শেষ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহারা যেন আমার এ দুর্ব্বলতার কথা জানিতে না পারে। এখানে যাঁহারা উপস্থিত আছেন, আমার অনুরোধ, তাঁহারা যেন এই কথা প্রকাশ করেন যে, শেষ পর্য্যন্ত আমি তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়াই গিয়াছি।"

মিঃ বকেট্ গৃহের এক কোণে বসিয়াছিলেন। তিনিও সান্ত্বনাসূচক বাক্য উচ্চারণ করিলেন। বলিলেন, "মিঃ গ্রিড্‌লে, এমন ভাবে আপনি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন না। ভয় কি? আপনি একটু হতাশ্বাস হইয়াছেন। সে দুর্ব্বলতাকে আপনি এখনই জয় করিতে পারিবেন। অমন করিয়া হতাশ হইবেন না। আপনি তাহাদের সকলকেই আপনার তেজ দেখাইতে পারিবেন। বিশবার আমি আপনার কাছে ওয়ারেণ্ট লইয়া আসিব।"

রোগী নৈরাশ্যভরে মস্তকান্দোলন করিলেন।

মিঃ বকেট্ বলিলেন, "না, না, ও ভাবে মাথা নাড়িবেন না। আপনার মত লোকের কাছে আমি এ প্রত্যাশা করি না। আমি কতবার আপনাকে আদালতকে অপমান করিতে দেখিয়াছি। প্রধান বিচারপতিকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া ফেলিতেছেন, সেই দৃশ্য দেখিবার জন্যই আমি শতবার আদালতে গিয়াছি। উকীলদিগকে আপনি ভয় দেখাইয়াছেন, সপ্তাহে দুই তিনবার এমন ব্যাপার ঘটিয়াছে। এই রমণী তাহার সাক্ষী। মিঃ গ্রিড্‌লে, উৎসাহে, উদ্দীপনায় আপনার চিত্ত ভরিয়া উঠুক, আমি আপনার সে উৎসাহ দেখিতে চাই।"

জর্জ্জ মৃদুস্বরে বলিলেন, "মিঃ বকেট্, আপনি উঁহার সম্বন্ধে কি করিতে চাহেন?"

মিঃ বকেট বলিলেন, "তা জানি না।" তিনি পুনরায় রোগীকে উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করিলেন।

"মিঃ গ্রিড্‌লে, আপনি শেষে হতাশ হইলেন? না, না, আপনাকে আমি এভাবে যাইতে দিব না। আপনি উৎসাহ চান, উত্তেজনা চান। তাহা হইলেই আপনার ভিতরে যে শক্তি আছে, তাহা জাগিয়া উঠিবে। আচ্ছা, আমি আপনাকে উত্তেজনার অবসর দিতেছি। মিঃ টল্‌কিংহরণ আপনার নামে নালিশ করায় আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছি। চলুন, আপনি আমার সঙ্গে! বিচারকের সম্মুখে আপনি সতেজ ক্রোধ প্রকাশ করিবেন, তাহাতে আপনি আবার বাঁচিয়া উঠিবেন। উঠুন, অবসাদকে ঝাড়িয়া ফেলুন। আপনার মত তেজস্বী ব্যক্তি এমনভাবে মুসড়িয়া পড়িলে চলিবে কেন? না, তাহা হইতেই পারে না। আপনি আদালতের সকলেরই প্রিয়। সকলে আপনার কথা শুনিবার জন্যই আদালতে যায়। জর্জ্জ, তুমি ভাই গ্রিড্‌লেকে একটু সাহায্য কর। ধরিয়া তোল!"

"আমাদের কাপ্তেন গো। কাপ্তেন হডন্।"

"ও, তাই বটে।"

দাদামহাশয় ও নাতিনী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মিঃ জর্জ্জের প্রতি চাহিল। তিনি বলিলেন, "স্পষ্ট করিয়া কথাটা বলিয়া ফেল। আমি হেঁয়ালী বুঝি না।"

বৃদ্ধ বলিল, "কথাটা কি জানেন? আমার বিশ্বাস, কাপ্তেন এখনও বাঁচিয়া আছেন, মরেন নাই!"

"যত সব বাজে কথা!"

"বাজে কথা নয়, মিঃ জর্জ্জ। আমার উকীল বন্ধুটি কাপ্তেনের সম্বন্ধে খোঁজ-খবর করিতেছেন।"

জর্জ্জ বলিলেন, "উকীলের সে খোঁজে কি আবশ্যক? তিনি তবে কোন দাঁও মারিবার মতলবে আছেন।"

"না, না, মিঃ জর্জ্জ। তিনি প্রসিদ্ধ উকীল। তিনি কাপ্তেন হডনের হাতের লেখা চান। একবার দেখেই ফিরিয়ে দেবেন। কাছে রাখতে চান না। তাঁর কাছে যে লেখা আছে, তার সঙ্গে একবার মিল ক'রে নিতে চান।"

"বেশ, তার পর?"

"তার পর কাগজে আমার বিজ্ঞাপন দেখে তিনি আমার কাছে আসেন। কিন্তু আমার কাছে শুধু হাতের স্বাক্ষর ছাড়া অন্য কোন লেখা ত নেই। কিন্তু মিঃ জর্জ্জ, আপনার কাছে তাঁর অনেক চিঠিপত্র, অন্য হাতের লেখা কিছু থাকতে পারে। তা হ'লে তাঁর কার্য্যসিদ্ধি হবে। হাতের যে রকম লেখা হোক্ না কেন, তাতেই চল্‌বে।"

জর্জ্জ বলিলেন, "সে হাতের লেখা দুই একখানা কাগজ হয় ত আমার কাছে থাকিতে পারে।"

"প্রিয় বন্ধু!"

"হয় ত নাও থাকিতে পারে।"

স্মলউইডের মুখ ম্লান হইয়া গেল।

"কিন্তু আমার কাছে সে হাতের লেখা ঝুড়ি ঝুড়ি থাকিলেও কারণ না জানিয়া আমি কাহাকেও দেখাইব কেন?"

"মিঃ জর্জ্জ, আমি ত আপনাকে কারণটা বলেছি।"

জর্জ্জ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "উহা পর্য্যাপ্ত নহে। আমি সমস্ত কারণটা জানিতে চাই, তারপর যদি আমার মনোনীত হয়, আমি দেখাইতে পারি।"

"তবে সেই উকীলের কাছে চলুন না? আমি তাঁকে ব'লে এসেছি যে, হয় ত বেলা দশটা এগারটার মধ্যে আমি সেখানে যেতেও পারি। এখন সাড়ে দশটা। চলুন না মিঃ জর্জ্জ, সেখানে যাই।"

"আচ্ছা, আমি যাইতে পারি। কিন্তু স্মলউইড, এ ব্যাপারে তোমার স্বার্থটা যে কি, তাহা বুঝিতেছি না।"

"আমার স্বার্থ যে অনেক, তা বুঝছেন না? আমি যে কাপ্তেনের কাছে অনেক টাকা পাব। যদি একটা কিনারা হয়, তাতে আমার লাভ। এখন চলুন।"

"আচ্ছা, আমি কাপড় ছাড়িয়া আসিতেছি।"

জর্জ্জ কয়েক মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া ফিলকে বলিলেন, বৃদ্ধকে সে চেয়ার সমেত গাড়ীতে যেন উঠাইয়া দিয়া আসে।

তিন জনে গাড়ীতে আসিয়া আরোহণ করিলেন। গাড়ী চলিতে লাগিল।

২৭

তাঁহাদিগকে অধিক দূর যাইতে হইল না। লিঙ্কলন্ ইন্ ফিল্ডের সমীপবর্ত্তী হইয়া গাড়ী থামিল। জর্জ্জ বলিলেন, "এ কি, তুমি মিঃ টল্‌কিংহরণের কাছে যাইতেছ?"

"হাঁ, বন্ধু, তাই বটে। মিঃ জর্জ্জ, আপনি কি তাঁকে চেনেন?"

"নাম শুনিয়াছি বটে। চেহারাও দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহার সহিত আমার পরিচয় নাই। তিনিও আমাকে জানেন না।"

গাড়ী হইতে স্মলউইডকে চেয়ার সমেত নামাইয়া ব্যবহারাজীবের ঘরে বাহকরা লইয়া গেল। জর্জ্জও তাহার সঙ্গে গেলেন। মিঃ টলকিংহরণ তখন সে ঘরে ছিলেন না। তখনই আসিবেন।

জর্জ্জ গৃহমধ্যে আসবাবপত্রগুলি দেখিতেছিলেন। আলমারীর গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা "স্যার লিষ্টার ডেডলক্, চেস্‌নিওড।"

জর্জ্জ বারংবার উহা আবৃত্তি করিতে করিতে একখানি আসনে বসিয়া পড়িলেন। স্মলউইড বলিল, "অগাধ টাকা, বুঝেছেন?"

জর্জ্জ বলিল, "কাহার কথা বলিতেছ? এই ভদ্রলোকের, না, স্যার লিষ্টারের?"

"এই ভদ্রলোকের।"

সেই সময় ব্যবহারাজীব কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। স্মলউইডকে নমস্কার করিয়া তিনি বলিলেন, "এই যে, তুমি সার্জ্জেণ্টকে সঙ্গে এনেছ। বসুন সার্জ্জেণ্ট, বসুন।"

স্মলউইড বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, সঙ্গে এনেছি।"

"এখন উনি কাজের কথায় কি বলেন?"

"আপনিই উঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন।"

উকীল বলিলেন, "আপনার নাম, জর্জ্জ?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"আপনার বক্তব্য বলুন।"

"মহাশয় অগ্রে আপনার উদ্দেশ্যটা কি, আমোকে বলুন, তবে ত বুঝিতে পারিব।"

"পুরস্কারের কথা বলিতেছেন?"

"সব বিষয়েই বলিতেছি।"

ব্যবহারাজীব বলিলেন, "আমার ধারণা ছিল, স্মলউইড আপনাকে সকল কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছে। কাপ্তেন

হডনের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব ছিল। তাঁর অসুখের সময় আপনি তাঁহার সেবাও করিয়াছিলেন, কেমন নয় কি?"

জর্জ্জ বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, মহাশয়।"

"তাহা হইলে আপনার কাছে তাঁহার লেখা কোন না কোন কাগজ আছে নিশ্চয়। আমি সেই লেখার সহিত আমার কাছে যে হস্তাক্ষর আছে, তাহা মিলাইয়া লইতে চাই। সে জন্য আপনাকে তিন, চারি অথবা পাঁচখানা গিনি আমি দিতে পারি। এ পুরস্কারটা নিতান্ত কম নহে।"

স্মলউইড্ বলিল, "নিশ্চয়ই নয়, কি বলেন, মিঃ জর্জ্জ?"

"যদি টাকাটা অল্প বলিয়া মনে করেন, তবে কি হইলে আপনি রাজি হইবেন, তাহা বলুন।"

মিঃ জর্জ্জ সমানভাবে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। একটি কথাও তাঁহার মুখ হইতে উচ্চারিত হইল না।

মিঃ টল্‌কিংহরণ বলিলেন, "এখন বলুন, কোন কাগজ আপনার কাছে আছে কি না? আর থাকিলে আপনি তাহা আমাকে দিবেন কি না? তার পর লেখাটা মিলাইয়া দেখিয়া আপনি বলিতে রাজি আছেন কি না যে, দুই লেখা একই রকমের।"

জর্জ্জ প্রশ্নগুলি শুনিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আমাকে মাপ করিবেন। এ ব্যাপারে আমি নাই।"

"কেন?"

জর্জ্জ বলিলেন, "দেখুন, আমি ব্যবসাদারী বুঝি না। ওটা আমার ধাতে সহে না। আপনি খোলসা করিয়া বলুন দেখি, কাপ্তেনের হাতের লেখা আপনি কেন মিলাইয়া দেখিতে চাহেন?"

ব্যবহারাজীব গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কারণটা আপনাকে খুলিয়া বলিতে পারিব না। অবশ্য ব্যাপারটা বিশেষ গুহ্য নহে, তবে আমাদের ব্যবসাই এই যে, কাহারও বিষয় অন্যের নিকট আমরা প্রকাশ করি না। আপনি যদি মনে করেন, কাপ্তেন হডনের ইহাতে কিছু অনিষ্ট হইবে, তবে এইটুকু আপনাকে বলিতে পারি, সে সব কোনও আশঙ্কার সম্ভাবনা নাই।"

"কাপ্তেন ত ইহজগতে নাই, মহাশয়। সে কথা আমি বলিতেছি না।"

টলকিংহরণ বলিলেন, "তাই না কি?"

জর্জ্জ বলিলেন, "দেখুন, আমি ব্যাপারটা বুঝিতে পারিতেছি না। এ সকল বিষয়ে আমার মাথা খেলে না। আমার এক বন্ধুকে এ সকল বিষয়ে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি আপনাকে শেষ জবাব দিতে পারিতেছি না। স্মলউইড, তুমি এখন বাড়ী যাইবে?"

"একটু অপেক্ষা করুন। আমি উকীল মহাশয়ের সহিত একটা কথা বলিয়া লই।"

জর্জ্জ গৃহের অপর প্রান্তে সরিয়া গেলেন।

স্মলউইড্ অস্ফুটস্বরে বলিল, "মহাশয়, লোকটা বড়ই বেয়াড়া। ওর বুকের পকেটে কাগজগুলি আছে। আপনি জোর করিয়া কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করুন। সহজেই কার্য্যসিদ্ধি হয়ে যাবে।"

উকীল বলিলেন, "না, না, বলপ্রকাশটা সঙ্গত নয়।"

"না, না, তা, সে কথা আমি বল্‌ছি না। আচ্ছা, ও যদি সহজে না দেয়, আমার হাতে এমন কল আছে যে, তা টিপ্‌লেই বাছাধনকে কায়দায় পড়্‌তে হবে। যাদু তখন কি করেন, দেখা যাবে।" প্রকাশ্যে জর্জ্জকে ডাকিয়া স্মলউইড বলিল, "মিঃ জর্জ্জ, চলুন, আমায় নীচে নিয়ে চলুন, আমি যাচ্ছি।"

জর্জ্জ স্মলউইড্‌কে নীচে নামাইয়া দিয়া গন্তব্য পথে একা চলিলেন। তাঁহার বন্ধু মিঃ ব্যাগ্‌নেটের সহিত তিনি দেখা করিতে চলিলেন। এই বন্ধুর পরামর্শমতই তিনি সকল কার্য্য করিয়া থাকেন।

একটি ছোট-খাট বাদ্যযন্ত্রের দোকানে তিনি আসিয়া দাঁড়াইলেন। বন্ধুপত্নী শ্রীমতী ব্যাগ্‌নেট দোকানে কাজ করিতেছিলেন। জর্জ্জকে দেখিয়া রমণী সাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে মিঃ ব্যাগ্‌নেট সপুত্র কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। জর্জ্জ বলিলেন, "ভাই, তোমার কাছে আমার কিছু বক্তব্য আছে, তোমার পরামর্শ চাই।"

গৃহকর্ত্তা বলিলেন, "আগে খাওয়া-দাওয়া কর, তার পর কাজের কথা হইবে।"

আহার-শেষে জর্জ্জ বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন। বন্ধু, পত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া বলিলেন যে, অন্ধকারে থাকিয়া কোনও কাজ করা ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং, জর্জ্জ কখনই কোনও পত্র অথবা হাতের লেখা উকীলকে দিতে পারেন না। জর্জ্জেরও মন তাহাই বলিতেছিল। এখন তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন।

সন্ধ্যার সময় তিনি বন্ধুগৃহ ত্যাগ করিয়া টল্‌কিংহরণকে আপনার বক্তব্য প্রকাশ করিবার জন্য চলিলেন।

বাড়ীর কাছে আসিয়া তিনি সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলেন। কিন্তু উকীলের বহির্ব্বাটীর কক্ষদ্বার রুদ্ধ দেখিয়া তিনি অন্য দরজার সন্ধান করিতেছেন, এমন সময় মিঃ টল্‌কিংহরণ সোপান বাহিয়া তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "কে তুমি? কি কচ্ছ ওখানে?"

জর্জ্জ বলিলেন, "আমি জর্জ্জ!"

"আমার ঘরের দরজা বন্ধ, সেটা দেখিতে পাও নাই কি?"

"না, মহাশয়, সেটা সত্যই আমি বুঝিতে পারি নাই।"

"তোমার মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি? না সেই মতই প্রবল আছে?"

"পরিবর্ত্তন হয় নাই।"

"আমিও তাহাই ভাবিয়াছিলাম। আচ্ছা, তুমি যাইতে

মিঃ রাউন্সওয়েলের মুখমণ্ডল এবার আরক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "গ্রাম্য বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, আমার ভাবী পুত্রবধূর পক্ষে হয় ত তাহা পর্য্যাপ্ত না হইতে পারে।"

স্যার লিষ্টার আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "মিঃ রাউন্সওয়েল, শিক্ষা ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আপনার ও আমার মতের যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। সুতরাং সে বিষয়ের আলোচনা কাহারও পক্ষে প্রীতিপ্রদ হইবে না। আমার পত্নী এই যুবতীকে নিজের কাছে রাখিয়া যথেষ্ট অনুগ্রহের পরিচয় দিয়াছেন। সেই যুবতী যদি লেডীর সংস্রব ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে চাহে, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই। আপনার সরল কথায় আমি অত্যন্ত বাধিত হইয়াছি। আমরা কোন সর্ত্ত করিতে রাজি নহি। সুতরাং এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা না হইলেই সুখী হইব।"

আগন্তুক লেডী মহোদয়ার বক্তব্য শুনিবার জন্য ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিলেন। কিন্তু তিনি কোন উচ্চবাচ্যই করিলেন না। তখন মিঃ রাউন্সওয়েল্ আসন ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আপনারা এতক্ষণ দয়া করিয়া আমার বক্তব্যে যে কর্ণপাত করিয়াছেন, সেজন্য আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমি পুত্রকে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিব যে, সে যেন তাহার হৃদয়কে বর্ত্তমানে সংযত করিতে শিখে। আচ্ছা, তবে এখন আসি, নমস্কার!"

স্যার লিষ্টার ও লেডী ডেড্‌লক তাঁহাকে রাত্রিকালে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু প্রাতঃকালে অন্যত্র বিশেষ কার্য্য আছে বলিয়া মিঃ রাউন্সওয়েল সবিনয়ে সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন।

তিনি বিদায় লইলে, লেডী মহোদয়া আপনার কক্ষাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। একটি কক্ষমধ্যে রোজা বসিয়া বসিয়া কি লিখিতেছিল। লেডী তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাছা, আমার কাছে এস, সত্যই কি তুমি প্রেমে পড়িয়াছ?"

সুন্দরী লজ্জানত নেত্রে ভূমিতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।

"পাত্রটি কে? রাউন্সওয়েলের পৌত্র বুঝি?"

"হাঁ, রাণীমা। কিন্তু আমি এখনও ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না, আমি তাহাকে ভালবাসি কি না?"

"আঃ পাগলী! সে তোমাকে ভালবাসে, তা জান?"

"সে আমাকে বোধ হয় পছন্দ করে, রাণীমা!" বলিয়াই যুবতী সহসা কাঁদিয়া ফেলিল।

"শোনো বাছা, তোমার বয়স অল্প, তুমি অভিনয় শেখ নাই। আমাকে তুমি ভালবাস বোধ হয়।"

"হ্যাঁ, রাণীমা, আমি আপনাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। কত ভালবাসি, তা কথায় প্রকাশ করা আমার সাধ্যাতীত।"

"আচ্ছা রোজা, প্রেমাস্পদের খাতিরে তুমি এখনই আমায় ছাড়িয়া যাইতে চাহ কি?"

"না, রাণীমা, কখনই নয়!"

"বাছা, সত্য করিয়া বল, কিছু গোপন করিও না। তোমার কোন ভয় নাই। আমি তোমাকে সুখী দেখিতে চাই, করিবও তাহা। যদি পৃথিবীতে কাহাকেও সুখী করা আমার অদৃষ্টে থাকে, তবে তোমাকে আমি সুখী করিব।"

রোজার নয়নযুগল বাহিয়া দরদরধারে অশ্রু গড়াইতে লাগিল। নতজানু হইয়া সে রাণীর করপল্লব চুম্বন করিল। লেডী মহোদয়া যুবতীর করপল্লব আপনার উভয় করপুটে চাপিয়া ধরিলেন। তার পর অগ্নিকুণ্ডের দিকে ... চাহিয়া তাহার হস্ত ত্যাগ করিলেন। তাঁহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া রোজা সে কক্ষ ত্যাগ করিল। লেডীর দৃষ্টি তখনও প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিবদ্ধ।

তিনি কি খুঁজিতেছিলেন? কি দেখিতেছিলেন? যে করপল্লব ইহজগৎ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে অথবা যাহার অস্তিত্ব পৃথিবীতে কখনও ছিল না, কিংবা যে স্পর্শ ইন্দ্রজালের ন্যায় তাঁহার জীবনকে রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছে, এমনই কোন বিষয় তিনি ভাবিতেছিলেন কি? কিংবা অদূরবর্ত্তী ছাদ—যেখানে ভূতের পদধ্বনি শোনা যায়—সেই ছাদে কোনও পদশব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন? সে পদধ্বনি কি কোনও পুরুষের অথবা কোনও রমণীর? না, কোন শিশুর ক্ষুদ্র পদের অস্ফুটধ্বনি ক্রমেই নিকটে সরিয়া আসিতেছিল? নিশ্চয়ই কোনও মহৎ দুঃখ এই নারীকে অভিভূত করিয়াছিল; নহিলে রুদ্ধদ্বার কক্ষমধ্যে এমন গর্ব্বিতা নারী এমন মোহাবিষ্ট হইয়া থাকিবেন কেন?

২৯

স্যার লিষ্টার সপরিবারে লণ্ডনের প্রাসাদে আসিয়াছিলেন। এ সময়টা তিনি সহরেই থাকিতেন।

টল্‌কিংহরণ কাজকর্ম্ম উপলক্ষে সর্ব্বদাই আসিতেন। লেডীর সঙ্গে প্রায়ই দেখা হইত। বাহিরে পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশেষ ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেন; কিন্তু মনে মনে লেডী যে ব্যবহারাজীবকে একটু ভয়ের দৃষ্টিতে দেখিতেন, সেটা মিথ্যা নহে এবং মিঃ টল্‌কিংহরণও তাহা জানিতেন।

সে দিন স্যার লিষ্টার ও লেডী ডেড্‌লক কক্ষমধ্যে উপবিষ্ট, এমন সময় পরিচারক মার্করী তথায় আসিয়া বলিল, "রাণীমা, গুপী নামক এক ব্যক্তি আপনার সহিত দেখা করিতে চান।"

রাণী বলিলেন, "তাঁহাকে একটু অপেক্ষা করিতে বল।"

স্যার লিষ্টার বলিলেন, "সেটা ঠিক হয় না। আমি বরং যাইতেছি, তাহার সহিত তোমার যে কাজ আছে, সারিয়া লও।"

স্যার লিষ্টার সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

গুপী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। লেডী তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

গুপী একটু বিব্রতভাবে বলিলেন, "আপনার সহিত আমার কিছু কথা আছে, যদি দয়া করিয়া শোনেন।"

"আপনিই ত সেই লোক। যিনি পুনঃ পুনঃ আমায় চিঠি লিখিয়াছিলেন ?"

"আজ্ঞা হ্যাঁ, আমিই সেই ব্যক্তি।"

"দেখুন, আপনার দুঃসাহস অধিক। আপনার কথা আমি শুনিতে রাজী আছি। কিন্তু যদি আপনার বক্তব্যের সহিত আমার কোন সংস্রব না থাকে—থাকিবার কোনই সম্ভাবনা নাই—তাহা হইলে আমি আপনাকে তৎক্ষণাৎ বিদায় করিয়া দিব। এখন যাহা বলিবার আছে, বলুন।"

লেডী একখানি পাখা লইয়া গুপীর দিকে প্রায় পৃষ্ঠ রাখিয়া বসিলেন।

গুপী প্রথমে আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন, তিনি কেন্‌জি ও কারবয় কোম্পানীতে ব্যবহারাজীবের কার্য্য শিখিতেছেন। তার পর বলিলেন, "আপনি মিস্ ইস্থার সমার্‌সন্ নাম্নী কোনও যুবতীকে চেনেন ?"

লেডী পূর্ণদৃষ্টিতে গুপীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "গত হেমন্তকালে, সে দিন আমি একটি যুবতীকে দেখিয়াছি বটে ; তাহার নাম ইস্থার সমার্‌সন্।"

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া গুপী বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাকে দেখিতে কাহার মত বলিয়া আপনার মনে হয় ?"

"তাহা ত বলিতে পারি না।"

"আপনার বংশের কাহারও আকৃতির সহিত সাদৃশ্য নাই কি ?"

"না।"

গুপী বলিলেন, "বোধ হয়, মিস্ সমার্‌সনের চেহারা আপনার মনে নাই !"

"না, বেশ মনে আছে। কিন্তু তাহার সহিত এ বিষয়ের সম্পর্ক কি ?"

"বলিতেছি, শুনুন। মিস্ সমার্‌সন্‌কে আমি প্রথম যখন দেখি, তখনই আমার বুকের মধ্যে সে ছবি অঙ্কিত হইয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে ঘটনাক্রমে আমি আপনাদের চেস্‌নিওড্ প্রাসাদে গিয়াছিলাম। তথায় আপনার একখানি তৈলচিত্র দেখিয়া মিস্ সমার্‌সনের সহিত আপনার আকৃতির সাদৃশ্য দেখিয়াছি। তাহাতে আমার ধারণা আরও দৃঢ় হইয়াছে।"

লেডী বিরক্তভাবে বলিলেন যে, তাহাতে গুপী কি বলিতে চাহেন।

"ক্রমে আমার বক্তব্য সব বলিতেছি। মিস্ সমার্‌সনের জন্ম ও তাঁহার লালন-পালন সম্বন্ধে একটা রহস্য আছে। আমি কেন্‌জির ওখানে আছি, সে জন্য এ সকল সংবাদ আমার জানা আছে। অবশ্য তাহা অতি গোপনীয়। আমি আগেই বলিয়াছি যে, মিস্ সমার্‌সনের সৌন্দর্য্যে আমি মুগ্ধ। যদি অনুসন্ধানে প্রকাশ পায় যে, আপনার দূরসম্পর্কীয় কোন আত্মীয়ের সহিত মিস্ সমার্‌সনের সম্পর্ক আছে, তাহা হইলে জারন্‌ডিসের মোকদ্দমায় তাঁহাকে এক জন দাবীদার বলিয়া খাড়া করা যাইতে পারে। তার পর তাঁহার উপর আমার একটা দাবীও হইতে পারে। আমি তাঁহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। কিন্তু যদি রহস্যভেদ করিতে পারি, তখন তিনি আমাকে উপেক্ষা করিতে পারিবেন না।"

লেডীর মুখমণ্ডলে সহসা ক্রোধের একটা অগ্নিশিখা যেন জ্বলিয়া উঠিল।

গুপী বলিলেন, "যে রমণী মিস্ সমার্‌সন্‌কে মানুষ করিয়াছিল, সেই পরিচারিকার সহিতও আমার ঘটনাক্রমে আলাপ-পরিচয় হইয়াছে। মিঃ জারন্‌ডিস্ মিস্ সমার্‌সনের ভার গ্রহণের পূর্ব্বে বালিকাবস্থায় তিনি যাহার কাছে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন, সেই রমণীর নাম মিস্ বারবেরী।"

মুহূর্ত্তমাত্র লেডীর মুখের রেখা পরিবর্ত্তিত হইল। কিন্তু তাহা অতি অল্পকালস্থায়ী।

গুপী বলিলেন, "আপনি কি লেডী বারবেরীকে চেনেন ? কখনও তাঁহার নাম শুনিয়াছিলেন ?"

"ঠিক বলিতে পারি না। বোধ হয় যেন শুনিয়াছি।"

"মিস্ বারবেরীর সহিত আপনাদের বংশের কাহারও কোন সংস্রব ছিল কি ?"

লেডী মস্তক সঞ্চালন করিলেন।

"কোন সম্বন্ধ নাই ? ও! আপনি জানেন না, তাই বোধ হয়। হয় ত সম্বন্ধ থাকিতেও পারে ? তাই বলুন। —যাক্, এই মিস্ বারবেরী কাহারও সহিত বড় একটা কথাবার্ত্তা বলিতেন না। তাঁহার যে ত্রিসংসারে কোন আত্মীয়-স্বজন আছে, এমন কথা কাহাকেও জানিতে দিতেন না। শুধু একবার তাঁহার পরিচারিকার কাছে তিনি বলিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, বালিকার আসল নাম ইস্থার সমার্‌সন্ নহে, ইস্থার হডন্।"

"হা ভগবান!"

গুপী একদৃষ্টে চাহিলেন। নিমেষমধ্যে লেডী আত্মসংবরণ করিলেন। গুপী বলিলেন, "ও নাম কি আপনার জানা ?"

"হাঁ, পূর্ব্বে শুনিয়াছি।"

"আপনার দূরসম্পর্কীয় কোন আত্মীয় হইবেন কি ?"

"না।"

"তার পর আমার অনুসন্ধানের শেষ ফল আপনাকে বলিতেছি। চ্যান্সারি লেনে একটি ভদ্রলোক—অজ্ঞাতনামা লেখক মোকদ্দমার কাগজ-পত্র নকল করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেন। দুঃখে-কষ্টে সেই ভদ্রলোকটির একদিন মৃত্যু ঘটে। লোকটির নাম তখন জানা যায় নাই বটে ; কিন্তু আমি আবিষ্কার করিয়াছি। তাঁহার নাম হডন্।"

"আমাকে সে কথা শুনাইয়া লাভ ?"

"বলিতেছি, শুনুন। লোকটির মৃত্যুর পর একটি ছদ্ম-বেশধারিণী লেডী তাহার অনুসন্ধানে হঠাৎ রঙ্গক্ষেত্রে আবির্ভূতা হন। ঘটনাস্থল—এমন কি, সমাধিক্ষেত্র পর্য্যন্ত তিনি দেখিয়া আসিয়াছেন। ঝাড়ুদার একটি বালক তাঁহাকে সে সকল স্থান দেখাইয়াছিল। যদি প্রয়োজন হয়, সে বালককে আমি আপনার সম্মুখে লইয়া আসিতে পারি।"

লেডীর তাহাকে কোন প্রয়োজন নাই।

গুপী বলিলেন, "বালকটি সেই মহিলার হাতের দ্যুতিময় হীরকাঙ্গুরীয় প্রভৃতিও লক্ষ্য করিয়াছিল। দস্তানা তিনি যখন খুলিয়া ফেলেন, সেই সময় বালক তাহা দেখিয়াছিল। ঠিক যেন উপন্যাসের মত, নয় কি ?"

লেডী তখন আলস্যভরে পাখা নাড়িতেছিলেন। তাঁহার হাতের হীরাকাঙ্গুরীয়গুলিও উজ্জ্বল দীপ্তি দান করিতেছিল।

"মরিবার সময় তিনি এমন কোন বস্তু পর্য্যন্ত রাখিয়া যান নাই, যদ্দ্বারা তাঁহাকে সনাক্ত করা যায়। কিন্তু তিনি এক তাড়া চিঠি রাখিয়া গিয়াছেন।"

লেডী মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার দৃষ্টি গুপীর উপর হইতে অপসৃত করেন নাই।

"সে পত্রগুলি তখনই লুকাইয়া ফেলা হইয়াছিল। আগামী কল্য রাত্রিকালে পত্রের তাড়া আমার হস্তগত হইবে।"

"আপনি এ সকল কথা আমায় শুনাইতেছেন কেন ? ইহার সহিত আমার কোনই সংস্রব নাই।"

গুপী বলিলেন, "ব্যাপারটা আপনি ভাল করিয়া তলাইয়া দেখিবেন। মিস্ সমারসনের প্রকৃত নাম মিস্ হডন্, তাঁহার সহিত আপনার আকৃতির অসাধারণ সামঞ্জস্যও আছে। তাহা ছাড়া, দুইটি নামই আপনার পরিচিত। এরূপ ক্ষেত্রে, পত্রগুলি পাইলে যদি আপনার কোন কাজে লাগে, তাহা হইলে বলুন, আমি সেগুলি লইয়া আসি। তবে মনে রাখিবেন, ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়।"

লেডী বলিলেন, "আচ্ছা, আপনি অনুগ্রহ করিয়া পত্র-গুলি লইয়া আসিবেন।"

তাঁহার সম্মুখে একটি সুদৃশ্য হাতবাক্স ছিল। লেডী উহার ডালা মুক্ত করিলেন। গুপী বলিলেন, "ওরূপ কোন মতলব করিয়া আমি আপনার কাছে আসি নাই, মাপ করিবেন।"

যুবক অভিবাদনান্তর বিদায় গ্রহণ করিল।

স্যার লিষ্টার তখন পুস্তকাগারে বসিয়া কাগজ পড়িতে পড়িতে ঢুলিতেছিলেন। তাঁহাকে চমকিত—বিচলিত করি-বার মত কিছুই কি ছিল না ? ছিল, কিন্তু তাহা শুধু বায়ুর হিল্লোল, বিক্ষোভ মাত্র। তাহাও আবার রুদ্ধগৃহের অভ্যন্তরে।

শব্দই বল, দীর্ঘশ্বাসই বল, আর হৃদয়ভেদী আর্ত্ত চীৎকারই বল, সবই শূন্য—বায়বীয় পদার্থ। [illegible] কক্ষ-মধ্যে তাহাদের আন্দোলন চলিলেও স্যার [illegible] কর্ণে তাহার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি কি পৌঁছিতে পা[illegible] নতজানু রমণীর বুকফাটা ক্রন্দন কাজেই কক্ষের বাহিরে প্রকাশ পাইল না।

"মা আমার ! মা আমার ! জীবনের প্রথমেই তাহা হইলে তোমার পরিসমাপ্তি হয় নাই ! পাষাণহৃদয়া ভগিনী তাহা হইলে আমায় মিথ্যা কথা বলিয়াছিল ! অথচ সেই তাহাকে কঠোরভাবে প্রতিপালন করিয়াছিল ! আমার পরিচয়—আজ তাহার পরিচয় নহে, আজ সে আমার কাছে পরিত্যক্ত ! মা আমার ! প্রাণাধিকা কন্যা আমার !"

১০

রিচার্ড চলিয়া যাইবার কিছুকাল পরে এক বর্ষীয়সী বিধবা আমাদের বাড়ীতে অতিথিস্বরূপ আসিলেন। তিনি শ্রীমতী উড্‌কোর্ট, প্রবাসী ডাক্তারের জননী। মিঃ জার্ন্-ডিস্ তাঁহাকে শ্রীমতী ব্যাজারের বাড়ী হইতে নিমন্ত্রণ [illegible] আনিয়াছিলেন।

বৃদ্ধা লোক মন্দ নহেন। কিন্তু আমার সহিতই তিনি [illegible] ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ করিলেন। এতটা ঘনিষ্ঠতা বরদাস্ত ক[illegible] আমার পক্ষে যেন কঠিন হইয়া উঠিল। সময় পাই[illegible] তিনি আমার কাছে বসিয়া তাঁহার পুত্রের প্রসঙ্গ উ[illegible] করিতেন। নিজের আভিজাত্য সম্বন্ধে নানা কাহিনীর [illegible] করিতেন। তাঁহার পুত্র যে বংশমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া অ[illegible] পাত্রীকে পত্নীস্বরূপ কখনই গ্রহণ করিবেন না, সে [illegible] আমায় জানাইতেন। অথচ সে সকল কথা জানাইয়া [illegible] যে কোন লাভ আছে, তাহা আমি বুঝিতাম না।

এক দিন বৃদ্ধা আমাকে বলিলেন, "তোমার অদৃষ্টে বহু সুখভোগ আছে।"

আমি বলিলাম, "আপনি কি দৈবজ্ঞ ?"

"দেখ, আমি বলিয়া রাখিতেছি, তোমার খুব বড়-ঘরে বিবাহ হইবে। ভারী ধনবান, কিন্তু বয়সে তোমার অপেক্ষা পাঁচিশ বৎসরের তিনি বড় হইবেন। তুমি চমৎকার পত্নী হইবে। তোমার স্বামী তোমাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিবেন।"

আমি বলিলাম, "আপনি যে চিত্র আঁকিতেছেন, তাহা খুব সুখের। কিন্তু আমার অদৃষ্টে যে তাহা ঘটিবে, তাহা আপনি জানিলেন কিরূপে ?"

"তার কারণ আছে, মা লক্ষ্মি ! তুমি কাজকর্ম্মে সুনিপুণা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তা ছাড়া, তোমার অবস্থাটাও ত ভাবিয়া দেখিতে হইবে। সেই জন্যই মনে হয়, আমি যে ভবিষ্যবাণী করিয়াছি, সেই রকমই ঘর ও বর তোমার হইবে ! সেরূপ বিবাহ ঘটিলে আমিই সর্ব্বাগ্রে তোমায় অভিনন্দন করিব।"

বাস্তবিক সে রাত্রিতে আমার ভাল নিদ্রা হয় নাই। মনটা একটু বিচলিতও হইয়াছিল।

কয়েক দিন পরে শ্রীমতী উড্‌কোর্ট বিদায় লইলেন। তাঁহাকে বিদায় দিয়া মনে একটা অভাবও যেমন অনুভব করিলাম, তেমনই খানিকটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়াও বাঁচিলাম।

তাঁহার প্রস্থানের পর ক্যাডি জেলিবি আসিয়া উপস্থিত হইল। সে জানাইল, এক মাসের মধ্যেই তাহার বিবাহ হইবে।

তাহারই মুখে শুনিলাম, তাহার পিতা দেউলিয়া হইয়া গিয়াছেন। গল্প করিতে করিতে ক্যাডি জানাইল যে, তাহার পিতা তাহাকে বলিয়াছেন যে, গৃহস্থালীর কর্ম্মে পটু না হইয়া যদি সে বিবাহ করে, তবে তাহার মহাপাপ হইবে। বরং প্রণয়পাত্রকে স্বহস্তে হত্যা করাও তাহার তুলনায় ভাল।

আমি বলিলাম, "তোমার মা জানেন, তোমার বিবাহের দিন কবে ?"

"ইস্থার, তুমি ত জান ভাই, আমার মা কেমন মেয়ে-মানুষ! বহুবার তাঁহাকে সে কথা জানাইয়াছি। কিন্তু তিনি পরার্থে জীবন দিয়াছেন, তাঁহার কাণে কি মেয়ের সুখ-দুঃখের কথা প্রবেশ করে ?"

ক্যাডিকে আমি গৃহস্থালী সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিতে লাগিলাম। তাহার যেরূপ আগ্রহ, তাহাতে সে স্বল্পায়াসেই অনেক বিষয় আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল।

আমরা লণ্ডনে গেলাম। কর্ত্তা ক্যাডির জন্য আমাকে দ্রব্যাদি কিনিয়া দিবার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। আমি তাহার বাক্স-তোরঙ্গ সব প্রয়োজনীয় পরিচ্ছদাদিতে পূর্ণ করিয়া দিলাম।

বিবাহের পূর্ব্বদিবস আমি ও ক্যাডি তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। ক্যাডির হৃদয় পিতৃস্নেহে পূর্ণ। সে আমায় বলিল, "ইস্থার, বাবাকে এ সময়ে ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা নাই। কে তাঁহার দেখাশুনা করিবে! মা ত তাঁর কোন খোঁজ-খবরই লন না। বাবার জীবনটা কি ব্যর্থ!"

মিঃ জেলিবি প্রাচীরের দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি ডাকিলেন, "মা, ক্যাডি!"

ক্যাডি তাঁহার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া বলিল, "কি বাবা!"

"মা, জীবনে কখনও কোনও 'মিশনে'র কাজ লইও না!"

একটিমাত্র কথায় তাঁহার হৃদয়টা দর্পণের মত দেখিতে পাইলাম। কোথায় তাঁহার ব্যথা, তাহাও বুঝিলাম।

পরদিবস যথাসময়ে বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহ-ভোজের পর বিদায়ের পালা আসিল। ক্যাডি তাহার স্বামীর সহিত বাস করিতে যাইবে।

ক্যাডি তাহার মাতাকে বলিল, "মা, তুমি আমার উপর রাগ কর নাই ? যাইবার পূর্ব্বে একবার সে কথাটা আমায় বল।"

"কি ছেলেমানুষ তুমি, ক্যাডি! আমার কি রাগ করিবার অবকাশ আছে ?"

"আমি চলিয়া গেলে, বাবাকে একটু যত্ন করিও, মা!"

মা একটু হাসিলেন! তার পর বলিলেন, "মেয়ে আমার ভারী কল্পনাপ্রিয়, তুমি স্বচ্ছন্দে এস। সুখী হও।"

ক্যাডি তৎপরে তাহার পিতার নিকট হইতে বিদায় লইল। মিঃ জেলিবি রুমাল হাতে লইয়া প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। গৃহপ্রাচীর যেন তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিতেছিল।

মিঃ টরভিড্রপের নিকট তাঁহার পুত্রও বিদায় লইলেন। প্রিন্স বলিলেন, "বাবা, এক সপ্তাহ পরে আমরা আপনার কাছে ফিরিয়া আসিব।"

পিতা বলিলেন, "হ্যাঁ, বাবা, ঠিক সেই দিন আমি তোমাদের প্রতীক্ষা করিব। দেখিও, আমায় ভুলিও না।"

ক্যাডি ও প্রিন্স সমস্বরে বলিল, "কখনই না।"

গাড়ী চড়িয়া দম্পতি বিদায় লইল।

সকলে চলিয়া গেলে আমি কর্ত্তাকে বলিলাম, "এ বিবাহ সুখের হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।"

"আমারও তাহাই ধারণা। দেখা যাক্।"

তার পর আমরা ব্লিক্ হাউসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

৩১

গৃহে ফিরিয়া আসিবার পর এক দিন আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, শার্লি তাহার নিয়মিত হাতের লেখা পাকাইতেছে। সে আমার নির্দ্দেশমত প্রত্যহ কয়েক ঘণ্টা করিয়া লেখাপড়া লইয়া থাকিত।

শার্লি বলিল, "মিস্, জেনী নাম্নী একটি গরীব স্ত্রীলোককে আপনি জানেন ?"

"ইষ্টক-প্রস্তুতকারীর স্ত্রী ত ?"

"হ্যাঁ, মিস্। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, আমি আপনার পরিচারিকা কি না।"

"সে এখনও এখানে আছে ? আমার ধারণা ছিল, সে এ অঞ্চল ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।"

"তাই গিয়েছিল বটে। সে ও লিজ, আর একটি স্ত্রীলোক, তাকেও বোধ হয় আপনি চেনেন—আবার ফিরে এসেছে।"

"তোমার সঙ্গে কোথায় তাহার দেখা হইল ?"

"ডাক্তারখানার কাছে, মিস্।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, জেনীর কোন অসুখ করিয়াছে কি না। শার্লি বলিল যে, না, তাহাদের কাহারও অসুখ করে নাই। সেন্ট আল্‌বানে আর কেহ আসিয়াছে। সে একটি বালক, তাহার পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন কেহ নাই।

"জেনী বুঝি সেই বালকের জন্যই ঔষধ লইতে আসিয়াছিল, শার্লি?"

"হাঁ, মিস্। জেনী বলিল যে, এই বালকটি এক দিন তাহাদের জন্য ঔষধ আনিয়া দিয়াছিল।"

বালিকার আননে আগ্রহব্যঞ্জক দৃষ্টি দেখিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিলাম। বলিলাম, "শার্লি, চল ত আমরা দুজনে গিয়ে ব্যাপারটা কি দেখে আসি।"

শার্লি তখনই প্রস্তুত। আমার প্রসাধন ক্ষিপ্রহস্তে সমাপ্ত করিয়া সে আমার সঙ্গে যাইবার জন্য তৈয়ার হইল। উভয়ে রাজপথে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

সে রাত্রিতে ভীষণ শীত পড়িয়াছিল। বাতাসের বেগও অত্যন্ত প্রবল। সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। আকাশ যদিও তখন আংশিকভাবে মেঘমুক্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু দুর্য্যোগের চিহ্ন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই।

সে দিন শনিবার। আমরা পল্লীর যে প্রান্ত লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছি, তত্রত্য অধিবাসীরা সে দিন অন্যত্র সুরাপান করিতেছে, তাহা আমি জানিতাম। নির্দ্দিষ্ট স্থলে পৌঁছিয়া দেখিলাম, পল্লী অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন।

জেনীর কুটীর আমি চিনিতাম। উভয়ে কুটীরদ্বারে আসিলাম। গৃহমধ্যে মৃদু আলোক জ্বলিতেছিল। দ্বারে করাঘাত করিয়া আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

একটি ক্ষুদ্র অগ্নিকুণ্ডে আগুন জ্বলিতেছিল। জেনী তাহার শয্যার উপর উপবিষ্ট। অদূরে একটি মলিনবসন, শীর্ণকায় বালক উপবিষ্ট। বালকের বগলে একটি শতছিদ্র মলিন টুপী।

অবগুণ্ঠন সরাইয়া লইয়া আমি কথা কহিলাম। বালকটি যেন চমকিয়া উঠিল। তাহার মুখে বিস্ময় ও ভয় যুগপৎ উদিত হইল।

বালকের ভাব-বৈলক্ষণ্য দেখিয়া আমি আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না; থমকিয়া দাঁড়াইলাম।

সে বলিয়া উঠিল, "গোরস্থানের কাছে আমি আর যাব না। সেখানে আর কখনও যাচ্ছি না, তা আপনাকে বলছি।"

আমি অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া জেনীর সহিত কথা কহিলাম। সে মৃদু কণ্ঠে বলিল, "ম্যাদাম্, ওর কথা ধরিবেন না। উহার জ্ঞান এখনই ফিরিয়া আসিবে।" বালককে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "জো, জো, কি হয়েছে?"

বালক বলিল, "উনি কেন এসেছেন, তা আমি জানি।"

"কে? কার কথা বলছ?"

"ঐ মহিলা। উনি আমাকে গোরস্থানের কাছে ডেকে নিয়ে যাবার জন্য এসেছেন। তা আমি যাচ্ছি না। ও নামটাই আমার ভাল লাগে না। উনি হয় ত আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে গোর দিয়ে আস্‌বেন।"

বালক কাঁদিতে লাগিল।

জেনী কোমল স্বরে বলিল, "সারাদিন ঐ রকম আবোল-তাবোল বকছে। ও কি! অমন ক'রে চাইছ কেন? জো, ইনি আমাদের লেডী।"

বালক সন্দিগ্ধনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "তাই না কি? কিন্তু ওঁকে দেখে আমার আর এক জনের কথা মনে পড়ছে। সে রকম টুপী বা গাউন এঁর নেই বটে, কিন্তু চেহারা দেখে আর এক জনকে মনে পড়ছে।"

শার্লি এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এইবার সে বালকের নিকট সরিয়া গিয়া তাহাকে একখানি কাষ্ঠাসনে বসাইয়া দিল। তার পর শুশ্রূষাকারিণীর ন্যায় তাহার ছিন্ন গাত্রাবরণ দ্বারা তাহার দেহ যথাসম্ভব আবৃত করিয়া দিল।

শার্লির দিকে চাহিয়া বালক বলিল, "শোন, তুমি সত্যি ক'রে বল দেখি, ইনি সেই লেডী কি না?"

শার্লি মস্তক হেলাইয়া বুঝাইয়া দিল যে, বালক আমাকে দেখিয়া যাহাকে ভাবিতেছে, আমি তিনি নই।

বালক অস্ফুট স্বরে বলিল, "ও! তবে তিনি নন!"

আমি বলিলাম, "আমি তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। যদি তোমার কোন সুবিধা করিতে পারি, তাই আসিয়াছি। তোমার কি কষ্ট হইতেছে?"

ধরা-গলায় বালক বলিল, "আমি যেন শীতে জ'মে যাচ্ছি। আবার যেন সব শরীরটা জ্ব'লে যাচ্ছে। আবার জ'মে যাচ্ছি! এক ঘণ্টার মধ্যে এই রকম হচ্ছে। ঘুমে আমার মাথা যেন ঢ'লে পড়ছে। আমি যেন পাগল হয়ে যাব, এম্‌নি বোধ হচ্ছে। সব শরীরে ব্যথা, হাড়গুলো যেন ভেঙ্গে যাচ্ছে।"

জেনীকে প্রশ্ন করিলাম, "বালকটি এখানে কখন্ আসিয়াছে?"

"আজ সকালে সহরের এক প্রান্তে ওকে আমি দেখতে পাই। লণ্ডনে ওকে আমি আগে দেখেছিলাম। কেমন জো, তাই নয় কি?"

"হাঁ, টম্ অল্ এলেনের ওখানে।"

বালকটির দেহ ক্লান্তিভরে টলিয়া টলিয়া পড়িতেছিল। তাহার কণ্ঠস্বর নিদ্রালসজড়িত।

"লণ্ডন থেকে কবে এসেছে, জান?"

বালক নিজেই উত্তর করিল, "কাল এসেছি। আমি চ'লে যাচ্ছি।"

"ও কোথায় যাইতেছে?"

এবারেও বালক উত্তর দিল, "যে কোন জায়গায়। আমাকে ক্রমশই এগিয়ে যেতে হবে। যে লোকটা আমায় টাকা দিয়েছিল, সে আমায় তাই ব'লে দিয়েছে। শ্রীমতী স্নাগসবি, খালি আমাকে চৌকী দেবে, খালি আমার কাছ থেকে কথা বের ক'রে নিতে চায়। কেন, আমি তার কি করেছি? সবারই সেই চেষ্টা। আমার ঘুমোবারও যো নাই, সব সময় কেউ না কেউ এসে আমায় খোঁচাবে। তাই আমি চলেছি। যেখানে হোক চ'লে যাব।"

বালক শার্লির দিকে চাহিয়াই বকিয়া চলিয়াছিল।

রমণীকে এক পার্শ্বে ডাকিয়া আমি বলিলাম,"বালকটিকে লইয়া কি করা যায়? এ অবস্থায় উহাকে পথে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না।"

বালকটির দিকে করুণ-নেত্রে চাহিয়া জেনী বলিল, "কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না, ঠাকরুণ। সারাদিন ওকে আমি এখানে রেখেছি। ঔষধ-পথ্যও দিয়েছি। অন্য কোথাও যদি ওকে রাখা যায়, সেই ব্যবস্থার জন্য লিজ পাড়ায় গিয়েছে। রাত্রে ওকে ত এখানে স্থান দেওয়া সম্ভবপর হবে না। আমার স্বামী বাড়ী এসে যদি ওকে দেখতে পায়, তবে হয় ত একটা হাঙ্গামাও বাধাতে পারে, ঐ যে, লিজ ফিরে আসছে!"

লিজ আসিয়া জানাইল যে, বালকটির রাত্রিবাসের সে কোনও বন্দোবস্ত করিতে পারে নাই। কেহই আশ্রয় দিতে রাজি নয়। তখন আমি শার্লিকে বলিলাম যে, বালকটিকে নিরাশ্রয় অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে আমার আদৌ ইচ্ছা নাই। এ সকল বিষয়ে শার্লি খুবই তৎপর। সে বালককে সঙ্গে আসিতে বলিল। তাহাকে লইয়া আমরা পথে বাহির হইলাম। আমি বালককে বলিলাম যে, আমাদের বাড়ীতে সে আশ্রয় পাইবে।

সে বলিল, "আমি আশ্রয় চাই না। ইটের পাঁজা বেশ গরম। তাহার অন্তরালে বেশ থাকা যাবে।"

শার্লি বলিল, "সেখানে থাকিলে মানুষ মারা যায়, তা জান?"

"মানুষ কোথায় মরে না? বাড়ীতেও ত মানুষ মরে। উনি জানেন, ঘরের মধ্যেও মানুষ ম'রে থাকে। আমি ওঁকে সে ঘর দেখিয়েছি। 'টম্ অল্ এলেনে'র বাড়ীতেও অনেক লোক মরে, দেখেছি। বাঁচার চেয়ে বেশী লোকই মরে। আমি ত তাই দেখেছি।" বালক তার পর অস্ফুটস্বরে বলিল, "উনি যদি তিনি না হন, তবে কে? এ রকম কি তিন জন আছে?"

শার্লি আমার দিকে ঈষৎ ভীতভাবে চাহিল। আমারও কেমন আশঙ্কা হইতে লাগিল। বালকের অস্বাভাবিক দীপ্তি-বিশিষ্ট দৃষ্টি দর্শনে আমি অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিলাম।

কিন্তু আমার ইঙ্গিতানুসারে সে আমাদের সঙ্গেই আসিতে লাগিল। সোজা আমরা বাড়ীর দিকে চলিলাম।

বালকটিকে হলঘরে রাখিয়া আমি কর্তাকে সংবাদ দিতে গেলাম। বালক একটা জানালার উপর উপবেশন করিল।

বাড়ীর সকলেই, মায় দাস-দাসী তথায় সমবেত হইল। মিঃ স্কিম্‌পোল কোনও সংবাদ না দিয়াই অপরাহ্ণে ব্লিক হাউসে আসিয়াছিলেন। তিনিও আসিলেন।

কর্তা বালককে দুই একটি প্রশ্ন করিয়াই বলিলেন, "বড়ই শোচনীয় দৃশ্য! হ্যারল্ড, তুমি কি বল?"

মিঃ স্কিম্‌পোল বলিলেন,"ওকে তুমি বিদায় করিয়া দাও।"

কঠোর স্বরে কর্তা বলিলেন, "তোমার কথার অর্থ কি?"

"প্রিয় জারন্‌ডিস্, তুমি ত জান, আমি শিশুর মত সরল, অত শত বুঝি না। কিন্তু এ সকল বিষয়ে আমার ঘোর আপত্তি আছে। যখন আমি চিকিৎসা-ব্যবসায় করিতাম, তখন এ সকল ব্যাপারে সর্ব্বদাই আমার ঘোরতর আপত্তি ছিল। ওকে গৃহে স্থান দান করা নিরাপদ হইবে না। উহার শরীরে একটা মারাত্মক ব্যাধি—জ্বর আছে।"

স্কিম্‌পোল এই কথা বলিয়া ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিলেন।

আমাদের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "আমার কথাটা বিশ্বাস কর। যদি তুমি ওকে রাস্তায় বাহির করিয়া দাও, তাহাতে উহার দুর্দ্দশা বাড়িবে না। কারণ, ও পথে পথেই থাকে। তবে তুমি ওকে ইচ্ছামত অর্থ-সাহায্য করিতে পার। দু আনা, ছ টাকা, ছ'শ টাকা ইচ্ছা দিতে পার। যাই কর না কেন, ওকে বিদায় করিয়া দাও।"

কর্তা বলিলেন, "আর ওর কি দশা হইবে? বালক কি করিবে?"

"তা জানি না। তবে যাহা হউক, একটা ব্যবস্থা করিয়া লইবে।"

দুই জনে তর্ক করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, "ছেলেটির অবস্থা ক্রমেই খারাপ বলিয়া মনে হইতেছে।"

মিঃ স্কিম্‌পোল বলিলেন, "অবস্থা শোচনীয় হইবার পূর্ব্বে উহাকে বাড়ীর বাহির করিয়া দাও। সেটাই যুক্তিসঙ্গত।"

এমনই প্রসন্নমুখে তিনি কথাটি বলিলেন যে, তাহা আমি এ জীবনে বিস্মৃত হইতে পারিব না।

কর্তা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি বালকটিকে লইয়া একাই হাঁসপাতালে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া আসিতে পারি। কিন্তু রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছে। তাহাতে আজিকার রাত্রিটাও ভাল নয়। বালকটিও অত্যন্ত ক্লান্ত। আস্তাবলের কাছে যে গুদামঘরটি আছে, তাহাতে এক জন শুইবার জায়গা হইবে। উহাকে আজ রাত্রিতে সেইখানেই রাখা যাক। তার পর কাল সকালে অন্য ব্যবস্থা করিব। হাঁস-পাতালে দেওয়া যাইবে। তাই করা যাক্।"

স্কিম্‌পোল্ বলিলেন, "জারন্‌ডিস্, তুমি কি আবার বালকটির কাছে যাইতেছ না কি?"

কর্তা বলিলেন, "হাঁ!"

"তোমার স্বাস্থ্যটি অটুট। বাস্তবিক আমার ঈর্ষা হয়। তুমিও কিছু মান না। মিস্ সমারসন্‌ও তদ্রূপ। সকল সময়েই তোমরা সর্ব্বত্র যাইতে প্রস্তুত এবং যা তা করিতেও পার। আমার সে ক্ষমতা নাই—আমি পারিই না।"

কর্তা বলিলেন, "বালকটির জন্য তুমি কোন ঔষধেরও ব্যবস্থা করিতে পার না?"

"বালকটির পকেটে একটি ঔষধের বোতল আমি দেখিয়াছি। তাহাই সে এখন সেবন করুক। যেখানে সে ঘুমাইবে, তাহার চারিদিকে খানিকটা ভিনিগার যেন ছড়াইয়া

দেওয়া হয়। ঘরটি শীতল ও উহার শরীর গরম রাখাই এখন দরকার। মিস্ সমার্‌সন্, এ সকল বিষয়ে খুব পাকা। তিনি সব ব্যবস্থাই করিয়া দিবেন।"

হলঘরে গিয়া আমরা জোকে সব বলিলাম। কিন্তু বালক তাহাতে উৎসাহ অথবা নিরুৎসাহ কিছুই প্রকাশ করিল না। ঘরটিকে তাড়াতাড়ি তাহার বাসের যোগ্য করিয়া দেওয়া হইল। ভৃত্যবর্গ তাহার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাইতে লাগিল। উত্তমরূপে বালককে বস্ত্রাবৃত করিয়া চাকররা তাহাকে নির্দ্দিষ্ট কক্ষে লইয়া গেল। শার্লি তাহার প্রয়োজনীয় যাহা কিছু ক্ষিপ্রপদে আনিয়া দিতেছিল। কর্ত্তা স্বয়ং দাঁড়াইয়া সব ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। যদি রাত্রিতে বিকারের ঘোরে বালক ঘরের বাহিরে আসিয়া পড়ে, এ জন্য বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করা হইল। বালক কোন প্রকার শব্দ করিলে যাহাতে কেহ না কেহ শুনিতে পায়, কর্ত্তা তাহারও ব্যবস্থা করিলেন। তার পর ঘরে আসিয়া হাঁসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট একখানি পত্র লিখিয়া সেই রাত্রিতেই তাহা এক জনের হেফাজত করিয়া দিলেন। যেন কল্য সকালেই বালককে হাঁসপাতালে পাঠাইতে বিলম্ব না হয়।

সকলে ড্রয়িংরুমে মিলিত হইলাম। তার পর শার্লি আমাদিগকে সংবাদ দিল যে, বালকটি চুপ্‌চাপ আছে। আমার কক্ষ হইতে বালকের কক্ষস্থিত লণ্ঠনটি জ্বলিতে দেখিলাম। বালককে আশ্রয় দিতে পারিয়াছি, এই চিন্তায় আমি তৃপ্ত হইয়া শয়ন করিতে গেলাম।

প্রভাতের প্রারম্ভেই যেন অধিক লোকের কথাবার্ত্তা ও দৌড়ঝাঁপের শব্দ পাইলাম। আমি শয্যায় উঠিয়া বসিলাম। আমি বেশ পরিবর্ত্তন করিতে করিতে জানালা দিয়া এক জন পরিচারককে জিজ্ঞাসা করিলাম, বাড়ীতে কোন গোলযোগ হইয়াছে না কি? বালক যে ঘরে শুইয়াছিল, তাহার জানালার লণ্ঠনটা তখনও জ্বলিতেছিল।

পরিচারক বলিল, "মিস্, বালকটার কথাই বল্‌ছি।"

"তার অবস্থা খারাপ না কি?"

"সে নেই, মিস্।"

"ম'রে গেছে?"

"না, মরে নি। কোথায় চ'লে গেছে!"

অনুসন্ধান করিলাম। কিন্তু কত রাত্রিতে বা কোন্ সময় সে কোথায় গিয়াছে, কোনই সন্ধান হইল না। কোথা দিয়া কেমন করিয়া সে গেল, তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। বাড়ীর কোনও জিনিষপত্র যে হারাইয়াছে, তাহাও বুঝা গেল না। বুঝিলাম যে, জ্বরের ঘোরে সে কোনরূপে বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। স্কিম্‌পোল বলিলেন যে, বালকটি বুঝিয়াছিল, তাহার শরীরে আশঙ্কাজনক জ্বর হইয়াছে, তাই সে সরিয়া পড়িয়াছে।

অনুসন্ধানের কোনই ত্রুটি হইল না। প্রত্যেক বাড়ী ও প্রত্যেক স্থল খোঁজা হইল। নদী-নালা কিছুই বাদ গেল না। গত রজনীর দুইটি রমণীকেও প্রশ্ন করা হইল। তাহারা কিছুই বলিতে পারিল না। বন-জঙ্গল পাতি পাতি করিয়া খোঁজা হইল। বহুদূর পর্য্যন্ত লোক দৌড়িল। কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান মিলিল না। পাঁচ দিন পর্য্যন্ত এইরূপ অনুসন্ধান চলিল। তার পরও চলিয়াছিল, তবে আমি আর সে দিকে মন দিতে পারি নাই।

পঞ্চম দিবস অপরাহ্নে আমার ঘরে বসিয়া শার্লি লিখিতেছিল, আমি অন্য দিকে বসিয়া কাজ করিতেছিলাম, সহসা আমার বোধ হইল যে, টেবলটা কাঁপিয়া উঠিল। আমি চাহিয়া দেখিলাম, শার্লির আপাদমস্তক কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

"শার্লি, তোমার খুব শীত পাইতেছে?"

সে বলিল, "বোধ হয় তাই, কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। বসিতে কষ্ট হইতেছে। কালও ঠিক এই সময়ে এই রকম বোধ হয়েছিল। বোধ হয়, আমার অসুখ করেছে।"

সেই সময় বাহিরে আদার কণ্ঠস্বর শুনিলাম। আমি দ্রুতপদে আমাদের উভয় কক্ষের মধ্যবর্ত্তী দ্বার বন্ধ করিয়া দিলাম। আর একটু বিলম্ব হইলেই তিনি আমার কক্ষে প্রবেশ করিতেন।

আদা ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য আমায় ডাকিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, "আদা, প্রিয়তমে, এখন নয়। এখন চ'লে যাও ভাই। কোন ভয়ের কারণ নেই। আমি আর একটু পরেই আসিতেছি।"

কিন্তু সেই সময় হইতে দীর্ঘকাল আদার সহিত আমার দেখা হয় নাই। কেন, তাহা পরে বলিতেছি।

শার্লি শয্যাশায়ী হইল। বারো ঘণ্টার মধ্যেই তাহার অবস্থা খুবই খারাপের দিকে দাঁড়াইল। আমি তাহাকে আমার শয়নগৃহে লইয়া গিয়া আমারই শয্যায় শোয়াইয়া দিলাম। তাহার পর শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। কর্ত্তাকে জানাইলাম, কেন আমি বাহিরের সহিত সকল সংস্রব ছিন্ন করিয়া নির্জ্জনে শার্লিকে শুশ্রূষা করিতেছি। আদাকে কেন আমার ঘরে আসিতে দিতে চাহি না, বা তাহার সহিত দেখা করিলাম না, তাহাও তাঁহাকে খুলিয়া বলিলাম। আদা প্রথমতঃ পুনঃ পুনঃ আমার রুদ্ধদ্বারে আসিয়া আমার সহিত দেখা করিবার জন্য নানাপ্রকার অনুরোধ-উপরোধ, এমন কি, অশ্রুপাত পর্য্যন্ত করিল, কিন্তু আমি কোনও মতেই টলিলাম না। তাহাকে দীর্ঘ পত্র লিখিয়া জানাইলাম যে, তাহাকে না দেখিয়া থাকা আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর। তথাপি বাধ্য হইয়া আমাকে এই অবস্থা বরণ করিয়া লইতে হইয়াছে। যদি আদা আমাকে শান্তিতে থাকিতে দিতে চাহেন, তবে তিনি যেন আমার ঘরে আসিতে না চাহেন। শুধু বাগানের ধারে আসিতে পারেন, আমি জানালা দিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিব। আদা তাহাতেই রাজি হইলেন এবং ঘণ্টার মধ্যে পাঁচবার বাগানে আসিয়া আমার খবর লইতে লাগিলেন।

আমার বসিবার ঘরে আমার জন্য শয্যা বিস্তৃত হইল। দুই ঘরের মধ্যস্থ দরজা খুলিয়া দুই ঘর এক করিয়া ফেলিলাম। বাড়ীর দাসদাসীরা আমার হুকুম তামিল করিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিল; কিন্তু আমি তাহাদের কাহাকেও ঘরের কাছে আসিতে দিলাম না। শুধু একটি রমণীকে কাছে আসিতে দিলাম। আদার সহিত তাহার দেখা-সাক্ষাৎও বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। সাবধানতা সকল প্রকারে অবলম্বন করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।

শার্লির অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। বালিকার জীবন একটি ক্ষীণ সূত্রে ঝুলিতে লাগিল। যমে ও মানুষে প্রাণপণ লড়াই চলিল। শার্লির সহিষ্ণুতা অনন্য-সাধারণ। তাহার মাথা ক্রোড়ে করিয়া অনেক সময় ভগবানের কাছে নীরবে প্রার্থনা করিতাম। তাহাকে যে নিজের কনিষ্ঠ সহোদরার ন্যায় স্নেহ করি। ভগবান, তাহার জীবন ভিক্ষা দাও!

সারিয়া উঠিলেও শার্লি যে তাহার পূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য ফিরাইয়া পাইবে না, সে দুশ্চিন্তাতেও আমি ক্রমে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। ভীষণ ব্যাধি তাহার আননে গভীর ক্ষত-চিহ্ন-সমূহ রাখিয়া যাইবে। কিন্তু তাহার জীবনের আশঙ্কা যেমন প্রবল হইতে লাগিল, অমনই সে চিন্তাও আর মনে স্থান পাইল না। তাহার অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া উঠিল।

শার্লি মরিল না। ধীরে ধীরে তাহার দেহে জীবনলক্ষণ-সমূহ ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। মৃত্যু শিয়রে আসিয়া ফিরিয়া গেল।

সে দিন জানালার ধারে দাঁড়াইয়া আমি আদাকে আশার বাণী শুনাইলাম। তার পর যে দিন পার্শ্বস্থ কক্ষে শার্লি ও আমি একত্র বসিয়া চা পান করিলাম, সে কি মহোৎসবের দিন! কিন্তু সে দিন রাত্রিতে আমার অত্যন্ত শীতবোধ হইল।

শার্লি তখন বিছানায় নিদ্রিত। আমি বুঝিলাম,—শার্লির ব্যাধি আমারও দেহে সংক্রামিত হইয়াছে। পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া বুঝিলাম—এইবার আমার পালা আসিয়াছে।

বৈকালে অবস্থা আরও খারাপ বোধ হইল। তখন শার্লির নিকট কথাটা পাড়িলাম।

"শার্লি, তোমার শরীরে এখন বেশ বল হইয়াছে?"

"আমি বেশ সুস্থ আছি।"

"শার্লি, তোমাকে একটা গোপন কথা বলিব। তাহা সহ্য করিতে পারিবে?"

"হাঁ, মিস্। আমার শরীরে কোন গ্লানি নাই। আমি পূর্ব্ববৎ সুস্থ হইয়াছি।"

সে উৎসাহভরে কথা বলিতেছিল; কিন্তু আমার মুখের দিকে চাহিয়াই তাহার আনন মলিন হইয়া গেল। সে আমার অবস্থা বুঝিল, বলিল, "মিস্, আমার জন্যই আপনার রোগ হইল!"

আমি বলিলাম, "শার্লি, অধীর হইও না। আমার যদি শক্ত পীড়া হয়, তোমার উপরই আমি নির্ভর করিব। কিন্তু তুমি অধীর হইলে ত চলিবে না।"

"আমাকে একটু কাঁদিতে দিন, তার পর আমি সব পারিব, মিস্!"

শার্লি ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া খানিক কাঁদিল। আমি বাধা দিলাম না। তার পর সে প্রশান্তভাবে বলিল, "এখন আপনি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারেন। যাহা বলিবার আছে, বলুন।"

"শার্লি, এখন আমার অবস্থা তেমন খারাপ নয়। তোমার ডাক্তার রাত্রিতে যখন আসিবেন, আমি তাঁহাকে বলিব, আমার শরীর খারাপ। আর তুমি আমার সেবা করিবে।"

বালিকা সর্ব্বান্তঃকরণে আমায় ধন্যবাদ প্রদান করিল।

"তার পর যখন সকালে মিস্ আদাকে বাগানে দেখিবে, তখন আমি যদি উত্তর দিতে না পারি, জানালা হইতে তুমি বলিবে, আমি ঘুমাইতেছি, তাই জানালার কাছে আমি যাইতে পারি নাই। মোট কথা এই, আমি যেমন কাহাকেও এ ঘরে আসিতে দেই নাই, তুমিও তেমনই এ ঘরে কাহাকেও আসিতে দিবে না।"

শার্লি প্রতিজ্ঞা করিল, সে আমার নির্দ্দেশমত কাজ করিবে। আমি শয্যায় শয়ন করিলাম। শরীর অত্যন্ত ভারী বোধ হইতেছিল। সেই রাত্রিতে ডাক্তার আসিলে আমি তাঁহাকে বলিলাম। তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম, যেন এখনই আমার অসুখের কথা বাড়ীর কাহাকেও তিনি না জানান।

পরদিন প্রভাতে আদার প্রশ্নের উত্তর আমি নিজেই দিলাম। তার পরদিন আমার আর উঠিবার সামর্থ্য রহিল না। আদার কণ্ঠস্বর বাগানে শুনিলাম। শার্লি জানাইল, আমি নিদ্রিত, পরিশ্রান্ত হইয়া নিদ্রিত। আদা মৃদুস্বরে বলিলেন, "শার্লি, সাবধান, ঘুম ভাঙ্গে না যেন।"

আমি বলিলাম, "শার্লি, আদাকে কেমন দেখিলে?"

"বড়ই হতাশ হইয়া গেলেন। অনেকক্ষণ জানালার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন!"

আমি শার্লিকে ডাকিয়া বলিলাম, "দেখ, শার্লি, আমার অসুখের কথা যখন তিনি জানিবেন, অমনই ঘরে আসিবার চেষ্টা করিবেন। সাবধান, তাঁহাকে কোনমতেই এ ঘরে আসিতে দিবে না। যদি এক মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি এ ঘরে আসেন, তবে জানিবে, আমি তখনই মরিয়া যাইব। সাবধান!"

সে দৃঢ়-কণ্ঠে বলিল, "তা আমি কখনই আসিতে দিব না। দেখিবেন, কখনই দিব না!"

"শার্লি, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। এখন একটু আমার কাছে ব'স। তোমার হাতটা আমার গায় দাও। আমি চোখে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না; আমি অন্ধ হইয়া গিয়াছি।"

৩২

সে দিন অত্যন্ত গুমোট করিয়াছিল। রাত্রিটাও ভাল নয়। বাতাসটা যেন ভারী হইয়া রহিয়াছে। বুড়া ক্রুকের ভাড়াটিয়া মিঃ উইভিল্ ওরফে জবলিং সে দিন বড়ই ব্যস্তভাবে ক্রমাগত উপর-নীচ করিতেছিল। একবার সে উপরে নিজের ঘরে যাইতেছে, আবার সদর-দরজায় আসিয়া দাঁড়াইতেছে। যেন সে কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছিল।

মিঃ স্নাগস্বিরও মনের অবস্থা ভাল ছিল না। তিনি গুপ্ত কাহিনীর ভারে অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ব্যাপারটা ভাল বুঝিতেও পারেন নাই। অথচ আংশিক-ভাবে তাহাতে তিনি জড়িত। রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়া তিনি প্রায়ই বুড়া ক্রুকের শিশি-বোতলের দোকানের দিকে বেড়াইয়া যাইতেন। এই স্থানটি তাঁহার অজ্ঞাতসারে প্রায়ই তাঁহাকে আকর্ষণ করিত। আজও তিনি সেই দিকে আসিয়াছিলেন। মিঃ উইভিল্‌কে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "কে ও, মিঃ উইভিল্ না কি ?"

"হাঁ, মিঃ স্নাগস্বি !"

"ঘুমাইবার পূর্ব্বে একটু বায়ু-সেবন করিতেছেন বুঝি ? আমারও অবস্থা প্রায় সেইরূপ।"

উইভিল্ বলিল, "কিন্তু বাতাসের নাম-গন্ধও নাই।"

"সে কথা সত্য।" দুই একবার নিশ্বাস জোরে টানিয়া লইয়া স্নাগস্বি বলিলেন, "চর্ব্বির গন্ধ পাচ্ছেন না ? কি রকম একটা গন্ধ যেন পাওয়া যাইতেছে।"

"আমি পাচ্ছি বটে। অনেকক্ষণ থেকে গন্ধটা নাকে আস্‌ছে। বোধ হয়, ঐ দোকানে কেহ চপ্ ভাজিতেছে।"

"চপ্ ? তাই কি আপনার মনে হয় ? তা যদি হয়, তবে যে পাচক উহা ভাজিতেছে, তার দিকে একটু নজর রাখা দরকার। কারণ, তাহা হইলে সে সব চপ পুড়াইয়া ফেলিতেছে।"

"তাই হবে। মোটের উপর আজ যেন কিছুই ভাল লাগিতেছে না। বাতাসটা যেন ভারী হইয়া আছে !"

"ঠিক তাই।"

মিঃ স্নাগস্বি একটু থামিয়া বলিলেন, "দেখুন, মিঃ উইভিল্, আপনার এ দিকটা যেমন নির্জ্জন, তেমনই প্রীতিকর। বিশেষতঃ আপনি যে ঘর ভাড়া লইয়াছেন, আমি হইলে সেটাতে এক রাত্রিও বাস করিতে পারিতাম না। তবে আপনি ত সে দৃশ্য চোখে দেখেননি, তাই আপনার মনে সে রকম কোন ভাব নাই। যাক্, রাত্রি দশটা বাজে, আমি চলি। নমস্কার ! আমার স্ত্রী আবার আমার অপেক্ষা করিতেছেন।"

মিঃ স্নাগস্বি চলিয়া গেলেন। তিনি জানিতেন না যে, অদূরবর্ত্তী দোকানের কাছে তাঁহার পত্নী গোপনে থাকিয়া তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলেন। স্বামী চলিয়া গেলে পত্নী তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে অলক্ষ্যে চলিলেন।

উইভিল্ রমণীকে লক্ষ্য করিয়াছিল। সে মনে মনে বলিল, "ম্যাদাম্, এক দিন তোমার সঙ্গে দেখাশুনা হবে। তোমার মতলবটা কি, তখন বুঝিব ; তবে মুস্কিল, লোকটা কি আস্‌বে না, না কি !"

বলিতে বলিতেই লোকটি আসিয়া উপস্থিত। তাহার হাত ধরিয়া উইভিল্ ভিতরে চলিয়া গেল। দরজাও বন্ধ হইল।

নবাগত ব্যক্তি গুপী। উভয়ে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলে উইভিল্ বলিল, "তোমার গতিক দেখে মনে হচ্ছিল, আজ আর আস্‌বে না বুঝি !"

"কেন, আমি ত বলিয়াছিলাম, দশটার সময় আসিব।"

"তোমার হিসাবে দশটা বটে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল, দশবার দশটা বেজে গেছে। এরকম বিশ্রী রাত আমি কখনও দেখিনি।"

"কেন, কি হইয়াছে ?"

"না বাবা, এ ঘরে আর আমি থাক্‌তে পাচ্ছি না। এমন ঘরে মানুষ থাকে, যে ঘরে মানুষ আত্মঘাতী হয়, সেখানে থাকা চলে না।"

গুপী তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মিঃ স্নাগস্বির সঙ্গে তুমি কথা কহিতেছিলে না ?"

"হাঁ।"

"আমিও তার কথা শুনিয়া পথের মাঝে দাঁড়াইয়াছিলাম। সে আমাকে দেখিতে পায়, এ ইচ্ছা ছিল না।"

উইভিল্ বলিল, "দেখ, এ রকম ঢাকাঢাকি লুকোচুরি ভাল লাগে না। লোকে নরহত্যা ক'রেও এত ঢাকাঢাকি করে না। এ আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে !"

"থাক্, ও সব এখন ছাড়িয়া দাও। কাজের কথা বল।"

অগ্নিকুণ্ড খোঁচাইয়া উজ্জ্বল করিয়া উইভিল্ বলিল, "সেই চিঠির তাড়ার কথা ত ! বাস্তবিক, ক্রুক রাত্রি ১২টার সময় কাগজগুলি আমায় দিবে কেন বলিল, বুঝিলাম না।"

"বাস্তবিক, আমিও কারণটা বুঝিতে পারিতেছি না। আচ্ছা, এমন অসময়ে সে তাড়াটা কেন দিতে চাহিল জানি না। সে আজ কি কাজে এত ব্যস্ত ?"

"কিছুই না। আমায় বলেছিল, আজ তার জন্মদিন। আজ রাত্রি বারোটার সময় তাড়াটা আমায় দেবে। ততক্ষণে লোকটা মদে চুর হয়ে থাক্‌বে। আজ সারাদিন মদ খেয়েছে।"

"কথাটা সে ভুলিয়া যায় নাই ত ?"

"ভুলে যাবে ? ভুল তার হয় না। রাত্রি আটটার সময় তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। দোকানের দরজা-জানালা তখন সে বন্ধ করছিল। আমিও তাকে সাহায্য করেছিলাম। সেই সময় সে তাড়াটা নিয়ে আমায় দেখিয়েছিল। মাথার টুপীর ভিতর সেগুলো ছিল। টুপীটা দেওয়ালে রেখে সে তাড়াটা নিয়ে অগ্নিকুণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরিয়ে

ফিরিয়ে দেখছিল। খানিক আগেও তার পায়ের শব্দ শুনেছি। গুন্‌গুন্ ক'রে গান গাচ্ছিল, তাও কানে গেছে। তার পর আর অর কোন সাড়া-শব্দ পাইনি।"

"বারোটার সময় তার কাছে তোমার যাইবার কথা ত?"

"হাঁ।"

"আচ্ছা টনি, সে এখনও পড়তে শেখেনি?"

"পাগল আর কি! ও আবার পড়তে পারবে! আলাদা আলাদা অক্ষর দেখলে চিন্‌তে পারে বটে, আমার কাছে সেইটুকু শিখেছে। কিন্তু জোড়া-তাড়া দিয়ে পড়তে পারে না। সে যে রকম বুড়ো হয়েছে এ বয়সে তা অসম্ভব। তার উপর পাঁড় মাতাল।"

"আচ্ছা টনি, সে হডব্ নামটা পড়িল কি উপায়ে?"

"সে বানান ক'রে পড়তে পারেনি। তবে তার চোখের ক্ষমতা অসাধারণ। সে চিন্‌তে পারে খুব। সে ধ'রে ধ'রে কটা অক্ষর এক জায়গায় ক'রে আমায় কথাটার অর্থ জিজ্ঞাসা করেছিল।"

"আসল লেখাটা পুরুষের না মেয়ের হাতের?"

"অর্দ্ধেক মেয়েমানুষের। কোন সম্ভ্রান্ত মহিলার লেখা।"

সহসা গুপীর দৃষ্টি তাঁহার সার্টের কপের উপর পড়িল। তিনি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "ব্যাপার কি টনি, চিম্‌নিতে আগুন লাগিয়াছে না কি?"

"চিম্‌নিতে আগুন?"

"দেখ দেখি, খালি কালো ঝুল! চারিদিকে ঝুল জমিয়াছে!"

উইভিল্ একবার চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, কোথাও কোন গোলযোগ নাই। গুপী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বুড়া তোমায় বলিয়াছিল যে, সে মৃত ব্যক্তির পোর্টম্যেণ্ট হইতে চিঠির তাড়া চুরি করিয়াছিল?"

"হ্যাঁ, তাই ত তোমাকে লিখিয়াছিলাম, খুব সাবধানে যাতায়াত করিও। বুড়া ভারী ধূর্ত্ত!"

গুপী বলিলেন, "চিঠিগুলি তোমার ঘরে আনিয়া নকল করিবে, মিলাইবে, আর ভিতরে কি আছে, বুড়াকে বলিবে, এই সর্ত্ত তোমার সঙ্গে হইয়াছিল, কেমন নয়?"

"তুমি আস্তে কথা বলতে পার না? হাঁ, আমাদের মধ্যে এই রকম বন্দোবস্ত হয়েছে।"

"দেখ, একটা কাজ করতে হবে। ঠিক ঐ তাড়ার মত আর একটা চিঠির তাড়া করিতে হইবে। আসলটা আমার কাছে থাকিবে, নকলটা সে যখন দেখিতে চাহিবে, দেখাইবে।"

"কিন্তু বুড়া যদি ধ'রে ফেলে? সে যে রকম চতুর, তার সঙ্গে জুয়াচুরী চলিবে না।"

"ধরেই যদি ফেলে, তখন দেখা যাইবে। বাস্তবিক সে কাগজ ত আর ওর নয়। চুরি করিয়া লইয়াছিল। তখন বলিবে, উকীলের হাতে দেওয়া গিয়াছে। দরকার হইলে দেখানও যাইবে।"

"কাজেই।"

গুপী তাহার দিকে একদৃষ্টে খানিক চাহিয়া বলিলেন, "তোমার কথার ভাবে বোধ হইতেছে, তুমি যেন আমার কথা বিশ্বাস করিতেছ না।"

গম্ভীরভাবে উইভিল্ বলিল, "ব্যাপারটা আমার ভাল লাগছে না। মৃত ব্যক্তির গুপ্ত জিনিস লইয়া নাড়াচাড়া করাটা আমার পছন্দসই নয়।"

গুপী অনেক কৌশলে বন্ধুর মনে উৎসাহ সঞ্চার করিলেন।

অদূরে গির্জ্জার ঘড়ীতে বারোটা বাজিবার শব্দ হইল।

উইভিল্ বলিল, "এইবার আমি যাই। সময় হয়েছে।"

সে নীচে নামিয়া গেল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই দ্রুতপদে ফিরিয়া আসিল।

গুপী বলিলেন, "কি, পাইয়াছ?"

"না, বুড়াকে তথায় দেখলাম না।"

তাহার আননে আশঙ্কার ছায়া দেখিয়া গুপীও ভীত হইলেন, "ব্যাপার কি?"

"বুড়াকে দেখলাম না, তার কথাও শুন্‌লাম না। দরজা খুলেই একটা মাংস-পোড়া গন্ধ পেলাম। কালো ঝুল চারিদিকে পড়েছে দেখলাম। কিন্তু বুড়ো নেই!"

গুপী বাতিটা তুলিয়া লইলেন। উভয়ে নীচে নামিয়া গেল। দোকানঘরের দরজা খুলিয়া ফেলিল। পোষা বিড়ালটা মাটীর দিকে চাহিয়া গর্জ্জন করিতেছিল। সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড, কিন্তু তাহা নির্ব্বাপিতপ্রায়। ঘরের মধ্যে ধূমের শ্বাসরোধকারী দুর্গন্ধ। টেবল, চেয়ার, শিশি, বোতল প্রভৃতি যথাস্থানে ন্যস্ত। একটা চেয়ারের উপর বৃদ্ধের কোট ও টুপী রক্ষিত।

উইভিল্ বলিল, "চেয়ারের কাছে লাল ফিতাটা প'ড়ে আছে। চিঠির তাড়া ঐ ফিতা দিয়ে বাঁধা ছিল।"

গুপী বলিলেন, "দেখ, দেখ, বিড়ালটা কি করিতেছে!"

"বোধ হয় ক্ষেপে গেছে। এ যে ভুতুড়ে বাড়ী, এখানে সবই সম্ভব!"

উভয়ে সন্তর্পণে অগ্রসর হইল। মার্জ্জারটা তখনও ভূমিতলে চাহিয়া চাহিয়া গর্জ্জন করিতেছিল। অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে, দুইখানা চেয়ারের মাঝখানে ওটা কি? আলোটা তুলিয়া ধর।

ভূমিতলের খানিকটা কাঠ পোড়া। একধারে ভস্মীভূত পত্রস্তূপ। ওখানা কি? একটা মোটা পোড়া কাঠ না কি? কি সর্ব্বনাশ! বুড়া এখানে, আগুনের মধ্যে, পুড়িয়া ছাই হইয়া আছে! পলাও! পলাও! চীৎকার কর!

সমগ্র পল্লী চীৎকার-ধ্বনিতে ভরিয়া গেল। কিন্তু বুড়া ত আর ফিরিল না। সে যথাকালে প্রধান বিচারপতির কাছে হাজিরা দিতে চলিয়া গিয়াছে।

৩৩

পরদিবস প্রভাতে পল্লীর সকলেই জানিতে পারিল যে, বৃদ্ধ ক্রুক্ এমন মাতাল হইয়াছিল যে, গৃহমধ্যস্থিত অগ্নিকুণ্ডে পুড়িয়া মরিয়াছে। মিঃ স্নাগস্বি ঘটনাস্থলে গেলেন। তৎপর দোকানে জনতা দেখিয়া সেখানে তিনি প্রবেশ করিলেন। তথায় মিঃ গুপীকে দেখিয়া তিনি ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন। কথা বলিতে বলিতে তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার পত্নীও সে স্থলে উপস্থিত। মিঃ স্নাগস্বি সবিস্ময়ে বলিলেন, "তুমি? তুমি এত সকালে এখানে এসেছ যে?"

পত্নী বলিল, "তুমিই বা এখানে কেন?"

স্নাগস্বি পত্নীর নয়নের দৃষ্টি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ইদানীং তিনি স্ত্রীকে প্রায়ই এমনই ভাবে তাঁহার প্রতি চাহিতে দেখিয়া আসিতেছেন। স্নাগস্বি বলিলেন, "তুমি অমন ক'রে আমার দিকে চাও কেন?"

"তা কি করব বল। আমি ঐ ভাবে না তাকাইয়া পারি না।"

স্নাগস্বি বলিলেন, "কিন্তু মদের দোকানে তুমি প্রাতরাশ না করিয়াই কেন আসিলে, তাহা বুঝিলাম না।"

"তুমিই বা কেন আসিলে?"

"ব্যাপারটা কি, জানিবার জন্য আমি আসিয়াছি। তোমাকে আমি সব কথাই ত বলি।"

"তা ত ঠিকই। তুমি সবই আমাকে বল বৈ কি!"

"বলি না? সবই ত বলি।"

শ্রীমতী বলিল, "চল, এখন বাড়ী যাই। বাড়ীতে গেলে তুমি নিরাপদ হইবে। এখানে তোমার মাথার ঠিক নাই।"

"তাই চল, যাই।"

গুপী ও উইভিল্ও সেখানে ছিল। কিছু জলযোগের পর উভয়ে পথে বাহির হইল। গুপী বলিলেন, "দেখ, এই সময় আমরা নিরালায় কয়েকটি কথার আলোচনা করিয়া লই।"

উইভিল্ বলিল, "ভাই, ষড়যন্ত্রে আমি আর নেই। ও সব কাল রাতেই খতম করেছি। অন্য কথা যদি থাকে ত বল।"

গুপী বলিলেন, "আচ্ছা, অত ভয় পাও কেন? যা বলি, শোন। ঐ ঘরটাতে কয়েক দিন আরও তোমাকে থাকিতে হইবে।"

"না, সে আমি পারিব না।"

"তুমি বুঝিতেছ না। বুড়াটার সম্পত্তি যদি পাইতে চাও ত ঐখানে গিয়ে থাক। শুনেছি, ত্রিসংসারে ওর কেউ নেই।"

"না, ভাই, ও ঘরে আর এক মুহূর্ত্তও থাকিব না। অসম্ভব? তুমি নিজে গিয়ে থাক না?"

"তা কি হয়? আমার অভ্যাস নেই। তা ছাড়া, ও ঘর তোমার। তুমি অনায়াসে থাকিতে পার। আমার পক্ষে ত তা সম্ভব নয়।"

"তুমি অনায়াসে ওখানে থাক্বে চল। আমি বন্দোবস্ত ক'রে দেব। কিন্তু আমি ওখানে আর এক রাত্রিও বাস করছি না।"

"তা' হ'লে তুমি বল্তে চাও যে, ও ব্যাপারে আর তুমি নেই?"

"বস্, ঠিক কথা বলেছ।"

তাহারা এইরূপে আলাপ করিতেছে, এমন সময় দেখিতে পাইল যে, একটা ভাড়াটিয়া গাড়ী সেই দিকে আসিতেছে। কোচবাক্সে এক ব্যক্তি উপবিষ্ট, সে ছোকরা স্মলউইড। গাড়ীর মধ্যে তাহার পিতামহ ও পিতামহী এবং ভগিনী জুডি।

ছোকরা, গুপীকে দেখিতে পাইয়া উল্লাসভরে বলিল, "এই যে, মশাই! নমস্কার! নমস্কার! কেমন আছেন?"

গুপী সবিস্ময়ে ভাবিলেন, "এরা এ দিকে কি মনে করিয়া?"

বৃদ্ধ স্মলউইড গাড়ী থামাইয়া বলিল, "মশায়, আপনারা দুজনে যদি দয়া ক'রে আমাকে ঐ চপের দোকানে নামিয়ে দেন, বুড়ো মানুষ। এইটুকু সাহায্য করুন।"

সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া বৃদ্ধ-দম্পতিকে দোকান-ঘরে লইয়া গেল।

বৃদ্ধ বলিল, "এখানে একটা দুর্ঘটনা হয়েছে। শুনেছেন কি?"

"শুনা কথা নয়। আমরা আবিষ্কার করেছি।"

"বটে! ওহে বার্ট, শোন, ইনি কি বল্ছেন! এঁরা দু'জনে না কি আবিষ্কার করেছেন! ধন্যবাদ, মহাশয়, ধন্যবাদ! শ্রীমতী স্মলউইডের ভ্রাতার মৃতদেহ আবিষ্কার করার জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ!"

গুপী বলিলেন, "আপনার স্ত্রীর ভাই?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ। আমাদের পরস্পরের মধ্যে বনিবনাও ছিল না। ক্রুক্ আমাদিগকে আদৌ পছন্দ করিত না। লোকটা খামখেয়ালী ছিল কি না। বুড়ো যদি কোন দলিল-পত্র না ক'রে গিয়ে থাকে, তাহা হইলে আমার স্ত্রীই তার ত্যক্ত সম্পত্তির মালিক। আমি আদালতে দরখাস্ত করিব।"

গুপী, ছোক্‌রা স্মলউইডের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কই হে বার্ট, তুমি ত কোন দিন আমায় এ কথা বল নাই?"

উত্তরে বৃদ্ধ বলিল, "তা ও জান্‌বে কেমন ক'রে। আমরা সে কথা গোপনে রেখেছিলাম।"

ব্যবহারাজীব টল্‌কিংহরণের মুহুরী সেই সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল। গুপী সংবাদ লইয়া বুঝিলেন যে, প্রকৃতই এই বৃদ্ধ-দম্পতি ক্রুকের আত্মীয়। আদালতে তাহা প্রমাণ হইবে। গুপী তখন দেখিলেন যে, এ দিকে আর কোন আশা নাই। পরলোকগত বৃদ্ধের ওয়ারিশান যখন উপস্থিত, তখন সে দিকে লাভের গুড়ে বালি!

লেডী ডেড্‌লকের কাছে আজ গুপীর চিঠি লইয়া যাইবার কথা। তিনি স্যার লিষ্টারের প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন সন্ধ্যা প্রায় সাতটা হইবে।

যথাসময়ে গুপী লেডীর সকাশে নীত হইলেন।

গুপী বলিলেন, "আমি অসময়ে আসিয়াছি, ক্ষমা করিবেন।"

"কেন, আমি ত বলিয়াছিলাম, যখন ইচ্ছা আপনি আসিতে পারেন।"

গুপী সংক্ষেপে বলিল, "চিঠি আনিবার কথা ছিল, কিন্তু আমি তাহা পাই নাই।"

"আপনি সেই কথা জানাইতে আসিয়াছেন ?"

"আজ্ঞা হাঁ। যাঁহার নিকট হইতে সেগুলি পাইবার কথা ছিল, অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে ; সঙ্গে সঙ্গে—"

"চিঠিগুলাও গিয়াছে ?"

"আজ্ঞা, আমার ত তাহাই বিশ্বাস ও ধারণা।"

"আর আপনার কিছু বক্তব্য আছে ?"

গুপী আর কিই বা বলিবেন ? বলিবার ছিলই বা কি ?

"বেশ, আপনি তবে আসুন। নমস্কার।"

মার্করী গুপীকে বহির্দ্দেশে লইয়া যাইতে আদিষ্ট হইল।

ঠিক সেই সময়ে একটি বৃদ্ধ লাইব্রেরী-ঘরের দিকে আসিতেছিলেন। গৃহমধ্যে লেডীকে সে সময় দেখিয়া টল্‌কিংহরণ একবার তাঁহার দিকে চাহিলেন। লেডীও চাহিলেন।

"ক্ষমা করিবেন, লেডী ডেড্‌লক্। এ সময়ে আপনাকে এখানে দেখিব ভাবি নাই। ভাবিয়াছিলাম, এখন ঘরে কেহ নাই। আপনি আমায় ক্ষমা করিবেন।"

বৃদ্ধ চলিয়া যাইতেছিলেন। লেডী তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "যাইবেন না। এই যুবকের সহিত আমার আর কোন কথা নাই। আপনি এখানে থাকিতে পারেন।"

গুপী স্খলিত-বচনে বৃদ্ধ ব্যবহারাজীবের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

"ভাল আছি, তুমি বুঝি কেন্‌জি ও করবয়ের ওখানে কাজ কর ?"

"আজ্ঞা হ্যাঁ। আমার নাম গুপী।"

গুপী কাঁচুমাচু-মুখে নীচে নামিয়া গেলেন। মিঃ টল্‌কিংহরণ লেডী মহোদয়াকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিলেন। তার পর লাইব্রেরী-ঘরে প্রবেশ পূর্ব্বক কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

৩৪

একখানি খোলা চিঠি হাতে লইয়া জর্জ্জ ভাবিতেছিলেন, "এটা ফাঁকা আওয়াজ, না সত্য সত্যই গুলী !"

নানা ভাবে পত্রখানি পাঠ করিয়াও জর্জ্জের তৃপ্তি জন্মিল না। অদূরে ফিল্‌স্কোয়ার্ড কাজ করিতেছিল, তাহাকে ডাকিয়া জর্জ্জ পত্রখানি পড়িলেন, "মহাশয়, জামিনে আপনি যে মিঃ ম্যাথিউ ব্যাগনেটের ১৪৫৮৷৶০ ধার লইয়াছিলেন, তাহা আগামী কল্য শোধ দিবার কথা। প্রাপ্য টাকা উক্ত সময়ে পরিশোধ করিয়া দিলে বাধিত হইব। ইতি জসুয়া স্মলউইড।" ফিল্, তোমার মনে কি হয় ?"

"কর্ত্তা, গতিক বড় খারাপ।"

"কেন বল দেখি ?"

"আজ্ঞে, প্রায় দেখেছি, টাকা চাইবার পরই একটা গণ্ডগোল বাধে।"

"শোন, ফিল্, আমার যা দেয়, তা আমি দিয়েছি। মোট টাকার আসল ও সুদ আমি আমার অংশের মত শোধ ক'রে দিয়েছি। আর একটা কথা ছিল যে, এই খতটা তামাদি হইলেই বদলাইয়া দিবে। অনেকবার বদলানও হইয়াছে। এখন তোমার মতটা কি বল দেখি ?"

"আমার কথা এই যে, এবার একেবারে খতম্ করবার সময় এসেছে। আর বদলাইয়া দেবে না।"

"আমারও সেই রকম মনে হইতেছে।"

"কর্ত্তা, জসুয়া স্মলউইড কি সেই লোকটা, যাকে চেয়ারে ক'রে এখানে তুলে এনেছিলাম ?"

"হ্যাঁ, সেই বটে।"

"সে বেটা ভয়ানক চশমখোর, জোঁক। বুড়াটা বজ্জাতের ধাড়ী। ওর কাছে নিস্তার নেই।"

বক্তব্য শেষ করিয়া ফিল্ বলিল, "একটা উপায় আছে, কর্ত্তা !"

"কি রকম বল ত ?"

"আজ্ঞে, একেবারে যদি চুণকাম—বেমালুম সাফ ক'রে ফেল্‌তে পারেন !"

"বড় চমৎকার উপায় বাহির করিয়াছ ত ! তার ফলে ব্যাগনেট পরিবারের কি অবস্থা হইবে, তাহা জান ? আমার জন্য তারা সর্ব্বস্বান্ত হবে। ভারী চমৎকার পরামর্শ তুমি দিয়েছ, ফিল্ !"

কথা শেষ হইতে না হইতেই সস্ত্রীক মিঃ ব্যাগনেট তথায় উপস্থিত হইলেন। শ্রীমতী ব্যাগনেট বলিলেন যে, তাঁহারা একটু বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। আজ কর্জ্জ টাকার খত বদলাইয়া দিবার তারিখ। তাই তাঁহারা আপনা হইতেই আসিয়াছেন। "জর্জ্জ, খৎটা দাও, মিঃ ব্যাগনেট সহি করিয়া দিবেন।"

জর্জ্জ বলিলেন, "আমিও তোমাদের ওদিকে যাইতে-ছিলাম।"

শ্রীমতী বলিলেন, "তা জানি, তুমি যাবে। কিন্তু আমরা সকাল সকাল আজ বাড়ী থেকে বেরিয়েছি। তোমার বন্ধুর একটু চলাফেরা করা বেশী দরকার। কিন্তু জর্জ্জ, তোমার কি হয়েছে, জর্জ্জ ? মুখে হাসি নেই। যেন শুকিয়ে গিয়েছে।"

জর্জ্জ বলিলেন, "আজ আমার মনের অবস্থাটা ভাল নেই।"

শ্রীমতী বলিলেন, "তোমাদের সেই খতের কোন গোল-যোগ হয় নাই ত ? তা হ'লে যে আমার ছেলেমেয়েরা না খেতে পেয়ে মারা যাবে।"

জর্জ্জের মুখমণ্ডল আরও ম্লান হইয়া গেল।

শ্রীমতী ব্যাগনেট বলিলেন, "দেখ জর্জ্জ, তুমি বুঝি সেই খতখানার বিষয়ে কোন গোলযোগ বাধিয়ে দিয়েছ? হাঁ, তোমার চেহারা দেখলে তাই বোঝা যায় বটে! অ যদি ক'রে থাক, বড়ই লজ্জার কথা। আমাদের সঙ্গে ভারী চাতুরী করেছ! সত্যি কথা, জর্জ্জ!"

শ্রীমতীর চোখে জল আসিল। তিনি কত কথাই বলিয়া গেলেন। তাঁহার স্বামী সোজাভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

জর্জ্জ বলিলেন, "তোমরা যতটা ভাবিতেছ, ঠিক দুর্দ্দশাটা তত দূর হয় নাই। এই কয়েক মিনিট আগেই আমি এই পত্রখানা পাইয়াছি।" এই বলিয়া তিনি চিঠিটা পড়িলেন।

মিঃ ব্যাগনেট পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এইবার আমার মনের কথাটা তুমি জর্জ্জকে শুনিয়ে দাও।"

"জর্জ্জ, তুমি কেন বিয়ে করনি। বিয়ে করলে আজ তোমার এমন দুর্দ্দশা হ'ত না।"

"ঠিক বলেছে। সত্যি, তুমি কেন বিয়ে করনি।"

জর্জ্জ বলিলেন, "বিবাহ না করিয়া ভালই করেছি। এখন কি করা যায় বল দেখি। আমার যা আছে, তাহা ত দেখিতেছ। এ সব কিছুই আমার নয়। সবই তোমার, ব্যাগনেট। তুমি একবার বল, আমি সব বেচিয়া ফেলিতেছি। তাও যদি বুঝিতাম যে, পুরানো জিনিসগুলি বেচিলে দেনা শোধ হয়ে যাবে, আমি তাও করিতাম। যাক্, একটা কথা ঠিক, আমি তোমাদিগকে বিপদে ফেলিব না। তার আগে আমি আত্মবিক্রয় করিতে রাজি। এখন এই পুরানো জিনিসগুলি কেউ নেবে কি না, তাহাই ভাবিতেছি।"

মিঃ ব্যাগনেট বলিলেন, "ওগো, আমার মনের কথাটা জর্জ্জকে আরও একটু ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেও।"

"জর্জ্জ, তোমার তত দোষ নেই। শুধু বিনা সম্বলে ব্যবসায় আরম্ভ করেছ, এই যা ত্রুটি।"

অনুতপ্ত স্বরে জর্জ্জ বলিলেন, "সেটাই আমার দোষ।"

"থাম! আগে আমায় শেষ করতে দাও। যখন তুমি জামিন চেয়েছিলে, আমি সেই সময়ের কথা বল্‌ছি। সে যা হবার, তা' ত হয়ে চুকে গেছে। এখন সে জন্য অনুতাপ করা বৃথা। তুমি সত্যবাদী ও সরল প্রকৃতির লোক। এখন গতস্য শোচনা নাস্তি।

শ্রীমতী এক হস্ত জর্জ্জের দিকে—অন্য হস্ত স্বামীর দিকে বাড়াইয়া দিল।

মিঃ ব্যাগনেট বলিলেন, "দেখ, এখন এক কাজ করা যাক। চিঠিটার জবাব দিয়ে দাও। আর চল, আমরা দু'জনে স্মলউইডের কাছে গিয়ে কোন বন্দোবস্ত হয় কি না, তার ব্যবস্থা করা যাক।"

জর্জ্জ টুপী লইয়া প্রস্তুত হইলেন।

উভয়ে যথাসময়ে স্মলউইডের বাড়ী গিয়া হাজির হইলেন। বৃদ্ধ উভয়কে সম্বর্দ্ধনা করিল। কিন্তু কাহাকেও বসিতে বলিল না। শুধু পৌত্রীকে বলিল, "তামাক ও নলটা নিয়ে এস।"

জর্জ্জ বলিলেন, "আজ ধূমপানের কোন প্রয়োজন নেই।"

"তাই না কি? জুডি, তুমি তবু নিয়ে এস।"

জর্জ্জ বলিলেন, "দেখ, তোমার আত্মীয় বন্ধুটি আমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিতেছেন না। তিনি একটা চাল চালিয়াছেন।"

বৃদ্ধ বলিল, "কিন্তু তিনি ত সে রকম লোক নন।"

"তবে এ চিঠি কেন লেখা হইল?"

"জুডি, তুমি নলটা এনেছ? দাও, আমার হাতে দাও। আপনি জিজ্ঞাসা করছেন, এ চিঠিটা কেন লেখা হয়েছিল?"

জর্জ্জ বলিলেন, "হাঁ, আমার প্রশ্ন তাই। দেখ, আমি অনেক টাকা তোমাকে দিয়েছি। তা ছাড়া, তোমার সঙ্গে আমার বন্দোবস্ত এই ছিল যে, খত তামাদি হইবার আগেই আমি আবার সেটা বদলাইয়া দিব। সেই কথামত কাজ তুমি কর। আগে ত তোমার কাছ থেকে আমি কখনও এমন পত্র পাইনি। তা ছাড়া মিঃ ব্যাগনেট জামিন আছেন, এতে তাঁর অনিষ্ট হইবার কথা। তাঁর দেনা এক পয়সা নেই। সবই আমার দেনা।"

"তাই না কি? তা ত আমি জান্‌তাম না?"

জর্জ্জ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "তুমি সব জানিয়াও এখন ন্যাকামী করিতেছ।"

স্মলউইড ক্রূর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "মিঃ জর্জ্জ, আমার দ্বারা আপনার কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই! আমি আপনাকে চূর্ণ করিবার জন্য এই ব্যবস্থা করিয়াছি।"

এই বলিয়া সে নলটা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করিল।

দুই বন্ধু পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

বৃদ্ধ বলিল, "এখন জাহান্নমে যাও। তোমার সঙ্গে আর কোন কথা নেই। এখন আমার উকীলের কাছে গিয়ে তোমার স্বাধীনতার ধ্বজা উড়িয়ে দেখাও গে! যদি সেখানে গেলে কোন উপায় হয়, তার চেষ্টা দেখ। জুডি, দরজা খুলে ওঁদের বাহিরের পথ দেখিয়ে দাও। যদি যেতে না চায়, লোক ডাকাডাকি করো।"

ব্যাগনেট জর্জ্জকে এক প্রকার টানিয়াই বাহিরে আনিলেন।

জর্জ্জ বলিলেন, "চল, একবার উকীলের কাছেই যাই।

লিঙ্কন্‌স্ ইনে পৌঁছিয়া তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, টল্‌কিংহরণ তখন কাজে ব্যস্ত আছেন, দেখা হইবে না।

তিনি তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে সম্মত নহেন। এক ঘণ্টা প্রতীক্ষার পর তাঁহারা আবার মুহুরীকে বলিলেন যে, উকীলের সহিত দেখা না করিয়া তাঁহারা যাইবেন না।

কিয়ৎকাল পরে উকীলের ঘর হইতে একটি রমণী একেলা বাহির হইলেন। এই রমণী বৃদ্ধা ও ব্যক্তিত্বশালিনী। তিনি শ্রীমতী রাউন্সওয়েল। মুহুরী এই প্রবীণা রমণীকে অভ্যন্তরে ঘরের ভিতর দিয়া বাহিরের পথ দেখাইবার জন্য অগ্রসর হইল। রমণী দুই জন সৈনিকবেশধারী পুরুষকে তথায় দেখিয়া দাঁড়াইলেন।

জর্জ তখন প্রাচীর-বিলম্বিত একটি তারিখসম্বলিত চিত্র অভিনিবেশ সহকারে দেখিতেছিলেন। মুহুরী, রমণীর প্রশ্নে বুঝাইয়া দিল যে, উঁহারা আগন্তুক। মিঃ ব্যাগনেট বলিলেন, "হ্যাঁ ম্যাদাম, আমরা পূর্ব্বে সেনাদলে ছিলাম।"

জর্জ তখনও গভীর মনোনিবেশ করিয়া ছবি দেখিতেই ব্যস্ত।

"আমি তাই ভেবেছিলাম। আপনাদের চেহারা দেখলেই আমার মন উত্তেজিত হয়ে উঠে। ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন। আমার এই ধৃষ্টতা আপনারা মার্জ্জনা করবেন। আমার একটি ছেলে অনেক দিন আগে সেনাদলে যোগ দিয়াছিল। সে দেখিতে অতি সুন্দর পুরুষ ছিল, আর সাহস ছিল অসাধারণ। মহাশয়, আপনাদের একটু কষ্ট দিলাম, কিছু মনে করবেন না। ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন!"

মিঃ ব্যাগনেট বলিলেন, "ভগবান আপনারও মঙ্গল করুন!"

বৃদ্ধা রমণীর বাক্যে এমন একটি আগ্রহ, কণ্ঠস্বরে এমন একটি করুণ ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল যে, কক্ষস্থ সকলেই বিচলিত হইয়াছিল। শুধু জর্জ্জই এতই নিবিষ্টচিত্তে ছবি দেখিতেছিলেন যে, রমণী কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন না।

ব্যাগনেট বলিলেন, "জর্জ্জ, ভাই, তুমি এত বিমর্ষ হ'লে কেন? আমরা সৈনিক, এত অধীর হ'লে কি আমাদের চলে? তুমি অত দুশ্চিন্তা করো না।"

মুহুরী দেখিল যে, লোক দুইটি উকীলের সহিত দেখা না করিয়া নড়িবে না। তখন সে পুনরায় টল্‌কিংহরণকে তাহাদের কথা বলিল। অগত্যা তিনি তাহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

উভয়কে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "তোমরা কি চাও, বল ত? সৈনিক, আমি ত তোমায় বলিয়া দিয়াছিলাম যে, তুমি কখনও আমার এখানে এসো না!"

জর্জ্জ সংক্ষেপে তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন। উকীল বলিলেন, "তা আমি কি করিতে পারি বল, আমার কোন হাত নেই।"

অনেক বাদানুবাদের পর জর্জ্জ বলিলেন, "আপনার সঙ্গে গোপনে আমার কথা আছে।"

উকীল বাতায়নের ধারে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "যাহা বলিবার আছে, চট্‌পট্‌ বলিয়া লও।"

জর্জ্জ বলিলেন, "দেখুন, আমার বন্ধুটিকে আমি এ বিপদ থেকে মুক্তি দিতে চাই। যদি সেই কাগজগুলি দিয়ে ওঁকে রেহাই দেন, আমি তাতে রাজি আছি।"

"সে কাগজগুলি তোমার সঙ্গে আছে?"

"হাঁ, মহাশয়।"

"দেখ সার্জ্জেন্ট, এখনও মন স্থির ক'রে ফেল। এইবার শেষ কথা। তুমি চিঠিগুলি এখানে রেখেও যেতে পার, আবার ফিরিয়ে নিয়েও যেতে পার। যদি এখানে রেখে যাও, আমি পূর্ব্বচুক্তি বজায় রাখতে রাজি আছি। তোমার বন্ধু ব্যাগনেট্ নিরাপদে থাকিবে, কেহ তাহাকে কোন বিষয়ে বিরক্ত করিবে না এ রকম অঙ্গীকার-পত্র আমি এখনই লিখে দিতে পারি। এতে রাজি আছ?"

জর্জ্জ বলিলেন, "আমাকে ইহাতে স্বীকার পাইতেই হইবে।"

উকীল তখনই লেখাপড়া করিয়া দিলেন। জর্জ্জ কোটের মধ্য হইতে চিঠির তাড়া বাহির করিয়া দিলেন।

পত্র পড়িয়া উকীল উহা টেবলের উপর রাখিয়া দিলেন। তাঁহার মুখের একটি রেখাও পরিবর্ত্তিত হইল না।

উভয়ে বিদায় লইয়া বাহিরে আসিলেন।

৩৫

কয়েক সপ্তাহ আমি শয্যাশায়ী রহিলাম। কোথা দিয়া, কেমন করিয়া দিনগুলি চলিয়া যাইতেছিল, সে ধারণা আমার কিছুমাত্র ছিল না। আমি যেন একটা মসীকৃষ্ণ হ্রদের জল-রাশি উত্তীর্ণ হইতেছি, এমনই একটা অনুভূতি জন্মিয়াছিল।

আডার কাতর কণ্ঠস্বর আমি সর্ব্বদাই দরজার কাছে শুনিতে পাইতাম। তাহাকে কাছে আসিতে দিতেছি না বলিয়া সে আমাকে নিষ্ঠুর বলিয়া অভিহিত করিত। আমি শার্লিকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া দিতাম। সে তাহার কর্ত্তব্য গভীর নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সহিতই পালন করিয়াছিল।

কিছুকাল পরে আমার দৃষ্টিশক্তি অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। তখন আডার লেখা চিঠি আমি নিজেই পড়িতে আরম্ভ করিলাম।

ক্রমে দেহে বলও ফিরিয়া আসিতে লাগিল। শার্লির সহিত একত্র বসিয়া যে দিন আমি চা-পান করিলাম, সে কি আনন্দের দিন!

শার্লি আমার কি শুশ্রূষাই করিয়াছিল। একটুকু মেয়ের কি কর্ত্তব্যপরায়ণতা, কি প্রাণভরা স্নেহ। সে ঘর-খানিকে কি চমৎকারভাবেই পরিচ্ছন্ন রাখিয়াছিল। দেখিয়া আমার আনন্দ হইল।

ঘরের চারিদিকে চাহিতে চাহিতে আমি বলিলাম,

"শার্লি, তবু যেন একটা কি জিনিস ঘরের মধ্যে নাই ব'লে আমার মনে হচ্ছে!"

বেচারা বালিকা চারিদিকে চাহিয়া বলিল যে, "কৈ, কোন জিনিসের অভাব আছে বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না।"

"ঘরের মধ্যের সব ছবিগুলি কি আছে?"

শার্লি বলিল, "সব কখানাই আছে।"

"অন্য আসবাব-পত্র?"

"সবই আছে, কেবল ঘরটাকে একটু পরিচ্ছন্ন রাখবার জন্য দু' একটা জিনিস সরিয়ে সরিয়ে রেখেছি, মিস্।"

আমি বলিলাম, "তবু কিন্তু মনে হচ্ছে, ঘরের মধ্যে কি যেন নেই। হ্যাঁ, এইবার বুঝতে পেরেছি, আয়নাখানা নেই বটে!"

শার্লি কি একটা জিনিস আনিবার ছলনায় পাশের ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার চাপা গলার ক্রন্দন-শব্দ আমার কাণে গেল।

আমারও মনে ঐ প্রকার একটা আশঙ্কার ছায়া পড়িয়াছিল। এখন নিশ্চিন্তরূপে বুঝিলাম, আমার আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইয়াছে। আমি এ আঘাতে মুসড়িয়া পড়িলাম না, সে জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ। শার্লিকে ডাকিলাম। সে আসিল। প্রথমতঃ হাসিবার ভান করিল। আমি তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিলাম, "তাতে কি হয়েছে? আমার আগেকার চেহারা না থাক্‌লেও কোন ক্ষতি নেই।"

ক্রমে ক্রমে শার্লির সাহায্যে এ-ঘর ও-ঘর করিতে লাগিলাম। সে ঘরেও দর্পণ ছিল না।

কর্ত্তা এখন আমার সহিত দেখা করিবার জন্য জেদ ধরিলেন। তাঁহাকে নিষেধ করিবার এখন আর কোনই হেতু ছিল না। এক দিন প্রভাতে তিনি আসিয়াই সাদরে আমার শিরশ্চুম্বন করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে আমার জন্য কত স্নেহ সঞ্চিত ছিল, তাহা আমি জানিতাম। আমার আকৃতির পরিবর্ত্তনে তাঁহার স্নেহের কোন ব্যতিক্রম দেখিলাম না!

সোফায় বসিয়া তিনি আমার দেহকে ধারণ করিয়া রাখিলেন। কিয়ৎকাল তাঁহার মুখ দেখিতে পাইলাম না। যখন দেখিলাম, তখন সে আননে প্রসন্নতার স্নিগ্ধ দীপ্তি!

"ইস্থার, শেষে তোমাকেও এতটা সহিতে হইল?"

বলিলাম, "কর্ত্তা, ভালর জন্যই ইহা ঘটিল।"

"ভাল?—হ্যাঁ, তা হ'তে পারে। ভালর জন্যই বলিতে হইবে বটে। তবে আদা ও আমার দুঃখের সীমা ছিল না। বাড়ীর কাহারও মুখে হাসিটি ছিল না। রিক্, বেচারা রিক্ তোমার জন্য ভাবিয়াই খুন। সে পত্রের পর পত্র লিখিয়াছে।

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "রিচার্ড আপনাকে পত্র লিখিয়াছিলেন, আশ্চর্য্য!"

"হ্যাঁ। তোমাকে পত্র লিখিলে উত্তর পাইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া সে আমায় লিখিয়াছিল। অবশ্য সে পত্রে ঔদ্ধত্য পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। স্নেহের লেশমাত্র উহাতে নাই। কিন্তু সে দোষ তাহার নয়। জারন্‌ডিস্ ও জারন্‌ডিস্ নামক মোকদ্দমাই তাহাকে গ্রাস করিয়াছে। তাই সে আমাকে বিষদৃষ্টিতে দেখে। আমাকে সে সন্দেহ করে। উকীলরা তাহাকে সেই রকম পরামর্শই দিয়াছে। সে শুনিতেছে যে, আমার স্বার্থের সহিত তাহার স্বার্থের সঙ্ঘাত আছে। বেচারা সে, কি করিবে বল। আমার যদি সাধ্যায়ত্ত হইত, তবে তাহার পূর্ব্বের প্র[illegible]-লাভের জন্য আমার সর্ব্বস্ব তাহাকে দিতে পারিতাম। এই কাল মোকদ্দমাই সর্ব্বনাশ করিয়াছে।"

"কর্ত্তা, রিচার্ড আপনাকে সন্দেহের চক্ষে দেখেন, ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে!"

"বাস্তবিক ইস্থার, বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা। এই মোকদ্দমার সহিত যাহারা জড়িত, তাহাদের কাহারও মঙ্গল নাই। সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের কথা এই যে, এই পচা মোকদ্দমায় রিক্ আস্থাবান্ হইয়াছে। তাহার বিশ্বাস, সে এই মোকদ্দমার ফলে অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিবে। যাক্, এখন আমাদের কর্ত্তব্য এই যে, রিকের প্রতি আমরা কঠোর ব্যবহার আদৌ করিব না। তাহাকে কোন দোষও দিব না। তাহার ফুলের মত এমন চমৎকার হৃদয়টা এই মোকদ্দমার বাতাসে শুকাইয়া গিয়াছে, ইহার মত পরিতাপের কথা আর নাই।"

"কিন্তু কর্ত্তা, রিচার্ডের কি এক দিন চৈতন্য হইবে না? সে কি এক দিন বুঝিবে না যে, সে মরীচিকার পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে?"

"সে আশা ত করি, ইস্থার। কিন্তু ভগবান্ করুন, যেন সে অভিজ্ঞতা সে অসময়ে লাভ না করে। যাক্, কথা এখন ছাড়িয়া দাও।"

কর্ত্তার বক্ষে আমি মাথা রাখিলাম। বোধ হইল, যেন আমি পিতার স্নেহময় বক্ষে আশ্রয় পাইয়াছি। ভাবিলাম, একবার বললাভ করিয়া রিচার্ডকে ফিরাইবার চেষ্টা করিব।

কর্ত্তা বলিলেন, "আদা তোমার সহিত দেখা করিবার জন্য প্রায় পাগল হইয়া উঠিয়াছে। তাহাকে কখন্ আনিব?"

আমি বলিলাম, "দেখুন, এত দিন যখন আদার সঙ্গে দেখা করি নাই, তখন আরও কিছু দিন যাক্। আমি ও শার্লি দিনকতক কোথাও গিয়া বায়ুপরিবর্ত্তন করিয়া আসি। তার পর আদার সঙ্গে দেখা করিব।"

কর্ত্তা তাহাতেই রাজী হইলেন। বলিলেন যে, "বয়থরন পূর্ব্ব হইতেই আমাকে তাঁহার পল্লীভবনে যাইবার জন্য পত্র লিখিয়া রাখিয়াছে। সে লিখিয়াছে, তুমি যদি তার বাড়ী না যাও, তবে সত্যই সে তার বাড়ীটা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। একখানা ইটও আস্ত রাখিবে না।"

বয়থরনের পত্র পড়িলাম। স্থির করিলাম সেইখানেই যাইব।

কর্ত্তা বলিলেন, "দেখ, আর এখানে থাকিবার অনুমতি নাই। ডাক্তার যে কয় মিনিট থাকিতে বলিয়াছিলেন, তাহা শেষ হইয়াছে। আমি এখন যাইতেছি। ভাল কথা, মিস্ ফ্লিট তোমার অসুখের সংবাদ পাইয়া বিশ মাইল পদব্রজে এখানে আসিয়াছিল। বয়থরনের ওখানে যাইবার আগে একবার তাহার সহিত দেখা করিও।"

বৃদ্ধা যে আমাকে এতদূর পর্য্যন্ত দেখিতে আসিয়াছিল, এ সংবাদে আমি আনন্দিত হইলাম। স্থির হইল, এক দিন সে এখানে আমার সহিত দেখা করিতে আসিবে। দুই জনে একসঙ্গে আহারাদিও করিব।

ক্রমেই আমি বললাভ করিতে লাগিলাম। আদা বাগানে আসিতেন। আমি জানালার পর্দার অন্তরালে দাঁড়াইয়া তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতাম। তাঁহাকে আমার ক্ষতপূর্ণ মুখ দেখাইবার মত সাহস তখনও আমার হয় নাই।

নির্দ্দিষ্ট দিনে মিস্ ফ্লিট্ আসিল। আমাকে দেখিয়া সে খুবই খুসী হইল। কাগজের তাড়া তাহার সঙ্গেই ছিল। সে একখানা রুমাল চাহিল। শালি একখানা রুমাল দিলে তদ্দারা বৃদ্ধা কাগজ-পত্র বাঁধিয়া ফেলিল। তার পর বলিল, "ভাল কথা, রুমালের কথায় একটা কথা মনে পড়িল।" বলিয়াই সে শার্লির মুখের দিকে চাহিল। বুঝিলাম, শার্লি তাহাকে বলিতে নিষেধ করিতেছে।

আমি সহাস্যে বলিলাম, "ব্যাপারটা আমায় বলিতে হইবে, এমন কৌতূহল দমন করিতে পারিতেছি না।"

শালি তখন বলিল, "আপনি বলিতে পারেন।"

বৃদ্ধা বলিল, "সে এক মজার কথা। তেমন বিশেষ কিছু নয়, তবু আমার বড় ভাল লাগিয়াছে। আমরা গাড়ীতে আসিতেছি, পথে একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা হইল।"

শার্লি বলিল, "মিস্, সে আমাদের জেনী!"

"হাঁ সেই বটে! এই বালিকা তাকে জেনী বলেই ডেকেছিল। সেই জেনী বলিতেছিল যে, তোমার অসুখের সময় একটি অবগুণ্ঠনাবৃতা মহিলা জেনীর কুটীরে আসিয়া তোমার সংবাদ লইতেছিলেন। তার পর জেনীর কাছে তোমার একখানা রুমাল আছে জানিয়া মহিলাটি সেখানা গ্রহণ করেন। জেনী কোনমতেই দিবে না, তিনিও ছাড়িবেন না। জেনী বলিয়াছিল, তাহার মৃত শিশুটিকে তুমি সেই রুমাল দিয়া ঢাকিয়া দিয়াছিলে, সেজন্য ঐ রুমাল-খানি তাহার কাছে মহামূল্যবান্ সামগ্রী। কিন্তু লেডীটি শেষকালে রুমালখানি না লইয়া ছাড়েন নাই। জেনী এখন তোমাকে জানাতে চায় যে, টাকার জন্য সে রুমালখানা হাতছাড়া করে নাই। সে লেডীটিকে চেনে না।"

আমি বলিলাম, "কথাটা এখন মনে পড়িতেছে বটে। তার পর কি হইল?"

শার্লি বলিল, লেডী রুমালখানার পরিবর্ত্তে কিছু টাকা ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু জেনী তাহাতে অত্যন্ত দুঃখিত।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "কে এই লেডী? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

এই লেডীর কথাটা আমি মনে রাখিলাম না। আমার মনে হইয়াছিল, বোধ হয়, ক্যাডিই এ কাজ করিয়া থাকিবে।

বৃদ্ধার সহিত একত্র ভোজন করিতে বসিলাম। অন্যান্য অনেক বিষয়ের আলোচনা হইল। আমি তাহাকে বলিলাম, "এখনও কি তুমি কোর্টে যাও?"

"সে কি না গিয়ে পারি। যত দিন বাঁচিব, যাইতে হইবে। ও যে নেশা জমিয়া গিয়াছে। ভাল কথা, তোমাদের রিচার্ডও যে রোজ কোর্টে যান। রোজই আমার সঙ্গে দেখা হয়। এই বেলা যদি তাঁকে ওখান থেকে না সরাও, তবে রক্ষা নেই। তাঁর ধ্বংস অনিবার্য্য।"

রিচার্ড সম্বন্ধে বৃদ্ধার মন্তব্য শুনিয়া আমার মন বিচলিত হইল।

হাসিতে হাসিতে বৃদ্ধা আবার বলিল, "তুমি ত একবারও আমার ডাক্তারের সাফল্যের সম্বন্ধে কোন কথা বলিলে না?"

আমি বলিলাম, সে কি বলিতেছে, বাস্তবিকই আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

"আমার ডাক্তার, মিঃ উডকোর্টের কথা বলিতেছি।"

আমি বলিলাম, "তিনি ত এখন বহু দূরে, কাজেই সে কথা আমার মনে হয় নাই।"

"তাঁর কথা কিছু শোন নাই?"

আমি বলিলাম, "না।"

"বাঃ, সকলেরই মুখে তাঁর কথা, আর তুমি কিছু জান না?"

"কেমন করিয়া জানিব। আমি ত দীর্ঘকাল রোগশয্যায়।"

"সে কথা সত্য। দোষ আমারই। যাক্, আমি বলিতেছি। প্রাচ্য সমুদ্রে একটা জাহাজ ডুবিয়া ভারী দুর্ঘটনা হইয়াছিল। অত উত্তেজিত হইও না। আগে সবটা শোন। ডাক্তার নিরাপদে আছেন। কিন্তু জাহাজডুবি হইয়া শত শত লোক মারা যায়। চারিদিকে ভীষণ ঝড়। কিন্তু তদবস্থায় ডাক্তার কত লোকের জীবন যে রক্ষা করেন, তার সংখ্যা নাই। পীড়িতদিগকে তিনি যে ভাবে শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা নাই—হয় না। সকলে তাঁহাকে তখন দেবতা বলিয়া ভাবিয়াছিল। সমগ্র দেশ তাঁহার প্রশংসায় পরিপূর্ণ। কাগজে সকল সংবাদ বাহির হইয়াছে। আমার কাছেই একখানা কাগজ আছে। এই তাড়ার মধ্যেই আছে।"

বৃদ্ধা সংবাদপত্রটি বাহির করিয়া আমার হাতে দিল। আমি সে মহৎ আত্মত্যাগের কাহিনী পাঠ করিলাম। পড়িতে পড়িতে লোকটির প্রতি শ্রদ্ধায় আমার চিত্ত পরিপূর্ণ হইল।

চিরদুঃখিনী মা আমাকে বলিলেন যে, আমার পীড়ার কথা শুনিয়া তিনি প্রায় উন্মাদিনী হইবার অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিলেন। ঠিক সেই সময়েই তিনি প্রথম জানিতে পারেন যে, তাঁহার সন্তান জীবিত আছে। আমিই যে তাঁহার সেই সন্তান, তাহা তিনি পূর্ব্বে ধারণাও করিতে পারেন নাই। আজ তিনি অবসর পাইয়া আমার কাছে আসিয়াছেন। আমার সহিত এই তাঁহার শেষ সম্ভাষণ। এ জীবনে আমরা কখনও পরস্পরের সাহচর্য্য লাভ করিতে পারিব না, পত্র-বিনিময় করিব না। এ পৃথিবীতে আর কখনও উভয়ের মধ্যে কথার আদান-প্রদানও হইবে না। একখানি চিঠি তিনি লিখিয়া আনিয়াছেন। সে পত্র পাঠ করিয়া আমি যেন তাহা ছিঁড়িয়া ফেলি। তাঁহার নিজের জন্য নহে। শুধু তাঁহার স্বামী ও আমার জন্যই উহা ছিঁড়িয়া ফেলা আবশ্যক। এখন হইতে আমি যেন তাঁহাকে মৃত মনে করি। যদি এ কথা আমার মনে বিশ্বাস হয় যে, তিনি প্রকৃতই আমাকে স্নেহ করেন, মাতৃত্বের মমতা তাঁহার হৃদয়ে আমার জন্যই সঞ্চিত আছে, তবে আমি যেন তাঁহার স্মৃতিকে মনে রাখি। কি যন্ত্রণা, কি দুঃসহ বেদনা বক্ষে লইয়া তাঁহাকে চলিতে হইতেছে, সে কথা মনে করিয়া আমি যেন তাঁহাকে একটু অনুকম্পা করি। এ জীবনে তাঁহার আর কোন আশাও নাই, ভরসাও নাই। তাঁহার গুপ্তকথা প্রকাশ পাইবে কি অপ্রকাশ থাকিবে, ইহার জন্য তিনি একাই সংগ্রাম করিবেন! এ বিষয়ে অন্য কোনও মানুষ তাঁহাকে বিন্দুমাত্র সাহায্য করিতে পারিবে না।

আমি বলিলাম, "স্নেহময়ী মা আমার! এ গুপ্তকথা কি প্রকাশ হইবার বলিয়া মনে কর?"

মা বলিলেন, "প্রকাশ পাইবার বেশী বিলম্ব নাই। শুধু আকস্মিক ঘটনা-চক্রে উহা এত দিন প্রকাশ পায় নাই। হয় ত কালই আবার প্রকাশ পাইতে পারে।"

"তুমি কি কোন একটা লোককে সন্দেহ কর?"

"চুপ! আমার জন্য অশ্রুপাত করিও না। আমি উহার যোগ্য নহি। একটি লোককে আমি ভয় করি।"

"সে কি শত্রু?"

"মিত্র নয়। সে এমনই নির্ব্বিকার যে, শত্রু কি মিত্র বুঝিবার যো নাই। স্যার লিষ্টারের সে উকীল। স্নেহের ভালবাসার কোন আকর্ষণ নাই—ঠিক যেন যন্ত্রচালিতবৎ, অথচ বিশ্বাসী। বড় বড় পরিবারের গুপ্তরহস্য আবিষ্কারেই তাহার আনন্দ। সে এইরূপে সকলকে মুঠার মধ্যে রাখিতে চায়।"

"তার মনে কি কোনও সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে?"

"একটা নয়, বহু।"

"তোমার সম্বন্ধেই?"

"হ্যাঁ! সে সর্ব্বদাই চারিদিকে চোখ রাখিয়াছে। সর্ব্বদাই আমার কাছে কাছে ঘোরে। আমি তাহাকে কিছু দিনের জন্য থমকাইয়া রাখিতে পারি; কিন্তু তাহাকে ঝাড়িয়া ফেলা দুঃসাধ্য।"

"লোকটার মনে কি একটুকু দয়া বা সহানুভূতি নাই?"

"না, তা নাই। তা ছাড়া, ক্রোধও তার নাই। নিজের ব্যবসা ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য সকল বিষয়েই সে উদাসীন। তাহার ব্যবসাই হইতেছে অন্যের গুহ্য কথা আবিষ্কার করা। শুধু তাই নয়, সেই আবিষ্কারের বলে সে প্রাধান্য—কর্ত্তৃত্ব করিতে চাহে।"

"তাহাকে কি তুমি বিশ্বাস করিতে পার না?"

"সে চেষ্টা আমি কখনও করিব না। যে তমোময় পথ ধরিয়া চলিয়াছি, সেই পথ আমায় যেখানে লইয়া যাইবে, আমি তথায় যাইব। হয় ত তাহা অবিলম্বেই ঘটিবে, নয় ত বিলম্ব আছে।"

"মা, তুমি কি এ বিষয়ে দৃঢ়সংকল্প?"

"হ্যাঁ। আমি এত কাল শঠের সহিত শাঠ্য, চপলের সহিত চপলতা, দাম্ভিকের সহিত দম্ভের পাল্লা দিয়া চলিয়া আসিয়াছি। হয় ত এ বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আমি দীর্ঘকাল বাঁচিতে পারি। যে অবস্থাকে আমি স্বয়ং বরণ করিয়া লইয়াছি, তাহার নাগপাশ হইতে উদ্ধারলাভের কোন সম্ভাবনাই নাই।"

আমি বলিলাম, "মিঃ জারন্‌ডিস্—"

বাধা দিয়া মাতা বলিলেন, "তাঁহার মনে কি কোন প্রকার সন্দেহ হইয়াছে?"

আমি বলিলাম, "না, তাঁহার মনে কোন সন্দেহ হয় নাই। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক।"—এই বলিয়া তিনি আমার সম্বন্ধে যতটুকু জানিতেন, তাহা বলিলাম।—"তিনি এমনই সুবিবেচক যে, যদি তিনি জানিতেন—"

মা বলিলেন, "তাঁহার কাছে সব কথা প্রকাশ করিও এ বিষয়ে আমি তোমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতেছি। কিন্তু সে কথা আমাকে জানাইবার কোন প্রয়োজন নাই। এখনও আমার মধ্যে অহঙ্কারের সমাধি হয় নাই, কিছু কিছু এখনও আছে।"

মাতৃস্নেহের স্বাদ কোন দিন পাই নাই। আজ সে জন্য আমার হৃদয় সম্পূর্ণভাবে আলোড়িত হইয়া গিয়াছিল। তথাপি যতটুকু পারি, আত্মসংবরণ করিয়া মাকে বলিলাম যে, যদি মিঃ জারন্‌ডিসের পরামর্শ লওয়া যায়, তাহা হইলে সেই মহৎ-প্রাণ, উদার-হৃদয় মহানুভবের দ্বারা অনেকটা সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু মাতা বলিলেন, তাহা অসম্ভব। তাঁহাকে কেহই সাহায্য করিতে পারিবে না। মরুভূমির তপ্ত বালু পার হইয়া তাঁহাকে একাই যাত্রা শেষ করিতে হইবে।

"বাছা আমার! মা আমার! এই আমার শেষ সম্বোধন! এই আমার শেষ চুম্বন! এই হাত দুইখানি আর কখনও আমার স্কন্ধদেশে স্থাপিত হইবে না! এ

জীবনে আর আমাদের দেখা হইবে না! আমার উদ্দেশ্যকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আমি এত দিন যা ছিলাম, আবার ঠিক আমাকে তাই হইতে হইবে! এই আমার পুরস্কার! ইহাই আমার অদৃষ্টলিপি! যদি কখনও তুমি এমন কথা শুন যে, লেডী ডেড্‌লকের প্রশংসায় ভুবন ভরিয়া গিয়াছে, চারিদিক হইতে সাফল্যের সংবাদ আসিতেছে, লেডী ডেড্‌লকের মত সুখী আর কেহ নাই, তখনই একবার তোমার অভাগী মাকে মনে করিও। মনে রাখিও, ছদ্মবেশের অন্তরালে একখানি বিবেকদষ্ট, অভিশপ্ত চিত্ত অহর্নিশি কি নিদারুণ মনস্তাপ ও যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে। মনে রাখিও, সন্তানবাৎসল্যকে চাপিয়া রাখিয়া পলে পলে সেই দুর্ভাগিনী নারী কি বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয়ই না করিতেছে! তখন যদি পার, তবে তাহাকে ক্ষমা করিও; ভগবানের কাছে তাহার জন্য করুণা ও ক্ষমা ভিক্ষা করিও। ভগবান কি তাহাকে ক্ষমা করিবেন?"

কিয়ৎকাল পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া রাখিলাম। মা'র চিত্তের এমনই দৃঢ়তা যে, তিনি আমার বাহুপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া আমার বুকের উপর উহা রক্ষা করিলেন। তার পর শেষবার আমাকে চুম্বন করিয়া তিনি অরণ্যমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। আমি তখন একা। অদূরে বৃহৎ প্রাসাদ দেখা যাইতেছিল।

আমি অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। অবশেষে মনে হইল, আমার চাঞ্চল্যকে দমন করিতে হইবে। যাহাতে শার্লি না বুঝিতে পারে, আমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু লোহিত করিয়া ফেলিয়াছি—তাহার ব্যবস্থা করিলাম। বিষয়টিকে সম্পূর্ণ গোপন রাখিতে হইবে। প্রায় এক ঘণ্টা পরে আমি যখন বুঝিলাম যে, আমার মানসিক চাঞ্চল্য কেহই লক্ষ্য করিতে পারিবেন না, তখন আমি গৃহের দিকে ফিরিলাম। অতি ধীরপদে আমি অগ্রসর হইতেছিলাম। গেটের কাছে শার্লি আমার প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহাকে বলিলাম যে, লেডী ডেডলক্ চলিয়া গেলে আমি একা আরও খানিক বেড়াইয়াছি। সে প্রলোভন দমন করিতে পারি নাই। কিন্তু অতিরিক্ত ভ্রমণে শরীরটা বড়ই পরিশ্রান্ত হইয়াছে, আমি এখনই শয়ন করিব। নিজের ঘরে আসিয়া আমি মা'র চিঠিখানি পড়িলাম। তাহা হইতে বুঝিলাম, মা আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী, আমার পালিকা মাতা, আমার মৃতদেহে জীবনের লক্ষণ দেখিতে পাইয়া কর্ত্তব্যবোধে আমাকে গোপনে লালন-পালন করেন। মাতা আমাকে মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইতে দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন, আমার অস্তিত্ব নাই। আমার পালিকা মাতা আমাকে লইয়া সেই যে অন্তর্হিতা হইয়াছিলেন, আর তিনি তাঁহার সহোদরার মুখদর্শন করেন নাই। আমার মাতা অল্প কয়েক দিন মাত্র জানিতে পারিয়াছেন যে, আমি জীবিত আছি। প্রথমে আমাকে যখন ধর্ম্মমন্দিরে দেখেন, তখনই তিনি চমকিত হইয়াছিলেন। যদি তাঁহার সন্তান বাঁচিয়া থাকিত, তবে সে সময়ে আমারই বয়সী হইত, এ কথা তখনই তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল; কিন্তু সে সময়ে তিনি আমার অস্তিত্বের সংবাদ জানিতেন না।

পত্রে আরও অনেক কথা ছিল; কিন্তু সে সকল কথা আমার জীবন-কাহিনীর যথাস্থলে বর্ণিত হইবে।

জননীর পত্রখানি প্রথমেই ভস্মে পরিণত করিলাম। ছাইগুলিরও অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিলাম। সত্য কথা বলিতে কি, কেন আমি বাঁচিলাম, এত বড় হইলাম, ইহা ভাবিয়া আমার মন অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া গেল। আমি না বাঁচিলে অনেকে পরম আরামে নিশ্বাস ত্যাগ করিতে পারিতেন। আমি আপনাকেই আমার মাতার বিঘ্নস্বরূপ মনে করিলাম। আমার জন্যই হয়ত আমার জননী নিন্দিতা —লাঞ্ছিতা হইবেন, একটা অভিজাতবংশের মস্তক—সম্ভ্রম ধূলিতলে লুটাইয়া পড়িবে। আমার মনের এমনই অবস্থা হইল যে, আমার মৃত্যুই মঙ্গলের ছিল। কেন আমি বাঁচিলাম!

নানা দুর্ভাবনা সত্ত্বেও ঘুমাইয়া পড়িলাম। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পরও মনে হইতে লাগিল, আমি অন্যের বিঘ্ন-স্বরূপই এ জগতে আসিয়াছি। বাল্যকালে আমার পালিকা মাতা আমাকে যে কথা বলিয়াছিলেন, আজ তাহা মনে পড়িল। ভালরূপেই তাহার অর্থ আজ হৃদয়ঙ্গম করিলাম।

সে দিন সন্ধ্যা হইয়া গেলে আমি একা ভ্রমণে বাহির হইলাম। পার্কের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাসাদের অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। কাহারও সহিত আমার দেখা হইল না। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেই সম্মুখে প্রাসাদের ছাদটি দেখিতে পাইলাম। সে দিকটা সম্পূর্ণ জনহীন। বাহিরে উদ্যানের পথে চলিতে চলিতে দেখিলাম, একটি কক্ষে আলো জ্বলিতেছে। দেখিয়া বুঝিলাম, সেটি আমার মাতার শয়ন-কক্ষ। বাগানে ফুলের মধুর গন্ধ; মন বিমোহিত হইল। পদচারণা করিতে করিতেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ভূতের ছাদটি দেখিতে পাইলাম। তাহার পার্শ্বেই আমার মার শয়নকক্ষটি অবস্থিত। একবার আলোকিত জানালার দিকে চাহিয়াই চলিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু পথের সে স্থলটিতে এমনই পদশব্দ হইতে লাগিল যে, জনপ্রবাদটির কথা তখনই মনে পড়িল। ভূতের ছাদটি যে দিকে অবস্থিত, সে দিকে যদি সত্যই কোন পদশব্দ শোনা যায়, তবে ডেড্‌লক্-বংশের দুর্ঘটনা ঘটে। মনে হইল, আমিই ত এ বংশের দুর্দশার কারণস্বরূপ জন্মিয়াছি। আতঙ্কে আমার শরীর শিহরিয়া উঠিল। আমি কোন দিকে না চাহিয়া দ্রুতপদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

মনটা অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইল। বাড়ীতে আসিয়াই দুইখানি পত্র পাইলাম, একখানি আদার। সে কাল এখানে আসিবে। দ্বিতীয়খানি কর্ত্তার। তিনি লিখিয়াছেন, গৃহকর্ত্রীর অভাবে গৃহস্থালী নষ্ট হইতে বসিয়াছে! দুইখানি

পত্রে স্নেহের যে সুধা-সমুদ্র উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে আমার মনের নিরানন্দ ভাবটা কিছু সরিয়া গেল। বুঝিলাম, আমার মৃত্যু ভগবানের অভিপ্রেত নহে। আমার সুখের জন্য ভগবান কত প্রকারেই আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন। আমার জন্মের জন্য আমি দায়ী নহি। আর একটি রাণীও যেমন সে সম্বন্ধে নির্দ্দোষ, আমিও তাহাই। বিশেষতঃ ভগবানের কাছে এজন্য আমাকে কখনও জবাবদিহী করিতে হইবে না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিলাম, তিনি যেন আমাকে শক্তি প্রদান করেন। আমার দুঃখিনী মাতার জন্যও পরম পিতার নিকট সকাতরে প্রার্থনা করিলাম। তিনি আমার মাতাকে সান্ত্বনা দিন, রক্ষা করুন।

আদা অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় আসিবে। আমি তাহাকে আগাইয়া আনিবার জন্য চলিলাম। আমার পীড়ার পর আমার সোদরোপমা আদার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইবে। সে কি আমার পরিবর্ত্তন দর্শনে বিচলিত হইবে না? আমার সে মূর্ত্তি ত আর নাই! আমি আবার পথ হইতে ফিরিলাম।

খানিক পরে শার্লি বলিল, "ঐ তিনি আসছেন।"

আমি তাড়াতাড়ি উপরে পলাইয়া গেলাম। আদাও ছুটিয়া উপরে আসিল। আমাকে আবেগভরে বুকে চাপিয়া ধরিল। তাহার মুখে সেই সরল, প্রসন্ন হাস্য ভালবাসার আলোকে উদ্দীপ্ত।

আমার চিত্ত আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। অশ্রুপ্লাবনে উভয়েরই গণ্ডদেশ প্লাবিত হইয়া গেল।

৩৭

গুপ্তকথাটা যদি শুধু আমারই হইত, তবে নিশ্চয়ই আমি আদার নিকট তাহা প্রকাশ করিতাম। কিন্তু উহা ত আমার নহে। কথাটা আমার অভিভাবকের নিকটও প্রকাশ করা তখন সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইল না। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে বলা উচিত নহে বলিয়াই আমার মনে হইল। কিন্তু একা এত বড় বিরাট বোঝা বহন করা কি কষ্টকর নহে? আদা—আমার প্রাণাধিকা ভগিনী যখন নিদ্রা যাইত, তখন মার কথা মনে করিয়া আমি জাগিয়া বসিয়া থাকিতাম, কিছুতেই নিদ্রা আসিত না। দুই চারি দিন এই ভাবে কাটিলে আমি অতিকষ্টে মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিলাম। আদার নিকট আমাকে পূর্ব্ববৎ হইতেই হইবে।

আদা কথা-প্রসঙ্গে ডেড্‌লক-পরিবারের কথা তুলিল। তাঁহাদের কেহ প্রাসাদে আছেন কি না। এ প্রসঙ্গের আলোচনায় সত্য প্রকাশ হইয়া যাইতে পারে, তাই অতি সাবধানে আমি কথা কহিলাম। লেডী আসিয়াছেন, আমার সহিত দেখাও হইয়াছিল। আদা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। বলিলাম, আমার পীড়ার কথা শুনিয়া তিনি দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিলেন, ইত্যাদি। আদা বলিলেন যে, লেডী খুব সুন্দরী বটেন; কিন্তু বড়ই দাম্ভিকা। কথাটা আমার নিকট কিরূপ প্রীতিকর, তাহা সহজেই অনুমেয়। শার্লি আমাকে সে বিপদ হইতে উদ্ধার করিল। সে বলিল যে, লেডী ডেড্‌লক মাত্র দুই রাত্রি প্রাসাদে অবস্থান করিয়াছিলেন; তার পর অন্য নগরে ভ্রমণ করিতে গিয়াছেন। আমার সহিত যে দিন তাঁহার দেখা হইয়াছিল, তাহার পরদিবস প্রাতেই তিনি এ স্থান ত্যাগ করিয়াছেন। শার্লি আমাদের অপেক্ষা অনেক সংবাদ রাখে। কারণ, তাহারা যে দিন যেখানে যাহা ঘটে, তাহার আলোচনা করিয়া থাকে। তাহারা দৈনিক ঘটনা যাহা জানিতে পারে, আমরা তাহা মাসের মধ্যেও জানিতে পারি না।

বয়থরনের বাড়ীতে মাসখানেক থাকিব স্থির হইয়াছিল। প্রাণাধিকা আদা মাত্র এক সপ্তাহ আসিয়াছে। এক দিন সন্ধ্যায় বাতী জ্বলিবার পর শার্লি আমাকে আদার অলক্ষ্যে হাতছানি দিয়া ডাকিল। তাহার ভাবে বুঝিলাম, সে যেন একটা বড়-গোছের সংবাদ আনিয়াছে।

আমি একান্তে উপস্থিত হইলে সে তাহার দীর্ঘায়ত নয়নযুগল আরও বিস্ফারিত করিয়া অস্ফুট স্বরে আমাকে বলিল, "মিস্, আপনি যদি অনুগ্রহ ক'রে একবার ডেড্‌লক্ আরম্‌স্' হোটেলে যান, বড় ভাল হয়। সেখানে এক জন আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে চান।"

আমি বলিলাম, "শার্লি, কে সে বল ত? হোটেলে আমার সঙ্গে দেখা করিতে চায়, এমন লোক কে আছে?"

শার্লি বলিল, "তা ত আমি জানি না, মিস্। তবে এক জন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎপ্রার্থী। আপনি আর বেশী কোন আপত্তি না ক'রে সেখানে একবার যান না।"

আমি বলিলাম, "কে আমাকে যেতে বলেছে, শার্লি?"

"তিনি গো, মিস্, তিনি।"

"তুমি সে সংবাদ জানিলে কিরূপে?"

"হোটেলওয়ালা গ্রবল্ সাহেব সংবাদ পাঠিয়েছেন।"

ব্যাপারটা ভালরূপ বুঝিতে না পারিয়া, আমি হোটেলে যাওয়াই সঙ্গত বলিয়া মনে করিলাম। আমি অবগুণ্ঠনে মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া সেই দিকে চলিলাম।

হোটেলওয়ালা বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। সে আমাকে দেখিয়া সমাদরে বসিবার ঘরে লইয়া অন্য দ্বারপথে কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল। মুহূর্ত্তে আর একটা দরজা খুলিয়া গেল। দেখিলাম, সম্মুখে রিচার্ড!

তাঁহার সস্নেহ সম্ভাষণে আপ্যায়িত হইলাম।

আমি অবগুণ্ঠন আংশিক উন্মোচন করিলাম। রিচার্ড বলিলেন, "ইস্থার, তুমি ঠিক তেমনই আছ।"

এবার সমস্ত অবগুণ্ঠনটা সরাইয়া ফেলিলাম। আমার সমস্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া রিচার্ডের কোনও ভাববৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইল না।

রিচার্ড বলিলেন, "দেখ ইস্থার, তোমাকেই এখন আমার বিশেষ প্রয়োজন। কারণ, তুমি যাহাতে আমার অবস্থাটা বুঝিতে পার, আমার তাহাই প্রধান কামনা।"

আমি বলিলাম, "আমিও তোমাকে উত্তরে এই কথা বলিব যে, তুমিও যাহাতে অন্যকে বুঝিতে পার, আমারও সেই অভিপ্রায়।"

রিচার্ড বলিলেন, "তুমি জন্ জারন্ডিসের কথা বলিতেছ ?"

"নিশ্চয়ই।"

"তবে আমি বলি, এই প্রসঙ্গের আলোচনা করিবার জন্যই আমার আগ্রহ বেশী। কারণ, সে দিক দিয়া তোমরা আমায় যাহাতে বুঝিতে পার, তাহাই আমার কামনা। অর্থাৎ তুমি আমাকে ভুল বুঝিও না। মিঃ জারন্ডিস্ অথবা অপর কেহ আমাকে ভুল বুঝিলেন কি না, তাহার জন্য আমার কোন মাথাব্যথা নাই।"

রিচার্ডের কথার ভাবে সত্যই আমার হৃদয় ব্যথিত হইল। রিচার্ড তাহা বুঝিতে পারিলেন। তাই তিনি বলিলেন, "প্রিয় ইস্থার, ও কথা এখন থাক্; পরে আলোচনা করা যাইবে। এখন তোমাদের এই পল্লীভবনে আমি চুপচাপ যাইতে চাই। আদাকে একটু চমকিয়ে দিতে চাই। জন্ জারন্ডিসের প্রতি বিশ্বস্তা থাকিয়াও বোধ হয়, তুমি এটুকু করিতে পার, ইস্থার!"

"প্রিয় রিচার্ড, তুমি ত জান, তাঁহার বাড়ীর দ্বার তোমার জন্য মুক্ত, তিনি সাদরে তোমাকে সকল সময়েই গ্রহণ করিতে ব্যস্ত। তাঁহার গৃহ ও তোমার গৃহে কোন পার্থক্য তাঁহার কাছে নাই। এখানেও তুমি ইচ্ছা করিলেই আসিতে পার। সকলেই তোমাকে সাগ্রহে গ্রহণ করিবে।"

রিচার্ড সানন্দে বলিলেন, "চমৎকার বলিয়াছ। তুমি ছাড়া এ কথা এমন ভাবে আর কে বলিতে পারে ?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, সৈনিকের কাজ কেমন লাগিতেছে।

রিচার্ড বলিলেন, "বেশ লাগিতেছে। অন্য কাজ যেমন ভাল লাগিত, এটাও ঠিক সেই রকম লাগিতেছে। যখন বৈষয়িক বিষয়ের সব ব্যবস্থা হইয়া যাইবে, তখন আর ইহার প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না। সে সময় ছাড়িয়া দিলেই চলিবে। তবে ও সব কথা এখন থাক্—ভাল লাগে না।"

যৌবনের তেজ, উৎসাহ, আনন্দ ও রূপ পূর্ণ-মাত্রায় বিদ্যমান। মিস্ ফ্লিটের সহিত কোনই সামঞ্জস্য নাই, অথচ রিচার্ডের দৃষ্টির সহিত সেই বৃদ্ধার নয়নের দৃষ্টির বিন্দু-মাত্র বৈলক্ষণ্য নাই!

রিচার্ড বলিলেন, "আমি এখন ছুটীতে আছি। কাজেই মোকদ্দমার তদ্বির করিতে চলিয়া আসিয়াছি। বোধ হয়, শীঘ্রই সুফললাভ ঘটিবে।"

আমি মস্তক আন্দোলিত করিলাম।

রিচার্ড দেখিলেন, এ প্রসঙ্গ আমার প্রীতিকর নহে। তখন তিনি বলিলেন, "আমার সঙ্গে আর কে আছেন বল ত ?"

আমি বলিলাম, "মিঃ স্কিম্‌পোলের কণ্ঠস্বর শুনিলাম না ?"

"হাঁ, তিনিই আমার সঙ্গে আছেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহারা যে এখানে আসিতেছেন, তাহা আর কে জানে ? রিচার্ড বলিলেন যে, কেহই অবগত নহে। তিনি স্কিম্‌পোলের সহিত দেখা করায় তিনিই আমাদের বর্ত্তমান ঠিকানা বলিয়া দিয়াছিলেন। তার পর রিচার্ড এখানে আসিতে সংকল্প করায় স্কিম্‌পোলও তাঁহার সমভিব্যাহারী হন। অবশ্য রিচার্ডই তাঁহার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতেছেন।

স্কিম্‌পোল আপনাকে যতই শিশুর মত সরল এবং জাগতিক বিষয়ে অনভিজ্ঞ প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, তাঁহার ব্যবহারে ঠিক তাহা প্রকাশ পায় না। তিনি পরের স্কন্ধে চাপিয়া বিলক্ষণ সাংসারিক বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় দিয়া থাকেন। আমি মনে মনে সব বুঝিলেও এ সম্বন্ধে কখনও কোন কথা বলি নাই।

স্কিম্‌পোলের সহিত দেখা হইল। তিনি ত রিচার্ডের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁহার কথাবার্ত্তার যেরূপ ধরণ-ধারণ দেখিলাম, তাহাতে রিচার্ডের উচ্ছৃঙ্খলতায় যে আরও প্রশ্রয় দিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। মোকদ্দমা-বিষয়েও স্কিম্‌পোল যে ভাবে আলোচনা করিলেন, তাহাতে রিচার্ডের মত চপলমতি যুবককে এরূপ লোকের প্রভাব হইতে রক্ষা করা অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইল। স্কিম্‌পোলের মত বৃদ্ধ বন্ধু রিচার্ডের আর কেহ নাই। বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে রিচার্ডকে সৎপরামর্শ দেওয়া যখন বিশেষ আবশ্যক, সেই সময় স্কিম্‌পোলের মত চপলপ্রকৃতি, আত্মসুখপরায়ণ ও কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তির সাহচর্য্য রিচার্ডের ঘোরতর অনিষ্ট সংসাধন করিবে বলিয়া আমার আশঙ্কা জন্মিল।

যাহা হউক, আমরা তিন জনে আদার সহিত মিলিত হইলাম। রিচার্ডকে দেখিয়া আদা যে পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পরদিবস প্রাতে রিচার্ড আমার সঙ্গে কিছু আলোচনা করিবেন স্থির হইল। তার পর স্কিম্‌পোল্ ও রিচার্ড হোটেলে ফিরিয়া গেলেন।

প্রাতঃকালে রিচার্ড আসিলেন। উভয়ে পার্কের মধ্যে বেড়াইতে লাগিলাম। রিচার্ড বলিলেন, "স্থানটি পরম রমণীয়। আমার সব কাজের বন্দোবস্ত হইয়া গেলে আমি এখানে আসিয়া বিশ্রাম করিব।"

আমি বলিলাম, "এখনই কি সে ব্যবস্থা হয় না ?"

"না, ইস্থার, এখন তাহা হয় না। আমাদের পক্ষে বর্ত্তমানে তাহা সম্ভবপর নয়।"

"রিচার্ড, আমাদের কথাবার্ত্তার ভঙ্গীটা আশাপ্রদ নয়।"

"তুমি তা ত বলিবেই বোন্, আমি জানি, তুমি এই কথাই বলিবে।"

"রিচার্ড, একা আমি তোমাকে বলি নাই। এই মোকদ্দমার ফলে যে কোনই লাভ হইবে না, ইহাতে আশা-ভরসার যে কিছুই নাই, এ কথা আমি ছাড়াও অন্যে বহুবার তোমাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।"

অধীরভাবে রিচার্ড বলিলেন, "তুমি জন্ জারন্‌ডিসের কথা তুলিতেছ? ভাল, এক দিন, তা শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, তাঁহার সম্মুখীন হইব, কারণ, তিনিই প্রধান। যাহাতে শীঘ্র তাঁহার সহিত বোঝাপড়া করিতে পারি, ইহাই আমার অভিপ্রায়। প্রিয় ইস্থার, তুমি এমন অন্ধ কেন? তুমি কি দেখিতেছ না যে, তিনি এ মোকদ্দমায় সংশ্লিষ্ট, তাঁহার স্বার্থও ইহাতে বেশী আছে। আমি যাহাতে মোক-দ্দমার বিষয় বেশী না জানিতে পারি, ইহা ত তাঁহার উদ্দেশ্য থাকিবেই। কিন্তু সে ব্যবস্থাটা ত আমার মঙ্গলের জন্য নহে।"

"রিচার্ড, ভাই! তুমি এ কি বলিতেছ? তুমি তাঁহাকে জানিয়া শুনিয়া, তাঁহার আবাসে বাস করিয়া, তাঁহার সমগ্র হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াও কেমন করিয়া এই নির্জ্জনে, আমার কাছেও এমন কথা বলিলে, ভাই?"

রিচার্ডের মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার স্বাভাবিক উদার হৃদয়ে বোধ হয়, এ জন্য অনুতাপ জন্মিল। কিয়ৎকাল নীরব থাকিবার পর তিনি বলিলেন, "ইস্থার, তুমি ত জান, আমার মন তত নীচ নয়। তাহা ছাড়া, মনে কিছু কিছু সন্দেহ যখন জাগিয়াছে, বয়সও অল্প, সুতরাং যা' তা মুখ দিয়া বাহির হইয়া যায়।"

"রিচার্ড, তোমার মন ছোট নহে, তাহা আমি ভালই জানি।"

"ইস্থার, এই জন্যই তোমাকে আমি এত ভালবাসি। ইস্থার। এ বিষয়টাই ভাল নয়, তা আমি জানি।"

আমি বলিলাম, "রিচার্ড, তোমাকে ভাল রকমই জানি, সুতরাং তোমার সম্বন্ধে কোন প্রকার নীচ ধারণা আমার মনে নাই; কিন্তু এই মোকদ্দমার চিন্তাই তোমাকে এত বদ্‌লাইয়া ফেলিয়াছে, তাহা কি তুমি নিজেই বুঝিতে পার না?"

"ভগিনি, অন্ততঃ তুমি আমাকে ভুল বুঝিবে না জানিয়া আমি তৃপ্তি পাইলাম। যদি এই মোকদ্দমার প্রভাব আমার চিত্তকে অভিভূত করিয়া থাকে, তবে তিনিও ইহার প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই। যদি আমারও কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, তবে তাঁহারও তাহা হইয়াছে। অবশ্য এ কথা বলিতেছি না যে, তিনি মানী, সচ্চরিত্র ভদ্রলোক নহেন। সে বিষয়ে তাঁহার মত লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু স্বার্থ টা এমনই বিশ্রী ব্যাপার যে, তাঁহারও মনে একটু দাগ পড়িয়াছে। সকলেরই এমন হয়। তিনি শতবার এ কথা বলিয়াছেন, তুমি নিজেই সে কথা শুনিয়াছ। তবে তিনি কি করিয়া ইহার প্রভাব হইতে পরিত্রাণ পাইবেন?"

"তাঁহার মত অসাধারণ চরিত্রের লোক কোথায় পাইবে? তিনি সকল স্বার্থের সংস্রবশূন্য।"

"প্রিয় ইস্থার, আমি ঠিক তাহা মনে করি না। বাহিরে নির্লিপ্ত ভাব প্রকাশ করা বুদ্ধিমানের লক্ষণ। তাহাতে অপরে অসতর্ক হয়। নিজের কার্য্যোদ্ধার সহজেই করিয়া থাকে।"

রিচার্ডের কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। কর্ত্তা বলিয়াছিলেন যে, রিচার্ডকে যেন আমরা কেহ মন্দ না ভাবি। কারণ, তাহার মত চঞ্চলমতি যুবক ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী ত সহজেই হইতে পারে।

রিচার্ড বলিয়া চলিলেন, "ইস্থার, আমি অসাক্ষাতে জন্ জারন্‌ডিসের কুৎসা রটনা করিতে আসি নাই। আমি শুধু আমার কার্য্যের কৈফিয়ৎ দিতে আসিয়াছি। আগে বয়স অল্প ছিল, নিজের স্বার্থ বুঝি নাই, তাই তিনি যাহা বলিতেন, তাহাই বিশ্বাস করিয়া লইয়াছিলাম। তাহার পর তিনি বুঝি-লেন যে, আদা ও আমার বিচ্ছেদ ঘটা আবশ্যক। সেই ব্যবস্থা তিনি করিলেন। কিন্তু আমি তাঁহার এ সিদ্ধান্ত মানিতে পারি না। তাঁহার অসঙ্গত নির্দ্ধারণ অনুসারে আমি চলিতে রাজী নই। আমার ও আদার স্বার্থ আমি রক্ষা করিবই, তাহাতে তিনি সন্তুষ্টই হউন, আর অসন্তুষ্টই হউন। আমি অনেক চিন্তার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। সে কথা আমি তাঁহাকে লিখিয়াছিও। তিনি তাঁহার পথে চলুন, আমি আমার পথে চলিব। আমাদের উভয়ের একই লক্ষ্য নহে।"

"রিচার্ড, তুমি যে পত্র তাঁহাকে লিখিয়াছ, তাহার কথা তিনি আমায় বলিয়াছেন; কিন্তু তিনি তাহাতে বিন্দুমাত্র রাগ বা ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই।"

"তাই না কি! তিনি যে মহৎ লোক, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। তুমি বোধ হয়, আমার ব্যবহারে রূঢ়তা লক্ষ্য করিয়াছ; কিন্তু ইস্থার, তুমি ত মোকদ্দমার নথিপত্র দেখ নাই। দেখিলে তুমি কখনই আমার উপর অবিচার করিতে পারিতে না।"

আমি বলিলাম, "রিচার্ড, তোমার কথা সত্য হইতে পারে; কিন্তু কাগজে যাহা দেখিয়াছি, তাহা কি তুমি যথার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পার?"

"কিন্তু সর্ব্বের কোথাও না কোথাও সত্য নিশ্চয়ই আছে। উহা আবিষ্কার করা দরকার। আদাকে ঘুষস্বরূপ দিয়া সে সত্য আবিষ্কারের পথ বন্ধ করা কর্ত্তব্য নহে। এক দিন না এক দিন সত্য আবিষ্কৃত হইবেই।"

"রিচার্ড, আবহমানকাল হইতে এই মোকদ্দমা চলি-তেছে। কত লোক ইহার জন্য ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে। তুমি

কি মনে কর, তুমি কোনও দিন সে সত্য আবিষ্কার করিতে পারিবে? এত ব্যর্থতা দেখিয়াও তোমার আশা হয়?"

"তাই বলিয়া কখনও যে ইহার অবসান হইবে না, ইহাও ত মনে করা ঠিক নয়। আমার যৌবন আছে, উৎসাহ আছে। দৃঢ়তা সহকারে অক্লান্ত চেষ্টা করিলে এক দিন সাফল্য লাভ করিতে পারিবই। পূর্ব্বে কেহ আমার মত কায়মনোবাক্যে এমন চেষ্টা করে নাই। আমার জীবনের ইহাই সাধনা, ইহাই একমাত্র লক্ষ্য।"

"হায় রিচার্ড! কি দুর্ভাগ্য!"

"ইস্থার, আমার জন্য তুমি ভয় করিও না। এ মোকদ্দমার শেষ দেখিবার আমার অন্যতম উদ্দেশ্যও আছে। আমি এখন জারনডিস্‌কে আমার প্রতিযোগী ভাবিতেছি, মোকদ্দমা-নিষ্পত্তি হইয়া গেলে, তাঁহার সম্বন্ধে যদি আমার ভ্রান্ত ধারণাই জন্মিয়া থাকে, তাহা দূরীভূত হইবে। তখন আমি তাঁহার কাছে ক্ষমা চাহিব, তাঁহার ক্ষতিপূরণ করিয়া দিব।"

একটু থামিয়া রিচার্ড বলিলেন, "আদাকে আমি বুঝাইতে চাই যে, আমি খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া কোন কাজ করিতেছি না। তুমি আমার সব কথা তাহাকে বলিবে। সে জনকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, সব কথা শুনিলে সে আমার মনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিবে।"

আমি বলিলাম, "রিচার্ড, তুমি আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর, কিন্তু আমার কোন পরামর্শ লইবে কি?"

"এ বিষয়ে তোমার কোন পরামর্শ লইব না। তাহা ছাড়া আর সব বিষয়েই তোমার কথা শুনিব।"

"তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব, উত্তর দিবে কি?'

"নিশ্চয়ই।"

"তোমার দেনা হইয়াছে?"

"হাঁ। কিন্তু ভয় নাই, আমি যথাসময়ে দেনা শোধ করিয়া ফেলিব।"

আমি রিচার্ডকে অনেক বুঝাইলাম। এরূপ ভাবে জীবনযাপন যে কখনই মঙ্গলজনক হইবে না, তাহা বলিলাম। তিনি আমার সকল কথাই ধৈর্য্য সহকারে শুনিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না।

অবশেষে আমি বিদায় লইয়া সকল কথা আদাকে জানাইবার জন্য বাসায় ফিরিলাম।

আদাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তার পর রিচার্ডকে একখানি পত্র লিখিলেন। সে পত্রে তিনি অনেক উপদেশ দিলেন; অনেক প্রার্থনা করিলেন। রিচার্ড যে মহাভ্রমে পতিত হইয়া ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে চলিয়াছেন, তাহাও জানাইলেন। এই মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়া তিনি ঐশ্বর্য্যলাভের যে স্বপ্ন দেখিতেছেন, তাহা সার্থক হইবার নহে। মিঃ জারনডিসের মত মহৎপ্রাণ, মহানুভব ও স্নেহময় আত্মীয়কে শত্রু মনে করা যে কত বড় হৃদয়হীনতার পরিচায়ক, তাহাও তিনি পত্রের ছত্রে ছত্রে লিখিলেন।

পত্র পাইয়া রিচার্ড তখনই আমাদের কাছে আসিলেন; কিন্তু বিশেষ পরিবর্ত্তন কিছুই ঘটিল না। তিনি আত্মপক্ষ-সমর্থনের জন্য নানাপ্রকার যুক্তিতর্কের অবতারণা করিলেন।

সে দিন রিচার্ড ও স্কিম্‌পোল আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। আমি একবার স্কিম্‌পোলকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলাম—যদি কোন ফল হয়। কিন্তু স্কিম্‌পোল এ বিষয়ে অত্যন্ত চতুর। তিনি রিচার্ডকে সুপরামর্শ দিতেও সম্মত নহেন। তিনি জগতের কিছুই বুঝেন না, ইহাই আমাদিগকে জানাইতে চাহেন।

আমরা তখন উদ্যানে পদচারণা করিতেছিলাম। এক ব্যক্তিকে আমাদের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া রিচার্ড দ্রুতপদে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন। স্কিম্‌পোলের কাছে শুনিলাম, আগন্তুকের নাম ভোলেস্। তিনি এক জন ব্যবহারাজীব। স্কিম্‌পোলই ইতিপূর্ব্বে রিচার্ডকে এই ব্যক্তির সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। ভোলেস্‌ই এখন রিচার্ডের তরফের উকীল।

রিচার্ড ব্যস্তভাবে তখনই আমাদের কাছে আসিয়া বলিলেন যে, আজই সন্ধ্যায় তিনি লণ্ডনে যাইবেন। তাঁহার মোকদ্দমার দিন কল্যই। তাঁহাদের চা-পানের যোগাড় করিয়া দিলাম। কি ব্যাকুল আগ্রহেই রিচার্ড তাঁহার উকীল সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন!

৩৮

নির্দ্দিষ্ট দিনে আমরা "ব্লিক্ হাউসে" ফিরিয়া আসিলাম। আমার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইয়াছিল। আবার গৃহস্থালীর যাবতীয় কার্য্যভার স্কন্ধে তুলিয়া লইলাম। সে দিন আমার চিত্ত আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

প্রথম কয়েক দিবস এত কাজ ছিল যে, নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশমাত্র পাইলাম না। বাস্তবিকই এত কাজ বাকী পড়িয়াছিল যে, তাহার ইয়ত্তা নাই! কয়েক দিবসের চেষ্টায় সমস্ত গোলযোগ মিটাইলাম, হিসাব পরিষ্কার করিলাম।

যখন একটু নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পাইলাম, তখন একবার লণ্ডনে যাইবার বন্দোবস্ত করিলাম। চেস্‌নিওডে যে পত্র ধ্বংস করিয়াছি, তাহাতে লিখিত কোন বিষয় সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করিবার জন্যই এবার আমার লণ্ডন-যাত্রা। ক্যাডিকে আগেই পত্র লিখিলাম যে, সে নির্দ্দিষ্ট দিনে যেন আমার সহিত মিলিত হয়।

লণ্ডনে আসিবামাত্রই ক্যাডির সহিত দেখা হইল। বিবাহের পর তাহার সহিত এই প্রথম সাক্ষাৎ। ক্যাডি খুব সুখেই আছে বলিল। সে এখন তাহার স্বামীর শিক্ষকতা-কার্য্যে সাহায্য করে। নিজে নৃত্য-গীত শিখিয়া ফেলিয়াছে।

শ্বশুরকে ক্যাডি ও তাহার স্বামী পূর্ব্ববৎ যত্নই করিয়া থাকে। ক্যাডির পিতা প্রত্যহ বৈকালে কন্যাকে দেখিতে আসেন। তাহাতে ক্যাডি বড়ই সুখী। তাহার সুখময় জীবনের কথা শুনিয়া আমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল।

ঘণ্টাখানেক নৃত্যগীতের পর বালকবালিকাদের ছুটী হইলে ক্যাডির স্বামী অন্যত্র শিক্ষা দিতে চলিয়া গেল। ক্যাডিকে সঙ্গে লইয়া আমি বাহির হইলাম। কিয়দ্দূর গল্প করিতে করিতে অগ্রসর হইবার পর ক্যাডি বলিল, "আমরা কোন্ দিকে যাইতেছি ?"

"ওল্ড্ ষ্ট্রীট্ রোডে। উকীলের মুহুরীটিকে কয়েকটি কথা বলিবার আছে। আমি প্রথম যে দিন লণ্ডনে আসি, সেই ব্যক্তি আমাকে লইতে আসিয়াছিল। তোমাদের বাড়ীতে সেই আমাদিগকে লইয়া গিয়াছিল।"

ক্যাডি বলিল, "তবে ত ঠিকই হইয়াছে। আজও আমার তোমার সঙ্গে থাকাই স্বাভাবিক।"

ওল্ড্ ষ্ট্রীটে আসিয়া মিঃ গুপীর মাতা শ্রীমতী গুপীর বাড়ীর সন্ধান করিলাম। বৈঠকখানা-ঘরে গুপীর মাতা যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আমরা যাইবামাত্র তিনি সাদরে আহ্বান করিলেন। রমণী বৃদ্ধা, দৃষ্টি চঞ্চল, কিন্তু সর্ব্বদাই মুখে হাসি। ছোট বৈঠকখানা-ঘরটি পূর্ব্ব হইতেই সজ্জিত হইয়াছিল। দেওয়ালে গুপীর একটি তৈল-চিত্র।

স্বয়ং মানুষটিও ঘরের মধ্যে ছিল। নানা বর্ণের পোষাকে গুপী সুসজ্জিত। ঘরের এক কোণে গুপী বসিয়া বসিয়া আইনের কাগজপত্র পড়িতে যেন বিশেষ ব্যস্ত দেখিলাম।

"মিস্ সমারসন্, এ যে মরুভূমিতে শ্যামলস্নিগ্ধ ওয়েসিস্। মা, ঐ মহিলাটিকে বসিবার জন্য চেয়ার একখানা দাও।"

গুপীর মাতা মুহুর্মুহুঃ যেরূপ হাসিতেছিলেন, তাহাতে দৃশ্যটা একটু উৎকট বলিয়াই তখন বোধ হইল।

আমি বলিলাম, "আপনাকে ইতিপূর্ব্বে একখানি পত্র লিখিয়াছি, নিশ্চয়ই পাইয়াছেন ?"

গুপী পত্রখানা বাহির করিয়া একবার ওষ্ঠপ্রান্তে স্পর্শ করিলেন, তার পর উহা কোটের পকেটেই রাখিয়া দিলেন। গুপীর মাতা এ দৃশ্যে এমনই বিচলিত হইলেন যে, তিনি হাসিতে হাসিতে কনুয়ের দ্বারা ক্যাডির দেহে মৃদু আঘাত করিতে লাগিলেন।

"মিঃ গুপী, আপনার সহিত আমার নির্জ্জনে একটা কথা আছে।"

গুপী-জননীর আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি যেন কূল ছাপাইয়া পড়িবার উপক্রম করিল। হাসিতে কোনও ধ্বনি বাহির হইল না বটে, কিন্তু বৃদ্ধার মস্তক ঘন ঘন আন্দোলিত হইতে লাগিল। মুখে রুমাল চাপিয়া ধরিয়া বৃদ্ধা ক্যাডির দেহে পুনঃ পুনঃ কনুই স্পর্শ করিতে লাগিলেন। তার পর অতিকষ্টে ক্যাডিকে লইয়া পার্শ্বস্থ কক্ষে প্রস্থান করিলেন।

গুপী বলিলেন, "মিস্ সমারসন্, মা তোমার সুখের জন্য এতই ব্যাকুল যে, তিনি অনেক সময় সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন না। সেটা ক্ষমা করিবেন।"

আমি যখন পুনরায় অবগুণ্ঠনে মুখমণ্ডল আবৃত করিলাম, তখন গুপীর আনন অত্যন্ত আরক্ত হইয়া উঠিল।

আমি বলিলাম, "আমি কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য আপনার সহিত কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করিতে চাহিয়াছিলাম। এক সময়ে আপনি কয়েকটি কথা আমাকে গোপনে জানাইয়াছিলেন, সেই সম্বন্ধেই আমি একটা স্পষ্ট বোঝা-পড়া করিয়া লইতে চাই। নহিলে বাস্তবিকই আপনাকে বিব্রত করিয়া রাখা হইবে।"

গুপী অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর তিনি বলিলেন, "আপনি সে সময় আমার প্রস্তাবে উপেক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কেমন, তাই নয় কি ? অবশ্য সে সময় কোন সাক্ষী ছিল না।" বলিয়া গুপী অত্যন্ত কাসিতে লাগিলেন। আজ তাঁহাকে কাসিতে পাইয়াছিল !

আমি বলিলাম, "মিঃ গুপী, আপনার প্রস্তাবে আমি সম্পূর্ণ উপেক্ষাই প্রকাশ করিয়াছিলাম, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।"

"ধন্যবাদ মিস্। এত দূর পর্য্যন্ত কোন গোলযোগ নাই। বেশ স্পষ্ট।" আবার কাসিতে গুপীর দম প্রায় বন্ধ হইয়া আসিল। অনেক কষ্টে গুপী বলিলেন, "সেই উপেক্ষাই আমার কাছে চরম। বোধ হয়, সেইখানেই উহা খতম হইয়া গিয়াছে ?"

"ঠিক কথা। এখন আপনাকে আমি যে কথা বলিবার জন্য আসিয়াছি, তাহার আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।"

"আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন। আপনার কোন আদেশ প্রতিপালন করিবার থাকিলেও বলিবেন, আমি তখনই তাহা প্রতিপালন করিব।"

"আপনি সে সময়ে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, আমার জন্মের ইতিহাস, অন্যান্য পরিচয় আপনি আবিষ্কার করিয়া আমার সহায়তা করিবেন। আমি পিতৃমাতৃহীনা বলিয়াই আপনার মনে হয় ত এইরূপ সঙ্কল্প জন্মিয়া থাকিবে। যাহা হউক, আপনাকে আমার এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে, আপনি সে দিকে কোনও চেষ্টা করিবেন না। ওরূপ কল্পনা একেবারেই পরিত্যাগ করুন। উহাতে আমার কোন উপকার করিতে পারিবেন না। আমার জন্মের সমস্ত সংবাদ আমি জানি। সুতরাং সে চেষ্টা করিয়া কোন লাভ নাই। হয় ত ইতিমধ্যে আপনি উহা জানিবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া থাকিবেন. যদি না দিয়া থাকেন, তবে আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, আপনি নিশ্চেষ্ট হউন। অন্ততঃ আমাকে শান্তিতে থাকিতে দিবার জন্য আপনি নিরস্ত হউন।"

দেখিলাম, গুপী যেন লজ্জিত হইয়াছেন। তাঁহার ব্যবহারেও বুঝিলাম যে, তিনি আমার সন্তোষসাধনে সচেষ্ট।

আমি বলিয়া চলিলাম, "আর একটা কথা। আমি খুব গোপনে আপনার কাছে আসিয়াছি। আপনি এক দিন আমার কাছে বলিয়াছিলেন যে, আমার যদি গোপনে কোন কিছু বক্তব্য থাকে, তবে আমি যেন নিরুদ্বেগে আপনার নিকট আসি। তাই আমি আসিয়াছি। আমার অসুখ হইয়াছিল, তাহা জানেন ; সুতরাং আপনার নিকট আসিতে আমার যেটুকু কুণ্ঠা ছিল, এখন আর তাহাও নাই। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এখন আমার অনুরোধ রাখিলে কৃতার্থ হইব।"

গুপী বলিলেন, "মিস সমার্‌সন্‌, আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি প্রাণ-মন দিয়া আপনার ইচ্ছানুসারে কাজ করিব। আমি আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পদমাত্রও অগ্রসর হইব না। আমি শপথ সহকারে বলিতেছি যে, আপনার যাহাতে তৃপ্তি জন্মে, তেমন কাজই করিব ; তাহার বিরুদ্ধাচরণ কিছুই করিব না। আমি যাহা বলিলাম, তাহা অখণ্ড সত্য।"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমি বলিলাম, "আপনার কথায় সুখী হইলাম। ক্যাডি, আমার হইয়াছে, এইবার তুমি এস।"

সেইরূপ নীরবে হাসিতে হাসিতে গুপীর মাতা, ক্যাডির সঙ্গে সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমরা বিদায় লইলাম। গুপী দ্বার পর্য্যন্ত আসিলেন। আমরা রাজপথে আসিলাম।

পর-মুহূর্ত্তেই গুপী অনাবৃতমস্তকে আমাদের কাছে আসিয়া বলিলেন, "মিস সমার্‌সন্‌, আপনি আমার কথায় নির্ভর করিতে পারেন!"

"আমি আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।"

গুপী এক পা আগাইয়া দিয়া বলিলেন, "এই মহিলাটি আপনার সঙ্গে ছিলেন। সুতরাং আপনার সন্তোষের জন্য আমি ইঁহারই সম্মুখে পুনরায় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতেছি।"

আমি ক্যাডির দিকে ফিরিয়া বলিলাম, "দেখ, ক্যাডি, তুমি বোধ হয় বিস্মিত হইবে না যে, এই ভদ্রলোকের সহিত কোন দিন আমার কোন প্রস্তাব—"

"বিবাহের কোন প্রস্তাব হয় নাই।"

আমি বলিলাম, "কোন বিবাহের প্রস্তাব হয় নাই।"

"নাম করিয়া বলুন। মিডিল সক্সের পেন্‌টনভিলি-নিবাসী মিঃ উইলিয়ম গুপীর সহিত।"

আমি তাহাই বলিলাম।

"ধন্যবাদ, মিস্‌। ঠিক হইয়াছে। ভাল কথা, মহিলাটির পুরা নাম কি?"

আমি বলিলাম।

"বোধ হয় বিবাহিত? আচ্ছা, বিবাহিত, ধন্যবাদ। পূর্ব্বে নাম ছিল ক্যারোলিন্‌ জেলিবি। নিবাস থেভিস্‌ইন। এক্ষণে নিউম্যান ষ্ট্রীট। অত্যন্ত বাধিত হইলাম।"

গুপী বাড়ীর দিকে ছুটিয়া গেলেন। পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "সেই কথাটার বিষয়ই বলিতেছি। আমার বর্ত্তমান অবস্থা যেরূপ, তাহাতে সে প্রস্তাবকে নূতন করিয়া বলা যায় না। কেমন, যায় কি?"

আমি বলিলাম যে, না, তাহা হইবার নহে। তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিয়া মাতার নিকট ফিরিয়া গেলেন। পর-মুহূর্ত্তেই আসিয়া আবার বলিলেন, "আপনি ঠিক কাজই করিয়াছেন, মিস্‌। তবে যদি বন্ধুত্বের নিকুঞ্জবনে একটি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করা যায়, আপনি আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারেন।"

গুপীর বক্ষের অন্তরালে ঝটিকা বহিতেছিল। তাহা বুঝিলাম। তাঁহার ব্যবহার পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মত। সুতরাং আমরা এবার দ্রুতপদে সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম। দূর হইতে দেখিলাম, গুপী তখনও রাজপথে পদচারণা করিতেছেন।

৩৯

উকীল ভোলেসের আপিস-ঘরে রিচার্ড দ্রুতপদে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "এবারও কিছু হইল না! কিছুই না!"

ভোলেস্‌ বলিলেন, "কিছুই হইল না, এমন কথা বলিবেন না, মহাশয়। প্রশ্নটা নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া যাইতে পারে।"

বিরক্তিভরে রিচার্ড বলিলেন, "কি হইল, তাহা ত বুঝিলাম না?"

"কার্য্য অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। আমরা চাকার নীচে কাঁধ দিয়াছি, মিঃ কারস্টন, চাকা এখন ঘুরিতেছে।"

"তাহা ত দেখিতেছি। এখন চারি পাঁচটা মাস কাটান যাইবে কিরূপে?"

যুবক কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন।

উকীল বলিলেন, "শুনুন মহাশয়। আপনি বড়ই চঞ্চল, অস্থিরমতি। এজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। অত ব্যস্ত এবং হতাশ হইলে চলে না। আপনি আরও সহিষ্ণু হউন। নহিলে শীঘ্র ভাঙ্গিয়া পড়িবেন।"

"মিঃ ভোলেস্‌, আপনাকে অনুকরণ করিতে হইবে না কি?"

"মহাশয়, আমাকে অনুকরণ করিবেন কেন? আদর্শ হইবার যোগ্যতা আমার নাই। কিন্তু যখন কথাটাই তুলিলেন, তখন বলিতে বাধা নাই। আমার সহিষ্ণুতা অনুকরণের যোগ্য না হইলেও উপেক্ষণীয় নহে।"

"মিঃ ভোলেস্‌, আপনাকে খর্ব্ব করিবার জন্য আমি কোন কথা বলি নাই। আপনি দুঃখিত হইবেন না।"

"না, তা আমি হই নাই। কারণ, জানি, এখন আপনার মন অত্যন্ত উত্তেজিত। যাক্‌, ও কথা ছাড়িয়া দিন। আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তিন চারি মাস অবকাশ—এ সময়টা

কিরূপে যাপন করিবেন? আমার মতে আপনি কোথাও গিয়া বিশ্রাম করুন, আমোদ-প্রমোদ করুন। আপনার বয়সে সকলেই ইহা করিয়া থাকে। আমি এ সময়ে আপনার মোকদ্দমার ব্যাপার লইয়াই থাকিব। আপনি যখনই আমাকে চাহিবেন, এখানে আসিলেই আমায় পাইবেন।"

রিচার্ড বলিলেন, "আপনার উপর আমার অগাধ বিশ্বাস। আপনি যে আমার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, তাহা আমি বুঝি।"

"মিঃ কারসটন্, আমি হতাশ হইতে জানি না। আশা আমি কখনই ছাড়ি না। বিশেষতঃ এইরূপ মোকদ্দমায় হাল ছাড়িয়া দিতে আমি কোনমতেই রাজী নই। কারণ, জানি, পরিণামে এ মোকদ্দমায় আমি নিশ্চয়ই জয়লাভ করিব।"

রিচার্ড বলিলেন, "আগে যদি বুঝিতাম, তবে আমি কখনই জন্ জারন্‌ডিসের ওখানে যাইতাম না। তিনি যে স্বার্থলেশশূন্য বন্ধু, পূর্ব্বে এই রকমই বুঝিয়াছিলাম। তখন সংসারের কূটচক্র কিছুই ত জানিতাম না।"

"ও-কথা বলিবেন না। ধৈর্য্য ধরুন, হতাশ হইবেন না, উত্তেজিত হইবেন না।"

ক্রুদ্ধভাবে রিচার্ড বলিলেন, "আপনি বলেন কি, মিঃ ভোলেস্? তিনি ইচ্ছা করিলে কি মোকদ্দমা এত দিনে মিটিয়া যাইত না?"

উকীল বলিলেন, "অবশ্য তিনি তেমন চেষ্টা করেন নাই, এ কথা যথার্থ। যতটা করা উচিত ছিল, তা করেন নাই। কিন্তু হয় ত তাঁর উদ্দেশ্য ভালই ছিল। মনের কথা কে বলিতে পারে?"

"আপনি পারেন। আপনি কি তাঁর মনের ভাব বুঝিতে পারেন নাই, বলিতে চান?"

"সত্য কথা বলিতে কি, আমি যখন আপনার পক্ষের উকীল, তখন প্রকৃত ব্যাপার আপনাকে জানানই আমার কর্ত্তব্য। নহিলে আমার অপরাধ হইবে। প্রকৃতই আপনার স্বার্থ ও মিঃ জারন্‌ডিসের স্বার্থ এক নহে। এ কথাটা প্রকাশ না করিয়া বলিলে আমাকে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে।"

"নিশ্চয়ই, আমাদের উভয়ের স্বার্থ পরস্পরবিরোধী। ইহা কি আগেই আপনি আবিষ্কার করেন নাই?"

"দেখুন, মিঃ কারসটন্, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা আমি বলি না। বিশেষতঃ তৃতীয় ব্যক্তির সম্বন্ধে।"

ব্যবহারাজীব নিজের সততা সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতার পর বলিলেন যে, খরচের জন্য তিন শত টাকার প্রয়োজন। টাকাটা তাঁহার পাওয়া চাই। তিনি ধনবান নহেন, সে কথা পূর্ব্বেই তিনি জানাইয়া রাখিয়াছেন।

রিচার্ড অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একখানা চেক লিখিয়া দিলেন। তার পর উকীলের কক্ষ ত্যাগ করিলেন। অত্যন্ত চিন্তিত ভাবেই তিনি বাহিরের বাতাসে নির্গত হইলেন।

আদালতের এক গাছতলায় গুপী ও উইভিল্ দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা রিচার্ডকে তদবস্থায় যাইতে দেখিল।

গুপী বলিলেন, "লোকটি ঋণে আকণ্ঠ-নিমজ্জিত। তবুও মোকদ্দমার আশা ছাড়িবেন না!"

দুই বন্ধু অতঃপর পরলোকগত ক্রুকের বাড়ীর দিকে চলিল। বাড়ীর দ্বার রুদ্ধ ছিল। করাঘাত করায় উহা মুক্ত হইল। তার পর উভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, বৃদ্ধ স্মলউইড সপরিবারে গৃহ দখল করিয়া আছে। সেখানে ব্যবহারাজীব টলকিংহরণকেও উপস্থিত দেখা গেল। গুপী তাঁহাকে নমস্কার করিয়া উপরের ঘরে চলিয়া গেলেন। দ্রব্যাদি সেখান হইতে সরাইয়া লইবার কথা।

বন্ধুযুগল নির্দ্দিষ্ট কক্ষে গিয়া দ্রব্যাদি সরাইতেছেন, এমন সময় টল্‌কিংহরণ সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "মিঃ গুপী, তোমার সহিত আমার একটা কথা আছে।"

গুপী বলিলেন, "ইনি আমার বিশেষ বন্ধু, ইঁহার সাক্ষাতে আপনার বক্তব্য বলিতে পারেন।"

"বটে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

টল্‌কিংহরণ বলিলেন, "আমার বক্তব্য হেঁয়ালিপূর্ণ নহে, বলিতেছিলাম কি, তোমার সৌভাগ্যে আমি খুসী। বাস্তবিক তোমার ভাগ্য ভাল, মিঃ গুপী।"

গুপী বলিলেন, "মিঃ টল্‌কিংহরণ, আমার অভিযোগ করিবার কিছু নাই।"

"অভিযোগ? বড় দরের বন্ধু! অবাধ প্রবেশাধিকার! অন্তঃপুরে গিয়া বড় ঘরের মহিলাদের সঙ্গে যখন তখন আলাপ-পরিচয়! সত্য বলিতে কি, মিঃ গুপী, আমি তোমার সঙ্গে অবস্থার বিনিময় করিতে রাজি, তা জান?"

গুপী বলিলেন, "দেখুন মহাশয়, আমি যেখানে কাজ করি, তাঁহাদের সবই বড় বড় মক্কেল। সুতরাং বড় দরের মহিলাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অনিবার্য্য। ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুমাত্র নাই। এর বেশী আর কোন কথা আলোচনা করার অভিপ্রায় আমার নাই, ক্ষমা করিবেন।"

গুপী তখন প্রাচীর-বিলম্বিত চিত্রগুলি নামাইতেছিলেন। অনেক বড় বড় ঘরাণার চিত্র সংগৃহীত ছিল। টল্‌কিংহরণ চিত্রগুলির কাছে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "তাই ত, গুপী, তুমি দেখিতেছি, যাবতীয় বিলাসিনী মহিলার ছবিও সংগ্রহ করিয়াছ! এই যে, লেডী ডেড্‌লকের ছবিও আছে দেখিতেছি!"

টল্‌কিংহরণ অধিক বাক্যব্যয় না করিয়াই সে গৃহ ত্যাগ করিলেন।

গুপী তাড়াতাড়ি দ্রব্যাদি গুছাইয়া লইয়া বলিলেন, "টনি, চল, শীঘ্র এ স্থান ত্যাগ করি। সত্যই কোন বড় ঘরাণার সহিত আমার গোপনে কোন বিষয়ের আলোচনা চলিতেছিল। পরিণামে কোন গুরুতর রহস্য তাহার ফলে উদ্‌ঘাটিত হইত। কিন্তু আমি কোন কারণে সে ইচ্ছা ত্যাগ করিয়াছি।

নাহলে তোমাকে আসল ব্যাপারটি বলিতাম। এখন আর তাহা হইবার নহে। আমি এখন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কাজেই আমি শপথ ভঙ্গ করিব না। তুমি আমার বন্ধু। তোমাকেও আমি অনুরোধ করিতেছি, তুমি যাহা কিছু শুনিয়াছ বা জান, ঘুণাক্ষরে কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না।"

৪০

চেস্‌নিওডের গৃহকর্ত্রী শ্রীমতী রাউন্সওয়েল প্রাসাদটিকে সুসজ্জিত করিতেছিলেন। কোনও আদেশ না পাইলেও তিনি অনুমান করিয়া লইয়াছিলেন যে, শীঘ্রই গৃহস্বামী ফিরিয়া আসিবেন এবং বহু আত্মীয়-স্বজনও তাঁহার সমভিব্যাহারে আসিবেন। তদনুসারে শ্রীমতী প্রাসাদটাকে অতিথিদিগের বাসোপযোগী করিয়া রাখিতেছিলেন।

পত্নীসহ স্যার লিষ্টার যথাসময়ে পল্লীনিবাসে ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীমতী রাউন্সওয়েলকে জনৈক সহিস বলিল, "লেডীর শরীর ভাল নয়।"

"বল কি? লেডীর শরীর অসুস্থ? কি হইয়াছে?"

সহিস বলিল, "শেষবার তিনি এখানে যখন আসেন, তখন থেকেই তাঁর শরীর খারাপ। ইদানীং তিনি বড় একটা বেড়াতেও যান না। প্রায়ই ঘরের মধ্যে থাকেন।"

গৃহকর্ত্রী বলিলেন, "টমাস্, চেস্‌নিওডের বিশুদ্ধ বায়ু দুই দিনেই আমাদের রাণীর স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দিবে। এই পৃথিবীতে এমন স্বাস্থ্যকর জলবায়ু আর কোথাও নাই।"

স্যার লিষ্টারের সঙ্গে তাঁহার জ্ঞাতি-ভ্রাতা-ভগিনী ও বহুসংখ্যক অতিথি আসিয়াছিলেন। চেস্‌নিওডে উৎসব আরম্ভ হইল।

লেডী ডেড্‌লক্ এ সকল উৎসবে বড় একটা যোগ দেন না। অপরাহ্ণের পূর্ব্বে তিনি প্রায়ই গৃহ হইতে বাহির হন না। তাঁহার শরীরটা ভাল নাই।

অতিথিদিগের মধ্যে মিঃ টল্‌কিংহরণ তখনও আসিয়া পৌঁছেন নাই। স্যার লিষ্টারের ভগিনী ভলুম্‌নিয়া তাঁহার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। ব্যবহারাজীব কাজে বড় ব্যস্ত বলিয়াই বোধ হয় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। লেডী ডেড্‌লক্ সে দিন অপরাহ্ণে ড্রয়িংরুমে একটি বাতায়নের ধারে বসিয়াছিলেন। টল্‌কিংহরণের নাম শুনিবামাত্র তিনি উৎকর্ণ হইলেন। লেডীর মনে হইল, এই লোকটা যদি আজ জগৎ হইতে চিরবিদায় লইত!

ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে, এত দিন পরে আজ বৃদ্ধ ব্যবহারাজীব প্রাসাদে পৌঁছিয়াছেন।

স্যার লিষ্টার বলিলেন, "টল্‌কিংহরণ লোকটা বড় ভাল। আমি তাহাকে অত্যন্ত পছন্দ করি।"

ঠিক সেই সময় পরিচারক মারকরি বাতী লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে টল্‌কিংহরণও আসিলেন।

স্যার লিষ্টার বলিলেন যে, এখন বাতীর প্রয়োজন নাই। অন্ধকার তাঁহার ভাল লাগিতেছে। লেডী ডেড্‌লক্ ও ভলুম্‌নিয়াও সেইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন।

স্যার লিষ্টার বলিলেন, "নমস্কার, টল্‌কিংহরণ, কেমন আছ?"

টল্‌কিংহরণ আসন গ্রহণ করিয়া এক টিপ নস্য লইলেন।

এবার নির্ব্বাচনের পালা। পার্লামেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচনে স্যার লিষ্টার এক জন প্রতিযোগী ছিলেন। স্যার লিষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি, টল্‌কিংহরণ?"

ব্যবহারাজীব নির্ব্বিকারভাবে বলিলেন, "আপনি এবার হারিয়াছেন। শ্রীমতী রাউন্সওয়েলের পুত্র সে স্থলে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।"

"শ্রীমতী রাউন্সওয়েলের পুত্র কি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন?"

"হাঁ। লোকটির বক্তৃতা করিবার অসাধারণ ক্ষমতা আছে। তিনি আপনার বিরুদ্ধে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রও তাঁহার সহায়তা করিয়াছিল।"

"তাঁহার পুত্র?"

"হাঁ।"

"যে ছেলেটি লেডীর পরিচারিকার পাণিপ্রার্থী?"

"হাঁ, সেই। তাঁহার একটি বই পুত্র ত নাই।"

স্যার লিষ্টার বলিলেন, "যাক্, ও প্রসঙ্গের আলোচনা অনাবশ্যক। মাই লেডী, তোমার সঙ্গে সেই যুবতীর সম্বন্ধে একটা কথা—"

দৃঢ়কণ্ঠে লেডী বলিলেন, "আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিতে রাজি নই।"

স্যার লিষ্টার বলিলেন, "আমার সে উদ্দেশ্য নাই। বরং মেয়েটি যাহাতে হাত-ছাড়া না হয়, তাহাই আমার সংকল্প। ওরূপ ভীষণ লোকের সংস্রবে উহাকে ছাড়িয়া না দেওয়াই ভাল। তুমি মেয়েটিকে বুঝাইয়া দিও যে, এখানেই ভাল পাত্র দেখিয়া তাহার বিবাহ দেওয়া যাইবে।"

লেডী উত্তরে একবার মস্তক হেলাইলেন।

টল্‌কিংহরণ বলিলেন, "তাহারা অত্যন্ত গর্ব্বিত। আমার বিশ্বাস, তাহারাই হয় ত মেয়েটিকে পরিত্যাগ করিবে। মেয়েটি যদি চেস্‌নিওডে থাকে, তবে তাহারা কখনই উহাকে গ্রহণ করিবে না।"

স্যার লিষ্টার বলিলেন, "তাই না কি? তুমি অবশ্য ভালই জান। কারণ, তুমি সংপ্রতি তাহাদের কাছ হইতেই আসিতেছ।"

ব্যবহারাজীব বলিলেন, "আমি সত্যই বলিতেছি। যদি লেডী ডেড্‌লক্ অনুমতি করেন, তবে আমি একটি গল্প শুনাইতে পারি।"

ভলুম্‌নিয়া গল্পের নামে উৎসাহিতা হইলেন। লেডী

ডেড্‌লক্‌ শিরঃসঞ্চালন দ্বারা তাহার অনুমোদন জ্ঞাপন করিলেন। ভলুম্‌নিয়া বলিলেন, "ভূতের গল্প না কি ?"

"না। রক্তমাংসের গল্প। স্যার লিষ্টার, অতি অল্প-দিন মাত্র আমি সমুদয় বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছি। গল্পটি খুব ছোট। আমি যাহা বলিয়াছি, এই গল্পে তাহা প্রমাণিত হইবে। আসল নামধাম আমি এখন প্রকাশ করিব না। লেডী ডেড্‌লক্‌ বোধ হয় আমাকে বর্ব্বর মনে করিবেন না।"

চন্দ্রালোক-রশ্মি গৃহমধ্যে পড়িয়াছিল। ব্যবহারাজীব দেখিলেন, লেডী সম্পূর্ণ প্রশান্ত ভাবে বসিয়া আছেন।

"শ্রীমতী রাউন্সওয়েলের পুত্রের ন্যায় অবস্থাপন্ন কোনও ব্যক্তির একটি কন্যা কোনও সম্ভ্রান্ত মহিলার প্রিয়পাত্রী হয়। সম্ভ্রান্ত মহিলা অর্থে, স্যার লিষ্টারের সমাবস্থাপন্ন কোনও বড়-লোকের ঘরণী। এই মহিলাটি যেমন গুণবতী, তেমনই সুন্দরী। বালিকাটির প্রতি তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তিনি সর্ব্বদাই তাহাকে কাছে কাছে রাখিতেন। উক্ত সম্ভ্রান্ত মহিলার একটি গোপন কথা ছিল। বহু দিন পর্য্যন্ত তিনি সে ব্যাপারটিকে গোপন রাখিতে পারিয়াছিলেন। প্রথম-যৌবনে তিনি কোনও যুবকের সহিত প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। বিবাহ হইবার কথাও হইয়াছিল। সেই যুবকটি সেনা-দলের কাপ্তেন ছিল। সেই যুবককে উক্ত মহিলাটি বিবাহ করেন নাই। কিন্তু একটি সন্তানের জননী হইয়াছিলেন। সেই যুবক কাপ্তেনই সন্তানটির জনক।"

বৃদ্ধ জ্যোৎস্নালোকের দিকে চাহিলেন। লেডী ডেড্‌লক্‌ তেমনই নিশ্চলভাবে উপবিষ্ট।

"কাপ্তেনটির মৃত্যু হইয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া মহিলাটি নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু ঘটনা-পরম্পরায়,—বিস্তৃত বিবরণ বলিয়া আমি আপনাদের ধৈর্য্য নষ্ট করিতে চাহি না,—ক্রমে গুপ্তকথা প্রকাশ পাইল। আমি গল্পটি যেমন শুনিয়াছি, তাহাই বলিতেছি। এক দিন সেই মহিলার নির্ব্বুদ্ধিতায় সব প্রকাশ পায়। এই ব্যাপার উপলক্ষে গার্হস্থ্য গণ্ডগোল অশান্তি কিরূপ চরমসীমায় উঠিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। স্বামীর হৃদয়ে কিরূপ প্রচণ্ড আঘাত লাগিল, স্যার লিষ্টার, আপনি তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন। কিন্তু সে কথা এখন আলোচ্য নহে। মিঃ রাউন্সওয়েলের গ্রাম-নিবাসী লোকটি যখন এই ঘটনার কথা জানিতে পারিলেন, তিনি সেই সম্ভ্রান্ত মহিলার নিকট সেই বালিকাটিকে রাখিতে সম্মত হইলেন না। সম্ভ্রান্ত মহিলাটি তখন তাহার নিকট অতি সাধারণ রমণী। সমস্ত গল্পটা এই। আশা করি, লেডী ডেড্‌লক্‌, এই বেদনাদায়ক গল্পটির জন্য আমাকে মার্জ্জনা করিবেন।"

গল্পটা শুনিয়া সমবেত শ্রোতৃগণ সন্তোষপ্রকাশ করিলেন না। সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ব্যাপার বলিয়া সকলেই গল্পটাকে উড়াইয়া দিলেন। রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। ঘরে আলো জ্বলিল। যে যাহার ঘরে উঠিয়া গেলেন। লেডী ডেড্‌লক্‌ এক গ্লাস জল পান করিয়া দৃঢ়চরণে কক্ষত্যাগ করিলেন।

৪১

মিঃ টল্‌কিংহরণ উপর-তলার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মুখ দেখিলেই বোধ হয়, তিনি যেন একটা গুরুতর কর্ত্তব্য পালন করিয়া স্বচ্ছন্দচিত্ত হইয়াছেন।

কিয়ংকাল তিনি কক্ষমধ্যে পদচারণা করিলেন। সম্মুখে টেবলের উপর কাগজ, কলম, দোয়াতদান রক্ষিত। আলোকাধারে আলোক জ্বলিতেছিল; কিন্তু আজ যেন তাঁহার লিখিবার ইচ্ছা ছিল না। তিনি পদচারণা করিতে করিতে সহসা দেখিলেন, দ্বারের সম্মুখে একজোড়া উজ্জ্বল চক্ষু তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। বহুদিন তাঁহার মুখমণ্ডল এমন আরক্ত হইয়া উঠে নাই! সে চোখ কাহার, তাহা তিনি ভালরূপেই জানিতেন। তিনি লেডী ডেড্‌লক্‌।

লেডী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। রাণীর মুখমণ্ডলে উত্তেজনার চিহ্ন। আতঙ্ক কি ক্রোধ-জনিত, তাহা ব্যবহারাজীব ঠিক বুঝিতে পারিলেন না।

"লেডী ডেড্‌লক ?"

আরাম-কেদারায় বসিবার পূর্ব্বে রাণী কোন কথা বলিলেন না। উভয়েই পরস্পরের দিকে চাহিলেন।

"আপনি এতগুলি লোকের কাছে আমার গল্প বলিলেন কেন ?"

"লেডী ডেড্‌লক্‌, আমি যে সব জানিতে পারিয়াছি, সেই কথাটা আপনাকে জানাইবার জন্যই আমি ইহা করিয়াছি।"

"কত দিন হইতে ইহা আপনি জানিয়াছেন ?"

"সন্দেহ বহুদিন হইতেই আমার হইয়াছিল। সম্পূর্ণ বিষয়টা আমি অল্পদিন হইল জানিয়াছি।"

"মাসাধিক কাল হইল জানিয়াছেন ?"

"কয়েক দিন হইল জানিয়াছি।"

"বেচারা বালিকাটির সম্বন্ধে কথাটা কি সত্য ?"

"ব্যবহারাজীব এমন ভাবে চাহিলেন, যেন তিনি কথাটা ঠিক বুঝিতে পারেন নাই।"

"বালিকার আত্মীয়গণ কি আমার কাহিনী শুনিয়াছেন ? লোকের মুখে মুখে কথাটা রটিয়া গিয়াছে কি ?"

"না, লেডী ডেড্‌লক্‌। ওটা শুধু আমার অনুমানমাত্র। ঘটনাটা জানিতে পারিলে কি হইতে পারে, আমি তাহাই বর্ণনা করিয়াছি।"

"তবে অপরে ইহা অবগত নহে ?"

"না।"

"নির্দ্দোষ বালিকাটিকে তৎপূর্ব্বেই কি রক্ষা করা যায় না ?"

"সে কথা আমি ঠিক বলিতে পারি না।"

ব্যবহারাজীব এই রমণীর অদ্ভুত আত্মদমনক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।

"মহাশয়, আমি ব্যাপারটাকে খোলসা করিয়া বলিতেছি। আপনার আনুমানিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমি কোন কথা বলিব না। আমি জানিতাম, এক দিন না এক দিন কথাটা প্রকাশ পাইবেই। মিঃ রাউন্সওয়েল্ যখন এখানে আসিয়াছিলেন, তখন হইতেই এ কথাটা আমি ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলাম। আমি জানিতাম যে, যদি মিঃ রাউন্সওয়েল আমার প্রকৃত পরিচয় পান, তবে তিনি বালিকাটিকে তাঁহার পুত্রের অযোগ্য বলিয়া মনে করিবেন। কিন্তু বালিকাটি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। সত্যই তাহার আমি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী। যে রমণীকে আপনি এখন আপনার মুঠার মধ্যে পাইয়াছেন, যদি তাহার প্রতি আপনার দয়া প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে সে দয়ার কথা সে রমণী মনে রাখিবে।"

বৃদ্ধ গভীর মনোযোগ সহকারে লেডীর কথা শুনিতে লাগিলেন।

"আপনি আমাকে পূর্ব্বাহ্ণেই প্রস্তুত করিয়াছেন, সে জন্য আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ। এখন আপনি আমাকে আর কি করিতে বলেন? যে কোন প্রকার স্বার্থত্যাগ করিতে আমায় বলিবেন, আমি তাহাতেই প্রস্তুত। স্বামীকে মুক্তি দিবার জন্য আপনি আমাকে যাহা করিতে বলিবেন, আমি তাহাতেই সম্মত আছি। আপনার নির্দ্দেশমত আমি লিখিয়া দিতেও রাজি আছি।"

লেডী লেখনী ধারণ করিলেন। হাঁ, তিনি তাহা পারেন। যেরূপ দৃঢ়তা সহকারে, অকম্পিত হস্তে তিনি লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে উহা যে তাঁহার অসাধ্য, তাহা নহে।

"লেডী ডেড্‌লক্, আপনি নিরস্ত হউন, কোন কষ্টই আপনাকে করিতে হইবে না।"

"আপনি জানেন, বহু দিন হইতেই আমি এ জন্য প্রস্তুত হইয়া আছি। নিজেকে ক্ষমা করিবার স্পৃহা আমার নাই। কেহ আমাকে ক্ষমা করে, তাহাও আমি চাহি না। আপনি যাহা করিয়াছেন, তাহার অপেক্ষা বেশী কিছু অনিষ্ট আমার করিতে পারেন না। এখন বাকী যাহা আছে, তাহা করুন।"

"করিবার কিছুই আর নাই, লেডী ডেড্‌লক্। আপনার বক্তব্য শেষ হইলে আমি গুটিকয়েক কথা বলিব।"

লেডী ডেড্‌লক্ বলিলেন, "অনুতাপ, আত্মগ্লানি অথবা আমার অন্য কোন প্রকার মনোবৃত্তির কথা আমি আলোচনা করিব না। যদি আমি মূক না হই, আপনি বধিরতা অবলম্বন করিবেন। সে কথা ছাড়িয়া দিলাম। আপনার শুনিবার তাহা উপযুক্ত নহে।"

উকীল প্রতিবাদের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু লেডী ডেড্‌লক্ হস্তেঙ্গিতে তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, "আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়ে আপনার সহিত আলাপ করিতে যাইতেছি। আমার জহরতের অলঙ্কারগুলি তাহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানেই আছে। সেইখানেই আপনি খুঁজিলে পাইবেন। আমার পরিচ্ছদসমূহ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। অন্যান্য মূল্যবান্ দ্রব্যাদিও যথাস্থানে রহিল। সামান্য কিছু অর্থ শুধু আমার কাছে থাকিবে; তাহাও যথেষ্ট নহে। আমার নিজের পরিচ্ছদ আমি পরিধান করি নাই, কারণ, তাহা হইলে হয় ত কেহ না কেহ আমায় চিনিতে পারিবে। এখন হইতে আমি জগতের চক্ষে মৃত। আপনি এই কথাটা সকলকে জানাইয়া দিবেন। ইহা ছাড়া আপনার নিকট আমার অন্য কোন বক্তব্য নাই।"

বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়াই মিঃ টল্‌কিংহরণ বলিলেন, "লেডী ডেড্‌লক, আপনি আমায় ক্ষমা করিবেন। সত্যই আমি আপনার কথা বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি—"

"এখানকার সকলেই যেন জানিতে পারে যে, আমি চিরদিনের জন্য হারাইয়া গিয়াছি। আজ রাত্রিতেই আমি চেস্‌নিওড পরিত্যাগ করিব, এই দণ্ডেই চলিয়া যাইব।"

বৃদ্ধ মাথা নাড়িলেন। লেডী আসন ত্যাগ করিলেন; কিন্তু তথাপি তেমনি ভাবে দাঁড়াইয়া টল্‌কিংহরণ মাথা নাড়িতে লাগিলেন।

"কি? আমি যাহা বলিলাম, তাহা শুনিবেন না? আমাকে যাইতে দিবেন না?"

প্রশান্তভাবে তিনি বলিলেন, "না, লেডী ডেডলক্।"

"আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না যে, আমি অন্তর্হিত হইলে আপনারা সকলেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন? কি কলঙ্ক এই প্রাসাদকে কলঙ্কিত করিয়াছে, তাহা ভুলিয়া যাইতেছেন কেন? স্থান ও পাত্রকে বিস্মৃত হইলে চলিবে কেন?"

"লেডী ডেডলক, তাহা হইবার নহে।"

কোন কথা না বলিয়া লেডী দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন। ব্যবহারাজীব তেমনই মৃদুস্বরে, তেমনই অবিচলিতভাবে বলিলেন, "লেডী ডেড্‌লক্, আমার কথা অনুগ্রহ পূর্ব্বক শুনুন। নহিলে আপনি সিঁড়ি দিয়া নামিবার পূর্ব্বেই আমি বিপৎ-সূচক ঘণ্টাটি বাজাইয়া দিয়া সমগ্র প্রাসাদকে জাগাইয়া তুলিব। তখন বাধ্য হইয়াই বাড়ীর প্রত্যেক অভ্যাগত, চাকর-চাকরাণী সকলের নিকট আমাকে কথাটা প্রকাশ করিতে হইবে।"

এবার সত্যই তিনি জয়ী হইলেন। লেডী ডেড্‌লকের দেহ ঈষৎ টলিয়া উঠিল, তাঁহার পদস্খলনের উপক্রম ঘটিল। তিনি যেন ঈষৎ বিচলিতভাবে মাথায় হাত দিলেন। অন্যের কাছে এ সকল চিহ্ন কিছুই নহে; কিন্তু মুহূর্ত্ত দৃষ্টিপাতে অভিজ্ঞ ব্যবহারাজীব বুঝিলেন যে, লেডীর মনে দ্বন্দ্ব জাগিয়াছে।

তিনি তখনই বলিয়া চলিলেন, "আমার কথাটা আপনি সব আগে শুনুন।" এই বলিয়াই তিনি তাঁহাকে বসিবার

জন্য ইঙ্গিত করিলেন। লেডী একটু ইতস্ততঃ করার পর আসন গ্রহণ করিলেন।

"লেডী ডেড্‌লক্, আপনার সহিত আমার যে সম্বন্ধটা দাঁড়াইয়াছে, তাহা সত্যই শোচনীয়। কিন্তু সেটা আমার সৃষ্ট নয় বলিয়াই আমি সে জন্য ক্ষমা চাহিতেছি না। স্যার লিষ্টারের সহিত আমার সম্বন্ধ কি, তাহা আপনার সুবিদিত। সুতরাং এ বিষয়ের আবিষ্কার করা যে আমার বিশেষ কর্ত্তব্য, তাহা আপনার বহু পূর্ব্বেই বোঝা উচিত ছিল।"

ভূমিসংলগ্ন-দৃষ্টি না তুলিয়াই লেডী ডেড্‌লক্ বলিলেন, "মহাশয়, আমাকে যাইতে দিন। এখানে আমাকে অনর্থক কেন আটকাইয়া রাখিতেছেন ? আমার বলিবার আর কিছুই নাই।"

"লেডী ডেড্‌লক্, আমার কিছু বলিবার আছে, সেটা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনি শুনিলে আমি চরিতার্থ হইব।"

"তবে আমি ঐ জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াই। এখানে নিশ্বাস ফেলিতে আমার বড় কষ্টবোধ হইতেছে।"

বৃদ্ধ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লেডীর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। না, জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়িবার মত লেডীর চেষ্টা নাই। তথাপি বৃদ্ধ সতর্কভাবে সেই দিকে দৃষ্টি রাখিলেন। তাঁহার পশ্চাতে ও সন্নিকটে দাঁড়াইয়া ব্যবহারাজীব বলিলেন, "লেডী ডেড্‌লক, আমি এখন কি করিব, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি নাই। সে সম্বন্ধে কোন চিন্তা করি নাই। ইতিমধ্যে, আমার অনুরোধ, আপনার গুপ্ত-কথা এত দিন যেমন গোপন রাখিয়াছিলেন তেমনই রাখুন। আমিও এখন কোন কথা প্রকাশ করিব না।"

বৃদ্ধ থামিলেন ; কিন্তু লেডীও কোন কথা বলিলেন না।

"ক্ষমা করিবেন, লেডী ডেড্‌লক্, ব্যাপারটা বিশেষ গুরুতর। আশা করি, আপনি আমার কথা শুনিতেছেন ?"

"হ্যাঁ।"

"ধন্যবাদ। আপনার চরিত্রের দৃঢ়তা দেখিয়া আমি যথার্থই অনুমান করিয়াছি। এ প্রশ্ন না তুলিলেও চলিত ; কিন্তু আমি কোন বিষয় পাকাপাকি না করিয়া অগ্রসর হই না। এ সবই স্যার লিষ্টারের জন্য, তাহা মনে রাখিবেন।"

নিম্নস্বরে লেডী বলিলেন, "তবে কেন আপনি এখনও আমাকে এই প্রাসাদে থাকিতে অনুরোধ করিতেছেন ?"

"সে-ও ঐ একই কারণের জন্য। স্যার লিষ্টার যে অত্যন্ত গর্ব্বিত লোক, সে কথা আপনাকে বলাই বাহুল্য। তিনি যে আমাকে নিতান্তই বিশ্বাস করেন, তাহাও আপনি জানেন। তাঁহার পত্নীর সম্বন্ধে স্যার লিষ্টারের যেরূপ উচ্চ ধারণা, তাহাতে সেই পত্নীর অধঃপতনের সংবাদ পাইলে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইবেন। আকাশ হইতে চাঁদ খসিয়া পড়িলেও তিনি এত বিস্ময়-বোধ করিবেন না।"

লেডীর শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ দ্রুততর হইল ; কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত ভাব প্রকাশ করিলেন না।

"শুনুন, লেডী ডেড্‌লক্, যদি বিষয়টা আপনার সংক্রান্ত না হইত, তবে আমি নিজ হস্তেই এই ব্যাপারের মূলোৎপাটন করিতাম। কাহারও কোনও সাহায্য লইতাম না। কিন্তু স্যার লিষ্টার আপনাতে মজিয়া আছেন। তিনি আপনাকে সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেন, ভালবাসেন। সেই জন্য বর্ত্তমান অবস্থাতে আমি সংকল্প স্থির করিতে পারি নাই। তিনি যে আপনার কথা বিশ্বাস করিবেন না, তাহা নহে (অবশ্য তাঁহার এমনই ধারণা যে, শুনিয়াও তিনি ইহা অবিশ্বাস্য বলিয়া উড়াইয়া দিবেন), এ আঘাত তিনি সহ্য করিতে পারিবেন না।"

"আমি পলায়ন করিলে কি সব দিক রক্ষা হয় না ? এখনও ভাবিয়া দেখুন ?"

"আপনি পলায়ন করিলে সব সত্য কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। লোকমুখে কথাটা আরও বাড়িয়া যাইবে। তখন এই সম্ভ্রান্ত বংশের মানরক্ষা করা আদৌ সম্ভবপর হইবে না। না, তাহা হইতেই পারে না।"

বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তা দেখিয়া সে সম্বন্ধে যে প্রতিবাদ আর চলিতে পারে না, তাহা স্থির হইয়া গেল।

"স্যার লিষ্টারের বংশগৌরব, সম্মান এবং স্যার লিষ্টার স্বয়ং—এ সবই একই কথা। সুতরাং তাঁহাকে উহাদের হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখা চলে না। অতএব আমাকে বিশেষ সতর্ক হইয়া কাজ করিতে হইবে। যদি সম্ভব হয়, তবে কথাটাকে চাপা দিতে হইবে। যদি স্যার লিষ্টার পাগল হইয়া যান বা মৃত্যুশয্যায় শায়িত হন, তবে তাহা কেমন করিয়া সম্ভবপর হইবে ? কাল সকালে যদি আমি তাঁহাকে এ সংবাদ দেই, তবে তাঁহার কি পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। সকলেই তাহার কারণ অনুসন্ধান করিবে। যদি আপনাদের বিবাহবন্ধন ছেদন করিয়া দেওয়া যায়, তবে তখনই চারিদিকে ঢাক-ঢোল বাজিয়া উঠিবে। অবশ্য ইহাতে আপনার কোন ক্ষতি না হইলেও স্যার লিষ্টারের অবস্থা—আপনার স্বামীর কি দুর্দ্দশা হইবে, আমি শুধু তাহাই ভাবিতেছি।"

ব্যবহারাজীব ক্রমেই স্পষ্টভাবে বলিয়া চলিলেন, "আর একটা কথা আছে। স্যার লিষ্টার আপনাতে এমনই অনুরক্ত যে, হয় ত সব কথা জানিয়াও তিনি আপনাকে ত্যাগ করিতে পারিবেন না। যদি তাহাই হয়, তবে কোন কথা তাঁহার না জানাই ভাল। তাঁহার পক্ষেও ভাল, আমার পক্ষেও ভাল। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া আমি কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। আমার অভিজ্ঞতার ফলে আমি বুঝিয়াছি যে, বিবাহ হইতেই যত অনর্থের সূত্রপাত হয়। স্যার লিষ্টার যখন বিবাহ করেন, তখনই আমার আপত্তি ছিল। যাক্, সে কথায় এখন প্রয়োজন নাই। এখন ঘটনাচক্র যেমন চলিতেছে, তদনুসারে আমাকে চলিতে হইবে। আপাততঃ আপনি চুপ-চাপ থাকুন। আমিও তাই থাকিব।"

আকাশের দিকে চাহিয়া লেডী বলিলেন, "এখন কি আপনার কৃপাপ্রার্থী হইয়াই আমাকে এমনই ভাবে জীবন যাপন করিতে হইবে ?"

"হ্যাঁ, লেডী ডেড্‌লক্, তাহাই আপনার ললাটলিপি।"

"এমন ভাবে থাকার কোন সার্থকতা আছে কি ?"

"আমার দৃঢ়বিশ্বাস, এই ভাবেই আপনাকে চলিতে হইবে। উহা অত্যাবশ্যক।"

ধীরে ধীরে লেডী বলিলেন, "আলোকিত রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া আমাকে এই প্রতারণাপূর্ণ অভিনয় দেখাইয়াই যাইতে হইবে ? তার পর আপনি যে দিন ইঙ্গিত করিবেন, সেই দিন সব শেষ হইয়া যাইবে ?"

"আমি পূর্ব্বাহ্লেই আপনাকে সতর্ক করিয়া দিব। সে বিষয়ে আমার কোন ত্রুটি হইবে না।"

"পূর্ব্ববৎ আমাদের দেখা-সাক্ষাৎও চলিতে থাকিবে ?"

"ঠিক পূর্ব্ববৎ, তাহার একচুলও ব্যতিক্রম হইবে না।"

"এত দিন আমার পাপ যেমন গোপন রাখিয়াছিলাম, এখনও তাহাই করিতে হইবে ?"

"এত দিন যেমন চলিয়াছে, এখনও তেমনই চলিবে। সে কথা আমার না বলিলেও চলে। এত দিন গুপ্তকথার ভারে আপনার মনের অবস্থা যেমন ছিল, এখনও অবশ্য তদপেক্ষা বোঝা বিশেষ ভারী হইবে বলিয়া মনে হয় না। আমি জানি, আমরা কখনও পরস্পরকে বিশেষ বিশ্বাস করি নাই।"

লেডী কিছুক্ষণ নীরবে আকাশ-পানে চাহিয়া বলিলেন, "আজ রাত্রিতে আর কিছু আলোচনার প্রয়োজন নাই, বোধ হয় ?"

টল্‌কিংহরণ বলিলেন, "এখন আমি আপনার কাছে এই জানিতে চাই যে, আমার এ প্রস্তাবানুসারে আপনি কাজ করিবেন কি না। আপনার অঙ্গীকার আমি চাই।"

"আমি স্বীকৃত হইলাম।"

"উত্তম। স্যার লিষ্টারের দিক দিয়াই আমি সব কথা বলিলাম। যদি লেডী ডেড্‌লক আমাকে বিশ্বাস করিয়া সব বলিতেন, তবে তাঁহার সম্বন্ধেও আমি ব্যবস্থা করিতে পারিতাম ; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হয় নাই।"

"মহাশয়, আপনার বিশ্বস্ততায় আমার অবিশ্বাস নাই।"

কিয়ৎকাল নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া লেডী ডেডলক্ দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। টল্‌কিংহরণ চিরাচরিত প্রথা অনুসারে দুই হস্তে দ্বার মুক্ত করিলেন। চিরকাল যেমন সম্ভ্রমভরে তিনি লেডী ডেডলকের সহিত ব্যবহার করিতেন, আজ তাহার কোনও ব্যতিক্রম হইল না। তেমনই অবনতভাবে তিনি লেডী ডেড্‌লক্‌কে অভিবাদনও করিলেন। রমণী চলিয়া গেলে বৃদ্ধ ভাবিলেন, এই নারীর সহনশক্তি কি অদ্ভুত !

কিন্তু সারা রজনী ধরিয়া এই রমণী নির্জ্জন কক্ষমধ্যে আলুলায়িত-কেশে যে মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করিতেছিলেন, তাহার ইয়ত্তা কে জানে ?

মিঃ টল্‌কিংহরণ চেসনিওল্ড প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া লণ্ডনস্থ ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি সিঁড়ি বাহিয়া উপরে যাইতেছেন, এমন সময় মিঃ স্নাগস্‌বিকে দেখিতে পাইলেন। স্বাগত-প্রশ্নের পর তিনি স্নাগস্‌বিকে এখানে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। খর্ব্বাকার ব্যক্তি বলিল, "আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই এসেছিলাম। ফিরে যাচ্ছিলাম, এমন সময় দেখলুম, আপনি আস্‌ছেন।"

"ব্যাপার কি, স্নাগস্‌বি ?"

"আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে, বল্‌তে পারি কি ?"

"স্বচ্ছন্দে এখানেই বল।"

"একটি বিদেশিনী নারীর কথাই বল্‌বার আছে।"

"সে আবার কে ?"

"সেই যে ফরাসিনী—সে দিন রাত্রিতে বকেট্ ও আমি ছোকরাটিকে নিয়ে আপনার ঘরের মধ্যে এসেছিলাম—সেই স্ত্রীলোকটি।"

"ও, বটে ! বটে ! ম্যাদমসেলি হর্টেন্‌সি।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। ও ফরাসী কটমট নাম বড় একটা মনে থাকে না। সেই স্ত্রীলোকটিই বটে।"

"তার সম্বন্ধে তুমি আবার কি বলিতে চাও ?"

"মশায়, আমার পারিবারিক শান্তি এত দিন বেশ ছিল। কিন্তু সম্প্রতি ঐ স্ত্রীলোকটি কোন রকমে আমার নামটা জান্‌তে পেরে এক দিন আমার বাড়ীতে গিয়ে হাজির। আর কোর্টে ত ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করেছে। এতে আমার স্ত্রীটি কিছু চটিয়া গিয়াছেন। আপনাকে আর কি বেশী বল্‌ব। স্ত্রীলোকের মন —বুঝতেই পাচ্ছেন।"

কাসিয়া হাঁচিয়া স্নাগস্‌বি কথাটা শেষ করিলেন।

"এই কথা, আর কিছু নাই ?"

"কথাটা এই বটে, কিন্তু আমার পক্ষে পর্য্যাপ্ত হুজুর।"

"তাই ত, ম্যাদমসেলি হর্টেন্‌সি পাগল হইল না কি ? নহিলে এমন করিয়া বেড়াইবে কেন ?"

"আজ্ঞে, পাগলই হউক আর যাই হউক, আমি ত অস্থির হয়ে পড়েছি।"

"আচ্ছা, আমি তাকে বারণ করিয়া দিব। এবার তোমার ওখানে গেলেই আমার এখানে পাঠাইয়া দিও।"

মিঃ স্নাগস্‌বি বিদায় লইলেন। টল্‌কিংহরণ উপরে উঠিতে উঠিতে আপন মনে বলিলেন, এই মেয়েমানুষ জাতটাই খারাপ। যত গণ্ডগোল এই মেয়েমানুষদিগকে লইয়া। মনিবটিকে ঠিক করিতে না করিতেই আবার তাঁর

অর্দ্ধভগ্ন নানাপ্রকার আসবাবে পরিবৃত হইয়া স্কিমপোল তখন কফি পান করিতেছিলেন। কিছু আঙ্গুর ফলও দেখিলাম। তিনি আমাদিগকে সমাদরে আহ্বান করিলেন। কিছু আঙ্গুর আমাদিগকে খাইবার জন্য দিলেন।

কর্ত্তা বলিলেন, "বড় চমৎকার ফলগুলি ত! কেহ উপহার পাঠাইয়াছে না কি?"

"না, না! একটি ভদ্রগোছের মালী এগুলি বেচিতে আনিয়াছিল। তখনই সব লইলাম। লোকটি দামের জন্য প্রতীক্ষা করিবে কি না, জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিলাম যে, যদি সময়ের কোন মূল্য না থাকে, তবে বসিয়া থাকিতে পারে। বোধ হয়, লোকটার সময় বাজে কাজে নষ্ট করিবার মত নয়। কারণ, সে তখনই চলিয়া গিয়াছিল।"

কর্ত্তা অর্থ-পূর্ণ দৃষ্টিতে সহাস্যে আমাদের দিকে চাহিলেন। বুঝিলাম, তাঁহার দৃষ্টি যেন বলিতেছিল, "দেখ, এমন শিশুচরিত্র লোক কি সাংসারিক বুদ্ধিজীবী হইতে পারে?"

কথায় কথায় রিচার্ডের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। স্কিমপোল বলিলেন, "রিক্‌কে আমি বড় ভালবাসি। জারন্‌ডিস্, তোমার সঙ্গে আজকাল তাহার বনিবনাও না হইতে পারে, কিন্তু আমি তাহাকে ভালবাসি।"

কর্ত্তা বলিলেন, "তা তুমি প্রাণ খুলিয়া করিতে পার। তবে তাহার পকেটের দিকে একটু দৃষ্টি রাখা দরকার।"

"বন্ধু, তুমি কি বলিতেছ, আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।"

"কথাটা এই, তুমি যদি তার সঙ্গে এখানে-ওখানে যাও, যাইতে পার। কিন্তু তোমার খরচটা তাহার স্কন্ধে চাপাইও না।"

"বন্ধু, জন্, আমি কি করিব বল? সে যদি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়, আমাকে যাইতেই হইবে। টাকা আমি কোথা হইতে দিব? আমার ত টাকা-কড়ি নাই। যদি সঙ্গে টাকাও থাকে, হিসাব করা আমার সাধ্যাতীত।"

জারন্‌ডিস্ বলিলেন, "রিকের সঙ্গে ভবিষ্যতে তুমি যদি কোথাও যাও, টাকা আমার কাছ হইতে লইও। কিন্তু সে কথা তাহাকে ঘুণাক্ষরেও জানিতে দিও না। হিসাবপত্রের ভার রিচার্ডের উপর চাপাইলেই চলিবে।"

"আচ্ছা বন্ধু, তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব। তবে আমার ধারণা ছিল, রিচার্ড মহাধনী। একটা কাগজে সহি করিলেই ঝুপঝাপ্ করিয়া টাকার বৃষ্টি হইয়া যাইবে।"

আদা বলিলেন, "না। তিনি সত্যই দরিদ্র।"

কর্ত্তা বলিলেন, "সত্যই রিচার্ডের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। তবে সে মোকদ্দমার উপর যথেষ্ট নির্ভর করিয়া বসিয়া আছে। হারল্ড, তুমি তাহাকে এ বিষয়ে মোটেই উৎসাহ দিও না।"

স্কিমপোল বলিলেন, "তা কেমন করিয়া হইবে? আমি ত ব্যবসাদার নহি, কাজেই ও সকল ব্যাপারের কিছুই বুঝি না। রিচার্ড ত আমার কাছে বলেন যে, মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়া তিনি অতুল ঐশ্বর্য্য পাইবেন। আমি কি বুঝিব বল, তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া উৎসাহ দিয়া থাকি।"

স্কিমপোল অতঃপর তাঁহার পত্নী ও তিনটি কন্যাকে লইয়া আসিলেন। তিনি নিজেই বলিলেন, তিনটি কন্যাই তাঁহার মত শিশুচরিত্র। সংসারের কোন ধার ধারে না। কথার ভাবে আমরাও তাহাই বুঝিলাম।

শ্রীমতী স্কিমপোলকে এক প্রান্তে ডাকিয়া কর্ত্তা কি বলিতে লাগিলেন। টাকার ঝনৎকার শব্দ আমাদের কাণ এড়াইল না। স্কিমপোল বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে গেলেন। অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া তিনি বলিলেন, "মা-লক্ষ্মীরা, তোমরা তোমাদের গর্ভধারিণীকে দেখিও। আমি জারন্‌ডিসের সঙ্গে দুই চারি দিনের জন্য চলিলাম। বাড়ী থাকিলে আমাকে লোকে বিরক্ত করিবে, তাহা জান ত?"

কনিষ্ঠা কন্যা বলিল, "হ্যাঁ বাবা, সেই বদলোকটা!"

মধ্যমা বলিল, "লোকটার বিবেচনা নেই। বাবা তখন দেওয়ালে টানান ফুলগুলির সঙ্গে নীল আকাশের তুলনা করিতেছিলেন, আর সে আসিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিতে লাগিল।"

জ্যেষ্ঠা বলিল, "বাতাস তখন শস্যগন্ধে পূর্ণ।"

স্কিমপোল বলিলেন, "না, লোকটার কাব্যরস-বোধ একেবারেই নাই, সেটা ঠিক। লোকটা অত্যন্ত নীরস—গদ্যময়। আমার মেয়েরা তার উপর বড়ই চটিয়া গিয়াছে।"

তিনটি কন্যা সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "লোকটা একেবারেই ভাল নয়।"

স্কিমপোল বলিলেন, "একেবারে কবিত্ববর্জ্জিত। লোকটা একটা রুটীওয়ালা। আমাদের একজোড়া চেয়ারের দরকার হয়। লোকটা আমাদিগকে উহা ব্যবহার করিতে দিয়াছিল। ব্যবহারে ক্রমে দুইখানাই ভাঙ্গিয়া যায়, তখন সে উহা ফিরাইয়া চায়। আমরা ফেরৎ দিলাম। কিন্তু লোকটা তাহাতে খুসী হইল না। ভাঙ্গিয়া গেল কেন, তাহার কারণ জানিতে চাহিল। আমি বুঝাইয়া বলিলাম যে, ব্যবহার করিলেই ক্রমে জিনিষ পুরাতন হয়, এবং শেষে ভাঙ্গিয়া যায়। লোকটা কিছুতেই তাহা বুঝিবে না। শেষে সে আমাকে গাল-মন্দ দিতে লাগিল। আমি তাহাকে আবার বলিলাম, 'বন্ধু, আমাদের কার্য্যকরী শক্তির প্রভেদ যতই থাকুক না কেন, আমরা সকলেই প্রকৃতি মাতার সন্তান। এই সূর্য্যালোকিত প্রভাতে তুমি আমায় দেখিতেছ, (তখন আমি সোফায় শায়িত) আমার সম্মুখে ফুলের রাশি, টেবলের উপর ফল সজ্জিত, মাথার উপর মেঘহীন আকাশ, বাতাস পুষ্পগন্ধভরা, চারিদিকেই প্রকৃতির লীলা! বন্ধু, আমি তোমায় অনুরোধ করিতেছি, এমন সময় তোমার ক্রুদ্ধ মূর্ত্তি আমার

সম্মুখে স্থাপিত করিও না, উহা নেহাৎ অশোভন দেখাইবে!' কিন্তু লোকটা কোনমতেই থামিল না। তাই আমি এ স্থান ছাড়িয়া চলিয়াছি। সে লোকটা তাহা হইলে আমায় আর বিরক্ত করিতে পারিবে না।"

রুটীওয়ালার সহিত বন্দোবস্ত করিতে স্ত্রী ও কন্যারাই রহিল। এ ঘটনা তাঁহাদের কাছে নিত্য, সুতরাং তাঁহাদের নিকট বিস্ময়ের কারণ নহে।

স্কিম্পোল বিদায় লইয়া আমাদের সহিত চলিলেন।

গৃহে ফিরিয়া আমরা নৈশ ভোজের জন্য প্রস্তুত হইতেছি, এমন সময় পরিচারক একখানি কার্ড লইয়া আসিল। কর্ত্তা পড়িলেন, "স্যার লিষ্টার ডেডলক্।"

আমরা সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। আমার মনের অবস্থা কিরূপ হইল, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যের বুঝিবার সাধ্য নাই। সমস্ত ঘরটা যেন বন্-বন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। যদি সে সময় আমার ক্ষমতা থাকিত, তবে আমি তখনই সে কক্ষ ত্যাগ করিতাম।

কর্ত্তা স্যার লিষ্টারকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন।

"স্যার লিষ্টার, আপনার শুভাগমনে আজ আমি ধন্য।"

স্যার লিষ্টার বলিলেন, "আমি এই পথে লিঙ্কলন্ শায়ার হইতে ফিরিতেছিলাম। আপনারা যখন চেস্‌নিওডে গিয়াছিলেন, আমাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় হয় নাই। আমার প্রতিবেশী আপনাদিগকে তাহা করিতে দেন নাই। সে জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। এবার যখনই যাইবেন, আমার অনুরোধ, আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমার গৃহে পদার্পণ করিবেন। সেই কথা জানাইবার জন্য আমি এখানে আসিয়াছি।"

কর্ত্তা খুবই বিনয় ও ভদ্রতা প্রকাশ করিলেন।

আমি একবারও স্যার লিষ্টারের দিকে ফিরিয়া চাহি নাই। এমন কি, তাঁহাদের কথোপকথনও মনোযোগ দিয়া শুনি নাই। স্যার লিষ্টার যতক্ষণ ছিলেন, দারুণ অশান্তি আমি ভোগ করিতেছিলাম।

আসন ত্যাগ করিয়া স্যার লিষ্টার বলিলেন, "কথাটা আমি লেডী ডেড্‌লক্‌কে জানাইয়াছিলাম। তিনি আমাকে বলিয়াছেন যে, এক দিন মিঃ জারন্‌ডিস্ ও তাঁহার পালিতা কুমারীদিগের সহিত তাঁহার কিছু কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। এক দিন হঠাৎ দেখা হইয়াছিল বলিয়াই সে সুযোগ ঘটিয়াছিল।"

স্যার লিষ্টার বিদায় লইলেন। আমিও নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আমি মনে করিলাম যে, এখন কর্ত্তাকে সব কথা জানাইয়া রাখা প্রয়োজন। আর গোপন রাখিলে চলিবে না।

সেই রাত্রিতে সকলে নিদ্রিত হইলে আমি কর্ত্তার পাঠাগারে গেলাম। তিনি তখনও পড়িতেছিলেন। রোজই এই সময়ে তিনি অধ্যয়ন করেন।

আমি দ্বারে করাঘাত করিয়া বলিলাম, "ভিতরে আসিতে পারি কি?"

তিনি বলিলেন, "নিশ্চয়ই! ব্যাপার কি?"

আমি বলিলাম, "বিশেষ কিছু নয়। তবে আমার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আপনাকে জানাইতে চাই।"

কর্ত্তা সাগ্রহে আমার বক্তব্য শুনিবার জন্য চেয়ার ফিরাইয়া লইলেন। বলিলেন, "ইস্থার, তোমার কথা মানেই আমাদের সকলেরই কথা। আমি সর্ব্বদাই তোমার কথা শুনিতে প্রস্তুত।"

"তা জানি, কর্ত্তা। আপনার পরামর্শ ও উপদেশ আজ আমার বিশেষ প্রয়োজন।"

তিনি যেন এতটার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কর্ত্তার মুখে উৎকণ্ঠা-পূর্ণ আশঙ্কার ছায়া ঘনাইয়া উঠিল।

"আজ যিনি আসিয়াছিলেন, তিনি চলিয়া যাওয়ার পরই আপনার সহিত কথাবার্ত্তা বলিবার জন্য আমি ব্যাকুল হইয়াছি।"

"স্যার লিষ্টার ডেডলক্!—তাঁহার সহিত এ বিষয়ের সম্বন্ধ আছে না কি?"

"হ্যাঁ!"

অত্যন্ত বিস্ময়ভরে তিনি আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমি কি ভাবে প্রসঙ্গটির সূচনা করিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

"ইস্থার, স্যার লিষ্টারের সহিত তোমার যে কোন প্রকার যোগই থাকিতে পারে, ইহা আমার কল্পনারও অতীত।"

"কিছু দিন পূর্ব্বে আমারও তাহাই বিশ্বাস ছিল বটে।"

কর্ত্তার মুখের হাসিটি সহসা অন্তর্হিত হইল। তিনি গম্ভীরভাব ধারণ করিলেন। তার পর দ্বার রুদ্ধ আছে কি না, স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া আসিলেন।

"কর্ত্তা, সে দিন ঝড়বৃষ্টির সময় লেডী ডেডলক্ তাঁহার ভগিনীর কথা কি বলিয়াছিলেন, তাহা মনে আছে?"

"খুব মনে আছে।"

"তিনি আপনাকে বলিয়াছিলেন যে, দুই ভগিনীর মতের অমিল হওয়াতে তাঁহারা যে যাহার মতে কাজ করিয়াছিলেন?"

"হ্যাঁ, সে কথাও মনে আছে।"

"কিন্তু কর্ত্তা, কি লইয়া তাঁহাদের মতানৈক্য হয়, জানেন?"

তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এ সব কি প্রশ্ন? আমি ত জানি না। কেন তাঁহাদের কলহ হইয়াছিল, তাহা তাঁহারা দুজন ছাড়া অন্যে জানিবে কিরূপে? এই দুইটি সুন্দরী গর্ব্বিতা নারীর গুপ্তকথা কাহারও জানিবার উপায় নাই বলিয়া আমার ধারণা। তুমি ত লেডী ডেড্‌লক্‌কে দেখিয়াছ। কিন্তু যদি তুমি তাঁহার ভগিনীকে দেখিতে! তিনি ভারী স্থিরপ্রতিজ্ঞ, একগুঁয়ে এবং গর্ব্বিতা ছিলেন!"

"কর্ত্তা, আমি তাঁহাকে খুবই চিনিতাম। অসংখ্যবার আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি!"

"বল কি? তুমি তাঁহাকে দেখিয়াছ?"

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া তিনি বলিলেন, "তবে শোন ইস্থার, বয়থরন্ সম্বন্ধে তুমি বহুদিন পূর্ব্বে আমায় যে প্রশ্ন করিয়াছিলে, আমি উত্তরে বলিয়াছিলাম যে, তিনি বিবাহ করিতে করিতে করেন নাই, এবং তাঁহার প্রণয়িনী মরেন নাই; কিন্তু তাঁহার নিকট মৃতবৎ। আর সেই সময় হইতেই বয়থরনের জীবনপ্রবাহ ভিন্ন পথে চলিয়াছে, তিনি তাঁহার প্রণয়িনীকে কখনও ভুলেন নাই। সেই প্রণয়পাত্রী কে, তাহা তুমি জান কি?"

"না, কর্ত্তা।" বলিতে বলিতে আমার হৃদয়ে একটা আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল।

"তিনি লেডী ডেড্‌লকের সহোদরা।"

"আপনি দয়া করিয়া বলুন, উভয়ের বিচ্ছেদ ঘটিল কেন?"

"কেন, তাহা কেহ জানে না। বয়থরনের প্রণয়িনী নিজেই বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিলেন। কারণটা কাহাকেও জানিতে দেন নাই। পরিশেষে বয়থরন্ অনুমান করিয়াছিলেন (সেটা অনুমান মাত্র) যে, সহোদরার ব্যবহারে তিনি এমনই কোন ব্যথা পাইয়াছিলেন যে, তিনি সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলেন। তিনি বয়থরন্‌কে লিখিয়া জানাইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার নিকট মৃত। পরিশেষে ঘটিয়াছিলও তাহাই। বয়থরন্‌ও অত্যন্ত গর্ব্বিত এবং দৃঢ়চেতা, তিনিও আর বিবাহ করেন নাই। তাঁহার প্রণয়িনী তাঁহাকে এ কথাও জানাইয়াছিলেন যে, যে অবস্থাকে তিনি স্বেচ্ছায় বাধ্য হইয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহার উদ্ধারলাভের কোন উপায় নাই। তিনি যে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার ললাটলিপি। সেই অবস্থাতেই তাঁহার সারা জীবন চলিয়া যাইবে। বাস্তবিক তাহাই ঘটিয়াছিল। বয়থরন্ আর কখনও তাঁহার সহিত দেখা করেন নাই, তাঁহার কোন সংবাদও পান নাই। তিনি কেন, এ সংসারে আর কেহই তাঁহার কোন সংবাদ পান নাই।"

দুঃখে অভিভূত হইয়া আমি বলিয়া উঠিলাম, "হায়! আমি কি হতভাগী, আমার জন্যই এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে!"

"তুমি ইহার কারণ? সে কি কথা, ইস্থার?"

"হাঁ, কর্ত্তা। অবশ্য আমি নির্দ্দোষ, ইচ্ছা করিয়া আমি কাহারও দুঃখের কারণ হই নাই। সেই নির্ব্বাসিতা, আত্মগোপনপরায়ণা মহীয়সী নারীকে আমি জ্ঞানসঞ্চারের সময় হইতেই দেখিয়াছি।"

চমকিতভাবে তিনি বলিলেন, "না, না!"

"সত্যই কর্ত্তা! তাঁহারই সহোদরা আমার জননী!"

আমার মাতার লিখিত পত্রের কথা তাঁহাকে শুনাইতে চাহিলাম; কিন্তু তিনি তখন কোন কথা শুনিতে সম্মত হইলেন না। তিনি অতি স্নেহভরে আমার সহিত কথা বলিতে লাগিলেন। সেই গভীর হৃদয়ের অন্তরালে আমার জন্য কতখানি স্নেহ, করুণা সঞ্চিত ছিল, তাহা কি আমি জানি না? কর্ত্তা আমাকে স্নেহভরে আমার শ[illegible] পর্য্যন্ত আগাইয়া দিলেন। কৃতজ্ঞতায় ভালবাসায় আমার হৃদয় ভরিয়া উঠিল।

৪৪

পরদিবস সকালে কর্ত্তা আমাকে তাঁহার কক্ষে আহ্বান করিলেন। আমি বাকী কথাগুলি তাঁহাকে বলিলাম। তিনি বলিলেন যে, এখন আর অন্য কিছুই করণীয় নাই, শুধু গুপ্ত কথাটা যাহাতে কোনরূপে প্রকাশ না পায়, তাহার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। স্যার লিষ্টারের সহিত যাহাতে আমার ভবিষ্যতে আর দেখা না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ সতর্কও থাকিতে হইবে। তিনি এ কথাও বলিলেন যে, আমার মাতার ব্যবহারাজীবের সন্দেহ যদি যথার্থই উদ্রিক্ত হইয়া থাকে, তবে ঘটনাটা প্রকাশ পাইতেও পারে। তবে তাঁহার বিশ্বাস যে, হয় ত সে সন্দেহ অমূলক। লোকটাকে তিনি খুবই জানেন। তিনি যেরূপ চতুর ও [illegible], তাহাতে তাঁহার অসাধ্য কার্য্য কিছুই নাই। কর্ত্তা আ[illegible] পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়া দিলেন যে, ভবিষ্যতে যাহাই ঘটু[illegible] কেন, আমার দায়িত্ব কিছুই নাই। আমার দোষ কি[illegible] থাকিতে পারে না, নাইও।

"উকীলের মনে তোমার সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ জাগি[illegible] পারে না। এ বিষয়ে তোমাকে জড়াইবার তাঁহার প[illegible] কোন সম্ভাবনাও নাই।"

আমি বলিলাম, "উকীলের সম্বন্ধে সে কথা খাটে ব[illegible] কিন্তু আর দুইটি ব্যক্তিকে সন্দেহ করি। তাহারা হ[illegible] আমার জন্মরহস্যের কিছু কিছু জানিতে পারিয়াছে ব[illegible]য়া আমার সন্দেহ হয়।" এই বলিয়া আমি গুপীর কথা তাঁহাকে বলিলাম। তবে গুপীকে আমি শেষবারে যে অনুরোধ করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে হয় ত সে আমার সম্বন্ধে আর বেশী আলোচনা করিবে না।

কর্ত্তা বলিলেন, "আপাততঃ তাহার দ্বারা কোন অনিষ্টের সম্ভবনা নাই। অপর লোকটি কে?"

আমি ফরাসিনী পরিচারিকার কথা তাঁহার কাছে বিবৃত করিলাম। সে যে আমার কাছে থাকিবার জন্য কিরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাও আমি তাঁহাকে বলিলাম।

"হাঁ, এই রমণীটিই আশঙ্কার পাত্র বটে। তবে হয় ত তোমার নিকট চাকরী পাইবার জন্যই তাহার আগ্রহটা ঐ প্রকার হইয়াছিল, ইহা মনে করাও ত অসঙ্গত নহে।"

"কিন্তু তাহার ব্যবহারটা অত্যন্ত অপূর্ব্ব বলিয়া আমার মনে হইয়াছিল।"

কর্ত্তা বলিলেন, "তাহার ব্যবহারটা অস্বাভাবিকই বটে। কিন্তু কি করিবে বল। তোমার দোষ ত কিছুই নাই শুধু ভবিতব্যতার দিকে চাহিয়া থাক, দেখ কি হয়।"

একটু চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন, "আমার দ্বারা যদি কোন সাহায্য সম্ভবপর হয়, আমি অবশ্য তাহাও করিব।"

আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম। আমি উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিলে, তিনি আমাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিলেন।

ফিরিয়া চাহিবামাত্র তাঁহার মুখমণ্ডলে একটা অপূর্ব্ব আলোক লক্ষ্য করিলাম।

কর্ত্তা বলিলেন, "স্নেহের ইস্থার, অনেক দিন হইতেই আমার মনে একটা চিন্তা জাগিয়াছে। সে কথাটা তোমাকে জানাইবার আমার একান্ত আগ্রহ আছে।"

"সত্য না কি?"

"কিন্তু সেটা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না, কেমন একটা বাধ-বাধ ঠেকিতেছে। আমার ইচ্ছা, বিশেষ বিবেচনা ও চিন্তার পর—বিশ্লেষণের পর তোমাকে বলিব। আমি যদি পত্রে সে সব কথা তোমাকে জানাই, তোমার কোন আপত্তি আছে?"

"কিছুমাত্র নয়। আপনি স্বচ্ছন্দে লিখিতে পারেন।"

প্রসন্ন হাস্যে তিনি আমাকে বলিলেন, "আচ্ছা, অন্য সময় আমাকে যেমন খোলা, অকৃত্রিম ও সেকেলে বলিয়া মনে কর, এখন আমার মুখের ভাব ও কথায় ঠিক তেমনই বোধ হইতেছে কি? যথার্থ বলিও।"

আমি সাগ্রহে বলিলাম, "নিশ্চয়।"

তিনি পূর্ণ-দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি কোন কথা লুকাইতেছি, কোন কথা অস্পষ্ট করিয়া বলিতেছি বলিয়া কি তোমার বোধ হইতেছে?"

আমি অকুণ্ঠিত-চিত্তে বলিলাম, "না।"

"ইস্থার, আমি যাহা বলিব, তাহা কি তুমি বিশ্বাস করিতে পারিবে?"

"সর্ব্বান্তঃকরণে।"

"স্নেহের ইস্থার, তোমার হাতখানা দাও।"

তিনি ধীরে ধীরে আমার করপুট গ্রহণ করিলেন। তার পর আমার দিকে প্রসন্ন-দৃষ্টিতে চাহিলেন। সে দৃষ্টিতে শুধু স্নেহ, বিশ্বস্ততা, পবিত্রতা উছলিয়া উঠিতেছিল। তিনি বলিলেন, "আমার জীবনে তুমি বহুল পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছ, ইস্থার। প্রথম যে দিন তোমাকে গাড়ীতে দেখি, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই আমার জীবনে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তোমার স্মৃতি আমাকে যাবতীয় মঙ্গলানুষ্ঠানে ব্রতী করিয়াছে।"

"কর্ত্তা, আপনি আমার মঙ্গলের জন্য না করিয়াছেন কি?"

"সে কথা এখন তুলিও না, ইস্থার!"

"সে কথা কি কখনও ভুলিবার?"

"হ্যাঁ, এখন, অন্ততঃ কিছুক্ষণের-জন্য সে কথা ভুলিতে হইবে। এখন তুমি ভাবিয়া দেখ, আমার কোন পরিবর্ত্তন সম্ভবপর কি না। সেটা কি তুমি বিশ্বাস করিতে পার?"

আমি বলিলাম, "হ্যাঁ, আপনাকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।"

"বস্। আর আমি বেশী কিছু চাহি না। কিন্তু শুধু একটি কথায় আমি তোমাকে স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বলি না। বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া তুমি যখন বুঝিবে যে, আমার পরিবর্ত্তন অসম্ভব, তখন আমি তোমাকে পত্র লিখিয়া আমার মনের ভাব জানাইব। যদি তোমার মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের ছায়াপাত হয়, তবে আমি তোমাকে কখনই পত্র লিখিব না। যদি বিশেষ বিবেচনার পর তোমার স্থির-বিশ্বাস জন্মে, তখন আজ হইতে সপ্তাহ পরে শার্লিকে পত্র আনিতে আমার কাছে পাঠাইও। যদি স্থির-বিশ্বাস না জন্মে, তাহাকে পাঠাইও না। মনে রাখিও, সম্পূর্ণ বিশ্বাস না জন্মিলে কখনই চিঠির জন্য পাঠাইও না।"

আমি বলিলাম, "কর্ত্তা, আমার মতের পরিবর্ত্তন হইবে না। এখনও আমার যে বিশ্বাস, তখনও তাহাই থাকিবে, তাহা আমি বলিয়া রাখিলাম। আমি চিঠি আনিতে নিশ্চয়ই শার্লিকে পাঠাইব।"

আমার করকম্পন করিয়া কর্ত্তা নীরব থাকিলেন, আর কোনও কথা বলিলেন না। সে সপ্তাহে এ সম্বন্ধে কোনও কথা আর উঠিল না। সপ্তাহের নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমি নিরালায় শার্লিকে ডাকিয়া বলিলাম, "কর্ত্তার ঘরে গিয়া বল, তুমি আমার চিঠি লইতে আসিয়াছ।" শার্লি চলিয়া গেল। আমি উৎকণ্ঠাভরে তাহার প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। সে ফিরিয়া আসিল। আমি পত্রখানি টেবলের উপর রাখিয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিলাম। সে আদেশ পালন করিল। পত্রে হাত না দিয়া কিছুক্ষণ আমি তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

অবশেষে আমি পত্রখানি পাঠ করিলাম। আমাকে যে তিনি কত ভালবাসেন, কত স্নেহ করেন, পত্রের ছত্রে ছত্রে তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমার জন্য, আমার সুখের, তৃপ্তির, আনন্দের জন্য তাঁহার কতদূর আগ্রহ, ব্যাকুলতা, তাহা পড়িতে পড়িতে আমার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। চিঠিখানি আমি তিনবার পড়িলাম। পত্রে তিনি যাহা লিখিবেন, তাহা আমি পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে ব্লিক্ হাউসের কর্ত্রীপদে নিয়োগ করিতে চাহেন, তাহাতে আমার আপত্তি আছে কি না!

স্নেহ, ভালবাসায় পূর্ণ থাকা সত্ত্বেও উহা ঠিক প্রেমপত্র নহে। তিনি যে কোন সময়ে আমাকে এই সব কথা বলিতে পারিতেন। প্রত্যেক ছত্রে আমি যেন তাঁহার স্নেহপ্লুত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছিলাম, তাঁহার প্রসন্ন মূর্ত্তি ভাসিয়া

উঠিতেছিল! আমার এখন নবযৌবন, তাঁহার কেশরাশি শুভ্র, সুতরাং তিনি আমাকে বিশেষ বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এ বিবাহের দ্বারা আমার কোন লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই, প্রত্যাখ্যান করিলেও লোকসানের কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই, তাহা তিনি পত্রে বিশেষভাবেই লিখিয়াছেন। নূতন বন্ধন, নূতন সম্পর্কে যে তাঁহার স্নেহের পরিমাণ কিছু বাড়িবে, তাহা নহে। আমি যে সিদ্ধান্তেই উপনীত হই না কেন, তাহাকেই তিনি যথার্থ ও সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিবেন। আমি তাঁহাকে সম্প্রতি বিশ্বাস করিয়া আমার জীবনের কথাগুলি বলার পরই তিনি এই পথটিকে অবলম্বন করিয়াছেন। আমার বিবাহ হইয়া গেলে, আমাদের জীবন-যাত্রার প্রবাহকে ভিন্নপথে পরিচালিত করা আবশ্যক হইয়া পড়িবে, এ কথাটা তিনি অনেক দিন হইতেই ভাবিতেছিলেন। কাজেই তিনি বর্ত্তমান সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। যদি আমি তাঁহাকে আমার পরিত্রাতা ও যথার্থ অভিভাবকরূপে বরণ করিয়া লইতে ইচ্ছা করি, তবে তিনি সমাদরে আমাকে অবশিষ্ট জীবনের সঙ্গিনীরূপে লাভ করিয়া ধন্য হইবেন। কিন্তু আমি যেন বিশেষ বিচার-বিতর্ক না করিয়া কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত না হই। যদি তাঁহার এ প্রস্তাব আমার মনঃপূত না হয়, তাহাতেও কুণ্ঠিত হইবার কিছু নাই। চিরদিনই তিনি আমার হিতার্থী, সুহৃদই থাকিবেন। তাহাতে বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবারও কোন আশঙ্কা নাই।

কিন্তু পত্রের মধ্যে কোথাও তিনি এমন ইঙ্গিত করেন নাই যে, পীড়ার পূর্ব্বে যখন আমার চেহারা ভাল ছিল, তখনও তিনি আমাকে বিবাহ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, এখন আমার চেহারার আকর্ষণী শক্তি না থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাকে পূর্ব্ববৎ ভালবাসিতেন, আমার লজ্জাকর জন্মরহস্য প্রকাশ পাওয়ায় তিনি সহানুভূতি-প্রণোদিত হইয়াই আমাকে জীবনসঙ্গিনী করিতে যাইতেছেন, এমন ভাবের কোন কথাই ইঙ্গিতে তিনি পত্রে প্রকাশ করেন নাই।

কিন্তু তিনি না লিখিলেও আমি ইহা জানিতাম। এখন ত আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি। এই নিঃস্বার্থপর, মহাপ্রাণ বন্ধুর প্রতি আমার একটিমাত্র করণীয় কাজ আছে। তাঁহাকে সুখী করাই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য।

তথাপি আমি না কাঁদিয়া থাকিতে পারিলাম না। পত্র পাঠ করিয়া শুধু যে আমার হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার প্রস্তাবের বৈচিত্র্যে মন কানায় কানায় পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়াই যে কাঁদিলাম, তাহা নহে, কি যেন চিরজীবনের মত হারাইলাম, শুধু সেই জন্যই প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সেটা যে কি, তাহা পরিষ্কার বুঝিলাম না। আমি যে আজ অত্যন্ত সুখী, অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এবং আমার ভবিষ্যৎ যে সুখময়, তাহা বুঝিলাম, তথাপি না কাঁদিয়া পারিলাম না।

ক্রমে ক্রমে আমার চিরপরিচিত দর্পণের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। আমার চক্ষু রক্তবর্ণ, ঈষৎ স্ফীত হইয়াছে দেখিলাম। মনে মনে বলিয়া উঠিলাম, "ইস্থার, এ কি তুমি সেই!" দেখিলাম, আমার দর্পণ-প্রতিবিম্বিত মুখমণ্ডল পুনরায় অশ্রুপাতের উদ্যোগ করিতেছে। আমি তাহার দিকে অঙ্গুলি উদ্যত করিলাম। অমনি বর্ষণোদ্যত জলরাশি সরিয়া গেল।

আমার কেশরাশি আলুলায়িত করিয়া দিয়া আপন মনে বলিলাম, "যখন তোমার রূপের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তখন তুমি এইরূপ প্রশান্তভাবেই আমাকে সান্ত্বনা দিয়াছিলে! যখন ব্লিক্ হাউসের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইবে, তখন সদানন্দময়ী মূর্ত্তি ধারণ করা তোমার চাই। এখন হইতেই তাহা আরম্ভ করা যাক্!"

কেশরাশির প্রসাধন করিতে লাগিলাম। তখনও এক একবার গুমরিয়া উঠিতেছিলাম; কিন্তু সে শুধু পূর্ব্বে কাঁদিয়াছিলাম বলিয়া, ঝড় থামিয়া গেলেও এক একটা দমকা বাতাস মাঝে মাঝে আসে না কি?

"ইস্থার, তুমি ত এখন সুখী। তোমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিতার্থীদের দ্বারা তুমি পরিবৃত। চির-পরিচিত গৃহ এখন হইতে তোমারই অধিকারে আসিবে। সেখানকার কর্ত্রী হইয়া যে তোমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু, মনুষ্যমধ্যে যিনি উত্তম, তাঁহাকে সুখী করিতে পারিবে।"

তখনই মনে পড়িল, কর্ত্তা যদি অপর কাহাকেও বিবাহ করিতেন, তবে আমার কেমন বোধ হইত! আমি তখন কি করিতাম! নিশ্চয়ই একটা ঘোরতর পরিবর্ত্তন অনুভব করিতাম। চাবির গোছাকে চুম্বন করিয়া আমি ঝুড়ির মধ্যে রাখিয়া দিলাম।

কেশপ্রসাধন করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলাম যে, পীড়ার গভীর ক্ষতরেখাসমূহ দেখিয়া এবং জন্মবৃত্তান্ত অবগত হওয়ার পর আমি শুধু গৃহকর্ম্মে আপনাকে নিমগ্ন রাখাই আমার করণীয় বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। সকলকে মধুর ব্যবহারে প্রীত করা, সুখী করাই আমার জীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আমি যে এক দিন ব্লিক্ হাউসের কর্ত্রী হইব, এমন বিচিত্র ব্যাপারের কল্পনা কোনও দিন আমার মনে উদিত হয় নাই। দর্পণের দিকে চাহিয়া মূর্ত্তিকে উদ্দেশ করিয়া বলিলাম, "তোমার কি মনে নাই, মুখের ক্ষতচিহ্ন দেখিয়া শ্রীমতী উডকোর্ট তোমার বিবাহসম্বন্ধে কি—"

ঐ নাম স্মৃতিপথে উদিত হইবামাত্র সব কথা মনে পড়িল। শুষ্ক পুষ্পপত্রগুলি এখন আর কাছে না রাখাই সঙ্গত। অতীতের স্মৃতি ভাবিয়া সেগুলি রক্ষা করিয়াছিলাম; কিন্তু এখন আর তাহা না রাখাই উচিত।

যে গ্রন্থের মধ্যে সযত্নে পত্রগুলি রাখিয়াছিলাম, পার্শ্বের ঘরে সে বইখানি ছিল। বইখানি আনিতে গেলাম। খোলা দরজা দিয়া দেখিলাম, শয্যায় শুইয়া আদরিণী আদা গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। বইখানি হাতে লইয়া অতি সন্তর্পণে আদার

মুখচুম্বন করিলাম। পত্রগুলি একবার তাহার ওষ্ঠে স্পর্শ করিলাম। রিচার্ডের প্রতি তাহার প্রেমের গভীরতা তখনই মনে পড়িল। দ্রুতপদে আপনার কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া দীপশিখায় শুষ্কপত্রগুলি ভস্মে পরিণত করিয়া ফেলিলাম।

পরদিবস প্রভাতে প্রাতরাশের সময় কর্ত্তাকে দেখিলাম। তাঁহার মুখমণ্ডলে কোনও পরিবর্ত্তন নাই। সেই প্রসন্ন হাস্য, সদানন্দ, অকুণ্ঠিত ব্যবহার। পত্রের কথা তিনি একবারও তুলিলেন না।

তৎপরদিবসও সেই একই ভাব। এইরূপে এক সপ্তাহ চলিয়া গেল। আমি মনে মনে একটু উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। উত্তরে পত্র লেখা আমার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইল। প্রতি রাত্রিতেই উত্তর লিখিবার চেষ্টা করিতাম; কিন্তু এক ছত্রও লিখিতে পারিলাম না। এইরূপে আরও এক সপ্তাহ চলিয়া গেল। তিনি আমাকে সে সম্বন্ধে একটি প্রশ্নও করিলেন না।

মিঃ স্কিম্‌পোল চলিয়া গেলেন। আমরা এক দিন অপরাহ্নে অশ্বারোহণে বেড়াইতে যাইব। আদা বেশ-পরিবর্ত্তনের জন্য কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন। আমার বেশভূষা অগ্রেই শেষ হইয়াছিল। ড্রয়িংরুমের দ্বারপার্শ্বে কর্ত্তা দাঁড়াইয়াছিলেন।

আমি তাঁহার কাছে যাইতেই প্রসন্ন হাস্যে তিনি আমার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন।

আমি এখন তাঁহাকে সকল কথা বলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলাম। বলিলাম, "কর্ত্তা, শার্লি আমাকে যে পত্র আনিয়া দিয়াছিল, তাহার জবাব কবে চান?"

তিনি বলিলেন, "জবাব যখন তৈরি হইবে, তখন লইব।"

আমি বলিলাম, "জবাব প্রস্তুত।"

"শার্লিকে কি তবে উত্তর আনিবার জন্য পাঠাইব?"

"না, কর্ত্তা, আমি নিজেই সে উত্তর আনিয়াছি।"

আমি তাঁহার কণ্ঠদেশ বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করিলাম, তার পর তাঁহার মুখমণ্ডলে চুম্বন-রেখা মুদ্রিত করিলাম। তিনি উত্তরে বলিলেন, যে, আমি তবে ব্লিক হাউসের রাণী। আমি বলিলাম, "হাঁ।" কিন্তু অবস্থার ও ব্যবস্থার তখনই কোন পরিবর্ত্তন হইল না। তিন জনে অশ্বারোহণে বাহির হইলাম। প্রাণাধিকা আদাকে কিন্তু আমি কিছুই জানাইলাম না।

৪৫

একদা আমি ও আদা প্রাতঃকালে বাগানে বেড়াইতেছি, এমন সময় শার্লি আসিয়া বলিল যে, মিঃ জারন্‌ডিস্ আমাকে স্মরণ করিয়াছেন। আদার নিকট বিদায় লইয়া আমি কর্ত্তার বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, রিচার্ডের ব্যবহারাজীব মিঃ ভোলেস্ উপবিষ্ট।

অভিবাদন-প্রত্যভিবাদনের পর কর্ত্তা ব্যবহারাজীবকে তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিতে বলিলেন। মিঃ ভোলেস্ বলিলেন, "কুমারী সমারসন্ মিঃ রিচার্ডের বন্ধু, তাই আমি এখানে আসিয়াছি। যুবকের আর্থিক অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঋণে তিনি আকণ্ঠ নিমজ্জিত। আমিও কিছু টাকা তাঁহাকে দিয়াছি। কিন্তু আমার আর্থিক অবস্থা এমন নয় যে, ক্রমাগতই আমি টাকা ধার দিতে পারি। এখন এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, কোন প্রতীকারের ব্যবস্থা না করিলে সেনাবিভাগ ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে চলিয়া আসিতে হইবে। সুতরাং তাঁহার আত্মীয়-বন্ধুবর্গকে আসল ব্যাপারটা পূর্ব্ব হইতে জানাইয়া না রাখিলে শেষে তাঁহারা আমায় অপরাধী করিতে পারেন, তাই আমি আপনাদিগকে অবস্থাটা জানাইবার জন্য আসিয়াছি।"

কর্ত্তা বলিলেন, "বেচারা এখন কপর্দ্দকশূন্য। কিন্তু উপায় কি? তুমি ত জান, ইস্থার, এখন সে আমার নিকট হইতে কোন সাহায্যই লইবে না। যদি সেরূপ কোন প্রস্তাব করা যায়, তবে সে একটা কাণ্ড করিয়া বসিবে।"

ভোলেস্ বলিলেন, "সে কথা সত্য। আর মুস্কিলও তাই। দেখিতেছি, এখন উদ্ধারের কোনই উপায় নাই। তবে পাছে আমাকে লোকে দোষারোপ করে, তাই আমি গোপনে আপনাদিগকে সংবাদ দিলাম। আমি কাচ্চা-বাচ্চা লইয়া ঘর করি। সুনামই আমাদের মত লোকের একমাত্র সম্পত্তি।"

আমি কর্ত্তাকে একান্তে ডাকিয়া গোপনে বলিলাম যে, আমি ডিল্ নগরে গিয়া একবার রিচার্ডকে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। হয় ত কিছু সুফলও লাভ করা যাইতে পারে। কর্ত্তা প্রথমে আমার কষ্ট হইবে বলিয়া রাজি হইলেন না। শেষে অনুমতি দিলেন।

অতঃপর তিনি ভোলেসকে বলিলেন, "মিস্ সমারসন্ রিচার্ডের সঙ্গে এ সম্বন্ধে পত্রব্যবহার করিবেন! হয় ত এখনও তাঁহাকে রক্ষা করা যাইতে পারে।"

ভোলেস্ বলিলেন, "বেশ কথা। তবে আমি যে এখানে আসিয়াছিলাম, তাহা মিঃ রিচার্ডকে জানাইবার কোন প্রয়োজন নাই।"

ব্যবহারাজীব বিদায় লইলেন।

আমি কোথায় ও কেন যাইতেছি, আদাকে বলিতে হইল। তিনি ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত ও বিমর্ষ হইলেন। কিন্তু রিচার্ডকে কোনও দোষ দিলেন না। আদা একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়া আমার হাতে দিলেন।

স্থির হইল, শার্লি আমার সঙ্গে যাইবে।

লণ্ডন হইতে মেল-গাড়ীতে চড়িয়া আমরা কেন্ট অভিমুখে যাত্রা করিলাম। মনে কত প্রকার চিন্তাই হইতে লাগিল। রিচার্ডকে কি অবস্থায় দেখিব, কি কথা বলিব, তিনিই বা কি জবাব দিবেন, ইত্যাকার নানা চিন্তায় পথ অতিবাহন করিতে লাগিলাম।

অতি প্রত্যূষে আমরা ডিল্ নগরে পৌঁছিলাম। সমুদ্র-তীরে এই নগরটি অবস্থিত। শ্বেত কুজ্ঝটিকায় তখন সমুদ্র সমাচ্ছন্ন। বন্দরস্থিত জাহাজগুলি অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল।

একটা উৎকৃষ্ট হোটেলে আমরা আশ্রয় লইলাম। তখন নিদ্রা যাইবার সময় নহে। কাজেই প্রাতরাশ করিতে বসিলাম। আমাদের ঘরটি ঠিক একটি কেবিনের মত। শার্লি খুব উৎসাহিতা হইয়া উঠিল। কুহেলিকার ধূম্র-যবনিকা ক্রমে যেন সরিয়া যাইতে লাগিল। বন্দরে অসংখ্য জাহাজ নোঙ্গর করিয়া আছে দেখিলাম। কয়েকখানা খুব অতিকায় জাহাজও দেখিলাম। ভারতবর্ষ হইতে সম্প্রতি একখানা বড় জাহাজ ফিরিয়া আসিয়াছে। তখন সূর্য্য উঠিয়াছিল। ভারত-প্রত্যাগত দীর্ঘদেহ জাহাজ-খানিই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। তাহার চারিদিকে বহুসংখ্যক নৌকা। এই নবাগত জাহাজের আরোহীরা তীরে আসিবার জন্য কত না ব্যগ্র! শার্লি ভারতবর্ষের জলবায়ু, ব্যাঘ্র, সর্প প্রভৃতির গল্প শুনিবার জন্য আমাকে ধরিয়া বসিল। আমি বই পড়িয়া এ সম্বন্ধে যতটুকু সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহাকে জানাইলাম।

প্রথমে ভাবিলাম যে, রিচার্ডকে পত্র লিখিয়া জানাই, আমি এখানে আসিয়াছি। কিন্তু ক্ষণপরেই মনে করিলাম, একেবারে হঠাৎ তাঁহার সঙ্গে দেখা করাই ভাল। তিনি সেনানিবাসে থাকিতেন। সেখানে গিয়া দেখা করা কত দূর সঙ্গত, তাহাও একবার চিন্তা করিলাম। কিন্তু শেষে যাওয়াই স্থির করিলাম।

সেনা-নিবাসের কাছে আসিয়া দেখিলাম, তখনও সব নিস্তব্ধ। অদূরে জনৈক সার্জ্জেন্ট দাঁড়াইয়াছিল। তাহার কাছে রিচার্ডসম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, সে জনৈক লোক আমাদের সঙ্গে দিল। একটা দ্বারের কাছে আসিয়া সে শব্দ করিল এবং আমাদিগকে রাখিয়া চলিয়া গেল।

কক্ষমধ্য হইতে উত্তর আসিল, "কে?" আমি শার্লিকে বাহিরে রাখিয়া বলিলাম, "ভিতরে আসিতে পারি, আমি ডেম্ ডর্ডেন্।"

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, চারিদিকে কাপড়-চোপড়, বই-জুতা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। ভূমিতলে পোর্টমেণ্টটি পড়িয়া আছে। রিচার্ড তখন টেবলে বসিয়া কি লিখিতে-ছিলেন, সামরিক পরিচ্ছদ তাঁহার অঙ্গে ছিল না। তাঁহার মস্তকের কেশরাশি অপ্রসাধিত! রিচার্ড আমাকে সমাদরে বসাইলেন।

"ইস্থার, তুমি এখানে? এখানে তোমাকে দেখিব, ইহা ত স্বপ্নেরও অগোচর! বাড়ীর সব ভাল? আদা ভাল আছে?"

"ভাল, আদা বেশ আছে।"

"আমি তোমাকে পত্র লিখিতেছিলাম, ইস্থার।"

রিচার্ডের আর সে চেহারা নাই। এমন সুপুরুষ যেন একেবারে মুষড়াইয়া পড়িয়াছেন। মুখের সে লাবণ্য নাই। রিচার্ড অর্দ্ধলিখিত চিঠিখানি শতখণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

"বেশ! তুমি পত্রখানা লিখিলে, একবার আমা[illegible] পড়িতেও দিলে না?"

"এই ঘরখানি দেখিলেই সব বুঝিতে পারিবে। আমা[illegible] এই ঘরটিতে সবই লেখা আছে!"

আমি তাঁহাকে আশ্বাস দিলাম। আমি দৈবাৎ তাঁহা[illegible] সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিয়া তাঁহার সহিত পরাম[illegible] করিতে আসিয়াছি।

"তোমার মত কথাই তুমি বলিয়াছ, ইস্থার। কিন্তু সব বৃথা। আজ হইতে আমার ছুটী। এক ঘণ্টা পরে আ[illegible] এ স্থান ত্যাগ করিতাম। একবার ধর্ম্মযাজক হইবার ইচ্ছ[illegible] আছে। তাহা হইলে আর কিছুই বাকী থাকিবে না।"

আমি বলিলাম, "অবস্থা কি এমনই দাঁড়াইয়াছে, রিচার্ড[illegible]

"সত্যই, ইস্থার। আমার অবস্থা এমনই শোচনীয় [illegible] আমার উপরওয়ালারা আমাকে ছাড়িয়া দিতে পারিলে[illegible] নিশ্চিন্ত হন। তাঁহাদিগকে আমি দোষ দিই না। [illegible] প্রভৃতির কথা বাদ দিলেও, এ কার্য্যের আমি সম্পূ[illegible] অনুপযুক্ত। কার্য্যে আমার অনুরাগ, উৎসাহ কিছুই নাই[illegible] শুধু একটা বিষয়ে আমার উৎসাহ আছে, তা ত তুমি জানই[illegible] আমি পশ্চাতে না থাকিলে ভোলেস্ একাই বা কি[illegible] করিবেন!"

আমার মুখ দেখিয়া রিচার্ড আমার মনের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন, "ডেম্ ডর্ডেন্, তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা, দুটি বিষয়ে তুমি আমায় কোন অনুরোধ করিও না। প্রথম—জন্ জারন্ডিসের প্রসঙ্গ; দ্বিতীয়টি কি, তাহা তুমি জান। তুমি আমাকে উন্মত্ত মনে করিতে পার, কিন্তু কি করিব বল, সে আমি কোনমতেই পারিব না। আমি বুঝিতেছি সব, তথাপি নিবৃত্ত হইবার উপায় নাই। জীবনে আমার ঐ একমাত্র লক্ষ্য।"

তাঁহার মনের অবস্থা যেরূপ দেখিলাম, তাহাতে তাঁহার মতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিলে তাঁহার জেদ আরও বাড়িয়া যাইবে, তাহাতে কোনও উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। আমি আদার পত্রখানি বাহির করিয়া তাঁহাকে দিলাম।

পত্র পড়িতে পড়িতে তিনি জানালার ধারে চলিয়া গেলেন। পড়া শেষ হইলে তিনি যখন আমার কাছে ফিরিয়া আসিলেন, দেখিলাম, তাঁহার নয়নে অশ্রু।

রিচার্ড বলিলেন, "এ পত্রে আদা কি লিখিয়াছেন, তাহা বোধ হয় তুমি জান, ইস্থার?"

"হাঁ, রিচার্ড।"

"সে বলিয়াছে, তাহার যাহা কিছু সম্পত্তি সে পাইবে, তাহার আয় লইয়া আমি যেন দেনা শোধ করি; কিন্তু চাকরী যেন পরিত্যাগ না করি।"

"তোমার মঙ্গলই তাহার জীবনের একমাত্র কাম্য, চার্ড। এমন অন্তঃকরণ আর কাহার আছে?"

"সে কথা যথার্থ। হায়! আজ যদি আমার মৃত্যু হইত!"

রিচার্ড জানালার ধারে গিয়া বাহুমধ্যে মুখমণ্ডল কাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার এ অবস্থা দেখিয়া আমার অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইতে লাগিল; কিন্তু বাধা দিলাম যদি আদার স্মৃতিতে রিচার্ডের মতপরিবর্ত্তন ঘটে। ন্তু আমার অভিজ্ঞতা কতটুকু? সহসা রিচার্ড উত্তেজিত-বে বলিয়া উঠিলেন, "এ দেখিতেছি জন্ জারন্ডিসের খেলা। রই বাড়ীতে থাকিয়া আদা এইরূপ উদারতা দেখাইতেছে, হাতে জারন্ডিসের ষড়যন্ত্র আছে। আমাকে কিনিয়া ইবার এটাও একটা চক্রান্ত!"

আমি বলিয়া উঠিলাম, "রিচার্ড! ছিঃ! এ সব তুমি ছেলেমানুষের মত বলিতেছ? এমন গ্লানিকর কথা আমার কাছে বলিও না!" বাস্তবিক আমি চটিয়া গিয়াছিলাম। রিচার্ডের উপর জীবনে এই আমার প্রথম ক্রোধ। মুহূর্ত্ত পরেই আমি দুঃখিত-চিত্তে বলিলাম, "এ রকম স্বরে তুমি আমার কাছে তাঁহার নিন্দা করিও না। তোমার উচিত নয়!"

রিচার্ড নিজেকে দোষ দিতে লাগিলেন। তিনি যে ঘোরতর অন্যায় করিয়াছেন, তাহাও প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। রিচার্ড আমার নিকট ক্ষমাও চাহিলেন।

অবশেষে তিনি বলিলেন, "আদার প্রস্তাবে সম্মত হওয়া অসম্ভব। সৈনিকের কাজ শেষ হইয়াছে, আর এখানে থাকা আদৌ চলিবে না। তবে এত দুঃখের মধ্যেও আমার এইটুকু তৃপ্তি যে, আমার সঙ্গে সঙ্গে আদার স্বার্থও আমি দেখিতেছি। ভোলেস্ আমার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন।"

রিচার্ডের ভাবগতিক দেখিয়া আমি শঙ্কিত হইলাম। তিনি আমাকে বিষণ্ণ দেখিয়া বলিলেন, "ইস্থার, কোনও চিন্তা করিও না। আমি একেবারে নিরুপায় নই। উত্তমর্ণের নিকট অধিক সুদে আমি টাকা ধার করিতেছি। শুধু খত লিখিয়া দিলেই সে সন্তুষ্ট থাকিবে, ভোলেস্ আমায় বলিয়াছেন। যাক্, তুমি একখানা চিঠি লইয়া আদার নিকট যাও। আমার জন্য কোন চিন্তা করিও না। সব ভাল হইবে।"

আর কোন উপায় না দেখিয়া আমি হোটেলে ফিরিলাম। রিচার্ডও তথায় আমাদের সহিত মিলিত হইবেন, স্থির হইল।

আমরা সমুদ্রের তীরপথে চলিতেছিলাম। এক স্থলে খুব জনতা দেখিলাম। কতিপয় নৌবিভাগীয় কর্ম্মচারীকে ঘিরিয়া অনেকগুলি লোক দাঁড়াইয়া। আমি শার্লিকে বলিলাম, বোধ হয়, ভারত-প্রত্যাগত জাহাজের আরোহীরা নামিতেছে। শার্লির অনুরোধে সেইখানে দাঁড়াইয়া আমরা জনতা দেখিতে লাগিলাম।

ভদ্রলোকগণ গল্প করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করায় তাঁহাদের মুখে আনন্দচিহ্ন যেন ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

"শার্লি! শার্লি! শীঘ্র এস।" বলিয়া আমি দ্রুত অগ্রসর হইলাম। বালিকা সবিস্ময়ে আমার অনুবর্ত্তিনী হইল।

সোজা নিজের কক্ষে আসিয়া আমি নিশ্বাস ত্যাগ করিলাম। এমন দ্রুতভাবে কেন আমি পলাইয়া আসিলাম? কেন?—নবাগতদিগের মধ্যে আমি আলান্ উড্‌কোর্টের মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছিলাম। পাছে তিনি আমাকে চিনিতে পারেন, সেই আশঙ্কায় আমি পলাইয়া আসিয়াছিলাম। তিনি আমার পরিবর্ত্তিত মুখমণ্ডল দর্শন করেন, এ ইচ্ছা আমার ছিল না।

হোটেলে ফিরিয়া ভাবিয়া দেখিলাম, আমার কার্য্যটি সঙ্গত হয় নাই। আমার পলায়নের কোনও হেতুই ছিল না। আমার ক্ষতলাঞ্ছিত মুখমণ্ডল তিনি দেখিলেই বা কি, আর না দেখিলেই বা কি!

দেশপ্রত্যাগত নাবিকের দল এই হোটেলের দিকেই আসিতেছে দেখিলাম। সিঁড়িতে কণ্ঠস্বর শোনা গেল! হ্যাঁ, এ তাঁহারই গলার স্বর বটে। প্রথমতঃ ইচ্ছা হইল, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবার পূর্ব্বেই যেন এখান হইতে চলিয়া যাইতে পারি। কিন্তু পরক্ষণেই সে ইচ্ছাকে দমন করিলাম, "কেন? এ ভীরুতা কেন?"

একখানি কাগজে আমি লিখিলাম যে, রিচার্ডের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আমি এখানে আসিয়াছি। তার পর মিঃ উড্‌কোর্টের কাছে কাগজখানি পাঠাইয়া দিলাম। তখনই তিনি আমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। প্রথমেই আমি তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনে আনন্দ প্রকাশ করিতেছি, সে কথা তাঁহাকে জানাইলাম। তিনি আমার জন্য অনেক দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

আমি বলিলাম, "জাহাজ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় আপনি অনেক কষ্ট পাইয়াছেন, আপনার জীবনও বিপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু সেটাকে এখন আর ঠিক দুর্ভাগ্য বলা যায় না। আপনার বীরত্ব সেই সময়ে যথার্থভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সংবাদপত্রে আমরা সে বিবরণ পড়িয়াছি। রোগমুক্ত হইবার পরই আমি মিস্ ফ্লিটের নিকট সে সংবাদ প্রথম পাই।"

"মিস্ ফ্লিট্ এখনও সেই ভাবে আছেন?"

"ঠিক একই ভাবে চলিয়াছে।"

এখন আমি অবগুণ্ঠন একেবারে সরাইয়া দিয়াছিলাম।

"আপনার কঠিন পীড়া হইয়াছিল, সে সংবাদে আমি অত্যন্ত দুঃখিত।"

"হ্যাঁ, কঠিন পীড়াই হইয়াছিল।"

"কিন্তু এখন ত বেশ সারিয়া উঠিয়াছেন?"

"হ্যাঁ, স্বাস্থ্য ও প্রফুল্লতা ফিরিয়া পাইয়াছি। আমাদের কর্তা এ বিষয়ে কিরূপ অবহিত, তা বোধ হয় আপনি জানেন। এখন বেশ আনন্দে দিন যাইতেছে। তাঁহার নিকট হইতে জীবনের যাহা কিছু কাম্য, সবই আমি পাইতেছি।"

আমি অসঙ্কোচে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রা-প্রণালীর সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, আর বোধ হয় তাঁহাকে দূর প্রবাসে যাইতে হইবে না। তিনি বলিলেন যে, এখনও কিছু নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। ভারতবর্ষে গিয়া যে সৌভাগ্যলক্ষ্মীর বিশেষ প্রসন্ন দৃষ্টিলাভে তিনি সমর্থ হইয়াছেন, এ কথা ঠিক নহে। দরিদ্র ডাক্তার হইয়া তিনি ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন, সেই ভাবেই ফিরিয়া আসিয়াছেন।

ইতিমধ্যে রিচার্ড আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হইলেন। আমি লক্ষ্য করিলাম, উড্‌কোর্ট রিচার্ডের সহিত আলাপ করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ তাঁহার দিকে চাহিতেছিলেন। আমার সন্দেহ হইল, রিচার্ড সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোন প্রকার আশঙ্কা জাগিয়াছে। রিচার্ড কিন্তু পূর্ব্ব-বন্ধুকে ফিরিয়া পাইয়া খুব উৎসাহ প্রকাশ করিতেছিলেন।

রিচার্ড প্রস্তাব করিলেন যে, আমরা সকলেই একসঙ্গে লণ্ডন-যাত্রা করিব। কিন্তু উড্‌কোর্ট বলিলেন যে, তিনি আমাদের সঙ্গে যাইতে পারিবেন না, কারণ, জাহাজের কাজের জন্য তাঁহার আরও কিছু বিলম্ব হইবে। সে দিন তিনি আমাদের সহিত ভোজন করিলেন। আমাদের যাইবার সময় ঘনাইয়া আসিল। রিচার্ড মালপত্রগুলি উঠিয়াছে কি না দেখিতে গেলেন।

সেই সময় আমি রিচার্ড সম্বন্ধে গোটাকয়েক কথা উড্‌কোর্টকে বলিলাম। তিনি মনোযোগ দিয়া সব শুনিলেন।

আমি বলিলাম, "আপনি রিচার্ডকে অভিনিবেশ সহকারে দেখিতেছিলেন। তাঁহার কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বলিয়া কি আপনি অনুমান করেন?"

তিনি বলিলেন, "পরিবর্ত্তন যথেষ্ট হইয়াছে। আমি রোগা-মোটার কথা বলিতেছি না। কিন্তু তাঁহার মুখে যে পরিবর্ত্তন দেখিয়াছি, তাহা ইতিপূর্ব্বে কোন যুবকের মুখে দেখি নাই। উৎকণ্ঠা, ক্লান্তি ও নৈরাশ্যমিশ্রিত একটা ম্লান ছায়া উঁহার মুখে দেখিলাম।"

"উঁহার কোন রোগ হইয়াছে বলিয়া কি মনে করেন?"

"না, শরীর বেশ সুস্থ ও সবল আছে।"

"মিঃ উড্‌কোর্ট, আপনি লণ্ডনে যাইতেছেন ত?"

"কাল কিংবা পরশ্ব যাইব।"

"রিচার্ডের একটি বন্ধুর বিশেষ প্রয়োজন। তিনি আপনাকে ভালবাসেন। আপনি লণ্ডনে গিয়া তাঁহাকে দেখিলে সুখী হইব। যতটা পারেন, আপনার সঙ্গটা তাঁহাকে দিবেন। ইহাতে তাঁহার কি উপকার যে আপনি করিবেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এ জন্য আমি, মিঃ জারন্‌ডিস্ এবং আমি কি পরিমাণে আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব, তাহা বলিয়া আপনাকে বুঝাইতে পারিব না।"

"মিস্ সমার্‌সন্, জানিয়া রাখুন, আমি প্রকৃত বন্ধুর কাজ করিব। আমি আজ হইতে তাঁহাকে আমার শ্রেষ্ঠতম সুহৃদ বলিয়া গ্রহণ করিলাম। প্রাণ দিয়াও আমি তাঁহার মঙ্গলের চেষ্টা করিব।"

ডাক্তারকে এমন বিচলিত হইতে আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই।

আমার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল। বলিলাম, "ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন। আদা উঁহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসেন। আমরা সকলেই রিচার্ডকে প্রাণ ভরিয়া স্নেহ করি। তবে আদার মত কেহ নয়। আমি তাহাকে আপনার কথা বলিব। ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন!"

রিচার্ড ফিরিয়া আসিলেন। আমাদের কথা তৎপূর্ব্বেই বন্ধ হইয়াছিল।

রিচার্ড বিদায়ের পূর্ব্বে বলিলেন, "উড্‌কোর্ট, লণ্ডনে যেন দেখা হয়।"

"নিশ্চয়ই, তুমি ছাড়া লণ্ডনে আমার অন্য কোন বন্ধু নাই। কোথায় তোমার দেখা পাইব?"

"সাইমণ্ড ইন্—ভোলেসের বাড়ী আমার দেখা পাইবে।"

"উত্তম। শীঘ্রই আমি দেখা করিব।"

উভয়ে করকম্পন করিলেন। ডাক্তার একবার রিচার্ডের স্কন্ধে হাত রাখিয়া আমার দিকে চাহিলেন। সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়া আমি তাঁহাকে উদ্দেশে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলাম।

৪৬

এক দিন প্রভাতে লণ্ডনের কোন দরিদ্র পল্লীর মধ্য দিয়া জনৈক ভদ্রলোক চলিতেছিলেন। সে পল্লীটি যে সকল রকমেই হেয়, আবর্জ্জনাপূর্ণ, তাহা পথঘাট ও পথিপার্শ্বস্থ গৃহগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। পথিক চারিদিকে চাহিতে চাহিতে পথ চলিতে লাগিলেন। অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় অনুকম্পায় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। তিনি দেখিলেন, কর্দ্দমাক্ত রাজপথে জনসমাগমমাত্র নাই। শুধু একটি গৃহের দ্বারপ্রান্তে একটি রমণী বসিয়াছিলেন। তিনি সেই দিকে পদচালনা করিলেন। পথিক বুঝিলেন, অপরা রমণীটিও তাঁহারই মত পথিক। দীর্ঘপর্য্যটনে ক্লান্ত হইয়া কাহারও দ্বারপ্রান্তে বিশ্রাম করিতেছে। পথিক নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, রমণীর পার্শ্বে একটি কাপড়ের ব্যাগ এবং একটা পুঁটুলী।

পথিক, আলান উড্‌কোর্ট। তিনি রমণীর পার্শ্ব দিয়া যাইবার সময় বলিলেন, "কি হইয়াছে, বাছা?"

"কিছু না, মশায়।"

"তুমি বুঝি বড় শ্রান্ত? পথে ব'সে আছ কেন?"

"ধন্যবাদ! আমি বিশেষ শ্রান্ত নই।"

দরিদ্র, পীড়িত, আর্ত্ত, দেখিলেই ডাক্তার উড্‌কোর্ট তাহাদের সংবাদ লইয়া থাকেন। ইহা তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ গুণ। চিকিৎসক রমণীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "তোমার কপালটা দেখি, আমি ডাক্তার। তোমার ভয় নেই। আমি তোমায় ব্যথা দিব না।"

রমণী কিছু নয় বলিয়া আঘাতচিহ্নটিকে ঢাকা দিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু অভিজ্ঞ চিকিৎসককে ফাঁকি দেওয়া সহজ নহে। তিনি বলিলেন, "বেশ কেটে গেছে দেখিতেছি। চামড়াটা একেবারে উঠে গেছে। বড় ব্যথা এখানে নিশ্চয়!"

রমণীর গণ্ড বহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সে বলিল, "হ্যাঁ, ব্যথা আছে বৈ কি!"

"আচ্ছা, আমি এটাকে বাঁধিয়া দেই। আমার রুমালে তোমার কোন ব্যথা লাগিবে না।"

"না, তা লাগিবে না!"

ডাক্তার পকেট হইতে একটি আধার বাহির করিয়া ঔষধ ও যন্ত্রের সাহায্যে ক্ষতটিতে প্রলেপ দিয়া রুমাল দ্বারা বাঁধিয়া দিলেন।

"তোমার স্বামী বুঝি ইট তৈয়ার করে?"

রমণী বলিল, "আপনি কি করিয়া জানিলেন?"

"তোমার ব্যাগ ও কাপড়ে মাটীর দাগ দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম। তাহা ছাড়া যাহারা ইট তৈয়ার করে, তাহারা মাঝে মাঝে খুচরা কাজের জন্য এখানে ওখানে যায়। আমি জানি, তাহারা তাহাদের স্ত্রীর উপর বড়ই নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়া থাকে।"

রমণী প্রতিবাদের জন্য ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিল। কিন্তু সে গম্ভীর মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া সে আবার চক্ষু নত করিল।

ডাক্তার বলিলেন, "তোমার স্বামী এখন কোথায়?"

"গেল রাত্রিতে তার একটু বিপদ ঘটেছে, মশায়। কিন্তু সে ভাড়াটে বাড়ীতে এসে আমার খোঁজ করবে।"

ডাক্তার বলিলেন, "এমন ভাবে যদি সে তাহার হাতের অপব্যয় করিতে থাকে, তবে এক দিন সে আরও বিপদ ডাকিয়া আনিবে। যাক্, সে নির্দ্দয় হইলেও তুমি তাহাকে ক্ষমা করিও। তোমার ছোট ছেলে-মেয়ে নাই?"

"আমার নিজের ঠিক নাই, তবে লিজের যে ছেলেটি আছে, প্রায় আমার ছেলেরই মত।"

"তোমারটি মারা গিয়াছে বুঝি? আহা!"

এতক্ষণে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ হইয়াছিল। ডাক্তার বলিলেন, "তোমার দেশ কোথায়? নিজের বাড়ী-ঘর নিশ্চয়ই আছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এখান থেকে বাইশ তেইশ মাইল দূর। সেন্ট আল্‌বানে আমাদের ঘর। সে জায়গা আপনি চেনেন, মশায়? আপনি চম্‌কে উঠেছিলেন ব'লে যেন আমার মনে হ'ল?"

"হ্যাঁ, জায়গাটার নাম আমি জানি। একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। ঘর ভাড়া দিবার মত টাকাকড়ি তোমার কাছে আছে কি?"

রমণী টাকা দেখাইয়া বলিল, তাহার ভাড়া দিবার সংস্থান আছে। তার পর নমস্কার করিয়া রমণী চলিয়া গেল।

ডাক্তার অগ্রসর হইতেই দেখিলেন যে, একটি মূর্ত্তি সতর্কভাবে আসিতেছে। তিনি দেখিলেন, সেটি একটি শীর্ণকায় বালকের মূর্ত্তি। বালক আত্মগোপনের জন্য এমন সচেষ্ট যে, সে পশ্চাতে স্থিত ডাক্তারকে লক্ষ্যই করিল না।

বালকটিকে দেখিয়া উড্‌কোর্টের মনে হইল, ইহাকে তিনি যেন কোথায় পূর্ব্বে দেখিয়াছেন। কিন্তু কোথায় দেখিয়াছেন, তাহা কিছুই মনে করিতে পারিলেন না। তিনি ধীরে ধীরে চলিয়াছেন, এমন সময় পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিলেন, বালকটি ছুটিয়া আসিতেছে আর তাহার পশ্চাতে সেই রমণী আসিতেছে।

রমণী চীৎকার করিয়া বলিল, "ওকে ধরুন, পালাতে দিবেন না। ধরুন!"

ডাক্তার বালকের দিকে ধাবিত হইলেন। বালক ক্ষিপ্র-গতিতে একটা মণ্ডল দিয়া তাঁহাকে এড়াইয়া দৌড়িতে লাগিল। রমণী তখনও তাহার পশ্চাতে ছুটিতে লাগিল। আসল কিছু বুঝিতে না পারিয়া বালকের পশ্চাতে দৌড়িতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, বালকটি বোধ করি রমণীর কিছু চুরি করিয়া পলাইতেছে। বালকটি পুনঃ পুনঃ তাঁহার ঝুল কাটাইয়া পলাইতে লাগিল। ইচ্ছা করিলে তিনি বালকটিকে ঐ সময়ে আহত করিয়া ভূমিতলে পাড়িয়া ফেলিতে পারিতেন; কিন্তু সে দিকে তাঁহার মন ধাবিত হইল না; অবশেষে পলাতক ক্লান্ত হইয়া ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। উড্‌কোর্ট তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রমণীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

রমণী কাছে আসিয়া বলিল, "জো! জো! শেষে তোমায় পেলাম!"

মনোযোগ সহকারে বালকের দিকে চাহিয়া ডাক্তার বলিলেন, "জো, জো! থাম। সত্যই কি সে! করোনারের কাছে কিছুকাল আগে এই বালকটিকে দেখিয়াছিলাম।"

জো বলিল, "হ্যাঁ, আপনাকে আমি আগে দেখেছি। কিন্তু তাতে কি? আমার মত হতভাগাকে কি তোমরা একটু বিশ্রাম কর্ত্তে দেবে না? আমি কিছুই করি নি, তবে আমার উপর এত অত্যাচার করা কেন? আমাকে কি শেষে জলের মধ্যে গিয়ে বাস কর্ত্তে হবে?"

উডকোর্ট বালকের কথায় অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "বাস্তবিক, ও কি করিয়াছে?"

রমণী শুধু উত্তরে বলিল, "জো, জো! এত দিন পরে তোমায় পেয়েছি!"

"ও কি করিয়াছে?" তোমার কিছু চুরি করিয়াছে কি?"

"না, মহাশয়, আমার চুরি করিবে কেন? ও বরং আমার অনেক উপকার করেছে।"

ডাক্তার সবিস্ময়ে একবার রমণী ও আরবার বালকটির দিকে চাহিতে লাগিলেন।

রমণী বলিল, "জো আমার ওখানে সেন্ট আল্‌বানে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে ওর অসুখ হয়। সেই অবস্থায় একটি যুবতী মহিলা ওকে নিয়ে যান। কিন্তু ওকে দয়া করতে গিয়ে শেষে তাঁর ভয়ানক ব্যায়রাম হয়—"

আলান্ সভয়ে বালকের নিকট হইতে কয়েক পদ পিছাইয়া গেলেন।

"হ্যাঁ, মশায়, সত্যি কথা। ওর দুঃখ দেখে তিনি ওকে বাড়ীতে নিয়ে যান। কিন্তু ও সেখান থেকে পালিয়ে যায়। তার পর আর ওর কোন সংবাদই কেউ পায় নি। সেই সুন্দরী মহিলাটি ওর জন্যই অসুখে পড়েন। তাঁর এমন সুন্দর চেহারা—এখন দেখলে আর চিন্‌তে পারা যায় না। শুধু তাঁর দেবতার মত স্বভাব আর মধুর কণ্ঠস্বর ছাড়া তাঁকে চিন্‌বার কোন উপায় নেই। হতভাগা ছোকরা, তুই তা কি জান্‌বি! শুধু তোর জন্যই আজ তাঁর এই দুর্দশা।"

বালক সব কথা শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া ভূমিতলে শুইয়া রহিল।

আলান্ রমণীকে হস্তেঙ্গিতে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন।

"রিচার্ড আমাকে বলিয়াছে—অর্থাৎ আমি এ ব্যাপার জানি।" বলিতে বলিতে ডাক্তার মুখ ফিরাইয়া কি যেন দেখিতে লাগিলেন। সেটা ভানমাত্র, তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, শুধু আত্মসংবরণ করিয়া লইলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে ফিরিয়া বালকের নিকট আসিয়া বলিলেন, "এই রমণী কি বলিল, তাহা শুনিলে? এখন ওঠ, শীঘ্র ওঠ!"

জো ভূমিশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল।

ডাক্তার বলিলেন, "এই স্ত্রীলোকটি যাহা বলিল, সব সত্য। তুমি কি সেই সময় হইত এখানে আছ?"

"এখানে সবে আমি আজ এসেছি।"

"এখন এখানে আসিলে কেন?"

জো একবার সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল, তার পর বলিল, "কিছু জানিনে, কোন কাজও পারিনে। বড় গরীব আমি, শরীর ভাল না, তাই কোন লোকজন যখন এখানে থাকে না, সেই সময় এ দিকে এসেছি। ভেবেছিলুম, অন্ধকারে এক জায়গায় লুকিয়ে প'ড়ে থাক্‌বো। রাত্রিবেলা স্নাগস্‌বির কাছে গিয়ে কিছু চেয়ে নেব। তিনি আমাকে সব সময়ই চাইলে কিছু না কিছু দেন, তবে তাঁর বউ বড় দুষ্টু, সে আমাকে বড় কষ্ট দেয়।"

ডাক্তার বলিলেন, "এখন তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?"

বালক চুপ করিয়া রহিল। কোন উত্তর দিল না।

উডকোর্ট বলিলেন, "সেই মহৎপ্রাণা সুন্দরী তোমাকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন, দয়া করিয়া আশ্রয় দিলেন, আর তুমি কেন সেখান হইতে চলিয়া আসিলে?"

জো সহসা উত্তেজিতভাবে জানাইল যে, সেই সুন্দরীকে সে পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই, তাঁহার কথাও আগে জানিত না। তাহার জন্য তিনি পীড়িত হইয়াছিলেন, এ কথা সে শুনেও নাই। সে মরিয়া গেলেও তাঁহার কোন অনিষ্ট করিবে না। তিনি তাহার প্রতি যেরূপ দয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, জীবনে সে কখনও তেমন দয়া কাহারও নিকট পায় নাই। ডাক্তার বুঝিলেন, বালকের অন্তস্তল হইতে সে কথাগুলি বলিয়াছে। উহা কৃত্রিমতাভরা নহে।

ডাক্তার বলিলেন, "তবে সে রাত্রিতে তুমি অমনভাবে চলিয়া আসিলে কেন?"

জো অবশেষে বলিল, "আমি নিজে আসিনি, আমায় নিয়ে এসেছিল।"

"কে নিয়ে এসেছিল?"

"সে আমি বল্‌তে পারব না।"

"ভয় নাই, জো, আমায় বল, আমি তোমায় সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিব। কোন ভয় নাই।"

জো কোনমতেই নাম বলিতে চাহিল না। অবশেষে ডাক্তারের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে সে তাঁহার কাণে কাণে কি বলিল।

"বটে! তুমি কি করিয়াছিলে?"

"কিছু না। তবে আমি জায়গা ছেড়ে যাচ্ছিলুম। এখন দেখছি, গোরস্থান ছাড়া আমার জায়গা কোথাও নেই, মশায়!"

"না, না, আমরা তোমায় রক্ষা করিব। আচ্ছা, সে তোমাকে লইয়া গিয়া কি করিল?"

"হাসপাতালে নিয়ে গেছ্‌ল। অসুখ ভাল হ'লে তারা আমায় ছেড়ে দিলে। তিনি আমার হাতে গোটাকয়েক টাকা দিয়ে বল্লেন, 'যা, চ'লে যা। কেউ তোকে চায় না। লণ্ডনের চল্লিশ মাইলের মধ্যে যেন তোকে আর না দেখি।' আমি যেখানেই যাই না কেন, তিনি আমায় দেখতে পাবেন। তাই পালাচ্ছি।" জো থাকিয়া থাকিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল।

ডাক্তার রমণীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "জো অকৃতজ্ঞ নয়, কারণ ছিল বলিয়া উহাকে চলিয়া আসিতে হইয়াছিল। অবশ্য কারণটা তেমন গুরুতর নয়।"

জো, ডাক্তারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিল। বলিল, "আপনি সেই মহিলাকে জানাবেন, তিনি আমায় খুব দয়া করেছিলেন, সে জন্য আমি কৃতজ্ঞ।"

উড্‌কোর্ট বলিলেন, "জো, এখন তুমি আমার সঙ্গে চল। তোমার কোন ভয় নেই। কেউ তোমার কোন

অনিষ্ট করিতে পারিবে না। তুমি রাস্তার এ দিক দিয়ে চল, আমি অপর দিক দিয়া যাইতেছি, তাহা হইলে কেহ তোমায় সন্দেহ করিবে না।"

ডাক্তারের আশ্বাস-বাণীতে নির্ভর করিয়া জো তাঁহার সঙ্গে চলিল। রমণী আবার উড্‌কোর্টকে ধন্যবাদ করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিল।

৪৭

অ্যালান্ উড্‌কোর্ট চলিতে চলিতে ভাবিলেন, এই বালকটিকে কোথায় রাখিবেন। সুসভ্য দেশে বরং একটা অপরিচিত কুক্কুরের আশ্রয় মিলে, তথাপি এই শ্রেণীর মানব-শিশুর স্থান সহজে মিলে না। ডাক্তার বারংবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখিতেছিলেন, জো সঙ্গে আসিতেছে কি না।

একটি চা-র দোকানে আসিয়া ডাক্তার জোকে তথায় লইয়া গেলেন। জো রুটী ও কফি খাইবার সময় সভয়ে এক একবার চারিদিকে তাকাইতে লাগিল।

তাহার শারীরিক অবস্থা তখন এমনই শোচনীয় যে, ক্ষুধাও তাহার যেন ছিল না। দুই-এক চুমুক কফিপানের পর সে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। ডাক্তার তাহার নাড়ী ও বুক পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। নিকটে কোনও ডাক্তার-খানা নাই দেখিয়া দোকানদারের নিকট হইতে খানিকটা ব্রাণ্ডি কিনিয়া লইলেন। অতি সন্তর্পণে তিনি বালককে উহা পান করিতে দিলেন। ক্রমে ক্রমে বালক একটু সবল হইয়া উঠিল। তার পর সে রুটীর অবশিষ্টাংশ এবং কফি শেষ করিয়া ফেলিল। ডাক্তার তাহার সহিত কথায় কথায় অনেক ব্যাপার জানিয়া লইলেন। এমন কি, অবগুণ্ঠনাবৃতা মহিলার সংক্রান্ত যাহা যাহা জো জানিত, সবই সে বলিয়া ফেলিল। আহার শেষ হইলে ডাক্তার জোকে লইয়া আবার চলিতে লাগিলেন।

ডাক্তার প্রথমতঃ মিস্ ফ্লিটের সন্ধানে চলিলেন। কিন্তু ক্রুকের বাড়ীতে মিস্ ফ্লিট যে এখন নাই, তাহা তিনি জানিতেন না। সেখানে গিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, বৃদ্ধা, শ্রীমতী ব্লিন্ডারের বাড়ীতে উঠিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার ঠিকানা জানিয়া সেই দিকে চলিলেন। মিস্ ফ্লিট তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচিত ডাক্তারকে দেখিয়াই ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন।

স্বাগত-সম্ভাষণের পর ডাক্তার বলিলেন, "এই বালকটিকে এখন কোথায় রাখি বলুন ত? এর জন্য আমার ভারি ভাবনা হইয়াছে। আপনার জানাশুনা অনেক জায়গা আছে, একটা স্থির করুন।"

মিস্ ফ্লিট বলিলেন, "গ্রিড্‌লে যেখানে ছিলেন, সেইখানেই রাখা যাইতে পারে। জেনারেল জর্জ্জ আমাদের এ বিষয়ে সাহায্য করিতে পারেন।"

বৃদ্ধার সমভিব্যাহারে ডাক্তার, জোকে লইয়া জর্জ্জের "শিক্ষাগারে" গেলেন। তাঁহার সহিত উড্‌কোর্টের পরিচয় হইল।

বালকটিকে আশ্রয় দিবার কথা উঠিলে জর্জ্জ উহার পরিচয় লইলেন। ডাক্তার যাহা জানিতেন, সংক্ষেপে বলিলেন।—"জো অন্যত্র থাকিতে রাজী নয়। একটি লোককে সে যমের মত ভয় করে। সেই ব্যক্তি উহাকে এ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে আদেশ করিয়াছে।"

জর্জ্জ বলিলেন, "সে লোকটির নাম বলিতে মানা আছে কি?"

"না, মানা নাই। তাহার নাম বকেট্।"

"ডিটেক্‌টিভ বকেট্?"

"হ্যাঁ, সেই।"

"তাকে আমি বেশ চিনি।"

ডাক্তার বলিলেন, "মিস্ জারন্‌ডিস্ ও মিস্ সমারসন্ এই বালকটির হিতাকাঙ্ক্ষী। আমি তাঁহাদিগকে জো'র কথা জানাইব। ইতিমধ্যে ইহাকে কোন নিরাপদ স্থানে রাখিতে হইবে। টাকা দিলে কেহ ইহাকে রাখিতে রাজী হইবেন কি? আপনি এমন কোন লোককে জানেন কি?"

জর্জ্জ বলিলেন, "দেখুন, মিস্ সমারসন্‌কে খুসী করিবার জন্য আমি সবই পারি। বালকটিকে আমার এই ক্ষুদ্র কুটীরের এক প্রান্তে আশ্রয় দিতে পারি, অবশ্য আপনি যদি অমত না করেন। তবে বালকটির কোন সংক্রামক ব্যাধি নাই ত?"

ডাক্তার সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। তিনি বলিলেন, "উহার শরীরে কোন সংক্রামক ব্যাধি নাই সত্য, তবে বালকটির অবস্থা আশাপ্রদ নহে। বাঁচিবে কি না, ঠিক বলা যায় না।"

"আপনি কি মনে করেন, আশু উহার প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা?"

"সেই রকমই ত আশঙ্কা হইতেছে।"

"তবে আর বিলম্বে কাজ নাই। ফিল্, শীঘ্র বালককে ভিতরে লইয়া যাও।"

একটি ছোট ঘরের মধ্যে শয্যা পাতিয়া জোকে তথায় শোয়াইয়া দেওয়া হইল। ডাক্তার বলিলেন, "জো, তুমি এখানে নিরাপদে থাকিবে, কেহ তোমায় বিরক্ত করিবে না। ইনি মিঃ জর্জ্জ, তোমার দেখাশুনার ভার লইলেন। তোমার কোন ভয় নাই।"

বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া গেলে, মিস্ ফ্লিট সানন্দে বিদায় লইলেন। ফিল্ বালকের শুশ্রূষায় রত হইল।

জর্জ্জ ডাক্তারকে বলিলেন, "আপনি মিস্ সমারসন্‌কে ভালরূপে চেনেন?"

"হ্যাঁ।"

"কোন সম্বন্ধ আছে কি?"

"না, তা নাই।"

জর্জ্জ বলিলেন, "আমার কৌতূহলকে মার্জ্জনা করিবেন। মিস্ সমারসন্ এই বালকটির প্রতি বিশেষ যত্নপরায়ণা। আপনিও উহার প্রতি অসাধারণ স্নেহ দেখাইতেছেন, তাই মনে করিয়াছিলাম, তাঁহার সহিত আপনার কোন আত্মীয়তা আছে কি না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন, বালক এখন আমার তত্ত্বাবধানে রহিল। আমি উহাকে আপনার জনের মতই দেখিব।"

"আমার পক্ষেও সেই কথা, মিঃ জর্জ্জ।"

জর্জ্জ বলিলেন, "দেখুন, আপনি যখন বালক সম্বন্ধে সব কথাই বলিলেন, তখন আমার মনের কথাটাও বলি। বালকটিকে, বকেট যে বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিল, আমি তা চিনি। যার কাছে নিয়ে গিয়েছিল, তাকেও জানি। সে ব্যক্তির নাম টল্‌কিংহরণ।"

আলান বলিলেন, "লোকটা কেমন?"

"লোকটা কেমন? অতি বদ। লোককে যন্ত্রণা দিবার গুরু-মহাশয় তিনি। দয়া, মায়া, স্নেহ তাঁর শরীরে আছে বলিয়া মনে হয় না। তাঁর কথা বলিতে গেলেই আমার শরীর জ্বলিয়া উঠে।"

উড্‌কোর্ট বলিলেন, "কথাটা তুলিয়া আমি তবে ত আপনার মনে বড়ই কষ্ট দিয়াছি!"

"এতে আপনার দোষ কিছু নাই। আমার উপর লোকটির কোন কারণে কিছু অধিকার জন্মিয়াছে। ইচ্ছা করিলেই সে আমাকে এই বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিতে পারে। টাকা দিতে গেলেও লইবে না, দেখাও করিবে না। লোকটা আমায় পাগল করিয়া দিবে। সোজা পথে একবার তাহাকে পাই ত আমি তাহাকে আচ্ছারূপে শিক্ষা দিয়া দিতে পারি।"

অল্পক্ষণ আলাপের পর ডাক্তার বিদায় লইলেন। তার পর জারন্‌ডিসের নিকট গিয়া সকল ব্যাপার বিবৃত করিলেন। মিঃ জারন্‌ডিস্ তাঁহার সহিত জোকে দেখিতে আসিলেন। তিনি বলিলেন, জোর কথা যাহাতে বেশী জানাজানি না হয়, তাহা করা দরকার। জো তাঁহার নিকট সকল কথাই প্রকাশ করিল। কথাপ্রসঙ্গে সে পুনঃ পুনঃ স্নাগ্‌সবির নাম উল্লেখ করিল।

ডাক্তার স্থির করিলেন যে, সে যখন স্নাগ্‌সবির নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতেছে, তখন একবার তাঁহাকে ডাকিয়া আনা দরকার।

দোকানে বসিয়া স্নাগ্‌সবি কাজ করিতেছিলেন। ডাক্তার তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "আপনি আমায় চিনিতে পারিতেছেন না, মিঃ স্নাগ্‌সবি?"

স্নাগ্‌সবির হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। ইদানীং তাঁহার এইরূপ আরম্ভ হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, "না, বাস্তবিক আমার স্মরণ হইতেছে না।"

ডাক্তার বলিলেন, "দুইবার আপনি আমায় দেখিয়াছেন। একবার এক দরিদ্র রোগশয্যাপার্শ্বে, আরবার—"

স্নাগ্‌সবির সব মনে পড়িল। তিনি আগন্তুককে লইয়া পার্শ্বস্থ একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

"আপনি বিবাহ করিয়াছেন কি?"

"না।"

স্নাগ্‌সবি বলিলেন, "খুব আস্তে কথা বলিতে পারিবেন কি? কারণ, আমার স্ত্রীটি নিকটে কোথাও লুকাইয়া কথা শুনিবার চেষ্টা করিতেছেন। এ যদি না হয়, আমি পাঁচশত পাউণ্ড বাজি হারিব!"

অতি বিমর্ষভাবে স্নাগসবি উপবেশন করিয়া বলিলেন, "দেখুন, মশায়, আমার নিজের জীবনে কোন গোপনীয় কাজ করি নাই। আমার স্ত্রীকে আমার জীবনের সব কথাই বলিয়াছি। তাহাকে লুকাইবার মত আমি কোন কাজ কখনও করি নাই; করিলেও তাহা গোপন করিতাম না। কিন্তু সত্য বলিতে কি, এখন আমার জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে খালি ঢাকাঢাকি লুকোচুরি চলিয়াছে—এ আমার অসহ্য।"

ডাক্তার দুঃখ প্রকাশ করিলেন। পরে বলিলেন, তিনি জোকে জানেন কি না? মিঃ স্নাগ্‌সবি যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি-টাকে চাপা দিয়া বলিলেন, "তাকে আর চিনি না? দুনিয়াতে আমার স্ত্রী যদি কাহারও বিরোধী হয়, তবে সে ঐ জো!"

ডাক্তার সবিস্ময়ে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

"কেন? তা জানি না, ম'শায়! আপনি বিবাহ করেন নাই, তাই এই প্রশ্ন করিলেন। যদি সপত্নীক হইতেন, তবে হয় ত জিজ্ঞাসা করিতেন না!"

যাহা হউক, অবশেষে স্নাগ্‌সবি ডাক্তারের বক্তব্য শ্রবণ করিলেন। তার পর বলিলেন, "কোন ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছেন যে, আমি যেন জো'র কথা কাহাকেও না বলি। তার পর আপনি আসিয়া বলিতেছেন, আমি যেন তাহার কথা সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিকে কোনও মতে না জানাই। এ যে দেখিতেছি, পাগলা গারদের ব্যাপার হইয়া উঠিল!"

অনেক আলোচনার পর বৃদ্ধ স্নাগ্‌সবি জোকে বৈকালে দেখিয়া আসিতে চাহিলেন। বালকের অবস্থা শুনিয়া তাঁহার করুণার্দ্র হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল।

স্নাগ্‌সবি পত্নীর দৃষ্টি এড়াইয়া অতি কষ্টে জোকে দেখিতে গেলেন। জো তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত খুসী হইল। সে তখন বেশ আরামে আছে, তাহার কোন অসুবিধা নাই জানাইল। স্নাগ্‌সবি তাহার হাতে একটি অর্দ্ধ স্বর্ণ-মুদ্রা অর্পণ করিলেন।

জো বলিল, "আমার ভাগ্য ফিরে গেছে, মিঃ স্নাগ্‌সবি। এখন কত আরামে আছি, তা আপনি বুঝতে পারবেন না। তবে সেটার জন্য আমি বড় দুঃখিত।"

স্নাগ্‌সবি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসের জন্য সে দুঃখিত? উত্তরে বালক বলিল, "সেই লেডীর বাড়ী গিয়েছিলুম

ব'লে তাঁর অসুখ হয়েছিল। এই লেডী অনেকটা তাঁর মত দেখতে হলেও তিনি নন। আমার জন্য অসুখ হয়েছিল ব'লে তিনি আমায় কিছু বলেন নি। আমার দুঃখে তিনি বরং বড় কষ্ট পেয়েছেন। আমায় দেখে তিনি বল্লেন, 'জো, তোমায় ত আমরা হারিয়েছিলাম।' কাল তিনি এসে আমায় দেখে গেছেন। আমায় কত আদর কল্লেন। মিঃ জারন্‌ডিস্‌ও এসেছিলেন। তিনি আমায় অনেক মিষ্টি কথা ব'লে গেছেন। মিঃ উডকোর্ট রোজ আসেন, আমায় ওষুধ দেন। আমার কষ্ট দূর করবার জন্য কত চেষ্টা কচ্ছেন। আমি প্রায় তাঁর চোখে জলও দেখি।"

স্নাগস্‌বি তাহার হাতে আর একটি স্বর্ণ-মুদ্রা অর্পণ করিলেন।

"আপনি খুব বড় বড় ক'রে লিখ্‌তে পারেন, স্নাগস্‌বি?"

"হ্যাঁ, জো, পারি বই কি?"

জো'র মুখে আনন্দের হাস্য ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, "আমি কি ভাব্‌ছি জানেন? আমাকে যখন স'রে যেতে বলেছিল, আমি যত দূর পারি, গিছলাম। আপনি বড় বড় হরপে লিখে দেবেন,—যেন সকলে অনেক দূর থেকে দেখ্‌তে পায়, যে, আমি ইচ্ছে ক'রে তাঁর গায় অসুখ ছেড়ে দেইনি। সে জন্যে আমি বড় দুঃখিত। আরও লিখে দেবেন—আমি তার কিছুই জান্‌তাম না। খুব বড় বড় হরপে লিখ্‌বেন, বুঝেছেন?"

"আচ্ছা, জো।"

জো আবার হাসিল। "ধন্যবাদ, স্নাগস্‌বি। আমি আপনার কথায় বড় আরাম বোধ কচ্ছি।"

করুণ-হৃদয়, স্নেহপরায়ণ স্নাগস্‌বি আবার আর এক-খণ্ড মুদ্রা বালকের হস্তে অর্পণ করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই পৃথিবীতে এ জীবনে তাঁহার সহিত বালকের আর দেখা হইবে না।

কথাটা খুবই সত্য। গাড়ী আর চলিতে পারিতেছিল না। কোনরূপে ঠেলিয়া ঠুলিয়া আর কত চলিবে। পথ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। আর অধিক দিন বিলম্ব নাই।

ফিল্ স্কোয়াড্ ধাত্রীর কাজ করিতেছিল। সে প্রায়ই আশ্বাস দিয়া বলিত, "খোকা, ভয় নেই। মনে জোর কর।" মিঃ জারন্‌ডিস্ বহুবার জোকে দেখিতে আসিলেন। ডাক্তার উড্‌কোর্ট সর্ব্বদাই তাহার পাশে থাকিতেন।

আজ জো অত্যন্ত অভিভূত হইয়া আছে। উড্‌কোর্ট সতর্কভাবে বালকের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। তিনি ধীরে ধীরে বালকের শয্যায় উপবেশন করিলেন। তার পর বালকের বক্ষঃস্থল পরীক্ষা করিলেন। এখনও গাড়ীর চাকা চলিতেছে, তবে অত্যন্ত মন্থর।

জর্জ্জ দ্বারপ্রান্তে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান। ফিল্‌ও হাতুড়ি ফেলিয়া চুপ করিয়া আছে।

ডাক্তার বলিলেন, "জো! কি হয়েছে? ভয় পেয়ো না।"

জো চমকিতভাবে বলিল, "আমি ভাবছিলুম, আবার বুঝি 'টম্ অল্-এলোনে'র বাড়ীতে আমি গেছি। মিঃ উড্-কোর্ট, আপনি ছাড়া আর কেউ এখানে নেই?"

"না।"

"আমাকে সেখানে নিয়ে যায় নি?"

"না।"

"ধন্যবাদ।"—বালক চক্ষু মুদ্রিত করিল।

ডাক্তার তাহার কাণের কাছে মুখ লইয়া বলিলেন, "জো, তুমি প্রার্থনা জান?"

"না, মশায়। কখনও শুনিনি।"

"ছোট-খাট প্রার্থনাও জান না?"

"না, কিছুই জানিনে। একবার মিঃ চ্যাডব্যাণ্ড আমাকে প্রার্থনা শুনোচ্ছিলেন, কিন্তু সে সব আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। তিনি যেন নিজের সঙ্গেই কথা বল্‌ছিলেন। আমাকে বুঝোবার জন্য নয়। প্রার্থনা কেমন ক'রে করে, তাও জানিনি।"

অনেক কষ্টে অনেকক্ষণ ধরিয়া বালক কথাগুলি বলিল। তার পর চুপচাপ পড়িয়া রহিল। কিয়ৎকাল পরে সে সহসা শয্যা ছাড়িয়া উঠিতে গেল।

"জো, কি হয়েছে? চুপ কর।"

উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে বালক বলিল, "আমার এখন সেই গোরস্থানে যাবার সময় হয়েছে।"

"শুয়ে পড় জো! কোন্ গোরস্থানে তুমি যেতে চাও?"

"সেই তিনি—যিনি আমায় খুব যত্ন করতেন, ভাল-বাস্‌তেন, তাঁকে যেখানে গোর দিয়েছে, সেইখানে আমার যাবার সময় হয়েছে। তাঁর পাশেই আমি শুয়ে থাকব। আমার গোর যেন সেখানেই দেওয়া হয়। তিনি আমায় বল্‌তেন, 'জো, আমি গরীব, তুমিও গরীব।' আমি এখন তাঁকে বল্‌তে চাই যে, আমি আজ তাঁর মতই গরীব। তাই তাঁর পাশেই স্থান নিতে চাই।"

"হবে, জো, ক্রমে তা হবে।"

"আমি নিজে যদি যাই, তবে হয় ত তারা আমাকে সেখানে গোর দেবে না। আপনি শপথ ক'রে বলুন যে, সেখানে আমার কবর দেবেন?"

"নিশ্চয়।"

"ধন্যবাদ মশায়। গেটের চাবী আগে চেয়ে নিতে হবে, কারণ, সব সময় ফটক চাবীবন্ধ থাকে। সেখানে একটা সিঁড়ি আছে। আমি সেটা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করতাম—বড় অন্ধকার, মশায়। আলো আস্‌ছে কি?"

"শীঘ্রই আসিবে, জো!"

হাঁ, দ্রুতই আসিতেছিল। গাড়ী সহস্র খণ্ডে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। বন্ধুর পথও শেষ হইয়া আসিয়াছে।

"জো, বেচারা জো!"

"আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু বড় অন্ধকার। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, আপনার হাতখানা দেখি।"

"জো, আমি যা বলি, তুমি উচ্চারণ করিতে পারিবে।"

"হাঁ, আপনি যা বল্‌বেন, তাই বল্‌বো।"

"বল, আমাদের পিতা।"

"আমাদের পিতা!—হাঁ, বড় ভাল কথা।"

"যিনি স্বর্গে আছেন।"

"স্বর্গে আছেন—আলো আস্‌ছে কি?"

"হাঁ, এলো বই কি। তোমার নাম ধন্য হউক।"

"ধন্য হোক্—তোমা—"

আলোকধারা অন্ধকারকে প্লাবিত করিয়া দিল! মৃত্যু আসিয়াছে!

যমরাজ, তুমি ধন্য। এমন মৃত্যু আমাদের আশে-পাশে—প্রতিদিনই ঘটিতেছে। কে তাহার সংবাদ লয়?

৪৮

চেস্‌নিওড হইতে সপত্নীক স্যার লিষ্টার লণ্ডনে আসিয়াছেন। লেডী ডেডলক্ পরিপূর্ণ উদ্যমে সম্ভ্রান্ত সমাজে আপনাকে আরও সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। আমোদ-প্রমোদ, ভোগ-বিলাস পূর্ব্বাপেক্ষা উৎসাহ সহকারে চলিতেছিল।

লেডী ডেডলক্ একটা বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, রোজাকে আপনার কাছে রাখিবেন না।

সে দিন তিনি রোজার সহিত একটা কক্ষে বসিয়াছিলেন। লেডী যুবতীকে ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিতে বলিলেন। তার পর বলিলেন, "রোজা, তোমায় আমি একটি কথা বলিব, ঘুণাক্ষরেও কিন্তু সে কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পাইবে না।"

যুবতী সাগ্রহে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইল।

লেডী বলিলেন, "তুমি আমার কত প্রিয়, তাহা জান কি? কিন্তু আমি যদি তোমাকে আমার নিকট হইতে বিদায় করিয়া দেই, তোমাকে যাইতে হইবে।"

"রাণীমা! আমি কি আপনার বিরাগের মত কোন কাজ করেছি?"

"না, বাছা, তা নয়। আমি তোমাকে সুখী করিতে চাই। এ সংসারে যদি কাহাকেও সুখী করিবার অধিকার আমার থাকে, তবে আমি তোমাকে সুখী দেখিতে চাই। আমার ধারণা, আমার কাছে না থাকিলে তোমার ভালই হইবে। কেন এ কথা বলিতেছি, তাহার কারণ আমি তোমাকে খুলিয়া বুঝাইতে পারিব না। সে জন্য আমি স্থির করিয়াছি, তোমাকে এখান হইতে বিদায় দিব। তোমার প্রণয়ভাজনের পিতার নিকট আমি পত্র লিখিয়াছি। তিনি আজ এখানে আসিবেন। শুধু তোমার মঙ্গলের জন্য আমি এ সব করিতেছি।"

লেডী যুবতীর অশ্রুসিক্ত আনন চুম্বন করিয়া বলিলেন, "বাছা, যাহারা তোমাকে ভালবাসে, সেখানে গিয়া তুমি সুখী হও, এই আমার আশীর্ব্বাদ।"

রোজা বলিল, "মা, আমার সময় সময় মনে হয়, আপনি সুখী নহেন।"

"আমি!"

"আমি চ'লে গেলে, আপনি সুখী হবার চেষ্টা করবেন, রাণীমা!"

"বাছা, আমি ত বলিয়াছি, আমি যাহা কিছু করিতেছি তোমারই মঙ্গলের জন্য। আমার জন্য নয়। আমার কার্য তাহাতেই শেষ হইবে। এখন আমাকে যেমন দেখিতেছ তোমার প্রতি আমার মনের ভাব সেইরূপ। কিন্তু পরে কি হইবে, তাহা ভাবিও না। শুধু আমার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া সেই কথাটা স্মরণ রাখিও, এ সব কথা কাহারও নিকট বলিও না। ইহার পর তোমার সহিত আমার আর কোন কথা নাই।"

লেডী, যুবতীর বাহুপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া কক্ষ ত্যাগ করিলেন। সেই দিন অপরাহ্নে সিঁড়িতে নামিবার সময় উভয়ের যখন আবার দেখা হইল, তখন লেডী ডেডলক এমন ব্যবহার করিলেন যে, তাহাতে যুবতীর প্রতি তাঁহার প্রাণে কোমলতা, স্নেহ, প্রীতি যে সঞ্চিত আছে, তাহার বিন্দুমাত্র আভাস পাওয়া গেল না। তাঁহার মূর্ত্তি তখন দর্পিতা বিলাসিনীর ন্যায়।

পরিচালক মার্করি সংবাদ দিল, মিঃ রাউন্সওয়েল আসিয়াছেন। স্যার লিষ্টারের সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য লেডী সর্ব্বাগ্রে পুস্তকাগারে গমন করিলেন।

বৃদ্ধ টল্‌কিংহরণ তখন স্যার লিষ্টারের সঙ্গে কি আলাপ করিতেছিলেন। এই শয়তান কি মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহাকে বিশ্রাম দিবে না?

লেডী বলিলেন, "স্যার লিষ্টার, তোমার সঙ্গে আমার কথা ছিল, কিন্তু দেখিতেছি, তুমি ব্যস্ত—"

টল্‌কিংহরণ বলিলেন, "আমি সরিয়া যাইতেছি।"

লেডী বলিলেন যে, তাঁহার চলিয়া যাইবার প্রয়োজন নাই। বৃদ্ধ, লেডীকে বসিবার জন্য চেয়ার সরাইয়া দিয়া নিজে অদূরবর্ত্তী জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন।

লেডী বলিলেন, "আমার নির্দ্দেশমত মিঃ রাউন্সওয়েল এখানে আসিয়াছেন। রোজা-নাম্নী মেয়েটির আমি একটা হেস্ত-নেস্ত করিতে চাই। উহাকে লইয়া আমি বড় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি।"

স্যার লিষ্টার বলিলেন, "তা আমাকে কি করিতে হইবে, বল?"

"এখানে তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাও। ব্যাপারটা শেষ করিয়া ফেলা যাক্।"

স্যার লিষ্টার টল্‌কিংহরণকে অনুরোধ করিলেন। মার্করি তাঁহার নির্দ্দেশমত রাউন্সওয়েল্‌কে ডাকিতে গেল।

লৌহ-ব্যবসায়ী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলে, স্যার লিষ্টার স্বাগতসম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "লেডী ডেড্‌লক্ আপনার সহিত কথা বলিতে ইচ্ছা করেন।"

লেডী বলিলেন, "মহাশয়, আপনার পুত্রের মনের অবস্থা সম্বন্ধে কি আপনি কোন সন্ধান লইয়াছিলেন ?"

আগন্তুক বলিলেন, "আপনার সহিত আমার শেষ দেখা যখন হয়, তখন আমি বোধ হয় আপনাকে বলিয়াছিলাম যে, আমার পুত্রকে আত্মসংবরণ করিতে উপদেশ দিব।"

"আপনি তাহাকে কি তাহা বলিয়াছিলেন ?"

"আজ্ঞা হ্যাঁ।"

"সে কি আপনার কথামত কাজ করিয়াছে ?"

"এ বিষয়ে আমি আপনাকে নিঃসংশয়ে উত্তর দিতে পারিতেছি না। আমার মনে হয়, আমার পুত্র এখনও আমার নির্দ্দেশানুসারে কাজ করিতে পারে নাই।"

লেডী বলিলেন, "বিষয়টা আমি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি। ইহাতে আমি অত্যন্ত ক্লান্তি ও বিরক্তি বোধও করি। তবে কথা এই, যদি আপনার পুত্র এখনও আত্মসংযম করিতে না পারিয়া থাকে, তাহা হইলে আমার মনে হয়, মেয়েটির এখান হইতে চলিয়া যাওয়াই ভাল।"

"আমার পুত্র যে প্রকৃতই তাহাকে ভুলিতে পারিয়াছে, এমন কথা আমি শপথ করিয়া আপনাকে বলিতে পারি না।"

"তবে মেয়েটাকে এখানে রাখিবার আর প্রয়োজন নাই। রোজা খুব ভাল মেয়ে, তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার কিছুই নাই। কিন্তু বোকা মেয়ে প্রেমে পড়িয়াছে, সে কিছুতেই সে কথাটা ভুলিতে চাহে না। কাজেই আমি তাহাকে আর আমার কাছে রাখিতে ইচ্ছুক নহি।"

স্যার লিষ্টারও পত্নীর কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন, "তবে তাহার যাওয়াই মঙ্গল।"

লেডী বলিলেন, "আপনি কি এখনই তাহাকে আপনার সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহেন ?"

ব্যবসায়ী ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "আজ্ঞা, হ্যাঁ।"

রোজাকে আহ্বান করা হইল। অশ্রুপূর্ণনেত্রে সে সকলের নিকট বিদায় লইল।

কক্ষমধ্যে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। টল্‌কিংহরণ বিস্মিতভাবে লেডীর দিকে চাহিয়া ভাবিলেন, "এই নারী কি অপূর্ব্ব শক্তিময়ী! কেমন চমৎকার নিজের ভূমিকা অভিনয় করিয়া গেলেন!"

লেডী ডেড্‌লক্ সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেলেন। ব্যবহারাজীব চিরাচরিত প্রথা অনুসারে দ্বার মুক্ত করিয়া দাঁড়াইলেন। তিনিও অভিনয়ে সিদ্ধহস্ত।

স্যার লিষ্টার অন্যত্র আমন্ত্রিত। লেডী আজ একা আহার করিবেন। তিনি পরিচারক দ্বারা সন্ধান লইয়া জানিলেন যে, টল্‌কিংহরণ তখনও লাইব্রেরী-গৃহ ত্যাগ করেন নাই। ভোজ শেষ হইল। পরিচারক আসিয়া জানাইল, ব্যবহারাজীব তাঁহার সহিত একবার দেখা করিতে চাহেন। লেডী অনুমতি দিলেন। বৃদ্ধ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

লেডী বলিলেন, "আপনি কি চান ?"

উকীল বলিলেন, "আপনার ব্যবহারে আমি বিস্মিত হইয়াছি।"

"বাস্তবিক ?"

"নিশ্চয়ই। এ জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। আপনি আমার কাছে যে অঙ্গীকারসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, তাহা ছিন্ন করিয়াছেন, নূতন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। আমি বলিতে বাধ্য যে, আপনার এ কার্য্যের আমি আদৌ সমর্থন করিতে পারিতেছি না।"

লেডী প্রশান্তভাবে বলিলেন, "আপনার কথা আমি সম্যক্ বুঝিতে পারিলাম না।"

"খুব পারিয়াছেন। আমার বিশ্বাস, সব বুঝিয়াছেন। লেডী ডেড্‌লক্, এখন কথা কাটাকাটির সময় নয়। আপনি এই যুবতীটিকে ভালবাসিতেন।"

"ভাল, তাই। কিন্তু আপনি কি বলিতে চাহেন ?"

"আপনি যে কারণ দর্শাইয়া তাহাকে এখান হইতে বিদায় করিলেন, সেটা আসল কারণ নয়, তাহা আপনিও জানেন, আমিও জানি। পাছে ভবিষ্যতে আপনার সম্বন্ধে কোন কথা রটে, তাই পূর্ব্ব হইতে আপনি তাহাকে নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়াছেন!"

"ভাল, মানিলাম, তাই।"

"কিন্তু লেডী ডেড্‌লক্, সেটা আমার মতে ভাল হয় নাই। উহাতে বিপদের আশঙ্কা আছে। ইহা করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। শুধু এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া একটা সন্দেহ সাধারণের মনে উদ্রিক্ত হইতে পারে। তাহা ছাড়া, এই কাজ করায় আপনি আমার সহিত যে সর্ত্তে আবদ্ধ ছিলেন, তাহা ভঙ্গ করিয়াছেন। কথা ছিল, আপনি এত কাল যে ভাবে ছিলেন, ঠিক তেমন ভাবেই চলিবেন। কিন্তু আপনার অদ্যকার ব্যবহারে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।"

লেডী কি বলিতে যাইতেছিলেন, টল্‌কিংহরণ বাধা দিয়া বলিলেন, "দেখুন, আপনার অবিমৃষ্যকারিতার ফলে আপনার গুপ্তকাহিনীটা এখন শুধু একা আপনার নহে, এ গোপন ব্যাপারটির জন্য আমি নিজে দায়ী। ইহা স্যার লিষ্টারের বংশের সহিত সংশ্লিষ্ট। যদি শুধু একা আপনার বিষয় হইত, আপনার কাছে আমি এখানে আজ এ সকল তর্ক তুলিতাম না।"

লেডী বলিলেন, "সে কথা ঠিক। কিন্তু জানিয়া-শুনিয়া আমি একটি নিরপরাধা বালিকার জীবনের সকল সুখ নষ্ট করিতে পারি না। সে জন্য আমার অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক না কেন, আমি এই উপায়ই অবলম্বন করিয়াছি। এ সঙ্কল্প হইতে আমায় কেহ বিচ্যুত করিতে পারিবে না।"

"তাই না কি? তবে ত আপনাকে আর বিশ্বাস করা চলে না।"

"আপনার বোধ হয় স্মরণ আছে, চেস্‌নিওডেও আমি ঠিক এমনই ভাবের কথা বলিয়াছিলাম।"

"হ্যা, সে কথা মনে আছে; কিন্তু একটা বালিকার খাতিরে এত বড় একটা বংশের কলঙ্কপ্রকাশ সম্বন্ধে অবকাশ দেওয়া যাইতে পারে না।"

উভয়ে পরস্পরের দিকে নীরবে কিয়ৎকাল চাহিয়া রহিলেন, তার পর বৃদ্ধ বলিলেন, "লেডী ডেডলক্, একটা অপ্রীতিকর কথা বলিবার জন্যই আমি আপনার সহিত এই রাত্রিতে দেখা করিতে আসিয়াছি। সে কথাটা এখনও বলা হয় নাই। আমাদের পূর্ব্বের সর্ত্ত এখন আর নাই। সুতরাং এখন আমি আমার পথে চলিব। কথাটা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন?"

"আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি, মহাশয়।"

"তবে আমার আর কিছু বলিবার নাই।"

লেডী ডেডলক্ হস্তেঙ্গিতে ব্যবহারাজীবকে চলিয়া যাইতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "আপনি তাহা হইলে আমাকে নোটিশ দিতেছেন?"

"ঠিক তা নয়, তবে প্রকারান্তরে তাহাই বটে।"

"আজ রাত্রিতেই স্যার লিষ্টারকে সকল কথা খুলিয়া বলিবেন ত?"

"না, আজ নয়।"

"কল্য বলিবেন কি?"

"এ প্রশ্নের ঠিক উত্তর আমি এখন দিতে পারিতেছি না। কখন্ যে আমি বলিব, তাহার স্থিরতা নাই। আর তাহা বলিয়াও কোন লাভ নাই। হয় ত কালও বলিতে পারি। ইহার বেশী আপনাকে এখন কোন কথা বলিব না। আপনাকে পূর্ব্বাহ্নে প্রস্তুত হইতে অবকাশ দিলাম, ইহাই যথেষ্ট। নমস্কার।"

লেডী বিবর্ণমুখে বলিলেন, "আপনি কি এখানে আর বেশীক্ষণ থাকিবেন? শুনিয়াছিলাম, আপনি লাইব্রেরী-ঘরে লিখিতেছিলেন। আপনি কি সেখানে ফিরিয়া যাইতেছেন?"

"আমি এখন বাড়ী যাইব।"

ব্যবহারাজীব লাইব্রেরী-কক্ষ হইতে টুপীটা লইয়া স্বীয় গৃহাভিমুখে চলিলেন। তখন রাত্রি পৌনে আটটা। পদব্রজে বৃদ্ধ রাজপথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন। দূরে আকাশপ্রান্তে কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদের চন্দ্র উঠিয়াছিল।

লেডী ডেড্‌লক্ কক্ষমধ্যে আর থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার বুকের মধ্যে সমুদ্র-মন্থন আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁহার নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিল। রমণী গাত্রাবরণে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া চন্দ্রালোকে বাহির হইয়া পড়িলেন। প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানের চাবি মার্করি মুক্ত করিয়া দিল, চাবিটি নিজের কাছে রাখিয়া পরিচারককে তিনি বিদায় করিয়া দিলেন। বড় মাথা ধরিয়াছে, কিছুক্ষণ তিনি উদ্যানে পরিভ্রমণ করিবেন। হয় ত এক ঘণ্টা বা ততোধিক কালবিলম্ব হইতে পারে। না, তাঁহার রক্ষীর কোন প্রয়োজন নাই। পরিচারক চলিয়া গেলে তিনি একটা গাছের ঘন ছায়ার নীচে গিয়া দাঁড়াইলেন।

টলকিংহরণ নিজাবাসে প্রবেশ করিলেন। এধার ওধার করিয়া তিনি নিজের শয়ন-কক্ষের দিকে চলিলেন। তথায় যাইবার পূর্ব্বে একটা ছোট কারা-গৃহের ন্যায় প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিলেন। তথায় চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছিল। তিনি ঊর্দ্ধনেত্রে একবার চাঁদের বিমল শোভা দেখিলেন। রাত্রি কি শান্ত!

ও কি? কে বন্দুক বা পিস্তল ছুড়িল? কোথায়?

জনবিরল রাজপথে দুই একটি পথচারী লোক চমকিয়া থামিল। কোন কোন বাড়ীর রুদ্ধ বাতায়ন ও দ্বার সশব্দে উদ্‌ঘাটিত হইল। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য লোকরা বাহিরে আসিল। বন্দুক বা পিস্তলের শব্দে পল্লীর যেখানে যত কুকুর ছিল, ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিল। কিয়ৎকাল গোলযোগের পর আবার সব স্থির হইয়া গেল।

টল্‌কিংহরণ কি নিদ্রাঘোর ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন? তাঁহার রুদ্ধ বাতায়ন দেখিয়া তাহা ত অনুমান হয় না।

ক্রমে প্রভাত হইল। ব্যবহারাজীবের পরিচারক ঘর পরিষ্কার করিবার জন্য আসিল। অগ্রগামী ব্যক্তি সহসা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া সভয়ে পিছাইয়া আসিল। বৃদ্ধ ব্যবহারাজীব ভূমিতলে নিপতিত। তাঁহার বক্ষোদেশ ভেদ করিয়া পিস্তলের গুলী নির্গত হইয়া গিয়াছে। উপুড় হইয়া তিনি পড়িয়া আছেন!

৪৯

সে দিন ব্যাগনেট্-দম্পতির বাড়ীতে ছোটখাট ভোজের আয়োজন ছিল। শ্রীমতী ব্যাগনেটের আজ জন্মতিথি উৎসব।

ব্যাগনেট্ পত্নীকে বলিলেন, "দেখ, জর্জ্জ বেলা সাড়ে চারিটার সময় আসিবে বলিয়াছে। সে ঠিক আসিবে।"

তিনটি পুত্র-কন্যা মাতার জন্মতিথি-উৎসব উপলক্ষে সাজসজ্জা করিয়াছিল। শ্রীমতী ব্যাগনেট্ও একটি নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন।

জর্জ্জের প্রসঙ্গে পত্নী বলিলেন, "দেখ, আজকাল জর্জ্জ যেন কেমন একটু আন্‌মনা হইয়া আছেন। তেমন স্ফূর্ত্তি নাই।"

ব্যাগনেট বলিলেন, "কোন উকীলের পাল্লায় পড়িয়া আমার বন্ধুটি বড় বিব্রত হইয়াছে।"

এ প্রসঙ্গের আলোচনা তখন বন্ধ হইল। কারণ, আহারাদির আয়োজন ও পর্য্যবেক্ষণে স্বামি-স্ত্রী উভয়েই মনোনিবেশ করিলেন।

বেলা সাড়ে চারিটার সময় জর্জ্জ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দাগ-সম্ভাষণাদির পর শ্রীমতী ব্যাগনেট্ বলিলেন, জর্জ্জ, তোমার কি হইয়াছে?"

"কেন, কি হইবে?"

"তোমার চেহারা রুক্ষ, শুষ্ক, মুখ শাদা হইয়া গিয়াছে। াপার কি?"

ললাটে হাত বুলাইয়া জর্জ্জ বলিলেন, "আমার মুখ াদা হইয়া গিয়াছে, তাহা ত আমি জানিতাম না। তবে াপারটা এই যে, যে বালকটি আমার আশ্রয়ে ছিল, কাল মারা গিয়াছে। তাহাতেই আমি কেমন যেন হইয়া য়াছি। সত্যই আমি সে জন্য মনে আঘাত পাইয়াছি।"

শ্রীমতী বলিলেন, "আহা! বেচারা মারা গিয়াছে!"

"আজ জন্মতিথি বলিয়া আমি সে কথা তোমাদিগকে নাইতে চাহি নাই। কিন্তু আমার মনমরা ভাব দেখিয়া চামরা ধরিয়া ফেলিয়াছ। থাক্, শ্রীমতী ব্যাগনেট, তোমার ন্মদিনে সামান্য একটা ব্রুচ্ আনিয়াছি।"

বালক-বালিকারা আনন্দে করতালি দিয়া উঠিল। পতি উহার প্রশংসা করিল। শ্রীমতী ব্যাগনেট বলিলেন, জর্জ্জ, এটা বড় ভাল জিনিষ। তোমাকে সহস্র ধন্যবাদ। ন এটা তুমিই পরাইয়া দাও।"

কিন্তু জর্জ্জের হাত কাঁপিয়া গেল। ব্রুচ্টা পড়িতে ড়িতে জর্জ্জ উহা ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "দেখেছ, আমি ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছি যে, এই সামান্য কাজটা রিতে পারিলাম না, আশ্চর্য্য!"

শ্রীমতী ব্যাগনেট্ বলিলেন, "ইহার ঔষধ—ধূমপান।" লয়াই তিনি ব্রুচটা নিজেই বক্ষে আঁটিয়া তামাক ও নলের ন্ধানে গেলেন।

জর্জ্জ বলিলেন, "বালকটির মৃত্যুতে সত্যই আমি অভি-ভূত হইয়াছি। সংসারের ভাল ও মন্দ কিছুরই অভিজ্ঞতা তাহার হয় নাই।"

শ্রীমতী বলিলেন, "ও বিষয়ের আলোচনা এখন বন্ধ থাক, জর্জ্জ, তুমি ধূমপান কর।"

জর্জ্জ তামাক ধরাইয়া লইলেন। তার পর শ্রীমতী ব্যাগনেটের স্বাস্থ্যকামনায় সকলেই কিছু কিছু সুরাপান করিল। আসর বেশ জমিয়া আসিতেছে, এমন সময় দ্বার-পথে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি দেখা গেল।

লোকটি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "জর্জ্জ, কেমন আছ?"

জর্জ্জ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "আরে কে ও, বকেট যে।"

ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া বকেট বলিলেন, "হ্যাঁ, আমি। এই পথ দিয়া যাইতেছিলাম। আমার কোন বন্ধুর পুরাতন একটা বেহালার দরকার ছিল, তাই খুঁজিতে আসিয়াছিলাম। সহসা জানালা দিয়া তোমাকে দেখিতে পাইলাম, তাই আসিলাম।" এই বলিয়া বকেট সকলকে অভিবাদন করিলেন। ছেলে-মেয়েদের দিকে চাহিয়াও তাহাদিগকে আদর করিলেন।

মিঃ বকেটকে সমাদরে বসিতে বলা হইল। তিনি জর্জ্জের পাশের আসনেই উপবেশন করিলেন। বলিলেন, "আমি ছেলে-মেয়ে বড় ভালবাসি।" তার পর তিনি তাহাদের কত বয়স, নাম কি—সব জানিয়া লইলেন।

বকেট্ বেশ মজলিসী লোক। তাঁহার কথার ভঙ্গীতে ও মিষ্ট ব্যবহারে সকলেই তাঁহাকে পরমাত্মীয় জ্ঞান করিল।

শ্রীমতী ব্যাগনেট্ জর্জ্জের বন্ধু বলিয়া বকেট্কে আদর আপ্যায়ন করিতে লাগিলেন। জর্জ্জ আজ তেমন স্ফূর্ত্তিতে নাই, সে কথাটাও শ্রীমতী বলিয়া ফেলিলেন।

বকেট্ বলিলেন, "জর্জ্জের স্ফূর্ত্তি নাই, এ ত একটা আশ্চর্য্য কথা! এমন কথা ত আমি কখনও শুনি নাই। কি ভাই জর্জ্জ, তুমি আজ মনমরা কেন? তোমার মনে কোন দুর্ভাবনা ত থাকিতেই পারে না।"

জর্জ্জ বলিলেন, "কই, তেমন বিশেষ কিছু নয়।"

বকেট্ বলিলেন, "তোমার মনে কি আছে, তা তুমিই জান। কিন্তু এই সব ছেলে-মেয়েদের দেখিলে মনে কোন দুশ্চিন্তা থাকে না।"

শ্রীমতী বলিলেন, "আপনার পুত্র-কন্যা আছে?"

বকেট বলিলেন, "না, ম্যাদাম্, সেটি আমার নাই। আমি ও আমার স্ত্রী ছাড়া আর কেহই নাই। আমার স্ত্রীও ছেলে-মেয়ে বড় ভালবাসেন; কিন্তু আমরা সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত। কি করিব বলুন। সকলের অদৃষ্টে সকল রকম সৌভাগ্য হয় না বলিয়া ত মরিতে পারি না।"

তার পর জর্জ্জের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "এখন কেমন বোধ হচ্ছে?"

জর্জ্জ বলিলেন, "বেশ আছি।"

"এই ত বীরের মত কথা। তোমার মত শরীর ও স্বাস্থ্য যাহাদের আছে, তাহারা মনমরা হইয়া থাকিবে কোন্ দুঃখে? তোমার মনেও এমন কোন চিন্তা নাই, যে জন্য তোমার স্ফূর্ত্তি অন্তর্হিত হইতে পারে।"

কিছু সুরা ও ধূমপানের পর ব্যাগনেট্-নন্দন বাঁশী বাজাইল। বকেট্ তাহাতে যোগ দিলেন। তিনিও এক-কালে ভাল বাঁশী বাজাইতে পারিতেন। বকেটের কথা-বার্ত্তায় পরিজনস্থ সকলেই পরম প্রীত হইল। এমন কি, জর্জ্জ প্রথমতঃ বকেটের আগমনে বিশেষ খুসী হন নাই, তিনিও বকেটের সে দিনের ব্যবহারে চমৎকৃত হইয়া গেলেন। লোকটির যে এত গুণ আছে, তাহা তিনি জানিতেন না।

অবশেষে জর্জ্জ উঠিলেন। তিনি গৃহে ফিরিবেন। বকেট্ও বন্ধুর সঙ্গে যাইবেন বলিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনিও উঠিলেন। পরদিবস আসিয়া তিনি একটা বেহালা কিনিয়া লইবেন, কথা স্থির রহিল।

রাজপথে আসিয়া বকেট্ জর্জ্জের বাহু আপনার বাহুর মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "চল ভাই, জর্জ্জ, এইবার যাওয়া যাক্।"

জর্জ্জের ইচ্ছা ছিল, তিনি একাই পথ চলেন; কিন্তু বকেটের সঙ্গ এড়াইতে পারিলেন না। পথ চলিতে চলিতে একটা বাড়ীর একটি কক্ষে লইয়া গিয়া বকেট্ জর্জ্জকে বলিলেন, "ভাই, কর্ত্তব্য গুরুতর। যখন বন্ধুত্ব করিবার কথা, তখন বন্ধুত্ব করিব। কিন্তু একের জন্য অপরটির ক্ষতি হয়, তাহাতে আমি রাজি নই। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া তোমাকে আনন্দ দিয়াছি, কেমন, ঠিক নয় কি? জর্জ্জ, এখন জানিও, তুমি বন্দী।"

বজ্রাহতের ন্যায় জর্জ্জ বলিলেন, "বন্দী? কেন?"

বকেট্ বলিলেন, "দেখ ভাই, তোমাকে একটা কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য। এখন তুমি যে কথা বলিবে, তাহা তোমারই বিরুদ্ধে যাইবে। সুতরাং বিশেষ বিবেচনা করিয়া কথা বলিও। তুমি খুনের কথা শোন নাই?"

"খুন?"

"জর্জ্জ, সাবধান, যা তা বলিও না। আমি তোমাকে কোন প্রশ্ন করিতেছি না। আজ অপরাহ্নে তুমি মনমরা হইয়াছিলে। আমি শুধু বলিতেছিলাম, কোন খুনের কথা শুন নাই কি?"

"না, কোথায়, কে খুন হয়েছে?"

"লিঙ্কলন্‌স্ ইন ফিল্ডে একটি ভদ্রলোক হত হইয়াছেন, তাঁর নাম টল্‌কিংহরণ! কাল রাত্রিতে কে তাঁহাকে গুলী করিয়া মারিয়াছে। আমি তোমাকে সেই অপরাধে গ্রেপ্তার করিতেছি।"

সৈনিকের ললাটে বড় বড় ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিল। মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "বকেট্! মিঃ টল্‌কিংহরণ সত্যই নিহত হইয়াছেন? আর সেই জন্য তুমি সন্দেহক্রমে আমাকে গ্রেপ্তার করিতেছ? অসম্ভব!"

"অসম্ভব নহে। কারণ, ইহাই প্রকৃত ঘটনা। কাল রাত্রি দশটার সময় এই হত্যাকাণ্ড হইয়াছে। কাল রাত্রিতে সেই সময় তুমি কোথায় ছিলে, তাহার প্রমাণ নিশ্চয় দিতে পারিবে।"

"কাল রাত্রিকালে!" সহসা জর্জ্জের মাথায় যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। "সত্যই ত! কাল রাত্রিকালে আমি ত ঐখানেই গিয়াছিলাম।"

বকেট্ বলিলেন, "আমি ত তাহাই বুঝিয়াছি। আজকাল প্রায়ই তুমি ঐ বাটীতে যাইতে। ওখানে তোমাকে অনেকেই দেখিয়াছে। তাহা ছাড়া নিহত ব্যক্তির সহিত তোমার বাদানুবাদও হইয়াছিল, তাহার সাক্ষীও আছে। দেখ জর্জ্জ, স্যার লিষ্টার হত্যাকারীকে ধরিবার জন্য দেড় হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। তোমার সঙ্গে আমার কোন বিরোধ নাই। কিন্তু একটা কর্ত্তব্য আমার আছে। যদি ঐ দেড় হাজার টাকা পুরস্কারটা পাওয়া যায়, তবে তাহা অন্যে কেন লয় বল। আমি যদি না ধরি, আর এক জন ত ধরিবে। তাই তোমাকে ধরিয়াছি।"

জর্জ্জ সহসা উন্নত মস্তকে বলিলেন, "চল, আমি প্রস্তুত।"

"একটু অপেক্ষা কর" বলিয়া বকেট্ একজোড়া হাতকড়া বাহির করিলেন। বলিলেন, "অপরাধটা অত্যন্ত গুরুতর। সুতরাং আমাকে কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে।"

সৈনিকের নয়ন একবার উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু পরক্ষণেই তিনি দুই হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "পরাও।"

হাতকড়ি লাগাইয়া প্রাচীর-বিলম্বিত একটা অঙ্গরাখা টানিয়া লইয়া তিনি জর্জ্জের দেহ তদ্দ্বারা আবৃত করিয়া বলিলেন, "তোমার মনের অবস্থা কি হইতে পারে তাহা ভাবিয়া আমি এটাও লইয়া আসিয়াছিলাম।"

জর্জ্জ বলিলেন, "এতই যদি করিলে, তবে আর একটা উপকার কর। আমার মাথার টুপীটা চোখের উপর নামাইয়া দাও।"

তার পর দৃঢ়চরণে গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিলেন।

৫০

ডিন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর আমি ক্যাডির নিকট হইতে একখানি পত্র পাইলাম। ইতিমধ্যে তাহার একটি সন্তান জন্মিয়াছিল, আমি তাহার ধর্ম্মমাতার পদ গ্রহণ করিয়াছিলাম। ক্যাডি পত্রে লিখিয়াছিল, তাহার শরীর কিছুদিন হইতে বড়ই অসুস্থ, তাই সে আমায় একবার দেখিতে চায়। আমি তখনই লণ্ডনে যাত্রা করিলাম। পরদিন আবার লণ্ডনে তাহার কাছে গেলাম। উপর্য্যুপরি দুই তিন দিন লণ্ডনে যাতায়াত করার পর কর্ত্তা বলিলেন, "এ রকমে চলিবে না, ইস্থার। ইহাতে তোমার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িবে। তার চেয়ে লণ্ডনে গিয়া আমাদের পুরাতন বাসাটা অধিকার করা যাউক।"

আমি বলিলাম, কর্ত্তা, "আমার জন্য ইহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। আমার শরীর যথেষ্ট ভাল, কোন কষ্টই হয় না। বরং ভাল থাকি।"

"তবে আমার জন্যই প্রয়োজন, নতুবা আদার জন্যও দরকার ত। কাল বোধ হয়, এক জনের জন্ম-তারিখ, কেমন, নয় কি?"

"সত্যই ত। কাল আদার জন্মতিথি। কাল সে একুশ বৎসরে পা দিবে।"

"আদা সাবালিকা হইবে, সুতরাং সে জন্যও লণ্ডনে গিয়া একটা বিলি-ব্যবস্থা ও কিছু আমোদ-প্রমোদ করা দরকার নয় কি? ভাল কথা, ক্যাডিকে কেমন দেখিলে?"

আমি বলিলাম, "সে বড় অসুস্থ। সারিয়া উঠিতে অনেক সময় লাগিবে, কর্ত্তা।"

"সময় লাগিবে বুঝিলাম, কিন্তু কত দিন লাগিবে মনে কর ?"

"কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সে আরোগ্য লাভ করিবে বলিয়া মনে হয় না।"

"বটে !"—কর্ত্তা কিয়ৎকাল চিন্তিতভাবে পাদচারণ করিয়া বলিলেন, "যে ডাক্তার তাহাকে দেখিতেছেন,তিনি কি সু-চিকিৎসক ? তোমার কি মনে হয় ?"

সত্য বলিতে কি, আমি সেটা জানিতাম না। তবে প্রেন্সের সঙ্গে আলোচনার পর বুঝিয়াছিলাম যে, আর কোন ডাক্তারের পরামর্শ লইলে ভাল হয়। আমি কর্ত্তাকে সে কথা বলিলাম।

তিনি বলিলেন, "উড্‌কোর্টকে দেখান যাইতে পারে।"

এ কথাটা আমার মনে আসে নাই। সুতরাং আমি একটু বিস্ময় প্রকাশ করিয়াই ফেলিয়াছিলাম।

"ওগো রাণি ! তাঁকে দেখাইতে তোমার কোন আপত্তি আছে কি ?"

"না, না, কর্ত্তা, আপত্তি কিসের ? সে ত ভালই হইবে।"

"রোগীও বোধ হয় আপত্তি করিবে না ?"

আমি জানিতাম, মিঃ উডকোর্টের প্রতি ক্যাডির বরং শ্রদ্ধাই আছে। তিনি তাহার সুপরিচিত। মিস্ ফ্লিটের পীড়ার সময় ক্যাডি সর্ব্বদা তাঁহাকে দেখিতে পাইত। সে কথা আমি কর্ত্তাকে জানাইলাম।

"বেশ কথা। আজ তিনি এখানে আসিয়াছিলেন। আমি কাল এ বিষয়ের জন্য তাঁহার সহিত দেখা করিব।"

আমি যে অবিলম্বে ব্লিক হাউসের কর্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইব, এ সংবাদটা আদা ও ক্যাডিকে জানান হয় নাই। এইবার সংবাদটি তাহাদিগকে জানাইবার সময় আসিয়াছে। এখন আর কালবিলম্ব করিলে এক জনের প্রতি অধর্ম্ম করা হইবে। সেই রাত্রিতেই আমি আদাকে সকল কথা বলিলাম। শুনিয়া আমার প্রাণাধিকা আমার প্রতি আরও অনুরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমিও গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়া আনন্দলাভ করিলাম।

পরদিন আমরা লণ্ডনে গমন করিলাম। উডকোর্ট প্রীতি-ভোজে আমন্ত্রিত হইলেন। সে দিন শুধু রিচার্ডই অনুপস্থিত। আদার জন্মতিথির উৎসব শেষ হইলে আমি ক্যাডির রোগশয্যার পার্শ্বে গেলাম।

প্রায় আট কি নয় সপ্তাহ ধরিয়া আমি ক্যাডির কাছেই নয়ত রহিলাম। আদার সঙ্গে বড় একটা দেখা হইত না। আদাও তাহাকে দেখিতে আসিতেন। মাঝে মাঝে সারা রাত্রি আমি ক্যাডির সেবা করিয়াছি—বাসায় যাইতে পারি নাই, এমন দিনও আসিয়াছিল।

মিঃ উডকোর্ট ক্যাডির চিকিৎসার ভার লইয়াছিলেন। তিনি দুই বেলাই তাহাকে দেখিতে আসিতেন। তাঁহার চিকিৎসায় ক্যাডি দিন দিন সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিল। ডাক্তারের সঙ্গে এতদুপলক্ষে প্রায়ই আমার সঙ্গে দেখা হইত, তবে তিনি যখন আসিতেন, সেই সময় বিশ্রামার্থ আমি আমাদের বাসায় ফিরিয়া আসিতাম।

ক্যাডির আরোগ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রাণাধিকা আদার যেন কিছু পরিবর্ত্তন আমি লক্ষ্য করিলাম। আমার মনে হইল, তিনি যতটা প্রফুল্লতার ভাব দেখাইতে চেষ্টা করেন, সেটা যেন ঠিক আন্তরিক নহে। যেন মনের কোথাও একটা দুঃখ আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছে। কেন তাঁহার এই পরিবর্ত্তন ঘটিল, তাহা জানিবার জন্য আমার উৎকণ্ঠা বাড়িল। অবশেষে আমার মনে হইল, আমি ব্লিক হাউসের কর্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত হইব, এই সংবাদ জানিয়া কি আদার মনে দুঃখ আসিয়াছে ? ইদানীং ক্যাডির রোগের জন্য গৃহস্থালীর অনেক কাজ করিবার অবকাশ পাইতাম না। পুনরায় কাজে মন দিলাম, এবং গল্প-গুজবে আদার মন প্রসন্ন রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম ; কিন্তু তথাপি তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ দেখিতে পাইলাম না।

আদা, আমি ও কর্ত্তা একদা রাত্রিতে বসিয়া গল্প করিতেছি, এমন সময় কর্ত্তা বলিলেন, "উডকোর্ট শেষকালে সত্যই ক্যাডিকে নিরাময় ও সবল করিয়া তুলিলেন ?"

আমি বলিলাম, "ক্যাডি এজন্য সারাজীবন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।"

কর্ত্তা বলিলেন, "এমন কোন উপায় যদি জানা থাকিত যে, মানুষকে কোটিপতি করা যায়, তাহা হইলে উডকোর্টকে ধনী বানাইতাম, কেমন, সত্য নয় কি ?"

আমি হাসিয়া তাঁহাকে বলিলাম, "সেটা হয় ত ঠিক হইত না। কারণ, ঐশ্বর্য্যের চাপে তাঁহার মনুষ্যত্ব হয় ত নষ্ট হইয়া যাইত। অধিক অর্থ হইলে অনেক আতুর ও দরিদ্র তাঁহার সাহায্য হইতে হয় ত বঞ্চিত হইত।"

কর্ত্তা বলিলেন, সেটা ঠিক বটে। ও কথাটা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু সংসারযাত্রা স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহিত হয়, এমন ভাবে ধনবান তিনি হউন, ইহা কি আমাদের বাঞ্ছনীয় নয় ? তাঁহার এমন ভাব থাকা দরকার, যাহাতে তিনি সুখে শান্তিতে তাঁহার বাঞ্ছিতা নারীকে লইয়া দিনযাপন করিতে পারেন।"

অবশ্য সে কথা স্বতন্ত্র। ইহাতে আমাদের কাহারই মতের অনৈক্য ছিল না।

কর্ত্তা বলিলেন, "উডকোর্টকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। তাঁহার সম্বন্ধে আমার ধারণা অত্যন্ত উচ্চ। ভবিষ্যতে তিনি কি করিবেন, সে সম্বন্ধে আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তাঁহার মত স্বাধীনচেতা, আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তিকে সাহায্য করিবার কথা বলা অত্যন্ত কঠিন। যদি আমি বুঝিতে পারিতাম, কিরূপে তাঁহাকে সাহায্য করিলে তাঁহার পছন্দ হইবে, তবে তাহাও আমি করিতাম। আর

একবার বিদেশে যাইবার ইচ্ছা তাঁহার আছে। কিন্তু তাহা হইলে এমন একটা লোককে হারাইতে হয়!"

আমি বলিলাম, "কিন্তু বিদেশে গেলে হয় ত তাঁহার উন্নতি হইতে পারে?"

"হাঁ, তা পারে; এ দেশে তাঁর বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা যে আছে, বোধ হয়, তাহা তিনি মনে করেন না। আমার মনে হয়, তিনি যেন কোন বিষয়ে হতাশ্বাস হয়েছেন। তুমি কিছু জান কি?"

আমি মাথা নাড়িয়া বলিলাম যে, কিছুই জানি না।

কর্ত্তা বলিলেন, "তবে হয় ত আমার এ অনুমানটা মিথ্যা।"

আমি তখন গুন্ গুন্ স্বরে আমার প্রিয় একটি গানের চরণ গাহিতেছিলাম। উহা শেষ করিয়া বলিলাম, "আপনার বিশ্বাস কি যে, মিঃ উডকোর্ট সত্যই আবার জলযাত্রা করিবেন?"

"ঠিক জানি না। তবে ভাবে বোধ হয়, তিনি ভিন্নদেশে গিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া ভাগ্যপরীক্ষা করিবেন।"

আমি বলিলাম, "তিনি যেখানেই যান না কেন, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতেছি। যদিও ধনৈশ্বর্য্য দিবার ক্ষমতা নাই, তথাপি তিনি সে জন্য দারিদ্র্যের অভাব বোধ করিবেন না।"

কর্ত্তা বলিলেন, "নিশ্চয় না।"

আমি ইদানীং কর্ত্তার পার্শ্বস্থ আসনেই বসিতাম। সেই পত্র লেখার পর হইতে আমি উক্ত স্থান অধিকার করিয়াছিলাম। সে রাত্রিতেও সেই আসনে আমি বসিয়াছিলাম। আদা আমার সম্মুখের আসনেই বসিয়াছিলেন। দেখিলাম, তাঁহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ। আমি তাঁহাকে লইয়া উপরে চলিয়া গেলাম। তাঁহার মনের দুঃখ যে কি, তাহা জানিবার আমি কোন চেষ্টাই করিলাম না!

আদা বলিলেন, "ইস্থার, তোমরা যখন দুজনে একত্র ছিলে, সেই সময় যদি আমি তোমাদিগকে আমার কথাটা বলিতে পারিতাম!"

আমি বলিলাম, "প্রাণাধিকা আদা, কেন বলিলে না? না বলিবার কারণ কি, ভাই?"

মাথা নত করিয়া আদা আমাকে তাঁহার বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

আমি বলিলাম, "দেখ, আমরা অনেকটা সেকালের ভাবযুক্ত, আমার কাছে কোন কথা বলিতে তোমার ইতস্ততঃ করিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের জীবনটা যাহাতে সুখে ও শান্তিতে কাটে, সে জন্য যিনি এত ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারও কাছে তোমার কোন কথা চাপিয়া রাখিবার প্রয়োজন আছে কি? তিনি কিরূপ হৃদয়বান্ মহৎ লোক, তাহা ত তুমি জান!"

"নিশ্চয় তা জানি, ইস্থার।"

"তবে, ভাই, দুঃখের বিষয় এমন আর কি আছে, যাহা তুমি আমাদের কাছে বলিতে পার না?"

"তাই কি সত্য, ইস্থার? এই যে এত দিন পিতার ন্যায় স্নেহ, আদর, ভালবাসা পাইলাম, তোমার এই যে বন্ধন, এ সকল কি কিছুই নয়? যখন আমি সে সকল কথা ভাবি, তখন আকুল হইয়া উঠি! হায়, আমি কি করি বল!"

আমি সবিস্ময়ে আদরিণী আদার দিকে চাহিলাম। কিন্তু তাঁহার কোন কথার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝিলাম না। শুধু নানা পুরাতন কথায় তাঁহাকে প্রফুল্ল রাখিবার চেষ্টা করিলাম। ক্রমে আদা ঘুমাইয়া পড়িলে আমি কর্ত্তার কাছে ফিরিয়া আসিলাম। রাত্রির মত বিদায় লইয়া [illegible] শয়নাগারে ফিরিয়া আসিয়া আদার পার্শ্বে বসিলাম। [illegible] মুখমণ্ডলে দৃষ্টি পতিত হইলে বুঝিলাম, আদার যেন কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইদানীং এ কথা প্রায়ই আমার মনে হইত। নিদ্রাঘোরে তিনি অচেতন; কিন্তু কেন তাঁহার এ পরিবর্ত্তন, তাহার কোন হেতু আমি খুঁজিয়া পাইলাম না। কেবলই বোধ হইতেছিল, আদার চিরপরিচিত সে সুষমাটুকু যেন আদার সুন্দর মুখমণ্ডল হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। রিচার্ডের কথা সহসা মনে আসিল। আদার রিচার্ডের প্রেমের পরিণাম যে কি হইবে, তাহা ভাবিয়া আমার মন যেন দুঃখভারে পীড়িত হইয়া উঠিল।

ইদানীং ক্যাডির রোগশয্যার পার্শ্ব হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিলে আমি দেখিতে পাইতাম, আদা সূচিকার্য্যে নিযুক্ত। কিন্তু কাহার জন্য তিনি কোন্ জিনিষ সীবন করিতেছেন, তাহা আমি দেখিতে পাই নাই। আজও যে টেবলের টানার মধ্যে সেটি রক্ষিত আছে, তাহার চাবি খোলা ছিল; কিন্তু তথাপি আমি তাহা মুক্ত করিয়া দেখিলাম না। শুধু [illegible] বুঝিলাম, যাহাই তিনি বয়ন করুন না, সেটা তাঁহার [illegible] জন্য নহে।

অনেক কথা ভাবিতে ভাবিতে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

৫১

উড্‌কোর্ট লণ্ডনে আসিবার পরই প্রতিশ্রুতিমত রিচার্ডের সন্ধানে উকীল ভোলেসের আফিসে গিয়াছিলেন। সে কথা তিনি আমাকে পরে বলিয়াছিলেন। প্রথমেই উকীলের সহিত দেখা হইলে তিনি রিচার্ডের ঠিকানা চাহেন। উকীল উপযাচক হইয়া উড্‌কোর্টকে বুঝাইয়া দেন যে, তাঁহার বন্ধু রিচার্ড বড়ই বিপন্ন। যে খেলায় তিনি নামিয়াছেন, তাহাতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সম্পত্তি হইতে যতটুকু অর্থ আদায় হইবার সম্ভাবনা, ততদূর পর্য্যন্ত তিনি মোকদ্দমা চালাইবেন; কিন্তু তাহার বেশী চালাইতে গেলে আরও অর্থের প্রয়োজন। উড্‌কোর্ট সে সকল কথা জানিবার জন্য তথায় যান নাই। তিনি শুধু রিচার্ডের ঠিকানা চাহেন। অবশেষে উকীল

তাহাকে জানাইলেন যে, পাশের বাড়ীতে রিচার্ড থাকেন। সর্ব্বদা পরামর্শের প্রয়োজন বিধায় তিনি এত নিকটেই থাকেন।

উড্‌কোর্ট নির্দ্দিষ্ট কক্ষাভিমুখে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, রিচার্ড একখানি বই লইয়া বসিয়া আছেন। দৃষ্টি পুস্তকে আবদ্ধ, কিন্তু মন অন্যত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। আমি সমুদ্রনিবাসে রিচার্ডকে যে অবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছিলাম, ডাক্তার তাঁহাকে তদপেক্ষা অসুস্থ দেখিলেন। মুখমণ্ডল পূর্ব্বাপেক্ষা বিবর্ণ ও প্রফুল্লতাবর্জ্জিত!

অনেকক্ষণ দাঁড়াইবার পর তবে রিচার্ড উড্‌কোর্টকে দেখিতে পাইলেন। লাফাইয়া উঠিয়া তিনি বলিলেন, উড্‌কোর্ট, তুমি!"

ডাক্তার বলিলেন, "এখন কেমন আছ? পৃথিবীর অবস্থা কি?"

"ভাল নয়। অন্ততঃ আমার সম্বন্ধে।"

"তোমার কোন্ বিষয়ের কথা বলিতেছ?"

"মোকদ্দমা সংক্রান্ত।"

"সে চিরন্তন মোকদ্দমায় ভাল কাহারও হইয়াছে, তাহা ত এ পর্য্যন্ত শুনি নাই।"

রিচার্ড বিষণ্ণমুখে বলিলেন, "তাই ত কথা!"

কিয়ৎকাল পরে তিনি মিঃ উড্‌কোর্টকে বুঝাইয়া দিলেন যে, আদাকে তিনি ভালবাসেন, তাহাকে বিবাহ করিবেন, সুতরাং শুধু নিজের সম্পত্তি উদ্ধারই তাঁহার ব্রত নয়। আদার সম্পত্তি যাহাতে আদা পান, সেই জন্যই তাঁহার এই প্রাণান্তকর পরিশ্রম ও অর্থব্যয়। রিচার্ড যেরূপ আন্তরিকতার সহিত এ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া উডকোর্টও বিচলিত হন। আদার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করিবার সময় উডকোর্ট অনেকক্ষণ আর কোন কথাই বলেন নাই। শুধু আদা ও রিচার্ডের কথা। ক্যাডির অসুখের সময়েই তিনি আমাকে এ সকল কথা বলেন। উহা শুনিয়া আমার আশঙ্কা হইয়াছিল যে, ভোলেস্ আদার ক্ষুদ্র সম্পত্তিটুকুও গ্রাস করিয়া ফেলিবে।

ক্যাডি আরোগ্যলাভ করিলেই আমি এক দিন আদার কাছে প্রস্তাব করিলাম যে, আমরা রিচার্ডকে দেখিতে যাইব। কিন্তু আমি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলাম যে, এ কথায় আদা বিশেষ উৎসাহিতা হইলেন না, বরং তাঁহার একটু ইতস্ততঃ ভাব লক্ষ্য করিলাম।

আমি বলিলাম, "আমি ক্যাডির কাছে যে কয় দিন ছিলাম, তার মধ্যে তোমার সহিত রিচার্ডের কোন মনোমালিন্য হয় নাই ত?"

"না, ইস্থার।"

"তাঁর কাছ থেকে কোন পত্রাদি পেয়েছ কি?"

"হ্যাঁ, তা পেয়েছি।"

তাঁহার প্রেমজ্যোতিরুদ্ভাসিত আনন অশ্রুসিক্ত দেখিয়া আমি বাস্তবিকই বিস্মিত হইলাম। সত্যই আমার আদরিণী রাণীকে এখনও ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। আমি একা রিচার্ডের সঙ্গে দেখা করিতে যাইবার প্রস্তাব করিলাম, তাহাতেও তিনি রাজি হইলেন না। শেষে তিনি আমার সঙ্গে যাইতে সম্মত হইলেন।

সেই দিনই আমরা রওনা হইলাম। দিনটা মেঘমণ্ডিত, মাঝে মাঝে দুই চারি ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতেছিল। অনেক কষ্টে আমরা বাড়ী খুঁজিয়া পাইলাম। উভয়ে রিচার্ডের ঘরের মধ্যে দরজা খুলিয়া প্রবেশ করিলাম। রিচার্ড তখন গৃহেই ছিলেন। চারিদিকে কাগজপত্র ছড়ান।

আমাদিগকে দেখিয়া তিনি সমাদরে আহ্বান করিলেন, বলিলেন, "আর একটু আগে আসিলে উডকোর্টের সঙ্গে দেখা হইত। তিনি রোজই আসেন। কাজ থাকা সত্ত্বেও প্রতিদিনই আসেন, এমন চমৎকার বন্ধু আমি পাইব না।"

আমি ভাবিলাম, "ভগবান্ তাঁহার মঙ্গল করুন। আমার কাছে তিনি যাহা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা প্রতিপালন করিতেছেন!"

কথায় কথায় আমি বলিলাম, "রিচার্ড, এ স্থানটা ভাল নয়, তোমার স্বাস্থ্য অন্যত্র গেলে ভাল হইত।"

মৃদু হাসিয়া রিচার্ড বলিলেন, "তা' ত হবে না, শুধু একটামাত্র পথ আছে, হয় মোকদ্দমার শেষ, নয় ত মোকদ্দমাকারীর শেষ, এইরূপেই এখানকার সহিত আমার সম্বন্ধ সমাপ্ত হইবে।"

রিচার্ডের সে প্রফুল্ল আনন নাই। চোখ দুইটি আরও উজ্জ্বল, আরও বিস্তৃত হইয়াছে। আমার হৃদয় তাঁহার জন্য কাঁদিয়া উঠিল। আদা তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছিলেন।

রিচার্ড একটা সোফার উপর হেলান দিয়া বিমর্ষভাবে বলিলেন, "এক এক সময় এমন ক্লান্তি, এমন অবসাদ বোধ হয়!"

আদা ধীরে ধীরে উঠিলেন। ধীরে ধীরে রিচার্ডের দিকে অগ্রসর হইয়া জানু পাতিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিলেন। দুই কোমল বাহুর দ্বারা রিচার্ডের গলা বেষ্টন করিয়া আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "প্রাণের ইস্থার, আমি আর বাড়ী যাইব না!"

সহসা আমার মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

"না, আর ফিরিব না। আমার প্রেমময় স্বামীর সহিত আমি থাকিব। প্রায় দুই মাসের উপর হইল, আমাদের বিবাহ হইয়াছে। আমাকে ছাড়িয়া, ইস্থার, তুমি বাড়ী যাও। আর আমি গৃহে ফিরিব না।" বলিতে বলিতে আদা তাঁহার স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইলেন। আমি বুঝিলাম, মৃত্যু ব্যতীত এ প্রেমের পরিবর্ত্তন অসম্ভব!

রিচার্ড বলিলেন, "প্রিয়তমে, ইস্থারকে বল, কিরূপে ইহা ঘটিয়াছিল।"

আদা আমার কাছে আসিলেন। উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিলাম। আদা বলিলেন, "ইস্থার, তুমি আমায় ক্ষমা করিবে ত? জন্ মার্জ্জনা করিবেন কি?"

আমি বলিলাম, "তাঁহাকে ত তুমি জান, আদা। মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহাকে সন্দেহ করিও না। আর আমার কথা?—ক্ষমা করিবার ইহাতে কি আছে, ভাই?"

আদা আমার পার্শ্বে বসিয়া বলিলেন, "আমার যাহা কিছু সবই ত রিচার্ডের। আমি তাঁহাকে ভালবাসি, সুতরাং তাঁহাকে বিবাহ করা ছাড়া আমার উপায় ছিল না।"

রিচার্ড বলিলেন, "ইস্থার, সে সময় তুমি এত ব্যস্ত যে, সে সময়ে তোমাকে কোন কথা বলাই যায় না, তা ছাড়া দীর্ঘকাল বিবেচনা করিয়াই যে আমরা এই পথ অবলম্বন করিয়াছিলাম, তাহাও নহে। এক দিন সকালবেলা দুজনে বাহির হইয়াই বিবাহ করিয়া আসি।"

আদা বলিলেন, "উহা শেষ হইবার পর, আমি রোজই ভাবিয়াছি, কি করিয়া তোমাকে কথাটা বলিব। এক এক সময় মনে হইত, তোমাকে সোজা বলিলেই হয়; আবার মনে হইত, না, বলিয়া কাজ নাই, কারণ, জনের নিকট কথাটা লুকাইয়া রাখা উচিত হইবে না। এই রকম নানা চিন্তায় আমি কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারি নাই।"

ভাবিলাম, আমি কি স্বার্থপর যে, এ কথাটা একবারও আমার মনে আসে নাই। উত্তরে কি বলিয়াছিলাম, মনে নাই। তবে দুঃখও হইয়াছিল, আনন্দও হইয়াছিল। যাহা হউক, আমি মনে যাহাই ভাবি না কেন, তাহাদের সুখকে—আনন্দকে ম্লান করিয়া দিবার মত কোন কথা বলি নাই।

খানিক পরে আদা তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে সযত্ন-লুক্কায়িত পরিণয়জ্ঞাপক অঙ্গুরীয়টি বাহির করিয়া অঙ্গুলিতে ধারণ করিলেন।

তার পর বিদায়ের পালা। আদা আমার গলা ধরিয়া কত অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। আমারও চক্ষু কি ছাই শুষ্ক ছিল! রিচার্ডের অবস্থাও শোচনীয়।

কোনমতে সে দিনের মত বিদায় লইয়া নীচে নামিয়া আসিলাম। এইবার রুদ্ধ অশ্রুস্রোত প্লাবনধারার ন্যায় বাহিরে ছুটিয়া আসিল। এত দিন পরে আমার আদাকে যেন হারাইলাম। অতি কষ্টে চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া গৃহে ফিরিলাম। পা চলিতেছিল না।

গাড়ী ভাড়া করিয়া বাড়ী ফিরিলাম। সেণ্ট আল্বানের সেই বালক জো'টির অবস্থা ভাল নয় শুনিয়া কর্ত্তা তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। কাজেই গৃহমধ্যে একা বসিয়া আবার কাঁদিতে লাগিলাম।

আদাকে যে অবস্থায় এবং সকরুণ আবেষ্টনের মধ্যে ফেলিয়া আসিয়াছি, তাহাতে আমার মন একবিন্দু স্থির হইল না। বৈকালে গোপনে তাঁহাকে আর একবার দেখিয়া আসি স্থির করিলাম। শার্লিকে কথাটা জানাইলাম। সন্ধ্যা পূর্ব্বেই দুই জনে বাহির হইলাম।

বাড়ীর কাছে যখন পৌঁছিলাম, তখন অন্ধকার ঘনাই আসিয়াছে। শার্লিকে বাহিরে রাখিয়া নিঃশব্দ-ক্ষিপ্রচর দম্পতির কক্ষের দিকে চলিলাম। রুদ্ধ দ্বারপথে কা রাখিয়া তাহাদের কথা শুনিয়া আবার তেমনই ভাবে নীচে নামিয়া আসিলাম। এবার অপেক্ষাকৃত মনটা হাল্কা হইল।

বাড়ী ফিরিয়া গেলাম। কর্ত্তা ফিরিয়া আসিয়াছেন তিনি জানালার ধারে দাঁড়াইয়া কি যেন চিন্তা করিতে-ছিলেন। আমাকে দেখিয়াই তাঁহার মুখমণ্ডল প্রসন্ন হইল।

সহসা আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি কাঁদ্‌ছিলে, ইস্থার?"

"হাঁ কর্ত্তা, একটু কাঁদিয়াছি। আদা বড়ই অনুতপ্ত, সে আপনার কাছে ক্ষমা চাহিয়াছে।"

আমার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি যেন ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন, "সে কি বিয়ে করেছে?"

আমি যাহা জানিতাম, সবই বলিলাম।

কর্ত্তা বলিলেন, "ক্ষমার কোন কথাই নাই। ভগবান তাহাকে আশীর্ব্বাদ করুন, তাহার স্বামীও যেন ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ করে। কিন্তু হায়! বেচারা রিক্, বেচারা আদা!"

কিছুক্ষণ উভয়ে কোন কথাই বলিলাম না। অবশেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন, "ব্লিক্ হাউস ক্রমশঃই জনশূন্য হয়ে পড়্‌ছে!"

"কিন্তু কর্ত্তা, ইহার কর্ত্রী ত আছে। সে সকলকে খুসী করিতে পারিবে বলিয়া আশা হয়।" কথাটা বলিতে আমার বাধ-বাধ ঠেকিতেছিল; কিন্তু তাঁহার খেদোক্তি শুনিয়া আমি আর থাকিতে পারিলাম না।

কর্ত্তা বলিলেন, "হাঁ, সে তা পারিবে।"

সেই পত্র লেখার পর শুধু আসনের স্থান পরিবর্ত্তন ব্যতীত বাক্যে বা ব্যবহারে অন্য কোন প্রকার পার্থক্যই ছিল না। এই কথার পরও পূর্ব্বপদ্ধতির কোনও ব্যতি-ক্রম ঘটিল না। তিনি স্নেহময় পিতার ন্যায় দৃষ্টি আমার উপর স্থাপন করিলেন। আগে যেমন আমার হাত ধরিতেন, তেমনই ভাবে স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, সে তাহাতে কৃত-কার্য্য হইবে। কিন্তু যাই বল না কেন, দিন দিন দ্রুত-গতিতেই ব্লিক হাউসের লোকসংখ্যা হ্রাস পাইতেছে!"

উত্তরে আমি আর কিছু বলিতে পারিলাম না। সে জন্য আমার দুঃখ হইল। হতাশও হইলাম। আমার মনে যাহা ছিল, তাহা সম্যক্ প্রকাশ করিতে পারিলাম না। কেন? কে জানে?

৩২

উল্লিখিত ঘটনার পর এক দিন চলিয়া গেল। তৎপরদিবস সকালে আমরা প্রাতরাশের আয়োজন করিতেছি, এমন সময় মিঃ উড্কোর্ট রুদ্ধশ্বাসে আসিয়া বলিলেন, খুনের অপরাধে জর্জ্জ হাজতে আছেন। কথায় কথায় বুঝিলাম যে, স্যার লিষ্টারের উকীল পিস্তলের গুলীতে নিহত হইয়াছেন। সন্দেহ-ক্রমে জর্জ্জ সেই অপরাধে ধৃত হইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার মার কথাটাও মনে পড়িল। আমি ভয়ে বিস্ময়ে বিচলিত হইয়া পড়িলাম।

কতকটা প্রকৃতিস্থ হইবার পর আমি বলিলাম, "কর্ত্তা, জর্জ্জকে কখনই হত্যাকারী বলিয়া মনে হয় না।"

কর্ত্তা বলিলেন, "নিশ্চয়ই না। এরূপ লোক গুপ্তভাবে নরহত্যা করিতে পারে না। আমি ত কোনমতেই তাঁহাকে অপরাধী ভাবিতে পারি না।"

উড্কোর্ট বলিলেন, "আমারও তাই মত। কিন্তু আমাদের বিশ্বাসে অবিশ্বাসে কিছু যাইবে আসিবে না। ঘটনা যেরূপ, তাহাতে তাঁহার নির্দ্দোষতা প্রমাণ করাই কঠিন। মৃত ভদ্রলোকটির প্রতি তাঁহার আক্রোশ ছিল। বহুস্থলে প্রকাশ্যভাবে তিনি সে কথা বলিয়াছেন। জর্জ্জ নিজেও স্বীকার করিয়াছেন যে, হত্যাকাণ্ডের কয়েক মিনিট আগু-পাছু তিনি উকীলের বাড়ীতে একা গিয়াছিলেন। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি, তিনি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। কিন্তু উল্লিখিত কারণে সন্দেহ তাঁহার উপর পড়িয়াছে।"

কর্ত্তা বলিলেন, "তাই ত, ব্যাপার বড় গুরুতর। কিন্তু তাঁহার এ অবস্থায় আমরা তাঁহাকে কখনই পরিত্যাগ করিব না।"

উড্কোর্ট বলিলেন যে, তিনি এখনই জর্জ্জের সঙ্গে দেখা করিতে যাইবেন। কর্ত্তাও যাইবেন। আমিও যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। এই সৈনিকটিকে সত্যই আমি বিশেষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতাম।

কারাগারের নির্জ্জন কক্ষে তিনি অবরুদ্ধ ছিলেন। দ্বার মুক্ত হইবার শব্দে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমাদিগকে দেখিয়া তিনি পূর্ব্ববৎ ধীরপদে, উন্নত-মস্তকে অগ্রসর হইয়া আমাদিগকে অভিবাদন জানাইলেন। আমি অগ্রসর হইয়া কর বাড়াইয়া দিলাম। তিনি আমাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "আমার মনের ভার এবার নামিয়া গেল, এখন পরিণামের জন্য আমি বিন্দুমাত্র উৎকণ্ঠিত নই।"

তাঁহাকে বন্দীর মত দেখাইতেছে না। তাঁহার স্থৈর্য্য ও সামরিক অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া মনে হইতেছিল, তিনি যেন কারারক্ষক।

কর্ত্তা বলিলেন, "জর্জ্জ, তোমার জন্য কি কি জিনিষ চাই?"

"কিছুই না। এখানে ধূমপান যখন নিষেধ, তখন অন্য কোন জিনিষই আমার চাই না। ধন্যবাদ!"

"তোমার যখন যাহা প্রয়োজন হইবে, আমাকে জানাইও।"

"ধন্যবাদ; কিন্তু আমার ভবঘুরে জীবন, সুতরাং কারাগার বা গৃহ দুই-ই আমার কাছে সমান।"

কর্ত্তা বলিলেন, "এখন তোমার মোকদ্দমার কথা কি বল?"

জর্জ্জ বলিলেন, "বকেট্ সে সব কথা জানেন। তবে সমুদয় সাক্ষ্য জোগাড় না হইলে বিচার হইবে না শুনিলাম।"

কর্ত্তা সবিস্ময়ে বলিলেন, "তুমি বেশ ত! নিজের মোকদ্দমার সম্বন্ধে তুমি এত উদাসীন?"

"কি করিব বলুন, যখন কোন উপায় নাই, তখন ঐরূপে মনকে প্রবোধ দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।"

"কথা ঠিক; কিন্তু নির্দ্দোষ ব্যক্তিও নিজের রক্ষার জন্য বন্দোবস্ত করে।"

জর্জ্জ বলিলেন, "আমি তাহা করিয়াছি। হাকিমের কাছে বলিয়াছি যে, আমি নিরপরাধ, কিছুই জানি না। তবে আমার সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, সেগুলি ঠিক। ইহা ছাড়া আমি আর কিছুই জানি না।"

কর্ত্তা বলিলেন, "শুধু কথায় ত হইবে না।"

"তবে কি হইবে?"

"এক জন উকীল দিতে হইবে। আমরা তোমার তরফে এক জন বিচক্ষণ উকীলকে দিব স্থির করিয়াছি।"

জর্জ্জ বলিলেন, "ক্ষমা করিবেন, ঐটা পারিব না। উকীল আমি চাই না।"

"সে কি, উকীল দিবে না?"

"আজ্ঞা, না।"

"কেন বল ত?"

"ও জাতটার প্রতি আমার শ্রদ্ধা নাই। এ বিষয়ে বেশী কথা বলিবার ইচ্ছা আমার নাই; ক্ষমা করিবেন।"

উড্কোর্ট, কর্ত্তা ও আমি তিন জনে অনেক বুঝাইলাম; কিন্তু জর্জ্জ কোনমতেই উকীল দিতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন যে, হাতকড়ি পরাইয়া যে দিন তাঁহাকে হাজতে আনা হইয়াছে, সেই দিন হইতেই লোকচক্ষুতে তিনি অপমানিত হইয়াছেন। উকীলের সাহায্যে হয় ত মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে; কিন্তু তেমন মুক্তি তিনি প্রার্থনীয় মনে করেন না। যদি সকল কথা শুনিয়া বিচারক তাঁহাকে নির্দ্দোষ মনে না করেন, তবে আইনের ফাঁকিতে অব্যাহতি লাভ করিয়া বাঁচিবার ইচ্ছা তাঁহার নাই।

এমন সময় কারাকক্ষের দ্বার মুক্ত হইল। জনৈক সৈনিকপ্রকৃতি পুরুষ ও একটি রমণী একটি ঝুড়ি হস্তে ঘরে প্রবেশ করিলেন। জর্জ্জ পরিচয় দিলেন, ব্যাগনেট্-দম্পতি, তাঁহার বিশেষ বন্ধু। তাঁহাদেরই গৃহে তিনি ধৃত হন।

এই নবাগত দম্পতি আমাদের কথোপকথনের কিয়দংশ শ্রবণ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাদিগকে বলিলাম যে, জর্জ্জ কোনমতেই তাঁহার পক্ষে উকীল নিযুক্ত করিতে চান না।

শ্রীমতী ব্যাগনেট্ আমায় বলিলেন, "আপনারা বাহিরে একটু অপেক্ষা করুন, আমি একবার বুঝাইয়া দেখি।" এই বলিয়া তিনি ঝোড়া হইতে কিছু খাদ্য বাহির করিয়া জর্জ্জকে খাইতে দিলেন।

বাহিরে যাইবার সময় আমি বলিলাম, "জর্জ্জ, আপনি বিশেষ বিবেচনা করুন। শুধু আত্মরক্ষার জন্য নয়, হত্যা-কাণ্ডের রহস্য-ভেদ করাও কর্ত্তব্য।"

জর্জ্জ আমার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বড়ই আশ্চর্য্য; কিন্তু তখন আমার এই রকমই মনে হইয়াছিল!"

কর্ত্তা প্রশ্ন করিলেন, "ব্যাপার কি?"

জর্জ্জ বলিলেন, "দুর্ভাগ্য বশতঃ আমি যখন হত্যার দিন ঐ উকীলের বাড়ী রাত্রিতে গিয়াছিলাম, আমি তখন মিস্ সমারসনের চেহারার মত একটি নারীমূর্ত্তিকে সিঁড়ির ধারে দেখিয়াছিলাম। তিনি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আমার পাশ দিয়া যখন অন্ধকারে অন্তর্হিত হইলেন, তখন মিস্ সমারসন্ ভাবিয়া আমি কথা কহিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম।"

অকস্মাৎ আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। এরূপ অপূর্ব্ব শিহরণ আমি জীবনে কখনও অনুভব করি নাই।

"আমি উপরে উঠিতেছিলাম, মূর্ত্তি নীচে নামিতেছিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণবসনে আচ্ছাদিত। অবশ্য আসল ঘটনার সহিত এ ব্যাপারের কোন সংস্রব নাই। শুধু সেই সময় তাহাকে মিস্ সমারসনের মূর্ত্তি বলিয়া আমার ভ্রম হইয়াছিল।"

আমরা কারা-কক্ষের বাহিরে আসিয়া ব্যাগনেট্-দম্পতির প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। অবিলম্বে তাঁহারা আসিলেন।

শ্রীমতী ব্যাগনেটের নয়নে অশ্রুবিন্দু দেখিলাম। তিনি বলিলেন, "মিস্, জর্জ্জকে কোনমতেই স্বীকার করান যাবে না। তবে একটা কাজ করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।"

আমি বলিলাম, "তুমি রমণীরত্ন, সে উপায়টা কি, বল!"

"জর্জ্জ যে বলে, তার আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই, ও সব বাজে কথা। আমি ওর অনেক সংবাদ জানি। ওর মা বেঁচে আছেন। তাঁকে আন্‌তে পাল্লেই কার্য্যসিদ্ধি।"

বলিয়াই শ্রীমতী তাঁহার স্বামীকে বলিলেন, "তুমি ছেলে-মেয়েদের ভার নিও। আমি এখনই লিঙ্কলন শায়ারে যাচ্ছি।"

কর্ত্তা পকেটে হাত দিয়া বলিলেন, "অত দূরে যাবে কি ক'রে? টাকাকড়ি ত দরকার।"

শ্রীমতী ব্যাগনেট্ একটা ক্ষুদ্র মুদ্রাধার খুলিয়া টানিয়া দেখিলেন, তাহাতে কয়টা রৌপ্যমুদ্রা আছে। সন্তোষ সহকারে তিনি বলিলেন, "যথেষ্ট হবে। আমি সৈনিক-রমণী। আমি যেমন বুঝি, তেমনই ভাবে যাব। লিগন্‌ম্, চল্লুম। জর্জ্জের মাকে নিয়ে তবে ফিরব।"

রমণী দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। কর্ত্তা বলিলেন, "মিঃ ব্যাগনেট্, আপনি পত্নীকে ঐ ভাবেই যাইতে দিবেন?"

"উপায় নাই, মহাশয়। ঐ এক গোঁ। যাহা ধরিবেন, তাহা না করিয়া ছাড়িবেন না।"

"তবে আর কথা নাই। কিন্তু আপনি ভাগ্যবান্!"

৫৩

পরলোকগত টল্‌কিংহরণের মৃতদেহ সমাহিত হইবে। স্যার লিষ্টার স্বয়ং এই ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ায় যোগ দিয়াছিলেন। বহু গাড়ী-ঘোড়া সমবেত হইয়াছিল।

মিঃ বকেট্ ইত্যবসরে স্যার লিষ্টারের প্রাসাদে গমন করিলেন। সেখানে তাঁহার অবারিত দ্বার। একটা স্বতন্ত্র চাবি তিনি পাইয়াছিলেন, তাহার সাহায্যে তিনি ইচ্ছামত যে কোন কক্ষে প্রবেশ করিতে পারিতেন। প্রাসাদে প্রবেশের জন্য তাঁহাকে ঘণ্টাও বাজাইতে হইত না, কার্ডও পাঠাইতে হইত না। স্যার লিষ্টারের এ বিষয়ে ঢালা হুকুম ছিল।

বকেট্ প্রাসাদে প্রবেশ করিবামাত্র পরিচারক মার্করি তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিল। বকেট্ নিজে কাহাকেও বড় একটা পত্র লিখিতেন না, এবং তাঁহাকেও কেহ পত্রাদি লিখিত না। তথাপি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তিনি দুখানা পত্র পাইয়াছেন।

মার্করিকে বিদায় দিয়া স্যার লিষ্টারের বৃহৎ পুস্তকাগারের সন্নিহিত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে তিনি প্রবেশ করিলেন। টেবলের উপর পত্রটা খুলিয়া রাখিয়া তিনি অনুচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "এখানাও সেই একই হাতের লেখা, আর বোধ হয়, সেই একই কথা লেখা আছে।"

দ্বার রুদ্ধ করিয়া তিনি পড়িলেন—"লেডী ডেড্‌লক্!" আর কোনও কিছু লেখা ছিল না।

ডিটেক্‌টিভ্ স্বগত বলিলেন, "এই বেনামা সংবাদ না পেলেও টাকাটা হাতে আসিত।"

গুপ্ত খাতার মধ্যে পত্রখানা রাখিয়া তিনি দরজা খুলিলেন। পরিচারক তাঁহার আহার্য্য তথায় দিয়া গেল। পরিতোষরূপে ভোজন করিয়া তিনি স্যার লিষ্টারের পড়িবার ঘরের দরজা মুক্ত করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। টেবলের উপর সে দিনের পত্রসমূহ রক্ষিত ছিল। উপরের লেখাগুলি পড়িয়া বকেট্ আপন মনে বলিলেন, "না, সে হাতের লেখা পত্র নেই। শুধু আমাকেই লেখা হয়েছে! কাল স্যার লিষ্টারকে কথাটা বলা যাবে।"

ভোজন-শেষে বকেট্ একটু ঘুমাইলেন। তার পর পরিচারকের আহ্বানে তিনি স্যার লিষ্টারের সম্মুখে নীত হইলেন।

ব্যারনেট বলিলেন, "আজ কোন নূতন খবর আছে ?"

"আজ্ঞা না, আজ কিছু বলিবার মত নাই।"

"আপনার যখনই প্রয়োজন হইবে, আমার কাছে আসিবেন। এ হত্যাকাণ্ডের কিনারা হওয়া চাই। টাকার জন্য কোন চিন্তা নাই।"

বকেট্ কোন কথা বলিলেন না।

স্যার লিষ্টার বলিলেন, "আমার বিশ্বস্ত বন্ধুকে এমন নৃশংসভাবে যে হত্যা করিয়াছে, তাহাকে রাজদ্বারে অভিযুক্ত করিয়া উপযুক্ত শাস্তি দেওয়াইতে না পারিলে আমি নিশ্চিন্ত হইব না। আমার সহোদর ভাই যদি থাকিত, আর সে যদি এ কার্য্য করিত, তবে আমি তাহাকেও মার্জ্জনা করিতাম না।"

বকেটের মুখমণ্ডল পূর্ব্বাপেক্ষা গম্ভীর হইল।

মিস্ ভলুমনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, যে সৈনিকপুরুষটি ধৃত হইয়াছে, সে অপরাধী বলিয়া প্রমাণিত হইবে কি না, এবং তাহার সহকারী আর কেহ আছে কি না ইত্যাদি।

বকেট্ বলিলেন, "দেখুন মিস্, এ সময়ে সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নয়। আমি যাহা জানি, তাহা হয় ত প্রকাশ করিতে পারিতাম; কিন্তু সেটা আমার কর্ত্তব্য নয়। স্যার লিষ্টারকে অবশ্য আমি যথাসময়ে সকল কথা নিবেদন করিব; কিন্তু আজ নয়।"

স্যার লিষ্টার বলিলেন, "ভলুমনিয়া, তুমি কোন কথা জানিতে চাহিও না। ডিটেক্‌টিভ মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন। উনি কর্ত্তব্যপরায়ণ।"

মিস্ ভলুমনিয়া চুপ করিয়া গেলেন।

বকেট্ বলিলেন, "স্যার লিষ্টার, এই ভদ্র মহিলার কাছে আমার অনুসন্ধানের ফলাফলের কথা বলিতে পারিতাম; কিন্তু এখন বলিব না, তবে এইটুকু জানিয়া রাখুন যে, আমার অনুসন্ধান শেষ হইয়াছে। ঘটনাটি অত্যন্ত রহস্যজনক এবং চমৎকার। সামান্য একটু যা বাকী আছে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাহা সংগৃহীত হইবে।"

ব্যারনেট্ বলিলেন, "শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। আপনার যশের কথা শুনিয়াছিলাম, তাহা সত্য দেখিতেছি।"

বকেট্ বলিলেন, "ঘটনাটাকে চমৎকার যে বলিয়াছি, সেটা আমার দিক হইতে। কিন্তু অন্য দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে এ রকম ঘটনায় যথেষ্ট মনোদুঃখের কারণও ঘটিবে। আমরা বহু পরিবারের অনেক বিচিত্র ঘটনার কথা জানিতে পারি। সে সব কথা শুনিলে, মিস্, আপনারা চমকিয়া উঠিবেন।"

স্যার লিষ্টার বলিলেন, "দেখুন, আপনার অনুসন্ধানের ফল যখন সুবিধা মনে করিবেন, আমায় জানাইবেন। আমি সর্ব্বদাই আপনার কথা শুনিবার জন্য প্রস্তুত।"

বকেট্ বলিলেন, "আগামী কল্য সকালে আপনার বোধ হয় সময় হইবে, সেই সময় হয় ত সব কথা বলিতে পারিব। ভাল কথা, একটা বিষয় আমি জানিতে চাই। পুরস্কার ঘোষণার সংবাদটা সিঁড়ির উপর কে মারিয়া দিয়াছে ?"

স্যার লিষ্টার বলিলেন, "আমার আদেশেই উহা সিঁড়ির উপর লট্‌কাইয়া দিয়াছি। কারণ, আমি সকলকে বুঝাইয়া দিতে চাই যে, অপরাধটা অত্যন্ত গুরুতর।"

বকেট্ আর কোন কথা না বলিয়া বিদায় লইলেন। হল-ঘরে পরিচারক মার্করি ছিল, বকেট্ তাহার সহিত কথা জমাইয়া লইলেন। বন্ধুত্ব যখন বেশ জমিয়া আসিল, কথাপ্রসঙ্গে বকেট্ প্রশ্ন করিলেন, "লেডী মহোদয়া বেড়াইতে গিয়াছেন বুঝি ?"

মার্করি উত্তরে বলিল, "হাঁ।"

"রোজই বুঝি বেড়াইতে যান ?"

"হ্যাঁ।"

আবার নানা কথার আলোচনা চলিল। মার্করি কত দিন এখানে চাকরী করিতেছে, পিতা কি কাজ করিতেন, ইত্যাদি।

এমন সময় লেডী ডেডলক্ ফিরিয়া আসিলেন। হলঘর দিয়া তিনি উপরে উঠিবার সময় বকেট্‌কে দেখিতে পাইলেন। পরিচারক জানাইয়া দিল যে, তিনি ডিটেক্‌টিভ বকেট্।"

"আপনি কি স্যার লিষ্টারের সঙ্গে দেখা করিতে চান ?"

"না, লেডী, দেখা হইয়াছে।"

"আমার সঙ্গে কোন কথা আছে কি ?"

"উপস্থিত কোন প্রয়োজন নাই।"

"নূতন কোন কিছু আবিষ্কার করিতে পারিলেন ?"

"কিছু কিছু।"

চলিতে চলিতেই কথা হইতেছিল। লেডী উপরে উঠিয়া গেলেন। পুরস্কারের বিজ্ঞাপনটাও তাঁহার চোখে পড়িল; কিন্তু পড়িবার জন্য তিনি থামিলেন না।

বকেট্ বলিলেন, "খাসা সুন্দরী উনি। কিন্তু স্বাস্থ্য খুব ভাল নয় বলিয়া বোধ হয়।"

মার্করি জানাইল, সে কথা ঠিক। মাঝে মাঝে বড় শিরঃপীড়া হয়।

তাই না কি? বড়ই দুঃখের কথা বলিতে হইবে। শিরঃপীড়ায় ভ্রমণ খুব উপকারী। মার্করি বলিল যে, রাণী রোজই পদব্রজে বেড়াইয়া থাকেন। যখন পীড়া অধিক হয়, তখন দুই ঘণ্টাকাল পর্য্যন্ত বেড়াইতে থাকেন। রাত্রিতেও ভ্রমণ করেন।

রাত্রিভ্রমণ মন্দ নহে। বিশেষতঃ চন্দ্রালোকে। হ্যাঁ, সে কথা ঠিক। চন্দ্রালোকে লেডী ভ্রমণ ত করেনই।

"মার্করি, তুমি পায়চারি কর না? ওঃ, বেশী সময় পাও না বুঝি ?"

তা ত বটেই, তাহা ছাড়া মার্করি সেটা বড় একটা পছন্দ করে না। বরং গাড়ী চড়িয়া বেড়াইতে তাহার সাধটা বেশী।

কথায় কথায় বকেট প্রশ্ন করিলেন, "ঘটনার রাত্রিতে লেডী বেড়াইতে গিয়াছিলেন বোধ হয় ?"

"নিশ্চয়। আমিই ত বাগানের ফটক খুলিয়া দিয়াছিলাম।"

"তুমি সঙ্গে যাও নাই, আমি সেটা দেখিয়াছিলাম।"

মার্করি বলিল, "আমি ত আপনাকে দেখিতে পাই নাই!"

"আমি খুব তাড়াতাড়ি যাইতেছিলাম। আমার এক খুড়ী চেলসিওডে থাকেন, তিনি এখানে আসিয়াছেন। অনেক টাকা-কড়ি তাঁর আছে, বয়সও নব্বই। কাজেই দেখা করিতে যাইতেছিলাম। তখন কত রাত্রি যেন? দশটা বোধ হয় বাজে নাই।"

"না, তখন সাড়ে ন'টা।"

"ঠিক, তোমার কথাই ঠিক। আমার মনে হয়, লেডী যেন একটা কালো আঙ্গরাখায় গা ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন।"

"হাঁ, ঠিক কথা।"

উল্লিখিত আলোচনার পর বকেট্ ধীরে ধীরে উপরের তলায় চলিলেন। মার্করির করকম্পন করিতে কিন্তু তিনি ভুলিলেন না।

৫৪

পরদিবস প্রভাতে উঠিয়া বকেট্ প্রসাধনানন্তর প্রাতরাশ সমাপন করিলেন। তার পর মার্করিকে বলিলেন যে, এখন তিনি স্যার লিষ্টারের দর্শনপ্রার্থী। মার্করি বলিয়া গেল যে, স্যার লিষ্টার ডেডলক্ অবিলম্বে লাইব্রেরী-ঘরে তাঁহার সহিত দেখা করিবেন।

লাইব্রেরী-কক্ষে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন, স্যার লিষ্টার তথায় উপস্থিত। সন্তর্পণে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বকেট্ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

"স্যার লিষ্টার, আমার একটু কাজ বাকী ছিল, তাহাও শেষ হইয়াছে। যে হত্যাকারী, তাহার বিরুদ্ধে সকল প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে।"

"সৈনিক পুরুষটিই তবে অপরাধী ?"

"না, স্যার লিষ্টার, তিনি নন।"

সবিস্ময়ে স্যার লিষ্টার বলিলেন, "লোকটাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে ত?"

বকেট্ বলিলেন, "হত্যাকারী পুরুষ নহে, রমণী।"

চেয়ারে হেলান দিয়া সবিস্ময়ে ব্যারনেট্ বলিলেন,—"সে কি ?"

বকেট্ বলিলেন, "স্যার লিষ্টার, আমি যে ঘটনার কথা বলিতে যাইতেছি, তাহার মধ্যে এমন অনেক বিষয় আছে—যাহা আপনার পক্ষে প্রীতিকর নহে। সুতরাং আমার কর্ত্তব্য আপনাকে পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক করিয়া দেওয়া। আপনি ভদ্রলোক, সুতরাং আঘাত পাইলেও আপনাকে তাহা সংবরণ করিতে হইবে। ভদ্রলোকের প্রকৃতিই তাই। আঘাত যত গুরুতরই হউক না কেন, উহা সহ্য করাই ভদ্র ব্যক্তির লক্ষণ। সুতরাং আমার আশা আছে, আপনি আজ আমার কাছে যে কথা শুনিবেন, তাহা শুনিয়া আত্মবিস্মৃত হইবেন না।"

স্যার লিষ্টার নীরবে ডিটেক্টিভের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বকেট্ বলিয়া চলিলেন, "আমি সকল কথা জানিতে পারিয়াছি বলিয়া আপনি ক্ষুণ্ণ হইবেন না। কারণ, আমি অনেকের অনেক কথা জানি, সুতরাং এটা জানিয়া আমার অভিজ্ঞতা বিন্দুমাত্রও বাড়ে নাই। সংসারে আমি বিস্ময়ের বিষয় কিছুই দেখি না। আপনাকে এত কথা বলিবার উদ্দেশ্য যে, আপনি ধীরভাবে আমার কথা শুনিয়া কাজ করিবেন।

স্যার লিষ্টার বলিলেন, "আপনার সতর্কতার জন্য ধন্যবাদ। আপনি বসিবেন না ?"

"কোন প্রয়োজন নাই। যাক্, প্রস্তাবনা শেষ হইল। এখন আরম্ভ করি। লেডী ডেড্‌লক—"

স্যার লিষ্টার আসন ছাড়িয়া সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কঠোর দৃষ্টিতে বকেটের দিকে চাহিলেন।

"লেডী ডেডলক্ সর্ব্বত্র সমাদৃতা।"

রুক্ষস্বরে স্যার লিষ্টার বলিলেন, "আমার পত্নীর নাম এ বিষয়ে জড়াইবার কোন প্রয়োজন নাই, মহাশয়।"

"তাঁহার নামের উল্লেখ না করিতে পারিলেই আমি সুখী হইতাম, কিন্তু তাহার যে কোন উপায় নাই। উহা অসম্ভব।"

"অসম্ভব ?"

"আজ্ঞা, হ্যাঁ, একান্তই অসম্ভব। আমার কাহিনী তাঁহাকে লইয়াই। সকল ঘটনার মূলে যে তিনি।"

বৃদ্ধের নয়ন হইতে অগ্নি নির্গত হইতে লাগিল। তিনি কঠোর স্বরে বলিলেন, "আপনি সরকারী কর্ম্মচারী, কর্ত্তব্য পালন করুন। কিন্তু গণ্ডী ছাড়াইয়া যাইবেন না। উহা আমি কখনই সহ্য করিব না। আমার স্ত্রীর নাম এ সম্পর্কে উচ্চারণ করার জন্য আপনি দায়ী। তাঁহার নাম সাধারণের সম্পত্তি নহে।"

"স্যার লিষ্টার, আমার যাহা বলা উচিত, তাহাই বলিতেছি এবং বলিতে বাধ্য। তাহার অতিরিক্ত কিছুই বলিব না।"

"আচ্ছা, তবে বলুন!"

অতিনিম্ন স্বরে বকেট্ বলিলেন, "কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমি বলিতে বাধ্য যে, মিঃ টলকিংহরণ বহুদিন হইতে লেডী ডেডলক্‌কে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিতেছিলেন।"

"তিনি যদি এ সন্দেহের কথা ঘুণাক্ষরেও আমায় জানাইতেন, তবে আমি নিজে তাঁহাকে খুন করিতাম। কিন্তু তিনি তাহা বলিতে সাহস করেন নাই।"

বকেট্ বলিলেন, "নিহত উকীল অতি অল্পভাষী ও গম্ভীর ছিলেন। আমি তাঁহার মুখেই শুনিয়াছি যে, কোন হস্তাক্ষর দেখিয়া তিনি আবিষ্কার করেন, আপনার সহিত বিবাহের পূর্ব্বে লেডীর এক জন প্রণয়প্রার্থী ছিলেন। তাঁহার সহিতই লেডীর বিবাহ হওয়া উচিত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার কাছেই আমি শুনিয়াছি যে, উল্লিখিত ব্যক্তির মৃত্যুর পরেই লেডী ডেডলক্ মৃত ব্যক্তির বাসাবাড়ীতে গিয়াছিলেন, এবং গোপনে সমাধিস্থানও দেখিয়া আসিয়াছিলেন। পরিশেষে আমি স্বয়ং অনুসন্ধান করিয়াও জানিতে পারি যে, সত্যই লেডী মহোদয়া তাহা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচারিকার বেশ পরিয়া লেডী গোপনে গিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে আমি প্রকৃষ্ট প্রমাণও পাইয়াছি। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মৃত উকীল এই বিষয়ে পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান লইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত লেডী ডেডলকের বিশেষ মনোমালিন্য হইয়াছিল। ঘটনার রাত্রিতেও এ বিষয়ে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে আলোচনা হয়। আপনি লেডী ডেডলক্কে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলে জানিতে পারিবেন যে, সেই রাত্রিতেই উকীল চলিয়া যাইবার পর কৃষ্ণ অঙ্গাবরণে দেহ আবৃত করিয়া লেডী মহোদয়া কোন কথা বলিবার জন্য তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছিলেন কি না।"

স্যার লিষ্টার বকেটের দিকে চাহিয়া প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ বসিয়া রহিলেন।

ডিটেক্‌টিভ বলিয়া চলিলেন, "লেডী মহোদয়াকে আমার নাম করিয়া কথাটা জিজ্ঞাসা করিবেন। তিনি যদি অস্বীকার করেন, তবে বলিবেন যে, তাহাতে কোন ফল হইবে না। ইনস্পেক্টর বকেট্ সব জানে। সৈনিক তাঁহাকে তাহার পাশ দিয়া যাইতে দেখিয়াছে। আর তিনিও সৈনিকটিকে সিঁড়িতে দেখিয়াছিলেন। স্যার লিষ্টার, আপনাকে এত কথা বলিবার কারণটা কি, তা জানেন?"

ব্যারনেট্ মুখমণ্ডল বাহু দ্বারা আবৃত করিয়া তাঁহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। তার পর বহুকষ্টে প্রকৃতিস্থ হইয়া স্থিরভাবে বসিলেন।

"স্যার লিষ্টার, আপনি লেডী মহোদয়াকে জিজ্ঞাসা করিয়া আমার কথার সত্যাসত্য নির্ণয় করুন। তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে এ কথাও জানিতে পারিবেন যে, উকীল মহোদয় আপনাকেও সব কথা জানাইবার জন্য সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। লেডী মহোদয়া সে কথাও জানেন। সম্ভবতঃ ঘটনার রাত্রি প্রভাত হইলেই তিনি সব কথা আপনাকে জানাইতেন। আমি পাঁচ মিনিট্ পরে আপনাকে কি কথা বলিব বা কি করিব, তাহা আপনি এখনও জানেন না।"

এই সময় হলঘরে মনুষ্যকণ্ঠ শ্রুত হইল। বকেট্ কাণ পাতিয়া শুনিবার পর বলিলেন, "স্যার লিষ্টার, বড়ই দুঃখের কথা, আপনার ঘরোয়া কথাটা প্রকাশ পাইয়াছে। আমিও তাই আশঙ্কা করিয়াছিলাম। উকীল মহাশয়ের আকস্মিক মৃত্যুই ইহার কারণ। কথাটা বেশী প্রকাশ করিবার ইচ্ছা যদি না থাকে, তবে লোকগুলিকে এখানে ডাকিয়া আনা দরকার। আপনি একটু চুপ করিয়া বসুন, আমি উহাদিগকে ডাকিয়া আনি। তার পর আমি যাহা বলিব, আপনি তাহাতে শুধু একবার করিয়া ঘাড় নাড়িবেন। রাজি আছেন?"

ব্যারনেট্ সাগ্রহে বলিলেন, "নিশ্চয়। আপনি যাহা ভাল বুঝেন, করুন।"

ডিটেক্‌টিভ দ্রুতপদে বাহিরে গেলেন। একটি কক্ষমধ্যে কয়েকটি পুরুষ ও রমণী দাঁড়াইয়া। মার্করি তাহাদের সহিত বচসা করিতেছে। বকেট্ সেই ঘরে গিয়া মার্করিকে কি আদেশ করিলেন। লোকগুলিকে লাইব্রেরী-কক্ষে লইয়া আসিয়া বকেট্ দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। মার্করি চলিয়া গেল।

বকেট্ বলিলেন, "তোমরা সকলেই বোধ হয় আমায় চেন। যদি না জান, তবে বলি, আমি ইন্‌স্পেক্টর বকেট্। তোমরা স্যার লিষ্টারের দর্শনপ্রার্থী। ভাল কথা, আমি তোমাদিগকে এখানে আনিয়াছি। এখন ওহে বুড়া, তোমার নাম ত স্মলউইড্। হ্যাঁ, তা আমি জানি।"

স্মলউইড্ উচ্চৈঃস্বরে কি একটা কথা বলিল। বকেট্ বলিলেন, "দেখ, আমরা কালা নই। আস্তে কথা বল। তোমার স্ত্রী কালা, তার সঙ্গে যখন কথা বলিবে, চেঁচাইও। এখন খুব আস্তে আস্তে বল।"

সভয়ে স্মলউইড্ বলিল, "আজ্ঞে, কর্ত্তা, তাই বলব।"

"তার পর, মশায়, আপনার নাম চ্যাডব্যাণ্ড, আপনি এক জন পাদরী? কেমন নয়?"

"আজ্ঞা হ্যাঁ। আর ইনি আমার পত্নী—শ্রীমতী চ্যাডব্যাণ্ড।"

"উনি ত শ্রীমতী স্নাগস্‌বি।"

রমণী ঘাড় নাড়িল!

"আচ্ছা, তোমরা এখানে কেন? কি হইয়াছে?"

বুড়া স্মলউইড্ বলিল, "আমার শালা ক্রুকের সমস্ত সম্পত্তি এখন আমার স্ত্রীর। আমি একতাড়া লুকোনো চিঠি পাই। সেই বাড়ীতে একটা ভাড়াটে ছিল। চিঠিগুলি তাঁর প্রণয়িনী তাঁকে লিখেছিলেন। টল্‌কিংহরণ সেই তাড়াটাই চেয়েছিলেন। তাঁকে দেবার আগে আমি একবার সব প'ড়ে নিয়েছিলাম। রমণীটির নাম হনোরিয়া। অবশ্য এ বাড়ীতে এ নামের কোন লেডী নেই। আর তাঁর হাতের লেখাও এই লেখার সঙ্গে মিল্‌বে না। তা হতেই পারে না!"

ধূর্ত্ত বৃদ্ধ হাঁপাইতে লাগিল।

বকেট্ বলিলেন, "স্যার লিষ্টারের সঙ্গে যে বিষয়ের সম্বন্ধ আছে, তাই তুমি বল।"

বৃদ্ধ বলিল, "এ বিষয়ের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ নেই বুঝি? কাপ্তেন হডন্, হনোরিয়া ও তাঁহাদের সন্তান—এ সকলের

সহিত স্যার লিষ্টারের সম্বন্ধ নাই? এখন বলুন, সে চিঠির তাড়া কোথায়? তাতে আমার দরকার আছে। সেগুলি যে চুরী যাবে, আর কোন উচ্চবাচ্য হবে না, তা চলবে না। সেগুলি আমি বন্ধু টলকিংহরণের হাতেই দিয়েছিলাম।"

বকেট্ বলিলেন, "তার দেখা ত তুমি পেয়েছ।"

"সে জন্য নয়। কে চিঠিগুলো পেয়েছে, আমি তাই জানতে চাই। এই হত্যা-ব্যাপারের ভালরূপ অনুসন্ধান যাতে হয়, আমাদের উদ্দেশ্য তাই। জর্জ্জের যদি এ ব্যাপারে কোন হাত থাকে, তবে সে একা এ কাজ করেনি। অন্যের প্ররোচনায় সে এ কাজ করেছে।"

বকেট্ এবার ক্রোধভরে বলিলেন, "দেখ আমার একটা কথা আছে। খুনের তদারকের ভার আমার উপর। তোমাদের মুখ যদি এমন ভাবে চলিতে থাকে, তবে এখনই তাহা বন্ধ করিয়া দিব। কারণ, তোমাদের কথায় খুনের কিনারায় বাধা জন্মিতে পারে। আমায় তোমরা চেন না কি? ইচ্ছা করিলে এই মুহূর্ত্তেই আমি হত্যাকারীকে বাহির করিয়া দিতে পারি।"

বকেটের কথায় বৃদ্ধ ভয় পাইয়া চুপ করিল।

বকেট্ বলিলেন, "খুনের কিনারা করার ভার আমার উপর। সে জন্য তোমাদের মাথা ঘামাইতে হইবে না। তোমরা সংবাদপত্রের দিকে নজর রাখিও। যথাসময়ে সকল কথা জানিতে পারিবে। চিঠির তাড়ার কথা যদি জানিতে চাও, তবে শুনিয়া রাখ, সেটা আমার কাছে আছে। এই দেখ।"

তাড়া দেখিয়া স্মলউইড্ স্বীকার করিল, সেই চিঠিই বটে।

"দেখ বুড়া, অত হাঁ করিও না, উহা তোমায় মোটেই ভাল দেখায় না। এখন তোমার মতলবটা কি বল?"

"আমি পাঁচশ পাউণ্ড চাই।"

"না, তা তুমি পাবে না, আড়াইশ পাউণ্ড পাইতে পার। আচ্ছা, এখন ধর্ম্মযাজক মহাশয়, আপনার বক্তব্য কি?"

চ্যাডব্যাণ্ড বলিল, "আমরা যে পাপকাহিনী জানি, সেই কথা গুপ্ত রাখিবার জন্য অর্থ চাই।"

"ভাল কথা, কিন্তু গুপ্তকথাটা কি, তাহা ত জানা চাই।"

"আচ্ছা, বলিতেছি। র‍্যাচেল, বল ত।"

মিসেস্ চ্যাডব্যাণ্ড বলিল, "মিস্ হডন্, লেডী মহোদয়ার কন্যাকে আমি প্রতিপালন করেছিলাম। লেডীর ভগিনীর কাছে আমি ছিলাম। সে মেয়ে এখনও বেঁচে আছে, আমি চিনি।"

"বেশ, তোমরা কুড়ি পাউণ্ড পাবে। তার পর শ্রীমতী স্নাগস্‌বি, তোমার মতলব কি?"

শ্রীমতী আনুপূর্ব্বিক তাঁহার নিজের সন্দেহের কথা প্রকাশ করিলেন। জো'কে জারজ সন্তান মনে করিয়া তিনি কিরূপে স্বামীর সকল কার্য্যে গোপনে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা বলিলেন।

সব কথা শুনিয়া বকেট্ বলিলেন, "তোমরা সংবাদ বেচিয়া টাকা চাও বুঝিলাম। কিন্তু নীচে গোল করিতেছিলে কেন? উহাতে তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না ত।"

"আমরা স্যার লিষ্টারের দর্শন পাইবার জন্য ঐরূপ করিয়াছিলাম। আমাদিগকে ক্ষমা করুন।"

বকেট্ বলিলেন, "ভাল কথা, তোমরা এখন যাও। কাল তোমাদের সঙ্গে ব্যবস্থা করিব। কিন্তু মনে রাখিও, যদি চালাকী করিতে যাও, আমি তোমাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে ভুলিব না।"

সকলকে বিদায় দিয়া বকেট্ স্যার লিষ্টারকে বলিলেন, "দেখুন, আমার মতে উহাদের মুখ বন্ধ করা দরকার। আপনার অভিপ্রেত হইলে আমি সে ব্যবস্থা করিতে পারিব। শ্রীমতী স্নাগস্‌বিই সকল দলে আছে। উহার সাহায্যে সব কথা বাহির করিয়া লইয়াছে। বৃদ্ধ উকীল এই সকল পাগলা ঘোড়াকে ঠিক রাখিয়াছিলেন। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে এই সকল কথা প্রকাশ পাইত না। এ যেন, 'বামুন গেল ঘর, ত লাঙ্গল তুলে ধর।' জীবনটাই এই রকম আর কি। যাক্, আমি যাদের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, বোধ হয়, তাহারা এতক্ষণে এখানে আসিয়াছে।"

বকেট্ তাঁহার ঘড়ী দেখিলেন। স্যার লিষ্টার একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

উৎসাহপূর্ণ-কণ্ঠে বকেট্ বলিলেন, "হ্যাঁ, তাহারা এতক্ষণ আসিয়াছে। স্যার লিষ্টার, আপনার সাক্ষাতে আমি হত্যাকারিণীকে গ্রেপ্তার করিব। কিন্তু আপনি কোন কথা কহিবেন না, চুপচাপ বসিয়া থাকুন। একটু শব্দ বা গোলযোগ কিছুই হইবে না দেখিবেন। তার পর বৈকালে আপনার এখানে আসিয়া আপনার পারিবারিক ব্যাপারটা সংগোপনে রাখিবার বন্দোবস্ত করিব—অবশ্য আপনি যদি আমাকে তাহা করিতে বলেন, তবেই আমি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব। আপনি এখন প্রস্তুত হউন। এ ঘটনার গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত আপনাকে দেখাইয়া দিতেছি।"

বকেট্ দ্বার খুলিয়া মার্করিকে আহ্বান করিলেন, তার পর তাহার কাণে কাণে কি বলিয়া দিয়া আবার দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। তার পর দরজার পার্শ্বে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

দুই এক মিনিট পরেই দরজাটি খুলিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে একটি ফরাসী রমণী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সে ম্যাদমসেলি হর্টেনসি।

যে মুহূর্ত্তে সে ঘরের মধ্যে আসিল, মিঃ বকেট্ তখনই দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া পিঠ দিয়া উহা চাপিয়া ধরিলেন। রমণী ফিরিয়া চাহিবামাত্রই স্যার লিষ্টারকে দেখিতে পাইল। সে বলিল, "আমায় মাপ করুন। উহারা আমায় বলিয়াছিল যে, এ ঘরে কেহ নাই।"

সে দরজার দিকে ফিরিবামাত্র বকেট্কে দেখিতে পাইল, অমনই তাহার আনন মলিন হইয়া গেল।

"স্যার লিষ্টার, এই বিদেশিনী যুবতী আমার ভাড়াটিয়া। কয়েক সপ্তাহ হইতে ইনি আমার ওখানেই আছেন।"

ম্যাদম্‌সেলি বিদ্রূপপূর্ণ-কণ্ঠে বলিল, "তাতে স্যার লিষ্টারের কি প্রয়োজন, মশায় ?"

"আছে কি না, একটু পরেই দেখিতে পাইবে।"

বিদ্রূপের হাস্য পুনরায় রমণীর আননে উদ্ভাসিত হইল, সে বলিল, "আপনার কথাগুলি রহস্যে ভরা, আজ মদ খেয়েছেন কি ?"

"সে বিষয়ে তোমার কোন আশঙ্কা নাই, সুন্দরি।"

"আমি এই ঘৃণিত বাড়ীতে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে এসেছিলাম। কয়েক মিনিট হ'ল আপনার স্ত্রী আমার কাছ থেকে কোথায় গেছেন। নীচের তলায় যারা ছিল, তারা আমায় ব'লে দিলে যে, এই ঘরে আপনার স্ত্রী আছেন। এখানে এসে দেখি, তিনি নেই। এ রকম ছেলেখেলায় কি দরকার, তা' ত বুঝলাম না !"

বকেট্ কোন কথা না বলিয়া তাহাকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করিলেন।

হাসিয়া ম্যাদম্‌সেলি বলিল, "আপনি বড় নির্ব্বোধ। যাক, পথ ছাড়ুন, আমি নীচে যাই।"

বকেট্ বলিলেন, "দেখ, তুমি সোজা ঐ সোফার উপরে গিয়ে ব'স।"

"না, আমি তা করব না।"

গম্ভীরভাবে বকেট্ বলিলেন, "কথাটি বলিও না, সোজা ঐখানে গিয়ে বইস।"

"কেন ?"

"তুমি খুনের আসামী। সেই অপরাধে তোমায় আমি গ্রেপ্তার করিলাম। তুমি সবই জান, এখন ন্যাকামী করিও না। তুমি রমণী বলিয়া তোমার সঙ্গে একটু ভদ্র ব্যবহার করিতেছি। যদি ভাল কথায় না শোন, বাহিরে যাহারা আছে, তাহারা তোমার প্রতি ভদ্র ব্যবহার করিবে না। তাই বলিতেছি, যাহা বলিলাম, তাহা কর।"

ম্যাদম্‌সেলি মুখে বলিল, "তুমি শয়তান !" কিন্তু সোফায় গিয়া উপবেশন করিতে ভুলিল না।

বকেট্ সন্তুষ্টভাবে বলিলেন, "হাঁ, এবার ঠিক হইয়াছে। এখন একটা পরামর্শ শোন, কথাটি বলিও না, চুপ করিয়া বসিয়া থাক। সেটা তোমার পক্ষে মঙ্গলকর।"

ম্যাদমসেলি হর্টেন্‌সির নয়নে ব্যাঘ্রীর ন্যায় তীব্র, হিংস্র দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল। বকেট্ সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিলেন, স্যার লিষ্টার, আমার এই ভাড়াটিয়াটি সে সময়ে লেডী ডেড্‌লকের পরিচারিকা ছিল। তাহার চাকরী গেলে সে লেডী মহোদয়ার উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়াছিল।"

"মিথ্যা কথা, আমি নিজে চাকরী ছাড়িয়াছি, কেহ ছাড়াইয়া দেয় নাই।"

ম্যাদমসেলি গর্জ্জন করিতে লাগিল।

"তুমি চুপ করিয়া আমার কথা না শুনিলে তোমারই অনিষ্ট হইবে। চুপ করিয়া যদি না থাক, তোমার কথা তোমারই বিরুদ্ধে যাইবে। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলি নাই।"

হর্টেন্‌সি সক্রোধে বলিল, "ঐ রকম অসচ্চরিত্রা লেডীর কাছে আমি চাকরী করেছিলাম ব'লে এখন আমার আপশোষ হচ্ছে।"

"তোমার মত মেয়েমানুষ আমি কোথাও দেখি নাই। স্যার লিষ্টারের মত ভদ্রলোকের সাক্ষাতে তুমি এই সব কথা বলিতেছ ? ছিঃ !"

ম্যাদমসেলি বলিল, "ভারী ভদ্রলোক উনি ! আমি উঁহাকে গ্রাহ্য করি না। ওঁর বাড়ী, ওঁর নাম শুনিলেই আমার ঘৃণা বোধ হয়। কি ভদ্রলোক গা !"

বকেট্ বলিলেন, "স্যার লিষ্টার, এই বিদেশিনীর সাহায্যে আমরা সেই ব্যাপারটির অনুসন্ধান করি। তাহার ফলে এই স্ত্রীলোকটি মিঃ টল্‌কিংহরণের উপর দাবী-দাওয়া করিতে থাকে। অবশ্য তিনি উঁহাকে যথেষ্ট পারিশ্রমিক দিয়াছিলেন।"

"মিথ্যাকথা, আমি তার এক পয়সাও নেই নি।"

বকেট্ বলিলেন, "ফের তুমি কথা বলিতেছ ? যাক, এই নারী অবশেষে আমার বাড়ীর ভাড়াটিয়া হয়। আমার চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিবার জন্য কি না, সে কথা বলিতেছি না, কিন্তু সে আমার বাড়ীতেই থাকিতে চাহিল। সেই সময় সে প্রত্যহ উকীল মহাশয়ের বাড়ীতে গোপনে যাতায়াত করিত। যাক, তার পর হত্যাকাণ্ড হইয়া গেল। আমার উপরেই উহার কিনারা করিবার ভার পড়িল। আমি চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া এবং সন্ধান লইয়া জর্জ্জকে গ্রেপ্তার করিলাম। কারণ, সে দিন তিনি ঘটনার সময় সেই বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। আপনি হয় ত জিজ্ঞাসা করিবেন, প্রথমে জর্জ্জের উপর আমার সন্দেহ হইয়াছিল কি না ? উত্তরে আমি বলিব যে, না, তাঁহাকে আমি হত্যাকারী ভাবি নাই। তবে যদি কোন সম্বন্ধ থাকে, তাই আমি তাঁহাকে ছাড়ি নাই। তার পর শুনুন !"

ম্যাদমসেলি হর্টেন্‌সি তাহার কৃষ্ণতার নয়নযুগল বকেটের উপর স্থাপন করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার দৃষ্টিতে ভ্রূকুটি।

"স্যার লিষ্টার, রাত্রিতে বাড়ী গিয়া দেখিলাম, এই স্ত্রীলোকটি আমার স্ত্রীর সহিত বসিয়া আহার করিতেছে। আমাদের বাড়ীতে আসা অবধি এই রমণী আমার স্ত্রীকে খুব ভালবাসে, এইরূপ অভিনয় করিতেছিল। কিন্তু সেই রাত্রিতে তাহার ভালবাসার মাত্রা যেন ছাপাইয়া গেল। মৃত উকীলের জন্যও সে এমনি দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল

যে, তখনই আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, উক্ত কার্য্য এই রমণী ছাড়া আর কেহই করে নাই।"

ম্যাদমসেলি দাঁতে দাঁত রাখিয়া বলিয়া উঠিল, "শয়তান!"

"ঘটনার রাত্রিতে স্ত্রীলোকটি কোথায় ছিল, তাহা জানা দরকার। সে আমাদের বলিয়াছিল যে, সে থিয়েটারে অভিনয় দেখিতে গিয়াছিল। আমি অনুসন্ধানে জানিলাম যে, সত্যই সে হত্যাকাণ্ডের পূর্ব্বে এবং পরে অভিনয়ক্ষেত্রেই উপস্থিত ছিল। আমি গোড়া হইতেই জানিতাম, খুব পাকা খেলোয়াড়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে হইতেছে। সহজে আমি প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিব না। কাজেই আমাকে ফাঁদ পাতিতে হইল। এমন ফাঁদ আমি কখনই পাতি নাই। আমার ঘরে গিয়া স্ত্রীর মুখে একটা কাগজ গুঁজিয়া দিলাম, পাছে তিনি কোন বিস্ময়ধ্বনি করেন। তার পর সব কথা অতি সন্তর্পণে তাঁহাকে বলিলাম। ম্যাদমসেলি, ও সব চলিবে না।" বলিয়াই তিনি হর্টেন্‌সির পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

রমণী বলিল, "এ কি?"

"তুমি যে জানালা দিয়ে লাফ মারিবে, সেটি হইবে না। চুপ করিয়া বসিয়া থাক। আমি তোমার কাছেই বসিতেছি। আমি বিবাহিত, সুতরাং তোমার আপত্তির কারণ নাই।"

যুবতী গত্যন্তর না দেখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

"শুনুন, স্যার লিষ্টার। এ ব্যাপারে শ্রীমতী বকেট্ আমায় যেরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা বলিবার নয়। এই যুবতীকে অসতর্ক করিবার অভিপ্রায়ে আমি বাড়ী যাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছি, তবে রুটীর দোকানে, গোয়ালবাড়ীতে আমাদের প্রায়ই দেখা হইত। আমি স্ত্রীকে উপদেশ দিয়াছিলাম যে, জর্জ্জের উপর আমার সন্দেহ জন্মিয়াছে, এ কথাটা যেন তিনি সকল সময়েই উহার কাছে প্রকাশ করেন, আর স্ত্রীলোকটির উপর দিবানিশি নজর রাখিতে হইবে, তাহাও বলিয়া দিয়াছিলাম। তাহার মনে সন্দেহ জন্মিতে দেওয়া হইবে না অথচ মুহূর্ত্তের জন্যও সে যেন দৃষ্টিপথের বাহিরে না যায়, এরূপ উপদেশ আমি গৃহিণীকে বিশেষ করিয়া দিয়াছিলাম। আমার স্ত্রী অক্ষরে অক্ষরে আমার আদেশ প্রতিপালন করিয়াছেন।"

ম্যাদমসেলি বলিয়া উঠিল, "সব মিথ্যা কথা, আগাগোড়া মিথ্যা!"

"স্যার লিষ্টার, আমার অনুমান ঠিক হইল। এই রমণী অবশেষে লেডী ডেড্‌লকের স্কন্ধে এই হত্যার ভার চাপাইবার চেষ্টা করিল।"

স্যার লিষ্টার চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন, আবার বসিয়া পড়িলেন।

"আমি সর্ব্বদাই এখানে আছি জানিয়া এই রমণী আরও উৎসাহিত হইল। আমার ইচ্ছাও ছিল তাই। আমার পকেট-বইখানা খুলিয়া দেখুন, ইহার মধ্যে অনেকগুলি চিঠি পাইবেন, সবই বেনামা, আর প্রত্যেকটিতে লেখা আছে 'হত্যাকারিণী লেডী ডেড্‌লক।' আমার স্ত্রী গুপ্ত স্থান হইতে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন, প্রত্যেক পত্র এই নারীর লিখিত। আধঘণ্টার মধ্যে আমার স্ত্রী কাগজ, কলম, কালী সবই সংগ্রহ করিয়াছেন। এমন কি, এই স্ত্রীলোকটি যখন প্রত্যেক পত্র ডাকে দেয়, তাহাও শ্রীমতী বকেট্ স্বয়ং দেখিয়াছেন।"

ম্যাদমসেলি হর্টেনসি ক্রমেই অস্থির হইয়া উঠিল।

"অবশ্য ঘটনার রাত্রিতে লেডী ডেডলক্ সেই স্থলে উপস্থিত ছিলেন। এই বিদেশিনী তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিল। সম্ভবতঃ সে তখন সিঁড়ির উপরভাগে ছিল। লেডী ডেডলক্, জর্জ্জ এবং এই রমণী তিন জনই তিন জনের কাছাকাছি ছিলেন। যাক্, সেটা আমি ধরিতেছি না। পিস্তলের যে গুলীতে টল্‌কিংহরণ হত হইয়াছিলেন, তাহা যে কাগজে মোড়া ছিল, তাহার কিয়দংশ আমি কুড়াইয়া পাই। উহা চেস্‌নিওডের ছাপান বিজ্ঞাপনের কিয়দংশ মাত্র। সেটা একটা বিশেষ প্রমাণ নয়। কিন্তু তাহা ছাড়া অন্য প্রমাণও আছে।"

ম্যাদমসেলি হর্টেন্‌সি বলিয়া উঠিল, "তোমার সব মিথ্যা কথা। খালি বানাইয়া বলিতেছ। তোমার কথা কি শেষ হবে না?"

রমণীর কথায় কর্ণপাত না করিয়া বকেট্ বলিয়া চলিলেন, "স্যার লিষ্টার ডেডলক্, আমার বক্তব্যের শেষ হইয়া আসিতেছে। তাড়াতাড়ি কোন কাজ আমরা করি না। গতকল্যও আমি এই রমণীর গতিবিধি লক্ষ্য করিয়াছিলাম। কাল যখন উকীলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় এই স্ত্রীলোকটি ঘটনাস্থলে আমার স্ত্রীর সহিত দাঁড়াইয়াছিল, আমি গোপনে উহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলাম। সেই সময়েই আমি উহাকে গ্রেপ্তার করিতাম। উহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া, লেডী ডেডলক্‌কে দেখিয়া উহার মুখের ভাব যেরূপ ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহাতেই আমার মনে আর সন্দেহের অবকাশমাত্র ছিল না। আমি যদি কাঁচা লোক হইতাম, তবে তখনই উহার হাতে হাতকড়ি লাগাইতাম তার পর কাল সন্ধ্যার সময় লেডী মহোদয়া যখন বাসায় আসিলেন, তখন তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম, এমন সুন্দরী, এমন লোকসমাদৃতা মহিলা কখনই কোন গর্হিত কাজ করিতে পারেন না। তখন এই শয়তানীর প্রতি সত্যই আমার এমন রাগ হইয়াছিল যে, কাঁচা লোক হইলে তৎক্ষণাৎ ইহাকে হাজতে লইয়া যাইতাম। কিন্তু তাহাতে একটা বড় জিনিষ আমি হারাইতাম। সেটা হইতেছে, যে পিস্তল দ্বারা উকীল নিহত হইয়াছিলেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর আমার এই বন্দিনী আমার পত্নীর নিকট প্রস্তাব করে যে, সন্নিহিত কোনও পল্লীগ্রামে গাড়ী চড়িয়া গিয়া কোন হোটেলে আহারাদি করিয়া আসিবে। যে হোটেলে তাহারা

পান-ভ্রমণ করে, তাহার সম্মুখে একটা জলাভূমি ছিল। চা-পান করিতে করিতে বন্দিনী শয়নকক্ষ হইতে তাহার টুপীটা আনিবার জন্য চলিয়া যায়। তাহার আসিতে একটু বিলম্বও হয়। বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া আমার স্ত্রী এই ঘটনার কথা আমায় প্রকাশ করেন। সেই রাত্রিতেই আমি কয়েক জন পুলিস-প্রহরীকে লইয়া ঘটনাস্থলে যাই এবং জল ছাঁকিয়া পিস্তলটি আবিষ্কার করি। চন্দ্রালোক ছিল বলিয়া আমাদের কাজে কোন অসুবিধা হয় নাই।"

বকেট্ কথা শেষ করিয়াই সুকৌশলে রমণীর মণিবন্ধে হাতকড়া লাগাইয়া দিলেন।

বন্দিনী তারস্বরে বলিয়া উঠিল, "তোমার সেই বিশ্বাস-ঘাতিনী পত্নীটি কোথায়?"

"তিনি পুলিস আপিসে গিয়াছেন। সেইখানে তাঁহার সহিত তোমার দেখা হইবে।"

ব্যাঘ্রীর ন্যায় দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া সে বলিল, "আমি একবার তাহার মুখচুম্বন করতে চাই!"

"তুমি তাহাকে দংশন করিবে?"

চক্ষু দুটি বিস্ফারিত করিয়া রমণী বলিল, "আমার ইচ্ছা নাই। তাকে এত ভালবাসি যে, আমি তাকে টুকরা টুকরা ক'রে ছিঁড়ে ফেলতে চাই।"

"ভাল কথা। তোমাদের জাতটাই এই রকম। একবার যদি মতের অমিল হইল, অমনি আর রক্ষা নাই। কিন্তু আমার উপর তোমার কোন রাগ নাই ত?"

"না। তবে তুমি শয়তান।"

"আচ্ছা, তবে এখন চল। বাহিরে গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে।"

বিদ্রূপভরে রমণী বলিল, "তুমি ত ধর্ম্মের অবতার দেখিতেছি; কিন্তু তুমি সে ব্যক্তিটির দেহে কি জীবন সঞ্চার করতে পারবে?"

বকেট্ বলিলেন, "না, তা সম্ভব নয়।"

"আচ্ছা, মহিলাটির সুনাম ফিরাইয়া দিতে পারবে?"

বকেট্ বলিলেন, "তোমার ঈর্ষ্যা বড় ভয়ানক।"

"ঐ ব্যক্তিটির পূর্ব্বতেজ বা অহঙ্কার ফিরিয়ে আনতে পারবে?"

"বাজে কথা রাখ, আমার সঙ্গে এস।"

"তুমি ঐ সব পারবে না ত? বেশ, এখন আমাকে লইয়া তোমার যা ইচ্ছা করতে পার। মৃত্যু? আমার কাছে উহার কোন মূল্য নাই। চল যাই। বৃদ্ধ, তবে বিদায়। তোমার জন্য আমার দুঃখও হয়, ঘৃণাও হয়।"

বকেট্ রমণীকে লইয়া চলিয়া গেলেন। কেহ বুঝিতে পারিল না যে, হর্টেন্স্ বন্দিনী।

স্যার লিষ্টার একা স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। তার পর যখন দেখিলেন, ঘরে আর কেহ নাই, তিনি তখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চেয়ার সরাইয়া দিয়া দুই চারি পদ অগ্রসর হইলেন। আবার থামিলেন, ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

তিনি কি দেখিতেছিলেন, কে জানে! তৃণশ্যামল চেস্নিওড, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রাসাদ, বহুশত বৎসরের সঞ্চিত তৈলচিত্রসমূহ, পিতৃ-পিতামহদিগের কীর্ত্তিকলাপ। সকলে কি সহস্র অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাকে দেখাইতেছিল? কে জানে!

তিনি যাহাই কেন দেখুন না, একটি নাম তখনও তিনি স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিলেন। বহু বৎসর এই নারীই তাঁহার গর্ব্বের—আনন্দের বিষয় ছিল। ইহাকে তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়া আসিয়াছেন। প্রাণ-মন দিয়া এই নারীকে তিনি পূজা করিয়াছেন, জগৎ যাহাতে তাঁহার গুণকীর্ত্তনে লক্ষমুখ হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন। এই নারীও তাঁহাকে ভালবাসা বিলাইয়া আসিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। যশের সর্ব্বোচ্চ শিখরে যে নারী প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, আজ তাঁহাকে কলঙ্কের গভীরতম কূপে কোনমতেই নিক্ষিপ্ত হইতে দিতে তিনি পারিবেন না। না, কোনমতেই নয়।

মূর্চ্ছা আসিয়া যখন তাঁহার চৈতন্য অপহরণ করিতেছিল, তখনও তিনি সেই পত্নীর নাম স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিলেন। সে কণ্ঠস্বরে শুধু করুণা, সমবেদনা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহাতে বিন্দুমাত্র তিরস্কার ছিল না।

৫৫

উল্লিখিত অধ্যায়-বর্ণিত হত্যাকারিণীকে গ্রেপ্তার করিবার পূর্ব্ব-রাত্রিতে লিঙ্কলন শায়ার হইতে একখানি গাড়ী আরোহী-সহ লণ্ডনে আসিতেছিল।

সেই গাড়ীতে শ্রীমতী রাউন্সওয়েল আসিতেছিলেন,—তাঁহার পার্শ্বে শ্রীমতী ব্যাগনেট উপবিষ্টা।

বৃদ্ধা রাউন্সওয়েল দীর্ঘকাল পুত্র জর্জ্জের সন্ধান না পাইয়া কিরূপ উত্তেজিত হইয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীমতী ব্যাগনেট বৃদ্ধাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, জর্জ্জ এখন হাজতে আছেন। অপরাধটা কি, তাহাও বলিয়াছিলেন। আত্মরক্ষার জন্য যাহাতে উকীল নিযুক্ত করা যায়, সে বিষয়ে জর্জ্জকে বুঝাইতে হইবে।

শ্রীমতী রাউন্সওয়েল বলিলেন, "তা নিশ্চয়। আমার সর্ব্বস্ব দিয়াও আমি ভাল উকীল নিযুক্ত করিব। তাহাকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করাইতেই হইবে। স্যার লিষ্টারও সে বিষয়ে চেষ্টা করিবেন। আমি, আমিও কিছু জানি। আমি নিজেই সে আবেদন করিব।"

শ্রীমতী ব্যাগনেট বৃদ্ধার অসংলগ্ন বাক্যে বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন, পুত্রের এত বড় বিপদে মাথা বোধ হয় ঠিক নাই। কিন্তু তিনি বারকয়েক—"আমার লেডী, আমার লেডী" উচ্চারণ করিলেন কেন?

প্রভাতে গাড়ী জেলের কাছে পৌঁছিল। কারাগারের মধ্যে প্রবেশাধিকার পাইয়া উভয়ে ভিতরে গেলেন।

জর্জ্জ তখন কি লিখিতেছিলেন। বৃদ্ধা নিশ্চলভাবে কক্ষমধ্যে দাঁড়াইলেন, কিন্তু তাঁহার মূর্ত্তিতে সন্তানবাৎসল্যের যে চিত্র সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তাহা শ্রীমতী ব্যাগনেটের দৃষ্টিকে পবিত্র করিয়া দিল।

"জর্জ্জ রাউন্সওয়েল, প্রাণাধিক, এ দিকে ফিরিয়া চাও।"

সৈনিক চমকিয়া ফিরিয়া চাহিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে তিনি বালকের ন্যায় মাতার কণ্ঠলগ্ন হইলেন। তার পর নতজানু হইয়া বসিলেন।

"জর্জ্জ, প্রাণাধিক পুত্র! এত দিন কোথায় ছিলে, বাবা?"

একটু শান্ত হইয়া জর্জ্জ বলিলেন, "মা, আমাকে ক্ষমা কর।"

ক্ষমা! এখনও কি তাহা বাকি আছে! চিরদিনই যে তিনি প্রাণাধিক পুত্রকে ক্ষমা করিয়া আসিয়াছেন। তিনি জানিতেন, তাঁহার পুত্র কখনও কোন অন্যায় কাজ করিতে পারেন না।

"মা, আমি তোমায় বড় কষ্ট দিয়াছি। তাই আজ এই প্রতিফল। তোমাকে পত্র লিখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু উন্নতি না করিয়া তোমাকে সংবাদ দিব না, এই আমার প্রতিজ্ঞা ছিল, সে উন্নতি আর হয় নাই। কাজেই তোমাদের নিকট হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম।"

"তোমার কোন দোষ হয় নাই, বাবা। সে জন্য তুমি দুঃখ করিও না।"

"মা, তুমি সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী, দাদা দিন দিন অবস্থার উন্নতি করিতেছেন, কাগজে তাহা পড়িতাম। মনে হইত, আমিও উন্নতি করিব। কিন্তু ভাগ্যক্রমে তাহা হইল না। কাজেই আত্মগোপন করিয়াছিলাম, কিন্তু মা, তোমাকে কখনও ভুলি নাই, কোন অন্যায় কাজও কখনও করি নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম, এই ভাবেই শেষ জীবন কাটাইব, কিন্তু আমার বন্ধুপত্নী তাহা হইতে দিলেন না। সে জন্য আমি দুঃখিত নহি,—বরং আজ অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।"

মাতা অতঃপর পুত্রকে আপনার পক্ষসমর্থনের জন্য উকীল নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন। জর্জ্জ বলিলেন, "মা, তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব। আর তোমার অবাধ্য হইব না। শ্রীমতী ব্যাগনেট্ তুমি আমার মাকে দেখিও।"

মাতা বলিলেন, "জর্জ্জ, তোমার ভ্রাতাকে আসিবার জন্য সংবাদ পাঠাই।"

জর্জ্জ বলিলেন, "মা, একটা অনুরোধ রাখিবে?"

"কি বাবা?"

"মা, আমার দাদাকে এ সংবাদ দিও না।"

"কেন বাবা?"

"না মা, সেটা আমি এখন বরদাস্ত করিতে পারিব না। তিনি আমার মত নন। এখন তাঁহার মান, সম্ভ্রম, প্রতিপত্তি যথেষ্ট। আমি এই অপরাধ স্কন্ধে লইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে পারিব না, আর তিনিও ইহাতে সুখী হইতে পারিবেন না। হওয়া অসম্ভব। না, মা, এ কথা এখন তাঁহার নিকট গোপন রাখিতে হইবে।"

"আচ্ছা, আপাততঃ তাই ভাল। কিন্তু তুমি যে বাঁচিয়া আছ, তাহা তাহাকে পরে জানাইতে হইবে।"

"হাঁ মা, আমি নিজেই তাহা করিব। তিনি কি ভাবে আমাকে গ্রহণ করেন, সেটা আমি নিজেই পরীক্ষা করিয়া দেখিব।"

অতঃপর শ্রীমতী ব্যাগনেট্ বৃদ্ধাকে লইয়া কারাকক্ষ ত্যাগ করিলেন।

বৃদ্ধা রাউন্সওয়েল ডেড্‌লক-প্রাসাদে পৌছিয়া একাকিনী উপরে চলিয়া গেলেন। যে ঘরে লেডী ডেড্‌লক বসিয়াছিলেন, তথায় তিনি উপস্থিত হইলেন। লেডী ডেড্‌লক তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। শ্রীমতী রাউন্সওয়েল অপ্রত্যাশিতভাবে লণ্ডনে আসিলেন কেন?

"লেডী মহোদয়া, বড় দুঃখেই আসিতে হইয়াছে। আপনার সহিত একটা কথা আছে।"

এই শান্তস্বভাবা, গম্ভীরপ্রকৃতি বৃদ্ধা আজ এমন উত্তেজিত কেন? সর্ব্বশরীর এমন কাঁপিতেছেই বা কি জন্য? তাঁহার প্রতি এমন ভাবে চাহিতেছেনই বা কেন?

"ব্যাপার কি? তুমি ব'স, একটু বিশ্রাম কর।"

"মাই লেডী, মাই লেডী, আমার ছোট ছেলেকে বহুদিন পরে ফিরিয়া পাইয়াছি। কিন্তু এখন সে কারাগারে।"

"ঋণের জন্য?

"না লেডী, তাহা নয়। ঋণের জন্য হইলে আমি নিজেই টাকা শোধ করিয়া দিতে পারিতাম।"

"তবে কি জন্য?"

"খুনের অভিযোগ তাহার উপর পড়িয়াছে; কিন্তু বাছা আমার আমারই মত নির্দ্দোষ। মিঃ টল্‌কিংহরণের হত্যা করার অপরাধে অভিযুক্ত।"

বৃদ্ধা অমন করিয়া তাঁহার দিকে চাহিতেছে কেন? এত নিকটে সরিয়া আসিবারই বা প্রয়োজন কি? হাতে ওখানা কি?

"লেডী ডেড্‌লক, দয়াবতী রাণি! আমার অবস্থা বুঝিয়া দয়া করুন। আপনার জন্মের পূর্ব্ব হইতে আমি এই সংসারের সহিত সংশ্লিষ্ট। এ পরিবারের আমি অনুগত ও ভক্ত। কিন্তু আমার পুত্র এখন অন্যায়রূপে অভিযুক্ত। সেটা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।"

"আমি ত তাহাকে অপরাধী বলিতেছি না।"

"না, লেডী, আপনি তাহা বলেন নাই। কিন্তু অন্যে বলিতেছে এবং সে জন্য সে কারাগারে, তাহার জীবন বিপন্ন। রাণি! আপনি একটি কথা বলিলে সে মুক্তি পাইবে।"

এ কি ভ্রান্ত ধারণা! তিনি একটি কথা বলিলেই

কারাগারের দ্বার মুক্ত হইয়া যাইবে, এ বিশ্বাস বৃদ্ধার হইল কিরূপে ? তাঁহার দীর্ঘায়ত মনোরম নয়ন-যুগল বিস্ময়ে, আতঙ্কে বৃদ্ধার প্রতি আরোপিত হইল।

"মাই লেডী, কাল রাত্রিতে আমি চেস্‌নিওড হইতে যাত্রা করিয়া পুত্রকে দেখিতে আসিয়াছি। আসিয়া তাহাকে কারাগারে দেখিলাম। ভূতের পথটিতে এ বৎসর যেমন পুনঃ পুনঃ পদধ্বনি শুনিয়াছি, এমন কখনও শুনি নাই। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলেই প্রায়ই পদধ্বনি শুনিতে পাইয়াছি। আপনার শয়নগৃহে সে পদধ্বনি বেশী শুনা গিয়াছে। গত রাত্রিতে পদশব্দ গুরুতর ও দ্রুততর হইয়াছিল। তার পর এই পত্রখানি আমি পাই।"

"ও কিসের পত্র ?"

"আস্তে! আস্তে!"—চারিদিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া গৃহকর্ত্রী অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "এ পত্রের কথা আমি কাহারও নিকট বলি নাই। ইহাতে যাহা লেখা আছে, আমি তাহার একটাও বিশ্বাস করি না। আমি জানি, ইহা সত্য নহে। নিশ্চয় সত্য নহে। কিন্তু আমার পুত্র বিপন্ন, সুতরাং তাহার প্রতি আপনার দয়া হওয়া দরকার। যদি আপনি কোন কথা জানেন, যদি কাহারও প্রতি সন্দেহ আপনার থাকে, তবে তাহা গোপন না করিয়া প্রকাশ করিয়া ফেলুন। সারাজীবন ধরিয়া বিশ্বস্তভাবে যে আপনাদের সেবা করিয়াছে, তাহার পুত্রকে রক্ষা করিবার যদি কোন উপায় থাকে, কথাটা প্রকাশ করিয়া তাহার জীবন রক্ষা করুন।"

পত্রখানা হাতে করিয়া লেডী বলিলেন, "চিঠিখানা কি আমি পড়িতে পারি ?"

"আমি চলিয়া গেলে পড়িবেন। তার পর কর্ত্তব্য অবধারণ করিবেন।"

"সত্য বলিতেছি, এ ব্যাপারের কিছুই আমি জানি না। গোপন করিবার কিছুই আমার নাই। তোমার পুত্র সম্বন্ধে কোন কথাই আমি জানি না। আমি কখনও বলি নাই যে, তোমার পুত্র অপরাধী।"

"চিঠিখানি পড়িবার পর আপনি বুঝিতে পারিবেন, মিথ্যাপবাদ তাহার স্কন্ধে চাপান হইয়াছে। তখন আপনার দয়া হইবে।"

বৃদ্ধা কক্ষ ত্যাগ করিলেন। লেডী পত্রখানা খুলিয়া দেখিলেন। মৃত ব্যক্তির দেহ কি প্রকারে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ছাপার অক্ষরে তাহা লিখিত। সকলের শেষে তাঁহারই নাম লিখিত। লেডী ডেডলক্ হত্যাকারিণী!

পত্রখানা তাঁহার হস্তস্খলিত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল। কতক্ষণ তিনি নিশ্চলভাবে বসিয়াছিলেন, তাহাও স্মরণ হয় না। অবশেষে এক জন ভৃত্যের আবির্ভাবে তাঁহার চৈতন্য হইল। পরিচারক জানাইল, গুপী নামক একটি যুবক তাঁহার দর্শনপ্রার্থী।

লেডী বলিলেন, "তাহাকে লইয়া আইস।"

পত্রখানা কুড়াইয়া লইয়া লেডী আত্মস্থ হইলেন। গুপী প্রবেশ করিলেন।

যুবক বলিলেন, "বিশেষ প্রয়োজনে আমি আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি, আশা করি, আমার অপরাধ লইবেন না।"

"বলিয়া যাও।"

"মিস্ সমার্‌সনের নির্দ্দেশে আমি তাঁহার জীবনচরিত-সংক্রান্ত ইতিহাসের আলোচনায় নিরস্ত হইয়াছিলাম। সেই কারণেই লেডী মহোদয়াকে আমি আর বিরক্ত করি নাই। তবে আজ একটি বিশেষ কারণে বাধ্য হইয়া আসিতে হইয়াছে। আমি যে বিষয়ের সন্ধানে ছিলাম, অন্য ব্যক্তিও যে তাহাই খুঁজিতেছিলেন, তাহা জানিতাম না। অবশ্য তিনি এখন পরলোকগত। কিন্তু তিনি জোগাড়যন্ত্র করিয়া অনেকটা কাজ হাসিল করিয়াছিলেন। এখন তিনি যে দল পাকাইয়া এই কাজ করিয়াছিলেন, তাহাদের অনেকে আসল ব্যাপারটা কতক জানিতে পারিয়াছে। সেজন্য আপনাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য। আজ সকালে কি কতকগুলি লোক এখানে আসে নাই ? আপনার সহিত দেখা করে নাই ?"

"না।"

"তবে জানিয়া রাখুন, তাহারা আসিয়াছিল। আমি স্বয়ং তাহাদিগকে এখান হইতে বাহির হইতে দেখিয়াছি।"

"কিন্তু তাহাদের সহিত আমার সম্বন্ধ কি ?"

"আমি আপনাকে সতর্ক করিয়া দিতে আসিয়াছি। হয় ত কোন প্রয়োজন না-ও থাকিতে পারে। তবে আমি মিস্ সমার্‌সনের কাছে যে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ ছিলাম, তাহা পালন করিয়া গেলাম। আমার সন্দেহ হয় যে, যে চিঠির তাড়া পুড়িয়া গিয়াছে বলিয়া আপনাকে জানাইয়াছিলাম, তাহা সত্যই ভস্মীভূত হয় নাই। আজ যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা টাকা আদায় করিবার অভিপ্রায়েই আসিয়াছিল। সম্ভবতঃ তাহারা টাকা পাইয়াছে বা পাইবে। তবে এখন আসি।"

গুপী চলিয়া গেলে লেডী ঘণ্টাধ্বনি করিলেন।

"স্যার লিষ্টার কোথায় ?"

মার্করি বলিল যে, তিনি এখন লাইব্রেরী-ঘরে একা আছেন।

"সকালে স্যার লিষ্টারের কাছে কেহ আসিয়াছিল কি ?"

কার্য্যোপলক্ষে অনেকগুলি লোকই আসিয়াছিল। মার্করি তাহাদের আকৃতির বিবরণ প্রদান করিল।

যথেষ্ট হইয়াছে, সে এখন চলিয়া যাইতে পারে।

বস্! সবই প্রকাশ পাইয়াছে! বহুলোকের মুখে তাঁহারই নাম উচ্চারিত হইতেছে। স্বামীও সব কথা শুনিয়াছেন। হয় ত তাঁহার কলঙ্কের কথা সংবাদপত্রে

মুদ্রিত হইয়া ছড়াইয়া পড়িবে। তাহা ছাড়া আবার তাঁহাকেই হত্যাকারিণী বলিয়া অনির্দ্দেশ্য শত্রু প্রচার করিতেছে!

উকীল তাঁহার শত্রু ছিল। সত্যই তিনি বহুবার তাহার মৃত্যু-কামনা করিয়াছেন। মরিয়াও সে তাঁহার সহিত শত্রুতাচরণ করিতে ভুলে নাই। এখন যদি তিনি নরহন্ত্রী বলিয়া অভিযুক্তা হন! উঃ—লেডী শিহরিয়া উঠিলেন! ফাঁসুড়ের স্পর্শ যেন তিনি গলদেশে অনুভব করিলেন।

ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িয়া তিনি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। বিভীষিকা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। প্রকৃত নরহন্ত্রী হইলেও কেহ এমন যন্ত্রণা ভোগ করে না।

যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, লেডী ডেড্‌লক ততই অধীর হইয়া উঠিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন, এই শত্রুর কবল হইতে তাঁহার মুক্তি নাই। যে শক্তিবলে এত দিন তিনি আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতেছিলেন, আজ যেন সে শক্তি কে অপহরণ করিয়াছে। লেডী ডেডলক্ অধীর হইয়া নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়া উহা শীল-মোহর করিয়া রাখিলেন।

"যদি তাঁহার হত্যার অপরাধে কেহ আমাকে অভিযুক্ত করে, তবে বিশ্বাস করিও, আমি সত্যই নির্দ্দোষ। ইহা ছাড়া আমার সাধুতায় বিশ্বাস করিও না। হত্যাপরাধ ব্যতীত অন্য যে সকল অপরাধের বোঝা আমার স্কন্ধে চাপিয়াছে, তাহা মিথ্যা নয়। তিনি যে রাত্রিতে হত হন, সেই দিন আমাকে সতর্ক করিয়া গিয়াছিলেন। তোমার নিকট আমার পাপের কথা প্রকাশ করিবেন বলিয়াছিলেন। তিনি চলিয়া গেলে, আমি বেড়াইবার অছিলায় তাঁহার বাসায় যাই। আমার উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি যেন আর আমাকে দগ্ধাইয়া না মারেন, এই কথা তাঁহাকে বলিব। অর্থাৎ অবিলম্বেই তিনি যেন আমার সব কথা তোমাকে বলিয়া দেন। আর যেন কালহরণ না করেন।

"তাঁহার বাসায় গিয়া দেখিলাম, ঘর অন্ধকার এবং শব্দশূন্য। দুইবার আমি ঘণ্টাধ্বনি করি; কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া আমি বাড়ী ফিরিয়া আসি।

"এখন আমি গৃহহীনা। আর আমি তোমার ভার-বোঝা হইয়া থাকিব না। এ অযোগ্যা রমণীকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছিলে, আমি তোমাকে অনুনয় করিতেছি, আমার কথা একেবারে ভুলিয়া যাইও। আমার অপরাধ গুরুতর, আমার ব্যবহারে তোমার যে ক্রোধোদয় হইবে, তাহার জন্য কেহ তোমাকে এক বিন্দু দোষ দিতে পারে না। লজ্জায় ঘৃণায় তোমার নিকট হইতে দুর্ভাগিনী পলায়ন করিতেছে। এই শেষ বিদায়!"

অবগুণ্ঠনে মুখাবৃত করিয়া, হীরকালঙ্কার ও অর্থ সবই রাখিয়া তিনি নীচে নামিয়া গেলেন। হলঘরে তখন কেহ ছিল না। সকলের অলক্ষ্যে নিঃশব্দে তিনি গৃহত্যাগ করিলেন।

৩৬

মিস্ ভলুম্নিয়া নিঃশব্দে স্যার লিষ্টারের পাঠাগারে প্রবেশ করিয়া এটা ওটা নাড়িয়া দেখিতে দেখিতে সহসা তিনি হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেলেন। কিসের উপর পড়িয়াছেন, দেখিবামাত্র তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

এ যে স্বয়ং স্যার লিষ্টার!—পরিচারকবর্গ ছুটিয়া আসিয়া স্যার লিষ্টারের সংজ্ঞাশূন্য দেহ শয্যায় স্থাপন করিল। লেডীর সন্ধান পড়িল। কিন্তু কেহ তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইল না। তিনি বাড়ী নাই। শুধু একখানি পত্র স্যার লিষ্টারের নামে লেখা, টেবলের উপর রহিয়াছে।

প্রাণপণ শুশ্রূষায় যখন ক্রমে তাঁহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল, তখন রাত্রি সমাগতা। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে স্যার লিষ্টারের দেহে এমন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল যে, তাঁহার বয়স বিশ বৎসর বাড়িয়া গিয়াছিল। তাঁহার বাক্‌শক্তি পর্য্যন্ত যেন লোপ পাইয়াছিল।

শয্যাপ্রান্তে গৃহকর্ত্রীকে দেখিয়া স্যার লিষ্টারের মুখমণ্ডল অপেক্ষাকৃত যেন প্রসন্ন হইল। বাক্যের দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তিনি ইঙ্গিতে একটা পেন্‌সিল চাহিলেন। বৃদ্ধা রাউন্সওয়েল ছাড়া এই ইঙ্গিতও কেহ বুঝিতে পারিল না। তিনি একখানি শ্লেট ও একটা পেন্‌সিল আনিয়া দিলেন।

তিনি শ্লেটে লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কোথায়? চেস্‌নিওডে না লণ্ডনে?"

তাঁহাকে জানান হইল যে, লণ্ডনের লাইব্রেরী-ঘরে তিনি অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন যেন সব কথা তাঁহার স্মরণ হইল। ব্যাকুলভাবে চারিদিকে চাহিয়া তিনি লিখিলেন, "আমার লেডী?"

"স্যার লিষ্টার, তিনি আপনার অসুস্থতার সংবাদ জানিবার পূর্ব্বেই বাহিরে গিয়াছেন, এখনও ফিরেন নাই।"

উত্তেজিতভাবে স্যার লিষ্টার পুনঃ পুনঃ লেডীর কথা লিখিতে লাগিলেন। তখন স্থির হইল, লেডী যে পত্র লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা স্যার লিষ্টারকে দেওয়া হউক।

গৃহকর্ত্রী চিঠি খুলিয়া স্যার লিষ্টারের সম্মুখে ধারণ করিলেন। বহু চেষ্টার পর পত্রখানা দুইবার পড়িয়া তিনি উহা উল্টাইয়া রাখিলেন। কাহাকেও দেখিতে দিবেন না, এই যেন তাঁহার অভিপ্রায়। তার পর এক-ঘণ্টা মূর্চ্ছিতের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন।

তার পর আবার শ্লেট লইয়া কি যেন লিখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একটা 'বি' লিখিয়া তাহার পূর্ব্বে একটা 'মিঃ' বসাইয়া দিলেন। গৃহকর্ত্রী বলিলেন, মিঃ বকেট্‌কে সংবাদ দিব?"

হাঁ, এই কথাই তিনি বলিতে যাইতেছিলেন!

বকেট্ তখনই আসিয়াছেন! নিম্নতলে অপেক্ষা করিতে-ছিলেন। আহ্বানমাত্র উপরে আসিলেন।

বকেট্ তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া বলিলেন, "স্যার লিষ্টার, আপনাকে এ অবস্থায় দেখিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। আপনি অবিলম্বে সুস্থ হউন। বংশের গৌরব-রক্ষার্থ সুস্থ হওয়া আপনার দরকার।"

স্যার লিষ্টার পত্রখানা বকেটের হাতে দিলেন। পড়িয়া তিনি বলিলেন, "স্যার লিষ্টার, আপনার মনের কথা আমি বুঝিয়াছি।"

শ্লেটে তিনি লিখিলেন, "সম্পূর্ণ ক্ষমা। খুঁজিয়া—" বকেট্ তাঁহার হাত ধরিয়া লেখা বন্ধ করিলেন।

"স্যার লিষ্টার, আমি খুঁজিয়া বাহির করিব। তবে কিছু বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। এখন আর মুহূর্ত্ত-মাত্রও নষ্ট করা যায় না।"

বকেট্ স্যার লিষ্টারের দৃষ্টির গতি দ্বারা একটি ছোট বাক্স লইয়া আসিলেন। তার পর একটা ছোট চাবি দ্বারা উহা খুলিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "নোটের তাড়া লইব? আচ্ছা। পঞ্চাশখানা দশ পাউণ্ডের, একশত কুড়িখানা পঞ্চাশ পাউণ্ডের আর একশত ষাটখানা চল্লিশ পাউণ্ডের। এগুলি খরচের জন্য লইব? বেশ। উহাতেই যথেষ্ট হইবে। হিসাব পরে দিব। অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হইব না বলিতেছেন? না, নিশ্চয় নয়।"

এত ক্ষিপ্র ও দ্রুতগতিতে বকেট্ কাজ করিতেছিলেন যে, শ্রীমতী রাউন্সওয়েলের মাথা ঘুরিয়া গেল। তখন কক্ষমধ্যে আর কেহই ছিল না।

বৃদ্ধার দিকে ফিরিয়া বকেট্ বলিলেন, "আপনি বোধ হয় জর্জ্জের মাতা?"

"হ্যাঁ বাছা, আমি সেই দুর্ভাগিনী।"

"আমিও তাহাই অনুমান করিয়াছি। আপনাকে একটা কথা বলিব। আপনার ছেলের জন্য কোন চিন্তা নাই, তিনি মুক্তি পাইয়াছেন। কাঁদিবেন না। স্যার লিষ্টারের পরিচর্য্যার ভার আপনার। স্যার লিষ্টার ডেড্‌লক্, আপনি আমার উপর যে ভার দিয়াছেন, তাহা আমি পালন করিব। আপনার সাংসারিক গোলযোগেরও যাহাতে উপশান্তি ঘটে, তাহাও আমি করিব।"

সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া বকেট্ লেডী ডেড্‌লকের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সন্ধানের কোন সূত্র পান কি না, তাহা জানিবার জন্যই তিনি সেই কক্ষে গিয়াছিলেন। আলমারী, ড্রয়ার ইত্যাদি খুলিতে লাগিলেন।" সহসা একটা কোমল দস্তানা দেখিয়া সেটা তিনি উল্‌টাইয়া দিলেন। দেখিলেন, একখানা রুমাল রহিয়াছে।

"দস্তানার মধ্যে সাদা রুমাল? ব্যাপারটা দেখিতে হইল। বাঃ, একটা নামও লেখা আছে দেখিতেছি—ইষ্টার সমার্‌সন্! এটা সঙ্গে রাখিতে হইল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে পর্য্যবেক্ষণ সমাপ্ত করিয়া তিনি রাস্তায় আসিলেন। দ্রুতপদে নিকটস্থ গাড়ীর আড্ডায় আসিয়া তিনি একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া, কোথায় যাইতে হইবে, গাড়োয়ানকে বলিয়া দিলেন। দ্রুতবেগে শকট ধাবিত হইল। বকেট্ পথের এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে চলিলেন। কোনও পদার্থ ই তাঁহার দৃষ্টি এড়াইল না।

জর্জ্জের বাসায় আসিয়া তিনি দ্রুতপদে উপরে চলিয়া গেলেন। সৈনিক তখন ধূমপান করিতেছিলেন।

"জর্জ্জ, কথা বলিবার সময় নাই। চট্ করিয়া বল ত মিস্ সমার্‌সন্ এখানে কোথায় থাকেন?"

জর্জ্জ এইমাত্র সেই স্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি অক্‌স্‌ফোর্ড ষ্ট্রীটের নাম ও সংখ্যা বলিয়া দিলেন।

"চলিলাম, জর্জ্জ, শুভরাত্রি।"

দ্রুতপদে গাড়ীতে চড়িলেন। বেগে গাড়ী নির্দ্দিষ্টস্থলাভিমুখে ধাবিত হইল।

বাড়ীর সকলেই তখন নিদ্রাগত। শুধু মিঃ জারন্‌ডিস্ তখনও জাগিয়া ছিলেন। ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া তিনি নিজেই আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন।

বকেট্ বলিলেন, "কোন ভয় করিবেন না।"

ভয় কিসের? উভয়ে হলঘরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। "আমি ইন্‌স্পেক্টর বকেট্। বোধ হয়, আমাকে দেখিয়া থাকিবেন। এই রুমালখানা দেখুন, মিস্ ইষ্টার সমার্‌সনের এ রুমাল। পনের মিনিট আগে এই রুমালখানা লেডী ডেড্‌লকের ঘরের একটা দেরাজের মধ্যে পাইয়াছি। এক মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট করিবার নাই, জীবন-মরণ সমস্যা। আপনি লেডী ডেড্ লক্‌কে জানেন?"

"হ্যাঁ।"

"আজ একটা গোপন ঘটনা প্রকাশ পাইয়াছে। অবশ্য সেটা পারিবারিক। স্যার লিষ্টারের মূর্চ্ছা হইয়াছিল। অনেকটা সময় বৃথা নষ্ট হইয়াছে। আজ অপরাহ্ণে লেডী ডেড্‌লক অদৃশ্য হইয়াছেন। একখানা চিঠি রাখিয়া গিয়াছেন। পত্রখানা একবার চোখ বুলাইয়া দেখুন।"

পত্র পড়িয়া মিঃ জারন্‌ডিস্ বলিলেন, "তাঁহার মত কি?"

"ঠিক বলিতে পারি না। আত্মহত্যার মত বোধ হইতেছে। যাহাই হউক না কেন, প্রতি মুহূর্ত্তেই বিপদের মাত্রা বাড়িতেছে। স্যার লিষ্টার আমার উপর ভার দিয়াছেন, তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, জীবন রক্ষা করিতে হইবে, তিনি তাঁহাকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করিয়াছেন। সঙ্গে টাকা আমার যথেষ্ট আছে, সম্পূর্ণ ক্ষমতাও পাইয়াছি। এখন আমি মিস্ সমার্‌সনের সাহায্য চাই।"

মিঃ জারন্‌ডিস্ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

বকেট্ বলিলেন, "এখন বিচারের সময় নাই। লেডী ডেড্‌লক আট দশ ঘণ্টা আগে বাহির হইয়াছেন। প্রত্যেক মুহূর্ত্ত আমার কাছে অমূল্য, এখন ইতস্ততঃ করিলে পরিণামে হয় ত আপনিই অনুতাপ করিবেন; কিন্তু তখন আর কোন উপায় থাকিবে না। লেডী ভাবিয়াছেন, খুনের

দায়ে তিনি অভিযুক্ত হইবেন, তাই অপমান ও লাঞ্ছনার দায় হইতে তিনি মুক্তিলাভ করিতে চান। এখন যদি এই সুন্দরী যুবতী—যাঁহার প্রতি তাঁহার এত আকর্ষণ—মিস্ সমারসনকে সঙ্গে লইতে পারি, তাহা হইলে লেডীকে হয় ত বাঁচাইতে পারা যাইবে। চিন্তার আর সময় নাই, আপনি কর্ত্তব্য অবধারণ করুন।"

সবই সত্য কথা। জারনডিস্ ইস্থার সমারসনের সঙ্গে পরামর্শ করিতে গেলেন। অল্পক্ষণ পরেই তিনি ফিরিয়া আসিয়া জানাইলেন যে, মিস্ সমারসন্ বেশপরিবর্ত্তন করিয়া এখনই আসিতেছেন।

৫৭

আমি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, এমন সময় কর্ত্তা আসিয়া আমায় জাগাইলেন। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলে তিনি সংক্ষেপে স্যার লিষ্টার ও লেডী ডেডলকের কথা আমায় জানাইলেন। আমার মা পলায়ন করিয়াছেন। ইন্স্পেক-টার বকেট্ নামক এক ব্যক্তি তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন। আমাকে সঙ্গে যাইতে হইবে, কারণ, মাকে যদি ফিরাইতে পারা যায়, তবে আমার দ্বারাই তাহা সম্ভবপর হইবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন। এ সংবাদে আমার মনের অবস্থা যে কিরূপ হইল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

তথাপি তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আমি দীর্ঘ-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। বকেট্ নীচে অপেক্ষা করিতে-ছিলেন; আমি তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলাম। মা যে পত্রখানা লিখিয়া গিয়াছিলেন, সেখানাও তিনি আমায় পড়িয়া শুনাইলেন। দশ মিনিটের মধ্যে আমাদের গাড়ী রাজপথ অতিক্রম করিয়া চলিল।

বকেট্ আমায় বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার প্রশ্নের যথা-যথ উত্তরের উপর সব নির্ভর করিতেছে। আমার মাতার সহিত সর্ব্বদা আমার পত্রব্যবহার হইত কি না, সবশেষ কোথায় তাঁহার সহিত আমার দেখা হইয়াছিল, আমার রুমাল কি করিয়া তাঁহার হস্তগত হইল ইত্যাদি প্রশ্নের আমি যথাযথ উত্তর দিলাম। তিনি প্রশ্ন করিলেন, এমন কোন লোক আছেন কি না—যাঁহার উপর লেডী ডেডলক্ নির্ভর করিতে পারেন। আমি বয়থরনের নাম করিলাম। ঐ প্রসঙ্গে সব গল্পটাই আমায় সংক্ষেপে বলিতে হইল।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর একটা আলোকিত বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী থামিল। সেখানে আমাকে নামাইয়া বকেট্ একটি আরাম-কেদারায় আমায় বসিতে বলিলেন। তখন রাত্রি একটা। দুই জন পুলিস-কর্ম্মচারী টেবলের ধারে বসিয়া কি লিখিতেছিলেন। তৃতীয় আর এক জন পুলিসের বেশধারী ব্যক্তিকে ডাকিয়া বকেট্ কি বলিয়া দিলেন। সে চলিয়া গেল। তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে অপর দুই জন কি লিখিয়া যাইতে লাগিলেন। বুঝিলাম, আমার মাতার বিবরণ। লেখা শেষ হইলে আর এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া হুলিয়াখানি তাহার হাতে অর্পণ করা হইল। সে চলিয়া গেল।

বকেট্ আমায় বলিলেন যে, নৈশ অভিযানের উপযুক্ত রকম পোষাক আমি পরিয়া আসিয়াছি কি না। আমি তাঁহাকে জানাইলাম, প্রচণ্ড শীতকেও আমি ভ্রূক্ষেপ করি না। তাহা ছাড়া গরম কাপড় পরিয়া আমি আসিয়াছি।

বকেট্কে অতি ভদ্র ও করুণহৃদয় বোধ হইল। তাঁহার উপর নির্ভর করিতে ইচ্ছা যায়। মনে ভরসা হয়। আমি যেন অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম। পৌনে দুইটার সময় বাহিরে অশ্বপদ ও গাড়ীর চাকার শব্দ শুনিলাম। বকেট্ বলিলেন, "মিস্ সমারসন্, এইবার প্রস্তুত হউন।"

বাহিরে একটা ফিটন্ দাঁড়াইয়া ছিল। আমি ভিতরে বসিলাম, তিনি বাহিরে কোচবাক্সে বসিলেন। একটা আঁধারে লণ্ঠন তাঁহার হাতে ছিল। তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে কোচম্যান গাড়ী হাঁকাইল।

ক্রমে একটা নদীর ধারে আমরা আসিলাম। গাড়ী থামিল। বকেট্ কয়েকটি লোকের সহিত কি কথা বলিলেন। বুঝিলাম, তাহারা পুলিসের লোক। বকেট্ নদীতে জাল ফেলিয়া ইতিমধ্যেই অনুসন্ধান করাইয়াছেন। না, কোনও মৃতদেহ পাওয়া যায় নাই। আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।

বকেট্ আমাকে জানাইলেন যে, তিনি সকল দিকেই সন্ধান করিতেছেন। আমি যেন তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া ভীতা না হই।

গাড়ী ফিরিয়া চলিল। আর এক স্থানে ঐরূপে গাড়ী থামাইয়া সন্ধান লওয়া হইল। তার পর পোলের উপর দিয়া গাড়ী চলিল। বকেট সকল সময়েই তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চারিদিকে নিক্ষেপ করিতেছিলেন। পোলের উপর উঠিয়া তাঁহার সতর্কতা আরও বাড়িল। পোলের কোনও ক্ষুদ্রতম অংশও তাঁহার প্রখর দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না।

গাড়ী দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। খানিক পরে বুঝিলাম, আমরা সেণ্ট আল্বান্স্ অভিমুখে চলিয়াছি। বার্ণেটে ঘোড়া বদল করা হইল। প্রচণ্ড শীত পড়িয়াছিল। তুষারপাতে সমগ্র দেশটা যেন আচ্ছন্ন করিয়াছে। কিন্তু সে সময় তুষারপাত হইতেছিল না।

বকেট্ বলিলেন, "মিস্ সমারসন্, এ পথ আপনার পরিচিত।"

আমি বলিলাম, "হ্যাঁ। কোন সংবাদ পাইলেন?"

"বিশেষ নির্ভরযোগ্য কোন সংবাদ পাই নাই। কিন্তু সে সময় এখনও আসে নাই।"

পথে যত সরাই বা পান্থনিবাস ছিল, বকেট প্রত্যেকটিতে অনুসন্ধান করিতেছিলেন।

সাড়ে পাচটা যখন, সেই সময় সেণ্ট আল্বান্সের অনতি-দূরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। একটা পান্থনিবাসে গাড়ী থামিবামাত্র বকেট্ আমাকে এক পেয়ালা গরম চা আনিয়া দিলেন।

আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ করিলাম।

"আপনি বড় ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়াছেন দেখিতেছি। বিস্ময়ের কথা নয়। জোরে কথা বলিবেন না। ব্যস্ত হইবেন না, সব মঙ্গল। তিনি আমাদের আগেই এই পথে গিয়াছেন।"

আমি আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলাম। তিনি অঙ্গুলি-সঙ্কেতে আমায় নিরস্ত করিলেন।

"আজ রাত্রি প্রায় আটটা কি নয়টার সময় তিনি এই পথে পদব্রজে গিয়াছেন। বরাবর আমি তাঁহার সন্ধান পাইয়া আসিতেছি, তবে এক একবার সন্ধান হারাইয়াছি। কিন্তু শেষে যে সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি যে, তিনি আমাদের আগে আগেই চলিয়াছেন। চল, জোরে গাড়ী চালাও।"

প্রভাতের পূর্ব্বেই সেণ্ট আল্বানে নামিয়া গাড়ীতে নূতন ঘোড়া জুতিয়া রাখিবার হুকুম দেওয়া হইল। তার পর আমাকে সঙ্গে করিয়া বকেট্ বাড়ীর অভিমুখে চলিলেন।

পাহাড়ে আরোহণ করিতে করিতে তিনি চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। তখন দিবার আলোক উজ্জল হইয়া উঠিতেছিল। তিনি বলিলেন যে, এক রাত্রিতে জো'র সঙ্গে তিনি আমাকে এই পথে যাইতে দেখিয়াছিলেন।

সে কথা তিনি কেমন করিয়া জানিলেন, বুঝিতে না পারিয়া আমি বিস্ময় প্রকাশ করিলাম।

"পথে যাইবার সময় আপনি এক জন লোকের দেখা পাইয়াছিলেন কি?"

কথাটা আমার স্মরণ হইল।

"সে ব্যক্তি আমি।"

আমার বিস্ময় দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমি বালকটির সন্ধানে এখানে আসিয়াছিলাম।"

"সে কি কোন অপরাধ করিয়াছিল?"

"না। লেডী ডেড্লকের কথাটা গোপন রাখিবার জন্য আমি তাহার সন্ধানে আসিয়াছিলাম। ছোকরার মুখটা বড়ই আল্‌গা হইয়া পড়িয়াছিল। তাই তাহার মুখ-বন্ধের প্রয়োজন ছিল। এক দিন সন্ধান লইতে গিয়া দেখিলাম, সে পলায়ন করিয়াছে। তখন তাহার পশ্চাতে আসিতে হইল। শেষে দেখিলাম, আপনারা তাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন। কাজেই কৌশলে তাহাকে লইয়া যাইতে হইল।"

বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া বকেট্ একবার চারিদিকে তাকাইয়া বলিলেন, "সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি আসিলে, এখনও কি ঐ ঘরে তাঁহাকে থাকিতে দেন?"

আমি বলিলাম, "মিঃ স্কিম্‌পোলকে আপনি চেনেন না কি?"

"চিনি বই কি। উনিই ত সে রাত্রিতে আমার সাহায্য করিয়াছিলেন। লোক দেখিলেই আমরা চিনিতে পারি। একখানা পাঁচ পাউণ্ডের নোট তাঁহাকে দিতেই তিনি বালকটি কোথায় আছে, আমায় দেখাইয়া দেন, দরজাও খুলিয়া দেন। লোকটি যেন শিশু, কিছুই যেন বোঝেন না। এ রকম লোককে কখনও বিশ্বাস করিবেন না।"

বাড়ীর সকলেই আমাকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। প্রশ্নের উত্তরে সকলেই বলিল যে, কেহই এ যাবৎ এ বাড়ীতে আসে নাই। তাহাদের কথা সত্য বলিয়া মনে হইল।

বকেট্ বলিলেন, "তবে ইটওয়ালাদের পল্লীতে চলুন। সেখানকার অনুসন্ধান আপনাকেই করিতে হইবে।"

তখনই আমরা নির্দ্দিষ্ট পল্লীর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। কুটীরদ্বারে পৌঁছিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। তিনটি প্রাণী তখন প্রাতরাশ করিতেছিল। জেনী তথায় উপস্থিত ছিল না। অপরা রমণী—লিজ আমায় দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অপর দুইটি পুরুষ আমাকে দেখিয়া নমস্কার করিল। আমার পশ্চাতে বকেট্ যখন তথায় প্রবেশ করিলেন, তখন তাহারা চমকিয়া উঠিল। রমণীর ভঙ্গী দেখিয়া বোধ হইল, সে তাঁহাকে চিনে।

আমাদিগকে বসিতে তাহারা অনুরোধ করিল। আমি পুরুষদের সম্মুখে আমার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে একটু সঙ্কোচ বোধ করিলাম। তথাপি বলিলাম, "লিজ, আমি অনেক দূর হইতে আসিতেছি। একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব। একটি মহিলা—"

বকেট্ বলিয়া উঠিলেন, "এখানে আসিয়াছিলেন, তাহা তোমরা জান। ইনি তাহারই কথা বলিতেছেন। গত রাত্রিতে তিনি এখানে ছিলেন।"

জেনীর স্বামী বলিয়া উঠিল, "আপনাকে কে বল্‌লে যে এখানে কেউ এসেছিল?"

"মাইকেল জ্যাক্‌সন।"

লোকটা গর্‌গর্ করিয়া উঠিল, বলিল, "সে নিজের চরকায় তেল দিক্ গিয়ে।"

লিজ তেমনই দাঁড়াইয়াছিল। তাহার ভঙ্গী দেখিয়া বোধ হইল, সাহস থাকিলে সে গোপনে আমার সহিত কোন কথা বলিতে পারিত। সে ইতস্ততঃ করিতেছিল, এমন সময় তাহার স্বামী তাহাকে ধমক দিয়া স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে আদেশ দিল।

"জেনীর দেখা পাইলে ভাল হইত। সে নিশ্চয় আমার প্রশ্নের উত্তর দিত। যে মহিলার কথা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাঁহার বিষয়ে সে নিশ্চয়ই আমায় সব বলিত। জেনী কি শীঘ্রই আসিবে? সে কোথায়?"

লিজ আমার প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল ; কিন্তু তাহার স্বামী তাহার পায়ে এমনই লাথি মারিল যে, অগত্যা সে থামিয়া গেল। জেনীর কথা তাহার স্বামী বলুক, এই যেন তাহার অভিপ্রায়।

জেনীর স্বামীও সেই প্রকৃতির। সে সংক্ষেপে বলিল যে, জেনী এখন আসিবে না। সে লণ্ডনে গিয়াছে।

আমি বলিলাম, "কাল রাত্রিতে গিয়াছে কি ?"

"হ্যাঁ, কাল রাত্রিতেই গিয়াছে।"

"মহিলাটি যখন এখানে আসিয়াছিলেন, সে সময় কি জেনী এখানে ছিল ? লেডী তাঁহাকে কি বলিয়াছিলেন ? মহিলাটি গেলেনই বা কোথায় ? তোমরা অনুগ্রহ করিয়া আমার কথার জবাব দাও, জানিতে পারিলে আমার বড় উপকার হইবে।"

রমণী বলিল, "আমার স্বামী যদি আমায় বল্‌তে বলেন, তবে—"

স্বামী গর্জ্জন করিয়া বলিল, "সে তোমার মাথা ভেঙ্গে দেবে। পরের কথায় তোর কাজ কি রে মাগী !"

একটু থামিয়া স্বামীটি বলিল, "জেনী যখন এখানে ছিল, সেই সময় মহিলাটি এখানে আসেন। তিনি জেনীকে রোমালের কথা জিজ্ঞাসা করেন। সেই রোমালের বদলে তিনি টাকা দিতে গিয়েছিলেন, কাজেই আমরা তাঁকে চিন্‌তে পারি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, আপনি এখন ঐ বাড়ীতে আছেন কি না। যখন শুন্‌লেন নেই, তখন বল্‌লেন, খানিক এখানে বিশ্রাম কর্ত্তে পারেন কি না। হ্যাঁ পারেন, শুনে তিনি ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করেন। আন্দাজ সওয়া বারোটার সময় তিনি এখান থেকে যাত্রা করেন। সময়টা ঠিক মনে নেই, তিনি এক দিকে গেলেন, জেনী অন্য দিকে গেল। আমরা যা জানি, সব বল্‌লাম।"

"আচ্ছা, তিনি কি তখন কাঁদিয়াছিলেন ?"

"তাঁর জুতো-কাপড়ের অবস্থা শোচনীয় ছিল বটে ; কিন্তু কই, চোখের জল ফেল্‌তে তাঁকে দেখিনি।"

আমি বলিলাম, "মহিলাটির চেহারা তখন কেমন ছিল, এ কথা যদি তোমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করি, তাহাতে বোধ হয় তোমার কোন আপত্তি হইবে না ?"

সে তাহার পত্নীকে বলিল, "অল্পকথায় বুঝিয়ে দিতে পার।"

"তাঁহার চেহারা বড়ই বিবর্ণ, অত্যন্ত পরিশ্রান্ত বলিয়া বোধ হয়েছিল।"

"বেশী কথা বলিয়াছিলেন কি ?"

"না। গলার স্বর ধ'রে গিয়েছিল।"

"এখানে কিছু খেয়েছিলেন ?"

"একটু জল পান করেছিলেন। জেনী চা ও রুটী এনে দিয়েছিল ; কিন্তু তিনি তা স্পর্শও করেন নি।"

"যখন তিনি এখান থেকে যান—"

জেনীর স্বামী সহসা বাধা দিয়া বলিল, "তিনি সোজা উত্তরদিকে গেছেন। পথে আপনি আর কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। এর বেশী আমরা আর কিছু জানি না।"

বুঝিলাম, আর এখানে কোন আশা নাই। বকেট্ তখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাহাদিগকে ধন্যবাদ করিয়া বাহিরে আসিলাম। বকেট্ আমায় বলিলেন যে, উহারা আরও অনেক কথা জানে, কিন্তু বলিতেছে না। আর লেডী মহোদয়ার ঘড়ীটাও উহাদের কাছে আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কেমন করিয়া তাহা জানিলেন ? তিনি বলিলেন, উহাদের কথার ভাবে। সম্ভবতঃ লেডী উহা তাহাদিগকে উপহার দিয়া থাকিবেন।

"সম্ভবতঃ জেনীকে লেডী আপনার সন্ধানে লণ্ডনে পাঠাইয়াছেন। বিনিময়ে ঘড়ীটা জেনীর স্বামীকে উপহার দিয়াছেন। অবশ্য টাকা খরচ করিলে উহাদের নিকট হইতে কথা বাহির করিতে পারিতাম ; কিন্তু স্যার লিষ্টারের টাকা বৃথা উহাদিগকে দিব কেন ? তাহাতে আমাদের বিশেষ কোন লাভ হইবে না।"

বাড়ী আসিয়া কর্ত্তাকে তাড়াতাড়ি দুই ছত্র লিখিয়া দিয়া গাড়ীতে আসিয়া আরোহণ করিলাম। উহা দ্রুত ধাবিত হইল। বেলাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রবল তুষারপাত হইতে লাগিল। পথ-ঘাট সব আচ্ছন্ন হইয়া গেল। দূরের পদার্থও দৃষ্টিগোচর হয় না, এমনই প্রবল বেগে তুষারপাত হইতেছিল। তুষারপাতের আধিক্যে ঘোড়াগুলিরও পদস্খলন হইতে লাগিল।

আমার ক্ষুধা অথবা নিদ্রা কিছুই ছিল না। ঘোড়ার পদস্খলন প্রভৃতি অনিবার্য্য ব্যাপারে যেটুকু বিলম্ব হইতেছিল, তাহাতেই আমি অধীর হইয়া উঠিতেছিলাম। ইচ্ছা হইতেছিল, ছুটিয়া অগ্রসর হই। কিন্তু বকেটের সতর্কতায় সে নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। কোন একটা গৃহ দেখিলেই গাড়ী হইতে নামিয়া তিনি সন্ধান লইতেছিলেন।

একটা পান্থনিবাসে আসিয়া ঘোড়া-বদলের সময় তিনি বলিলেন, "মিস্ সমারসন্, আপনি প্রফুল্ল থাকুন, কোন ভয় নাই। তিনি যে এ পথে আসিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি প্রমাণ পাইয়াছি।"

"এত দূর পর্য্যন্ত কি তিনি পদব্রজে পথাতিবাহন করিয়াছেন ?"

"হ্যাঁ। আমার মনে হয়, আপনি বয়থরন্ নামক যে ভদ্রলোকের নাম করিয়াছেন, তাঁহারই কাছে যাইতেছেন।"

সমস্ত দিন প্রবল তুষারপাত হইল। তার পর গাঢ় কুজ্ঝটিকা-জালে দিগন্ত সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। এমন রাস্তা আমি কখনও দেখি নাই। সময় সময় আশঙ্কা জন্মিতেছিল, বুঝি, আমরা ভুল পথে যাইতেছি। উৎকণ্ঠা দুর্ভাবনা আমার চিত্তকে একান্ত অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল।

এক একবার মনে হইতেছিল, বুঝি বকেট্‌ও হতাশ্বাস হইয়া পড়িতেছেন। যদিও তিনি প্রত্যেক স্থানে নামিয়া পূর্ব্ববৎ সন্ধান লইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে অত্যন্ত গম্ভীর দেখিলাম। বিপরীত দিক হইতে যে সকল গাড়ী আসিতেছিল, তাহাদের আরোহী ও গাড়োয়ানদিগকে তিনি প্রশ্ন করিতেছিলেন যে, অন্য কোন গাড়ী এই দিক হইতে তাহারা যাইতে দেখিয়াছে কি না, ইত্যাদি। উত্তরে তিনি যে উৎসাহের কিছু পাইতেছিলেন, এমন বোধ হইল না।

আর একটি আস্তানায় ঘোড়া-বদলের সময় তিনি আমায় জানাইলেন যে, যে পোষাকের সন্ধান এত দূর পর্য্যন্ত তিনি পাইয়া আসিয়াছেন, সে পরিচ্ছদ-ধারিণীর সন্ধান একবারে হারাইয়া গিয়াছে। ইহাতে তিনি বিস্মিত হইয়াছেন। কিন্তু তাহাতে হতাশ হইবার কিছু নাই। আর এক স্থানে সে সন্ধান মিলিতে পারে।

কিন্তু পরবর্ত্তী স্থানে নূতন কোন সন্ধান মিলিল না। সে পোষাকের সন্ধান আর পাওয়া গেল না।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। গাড়ী ছুটিতে লাগিল আর একটি পান্থনিবাসে গাড়ী থামিল। আলোকিত লণ্ঠনটি বকেট্ আমার সম্মুখে ধরিয়া দাঁড়াইলেন।

"কি, তাঁহাকে এখানে পাওয়া গিয়াছে কি?"

"না। এখানে কেহ নাই। কিন্তু আমি সন্ধান পাইয়াছি। হতাশ হইবেন না। আমার নাম বকেট্, আমি যে কাজ ধরি, না করিয়া ছাড়ি না, সেটা মনে রাখিবেন।"

প্রাঙ্গণে খুব তাড়া-হুড়া পড়িয়া গিয়াছিল। একটা লোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ দিকে যাবেন?"

"বলিলাম ত, আগে যাইব।"

আমি বলিলাম, "সে কি? আমরা কি লণ্ডনে ফিরিয়া যাইতেছি?"

"হ্যাঁ, মিস্ সমারসন্। সোজা লণ্ডনে। অধীর হইবেন না। আমি এখন অপরটির সন্ধানে যাইব।"

"অপরটি? কে সে?"

"যাকে আপনি জেনী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমি তাহারই অনুসন্ধান করিব। ঘোড়া নিয়ে এস হে!"

বকেটের হাত ধরিয়া বলিলাম, "এই রাত্রিতে, তুষারের মধ্যে মহিলাটিকে ছাড়িয়া যাইতেছেন? তিনি যে মারা যাইবেন?"

"ভয় নাই, মিস্, আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতেছি না। কিন্তু আমি এখন অপরার সন্ধানে যাইব। যাও, পরের চটিতে ঘোড়া পাঠাইয়া দাও। আরও চারিটি ঘোড়ার ডাক বসাইয়া দাও। - আপনি ভয় পাইবেন না, মিস্।"

এই পরিবর্ত্তনে সকলেই বিস্মিত ও চকিত হইয়াছিল। অশ্বারোহী নির্দ্দিষ্ট স্থলাভিমুখে ধাবিত হইল।

বকেট্ বলিলেন, "এখন আমি কোন কথা বলিব না; কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করুন।"

বিশ্বাস না করিয়া উপায় কি? আমাদের গাড়ী আবার ফিরিয়া লণ্ডনাভিমুখে চলিল।

৫৮

স্যার লিষ্টারের লণ্ডনস্থ প্রাসাদে প্রচারিত হইয়াছিল যে, লেডী ডেডলক্ লিঙ্কলন্ শায়ারে গিয়াছেন, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন।

কিন্তু সহরে একটা জনরব উঠিয়াছিল যে, স্যার লিষ্টার শীঘ্রই বিবাহবন্ধন ছেদনের দরখাস্ত পেশ করিবেন। আবার অনেকে সে কথাটা গুজব বলিয়া উড়াইয়াও দিতেছিল। বাহিরের অবস্থা ত এইরূপ।

এখন ভিতরের অবস্থাটা দেখা যাক্। স্যার লিষ্টার শয্যাশায়ী, অল্প অল্প কথা বলিতে পারিতেছিলেন।

বাড়ীতে কোন গোলমাল হইলেই তিনি শ্লেট-পেন্সিল লইয়া লিখিতেছিলেন। গৃহকর্ত্রী পার্শ্বেই উপবিষ্টা। অমনই বলিতেছিলেন, "না, তিনি এখনও ফিরেন নাই। গত রাত্রিতে তিনি গিয়াছেন।"

আবার স্যার লিষ্টার শুইয়া শুইয়া বাহিরে তুষারপাত দেখিতেছিলেন। ক্ষণে ক্ষণে লেডী ডেডলকের শয়নকক্ষ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত রাখিতে গৃহকর্ত্রীকে ইঙ্গিত করিতেছিলেন। শ্রান্তদেহে তিনি যে ফিরিয়া আসিতেছেন!

পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বৃদ্ধা বলিলেন, "আমার মনে হয়, লেডী আর এ বাড়ীতে আসিবেন না।"

"মা, তোমার এ আশঙ্কা অমূলক।"

"না বাছা, এ জীবনে তিনি ডেডলক্-গৃহে পদার্পণ করিবেন না।"

"মা, তোমার ভয় বড় বেশী।"

"না বাছা, আমি ষাট বৎসর এই পরিবারে আছি। আমার অনুমান কখনও মিথ্যা হয় নাই। ডেডলক্-বংশ একেবারে নির্ব্বংশ হইতে চলিয়াছে। এত দিনে অভিশাপ ফলিল বোধ হয়।"

লেডীর গৃহ সুসজ্জিত রাখিয়া গৃহকর্ত্রী স্যার লিষ্টারের কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। ভলুমনিয়া এতক্ষণ তাঁহার পার্শ্বে ছিলেন।

চুপ করিয়া বসিয়া থাকা কষ্টকর বলিয়া ভলুমনিয়া গৃহকর্ত্রীকে তাঁহার পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।

স্যার লিষ্টার একবার তীব্র দৃষ্টিতে চাহিলেন।

বৃদ্ধা বলিলেন, "স্যার লিষ্টার, মিস্ আমার ছোট ছেলের কথা আমায় বলিতেছেন। সে ফিরিয়া আসিয়াছে।"

চীৎকার করিয়া স্যার লিষ্টার বলিলেন, "জর্জ্জ? তোমার পুত্র জর্জ্জ ফিরে এসেছে?"

"ভগবানকে ধন্যবাদ! হ্যাঁ স্যার লিষ্টার।"

বাধা দিলেও ব্যারনেট্ কথা শুনিলেন না। তিনি কথা বলিবেনই। আশার আলোক তাঁহার আননে উদ্ভাসিত হইল।

তিনি জোর করিয়া বলিলেন, "এ কথা আমায় কেন বল নাই, মিসেস্ রাউন্সওয়েল ?"

"সবে কাল এসেছে। তখন আপনি যে অসুস্থ, বলিবার সময় পাই নাই।"

"সে কোথায় ?"

"এখানেই আছে।"

"শীঘ্র তাকে এখানে ডাক।"

শ্রীমতী রাউন্সওয়েল পুত্রকে খুঁজিয়া আনিলেন।

"জয় ভগবান্! সত্যই তুমি জর্জ্জ রাউন্সওয়েল! আমায় চিনিতে পার, জর্জ্জ ?"

"আপনাকে চিনিতে না পারিলে আমার অপরাধ হইবে।"

"জর্জ্জ, তোমাকে দেখিলেই ছেলেবেলার চেসনিওডের কথা মনে পড়ে। তখন তুমি ছোট ছিলে। সে দিনের কথা বেশ মনে পড়ে।"

বৃদ্ধের চোখে অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

"স্যার লিষ্টার, আপনি আমার বাহু অবলম্বন করুন, আমি আপনাকে ভাল করিয়া বসাইয়া দেই।"

"তাই দাও, জর্জ্জ, তাই দাও।"

বলিষ্ঠ বাহুর সাহায্যে জর্জ্জ শিশুর ন্যায় স্যার লিষ্টারকে বাতায়নের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসাইয়া দিলেন।

"ধন্যবাদ, তোমার মার ন্যায় তুমি কোমল, তোমার শক্তিও অসাধারণ।"

জর্জ্জকে যাইতে নিষেধ করিয়া স্যার লিষ্টার বলিলেন, "তুমি সৈনিকের কাজ নিয়েছিলে ?"

"আজ্ঞা হ্যাঁ।"

"জর্জ্জ, তুমি আমায় বড়ই অসুস্থ দেখিতেছ।"

"স্যার লিষ্টার, সে জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত।"

"এ রোগটা আমার পুরাতন। তার উপর নূতন আক্রমণ হইয়াছে। আবার দুঃখের কথা, আমার লেডীর সঙ্গে আমার একটু মনোবাদ নয়, একটু মতান্তর হইয়াছে। সেটা শুধু আমার বুঝিবার ভুলে। তাই তিনি এখন এখানে নাই। কয়েক দিন বাদেই তিনি এখানে আসিবেন। ভাল কথা ভলুম্নিয়া, তুমি শুনিয়া রাখ, আমি শ্রীমতী রাউন্সওয়েল ও তাঁহার পুত্র জর্জ্জের কাছে বলিতেছি, যদি আমি ভাল না হই, যদি আমার মৃত্যু ঘটে অথবা আমার বাক্‌শক্তি বন্ধ হয়, তবে, লেডী ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে বলিবে যে, তাঁহার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নাই। আজীবন আমি তাঁহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি। আমার স্নেহ তাঁহার উপর অবিচল আছে। কোনমতেই তাহার হ্রাস হয় নাই, হইবে না। আমি যাহা বলিলাম, বর্ণে বর্ণে তুমি তাঁহাকে জানাইও। যদি না বল, তবে তোমাকে মিথ্যাবাদিনী বলিব।"

ভলুম্নিয়া অঙ্গীকার করিলেন, তিনি তাঁহার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবেন।

"আরও বলিও, তাঁহার সহিত আমার মতের কোনও পার্থক্য নাই। কোন দিন তাঁহার সহিত আমার মতানৈক্য হয় নাই। সকলকে এ কথা বিশেষরূপে জানাইয়া দিও যে, তিনি আমার হৃদয়ের একচ্ছত্র রাণী, তাঁহার সুখের জন্য আমি সবই করিতে প্রস্তুত। আমি যদি সুস্থ হই, তখন নিজেও এ কথার প্রচার করিব।"

স্যার লিষ্টার পরিশ্রান্তভাবে উপধানে মাথা রাখিলেন।

ক্রমে রাত্রি অধিক হইল। সপুত্র শ্রীমতী রাউন্সওয়েল স্যার লিষ্টারের গৃহে রহিলেন।

সারা রাত্রি একই ভাবে কাটিয়া গেল। [illegible] লিষ্টার নিদ্রাহীন চোখে জাগিয়া রহিলেন।

প্রভাতে স্যার লিষ্টার বলিলেন, "কোন সংবাদ নাই ?"

"না।"

"চিঠিপত্র ?"

তাও নয়। কিন্তু সে কথা উচ্চারণ করিতেও জর্জ্জের ইচ্ছা হইল না।

প্রভাতের সূর্য্য আকাশকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল।

৫৯

শেষ রাত্রি আন্দাজ চারিটার সময় আমরা লণ্ডনে প্রবেশ করিলাম। গাড়ী বদল করিয়া আমরা ভাড়াটিয়া গাড়ীতে উঠিলাম।

বকেট্ বলিলেন, "এইবার আমরা তাঁহাকে ধরিতে পারিব। একটু সময় লাগিতে পারে বটে, কিন্তু কোন চিন্তা করিবেন না। আপনি আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন।"

তা আমি পারি। লোকটির শক্তি অদ্ভুত।

বকেট্ বলিলেন, "আপনার মত মেয়ে আমি দেখি নাই। আমি সমাজে বড় বড় দরের মহিলার সংস্রবে আসিয়াছি, কিন্তু এই কয় ঘন্টায় আপনার যে পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে আপনার মত আর একটি রমণী এ যাবৎ আমার চোখে পড়ে নাই। আপনি আদর্শের উপযুক্ত।"

এই প্রশংসায় একটু লজ্জা বোধ করিলাম।

গাড়ী চলিতে লাগিল। কিয়দ্দূর আসিয়া একটি পুলিস-থানায় নামিয়া বকেট্ কি সন্ধান লইলেন। আবার আমরা চলিলাম। প্রতি থানায় অথবা পথের মোড়ে মোড়ে নামিয়া তিনি আঁধারে লণ্ঠন দেখাইবামাত্র উত্তরে অন্যত্র হইতে সেইরূপ আলোকরশ্মিও আসিতে দেখিলাম। তার পর বকেট্ আলোকপ্রদর্শকের সঙ্গে কি পরামর্শ করিয়া আবার গাড়ীতে আসিয়া বসিতে লাগিলেন। এমনই ভাবে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

এক স্থলে দাঁড়াইয়া একটু বেশী সময় বকেট্ কোন পুলিস-কাপ্তেনের সঙ্গে কি পরামর্শ করিলেন। ভাবে বোধ হইল, এবার তিনি সঠিক সংবাদ পাইয়াছেন। তিনি আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, "মিস্ সমারসন্! এখন যাহাই

কেন ঘটুক না, আপনি নিশ্চিতই বিস্মিত হইবেন না। আপনাকে আর সতর্ক করিবার অধিক প্রয়োজন নাই। এবার আমরা তাঁহাকে পাইয়াছি। এখন আপনার সাহায্য আবশ্যক। এখন একটু হাঁটিতে হইবে।"

আমি গাড়ী হইতে নামিলাম। স্থানটি দেখিয়া যেন মনে হইল, উহা আমার অপরিচিত নহে। আমি বলিলাম "এটাকে হল্‌বরন্ বলে না?"

"হ্যাঁ। এই মোড়টা চেনেন কি?"

আমি বলিলাম, "এটা যেন চ্যান্সারি লেন বলিয়া মনে হইতেছে।"

"ঠিক তাই।"

পথ চলিতে চলিতে কোথাও ঘড়ীতে সাড়ে পাঁচটা বাজিল। সরু গলিপথে আমরা যথাসম্ভব দ্রুত-গতিতে চলিতে লাগিলাম। সহসা দেখিলাম, বিপরীত দিক্ হইতে আঙ্গরাখায় দেহাবৃত করিয়া এক ব্যক্তি আসিতেছে। পথটি অপ্রশস্ত, সুতরাং আমাদিগকে পথ দিবার জন্য মূর্ত্তি পথিপ্রান্তে দাঁড়াইল। সেই মুহূর্ত্তেই বিস্ময়ধ্বনি সহকারে আমার নাম উচ্চারিত হইল। কণ্ঠস্বর আমার সুপরিচিত, চাহিয়া দেখিলাম—উড্‌কোর্ট।

এ মিলন অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত, শুধু তাই নয়, যন্ত্রণা অথবা সুখ কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু নৈশ অভিযান-কালে তাঁহাকে দেখিয়া চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল।

"প্রিয় মিস্ সমার্‌সন্, এই দারুণ দুর্য্যোগে, রাত্রিতে আপনি এমন সময় পথে বেড়াইতেছেন!"

কর্ত্তার কাছে তিনি শুনিয়াছিলেন, কোনও বিশেষ জরুরী কাজে আমি অন্যত্র গিয়াছি। কৈফিয়ৎস্বরূপ তিনি স্বয়ং সে কথা আমায় বলিলেন। আমি বলিলাম যে, এইমাত্র গাড়ী ছাড়িয়া আমরা পদব্রজে চলিয়াছি।

বকেট্ বলিলেন, "মিঃ উডকোর্ট, আমরা পরের রাস্তায় যাইব—আমি ইনস্‌পেক্টার বকেট্।"

আমার আপত্তি না মানিয়াই মিঃ উডকোর্ট তাঁহার আঙ্গরাখাটি আমার গায় জড়াইয়া দিলেন। বকেট্ সাহায্য করিতে করিতে বলিলেন, "এটা খুব ভাল চাল। খুব ভাল।"

উড্‌কোর্ট বলিলেন, "আপনাদের সঙ্গে আমি যাইতে পারি কি?"

বকেট্ বলিলেন, "স্বচ্ছন্দে।"

উভয়ে আমার উভয় পার্শ্বে চলিতে লাগিলেন।

উড্‌কোর্ট বলিলেন, "এইমাত্র আমি রিচার্ডের কাছ হইতে আসিতেছি। রাত্রি দশটা হইতে এতক্ষণ সেখানে ছিলাম।"

"বলেন কি? রিচার্ডের অসুখ হইয়াছে না কি?"

"না, না, অসুখ নয়, তবে খুব ভাল নাই। মনমরা হওয়ার দরুণ মূর্চ্ছা গিয়াছিলেন। আদা আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাঁর চিঠি পাইয়াই আমি সেখানে যাই। অল্প চেষ্টাতেই রিচার্ড সুস্থ হন। তার পর তিনি গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত না হওয়া পর্য্যন্ত আমি সেখানে ছিলাম। আদাও ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন জানিয়া আমি চলিয়া আসিলাম।"

একদিন মাত্র আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, রিচার্ডকে তিনি যেন সাহায্য করেন। সেই সময় হইতে প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় উড্‌কোর্ট তাঁহাদের কত উপকারই না করিতেছেন! এ অমূল্য বন্ধুত্বের স্মৃতি কত পবিত্র—কত মধুর!

আর একটা অপ্রশস্ত গলিপথে আমরা প্রবেশ করিলাম।

বকেট্ বলিলেন, "মিঃ উড্‌কোর্ট, প্রয়োজনবশে আমরা স্নাগসবি নামক এক ব্যক্তির বাড়ীতে যাইতেছি। ওঃ, আপনি তাঁহাকে চেনেন না কি?"

"হ্যাঁ, একটু চিনি বই কি।"

"তবে ভালই হইল। আপনি মিস্ সমার্‌সনের কাছে দাঁড়ান, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াই আসিতেছি।"

সর্ব্বশেষে যে পুলিস-কর্ম্মচারীর সহিত বকেট্ পরামর্শ করিয়াছিলেন, সে ব্যক্তি আমাদের পশ্চাতে কখন্ আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা জানিতে পারি নাই। একটা ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলাম।

পুলিস বলিল, "মিস, আপনি ভয় পাইবেন না। স্নাগসবির চাকরাণী কাঁদিতেছে।"

বকেট্ বলিলেন, "এখন যদি ওর ঐ রকম ফিট্ হইতে থাকে, তবেই ত মুস্কিল। ওরই কাছে ত খবর আছে। ওর জ্ঞানসঞ্চার করা দরকার।"

উড্‌কোর্ট বলিলেন, "মিস্ সমার্‌সন্, আমাকে আপনার নিকটে থাকিতে দিতে বোধ হয় আপত্তি নাই?"

আমি বলিলাম, "ডাক্তার, আপনাকে ধন্যবাদ। আমার নিজের কোন কথা আপনাকে গোপন করিবার নাই। যদি কিছু গোপন করিয়া থাকি, সেটা আমার নয় বলিয়া।"

"তা আমি জানি। সে জন্য আপনি কুণ্ঠিত হইবেন না। গোপন কথা জানিবার কৌতূহল আমার নাই। শুধু আপনি যতক্ষণ আমায় বিশ্বাস করিতে পারিবেন, ততক্ষণ আপনার কাছে থাকিব।"

"আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাকে বিশ্বাস করি।"

অল্পক্ষণ পরেই বকেট্ ফিরিয়া আসিয়া আমাদিগকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন।

বকেট্ বলিলেন, "মিঃ উডকোর্ট, আপনি ডাক্তার শুনিলাম। ভালই হইল। স্নাগসবির চাকরাণীটার জ্ঞান-সঞ্চার কিসে হয়, যদি তাহার ব্যবস্থা করেন, বড় ভাল হয়। একখানা চিঠি উহার কাছে আছে, সেইটাই আমার প্রয়োজন। তাহার বাক্‌সে উহা নাই। সম্ভবতঃ উহার হাতের মধ্যেই আছে। কিন্তু বলপূর্ব্বক উহা লইতে গেলে স্ত্রীলোকের শরীরে আঘাত লাগিতে পারে।"

তিন জনে সম্মুখের বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। একটি ক্ষুদ্রকার ব্যক্তি আমাদিগকে পথ দেখাইয়া রান্নাঘরের দিকে

লইয়া গেলেন। সেইখানে স্নাগসবির পত্নী বসিয়াছিলেন। তিনি আমার দিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিলেন কেন, বুঝিলাম না।

বকেট্ বলিলেন, "স্নাগসবি, তুমি ডাক্তারকে লইয়া গপ্পীরের কাছে যাও।"

বকেট্ আমাকে বসিতে অনুরোধ করিলেন। স্ত্রীলোকটি যে আমার সহিত শিষ্ট ব্যবহার করিতেছে না, তিনি তাহা বুঝিয়াছিলেন। আমাকে বলিলেন, "মিস্, আপনি শ্রীমতী স্নাগসবির ব্যবহারে দুঃখিত হইবেন না, উনি একটা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আছেন। সময়ে সে ভ্রম ঘুচিবে, তখন অনুতাপ করিবেন।"

বকেট্ শ্রীমতীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "মিসেস্ স্নাগসবি, একদিন ওথেলো অভিনয়টা তোমার দেখিয়া আসা দরকার।"

"কেন?"

"কেন? তোমার মন ভাল না। এই মহিলাকে তুমি সম্মান করিতেছ না কেন? ইনি কে জান? ইনি সেই নবীনা মহিলা।"

ভাব দেখিয়া বোধ হইল, শ্রীমতী কথাটা বুঝিয়াছেন। কিন্তু আমি বুঝিলাম না।

"জো ইঁহারই ব্যাপারে মিশ্রিত হইয়াছিল। তোমার স্বামী, মিঃ টল্‌কিংহরণ, [illegible] মুহুরী সকলে এই একই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট। বুঝিয়াছ? তুমি বিবাহিতা স্ত্রীলোক হইয়াও যে চক্ষু-কর্ণ বুজিয়া বসিয়া থাক, সে দোষ তোমার। বাস্তবিক তোমার ব্যবহারে আমি নিজেই লজ্জাবোধ করিতেছি।"

শ্রীমতী চোখে রুমাল দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

"শুধু কি তাই? না, তা নয়। এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আরও একটি প্রাণী, ছিন্নমলিন-বেশে, অবসন্ন-দেহে, আজ রাত্রিতে এখানে আসিয়া তোমার চাকরাণীর সহিত কি বাক্যালাপ করে। শুধু তাই নয়, একখানি পত্রও চাকরাণীর হাতে দেওয়া হয়। সে পত্রখানায় কি আছে, তাহা জানিবার জন্য আমি হাজার টাকা দিতে পারি। কিন্তু তুমি কি করিলে? গোপনে তুমি লুকাইয়া তাহাদের কথা শুনিতেছিলে, তার পর বাঘের মত তোমার চাকরাণীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলে। আর সে ভয়ে অজ্ঞান হইল। তুমি ত জান না, এক জনের জীবন-মরণ তোমার চাকরাণীর কথার উপর নির্ভর করিতেছে। কিন্তু সে এখনও অজ্ঞান হইয়া আছে। কথা বাহির করা যায় কিরূপে?"

বকেটের কথা শুনিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। ঠিক এমন সময় উডকোর্ট একখানা কাগজ লইয়া সেখানে আসিলেন। বকেটের হাতে উহা দিয়া তিনি আবার চলিয়া গেলেন।

"মিসেস্ স্নাগসবি, তুমি একটু বাহিরে যাও। এই মহিলাটির সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"

তিনি চলিয়া গেলে, বকেট্ কাগজখানা আমার হা
দিয়া বলিলেন, "বিচলিত হইবেন না। এ কাহার হাে
লেখা?"

চিনিলাম, উহা আমার মাতারই হস্তাক্ষর। পেন্‌ি
লেখা। স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছে। উপরে আ
নাম ও ঠিকানা লেখা।

"আপনি যদি বিচলিত না হন, তবে পত্রখানা আ
আগাগোড়া পড়িয়া শুনান। হাতের লেখা নিশ্চ
আপনার সুপরিচিত।"

পত্রখানা এক জায়গায় বসিয়া লিখিত নহে। পড়িলাম

"দুইটি উদ্দেশ্য লইয়া কুটীরে আসিয়াছিলাম। প্রথ
যদি সম্ভব হয়, তবে আমার প্রাণাধিকাকে একবার দেখ
শুধু চোখের দেখা, কথা বলিব না, আমি যে নিকটে আ
তাহাও জানিতে দিব না। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, কেহ যাহা
আমায় খুঁজিয়া না পায়, আমার সন্ধান বিলুপ্ত হয়, তাহ
ব্যবস্থা করা। শিশুর জননী এ বিষয়ে আমাকে যে সাহ
করিয়াছে, সে জন্য তাহাকে অপরাধী ভাবিও না। আম
প্রাণাধিকার মঙ্গলের জন্য করিতেছি, এ কথা তাহা
বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেওয়ায় সেই বিশ্বাসের বশেই
আমায় সাহায্য করিয়াছে। তাহার মৃত সন্তানের ব
তোমার মনে আছে বোধ হয়। পুরুষদিগের মত লই
আমাকে বিনিময়ে কিছু দিতে হইয়াছিল; কিন্তু সে স্বেচ্ছ
আমার সাহায্য করিয়াছে, বিনিময়ে কপর্দ্দকমাত্র গ্রহণ ক
নাই।"

বকেট্ বলিয়া উঠিলেন, "আমার অনুমান মিথ্যা নাই।"

অন্যত্র লেখা ছিল,—"বহুদূর পর্য্যটন করিয়াছি। ঘণ্ট
পর ঘণ্টা পদব্রজে চলিয়াছি। আমি জানি, শীঘ্রই আম
প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে। মৃত্যু ছাড়া আমার অন্য কা
কিছু নাই। যখন গৃহ ত্যাগ করি, তখন মনের অব
খুবই খারাপ ছিল, কিন্তু পাপের মাত্রা আর বাড়াই না
ভীষণ শীত, তুষারপাত ও ক্লান্তি আমার মৃত্যুর পর্য্যাপ্ত কারণ; কিন্তু তাহা ছাড়াও অন্য ভাবেও আমার জীবনান্ত হইবে। যে শক্তিবলে এত দিন আমি সব সহ্য করিয়াছিলাম, সে শক্তি অন্তর্হিত হইয়াছে, এখন আতঙ্ক ও বিবেকের দংশনের ফলেই আমার মৃত্যু হইবে।"

"সাহস অবলম্বন করুন, আর বেশী বাকী নাই।"

আমি পড়িয়াছিলাম। শেষাংশটি যেন অন্ধকারের ছায়ায় লিখিত।

"আমার সন্ধান যাহাতে বিলুপ্ত হয়, তাহার সকল চেষ্টাই আমি করিয়াছি। শীঘ্রই আমার কথা সকলেই ভুলিয়া যাইবে, সুতরাং তাঁহার অপযশ হইবে না। আমাকে কেহ চিনিতে পারিবে, এমন কোনও জিনিষ আমার কাছে নাই। এই কাগজখানা, তাও এখনই অন্যের হাতে দিলাম। যেখানে

গিয়া আমি অন্তিম শয়ন করিব, যদি তত দূর চলিবার শক্তি থাকে, তবে সেইখানেই আমি যাইব। সেইখানে দেহ রাখিতে আমার সর্ব্বদাই মনে হইয়াছে। বিদায়! ক্ষমা কর!"

বকেট্ ধীরে ধীরে আমায় আসনে বসাইয়া বলিলেন, "উৎফুল্ল হউন, ভয় নাই। আমাকে কঠোরহৃদয় ভাবিবেন না। যত শীঘ্র পারেন, ভিজা জুতাটা পরিয়া ফেলুন।"

আমি একা বসিয়া রহিলাম। সকলে তখন সেই চাকরাণীর সংজ্ঞা ফিরাইতে ব্যস্ত। অল্পক্ষণ পরে উডকোর্ট ও বকেট্ ফিরিয়া আসিলেন। পরিচারিকাটি এখন অনেক সুস্থ হইয়াছে। এখন কোমলভাবে প্রশ্ন করিলে, এই পত্র সে কোথায় ও কাহার নিকট পাইয়াছে, তাহা বলিতে পারিবে।

আমি তাঁহাদের নির্দ্দেশমত পরিচারিকাটির পার্শ্বে গিয়া বসিলাম। সস্নেহে তাহার মুখ আমার স্কন্ধদেশে রাখিলাম। বেচারা কাঁদিয়া ফেলিল।

আমি বলিলাম, "বাছা, এ পত্র তুমি কেমন করিয়া পাইলে, বল ত?"

আমার সস্নেহ ব্যবহারে সে আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "সন্ধ্যার অনেক পরে একটা কাজে আমি বাইরে গিয়েছিলুম। তখন অনেক রাত্রি। বাড়ী ফিরে এসে দেখি, একটি সাধারণ চেহারার স্ত্রীলোক আমাদের বাড়ীটা দেখছে। আমাকে দেখে সে আমায় ডেকে বল্লে যে, আমি এখানেই থাকি কি না। আমি উত্তর দিলে সে আমায় জানালে যে, সে পথ হারিয়ে গেছে। তার চেহারা এত বিবর্ণ এবং তাকে এমন শ্রান্ত দেখলাম যে, আমারই দয়া হ'তে লাগল।"

একটু থামিয়া গষ্টার বলিল, "কিন্তু তার কথা বড় ভাল, বিশুদ্ধ কথা। তার অবস্থা দেখে বড় কষ্ট হ'ল। সে আমাকে গোরস্থানের পথটা কোন্ দিকে, জিজ্ঞাসা কর্‌ল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোন্ গোরস্থান? সে বল্লে, যেখানে গরীবদের গোর দেয়। আমাদের বাড়ীর কাছে যে গেট্‌ওয়ালা গোরস্থানটা আছে, ঐ যে যার সামনে সিঁড়ি আছে, সেই গোরস্থানের কথাই জিজ্ঞাসা করছিল।"

দেখিলাম, বকেটের মুখ গম্ভীর হইল। সে গাম্ভীর্য্য দর্শনে আমার আশঙ্কা জন্মিল।

গষ্টার বলিয়া চলিল, "সে গোরস্থানের কথায় আমার ভয় হইল। ঘুমের ঔষধ খাইয়া সে দিন যে লোকটা ম'রে যায়, তার দেহ ঐখানেই ত গোর দেওয়া হয়—আপনারাই সে কথা বলেছিলেন, কর্ত্তা। তাই আমি ভয় পেয়েছিলাম। এখন যেন ভয় পাচ্ছে!"

আমি বলিলাম, "তোমার ভয় নাই। তার পর কি হইল, বল?"

"হ্যাঁ, বল্‌ছি। তার পর, আমি তাকে সেখানে যাবার পথ ব'লে দিলাম। মেয়েমানুষটির চোখে যেন আলো ছিল না, সব শরীর কাঁপছিল। সে পত্রখানা নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বললে যে, ডাকে দিলে লাভ নাই, যদি ঠিকানায় আমি চিঠিখানা পৌছে দিতে পারি, পুরস্কার মিল্‌বে। আমিও স্বীকার করলুম। তার কাছে কিছু ছিল না ব'লে আমায় দিতে পারলে না। আমিও গরীব, তাই কিছু না পেয়েও আমার দুঃখ হ'ল না। তার পর সে চ'লে গেল।"

"চ'লে গেলেন?"

"হ্যাঁ, আমি যে পথ দেখিয়ে দিয়েছিলুম, সেই পথেই চ'লে গেল। তার পরই কর্ত্তারা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। আমি ভয়ে মূর্চ্ছা যাই!"

বকেট্ ক্ষিপ্রহস্তে আমার গায় ওভারকোটটা জড়াইয়া দিলেন। উড্‌কোর্ট ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "এ সময়ে আমায় ছাড়িয়া যাইবেন না!" বকেট্ বলিলেন, "আপনিও আসুন, ডাক্তার। আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হইতে পারে। আর দেরী করা নয়।"

স্বপ্নাবিষ্টের মত আমি চলিতেছিলাম। তখন উষার প্রকাশ মাত্র। চলিতে চলিতে অবশেষে আমরা একটা অপ্রশস্ত অন্ধকারময় স্থানে আসিয়া দাঁড়াইলাম। একটা লৌহ-তোরণের উপর একটা আলো তখনও জ্বলিতেছিল। ফটক রুদ্ধ। তাহার পশ্চাতে গোরস্থান। যাহাদের জ্ঞাতি-গোত্র কেহ নাই, সংসারে যাহারা অপরিজ্ঞাত, পরিত্যক্ত, সেই সকল হতভাগ্যের জন্যই এই সমাধিক্ষেত্র। গেটের সম্মুখস্থ সোপানোপরি একটি নারীমূর্ত্তি শায়িতা। বেশ দেখিয়া বুঝিলাম, সে জেনী—মৃত সন্তানের জননী।

আমি দৌড়িবার উপক্রম করিলাম। তাঁহারা আমায় ধরিয়া ফেলিলেন। উডকোর্ট বলিলেন যে, আগে বকেটের গোটা কয়েক কথা শুনিয়া তবে যেন আমি অগ্রসর হই। উডকোর্টের কথা কি আন্তরিকতা-ভরা, যেন অশ্রুসজল!

"মিস্ সমারসন্, আমার কথা আপনি বোধ হয়, বুঝিতে পারিবেন। তাঁহারা পরস্পরের বেশ বদলাইয়া লইয়াছিলেন, সেটা মনে রাখিবেন।"

হ্যাঁ, সে কথা সত্য। কুটীরে বসিয়াই সে কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। চিঠির ভাবেই তাহা বুঝা যায়। কিন্তু তখনও কথাটার ভিন্ন অর্থ আমার মাথায় আসে নাই।

"এক জন এ দিকে, অপরটি অন্য দিকে গিয়াছিল, শুধু ছলনার জন্য, সে কথাটাও মনে রাখিবেন।"

কথাটা মনে মনে আওড়াইলাম, কিন্তু অর্থবোধ হইল না। আমি তখন শুধু দেখিলাম যে, অদূরে জেনীর মৃত দেহ। সেই শুধু আমার মাতার সংবাদ জানে। সেই মার পত্রখানি আমাকে দিবার জন্য আনিয়াছিল। সে ছাড়া আর কেহ আমাদিগকে মাতার সন্ধান দিতে পারিবে না। এখন সে ইহলোকের বাহিরে, কে আমাদিগকে পথ দেখাইয়া মার কাছে লইয়া যাইবে? আমি উডকোর্টের গম্ভীর শোকাচ্ছন্ন মুখমণ্ডল দেখিলাম, অনাবৃত মস্তকে দুইটি পুরুষ গম্ভীর ভাবে

দণ্ডায়মান, তাহাও দেখিলাম ; কিন্তু অনুভবশক্তি তখন আমার ছিল না।

শুনিলাম, তাঁহারা বলাবলি করিতেছেন, "উনি কি যাইবেন ?"

"হাঁ, যাওয়াই ভাল। সর্ব্বাগ্রে উহার হস্ত ঐ দেহে স্পর্শ করুক। আমাদের অপেক্ষা উহার অধিকার বেশী।"

আমি গেটের দিকে চলিলাম। নতদেহে, শায়িতা মূর্ত্তির মাথা ঘুরাইয়া দিলাম। কেশরাশি অপসৃত হইবামাত্র মুখ দেখা গেল। সে মুখ আমার জননীর। মৃত্যু সে আননে দৃঢ়ছাপ বহুপূর্ব্বে আঁকিয়া দিয়া গিয়াছিল !

৬০

আমার জীবন-কাহিনীর অন্য অধ্যায়ের কথা এবার বলিব। উল্লিখিত ঘটনার পর আমি শয্যাশায়িনী হইয়াছিলাম ; কিন্তু দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করি নাই। অসুখের সময় লণ্ডনেই ছিলাম। কর্ত্তার নিমন্ত্রণে উড্‌কোর্টের মাতা আমাদের বাসায় আসিয়াছিলেন।

আমি রীতিমত সুস্থ হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিলে এক দিন কর্ত্তা আমায় ডাকিয়া বলিলেন, "বুড়া ঠাক্‌রুণ, (তিনি আমায় এই নামেই ডাকিতেন) একটা কথা আছে। কোন কাজের জন্য লণ্ডনে ছমাস থাকিব স্থির করিয়াছি। হয় ত আরও বেশী সময় লাগিতে পারে।"

"ব্লিক্ হাউসের কি দশা হইবে ?"

"সে যেমন আছে, তেমনই থাকুক। আদার নিকটে এখন তোমার থাকা দরকার। তোমার সাহায্য তাহার পক্ষে অত্যাবশ্যক।"

আমি বলিলাম, "কর্ত্তা, আজ কি মিঃ উড্‌কোর্টের সঙ্গে আপনার দেখা হইয়াছিল ?"

"তাঁর সঙ্গে আমার রোজই দেখা হয়।"

"রিচার্ড সম্বন্ধে কি তিনি এখনও সেই কথা বলেন ?"

"হাঁ। অবশ্য রিকের শরীরে কোন ব্যাধি নাই ; কিন্তু তথাপি ডাক্তার তাহার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত নহেন। কেই বা হইতে পারে ?"

আমার অসুখের সময় আদা দুই তিনবার করিয়া আমাদের বাসায় আসিতেন। কর্ত্তার প্রতি রিচার্ডের এমনই বিরাগ জন্মিয়াছিল যে, আদার বেশী যাওয়া-আসা তিনি পছন্দ করিতেন না। আদা পাছে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হন, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য যাহাতে পালনে তৎপর হন, এ জন্য তিনি নিজেই আদাকে বলিয়াছিলেন যে, রিকের অনভিমতে কোন কাজ করা উচিত নয়।

আমি বলিলাম, "হায়! কবে যে রিচার্ডের এই ভ্রম যাইবে!"

কর্ত্তা বলিলেন, "শীঘ্র তাহার সম্ভাবনা নাই। কারণ, যতই সে ব্যর্থকাম হইবে, ততই আমাদের উপর আক্রোশ তাহার বাড়িবে। আমাকেই সে তাহার যাবতীয় দুঃখ-কষ্টের কারণ বলিয়া ভাবিবে।"

আমি বলিলাম, "বড়ই দুঃখের কথা।"

কর্ত্তা বলিলেন, "তোমরা রিক্‌কে কিছু বুঝাইতে যাইও না। সে বুঝিবে না, সময়ে সে বুঝিবে, সুতরাং ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, শ্রীমতী উডকোর্টকে কেমন লাগিতেছে ?"

আমি বলিলাম যে, লোক তিনি মন্দ নন। পূর্ব্বাপেক্ষা এখন তাঁহাকে ভালই লাগিতেছে।

কর্ত্তা বলিলেন যে, উডকোর্ট-জননীকে তিনি আমাদের বাসায় আরও কিছু দিন থাকিতে অনুরোধ করিয়াছেন। মাতাপুত্রে প্রত্যহ সাক্ষাৎ হয়, তাও বটে, আর উডকোর্টের দেখা পাওয়া যায়, এটাও তাঁহার বাঞ্ছনীয়। আমাকে এ সম্বন্ধে মত জিজ্ঞাসা করায় আমি জানাইলাম যে, তাঁহার মতে যেটা ভাল, আমিও তাহাতে সম্মত আছি

কথার কথায় বলিলাম, "উড্‌কোর্ট অন্য দেশে ভাগ্য-পরীক্ষায় যাইবেন বলিয়াছিলেন, তাহার কি হইল ?"

"বোধ হয়, এখন আর যাইবেন না।"

"অন্য কোন সুবিধা হইয়াছে বুঝি ?"

"হ্যাঁ, একরকম তাই বৈ কি। প্রায় ছয় মাস পরে ইয়র্কশায়ারের কোন স্থানে দরিদ্রদিগের একটি ভাল ডাক্তারের প্রয়োজন হইবে। জায়গাটি ভাল, মনোরম এবং জনবহুলও বটে। নদী আছে, পথ-ঘাট সুন্দর, পল্লী ও নগর, কলকারখানা, জলাভূমি কোনও বিষয়েরই অভাব সেখানে নাই। উড্‌কোর্টের মনের মত এবং উপযুক্ত স্থান সেটি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে কাজটি কি উডকোর্টের হইবে ?"

কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন, "আমি গণক নই। তবে মনে হয়, কাজটা তাঁহার হইতে পারে। তাঁহার সুযশ আছে। জাহাজ-ডোবা অনেক লোক সেখানে আছে। যে উপযুক্ত, সেই ঐ কাজ পাইবে। অবশ্য কাজটা যে খুব লোভনীয়, তাহা নয়, কারণ, পরিশ্রমের অনুপাতে পারিশ্রমিক পর্য্যাপ্ত নয়। তবে আশা হয়, সেখানে ভাল লোকের সমাবেশ হইবে, বাঞ্ছনীয় পদার্থের অভাব হইবে না।"

"কর্ত্তা, সে দেশে ও তত্রত্য গরীবদিগের সৌভাগ্য, যদি তাহারা উডকোর্টকে পায়।"

"সে কথা ঠিক।"

এ বিষয়ে তার পর আর কোন আলোচনা হইল না।

ইদানীং আমি প্রত্যহ আদা ও রিচার্ডকে দেখিতে যাইতাম। তাঁহারা আমায় দেখিলে আনন্দিত হইতেন। রিচার্ড প্রায়ই বাহিরে বাহিরে থাকিতেন। মাঝে মাঝে মোকদ্দমার কাগজপত্র দেখিতেন ও কি লিখিতেন।

আদা যে অর্থ বিবাহের যৌতুকস্বরূপ লইয়া স্বামি-গৃহে গিয়াছিলেন, ক্রমেই তাহা নিঃশেষ হইয়া আসিতেছিল। আদা

গৃহস্থালী কাজ অল্পব্যয়ে চালাইতে গেলেও ক্রমে যে আর্থিক কষ্ট আসিয়া পড়িতেছিল, তাহা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলাম।

এক দিন রিচার্ডের ওখানে গিয়াছি, তথায় উকীল ভোলেসের সঙ্গে দেখা হইল। আদা ও রিচার্ড আহারের আয়োজনে ব্যস্ত। আমাকে একা দেখিয়া উকীল আমার কাছে আসিয়া স্বাগত-সম্ভাষণ করিলেন। কথায় কথায় তিনি বলিলেন, "মিস্ সমারসন্, মিঃ কারস্টনকে কেমন দেখিতেছেন ?"

"বড় অসুস্থ বলিয়া বোধ হয়। মনে আদৌ শান্তি নাই।"

"ঠিক কথা।"

খানিক পরে উকীল বলিলেন, "এ বিবাহটা যুক্তিসঙ্গত হয় নাই।"

আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম, "উভয়ে বাল্যকাল হইতে পরস্পরের প্রণয়াসক্ত ছিল। সে সময়ে অবস্থাও এমন শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায় নাই।"

উকীল বলিলেন, "তথাপি আমি বলিব, এ বিবাহ উভয়ের কাহারও পক্ষে মঙ্গলজনক হয় নাই।"

আমি বলিলাম, "এ বিবাহ আজ সুখের হইত—যদি এই মোকদ্দমা হইতে রিচার্ডের মনকে ফিরান যাইত।"

কথাটা চাপা পড়িল। রিচার্ডের আহ্বানে তিনি চলিয়া গেলেন। ক্রমে আমাদের ভোজনের সময় আসিল। সকলে আহারে বসিলাম। রিচার্ডের সে প্রফুল্লতা, সে উৎসাহ, সে স্বাস্থ্য কিছুই নাই। নাই দেখিতেছি, কিন্তু প্রতীকারের উপায় কোথায় ?

আহারাদির পর রিচার্ড উকীলের সঙ্গে অন্য কক্ষে চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের কাজ আছে। আমি ও আদা বসিয়া রহিলাম।

আদা বলিলেন, "ইস্থার, কেমন করিয়া সু-গৃহিণী হইতে হয়, আমায় শিখাইয়া দাও। আমি পতিব্রতা নারীর কর্ত্তব্য পালন করিতে চাই।"

হায়, আদা, তোমায় আমি শিখাইব ? কিন্তু মুখে কিছু বলিলাম না।

"আমি যখন রিচার্ডকে বিবাহ করি, তখন ভবিষ্যৎসম্বন্ধে আমি অন্ধ ছিলাম না। তাঁর বিপদ যে কি, তাহা জানিতাম।"

"প্রাণাধিকা আদা, তা কি আমি বুঝি না!"

"বিবাহের পর মনে ভাবিয়াছিলাম, তাঁহার ভ্রান্তি দেখাইয়া দিব। কিন্তু সে আশা না থাকিলেও আমি রিচার্ডকে বিবাহ করিতাম। ইস্থার, যে বিপদের আশঙ্কা তোমরা করিয়াছিলে, আমার মনেও সে আশঙ্কা যথেষ্ট ছিল।"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

"প্রতিদিনই তাঁহার অবস্থা খারাপ হইতেছে, আমি দেখিতেছি। তিনি যখন ঘুমান, আমি তাঁহাকে লক্ষ্য করি। তাঁহার প্রত্যেক মুখভঙ্গী দেখিয়া তাঁহার মনের কথা আমি বলিয়া দিতে পারি। কিন্তু বিবাহের সময় আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, আমি তাঁহার কোনও কার্য্যে কখনই অসন্তোষ প্রকাশ করিব না। বাড়ী আসিয়া আমার মুখ দেখিয়া, যেন কখনও তাঁহাকে বিমর্ষ হইতে না হয়। এই জন্যই আমি তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলাম। এই চিন্তাতেই আমি বাঁচিয়া আছি, সকল দুঃখ সহ্য করিতে পারিতেছি।"

আদা কাঁপিতেছিলেন। তাহার পরে যে কথা তিনি বলিলেন, তাহা আমি অনুমান করিয়াছিলাম।

"তা ছাড়া আর একটা বিষয়েও আমার আশা আছে।"

মুহূর্ত্ত থামিয়া তিনি বলিলেন, "আর কিছুকাল পরে আমার বুকের উপর এমন একটি জিনিষের আবির্ভাব হইবে, যাহাকে প্রত্যাখ্যান করা চলে না। আমার অপেক্ষাও সেই জিনিষটির প্রভাব রিচার্ডকে প্রভাবিত করিবে। তখন রিচার্ড তাঁহার পথ দেখিতে পাইবেন।"

আমাকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া আদা ক্ষণমাত্র চুপ করিলেন। তার পর বলিলেন, "যদি সেই ক্ষুদ্র জীবটিও ব্যর্থকাম হয়, তবে আরও একটা আশা আছে। আরও বহু দিন পরে, যখন আমি বুড়া হইয়া পড়িব, অথবা লোকান্তরে চলিয়া যাইব, তখন একটি সুন্দরী যুবতী, তাঁহারই কন্যা তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিতা হইবে। অথবা যদি পুত্র-সন্তান হয়, তবে সে বৃদ্ধ পিতার হাত ধরিয়া বেড়াইবে, তাঁহাকে সুখী করিবে। বলিবে, 'জয় জগদীশ! সর্ব্বনাশকর উত্তরাধিকার ব্যাপারের মধ্য দিয়া আমার বাবাকে পাইয়াছি'!"

কি বিশ্বাসভরা হৃদয়! কি প্রেমপূর্ণ প্রকৃতি!

"এই আশাতেই আমি বাঁচিয়া আছি, ইস্থার। কিন্তু যখন রিচার্ডের দিকে চাই, তখন আমার চিত্ত এক একবার দমিয়া যায়।"

আমি তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন তাঁহার এমন দুশ্চিন্তা হয় ?

আদা বলিলেন, "তাহা জানি না। তবে এক একবার মনে হয়, হয় ত রিচার্ড তাঁহার সন্তানের আবির্ভাবকাল পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবেন না।"

৬১

রিচার্ডের সেইরূপ দুরবস্থার সময়েও মিঃ স্কিম্পোল প্রায়ই সেখানে আসিতেন। আদা সেটা পছন্দ করিতেন না। আমিও ভাবিলাম, এ অবস্থায় এ লোকটি যদি রিচার্ডের স্কন্ধে চাপিয়া থাকে, তবে আদা ও রিচার্ডের পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইবে। সুতরাং মিঃ স্কিম্পোলকে কৌশলে নিষেধ করিয়া দিতে হইবে স্থির করিলাম।

এক দিন দ্বিপ্রহরে স্কিম্পোলের সহিত দেখা করিবার জন্য শার্লির সহিত আমি সমরস্ টাউনে যাত্রা করিলাম।

তিনি আমাকে সাদরে আহ্বান করিলেন।

নানা কথার পর আমি তাঁহার নিকট কথাটা পাড়িলাম। স্কিম্পোল অত্যন্ত চতুর। তিনি বলিলেন যে, আমোদের

জন্যই তিনি রিচার্ডের ওখানে যাইতেন। এখন রিচার্ডের যখন সে অবস্থা নাই, টাকা খরচ করিবার সামর্থ্যও যখন কমিয়া আসিয়াছে, তখন আর তিনি তথায় যাইবেন না। যেখানে দুঃখ-কষ্ট, সেখানে স্কিম্‌পোলের কোন সম্বন্ধ নাই। তিনি প্রজাপতির মত মনের আনন্দে শুধু যেখানে আনন্দ, সেখানেই ঘুরিয়া বেড়ান। নিরানন্দের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই।

লোকটার অনেক প্রকার ভণ্ডামী দেখিয়াছি। বিরক্তিও বেশ জন্মিল। যাহা হউক, বুঝিলাম, এ ব্যক্তি আর ও দিকে যাইবে না। কর্ত্তার সঙ্গেও স্কিম্‌পোলের মনান্তর ঘটিয়াছিল। তাঁহার ব্যবহারে কর্ত্তা প্রকৃতই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

এই ঘটনার পর স্কিম্‌পোলের সহিত আমার জীবনে আর দেখা হয় নাই। শুনিয়াছি, পাঁচ বৎসর পরে তিনি মারা যান। স্কিম্‌পোল সম্বন্ধে কথা এখানেই শেষ হইল।

কয়েক মাস কাটিয়া গেল। রিচার্ডের চেহারা ক্রমে আরও খারাপ হইয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু আদালত-গমন কোন দিন বন্ধ হইল না।

প্রায়ই আদার ওখানে সময় যাপন করিতে লাগিলাম। যে দিন রাত্রিকালে যাইতাম, শার্লি আমার সঙ্গে থাকিত, গাড়ী চড়িয়া বাসায় ফিরিয়া আসিতাম। কোন কোন দিন কর্ত্তা পথিমধ্যে কোথাও আমার প্রতীক্ষা করিতেন। তাঁহার সঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিতাম।

এক দিন কথা ছিল যে, রাত্রি আটটার সময় তিনি নির্দ্দিষ্ট স্থলে আমার জন্য অপেক্ষা করিবেন। কিন্তু কার্য্যক্রমে আমার বিলম্ব হইয়া গেল। আদার জন্য যে সেলাইটা করিতেছিলাম, তাহা শেষ না করিয়া উঠিতে পারিলাম না। তখন মিঃ উডকোর্ট তথায় ছিলেন। রাত্রি হইয়াছে দেখিয়া তিনি আমার সঙ্গে চলিলেন। নির্দ্দিষ্ট স্থলে কর্ত্তাকে দেখিলাম না। বহুদিন উডকোর্ট নির্দ্দিষ্ট স্থলে আমাকে কর্ত্তার কাছে পৌঁছিয়া দিয়া বাসায় চলিয়া গিয়াছেন। আজ কর্ত্তাকে না দেখিয়া আমরা অর্দ্ধঘণ্টা সেই স্থলে তাঁহার প্রতীক্ষায় রহিলাম। কিন্তু তাঁহার কোন চিহ্ন না দেখিয়া অগত্যা মিঃ উডকোর্টই আমাকে বাসায় পৌঁছিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন।

ইতিপূর্ব্বে আর কখনও তাঁহার সহিত আমি একা দীর্ঘ-পথ ভ্রমণ করি নাই। বাসায় আসিয়া দেখিলাম, কর্ত্তা তখনও ফিরেন নাই। উডকোর্ট-জননীও বাড়ী ছিলেন না।

একটা খোলা জানালার ধারে উভয়ে দাঁড়াইয়াছিলাম। মিঃ উডকোর্ট আমার সহিত কথা বলিতেছিলেন। বুঝিলাম, তিনি আমাকে ভালবাসেন। আমার ক্ষতলাঞ্ছিত মুখ কোনও দিন তাঁহার ভালবাসাকে হ্রাস পাইতে দেয় নাই। তিনি প্রথমাবধিই আমাকে ভালবাসিয়াছেন, সে ভালবাসা কোনও দিন বিলুপ্ত হইবার নহে। মুহূর্ত্তমধ্যে এ সব কথা তাঁহার মুখ হইতেই উচ্চারিত হইতে শুনিলাম। বড় বিলম্বে এ সংবাদ আমার কর্ণে প্রবেশ করিল! বড় বিলম্বে!

"ধনবান্ না হইয়া আমি যখন দেশে ফিরিলাম, দেখিলাম, আপনি রোগশয্যা হইতে উঠিয়াও অন্যের সুখদুঃখের জন্য লালায়িত, অথচ স্বার্থমাত্র নাই—"

"থামুন, মিঃ উডকোর্ট! আপনার নিকট হইতে এরূপ উচ্চ প্রশংসা লাভ করিবার যোগ্য আমি নই। নিজের জন্য অনেক রকম চিন্তা তখন আমার মনে ছিল।"

"সে কথা ভগবান জানেন। আমার কথাগুলি শুধু প্রেমিকের প্রশংসাবাক্য নহে, খাঁটি সত্য। আপনি জানেন না, ইস্থার সমারসনের মধ্যে অপরে কি প্রত্যাশা করিয়া থাকে। কত মানুষ যে তাঁহার স্পর্শে জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহার সন্ধান আপনি কেমন করিয়া পাইবেন! কত হৃদয় যে তাঁহার প্রশংসায় ভরপূর, কত লোকের ভালবাসা তিনি যে আকর্ষণ করিয়াছেন, তাহার ইতিহাস কে জানে?"

"অন্যের নিকট ভালবাসা পাওয়া যে আনন্দের, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। মিঃ উডকোর্ট! সে জন্য আমি আপনাকে পরম সৌভাগ্যশালিনী মনে করিতেছি। সে জন্য আজ আমি সুখ-দুঃখ-বিমিশ্রিত অশ্রুধারা ফেলিতেছি। সুখ কেন?—না, এত ভালবাসা আমি লাভ করিয়াছি। দুঃখ এই যে, আমি উহার যোগ্য নই। কিন্তু আপনার কথা চিন্তা করিয়া দেখিবার স্বাধীনতাও যে আমার নাই!"

উডকোর্ট বলিলেন, "একটা কথা আপনাকে বলি, আমি বরাবরই মনে করিয়াছিলাম যে, যখন আমার অবস্থা একটু ভাল হইবে, সেই সময় আমি আমার মনের কথা আপনাকে জানাইব। আমার এমন আশঙ্কা ছিল যে, আপনি আমার কথায় কর্ণপাত করিবেন না। আজ রাত্রিতে আমার আশা ও আশঙ্কা দুই পূর্ণ হইয়াছে। আমি আপনাকে বড় বিপন্ন করিয়া তুলিলাম। যাক্, যথেষ্ট বলিয়াছি। আর নয়।"

তাঁহার আশাভঙ্গ হওয়ায় সত্যই আমি দুঃখিত হইলাম। বলিলাম, "বিদায় লইবার পূর্ব্বে আমি একটা কথা আপনাকে বলিতে চাই। আপনার উদারতা কত গভীর, তাহা আমি জানি, বুঝি। মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ইহার স্মৃতি আমি সযত্নে হৃদয়ে ধারণ করিব। আমার কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা আপনি জানেন। আমার জীবনের ইতিহাসও আপনার অপরিজ্ঞাত নয়। এ সব সত্ত্বেও আপনি কি বিশ্বস্তভাবে আমায় ভালবাসেন, তাহা আমি বুঝি। আপনার কথা আমার হৃদয়ে মুদ্রিত থাকিবে, এবং তাহারই স্মৃতি আমাকে সৎপথে পরিচালিত করিবে।"

তিনি বাহুর দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সে অশ্রুধারা কত মূল্যবান্, তাহা কি আমি বুঝি নাই?

"আদা ও রিচার্ডের সেবার সময় আমরা পরস্পর মিলিত হইব। সে সময়ে, অথবা জীবনের বিভিন্ন দৃশ্যে যদি কখনও আমাকে এমন অবস্থায় দেখেন যে, পূর্ব্বাপেক্ষাও আমি ভাল হইয়াছি, তখন মনে ভাবিবেন যে, অন্ধকার রাত্রির প্রভাবেই

আমি তেমন মহৎ কাজ করিতে পারিয়াছি। এই রাত্রির কথা আমি এ জীবনে বিস্মৃত হইব না, ইহা ঠিক জানিবেন। আমি যে আপনার প্রিয়পাত্রী, সেটা আমার গর্ব্বের ও আনন্দের বিষয়।”

আমার করপল্লব লইয়া তিনি তাহা চুম্বন করিলেন। তিনি তখন প্রকৃতিস্থ। আমার সাহস তাহাতে বাড়িল, বলিলাম, “আপনার কথার দ্বারা বুঝিলাম যে, আপনার অবস্থা-পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা ঘটিয়াছে।”

“হাঁ, মিঃ জারন্‌ডিসের সাহায্যে আমার আশা ফলবতী হইয়াছে।”

“ভগবান্ তাঁহার মঙ্গল করুন। মঙ্গলময়ের আশীর্ব্বাদে আপনি সাফল্য লাভ করুন।” সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়াইয়া দিলাম।

তার পর বলিলাম,“কিন্তু আপনি চলিয়া গেলে রিচার্ডের কি অবস্থা হইবে?”

“আমার যাইবার এখন প্রয়োজন হইবে না। তাহা না হইলেও আমি রিচার্ডকে ছাড়িয়া যাইতাম না।”

“মিঃ উডকোর্ট, বিদায়ের পূর্ব্বে আপনাকে আর একটা কথা জানাইয়া দিতেছি। আমার ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল! দুঃখ করিবার কিছুই আমার নাই। ভবিষ্যতে আমার কাম্য যাহা কিছু, সবই পাইয়া সুখী হইব।”

তিনি বলিলেন যে, এ কথায় তিনি খুবই আনন্দিত।

“বাল্যকাল হইতেই যিনি অক্লান্তভাবে শুধু আমার মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠের সহিত আমি অবিচ্ছিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট। কৃতজ্ঞতা, ভালবাসা, প্রেম যাই বলুন না কেন, সকল প্রকার দাবী তাঁহারই।”

“সে বিষয়ে আমি আপনার সহিত একমত। আপনি মিঃ জারন্‌ডিসের কথা বলিতেছেন।”

“আপনি তাঁহার গুণের কথা জানেন; কিন্তু অল্প-লোকেই তাঁহার চরিত্রের মহত্ব ও বিশেষত্বের সংবাদ রাখেন। তাঁহার প্রকৃতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণগুলির সম্যক্ পরিচয় আমি পাইয়াছি।”

সে বিষয়ে উডকোর্টেরও বিন্দুমাত্র মতদ্বৈধ নাই।

“শুভরাত্রি, বিদায়।”

“প্রথমটা আজিকার মত ত? আর দ্বিতীয়টি বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়ে, অবশ্য?”

“আমি বলিলাম, “হাঁ।”

“শুভরাত্রি, বিদায়!”

৬২

সে রাত্রিতে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমার সাহস হইল না। নিজের প্রতিমূর্ত্তিকে দেখিতেই সাহস হইল না, পাছে অশ্রুসিক্ত আরক্ত নয়নযুগলকে তিরস্কার করিতে হয়। কর্ত্তার সেই পত্রখানা লইয়া আর একবার পাঠ করিলাম। সবটাই আমার মুখস্থ ছিল, তথাপি আবার পড়িলাম। তার পর উপধাননিম্নে উহাকে রাখিয়া শয়ন করিলাম।

সকালে উঠিয়া শার্লির সহিত বেড়াইতে গেলাম। অনেক ফুল কিনিয়া আনিলাম। প্রাতরাশের টেবলটিকে ফুলের দ্বারা সাজাইয়া প্রতীক্ষা করিতেছি, এমন সময় কর্ত্তা ও উডকোর্ট-জননী তথায় আসিলেন। কর্ত্তা বলিলেন, “তোমাকে আজ ফুলের চেয়েও তাজা বোধ হইতেছে, ইস্থার।”

জলযোগের পর আমি কর্ত্তার পড়িবার ঘরে চাবীর গুচ্ছ ঘুরাইতে ঘুরাইতে প্রবেশ করিলাম।

“টাকা চাই না কি!”

আমি বলিলাম, “না, টাকার প্রয়োজন নাই, যথেষ্ট আছে।”

কলমটি রাখিয়া দিয়া তিনি আমার দিকে চাহিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল সদাপ্রফুল্ল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কিন্তু আজ যেন সেই প্রসন্ন মুখমণ্ডলকে প্রসন্নতর মনে হইল। ভাবিলাম, বোধ হয়, আজ সকালে বদান্যতার কাজ বেশী করিয়াছেন।

বলিলাম, “কর্ত্তা, একটু কথা আছে। আমার ব্যবহারের কোন পরিবর্ত্তন দেখিতেছেন কি?”

“কি রকম?”

“অর্থাৎ আপনার সেই পত্রের উত্তর দিবার পর হইতে আমার ব্যবহারের কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া মনে করেন কি?”

“না, আমার যাহা কিছু বাঞ্ছনীয়, তুমি তাহার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির সহিত করিতেছ, অভিযোগ করিবার কিছু নাই।”

“আপনার কথায় আমার আনন্দ হইল। আপনি বলিয়াছিলেন, এইটি কি ব্লিক্ হাউসের কর্ত্রী? আমি বলিয়াছিলাম, হাঁ।”

আমার মুখের দিকে সহাস্যবদনে চাহিয়া তিনি বলিলেন, “সে ত ঠিক কথাই।”

“তার পর একবার ছাড়া এ বিষয়ের আলোচনা আর হয় নাই।”

“হাঁ, তখন আমি বলিয়াছিলাম, ব্লিক হাউস্ ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। লোক কমিয়া যাইতেছে।”

আমি তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলাম যে, আমি বলিয়াছিলাম, উহার কর্ত্রী কোথাও যাইতেছেন না।

তিনি তেমনই প্রসন্ন হাস্যে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম, “অনেক সময় চলিয়া গিয়াছে। প্রস্তাবটা আবার আমি নূতন করিয়া তুলিতেছি। যে দিন আপনি অনুমতি করিবেন, সেই দিন আমি কর্ত্রীর পদ গ্রহণ করিব।”

প্রসন্ন হাস্যে তিনি বলিলেন, “আগামী মাসে হইবে।”

“বেশ, তাই।”

কর্ত্তা বলিলেন, "আমার জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট আনন্দের, গৌরবের ও লোভনীয় দিন আগামী মাসেই নির্দ্ধারিত করিলাম। সেই দিন আমি ব্লিক হাউস উহার কর্ত্রীর হস্তে সমর্পণ করিব। আমার সে শুভ দিনটি সকলেরই হর্ষ উদ্রেক করিবে। পৃথিবীতে সে দিন আমার মত সুখী, ভাগ্যবান্ আর কেহই থাকিবে না।"

বাহুবেষ্টনে তাঁহার গলদেশ আবদ্ধ করিয়া আমি তাঁহাকে চুম্বন করিলাম।

একটি ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, মিঃ বকেট্ আসিয়াছেন। আমরা সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলাম। তিনি বলিলেন, তাঁহার সহিত একটি চলচ্ছক্তিহীন বৃদ্ধ আসিয়াছে, তাহাকে চেয়ারে বসাইয়া উপরে আনিতে হইবে।

আমাদের আপত্তি ছিল না। বকেট্ পরিচয় দিলেন, লোকটির নাম স্মলউইড। বৃদ্ধ ক্রুকের সম্পত্তির সেই এখন স্ত্রীর সম্বন্ধে উত্তরাধিকারী হইয়াছে। পুরাতন কাগজাদির মধ্যে একখানি দলিল পাওয়া গিয়াছে। সেই দলিলে মিঃ জারনডিসের নাম লেখা। উপযুক্ত মূল্য পাইলে বৃদ্ধ কাগজখানি তাঁহাকে দিতে পারে।

কর্ত্তা বলিলেন, "বেশ, আমার উকীলকে দেখাইব, যদি উহার কোন মূল্য থাকে, তবে বৃদ্ধকে উপযুক্ত পুরস্কার দিব।"

দলিলখানি রাখিয়া দিয়া বকেট্ বৃদ্ধ সহ চলিয়া গেলেন। কর্ত্তা আমাকে সঙ্গে লইয়া উকীল কেন্‌জির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। কর্ত্তাকে দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। তিনি কখনও আদালতে বা উকীলের বাড়ী যাইতেন না।

দলিলখানি কেন্‌জির হস্তে দিয়া কর্ত্তা সকল কথা বলিলেন। উকীল উহা পড়িয়া বলিলেন, এ দলিলখানি সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক এবং রেজেষ্ট্রী করা। ইহার মূল্য অধিক। ইহাতে মোকদ্দমার গতি ফিরিয়া যাইবে। তবে জারনডিসের সম্পত্তির অংশ এই দলিলের বলে কমিয়া যাইবে এবং রিচার্ড ও আদার পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে।

কেন্‌জি গুপীকে বলিয়া দিলেন, রিচার্ডের উকীল ভোলেস্‌কে এখনই যেন ডাকিয়া আনে। অল্পক্ষণমধ্যেই বৃদ্ধ ভোলেস্ আসিলেন।

দলিলখানা পড়িয়া উভয়েই স্থির করিলেন যে, ইহা দ্বারা মোকদ্দমার অনেকটা সুবিধা হইবে।

কর্ত্তা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "যদি আদা ও রিচার্ড সমস্ত সম্পত্তি পায়, আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই, বরং সুখী হইব। কিন্তু কেন্‌জি, আপনি কি মনে করেন যে, সত্যই কোন উপকার হইবে? এ মোকদ্দমার কোন দিন অবসান হইবে?"

উকীলরা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। শুধু গোটা-কয়েক বাজে কথা ভোলেস্ ও কেন্‌জির মুখ হইতে বাহির হইল। তাহার মূল্য কি, তাহা আমরা জানিতাম।

৬৩

জর্জ্জ লণ্ডন হইতে তাঁহার দোকানপাট তুলিয়া স্যার লিষ্টারের সঙ্গে চেস্‌নিওডে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত সর্ব্বদাই তিনি থাকিতেন।

আজ অশ্বারোহণে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠের সহিত সাক্ষাৎ-কামনায় চলিয়াছিলেন। নির্দ্দিষ্ট সহরে আসিয়া তিনি এক ব্যক্তিকে তাঁহার ভ্রাতার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, সে তাঁহাকে চিনে কি না।

"তাঁকে আবার কে চিনে না?"

"তাঁর খুব নাম আছে বুঝি?"

"নিশ্চয়।"

"আচ্ছা, এখন তিনি কোথায়?"

"হয় ব্যাঙ্কে, নয় ত কারখানায়, তা নয় ত বাড়ীতে আছেন। কাজের জন্য মাঝে মাঝে অন্য জায়গায় যেতে হয়, তবে তাঁর ছেলের সঙ্গে দেখা হ'তে পারে।"

জর্জ্জ ভাবিলেন, ভ্রাতার যখন এত ঐশ্বর্য্য, এত প্রতিপত্তি, তখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া সঙ্গত কি? কিন্তু তিনি অগ্রসর হইলেন।

একটা সুবৃহৎ কারখানার ফটকের সম্মুখে তিনি আসিলেন। প্রচুর লৌহ স্তূপে স্তূপে স্থানে স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। নানাপ্রকার লৌহবিনির্ম্মিত দ্রব্য চারিদিকে সংখ্যাতীতভাবে রহিয়াছে।

জর্জ্জের মাথা ঘুরিয়া গেল। একটু প্রকৃতিস্থ হইলে তিনি দেখিলেন, এক ব্যক্তি সে দিকে অগ্রসর হইতেছে।

"ও কে? ছেলেবেলা আমি যেমন ছিলাম, অনেকটা সেই রকম। এ নিশ্চয় আমার ভাইপো। বংশের ছাপ ইহার মুখে দেখিতেছি।"

যুবক নিকটে আসিয়া বলিলেন, "আপনি কাকেও খুঁজছেন কি, মহাশয়?"

"হাঁ, কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি; আপনি কি রাউন্সওয়েলের পুত্র?"

"হাঁ, মহাশয়।"

"আমি আপনার পিতার সঙ্গে দেখা করিতে চাই। একটা কথা আছে।"

যুবক বলিল যে, তিনি ঠিক সময়েই আসিয়াছেন। কারণ, এখন তাঁহার পিতা এইখানেই আছেন। এই বলিয়া সে জর্জ্জকে পথ দেখাইয়া চলিল। জর্জ্জ ভাবিতেছিলেন, "এটি ঠিক আমার ছেলেবেলার প্রতিমূর্ত্তি! ঠিক এমনটিই আমি ছিলাম।"

আপিস-ঘরের মধ্যে একটি ভদ্রলোককে উপবিষ্ট দেখিয়া জর্জ্জের মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল।

"কি নাম বলিব, মহাশয়?"

জর্জ্জ একটু ভাবিয়া বলিলেন, "ষ্টিল (ইস্পাত)।"

তিনি আসন গ্রহণ করিতেই ভিতরস্থ ভদ্রলোকটি বলিলেন, "মিঃ ষ্টিল, আপনার কি প্রয়োজন বলিতে পারেন।"

জর্জ্জ বলিলেন, "মিঃ রাউন্সওয়েল, আমি যেমন আশা করিয়াছিলাম, সেইরূপ অভ্যর্থনাই পেয়েছি। আমি এক সময়ে সেনাদলে ছিলাম। আমার একটি অন্তরঙ্গ বন্ধু আপনারই সহোদর। বোধ হয়, আপনার সে ভ্রাতাটি আপনাদিগকে কষ্ট দিয়া পলায়ন করিয়াছিল, সে তদবধি আর ফেরে নাই, অথচ কোন উন্নতিও করে নাই।"

জর্জ্জ কথাগুলি বলিবার সময় নত-নেত্রেই বলিতেছিলেন। জ্যেষ্ঠের নয়নে নয়ন মিলাইতে সাহস করিতেছিলেন না।

লৌহ-বণিকের কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হইল। তিনি বলিলেন, "আপনি ঠিক বলিতেছেন, আপনার নাম মিঃ ষ্টিল?"

সৈনিকের মুখে কথা সরিল না। শুধু ভ্রাতার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে চাহিলেন। জ্যেষ্ঠ চেয়ার ছাড়িয়া সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, নাম ধরিয়া ডাকিলেন, তার পর দুই বাহু-বন্ধনে তাহাকে আকর্ষণ করিলেন।

অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে সৈনিক পুরুষ বলিলেন, "দাদা, আমার চেয়েও তুমি ক্ষিপ্র। কেমন আছ দাদা? আমি কখনও ভাবি নাই, আমাকে দেখিয়া সত্যই তুমি এতটা আনন্দিত হইবে।"

পুনঃ পুনঃ করকম্পন ও আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া দুই ভ্রাতা কয়েক মুহূর্ত্ত কাটাইলেন। তাহার পর জর্জ্জ এখানে আসিবার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনানিচয় জ্যেষ্ঠকে বিবৃত করিলেন।

তিনি বলিলেন, "তোমাকে পাইয়া আমার কি আনন্দ হইয়াছে, তাহা বাড়ী গেলে দেখিতে পাইবে। আজ আমাদের বাড়ীতে উৎসব, আর সেই উৎসবদিনে তুমি সমাগত। আজ আমার পুত্র ওয়াটের সঙ্গে আমার এই চুক্তি থাকিবে যে, আজ হইতে ঠিক এক বৎসর পরে, এই দিনে আমি তাহার বিবাহ দিব। কন্যাটি পূর্ব্ব হইতেই মনোনীত। তাহাকে আমার কন্যার সহিত জর্ম্মণীতে পাঠাইতেছি। কালই তাহাদের যাইবার দিন। পরিমার্জ্জনের জন্যই তাহাদিগকে তথায় পাঠাইতেছি। উহাতে শিক্ষা সমাপ্ত হইবে। তদুপলক্ষে বাড়ীতে ভোজের উৎসব আছে। আজ তুমি সেই উৎসবের নায়ক হইলে।"

ভ্রাতার ব্যবহারে জর্জ্জ অভিভূত হইলেন। অতঃপর ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া জ্যেষ্ঠ বাড়ী গেলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রীরা যেমন সুশিক্ষিতা, তেমনই সুশীলা। সকলে তাঁহাকে পাইয়া বিশেষ উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। বাড়ীতে উৎসবের স্রোত বহিতে লাগিল। ভ্রাতুষ্পুত্রের ব্যবহারে তিনি আরও প্রীত হইলেন। সে যেন অনুগত সন্তানের ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছিল। রাত্রিতে উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়ন করিয়া জর্জ্জ নানাপ্রকার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

পরদিবস জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে লইয়া আপিস-কক্ষে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। তিনি কনিষ্ঠকে ব্যবসায়ের কোন্ কোন্ বিষয় পরিচালনের ভার দিবেন, তাহার উল্লেখ করিতে লাগিলেন।

জর্জ্জ বাধা দিয়া বলিলেন, "দাদা, তোমার সাধু সংকল্পের জন্য লক্ষ ধন্যবাদ। আমি এতটা আশা করি নাই। কিন্তু আমার জীবনযাত্রার ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। সে কথা বলিবার পূর্ব্বে একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। মা কিসে আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করিতে পারেন?"

"জর্জ্জ, তোমার কথাটা আমি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।"

"আমাকে মা কি উপায়ে ত্যাজ্যপুত্র করিতে পারেন, তাই আমি জানিতে চাই। তিনি যাহাতে আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা দরকার।"

"অর্থাৎ উইল হইতে যাহাতে তিনি তোমার নাম কাটিয়া দেন, তাই তুমি চাও?"

"হ্যাঁ।"

"প্রিয় জর্জ্জ, সেটা কি করা প্রয়োজন মনে কর?"

"নিশ্চয়ই। সে ইচ্ছা যদি না থাকে, তবে আমার মত নীচান্তঃকরণ আর কেহ নাই। তোমার সন্তানদিগকে বঞ্চিত করিবার জন্য আমি ফিরিয়া আসি নাই। আমার অধিকার আমি বহুপূর্ব্বেই বিসর্জ্জন করিয়াছি। যদি উন্নত-মস্তকে আমাকে থাকিতে হয়, যদি আমাকে কাছে রাখিতে চাও, তবে উইল হইতে আমার নাম বাদ দেওয়াইতে হইবে। তুমি বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ, যাহাতে ইহা করাইতে পার, তাহার ব্যবস্থা কর।"

"জর্জ্জ, কিসে তাহা না হইতে পারে, আমি তাহাই জানি। কারণ, তাহাতেই তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। মার কথা মনে কর, বৃদ্ধবয়সে তোমাকে ফিরিয়া পাইয়া তাঁহার মনের অবস্থা এখন কিরূপ, তাহাও ভাবিয়া দেখ। তুমি কি মনে কর, পৃথিবীতে এমন কোন ব্যাপার আছে—যাহার অনুরোধে মা এ ব্যবস্থায় রাজি হইতে পারেন? কখনই নয়। তাঁহার কাছে এ প্রস্তাব তুলিবার সামর্থ্যই আমার নাই। এ কাজ যদি তুমি করিতে যাও, তবে ঘোরতর অন্যায় করা হইবে। না, সে চিন্তা ছাড়িয়া দাও, ভাই। তবে অন্য উপায়ে তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।"

"কিরূপে?"

"উইলের সর্ত্তে তুমি যাহা পাইবে, যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি নিজে উইল দ্বারা তাহার ব্যবস্থা করিতে পার।"

একটু ভাবিয়া জর্জ্জ বলিলেন, "হ্যাঁ, তা পারি। তবে তুমি ভাই, এ কথাটা তোমার স্ত্রী ও সন্তানগণের কাছে বলিও।"

"আচ্ছা, বলিব।"

"ধন্যবাদ। আমি ভবঘুরে হইতে পারি; কিন্তু হীনচেতা নই, এ কথাটা বুঝাইয়া দিও।"

কৌতুহলহাস্য দমন করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কথায় রাজি হইলেন।

"ধন্যবাদ। আমার মনের উপর হইতে পাষাণ নামিয়া গেল! কিন্তু ত্যাজ্যপুত্র হওয়ারই আমার বাসনা ছিল।"

নৈরাশ্যকে সরাইয়া দিয়া জর্জ্জ বলিলেন, "দাদা, তুমি তোমার পরিশ্রম ও সহিষ্ণুতা-সঞ্জাত ব্যবসায়ে আমাকে অংশ দিতে চাহিয়াছ, সে জন্য তোমাকে পূজা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি দাদা, আমি একটা বুনো গাছ। এমন সুসজ্জিত উদ্যানে তাহাকে রোপণ করা বৃথা—সে সময় আর নাই।"

"আচ্ছা, সে ভার আমার রহিল, ভাই, তোমার সে জন্য কোন চিন্তা করিতে হইবে না।"

"তা জানি, দাদা, তুমি অসাধ্যসাধন করিতে পার। কিন্তু তাহার কোন প্রয়োজন নাই। স্যার লিষ্টারের পক্ষে এখন আমার সাহায্যের প্রয়োজন। যৎসামান্য যাহা পারি, তাঁহাকে সুখী করিবার ইচ্ছা আমার আছে।"

"তুমি যদি স্যার লিষ্টারের বাড়ীতেই থাকিতে চাও, সে কথা স্বতন্ত্র —"

"হ্যাঁ, দাদা, তাই আমার কর্ত্তব্য। তোমার হয় ত সেটা পছন্দসহি হইবে না; কাহারও নির্দ্দেশক্রমে চলা তোমার অভ্যাস নাই, কিন্তু আমার আছে। সেনাদলে থাকিয়া সে অভ্যাস আমার হইয়াছে। সে জন্য আমি স্যার লিষ্টারের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছি। আশা করি, সে জন্য তুমি দুঃখিত হইবে না!"

"না ভাই, তোমার মন যাহা চায়, তাই কর। তোমাকে কাছে পাইয়াছি, এই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

"আর একটা কথা, দাদা। চিঠিপত্র লেখা আমার বড় একটা আসে না। পত্রখানা আমি লিখিয়া আনিয়াছি। আমি সহজ, সরলভাবে সত্য কথাটা বলিতে চাই, তুমি পড়িয়া দেখ, ঠিক হইয়াছে কি না।"

জ্যেষ্ঠ পত্র পড়িলেন,—

"ইন্‌স্‌পেক্টার বকেট্ একখানি পত্র সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। এক তাড়া কাগজের মধ্যে সে চিঠিখানি পাওয়া গিয়াছে। সেই পত্রখানি আমি আনিয়াছিলাম। যখন বিদেশে ছিলাম, আমার কোনও বন্ধু একখানি পত্র ও সেই পত্র কিরূপে কোথায় দিতে হইবে, তাহার উপদেশ দিয়াছিলেন। সে পত্রখানি কোনও যুবতী অসামান্যা সুন্দরীর নামে লিখিত। তিনি তখনও অবিবাহিতা ছিলেন। আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলাম।

"আপনাকে জানাইয়া রাখিতেছি যে, সে পত্রখানি হস্তাক্ষরের প্রমাণস্বরূপ আমার নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছিল। আমি সেটা কোনরূপ ক্ষতিজনক হইবে ভাবি নাই! জানিলে কখনই তাহা দেখাইতাম না। বরং তাহার জন্য বন্দুকের গুলীতে মরিতে প্রস্তুত ছিলাম।

"আর একটা কথা নিবেদন করিতেছি, একটি হতভাগ্য ভদ্রলোক যে তখনও জীবিত ছিলেন, তাহা আমি জানিতাম না। জানিলে যেমন করিয়াই হউক, তাঁহার আবাসস্থল খুঁজিয়া বাহির করিয়া আমার শেষ কপর্দ্দকটি তাঁহার জন্য ব্যয় করিতাম। কিন্তু সরকারী বিবরণে জানিয়াছিলাম, তিনি জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছেন।

"আর একটা কথা লিখিয়া আমি বিদায় লইতেছি। আপনাকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা-ভক্তি করি। চিরদিনই আমি আপনার মহৎ গুণরাশির পূজা করিব। ইতি

বিনয়াবনত—জর্জ্জ"

ভ্রাতা বলিলেন, "চলিতে পারে।"

তখন ডাকযোগে পত্র প্রেরিত হইল। জর্জ্জ ভ্রাতার নিকট বিদায় লইলেন।

৬৪

এক দিন সকালে কর্ত্তা একখানি মোহরাঙ্কিত পত্র আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "আগামী মাসের জন্য।" দেখিলাম, উহার মধ্যে দুই শত পাউণ্ড আছে।

আমি ধীরে ধীরে প্রয়োজনীয় পরিচ্ছদাদি ক্রয় করিয়া বাক্স ভর্ত্তি করিতে লাগিলাম। অবশ্য কিনিবার সময় কর্ত্তার পছন্দমত জিনিসই ক্রয় করিতাম। তাঁহার এ বিষয়ে বেশ অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁহাকে খুসী করিবার জন্য আমার আলমারী, বাক্স ভরাইয়া ফেলিলাম। আমি হৈ-চৈ না করিয়া ধীরে সুস্থে, নীরবে বিবাহের আনুষঙ্গিক পরিচ্ছদাদি কিনিতেছিলাম। কারণ, আমার ধারণা ছিল, আদা এ ব্যাপারে একটু দুঃখ বোধ করিবে। তাহা ছাড়া কর্ত্তাও এ সম্বন্ধে চুপচাপই ছিলেন। আমাদের বিবাহব্যাপারে যে ধূমধাম কিছুই হইবে না, খুব সাদাসিদাভাবেই কার্য্যটি নির্ব্বাহ হইবে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহমাত্র ছিল না। আদার বিবাহ যে ভাবে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল, আমাদের বিবাহক্রিয়াও তেমনই বিনা আড়ম্বরে নিষ্পন্ন করিবার ইচ্ছা আমার ছিল।

শুধু উড্‌কোর্ট-জননীকে আমি কথাটা জানাইয়াছিলাম। তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, কর্ত্তার সহিত আমার বিবাহ। তিনি এ সংবাদে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বাপেক্ষা তিনি আমার প্রতি আরও সদয় দেখিলাম।

সময় ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছে। এক দিন কর্ত্তা, মিঃ উডকোর্টের কার্য্যব্যপদেশে ইয়র্কশায়ারে চলিয়া গেলেন। তাঁহার সেখানে যাওয়া একান্তই আবশ্যক, এ কথা তিনি আমায় বলিয়া গিয়াছিলেন।

এক দিন কর্ত্তার নিকট হইতে একখানা চিঠি পাইলাম। তিনি আমাকে ইয়র্কশায়ারে যাইবার জন্য লিখিয়াছেন। কোন্ পথে, কি ভাবে আসিতে হইবে, সব লিখিয়া দিয়াছেন। আদার নিকট হইতে বেশীক্ষণ আমাকে দূরে থাকিতে হইবে না, তাহাও তিনি আমায় লিখিয়াছেন।

পরদিবস প্রত্যূষে রওনা হইলাম। আমাকে কেন তথায় যাইতে হইতেছে, জানিতাম না। সে জন্য একটু

বিস্মিতও হইলাম। নানারকম সম্ভাবনা মনে আসিল বটে, কিন্তু পরে বুঝিয়াছিলাম, তাহার একটিও ঠিক হয় নাই।

অবশেষে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, বোধ হয়, কর্ত্তার কোনরূপ অসুখ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাকে আমার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া আমার সে আশঙ্কা দূরীভূত হইল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। সারাদিন গাড়ীতেই কাটিয়াছে। তাঁহার সদাপ্রসন্ন মুখমণ্ডল আরও মধুর দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল।

হোটেলে নৈশভোজন সমাপ্ত হইল। উভয়ে নিরালা হইলে কর্ত্তা বলিলেন, "তোমাকে এখানে কেন আনিলাম, তাহা জানিবার জন্য বড় কৌতূহল হইতেছে, না?"

"সে কথা সত্য, কর্ত্তা।"

"কাল সকালে সব কথা বলিব। তবে আজ এইটুকু জানিয়া রাখ যে, উডকোর্টের দরিদ্রপ্রীতি দর্শনে আমি মুগ্ধ হই। বিশেষতঃ আমাদের সকলের প্রতি তাঁহার সেবা, হতভাগ্য জোর প্রতি করুণা দেখিয়া আমার মনে একটি সংকল্পের উদয় হয়। স্থির হয়, তিনি এই দেশে আসিয়া তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত করিবেন। তাঁহার বাসের জন্য একটা বাড়ীরও প্রয়োজন। খুব সস্তায় এই জায়গাটা পাওয়া গেল। তার পর স্থানটিকে বাসযোগ্য করা হইল। গত পরশু সংবাদ পাইলাম, সব সম্পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু গৃহস্বামীর কার্য্যে আমার পটুতা নাই। তবে সব ঠিক হইয়াছে কি না, বুঝিব কিরূপে? তাই এ বিদ্যায় পারদর্শিনী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৃহকর্ত্রীকে সংবাদ দিয়া আনাইলাম। তাঁহার মতে যদি স্থির হয় যে, সব সম্পূর্ণ হইয়াছে, তবেই মঙ্গল। এখন তিনি আসিয়া উপস্থিত। কাল সকালে সব দেখিয়া তিনি অনুমোদন করিলেই পাকা হইয়া যাইবে।" বলিতে বলিতে কর্ত্তার মুখমণ্ডলে আনন্দ ও উল্লাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

আমার উপর তাঁহার এই অখণ্ড বিশ্বাস ও নির্ভরতা দেখিয়া হৃদয় ভরিয়া উঠিল। অনেক কথা বলিবার ছিল; কিন্তু একটি শব্দও উচ্চারণ করিতে পারিলাম না।

প্রভাত হইল। কি মধুর স্নিগ্ধোজ্জ্বল গ্রীষ্মের প্রভাত! প্রাতরাশের পর তাঁহার বাহু অবলম্বন করিয়া বাড়ীটা দেখিতে গেলাম। সমস্ত পর্য্যবেক্ষণের সময় আমার মতামত দিতে হইবে। একটি ক্ষুদ্র গেটের মধ্য দিয়া একটি মনোরম পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, বাড়ীতে যে প্রণালীতে আমি ফুলের গাছ পুতিয়াছি, ঠিক সেই প্রণালী এখানেও অবলম্বিত হইয়াছে। যে গাছের পর যে চারা রোপণ করিয়াছি, এখানেও ঠিক তাই।

আনন্দ-সমুজ্জ্বল আননে কর্ত্তা বলিলেন, "তোমার প্রণালীটি খুব চমৎকার। তাই আমি এখানেও উহা অনুকরণ করিয়াছি।"

একটি সুন্দর অর্চার্ডের পার্শ্ব দিয়া আমরা চলিলাম। সবুজ গাছে চেরীফল-সমূহ দুলিতেছিল। বাড়ীর সম্মুখে আপেল বৃক্ষরাজি দেখা যাইতেছিল। কুটীরটি অতি মনোরম। চারি পার্শ্বে যেন চিরশান্তি বিরাজিত। কুটীরটির চতুর্দ্দিকে উন্মুক্ত, শ্যামল প্রান্তর। অদূরে নদীর রজতরেখা দেখা যাইতেছে অনতিদূরে নগরের সৌধরাশি দাঁড়াইয়া। কুটীরের ঘরগুলিও প্রশস্ত। চারিদিকে বারান্দা। তদুপরি নানাবিধ লতা উঠিয়াছে। প্রাচীরের চিত্রিত কাগজ, ছবি, এবং আসবাবপত্র সবই যেন আমার রুচি অনুসারে সুসজ্জিত। সর্ব্বত্রই আমার রুচির বিকাশ দেখিয়া আমি বিস্মিত ও পুলকিত হইলাম।

সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমি আনন্দ প্রকাশ করিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইলাম না। কিন্তু মনে একটা সন্দেহের উদ্রেক হইল। সর্ব্বত্র আমার স্মৃতিবিজড়িত বিষয় দর্শনে তিনি কি মনে শান্তি পাইবেন? তাঁহার মনের শান্তি দিতে গেলে আমার স্মৃতি হইতে সম্পূর্ণ দূরে থাকাই তাঁহার পক্ষে কল্যাণকর হইবে। আমি ত জানি, উডকোর্ট আমাকে কতখানি ভালবাসিতেন। সুতরাং এ ব্যবস্থাটা কি সঙ্গত হইয়াছে?

সব দেখাইয়া কর্ত্তা বলিলেন, "এখন ইহার নামটা চাই।"

"কর্ত্তা, কি নাম দিয়াছেন?"

তিনি আমাকে গেটের ধারে লইয়া গেলেন। এইটিই প্রধান প্রবেশপথ। এতক্ষণ তিনি এ দিকটায় আসেন নাই। গেটের বাহিরে যাইবার পূর্ব্বে তিনি দাঁড়াইয়া বলিলেন, "প্রাণাধিকা, নামটা কি, তুমি এখনও তাহা অনুমান করিতে পার নাই?"

"না।"

গেটের বাহিরে গিয়া তিনি দেখাইলেন, তোরণ-গাত্রে লেখা আছে—"ব্রিক্ হাউস্।"

নিকটেই পত্রাচ্ছন্ন একটি স্থানে বসিবার আসন ছিল। তিনি আমাকে তথায় লইয়া গেলেন। আমার একখানি হাত টানিয়া লইয়া প্রশান্ত-মুখে তিনি বলিবেন, "প্রাণাধিকা, বৎসে, আমি তোমার সুখের, তৃপ্তির জন্যই সব করিয়াছি। আমি তোমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহার উত্তর তুমি দিয়াছিলে। তাহাতে শুধু আমার দিকটাই বেশী করিয়া উল্লিখিত ছিল। কিন্তু তোমার দিকটাও ত দেখিতে হইবে। তুমি যখন বালিকা ছিলে, সেই সময় হইতেই আমি তোমাকে আমার পত্নী-পদে বরণ করিবার স্বপ্ন দেখিতাম, বিভিন্ন অবস্থায় হয় ত এক দিন আমার সে স্বপ্নকে সার্থক করিয়া লইতে পারিতাম। সেই উদ্দেশ্যেই আমি তোমাকে সেই পত্রখানি লিখিয়াছিলাম। তুমি উত্তরও দিয়াছিলে। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা বুঝিতেছ, প্রাণাধিকা?"

আমার শরীর তখন ভীষণভাবে আন্দোলিত হইতেছিল; কিন্তু একটি কথাও আমার শ্রুতি এড়ায় নাই।

"সব শুনিয়া যাও, বাছা, কিন্তু বাধা দিও না। এখন আমার কথা কহিবার পালা। তখনও আমার সন্দেহ

হইয়াছিল যে, আমার এই কার্য্যে সত্যই তুমি সুখী হইবে কি না। এমন সময় উডকোর্ট দেশে ফিরিলেন, শীঘ্রই আমার সন্দেহের নিরসন হইয়া গেল।"

আমি তাঁহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া আমার মাথা তাঁহার বক্ষোদেশে রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। "মা, আমার, হ্যাঁ এইখানে এইভাবে থাক। আমি তোমার শুধু অভিভাবক নই, তোমার পিতার স্থানীয়। এখানে তুমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তভাবে থাকিতে পার।"

তিনি বলিয়া চলিলেন, "আমার কথাটা বুঝিয়া দেখ, বৎসে! আমি তোমাকে চিনি, তুমি আমার কাছে আনন্দিত-ভাবেই কালযাপন করিবে। তোমার বিশ্বস্ততা, কর্ত্তব্য-বোধ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহেরই অবকাশ নাই। কিন্তু আমি দেখিতেছিলাম, তুমি কোথায় থাকিলে, কাহার হইলে সুখী হইবে। তুমি যখন কিছুই বুঝিতে পার নাই, তখন আমি তাঁহার হৃদয়ের গুপ্তরহস্য ভেদ করিয়াছিলাম। আলান উডকোর্ট বহুদিন পূর্ব্বেই তাঁহার মনের কথা আমায় জানাইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি আমার মনের ভাব কিছুই জানিতে পারেন নাই। সবে কাল তোমার আসিবার কয়েক ঘণ্টা আগে আমি তাঁহাকে বলিয়াছি।"

তিনি আমার ললাট চুম্বন করিলেন। আমি তখনও ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিলাম।

"বৎসে, প্রাণাধিকা, থাম, কাঁদিও না। আজ আনন্দের দিন। এই শুভদিনের প্রতীক্ষায় আমি ছিলাম। আর কয়েকটি কথা বলিলেই সব শেষ হয়। আমি উডকোর্ট-জননীর সহিতও স্বতন্ত্র পরামর্শ করিলাম। বলিলাম, "ম্যাদাম্, আপনার পুত্র ইস্থারের অনুরাগী। আমারও বিশ্বাস, সেও তাঁহাকে ভালবাসে। কিন্তু তথাপি আমার ধারণা, সে কর্ত্তব্য স্নেহের অনুরোধে আমাকে বিবাহ করিবে, আত্মবিসর্জ্জন দিবে। অথচ ঘুণাক্ষরেও মনের কথা প্রকাশ করিবে না। তাহার কথায়, কার্য্যে বা ব্যবহারে কেহ কোন দিন কোন প্রকার ত্রুটিও ধরিতে পারিবে না। আপনি যদি দিবারাত্রি প্রাণপণ চেষ্টা দ্বারা উহাকে পরীক্ষা করেন, তথাপি আপনার মনে সে সন্দেহ কোনক্রমেই আসিবে না। তার পর আমাদের ইতিহাস, তোমার জন্মের সব কথাই আমি তাঁহাকে বলিলাম: 'ম্যাদাম্, আপনি এ সকল জানিয়া শুনিয়া আমাদের বাড়ী আসিয়া থাকুন, আমার ইস্থারকে লক্ষ্য করিতে থাকুন। তার পর বলুন, জন্মেতে কি আসিয়া যায়। এমন মেয়ে লক্ষের মধ্যে পাইবেন না'। ইহার ফল কি হইল জান? আমি তোমাকে যেরূপ শ্রদ্ধাভক্তি করি, ভালবাসি, তিনি তাহার অপেক্ষা তোমায় কম ভালবাসেন না, কম শ্রদ্ধা করেন না।"

সস্নেহে তিনি আমার মাথা তুলিয়া ধরিয়া পিতার ন্যায় আদরে ললাট চুম্বন করিলেন।

"আর একটা কথা বলিয়াই আমি প্রসঙ্গের শেষ করিব। উডকোর্ট যখন তোমার কাছে প্রস্তাব করেন, তাহা আমি জানিতাম। আমার অনুমতি লইয়াই তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তবে তখন আমি তাঁহাকে কোন আশ্বাস দেই নাই, কারণ, তোমাদিগকে বিস্মিত করিব বলিয়াই আমি মনস্থ করিয়াছিলাম, উহাই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। সেই জন্য কৃপণের মত আমি চুপ করিয়াছিলাম। তিনি তখনই আসিয়া আমায় সকল কথা বলিয়াছিলেন। আমার আর কিছু বলিবার নাই। আলান্ উডকোর্ট তোমার পিতার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে ছিলেন। তোমার মাতার মৃত্যুকালেও তিনি ছিলেন। এই বাড়ীই 'ব্লিক হাউস'। আজ আমি এই বাড়ী উহার মনিব-গৃহিণীকে অর্পণ করিলাম। ভগবান জানেন, আমার জীবনে আজই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দিন।"

তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমি উঠিলাম। তখন আমরা একা নহি। আমার স্বামীও আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া।

কর্ত্তা বলিলেন, "আলান্, স্বেচ্ছায় আমি তোমাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন দান করিতেছি। এমন স্ত্রী, মানুষ কদাচিৎ লাভ করিয়া থাকে। তুমি ইহার উপযুক্ত স্বামী। তাহার সহিত এই বাড়ীটিও লও। ইহা তোমাদের বিবাহের যৌতুক। আলান্, তুমি জান, তোমার পত্নী অনুরূপ নামধারী বাড়ীতে কি পরিবর্ত্তন, কি আনন্দ আনিয়া দিয়াছিল। সময়ে সময়ে তোমাদের আনন্দের ভাগ আমাকে দিও। ইহাতে আমার কোন্ স্বার্থত্যাগ করিলাম? কিছুই না, কিছুই না।"

তিনি আমাকে আবার চুম্বন করিলেন। এবার তাঁহার চক্ষুতে অশ্রু দেখিলাম। পূর্ব্বাপেক্ষা কোমল স্বরে তিনি বলিলেন, "ইস্থার, প্রাণাধিকা, এত কাল পরে, এই ব্যাপারে একটা বিদায়ের পালা আছে। আমার ভ্রমে তুমি [illegible] বিপন্ন হইয়াছিলে, তাহা আমি জানি। তোমার হৃদয়ের পূর্ব্বস্নেহের স্থানে আমাকে স্থাপন করিয়া আমাকে ক্ষমা করিও। মাঝখানের কথাটা তোমার চিত্রক্ষেত্র হইতে মুছিয়া ফেলিও। আলান্, আমার প্রাণাধিকাকে গ্রহণ কর।"

নবপল্লবসমাচ্ছন্ন কুঞ্জবনের বাহিরে তিনি চলিয়া গেলেন। বাহিরের সূর্য্যালোকে দাঁড়াইয়া প্রফুল্লভাবে তিনি বলিলেন, "নিকটেই আমায় খুঁজিয়া পাইবে। আজ পশ্চিমে বাতাস বহিতেছে! আমাকে কেহ ধন্যবাদ দিও না। আমি পুনর্ব্বার আমার চির-কৌমার্য্য অবলম্বন করিয়াছি। যদি আমার সতর্কতা কেহ ভুলিয়া যাও, তবে আমি আর কখনও এখানে ফিরিয়া আসিব না!"

সমস্ত দিন কি আনন্দ, কি তৃপ্তি, কি সুখই অনুভব করিলাম! চারিদিকেই যেন ভগবানের আশীর্ব্বাদ দেখিতেছিলাম। কৃতজ্ঞতায় হৃদয় ভরিয়া উঠিল। এই

মাস শেষ হইবার পূর্ব্বেই আমাদের বিবাহ হইবে। কিন্তু এই বাড়ীতে কবে ফিরিয়া আসিব, তাহা আদা ও রিচার্ডের উপর নির্ভর করিতেছে।

আমরা লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলাম। উডকোর্ট শুভ সংবাদটা রিচার্ডকে দিবার জন্য তখনই চলিয়া গেলেন। আমি কর্ত্তাকে চা তৈয়ার করিয়া দিয়া তাঁহারই পার্শ্বস্থ আসনে বসিলাম। এত শীঘ্র সে আসন ত্যাগ করিতে আমার ইচ্ছা ছিল না।

বাড়ী আসিয়া শুনিয়াছিলাম, একটি যুবক তিনবার আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু রাত্রি দশটার পূর্ব্বে আমরা ফিরিব না শুনিয়া তিনি সেই সময় আসিবেন বলিয়া গিয়াছেন। কার্ড রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে লেখা ছিল, মিঃ গুপী।

বুঝিলাম, এই যুবক কেন আমার সহিত দেখা করিতে চাহেন। তখন কর্ত্তাকে তাঁহার সম্বন্ধে সকল কথাই বলিলাম। কর্ত্তা আদেশ দিলেন, লোকটি আসিলেই যেন খবর পাওয়া যায়।

যথাসময়ে গুপী আসিলেন। কর্ত্তাকে দেখিয়া তিনি যেন একটু বিপন্ন হইলেন। যাহা হউক, কোনরূপে মনের ভাবটা দমন করিয়া তিনি বলিলেন, "ইনি আমার মাতা, আর এটি আমার বন্ধু উইভিল ওরফে জবলিং।"

গুপী বলিলেন, "টনি, তুমি কথাটা আরম্ভ কর।"

বন্ধু বলিল, "তুমিই বল।"

একটু চিন্তা করিয়া গুপী বলিলেন, "মিঃ জারন্ডিস্, মিস্ সমারসনের সঙ্গেই আমার দরকার ছিল, তা আপনি যখন আছেন, তখন ভালই হইল। হয় ত মিস্ সমারসন্ আমার কথা আপনাকে বলিয়া থাকিবেন।"

"হ্যাঁ, কিছু কিছু শুনিয়াছি।"

"তবে ত অনেকটা সুবিধাই হইল। দেখুন, আমি এটর্ণি পরীক্ষায় প্রশংসাপত্র পাইয়াছি। দেখিতে চান কি?"

"কোন প্রয়োজন নাই, আপনার কথায় বিশ্বাস করিলাম।"

"আমার মা আমাকে কিছু টাকা দিয়াছেন। একটা বাড়ীও আমি স্বতন্ত্রভাবে ভাড়া লইয়াছি। তথায় ছয়টি ভাল ঘর আছে। আমার বন্ধু জবলিং আমার মুহুরী হইবেন। আমার মাও আমার বাড়ীতে থাকিবেন। সুতরাং সঙ্গীর অভাবও হইবে না।"

গুপীর মাতা মুখে রুমাল দিয়া অবিশ্রান্ত হাসিতে-ছিলেন আর আমার দিকে চাহিয়া ইসারা করিতে-ছিলেন। কষ্টে আমরা হাস্য সংবরণ করিয়া রহিলাম।

গুপী বলিলেন, "মিস্ সমারসনের মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে অঙ্কিত। তাঁহার কাছে বিবাহের প্রস্তাবও করিয়াছিলাম।"

"সে কথা আমি শুনিয়াছি।"

"কিছুদিন আমি তাঁহার চিত্র মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া উন্নতির চেষ্টায় ছিলাম। এখন সে উন্নতি আমি করিয়াছি। তার পর দেখিলাম, তাঁহাকে বিস্মৃত হওয়া আমার সাধ্যাতীত। সুতরাং আমি পুনরায় বিবাহের প্রস্তাব করিতেছি।"

কর্ত্তা বলিলেন, "আপনার উদারতা অসাধারণ!"

"হ্যাঁ, আমি উদারতার পক্ষপাতী, সুতরাং তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাই।"

কর্ত্তা বলিলেন, "মিস্ সমারসনের তরফ হইতে আমি আপনাকে জবাব দিতেছি। আপনার চমৎকার প্রস্তাব শুনিয়া তিনি কৃতার্থ এবং উত্তরে আপনাকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাইতেছেন। আপনার মঙ্গল তিনি কামনা করেন।"

দৃষ্টিহীন নয়নে চাহিয়া গুপী বলিলেন, "কথাটা ঠিক বুঝিলাম না। তিনি প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন, না প্রত্যাখ্যান করিলেন, অথবা বিবেচনা করিবেন বলিয়া সময় লইতেছেন?"

কর্ত্তা বলিলেন, "সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যানই করিলেন বলিতে হইবে।"

অবিশ্বাসভরে গুপী চারিদিকে চাহিয়া বন্ধুকে বলিলেন, "জবলিং, মাকে বাহিরে লইয়া যাও।"

কিন্তু বৃদ্ধা তাহাতে রাজি নহেন। তিনি বলিলেন, "তোমাদের সঙ্গে আমি যাইব না।" কর্ত্তার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি এখান থেকে যাও। আমার পুত্র কি উপযুক্ত পাত্র নয়? তোমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত। যাও, চ'লে যাও!"

কর্ত্তা বলিলেন, "অয়ি ভদ্রে, এ বাড়ী-ঘর আমার। আমাকে এখান হইতে চলিয়া যাইতে বলা আপনার কর্ত্তব্য নয়।"

গুপী-জননী বলিলেন, "সে আমি গ্রাহ্য করি না। তুমি চ'লে যাও। আমরা যদি তোমাদের উপযুক্ত না হই, তবে তোমাদের যোগ্য যে, তাকে খুঁজে আন দেখি। যাও, খুঁজে আন।"

বৃদ্ধার এরূপ অস্বাভাবিক উত্তেজনা দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইলাম।

গুপী তাঁহার মাতাকে ঠেলিতে ঠেলিতে বলিলেন, "মা, তুমি আসবে কি না বল?"

"না, কখনই নয়। যতক্ষণ না ঐ লোকটা বেরিয়ে যাবে, আমি নড়িব না।"

উভয় বন্ধুতে অনেক কষ্টে বৃদ্ধাকে বাহিরে লইয়া গেল। বৃদ্ধা তখনও বলিতেছিল, "যাও, চ'লে যাও, খুঁজে আন গে, কত ভাল পাত্র পাও একবার দেখি।"

৬৫

কর্ত্তা কেন্‌জির নিকট হইতে সংবাদ পাইলেন যে, অদ্য জারন্ডিসের মোকদ্দমা উঠিবে। আমিও আদালত্ কোর্টে যাইব স্থির হইল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমরা আদালতের দিকে

যাইতেছি, এমন সময় পথিমধ্যে ক্যাডি আমাদিগকে ডাকিল। তাহাকে আমি পত্রযোগে আমার ভাবী বিবাহের সংবাদ জানাইয়াছিলাম, কিন্তু দেখা করিবার অবকাশ পাই নাই। সে আমাদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিল। ইহাতে পথে অর্দ্ধ-ঘণ্টা বিলম্ব হইল।

আদালতে গিয়া দেখি, তিলমাত্র স্থান নাই। সকলের মুখে শুনিলাম, মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। আজ রায় বাহির হইয়াছে। কিয়ৎকাল পরে কেন্‌জি ও ভোলেস্‌কে আসিতে দেখিলাম। তাঁহাদের কাছে শুনিলাম, ঢাকের কড়িতে মনসা বিকাইয়া গিয়াছে অর্থাৎ মোকদ্দমার খরচে সমস্ত সম্পত্তি গিয়াছে।

আলান্‌ বলিলেন, "সর্ব্বনাশ, এ আঘাত রিচার্ড সহ্য করিতে পারিবেন না।"

ভোলেস্‌ বলিলেন, "রিচার্ড আদালত-গৃহের এক কোণে বসিয়া আছেন।" আলান্‌ আমাকে বাড়ী যাইতে বলিয়া রিচার্ডের সন্ধানে গেলেন। বাসায় আসিয়া আমি কর্ত্তাকে সকল কথা বলিলাম। কর্ত্তা চিন্তিত হইলেন।

তাড়াতাড়ি আদার সহিত দেখা করিতে গেলাম। আদা সংবাদ দিলেন, রিচার্ডের মুখ হইতে রক্ত উঠিয়াছিল। তিনি ঘরে শুইয়া আছেন, আমাকে অনেকবার খুঁজিয়াছেন।

ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, রিচার্ড শয্যায় শায়িত। পূর্ব্বাপেক্ষা কৃশ, কিন্তু আনন প্রসন্ন। আলান্‌ তাঁহার দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া।

আমি বসিলাম। ধীরে ধীরে চক্ষু চাহিয়া তিনি বলিলেন, "ইস্থার, এসেছ, আমায় চুমা দাও!"

ধীরে ধীরে রিচার্ড আমাদের আসন্ন বিবাহের কথা পাড়িলেন, তিনি একটু বল পাইলেই আমাদের ওখানে যাইবেন। কর্ত্তা আমার ও আদার প্রতি কি স্নেহশীল, তাহারও উল্লেখ করিতে লাগিলেন।

তাঁহার পক্ষে বেশী কথা বলা নিষেধ। আমরা চুপ করিয়া রহিলাম।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। ক্ষুদ্র হল-ঘরে কর্ত্তা দাঁড়াইয়া আছেন দেখিলাম। রিচার্ড বলিলেন, "কে ওখানে?"

কর্ত্তা ভিতরে আসিলেন। রিচার্ড বলিলেন, "আপনি! আপনি! আপনি বড় ভাল!"

রিচার্ডের চক্ষুতে এই প্রথম অশ্রুপাত হইল।

"প্রাণাধিক, রিক্‌, মেঘ সরিয়া গিয়াছে। এখন চারিদিক পরিষ্কার। আমাদের সকলেরই চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়াছিল। তাতে কিছু আসে যায় না। এখন কেমন আছ, ভাই?"

"বড় দুর্ব্বল! কিন্তু শীঘ্রই সবল হইব। আবার নূতন করিয়া জীবন আরম্ভ করিব।"

"ঠিক কথা, ভাই, ঠিক কথা!"

"এবার আর পুরাতনভাবে নয়। আমার বিশেষ শিক্ষা হইয়াছে। বড়ই কঠিন শিক্ষা। কিন্তু জানিবেন, আমি শিক্ষা পাইয়াছি।"

কর্ত্তা তাঁহাকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন।

"মহাশয়, ইস্থার ও উডকোর্টের বাড়ী দেখিবার জন্য আমার বড় সাধ। আমার শরীরে বল হইলে আমি সেখানে যাইব। আমার মনে হয়, সেখানে গেলেই যেন আমি শীঘ্র সুস্থ হইব।"

"আমরাও তাহাই ভাবিয়াছি। কি বল, ইস্থার? তোমার স্বামীর ইহাতে অমত হইবে না বোধ হয়?"

রিচার্ড হাসিলেন। তাঁহাকে স্পর্শ করিবার জন্য হাত তুলিলেন। বলিলেন, "আমার কথা আমি কিছু ভাবিতেছি না। শুধু মনে মনেই ভাবিতেছি।"

আদাকে তিনি বাহু দ্বারা চাপিয়া ধরিলেন। তাহার পর ছাড়িয়া দিলেন।

আদা ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া কি যেন উচ্চারণ করিলেন।

"আমি ব্লিক্‌ হাউসে গেলে অনেক কথা বলিব। আপনি যাবেন?"

"নিশ্চয় যাইব, রিক্‌।"

"ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। আপনি ঠিক তেমনই আছেন! এবার আমি নূতন জীবন আরম্ভ করিব।"

আমার স্বামী আদার নিকটে সরিয়া আসিলেন। কর্ত্তাকে ইঙ্গিতে কথা কহিতে নিষেধ করিলেন।

"এ স্থান হইতে পল্লী-সৌন্দর্য্যের মধ্যে গিয়া আমি বললাভ করিয়া বলিব, আদা আমার কি করিয়াছে, আদা আমার কি রত্ন। আমার সহস্র দোষ-ত্রুটির কথা বলিব, আমার সন্তান এখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। তাহাকে সুপথ দেখাইবার জন্য আমি নিজেকে সুশিক্ষিত করি কখন্‌ আমি তথায় যাইব?"

কর্ত্তা বলিলেন, "প্রাণাধিক রিক্‌, বললাভ করিলেই তুমি যাইতে পারিবে।"

"আদা, প্রিয়তমে!"

তিনি উঠিবার উপক্রম করিলেন। আলান্‌ তাঁহাকে এমন ভাবে তুলিয়া ধরিলেন, যাহাতে রিচার্ড আদার বক্ষে মুখ রাখিতে পারেন। তিনি তাহাই চাহিতেছিলেন।

"আমার আদা, আমি তোমায় কত কষ্ট দিয়াছি! দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে তোমাকে টানিয়া আনিয়াছি। তোমার সর্ব্বস্ব উড়াইয়া দিয়াছি। আমায় ক্ষমা করিও, আদা! নূতন জীবন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তোমার ক্ষমা আমি চাই!"

আদা নত হইয়া তাঁহাকে চুম্বন করিতেই রিচার্ডের মুখ হাস্যসমুজ্জ্বল হইল। ধীরে ধীরে মাথাটি আদার বক্ষে ঢলিয়া পড়িল। তিনি নিবিড়ভাবে আদার গলদেশ বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিলেন। তার পর একটি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে নূতন জীবন আরম্ভ করিলেন!

যখন সব স্থির হইয়া গেল, সেই সময় বৃদ্ধা মিস্ ফ্লিট্ কাঁদিতে কাঁদিতে আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, তিনি তাঁহার খাঁচা খুলিয়া সব পাখীকে উড়াইয়া দিয়াছেন।

৬৬

চেস্‌নিওডের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কেহ কোন কথাই আলোচনা করিত না। সকলেই জানিত, সুন্দরী লেডী ডেড্‌লকের মৃতদেহ পার্কের মধ্যে সমাহিত। তাঁহার মৃত্যু কি ভাবে হইয়াছিল, কেহই জানিত না! উহা চিররহস্যান্ধকারে আবৃতই রহিয়া গেল।

বিশাল উদ্যানমধ্যে মাঝে মাঝে অশ্বপদধ্বনি শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। তখন দেখা যায়, রোগশীর্ণ জরাজীর্ণ স্যার লিষ্টার অশ্বপৃষ্ঠে সমারূঢ়, তাঁহার পার্শ্বে এক দীর্ঘদেহ বলিষ্ঠকায় প্রৌঢ়। উদ্যানের কোন নির্দ্দিষ্ট অংশে আসিলেই ঘোড়া আপনা হইতে থমকিয়া দাঁড়াইত। মাথার টুপী খুলিয়া অশ্বারোহীবা খানিক নিস্তব্ধভাবে তথায় অপেক্ষা করিতেন। তার পর আবার অশ্ব ধাবিত হইত।

বয়থরনের সহিত স্যার লিষ্টারের বিরোধ তেমনই চলিতেছিল। স্যার লিষ্টার যখন চিরদিনের জন্য চেস্‌নিওডে ফিরিয়া আসিলেন, তখন বয়থরন্ পথের স্বত্ব ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইয়াছিলেন, ইহাতে স্যার লিষ্টার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার দুর্ভাগ্য ও পীড়ার অবকাশে অন্যে তাঁহাকে দয়া করিবে, ইহা অসহ্য। কাজেই বয়থরন্ আবার পূর্ব্ববৎ আচরণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। উভয় ভগিনীর ভাগ্য-সূত্রে উভয়ে বিজড়িত হইয়া উভয়ে কিরূপ মনোবেদনা পাইয়াছেন, তাহা এখন পরস্পরের অগোচর ছিল না। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করিয়া কেহ কাহারও নিকট অবনত হইলেন না। তবে লোকে বলে, বয়থরন্ বাহ্যতঃ স্যার লিষ্টারের বিরোধী হইলেও, তাঁহার ব্যবহারে কতখানি আন্তরিকতা ছিল, তাহা সন্দেহ। যাহাই হউক, আবহমান কালের বিবাদ তেমনই চলিতে থাকায় উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট ছিলেন।

পার্কের মালীর ঘরের এক পার্শ্বে খঞ্জ ফিল্ স্থান সংগ্রহ করিয়াছিল। সে হৃষ্টচিত্তে মালীর কাজ করিয়া যাইত।

বৃদ্ধা রাউন্সওয়েল প্রতি রবিবারে পুত্রের হাত ধরিয়া মন্দিরে উপাসনা করিতে যাইতেন। উভয়েই স্যার লিষ্টারের সুখের দিকে একান্ত অবহিত ছিলেন।

প্রাসাদের অধিকাংশ ভাগ রুদ্ধ থাকিত। সাধারণের জন্য প্রাসাদের দ্বার মুক্ত হইত না। স্যার লিষ্টার বিশাল ড্রয়িংরুমে, লেডী ডেড্‌লকের তৈলচিত্রের সম্মুখে, পুরাতন আসনখানিতে বসিয়া থাকিতেন। ভলুম্‌নিয়া তাঁহাকে কাগজ বা বই পড়িয়া শুনাইতেন।

এমনই ভাবে চেস্‌নিওডের কর্ম্মপ্রবাহ চলিতেছিল।

৬৭

প্রাণাধিকা আদাকে আমার বক্ষে জড়াইয়া ধরিলাম। বহু সপ্তাহ আমি তাহার সান্নিধ্য ত্যাগ করি নাই। ক্ষুদ্র সন্তান পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইল। পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সে পৃথিবীর আলোক দর্শন করে। আদার পুত্রসন্তান হইয়াছিল, কর্ত্তা, স্বামী ও আমি তাহার নাম রিচার্ড রাখিয়াছিলাম।

শিশুর মধুর হাসি আদার দগ্ধ হৃদয়কে কথঞ্চিৎ শীতল করিল। ভগবানের আশীর্ব্বাদ দেখিয়া হৃদয় ভক্তিভরে আপ্লুত হইল।

ক্রমে শিশুটি বড় হইতে লাগিল। আমাদের পল্লী-উদ্যানে প্রাণাধিকা আদা শিশু-ক্রোড়ে পরিভ্রমণ করিবার মত স্বাস্থ্য লাভ করিলেন। আমাদের বিবাহক্রিয়া তখন সম্পন্ন হইয়াছে। আমাদের মত সুখী তখন কে?

এই সময়ে কর্ত্তা আমাদের ওখানে গেলেন। আদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কবে তাহারা বাড়ী ফিরিবে?

তিনি বলিলেন, "দুইটি বাড়ীই তোমার গৃহ। কিন্তু জ্যেষ্ঠের দাবী তোমার উপর অধিক। তোমার পুত্র ও তুমি যখন সবল ও সুস্থ হইবে, তখনই তোমার বাড়ী দখল করিও।"

আদা তাঁহাকে "স্নেহময় দাদা" বলিতেই তিনি বাধা দিয়া বলিলেন, না, এখন আমি তোমার অভিভাবক। তদবধি তিনি আদা ও তাহার পুত্রের "কর্ত্তা" হইলেন। শিশুরা তাঁহার 'কর্ত্তা' নাম ছাড়া আর কিছু জানিত না। শিশুরা অর্থে, আমারও দুইটি কন্যাসন্তান পর পর জন্মগ্রহণ করিয়াছিল

সাত বৎসর পরে শার্লি পল্লীর এক জন কলওয়ালাকে বিবাহ করিয়াছিল। সে তাহাকে খুবই ভালবাসিত।

ক্যাডি প্রায়ই অবকাশকালে আমাদের এখানে কাটাইয়া যাইত। তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইয়াছিল। তাহার নিজের গাড়ী-ঘোড়া হইয়াছিল।

প্রথমে কিছু অর্থ সঞ্চিত হইলেই কর্ত্তার জন্য একটি পাঠাগার নির্ম্মাণ করাইলাম। তিনি আসিলেই সেখানে বসিতেন।

আদা কৃষ্ণপরিচ্ছদ কখনই ত্যাগ করিলেন না। কিন্তু তাঁহার মুখের সে বিষণ্ণতা ক্রমে অন্তর্হিত হইয়া গেল। বালক রিচার্ড বলিত, তাহার দুই মা,—আমি ও আদা।

আমরা ব্যাঙ্কে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিতে পারি নাই বটে, কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের অভাব কিছুই হইল না। সে অঞ্চলের সকলেই আমার স্বামীকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিত। প্রতিদিনই তিনি আতুর, পীড়িত ও অভাবগ্রস্তের সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। তাহাদের পরিপূর্ণ হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা লাভ করিয়া আমার স্বামী কৃতার্থ, ইহার অপেক্ষা অধিক সুখ জীবনে আর কি আছে?

সঙ্গে সঙ্গে আমিও লোকের শ্রদ্ধা পাইতেছিলাম। সে কি পূজার অর্ঘ্য!

সে দিন কর্ত্তা, আদা ও তাহার পুত্রের আসিবার কথা। তাঁহাদের প্রতীক্ষায় আমি বাহিরের গেটের ধারে গিয়া বসিয়াছিলাম। স্বামী এমন সময় বাড়ী ফিরিলেন। তিনি বলিলেন, "আমার রাণি! এখানে ব'সে কি হচ্ছে?"

বলিলাম, "এমন চাঁদের আলো, রাত্রি এমন মধুর! ব'সে ব'সে খালি ভাবছি।"

"কি ভাবছ, প্রাণাধিকা?"

"সে কথা তোমায় বল্‌তে লজ্জা হচ্ছে। কিন্তু তবু বল্‌বো। আমি ভাবছিলাম, আগে আমার চেহারাটা কেমন ছিল।"

"তার পর? ভেবে কি ঠিক কর্‌লে?"

"ভাবছিলাম, আমার পূর্ব্বের চেহারা থাক্‌লে তুমি আমাকে এর চেয়ে কি বেশী ভালবাস্‌তে পারতে?"

"আগে যেমন চেহারা ছিল?"

"হ্যাঁ, আগে যেমন ছিল।"

"তুমি কি এখন তোমার চেহারা আয়নায় দেখে থাক?"

"হ্যাঁ, তা ত করি, তুমি জান।"

"তুমি কি বুঝতে পারছ না যে, আগের চেয়েও তুমি এখন সুন্দরী?"

সে কথা আমি জানিতাম না। এখনও যে জানি, এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু এ কথা জানি যে, আমার কন্যাগুলি সুন্দরী। আমার প্রাণাধিকা আদা সুন্দরী, আমার স্বামী সুপুরুষ, কর্ত্তার আনন সদাপ্রসন্ন, মধুর। সুতরাং আমি সুন্দর না হইলেই বা কি আসিয়া যায়?

সমাপ্ত

ডেভিড কপারফিল্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

এই পৃষ্ঠাগুলি হইতেই প্রকাশিত হইবে যে, আমার জীবনে আমিই নায়ক হইব, অথবা অন্যের প্রভাব আমার জীবনে বিদ্যমান থাকিবে। আমি শুনিয়াছি এবং বিশ্বাস করি যে, আমি এক দিন—সে দিন শুক্রবার—নিশীথকালে আমার জন্ম হয়। ঘড়িতে যখন ঢং ঢং করিয়া ১২টা বাজিয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া কাঁদিতে থাকি।

যে দিন ও যে সময়ে আমি জন্মগ্রহণ করি, ধাত্রী ও প্রতিবেশিনী কোন জ্ঞানবৃদ্ধা নারী তাহাতে বলিয়াছিলেন যে, আমি জীবনে ভাগ্যহত হইব। আমি ভূতপ্রেতযোনির দেখা পাইব, ইহাও না কি তাঁহারা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। শুক্রবারের রাত্রিকালে যে সন্তানই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, ইহাই না কি তাহাদের বিধিলিপি।

আমার জীবনের ইতিহাসই প্রমাণ করিবে, উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক কি ব্যর্থ হইয়াছিল—আমি নিজে কিছুই এখানে বলিব না।

সফোকএর ব্লাণ্ডারষ্টোনে আমি জন্মগ্রহণ করি। আমার জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে আমি আমার জনককে হারাইয়াছিলাম। তাঁহার মৃত্যুর ৬ মাস পরে আমার জন্ম হয়। তিনি আমাকে দেখিতে পান নাই, এ চিন্তা এখনও আমার মনে একটা বিচিত্র অনুভূতি জাগায়। তাঁহার সমাধিসৌধ আমি শিশুকালে গোরস্থানে দেখিয়াছি। রাত্রিতে সেই সমাধিমূলে বসিয়া আমি একটা গভীর দুঃখ ও আকর্ষণ অনুভব করিতাম।

আমার পিতার মাসীমাতা—আমার পিতামহীই আমাদের সংসারে কেন্দ্রশক্তিরূপিণী ছিলেন। তাঁহার কথা আমি ক্রমে ক্রমে বলিব। মিস্ ট্রট্উড বা মিস্ বেট্সি বলিয়া আমার হতভাগিনী মাতা তাঁহাকে ডাকিতেন। মা তাঁহাকে খুব ভয় করিয়াই চলিতেন। আমার বাবার এই মাসীমাতা তাঁহার অপেক্ষা বয়সে ছোট এক জন সুশ্রী যুবককে বিবাহ করিয়াছিলেন। শুনা যায়, তিনি না কি মিস্ বেট্সিকে প্রহার করিয়াছিলেন। শুনা যায়, ঘর-কন্নার কোন বিষয় উপলক্ষে উভয়ের মধ্যে কলহ হয়। তাহার ফলে তিনি না কি তাঁহার স্ত্রীকে জানালা দিয়া ফেলিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ইহাতে মিস্ বেট্সি রফা বন্দোবস্ত করিয়া স্বামীর সহিত চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হন। কিছু টাকা লইয়া পুরুষটি ভারতবর্ষে চলিয়া যান। সেখানে কোনও বাবু অথবা বেগমের সহিত হস্তিপৃষ্ঠে তিনি বেড়াইয়া বেড়াইতেন, এমন রটনাও আমাদের পরিবারে হইয়াছিল। যাহা হউক, দশ বৎসর পর তাঁহার মৃত্যুসংবাদ আসে। ইহাতে আমার এই পিতামহীর মনে আঘাত লাগিয়াছিল কি না, কেহ জানিত না। কারণ, স্বামীর সহিত বিচ্ছিন্ন হইবার পরই তিনি তাঁহার কুমারী নামই গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমুদ্রের ধারে একটি পল্লীর মধ্যে এক কুটীর ক্রয় করিয়া তথায় একক জীবন তিনি যাপন করিতেন। কাহারও সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিতেন না।

আমার বাবা এক সময়ে তাঁহার অত্যন্ত স্নেহের পাত্র ছিলেন। কিন্তু আমার মাতাকে বিবাহ করার পর তিনি বাবার উপর বিরক্ত হন। আমার মা না কি "মোমের পুতুল" বলিয়াই পিতামহীর এই বিরাগ। তিনি কোন দিন আমার মাকে দেখেন নাই। তবে তিনি জানিতেন, আমার জননীর বয়স কুড়ির অধিক নহে। বিবাহের পর মিস্ বেট্সির সহিত আমার বাবার আর দেখা হয় নাই। আমার বাবা মার অপেক্ষা দ্বিগুণ বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। বিবাহের এক বৎসর পরেই বাবা মারা যান। তখন আমি ৬ মাস মাতৃজঠরে।

আমার জন্মকালে আমাদের পরিবারের অবস্থা এইরূপই ছিল। আমার পক্ষে তখনকার কথা জানিবারও সুযোগ ছিল না।

অগ্নিকুণ্ডের ধারে মা বসিয়াছিলেন, তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। মনের অবস্থাও তদ্রূপ। তিনি তখন কাঁদিতেছিলেন—যে পিতৃহীন অতিথি আসিতেছে, তাহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই তাঁহার চোখে জল ঝরিতেছিল। তখন মার্চ্চ মাসের অপরাহ্ন। বিষণ্ণ-চিত্তে বসিয়া বসিয়া তিনি ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে তিনি এক অপরিচিত নারীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। তিনি উদ্যানপথে ভিতরে প্রবেশ করিতেছিলেন!

মা ভাবিলেন, নিশ্চয়ই তিনি মিস্ বেট্সি। অস্তগামী সূর্য্যালোক তাঁহার দেহের উপর পড়িয়াছিল। যেরূপ গম্ভীর মূর্ত্তিতে তিনি আসিতেছিলেন, তাহাতে তিনি যে মিস্ বেট্সি, সে বিষয়ে মার মনে আর সন্দেহ রহিল না।

সাধারণ খৃষ্টানের ন্যায় মিস্ বেট্সির চালচলন ছিল না ইহা বাবার নিকট মা শুনিয়াছিলেন। মা তাহার প্রমাণও পাইলেন। দ্বারের কড়া না নাড়িয়া তিনি সোজা জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মা উত্তেজিত অবস্থায় চেয়ার

ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। তিনি মাকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া দরজা খুলিয়া দিতে বলিলেন। মা সে আদেশ নীরবে পালন করিলেন।

মিস্ বেট্‌সি বলিলেন, "তুমি বোধ হয়, মিসেস্ ডেভিড কপারফিল্ড ?" মার অঙ্গে তখনও কালো পোষাক ছিল।

ক্ষীণ-কণ্ঠে মা বলিলেন, "হাঁ।"

নবাগতা বলিলেন, "মিস্ ট্রটউড, তুমি তার নাম নিশ্চয় শুনেছ ?"

অবশ্যই, মা সে নামের সহিত সুপরিচিত। কিন্তু তিনি যে বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন, সে কথাটা প্রকাশ করিয়া বলিবার সাহস তাঁহার ছিল না।

"এখন তুমি তাকে দেখ্‌তে পেলে।"

মিস্ বেট্‌সির এই কথায় আমার মা নত-মস্তকে তাঁহাকে ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন।

বাবার বৈঠকখানাঘরে উভয়ে প্রবেশ করিলেন। আসনে উপবেশন করিবার পর মা চেষ্টা সত্ত্বেও উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনাবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

তাড়াতাড়ি মিস্ বেট্‌সি বলিলেন, "আহা, কর কি, কেঁদ না—চুপ কর !"

কিন্তু মা তাহা পারিলেন না। তিনি হাপুস-নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন।

মিস্ বেট্‌সি বলিলেন, "বাছা, তোমার টুপীটা খুলে ফেল ত। তোমার মুখখানা ভাল ক'রে দেখি।"

এরূপ একটা অদ্ভুত প্রস্তাবে মা কিন্তু ইচ্ছা সত্ত্বেও বাধা দিতে পারিলেন না। তিনি আদেশ প্রতিপালন করিলেন। তাঁহার হাত কাঁপিতেছিল। টুপী খোলার সঙ্গে সঙ্গে মা'র প্রভূত কেশরাজি বিশৃঙ্খল অবস্থায় মুখের চারি পার্শ্বে এলাইয়া পড়িল।

সবিস্ময়ে মিস্ বেট্‌সি বলিয়া উঠিলেন, "আশ্চর্য্য ! তুমি এখনও খুকীটি আছ দেখ্‌ছি !"

বয়সের তুলনায় মাকে দেখিতে আরও ছোট দেখাইত। তিনি লজ্জায় মাথা নত করিলেন। বাস্তবিক এ বয়সে বিধবা এবং সন্তানের জননী হওয়া যেন তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। মা বুঝিলেন, মিস্ বেট্‌সি তাঁহার চুলগুলি যেন হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। সে স্পর্শ যেন কোমল, সহৃদয়তাপূর্ণ। কিন্তু তাঁহার দিকে দৃষ্টি ফিরাইতেই মা দেখিলেন, মিস্ বেট্‌সি সোজাভাবে বসিয়া—তাঁহার দৃষ্টি ভ্রুকুটিপূর্ণ।

সহসা মিস্ বেট্‌সি বলিয়া উঠিলেন, "দোহাই ভগবানের, রুকারি নাম কেন দিলে ?"

মা বলিলেন, "আপনি বাড়ীর নাম জিজ্ঞাসা করছেন ?"

"হ্যাঁ—রুকারি নাম কেন ? কুকারি নাম দিলেই ভাল হ'ত। তোমাদের দুজনের কারও সংসারের জ্ঞান ছিল না দেখ্‌ছি।"

মা বলিলেন, "মিঃ কপারফিল্ড যখন বাড়ীটা কেনেন, তিনি সখ করেই ঐ নাম দিয়েছিলেন। পাখী চারদিকে ছিল বলেই বোধ হয় তিনি ঐ নাম বেছে দিয়েছিলেন।"

সে দিন অপরাহ্ণে বাতাস প্রবল বেগেই বহিতেছিল। কতকগুলি দীর্ঘদেহ আমগাছ বায়ুতাড়নে ভীষণভাবে আন্দোলিত হইতেছিল। ঝটিকার আবির্ভাব দেখিয়া উভয়ে সেই দিকে চাহিলেন। কোন কোন গাছের উচ্চডালে পাখীর বাসা ছিল। শাখার দোলনে বাসাগুলিও দুলিতেছিল।

মিস্ বেট্‌সি বলিলেন, "পাখীগুলো গেল কোথায় ?"

মা বলিলেন, "আমরা এখানে আসার পর পাখী একটাও দেখিনি। আমরা ভেবেছিলাম—মিঃ কপারফিল্ড ভেবেছিলেন, নীড়গুলি অনেক দিনের পুরাতন। পাখীরা অনেক আগেই নীড় ছেড়ে চ'লে গেছে।"

"সব দিকেই ডেভিড কপারফিল্ড ! মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত ডেভিড কপারফিল্ড ! পাখী একটাও নেই, অথচ সেই নামে বাড়ীর নাম রাখা।"

মা বলিলেন, "মিঃ কপারফিল্ড এ জগতে নেই। এখন আপনি যদি তাঁর বিরুদ্ধে এমন নিষ্ঠুরের মত আমার কাছে বলেন—"

মা পুনরায় আসনে ক্লান্তভাবে বসিয়া পড়িলেন।

যখন তিনি শান্ত হইলেন, তখন দেখিলেন, মিস বেট্‌সি বাতায়নের ধারে দাঁড়াইয়া আছেন। তখন প্রদোষ-অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল।

মিস্ বেট্‌সি আসনের কাছে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "ভাল কথা, যখন তুমি—"

মা স্খলিতকণ্ঠে বলিলেন, "কি হবে, জানি নে। আমি হয় ত ম'রে যাব।"

মিস্ বেট্‌সি বলিলেন, "না, না। এখন একটু চা পান কর।"

নৈরাশ্য-পূর্ণ-কণ্ঠে মা বলিলেন, "তাতে কি কোন ফল হবে ?"

মিস্ বেট্‌সি বলিলেন, "নিশ্চয় হবে। ওটা তোমার কল্পনা, বাছা। আচ্ছা, মেয়েটিকে কি ব'লে ডাকবে তুমি ?"

সরলভাবে মা বলিয়া উঠিলেন, "ম্যাডাম্, মেয়েই যে হবে, তা কে বল্‌লে ?"

মিস্ বেট্‌সি বলিলেন, "আঃ বোকা মেয়ে ! আমি সে কথা বলিনি। আমি বল্‌ছি, তোমার চাকরাণীর কথা।"

মা বলিলেন, "পেগটী।"

ঈষৎ উষ্ণভাবে মিস্ বেট্‌সি বলিলেন, "পেগটী ! বাছা, তুমি কি বল্‌তে চাও, কোন মানুষ খৃষ্টানমন্দিরে গিয়ে পেগটী নাম নিতে পারে ?"

ক্ষীণকণ্ঠে মা বলিলেন, "ওটা তার রাশ-নাম। মিঃ কপারফিল্ড তাকে ঐ নামে ডাকতেন। কারণ, তার আসল নাম আমারই নাম ব'লে ঐ নাম তাকে দিয়েছিলেন।"

বৈঠকখানার দরজা খুলিয়া মিস্ বেট্‌সি ডাকিলেন, "পেগটী, শোন। চা আনো। তোমার মনিবের শরীরটা ভাল নেই। দেরী করো না।"

যেন তিনিই এ বাড়ীর কর্ত্রী, এমনই ভাবে মিস্ বেট্‌সি আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া পেগটী একটি বাতী জ্বালিয়া বৈঠকখানার দিকে আসিল। মিস্ বেট্‌সি দরজা ভেজাইয়া দিয়া পূর্ব্বের ন্যায় গম্ভীরভাবে আসন গ্রহণ করিলেন।

তার পর তিনি বলিলেন, "তুমি মেয়ের কথা বল্‌ছিলে। আমার সন্দেহ নেই, তোমার মেয়েই হবে। শোন বাছা, মেয়ে যেমন ভূমিষ্ঠ হবে—"

মা মাঝখানে বলিয়া উঠিলেন, "ছেলেও হ'তে পারে।"

মিস্ বেট্‌সি বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, মেয়ে হবে। আমার ওপর কথা বলো না। যেমন মেয়েটির জন্ম হবে, আমি তার বন্ধু হব, আমি তার ধর্ম্ম-মা হব। তোমাকে আমার অনুরোধ, তার নাম হবে বেট্‌সি ট্রটউড কপারফিল্ড। এই বেট্‌সি ট্রটউডের জীবনে কোন ভুল-ভ্রান্তি ঘটতে দেওয়া হবে না। তাকে আদর-যত্নে পালন করা হবে। আমি নিজেই তার সকল ব্যাপারের ভার নেব।"

প্রত্যেক ছত্রের পর মিস্ বেট্‌সির মাথার উপর এক একটা ঝাঁকানি মা দেখিলেন। যেন নিজের জীবনের ভুল-ভ্রান্তিগুলি তাঁহার মনে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। যেন নবাগতা বালিকার জীবনকে সে সকল ভ্রম-প্রমাদ হ'তে তিনি রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর। মা নীরবে মিস্ বেট্‌সির কথা শুনিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরে মিস্ বেট্‌সি বলিলেন, "বাছা, ডেভিড তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করত ত? দুজনে বেশ সুখে ছিলে ত?"

মা বলিলেন, "আমরা খুব সুখেই ছিলাম। মিঃ কপারফিল্ড আমাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন।"

মিস্ বেট্‌সি বলিলেন, "সে তোমাকে নষ্ট ক'রে দিয়েছে দেখছি।"

"কঠিন সংসারে আমাকে একা ফেলে রেখে গিয়ে তিনি সত্যি আমাকে নষ্ট ক'রে দিয়েছেন।"

মার চোখে অশ্রুধারা নামিয়া আসিল।

মিস্ বেট্‌সি বলিলেন, "কেঁদ না, বাছা। তোমাদের সমানে সমানে মিলন হয় নি। সমানে সমানে মিলের কথাই আমি বলছিলাম। তোমার মা-বাপ কেউ নেই, না?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি শিক্ষয়িত্রী ছিলে?"

"হ্যাঁ, আমি যে পরিবারে গভর্ণেস্ ছিলাম, মিঃ কপারফিল্ড সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তিনি আমার প্রতি বিশেষ করুণা দেখান। আমার প্রতি যথেষ্ট যত্ন নেবার পর শেষে তিনি বিয়ের প্রস্তাব করেন। আমিও রাজি হই। তার পর আমাদের বিয়ে হয়।"

মিস্ বেট্‌সি ভ্রূকুটিপূর্ণ দৃষ্টি অগ্নিকুণ্ডের উপর মেলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আহা, বাছা আমার! তুমি কাজ জান?"

স্খলিত-কণ্ঠে মা বলিলেন, "বুঝলাম না, আপনার কথা।"

মিস্ বেট্‌সি বলিলেন, "গৃহস্থালীর কাজ জান?"

মা বলিলেন, "ভাল জানিনে। কিন্তু মিঃ কপারফিল্ড আমাকে শেখাবার—"

"সে নিজেই বড় জানত!"

"আমি শিখবার চেষ্টা করছিলাম। শিখতে পারতাম। কিন্তু হঠাৎ তিনি মারা গেলেন—"

মার কণ্ঠ অশ্রুবাষ্পে রুদ্ধ হইল।

মিস্ বেট্‌সি বলিলেন, "ও রকম ক'রে কেঁদো না, শরীর খারাপ হবে। তাতে তোমারও ভাল নয়, আর যে মেয়েটি হবে, তারও ভাল হবে না। চুপ কর, বাছা।"

মা কিছু শান্ত হইলেন। তার পর মিস্ বেট্‌সি বলিলেন, "ডেভিড একটা বার্ষিক মুনাফা পেত। সে তোমার জন্য কি ব্যবস্থা ক'রে রেখে গেছে?"

"তিনি খুব বিবেচক ছিলেন। বছরে আমার জন্য প্রায় ১৪শ টাকার ব্যবস্থা ক'রে গেছেন।"

"ভারী ব্যবস্থা ক'রে গেছে। এর চেয়ে না করাই ভাল ছিল।"

কিন্তু সত্যই মার অবস্থা তখন খারাপ হইয়া আসিয়াছে। পেগটী চা লইয়া আসিয়া গৃহস্বামিনীর অবস্থা দেখিয়াই বুঝিতে পারিল, সময় আসন্ন। তখনই আমার মাকে উপরতলে লইয়া গেল। তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র হ্যাম পেগটীকে ডাক্তার ও ধাত্রীকে আনিবার জন্য প্রেরণ করিল।

ধাত্রী ও চিকিৎসক মিস্ বেট্‌সিকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহার পরিচয় কেহই জানিতেন না। মা পেগটীকে কোন কথা বলেন নাই। কাজেই মিস্ বেট্‌সির পরিচয় সকলের কাছে অজ্ঞাতই রহিয়া গেল।

ডাক্তার মিঃ চিলিপ উপরে গিয়া মাকে পরীক্ষা করিয়া আসিলেন। অপরিচিতা প্রৌঢ়ার সম্মুখে নীরবে বসিয়া থাকিতে তাঁহার অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হইতেছিল সত্য, কিন্তু উপায় ছিল না।

মিস্ বেট্‌সি মাঝে মাঝে খানিকটা তুলা দিয়া কাণ বন্ধ করিতেছিলেন, আবার উহা খুলিয়া ফেলিতেছিলেন। মিঃ চিলিপ পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ম্যাডাম, আপনার কাণে কি যন্ত্রণা হচ্ছে?"

মিস্ বেট্‌সি অপ্রসন্ন-মুখে বলিয়া উঠিলেন, "নির্ব্বোধ!" তার পর তুলা পুনরায় কাণে গুঁজিলেন।

ডাক্তার খানিক পরে আবার দ্বিতলে গেলেন। অর্দ্ধ-ঘণ্টা পরে তিনি ফিরিয়া আসিলে, মিস্ বেট্‌সি বলিলেন, "ব্যাপার কি?"

মিঃ চিলিপ বলিলেন, "খুব ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া যাচ্ছে, ম্যাদাম্।"

বিদ্রূপপূর্ণকণ্ঠে মিস্ বেট্‌সি বলিলেন, "চমৎকার!"

ইহাতে ডাক্তার অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু উপায় ত নাই।

এইরূপে বার দুই তিন উপর-নীচ করিবার পর ডাক্তার রাত ১২টায় নীচে নামিয়া আসিলেন। মিস্ বেট্‌সিকে তিনি বলিলেন, "আপনাকে অভিনন্দিত করছি।"

মিস্ বেট্‌সি বলিলেন, "কেন বলুন ত?"

ডাক্তার বলিলেন, "কাজ নির্বিঘ্নে শেষ হয়েছে। সব ভাল আছে।"

মিস্ বেট্‌সি বলিলেন, "সে কেমন আছে?"

"শীঘ্রই তিনি সুস্থ হবেন। চিন্তার কোন কারণ নেই।"

"সে কেমন আছে, তাই বলুন না।"

ডাক্তার বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

মিস্ বেট্‌সি বলিলেন, "শিশু কেমন আছে?"

"ও, ম্যাদাম্! আমি ভেবেছিলাম, সে খবর আপনি পেয়েছেন। খোকা হয়েছে, সে ভালই আছে।"

মিস্ বেট্‌সি আর কোনও কথা না বলিয়া টুপী লইয়া সেই রাত্রিতেই বাহির হইয়া পড়িলেন। আর তিনি কখনও দেখা দেন নাই।

আমি শয্যায়, মা তাঁহার শয্যায় পড়িয়া রহিলেন। মিঃ বেট্‌সির কথা বড় হইয়া মার কাছে শুনিয়াছি; কিন্তু কল্পনালোক ব্যতীত আর কোথাও তাঁহার সাক্ষাৎ পাই নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শৈশব-স্মৃতির সাহায্যে এ বয়সে মনে করিতে গেলেই সর্ব্বপ্রথম আমার জননীর মধুর সুন্দর শ্রী এবং শোভাময় কেশরাজির কথাই চিত্তপটে ভাসিয়া উঠে। পেগটীর চেহারা তখন কি রকম ছিল, তাহা এখন মনে পড়ে না। তবে পেগটীর কৃষ্ণতার নয়নযুগল বেশ মনে আছে। তাহার গণ্ডদেশ এবং বাহু এরূপ দৃঢ় ও আরক্ত ছিল যে, আমার বিস্ময় লাগিত, পাখীরা কেন আপেল ভ্রমে তাহার গণ্ডে চঞ্চুর আঘাত করিত না?

আমি বলিয়াছি, শৈশব-স্মৃতিতে মা ও পেগটী ছাড়া আর কিছুরই রেখাপাত হয় নাই। সত্যই কি আর কিছু মনে নাই? দাঁড়াও, ভাবিয়া দেখি।

মেঘান্তরাল হইতে আর একটি জিনিস স্মৃতিপটে আবির্ভূত হইতেছে—আমাদের গৃহ, আমার কাছে নূতন নহে, সম্পূর্ণ পরিচিত আমাদের গৃহ। আমার বেশ মনে পড়িতেছে যে, নিম্নতলে পেগটীর রান্নাঘর ছিল। তাহার পশ্চাতে খানিক ফাঁকা জায়গা। একটা কাঠের দণ্ডের উপর পারাবতদিগের জন্য কক্ষ নির্দ্দিষ্ট; কিন্তু একটিও পারাবত ছিল না। এক কোণে কুকুরদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘর, কিন্তু কুকুরের অভাব ছিল।

পেগটীর রন্ধনশালা হইতে আরম্ভ করিয়া সদর-দরজা পর্য্যন্ত দীর্ঘ চলিবার পথ ছিল। সেই পথের ধারে একটা ভাঁড়ার ঘর। বৈঠকখানার সংখ্যা দুইটি। উহার একটিতে আমি, মা ও পেগটী তিন জন বসিয়া থাকিতাম। পেগটী প্রায়ই আমাদের কাছে কাজ সারিয়া বসিয়া থাকিত। এক দিন রবিবারের রাত্রিতে মা বাইবেল পড়িতেছিলেন। আমি ও পেগটী শুনিতেছিলাম। মা পড়িয়া শুনাইলেন, কেমন করিয়া লাজেরাস্ মৃতদিগের মধ্য হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন। এই কথা শুনার পর আমি এমন ভয় পাইয়াছিলাম যে, মা ও পেগটী রাত্রিকালে আমাকে ঘুম ভাঙ্গাইয়া নিশীথ রজনীতে বাতায়নপথে সমাধিক্ষেত্রের দৃশ্য দেখাইয়াছিলেন। সমাধিক্ষেত্রে সকলেই গাঢ় সুপ্তিতে মগ্ন, এই কথাটা প্রমাণ করিয়া দিবার জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাস্তবিকই আমি দেখিয়াছিলাম, জ্যোৎস্নার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ আলোকে মৃত নরনারীরা সমাধিক্ষেত্রে নিথর, নীরব।

আমাদের সমাধিক্ষেত্রের তৃণ-রাজি যেরূপ শ্যামল, এমন আর কোথাও আছে বলিয়া জানা নাই। এমন ছায়াচ্ছন্ন বৃক্ষরাজিও অন্যত্র দুর্লভ। এমন নীরব সমাধি-প্রস্তরগুলিও বোধ হয় আর কোথাও নাই। প্রভাতে উঠিয়া আমি দেখিতাম, ভেড়ার দল তথায় বিচরণ করিতেছে। শয্যার উপর হইতে আমি সাগ্রহে সে দৃশ্য দেখিতাম; সূর্য্য-গোলককে আকাশে উদিত হইতে দেখিয়া আমি মনে মনে বলিতাম, সূর্য্য কি খুসীমনে আছে? সে কি সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারে?

গির্জ্জা আমাদের বাড়ীর অদূরে। রবিবারে পেগটী আমাকে গির্জ্জায় লইয়া যাইত। মাও যাইতেন। আমার বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টি পাদরী মহাশয়ের উপর স্থাপিত হইলে পেগটী আমার দিকে ভ্রূকুটি করিয়া চাহিত। অথচ সে যখন পাদরীর দিকে চাহিয়া থাকিত, তাহাতে দোষ হইত না। একটা কিছু ত করিতে হইবে, ভাবিয়া মার দিকে চাহিতাম। কিন্তু তিনি যে আমার ভাব বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহা জানিতে না দিয়া অন্য দিকে চাহিয়া থাকিতেন—যেন আমায় দেখিতেই পান নাই। পাশের বালকটির দিকে চাহিতাম; সে আমার দিকে চাহিয়া ভেঙ্গচাইত। উপায় না দেখিয়া আমি গির্জ্জার উপর দিকে চাহিতাম। প্রাচীরগাত্রে কত কি লেখাই উৎকীর্ণ রহিয়াছে!

খানিক পরে আমার চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিত। পাদরী মহাশয়ের সঙ্গীত কাণে প্রবেশ করিতে করিতে হঠাৎ আমার সংজ্ঞা লোপ পাইত। তার পর আসন হইতে আমার তন্দ্রাচ্ছন্ন দেহ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িত। পেগটী তখন আমাকে কোলে করিয়া বাড়ী লইয়া আসিত।

গ্রীষ্মের পর শীত আসিল। আমার মনে পড়ে, মা ক্লান্তদেহে চেয়ারের উপর হেলান দিয়া বসিয়া পড়িতেন। মা তাঁহার সমুজ্জ্বল কেশগুচ্ছ আঙুলে জড়াইয়া ধরিতেন, আমি তাহা লক্ষ্য করিতাম। আমার অপেক্ষা কেহই ভাল জানিত না—মা নিজেকে সুন্দর দেখিতে কত ভালবাসেন। সৌন্দর্য্যের জন্য তাঁহার যে গর্ব্বভাব আছে, তাহা আমি জানিতাম।

শৈশবস্মৃতিতে এই কথাগুলি সমুজ্জ্বল হইয়া আছে। আরও মনে আছে, মা ও আমি, উভয়েই পেগটীকে ভয় করিয়া চলিতাম। পেগটীর প্রায় সব কথাই আমরা মানিয়া চলিতাম।

এক দিন বৈঠকখানা-ঘরে রাত্রিকালে আমি ও পেগটী বসিয়াছিলাম। কুম্ভীরের কাহিনী আমি পেগটীকে পড়িয়া শুনাইতেছিলাম। আমার খুব ঘুম পাইতেছিল সত্য, কিন্তু মা তখনও বাড়ী ফিরেন নাই—প্রতিবেশীদের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন—কাজেই তিনি না ফেরা পর্য্যন্ত আমি কোনও মতেই ঘুমাইব না স্থির করিয়াছিলাম। পেগটী সূচ-সূতা লইয়া বয়নকার্য্যে নিযুক্ত ছিল।

খুব ঘুম পাইলেও আমি জোর করিয়া জাগিয়া রহিলাম। একবার চক্ষু নিমীলিত করিলেই আর আমার জ্ঞান থাকিবে না।

হঠাৎ আমি বলিয়া উঠিলাম, "পেগটী, তোমার বিয়ে হয়েছিল ?"

পেগটী বলিয়া উঠিল, "মাষ্টার ডেভি, বিয়ের কথা তোমার মাথায় এল কেন ?"

সে এমন চমকিয়া উঠিয়াছিল যে, আমার ঘুমের ঘোর একদম টুটিয়া গেল। সেলাই ছাড়িয়া সে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

আমি বলিলাম, "তোমার বিয়ে হয়েছিল কি না, বল না। তুমি দেখ্‌তে খুব সুশ্রী। নয় কি ?"

আমার মা যে শ্রেণীর সুন্দরী, পেগটীকে আমি সে শ্রেণীর সুন্দরী বলিয়া মনে করিতাম না। তাহাকে স্বতন্ত্র শ্রেণীর সুন্দরী বলিয়াই আমার ধারণা ছিল।

পেগটী বলিল, "আমি সুন্দরী! শোন, আমি সুন্দরী নই। কিন্তু বিয়ের কথা তোমার মাথায় কেন এল ?"

"তা জানিনে!—তবে এক সময়ে এক জনের বেশী লোককে তুমি যেন বিয়ে করো না। বুঝেছ, পেগটী ?"

পেগটী বলিল, "নিশ্চয় করব না।"

"কিন্তু এক জনকে বিয়ে করার পর সে যদি ম'রে যায়, তখন তুমি আর এক জনকে বিয়ে করতে পার। পার না কি, পেগটী ?"

পেগটী বলিল, "তা হ'তে পারে। মত যদি হয়, ইচ্ছা যদি থাকে। সেটা মনের অবস্থার কথা!"

আমি বলিলাম, "তোমার মতটা কি, পেগটী ?"

আমি তাহার দিকে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিলাম। সেও তেমনই কৌতূহলভরে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

পেগটী আমার দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া বলিল, "মাষ্টার ডেভি, আমার বিয়ে হয় নি—হবার আশাও নেই। কাজেই ও ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমার কোন ভাবনা নেই।"

এক মিনিটকাল নীরবে থাকিয়া আমি বলিলাম, "পেগটী, তুমি রাগ করলে ?"

সত্যই আমার মনে হইয়াছিল, সে আমার উপর বুঝি রাগ করিয়াছে। কিন্তু আমার সে ধারণা ভ্রান্ত। সে তাহার সীবনকার্য্য রাখিয়া দিয়া দুই বাহু মেলিয়া আমার মাথা তাহার মধ্যে গ্রহণ করিল। সে আমাকে রীতিমত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "তোমার কুমীরের গল্প আমাকে ভাল ক'রে শুনিয়ে দেও—আমি সবটা শুনিনি।"

তাহার এই ভাবান্তরের কারণ আমি বুঝিতে পারিলাম না। সহসা কেন যে কুম্ভীরের গল্পে সে আগ্রহ অনুভব করিল, তাহাও বুঝিলাম না।

যাহা হউক, আমি কুম্ভীরের গল্প পড়িতে লাগিলাম। আমার ঘুমের আবিলতা তখন সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছিল। গল্প শেষ হইতে অনেক সময় লাগিল। মেছো কুমীরের গল্প শেষ করিয়া, নরভুক্ কুম্ভীরের গল্প পড়িতে যাইব, এমন সময় বাগানের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। আমরা দরজার কাছে গেলাম। মাকে দেখিলাম। আজ যেন তাঁহাকে আরও সুন্দর দেখাইতেছিল। তাঁহার পার্শ্বে একটি ভদ্রলোক। তাঁহার কালো চুল ও জুলপি অত্যন্ত সুন্দর। গত রবিবারে এই ভদ্রলোকটি গির্জ্জা হইতে মার সঙ্গে আমাদের বাড়ী আসিয়াছিলেন।

মা আমাকে কোলে তুলিয়া লইয়া চুমা খাইলেন। ইহাতে ভদ্রলোকটি মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, আমি সম্রাটের অপেক্ষাও ভাগ্যবান ব্যক্তি। অথবা ঐরূপ কোন কথা বলিলেন। পরবর্ত্তী কালে আমার বোধশক্তির সাহায্যে আমি ঐ ভাবেই কথাটা ব্যক্ত করিলাম।

মার স্কন্ধদেশ হইতে আমি বলিয়া উঠিলাম, "তার মানে ?"

ভদ্রলোক আমার মাথায় সাদরে করাঘাত করিলেন। কিন্তু উহা আমার ভাল লাগিল না। বিশেষতঃ আমাকে স্পর্শ করিবার সময় তাঁহার বাহু আমার মার দেহ স্পর্শ করিল। ইহাতে আমার ঈর্ষা বোধ হইল। আমি তাঁহার বাহু যথাসাধ্য জোরে সরাইয়া দিলাম।

মা যেন তিরস্কার-পূর্ণ-কণ্ঠে বলিলেন, "ও কি, ডেভি!"

ভদ্রলোক বলিলেন, "বেশ ছেলে। ওর এই ভক্তিতে আমি বিস্ময় বোধ কচ্ছি না।"

আমার মার মুখে এমন বিচিত্র বর্ণ-বিন্যাস পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। আমার রূঢ়তার জন্য মা আমাকে মৃদু তিরস্কার করিলেন। শালের মধ্যে আমাকে লইয়া

তিনি ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহাকে বাড়ী পৌঁছিয়া দিবার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে করমর্দ্দনের জন্য হাত বাড়াইয়া দিয়া তিনি অপাঙ্গে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

মার দস্তানায় আবৃত হাতের উপর নত হইয়া ভদ্রলোক আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "খোকা, শুভ রাত্রি।"

আমি বলিলাম, "শুভ রাত্রি।"

ভদ্র লোক হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমায় আমায় বন্ধুত্ব হ'ল। তোমার হাত দেখি।"

আমার দক্ষিণ হস্ত মার বাম বাহুতে আবদ্ধ ছিল। তাই আমার বাম কর প্রসারিত করিলাম।

ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন, "ডেভি, ও হাত নয়।"

মা আমার ডান হাত বাহির করিয়া আগাইয়া দিলেন। কিন্তু আমি কোনমতেই দক্ষিণ হস্ত বাড়াইতে রাজি ছিলাম না; বাম হাতই বাড়াইয়া দিলাম। তিনি বেশ আগ্রহ-ভরে করকম্পন করিয়া বলিলেন যে, আমি খুব সাহসী বালক। তার পর তিনি চলিয়া গেলেন।

বাগানের দ্বার বন্ধ করিবার পূর্ব্বে মা একবার তাঁহার কৃষ্ণতার নয়ন তুলিয়া আমাদের দিকে চাহিলেন। সে দৃষ্টি আমার ভাল লাগিল না।

পেগটী এতক্ষণ একটিও কথা বলে নাই, একটি অঙ্গুলীও সঞ্চালিত করে নাই। সে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। সকলে ভিতরে প্রবেশ করিলাম। মা সাধারণতঃ যে হাতলওয়ালা চেয়ারে বসেন, তাহাতে না বসিয়া গৃহের অন্য প্রান্তে একটি আসনে বসিয়া গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতে লাগিলেন।

কক্ষের মাঝখানে সোজাভাবে দাঁড়াইয়া পেগটী বলিল, "ম্যাদাম, আজ অপরাহ্ণটা খুব ভালই কেটেছে বোধ হয়।"

মা প্রফুল্ল-কণ্ঠে বলিলেন, "অশেষ ধন্যবাদ, পেগটী। সত্যই আজ সন্ধ্যাবেলা সুখেই কেটেছে।"

পেগটী বলিল, "আগন্তুক বা আর কারও সঙ্গ পেলে বেশ সুখের পরিবর্ত্তনই ঘটে।"

মা বলিলেন, "সত্যই তাই।"

পেগটী তেমনই নিস্পন্দভাবে ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া রহিল। মা তেমনই গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিয়াই চলিলেন। আমার ঘুম পাইয়াছিল; ঘুমাইয়া পড়িলাম। তবে গাঢ় নিদ্রা নহে। আমি তাহাদের কথার শব্দ শুনিতে পাইতেছিলাম, তবে অর্থ বুঝিতেছিলাম না। হঠাৎ অর্দ্ধ-নিদ্রাভঙ্গে আমি দেখিলাম, মা ও পেগটী উভয়েরই নয়নে অশ্রু; উভয়েই কথা বলিতেছে।

পেগটী বলিতেছিল, "এমন ধারা লোক নয়। মিঃ কপারফিল্ড এটা পছন্দ করতেন না। এ কথা আমি দিব্যি ক'রে বলতে পারি। বলছিও তাই।"

মা বলিয়া উঠিলেন, "জগদীশ্বর! তুমি আমায় পাগল ক'রে দেবে, পেগটী! নিজের চাকরের কাছে কেউ আগে এমন মন্দ ব্যবহার পেয়েছে? আমি কি ...? আগে আমার বিয়ে হয়নি, পেগটী?"

পেগটী বলিল, "ভগবান জানেন।"

মা বলিলেন, "তবে তুমি কেন বলছ? তুমি ত আমায় জান, তবে কেন এমন কথা বলছ—কেন আমায় কষ্ট দিচ্ছ? তুমি জান, এ জগতে আমার আর কোন বন্ধু নেই, তবু তুমি আমায় কঠোর কথা ব'লে কষ্ট দেবে?"

পেগটী বলিল, "কারণ আছে। এ চলবে না। না!—কোনমতেই চলতে পারে না। এমন কোন মূল্য নেই, যার বদলে এ হ'তে পারে! না!—না!"

আমার মনে হইল, পেগটী এখনই তাহার হাতের জ্বলন্ত বর্ত্তিকা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিবে। এমন জোরে সে কথা বলিতেছিল।

মা বলিলেন, "তুমি কেন আজ আমায় এমন ক'রে বলছ?" বলিতে বলিতে তিনি অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। তিনি বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন, "এমন অন্যায় ক'রে আমায় কেন তিরস্কার করছ? পেগটী, তুমি যেন ধ'রে নিয়েছ, সব স্থির হয়ে গেছে। অথচ আমি তোমাকে বারবার বলছি যে, সাধারণ ভদ্রতাসূচক কথা ছাড়া আর কিছুই হয়নি, তবু তুমি তা বুঝবে না। তুমি বলছ, প্রশংসার কথা। সে আমি কি করতে পারি বল? মানুষ যদি বোকার মত ভাব প্রকাশ করে, সেটা কি আমার দোষ? তোমাকেই আমি জিজ্ঞাসা করছি, এ ক্ষেত্রে আমি কি করব? তুমি কি চাও যে, আমি মাথা কামিয়ে মুখে কালো রং ঢেলে, শরীর পুড়িয়ে রাখব? আমার মনে হয়, পেগটী, তাতে তুমি খুসীই হবে!"

আমার মনে হইল, পেগটী মার এইরূপ অভিযোগে মনে অত্যন্ত ব্যথা পাইয়াছে।

মা বলিয়া উঠিলেন, "বাবা আমার!"—সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমি যে চেয়ারে বসিয়াছিলাম, তথায় আসিয়া আমায় আদর করিতে করিতে বলিলেন, "আমার ক্ষুদে ডেভি, আমার বুকের ধন! আমি না কি তোকে ভালবাসিনে—আমার এমন মাণিককে না কি আমি উপেক্ষা করি!"

পেগটী বলিল, "এমন কথা বলা ত দূরের কথা, কেউ আভাস পর্য্যন্ত দেয়নি।"

মা বলিয়া উঠিলেন, "তুমিই বলেছ, পেগটী! তুমি জান যে, তুমি বলেছ। তুমি যে কথা বললে, তা থেকে এ ছাড়া আর কি মানে হ'তে পারে? অথচ তুমি ভাল ক'রেই জান যে, ডেভির জন্যই তিন মাস আগে আমি একটা নতুন পোষাক পর্য্যন্ত কিনতে পারিনি। অথচ আমার বাইরে বেরুবার পোষাক নেই বললেই চলে। এ কথা তুমি জান—অস্বীকার করতে পার না।"

মা আবার আমার দিকে ফিরিয়া আমার গণ্ডে তাঁহার মুখ রাখিয়া গভীর স্নেহভরে বলিলেন, "ডেভি, আমি কি তোর দুষ্টু মা? সত্যি আমি স্বার্থপর, জঘন্য, খারাপ মা?

বল্, বাবা, বল্। বল্ হাঁ, তা হ'লে পেগটী তোকে ভালবাসবে; আমার চাইতে পেগটীর ভালবাসা মূল্যবান্, ডেভি। আমি তোকে মোটেই ভালবাসিনে।”

এই কথায় আমরা তিন জনেই কাঁদিতে লাগিলাম। মনে হয়, আমিই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী শব্দ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু এ কথা বলিব যে, আমাদের কাহারও সে ক্রন্দনে কৃত্রিমতা ছিল না। সত্যই আমার বুক যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। আঘাতের প্রথম উত্তেজনায় আমার কোমল মন এমনই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, আমি পেগটীকে “জানোয়ার” বলিয়া গালি দিয়াছিলাম। পেগটী তখন এমনই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল যে, ফুলিয়া ফুলিয়া সে কাঁদিতেছিল। তাহার জামার বোতামগুলি নিশ্চয়ই তখন ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। মার সঙ্গে আপোষ করিয়া অবশেষে সে নতজানু হইয়া আমার সঙ্গে আপোষ করিয়া ফেলিল।

আমরা সকলেই অত্যন্ত অবসন্ন-চিত্তে শয্যায় শয়ন করিলাম। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমি ঘুমের মধ্যেও ফুলিয়া ফুলিয়া ফোঁপাইয়া উঠিয়াছিলাম। অবশেষে একটা বড় গোছের ফোঁপানি আমাকে শয্যার উপর বসাইয়া দিল। দেখিলাম, মা আমার শিয়রে বসিয়া। তাঁহার কোলে অবশেষে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরের সপ্তাহের রবিবার অথবা আরও কিছুকাল পরে কি না, তাহা আমার মনে নাই, সেই ভদ্রলোকটিকে আবার আসিতে দেখিলাম। সময়, তারিখ মনে নাই বটে, তবে তিনি গির্জ্জায় গিয়াছিলেন এবং আমাদের সঙ্গে আমাদের বাড়ী আসিয়াছিলেন। আমাদের বাড়ীতে একটি চমৎকার ফুলের গাছ ছিল। সেই গাছ দেখিবার জন্যই তিনি আসিয়াছিলেন। তবে আমার মনে হইল, গাছের প্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য নাই; কিন্তু তিনি মাকে বলিলেন যে, এক গুচ্ছ ফুল মা যেন তুলিয়া তাঁহাকে দেন। মা বলিলেন, তিনি নিজেই পছন্দ করিয়া ফুল বাছিয়া লউন। কিন্তু তাহাতে তিনি রাজি হইলেন না। কেন, তাহা আমি বুঝিলাম না। অবশেষে মা এক গুচ্ছ ফুল তুলিয়া ভদ্রলোককে দিলেন। তিনি বলিলেন যে, জীবনে ঐ ফুল তিনি হাত-ছাড়া করিবেন না। আমি ভাবিলাম, লোকটা কি বোকা। দুই এক দিনেই ফুল শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িবে, অথচ সারাজীবন ঐ ফুল তিনি রাখিতে চাহেন!

আগে পেগটী প্রায়ই এইরূপ অপরাহ্ণকালে আমাদের কাছে কাছেই থাকিত। কিন্তু এখন আর থাকিত না। মা পেগটীকে খুবই স্নেহ করিতেন। যেমন করা উচিত, তদপেক্ষা অনেক স্নেহ-বিশ্বাস তাহার উপর মার ছিল। আমরা তিন জন পরস্পরের অত্যন্ত অনুরাগী। কিন্তু পূর্ব্বে আমরা যেমন ছিলাম, ঠিক তেমন অবস্থা ছিল না। মার যে সকল ভাল পোষাক ছিল, তাহা পরিধান করিয়া প্রতিবেশীদিগের সহিত দেখা করিতে যাইতেন। ইহাতে পেগটী প্রায়ই আপত্তি জানাইত। কেন যে সে আপত্তি করিত, তাহা আমি বুঝিতে পারিতাম না।

কৃষ্ণ-জুলপিওয়ালা ভদ্রলোকটি প্রায়ই আমাদের বাড়ী আসিতে লাগিলেন। প্রথম দিন তাঁহাকে দেখিয়া আমার মনে যে ধারণা হইয়াছিল, সে ধারণা আমার অপরিবর্ত্তিতই রহিয়া গেল। তাঁহাকে দেখিলেই আমার মনে একটা অস্বস্তি, একটা ঈর্ষার ভাব জাগিত। কিন্তু আমি তাহার কারণ আবিষ্কার করিতে পারিতাম না।

একদা শরতের প্রভাতে, বাগানের সম্মুখে বেড়াইতেছিলাম। মিঃ মর্ডষ্টোন—ভদ্রলোকটির ঐ নাম—অশ্বপৃষ্ঠে আসিলেন। মাকে অভিবাদন করিয়া তিনি অশ্বরজ্জু সংযত করিলেন। তিনি বলিলেন যে, তিনি লোয়েষ্টফে যাইতেছেন। কয়েক জন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎই তাঁহার উদ্দেশ্য। নৌকা চড়িয়া জলবিহার করিবেন। ভদ্রলোক প্রস্তাব করিলেন যে, আমাকে অশ্বপৃষ্ঠে লইয়া তিনি যাইতে চাহেন।

প্রকৃতি এমন মধুর শান্তশ্রী ধারণ করিয়াছিল এবং ঘোড়াটির অবস্থা এমন লোভনীয় মনে হইতেছিল যে, যাইবার জন্য আমার আগ্রহ হইল। আমি আদিষ্ট হইয়া উপরতলায় পেগটীর কাছে গেলাম। সে আমায় সাজাইয়া দিবে। এ দিকে মিঃ মর্ডষ্টোন অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া মার সহিত বাগানে বেড়াইতে লাগিলেন। আমার বেশ মনে আছে, পেগটী বাতায়নপথে মুখ বাড়াইয়া সে দৃশ্য দেখিতেছিল। আমিও তাহার ন্যায় উঁকি মারিয়া দেখিতেছিলাম। পেগটীর মধুর প্রকৃতি সহসা এমন পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল যে, আমার কেশপ্রসাধনের সময় সে উল্টা দিকে আমার সীঁথি করিয়া দিয়াছিল।

অশ্বপৃষ্ঠে চাপিয়া মিঃ মর্ডষ্টোনের সঙ্গে মহানন্দে আমি পথ চলিতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে আমি তাঁহার মুখের দিকেও চাহিতেছিলাম। লোকটির চোখে যেন গভীর দৃষ্টি ছিল না। তাঁহার দিকে চাহিলেই আমার মনে যেন ভীতির সঞ্চার হইত। তথাপি লোকটি দেখিতে সুপুরুষ।

সমুদ্রতীরে কোন হোটেলে আমরা গেলাম। একটি ঘরে দুই জন ভদ্রলোক ধূমপান করিতেছিলেন। আমাদিগকে দেখিয়াই তাঁহারা উভয়েই লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, “এই যে, মর্ডষ্টোন্। কিন্তু তোমার দেরি দেখে ভেবেছিলাম, তুমি বোধ হয় বেঁচে নেই।”

মিঃ মর্ডষ্টোন বলিলেন, “না, এখনও মরি নি।”

আমার গায় হাত দিয়া এক জন বলিলেন, “এটি কে হে?”

মিঃ মর্ডষ্টোন বলিলেন, “ওর নাম ডেভি।”

ভদ্রলোকটি বলিলেন, “কপারফিল্ড?”

ভদ্রলোকটি বলিয়া উঠিলেন, “কি বল্লে! সুন্দরী মিসেস্ কপারফিল্ডের ভার, বোঝা? কি সুন্দরীই এই বিধবা।”

মিঃ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "কুইনন্, সাবধান থেক। কেউ কেউ খুব চালাক।"

হাসিতে হাসিতে সেই ভদ্রলোকটি বলিলেন, "কে সে?"

আমিও তাড়াতাড়ি তাঁহাদের দিকে চাহিলাম। লোকটাকে জানিবার জন্য আমারও আগ্রহ জন্মিয়াছিল।

মিঃ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "সেফিল্ডের ব্রুক্স।"

প্রথমতঃ ভাবিয়াছিলাম, বুঝি আমিই লক্ষ্যস্থল। কিন্তু সেফিল্ডের ব্রুক্সএর কথা শুনিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

কিন্তু সেফিল্ডের ব্রুক্সের নামে দুই জন ভদ্রলোকই প্রাণ ভরিয়া হাসিতে লাগিলেন। মিঃ মর্ডষ্টোনেরও মুখে হাসি ধরিল না। কুইনন্ নামক ভদ্রলোক খানিক পরে বলিলেন, "সেফিল্ডের ব্রুক্স ব্যাপারটা সম্বন্ধে কি অভিমত পোষণ করে?"

মিঃ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "জানি না। তবে মনে হয়, ব্রুক্স বর্ত্তমানে ব্যাপারটা কিছু অনুমান করতে পারে নি। কিন্তু সাধারণতঃ সে অনুকূল অভিমত পোষণ করে না, এটা আমার ধারণা।"

এ কথায় আবার হাস্যের তরঙ্গোচ্ছ্বাস বহিল। মিঃ কুইনন্ ব্রুক্সের কল্যাণকামনায় এক বোতল সেরী আনাইলেন। যখন সুরা আসিল, তিনি একখানি বিস্কুট ও সামান্য সুরা আমায় দিলেন। আমি উহা পান করিবার পূর্ব্বে তিনি আমাকে দিয়া বলাইলেন, "সেফিল্ডের ব্রুক্স গোল্লায় যাক্।" সকলেই প্রশংসা সহকারে আমার এই আবৃত্তি উপভোগ করিলেন। তাঁহাদের হাস্যে আমাকেও যোগ দিতে হইল। আমাকে হাসিতে দেখিয়া তাঁহারা আরও হাসিতে লাগিলেন। মোট কথা, আমরা বেশ আনন্দে সময় কাটাইলাম।

তার পর পাহাড়ে উঠিয়া দূরবীক্ষণের সাহায্যে দূরের দৃশ্য দেখিয়া পরে হোটেলে ফিরিলাম। ভদ্রলোক দুইটি অত্যন্ত ধূমপায়ী। তাঁহারা অনুক্ষণই ধূমপান করিতেছিলেন।

যে প্রমোদ-তরণী সমুদ্রকূলে অপেক্ষা করিতেছিল, আমরা সকলে তথায় গেলাম। তাঁহারা কাজ করিতে লাগিলেন। আমি চারিদিক দেখিতে লাগিলাম। পোতখানির নাম "স্কাইলাইট"।

আমি লক্ষ্য করিলাম, মিঃ মর্ডষ্টোন সারাদিনই খুব গম্ভীরভাবেই কাটাইলেন। তাঁহার বন্ধুগুলি অত্যন্ত আমোদপ্রিয় ও চঞ্চল। তাঁহারা পরস্পরের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা চালাইলেও, মিঃ মর্ডষ্টোনের সঙ্গে বেশ বেলাপ্লাপনা করিতেছিলেন না। আমার মনে হইল, তিনি তাঁহার বন্ধুদিগের অপেক্ষা চতুর। আমি লক্ষ্য করিলাম, সারাদিনের মধ্যে মিঃ মর্ডষ্টোন বড় একটা হাসেন নাই। শুধু সেফিল্ডের ব্রুক্সের প্রসঙ্গেই তাঁহার মুখে হাসি ফুটিয়াছিল।

আমরা সন্ধ্যা ঘনাইয়া না আসিতেই বাড়ী ফিরিলাম। সে দিনের মধুর অপরাহ্নের কথা এখনও আমার মনে আছে। আমি বাড়ী পৌঁছিয়া যখন গৃহান্তরে চা পান করিতে গেলাম তখন দেখিলাম, কুঞ্জবীথির মধ্যে মার পাশে পাশে মিঃ মর্ডষ্টোন বেড়াইতেছেন। তিনি চলিয়া গেলে মা আমাকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সবই বলিলাম। তাহারা তাঁহার সম্বন্ধে কি কি কথা বলিয়াছে, তাহাও মাকে জানাইলাম। মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন যে, তাহারা অবিবেচক ও নির্ব্বোধ, তাই এ প্রকার আলোচনা করিতেছে। কিন্তু তিনি যে এ সব কথা শুনিয়া খুশী হইলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম।

সত্যই তিনি প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। তখনও বুঝিয়াছিলাম, এখনও তাহাই বুঝিতেছি। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তিনি সেফিল্ডের ব্রুক্সকে জানেন কি না। কিন্তু তিনি বলিলেন যে, তিনি জানেন না। সম্ভবতঃ ছুরি-কাঁটা-চামচ-নির্ম্মাতা কেহ হইতে পারে।

আমি শয়ন করিলাম। মা আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমার শয্যার পার্শ্বে জানু পাতিয়া বসিয়া, করপুটে কপোল ন্যস্ত করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ডেভি, ওরা কি বলেছিল, আবার বল ত। আমার বিশ্বাস হয় না।"

আমি বলিলাম, "মনোমোহিনী —"

মা আমার মুখে হাত চাপা দিলেন।

তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "না, না, ও কথা বলেনি। ডেভি, মনোমোহিনী কথা বলতেই পারে না। আমি এখন বুঝছি, ওটা তারা বলেনি।"

আমি দৃঢ়তা সহকারে প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম, "হাঁ, তারা বলেছে, মনোমোহিনী মিসেস্ কপারফিল্ড। আরও বলেছে, সুন্দরী।"

আমার ওষ্ঠে অঙ্গুলী রাখিয়া মা বলিয়া উঠিলেন, "না, না, তারা সুন্দরী বল্‌তে পারে না।"

আমি বলিলাম, "হাঁ, তারা বলেছে—সুন্দরী তরুণী বিধবা।"

মা করপুটে মুখ ঢাকিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কি নির্ব্বোধ অসভ্য লোক। খুব অসভ্য নয় কি, ডেভি? ডেভি, বাবা—"

"কি, মা!"

"পেগটীকে এ-সব কথা বলো না। সে ওদের উপর চ'টে যাবে। আমি নিজেই তাদের উপর ভয়ানক চ'টে গেছি। কিন্তু আমার ইচ্ছে যে, পেগটী যেন এ সব কথা না শোনে।"

অবশ্য আমি মার কাছে অঙ্গীকার করিলাম যে, আমি বলিব না। তার পর মা আমার মুখে চুমা দিলেন, আমিও দিলাম। তার পর গভীর নিদ্রা।

ঠিক মনে নাই। হয় ত দুই মাস পরেরই কথা। কিন্তু এক একবার মনে হইতেছে, পরের দিনই উহা ঘটিয়াছিল। ঘটনাটি কি, তাহা বলিতেছি।

একদা অপরাহ্ণে আমি ও পেগটী বসিয়াছিলাম। মা অভ্যাসমত ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। আমি কুমীরের গল্পের বই লইয়া বসিয়াছিলাম। পেগটী বার কয়েক আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কি যেন বলিতে গেল। কয়েকবার চেষ্টার পর সে বলিয়া উঠিল, "মাষ্টার ডেভি, আমার সঙ্গে আমার ভাইয়ের বাড়ী ইয়ারমাউথে যাবে তুমি? ধর, এক পক্ষকাল আমরা সেখানে থাকব। তোমার তাতে কি ভাল লাগবে না?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার ভাই ভাল লোক ত, পেগটী?"

হাত তুলিয়া পেগটী বলিয়া উঠিল, "সে খুব ভাল লোক। তা ছাড়া সমুদ্র আছে, নৌকা, জাহাজ আছে, জেলেরা রয়েছে। সমুদ্রের ধার চমৎকার। খেলা করতে চাও, হ্যাম্ আছে।"

আনন্দপূর্ণ জীবনযাত্রার আভাস পাইয়া আমার মন আনন্দ লাভ করিল; বলিলাম, "কিন্তু মা কি বলিবেন?"

পেগটী বলিল, "আমি এক গিনি বাজি রাখতে পারি, তিনি তোমাকে যেতে দেবেনই। আচ্ছা, তিনি বাড়ী এলেই আমি জিজ্ঞাসা করবো।"

টেবলের উপর কনুই রাখিয়া আমি বলিলাম, "আমরা যখন এখানে থাক্‌বো না, তখন তিনি কি করবেন? তিনি অবিশ্যি একলা থাক্‌তে পারবেন না।"

পেগটী তখন তাহার মোজার গোড়ালিতে ছিদ্র আবিষ্কারেই যেন মগ্ন—এমনই ভাবে সে উহা লক্ষ্য করিতেছিল।

"শোন, পেগটী! তুমি জান, তিনি একা থাক্‌তে পারবেন না।"

অবশেষে পেগটী আমার দিকে মুখ তুলিয়া তাকাইয়া বলিল, "হা ভগবান্! তুমি বুঝি তা জান না? মিসেস্ গ্রেপারের ওখানে তিনি দিন পনের থাক্‌বেন, ঠিক হয়েছে। মিসেস্ গ্রেপারের বাড়ী অনেক লোকজন আসবে।"

তাই যদি হয়, তবে আমার যাইতে কোন আপত্তি নাই। আমি মাতার প্রত্যাবর্ত্তন-প্রতীক্ষায় অধীরভাবে কাটাইতে লাগিলাম। মা মিসেস্ গ্রেপারের বাড়ীতেই আজ বেড়াইতে গিয়াছিলেন। মা আসিলে তাঁহাকে সব কথা বলিলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম, তিনি কিছু বাধা দিবেন, বিস্মিত হইবেন। কিন্তু সেরূপ কোন লক্ষণ দেখা গেল না। সহজেই তিনি সম্মত হইলেন। সেই রাত্রিতেই সব কথা স্থির হইয়া গেল। একপক্ষকালের জন্য আমার আহারাদির ব্যয় যাহা পড়িবে, মা দিতে রাজি হইলেন।

আমাদের যাত্রার দিন ঘনাইয়া আসিল। আমি আগ্রহাতিশয়ে সে দিনের প্রতীক্ষায় ছিলাম। পাছে যাত্রায় কোন বাধা পড়ে, এজন্য আমি অধীর হইয়া উঠিয়াছিলাম।

গাড়ীতে যাইবার কথা ছিল। প্রাতরাশের পর গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। আমি তখন যাত্রার জন্য অধীর হইয়া পড়িয়াছিলাম। প্রিয় গৃহ ছাড়িয়া যাইতেছি বলিয়া তখন অন্য কোনও প্রকার ভাব অনুভব করি নাই।

গাড়ীতে চড়িবার সময় মা আমাকে চুমায় চুমায় ভরাইয়া দিলেন। আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। মারও চোখে অশ্রুবন্যা নামিয়া আসিল। তিনি আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। আমার মনে হইল, তাঁহার বক্ষঃস্থল দ্রুত স্পন্দিত হইতেছে।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিতেই মা আবার ছুটিয়া আসিয়া গাড়ী থামাইলেন এবং আমাকে আবার চুমা দিলেন। আমি ইহাতে আনন্দ অনুভব করিলাম।

দেখিলাম, মিঃ মর্ডষ্টোন পথে দাঁড়াইয়া। তিনি মার কাছে গিয়া অবিচলিত থাকিবার জন্য বুঝাইতে লাগিলেন। আমি ভাবিলাম, তাঁহার এখানে আসিবার কি প্রয়োজন ছিল?

পেগটী অন্য দিকে চাহিয়াছিল। সে যে খুব খুশী হইয়াছে, তাহা বুঝিলাম না। গাড়ীতে উঠিবার সময় হইতেই তাহার মুখের ভাব অপ্রসন্ন ছিল।

আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া পেগটীর দিকে চাহিয়া রহিলাম। পরীর গল্পের বালকের ন্যায় সে যদি আমাকে হারাইয়া ফেলে, তাহা হইলে আমি তাহার বোতাম—জামা হইতে যাহা মাঝে মাঝে ছিঁড়িয়া পথে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল, লক্ষ্য করিয়াই আমি তাহাকে খুঁজিয়া পাইতে পারিব এমনই একটা স্বপ্নাবেশে আমি পেগটীর দিকে চাহিয়া রহিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গাড়ীর ঘোড়াটি অত্যন্ত মন্থরগতিবিশিষ্ট। সে মাথা নত করিয়াই চলিতেছিল। চালকও ঘোড়াটির মত নতমস্তকে গাড়ী হাঁকাইতেছিল। মাঝে মাঝে সে সম্মুখে ঢলিয়া পড়িতেছিল, তাহাতে বোধ হইল, সে না থাকিলেও গাড়ী আপনা হইতে ইয়ারমাউথে গিয়া পৌঁছিবে। লোকটা কথা বলিতেও নারাজ।

পেগটী এক ঝুড়ি খাবার তাহার জানুর উপর লইয়া বসিয়াছিল। ঐ মন্থরগতি গাড়ীতে আমরা যদি লণ্ডন পর্য্যন্ত যাইতাম, তাহা হইলে যে খাদ্য পেগটী সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহাতে আমাদের চলিয়া যাইত—অভাব হইত না। আমরা পেট ভরিয়া খাইলাম, ঘুমাইলাম। পেগটী ঝুড়িটির হাতলের উপর চিবুক রাখিয়া ঘুমাইতেছিল। একবারও তাহার হাত ঝুড়ির হাতল হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই। আমি আগে জানিতাম না যে, কোনও নারী এমন ভাবে নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে পারে।

পথের অলি-গলির মধ্য দিয়া গাড়ী চলিতেছিল। কতবার যে নামা-উঠা করিতে হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। ইহাতে

আমি অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করিয়াছিলাম। তার পর যখন ইয়ারমাউথ দূরে দেখা গেল, তখন আমার মনে আনন্দ হইল।

সহরের পথে অগ্রসর হইবামাত্র মাছের গন্ধ পাইলাম। নাবিকরা চারিদিকে ঘোরা-ফেরা করিতেছে দেখিলাম।

পেগটী সহসা চীৎকার করিয়া বলিল, "ঐ আমার হ্যাম্!"

সে আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। সে আমাকে চিনিতে পারিল; কিন্তু আমি তাহাকে পূর্ব্বে আমাদের বাড়ী দেখি নাই। কিন্তু সে আমার সম্বন্ধে সকল কথাই জানিত। হ্যাম আমাকে পৃষ্ঠদেশে বহন করিয়া বাড়ী লইয়া চলিল। সে ছয় ফুট দীর্ঘ, বলিষ্ঠ দেহ। কিন্তু তাহার মুখে শিশুর সারল্য।

আমাকে পৃষ্ঠদেশে এবং একটা বাক্স কুক্ষিগত করিয়া সে অগ্রসর হইল। পেগটী একটা ছোট বাক্স নিজে লইয়া চলিল। কিছু দূর চলিবার পর হ্যাম বলিল, "মাষ্টার ডেভি, ঐ আমাদের বাড়ী।"

আমি চারিদিকে চাহিলাম, কিন্তু কোথাও কোনও বাড়ী দেখিতে পাইলাম না। শুধু দেখিলাম, অদূরে একটা কালো বড় নৌকা দেখা যাইতেছে। জমীর উপর উহা স্থাপিত। তাহার উপর একটা লোহার চিমনী, তন্মধ্য হইতে ধূম নির্গত হইতেছিল। ইহা ছাড়া বসতির কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

"ঐ জাহাজের মত যেটা, ঐটে বাড়ী না কি?"

হ্যাম বলিল, "হাঁ, মাষ্টার ডেভি, ঐ আমাদের বাড়ী।"

আলাদীনের প্রাসাদ বা পাহাড়ের ডিম্ব হইলেও আমি এত পুলকিত ও মুগ্ধ হইতাম না। এইখানে বাস করিতে হইবে, এই চিন্তাতেই উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। পার্শ্বদেশে একটি দরজা। নৌকার উপর ছাদের মত ছাউনি। ছোট ছোট বাতায়নও অনেকগুলি দেখিলাম। সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দের কথা, এই বৃহৎ জাহাজের মত নৌকাখানি শত শতবার জলের উপর ভাসিয়াছে। নৌকাখানি যে ডাঙ্গার উপর কখনও থাকিবে, ইহা পূর্ব্বে কেহ কল্পনা করে নাই। ইহাতেই আমার মন অভিভূত হইয়া পড়িল। নৌকাখানিকে যে বাসভবনে রূপান্তরিত করিতে পারা যায়, ইহা পূর্ব্বে কেহ কল্পনা করিতে পারিয়াছিল কি?

ভিতরে চমৎকার পরিচ্ছন্নতা বিরাজিত। টেবল, বড় ঘড়ী, এবং একটা আলমারী ঘরের মধ্যে দেখিলাম। চা-র সরঞ্জাম এক ধারে সজ্জিত। ঘরের দেওয়ালে সব রকমের রঙ্গীন ছবি। বাইবেলের অনেক ঘটনা অবলম্বনে অনেক ছবি ফ্রেমে বাঁধাইয়া দেওয়ালে ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে।

পেগটী একটি ছোট দরজা খুলিয়া, আমি যেখানে শয়ন করিব, তাহা দেখাইল। উহাই আমার শয়নাগার। চমৎকার ঘর, কোন জিনিষেরই অভাব নাই। যেখানে দাঁড় থাকিত, সেইখানে একটি জানালা বসাইয়া ঘরটিকে আলোকিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

ঘরের প্রাচীর চূণকাম করা। একটা জিনিষ [illegible] করিলাম, চারিদিকেই মাছের গন্ধ। আমি রুমাল [illegible] করিয়া যখন নাসিকায় স্থাপন করিলাম, তখন [illegible] রুমালেও গলদা চিংড়ির গন্ধ পাইতেছি। পেগটীকে [illegible] এ কথা বলায় সে বলিল যে, তাহার ভ্রাতা গলদা [illegible] ব্যবসা করে। কাঁকড়া, গলদা চিংড়ি এবং ঐ জাতীয় [illegible] প্রকার মৎস্য তাহার ব্যবসার অন্তর্গত।

শ্বেতবস্ত্রপরিহিতা এক জন নারী আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিল। তাহার পাশে একটি বালিকাকে দেখিলাম। মেয়েটি দেখিতে সুন্দরী। তাহার গলায় নীল স্ফটিকের মালা ছিল। তাহাকে চুমা দিতে গেলাম, কিন্তু সে পলায়ন করিল; কিছুতেই চুমা দিতে দিল না।

পেগটীর দাদা বাড়ীতে আসিল। তাহাকে নূতন দেখিলাম। লোকটি আমাকে খুব যত্ন করিল। পেগটী তাহার সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিল।

সে বলিল, "খোকাবাবু, তোমাকে পেয়ে বড় খুসী হলুম। আমরা তেমন মার্জ্জিত নই, কিন্তু সর্ব্বদাই আমরা প্রস্তুত।"

তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম যে, আমি তাহাদের কাছে মনের আনন্দেই থাকিব।

মিঃ পেগটী বলিল, "তোমার মা কেমন আছেন? খুব স্ফূর্ত্তিতে তিনি আছেন, দেখে এসেছ?"

আমি মনগড়া হিসাবেই বলিলাম, মা খুব খুসী আছেন এবং তাহাদিগকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন।

মিঃ পেগটী বলিল, "তাঁর কাছে আমি খুব কৃতজ্ঞ। খোকাবাবু, তুমি যদি এক পক্ষকাল এখানে থাক, আমি, হ্যাম, ক্ষুদে এমিলি আমরা সকলেই তোমাকে পেয়ে খুব গর্ব্ব অনুভব করব।"

খানিক পরে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া গরম জলে প্রসাধন করিয়া বাড়ীর কর্ত্তা ফিরিয়া আসিল। চা-পানের পর দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। অগ্নিকুণ্ডের ধারে আমরা পরম আরামে বসিলাম। সমুদ্রে বাতাসের বেগ বর্দ্ধিত হইতেছে শোনা গেল। কুজ্ঝটিকা ক্রমে চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। নৌকাবাড়ীর কাছে অন্য কোন বাসভবন নাই। ইহাতে একটা বিচিত্র কল্পনা মনে জাগিতে লাগিল। ছোট এমিলির লজ্জা ভাঙ্গিয়াছিল। সে আমার পাশেই বসিয়াছিল। মিসেস্ পেগটী অদূরে বসিয়া সীবন-যন্ত্র চালাইতেছিল। পেগটীও সূচ-সূতা লইয়া বসিয়াছিল। হ্যাম আমার পাশে বসিয়া তাস লইয়া খেলার কসরত দেখাইতেছিল। মিঃ পেগটী ধূমপান করিতে ব্যস্ত।

আমি বলিলাম, "মিঃ পেগটী!"

"কি বলছ!"

"তোমার ছেলের নাম হ্যাম দিলে কেন?"

মিঃ পেগটী কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "ওর নাম আমি দেইনি।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে কে ঐ নাম দিলে?"

মিঃ পেগটী বলিল, "কেন, ওর বাপ ওর নাম রেখেছে।"

"আমি ভেবেছিলাম, তুমি ওর বাবা।"

মিঃ পেগটী বলিল, "আমার ভাই জো ওর বাবা ছিল।"

খানিক নীরব থাকিয়া বলিলাম, "তিনি নেই, মারা গেছেন?"

মিঃ পেগটী বলিল, "জলে ডুবে মারা গেছে।"

মিঃ পেগটী হ্যামের পিতা নহে শুনিয়া আমি ভারী বিস্মিত হইলাম। তখন ভাবিলাম, এখানকার আর আর সকলের সম্বন্ধে উহার আত্মীয়তা সম্বন্ধে আমি যে ধারণা করিয়াছি, তাহাও হয় ত সত্য নহে। আমার এমন কৌতূহল হইয়াছিল যে, সব কথা জানিয়া লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলাম।

এমিলির দিকে চাহিয়া বলিলাম, "এমিলি তোমার মেয়ে ত?"

"না, খোকাবাবু, আমার ভগিনীপতি টম্ উহার বাবা।"

সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলাম, "তিনিও ম'রে গেছেন, মিঃ পেগটী?"

মিঃ পেগটী বলিল, "সেও সমুদ্রজলে ডুবে মরেছে।"

আমি বলিলাম, "তোমার নিজের কোন ছেলে-মেয়ে নেই, মিঃ পেগটী?"

মৃদুহাস্য করিয়া মিঃ পেগটী বলিল, "না, মাষ্টার! আমি চিরকুমার।"

"বিয়ে করনি! তবে উনি কে? মিঃ পেগটী?"

মিঃ পেগটী বলিল, "উনি মিসেস্ গমিজ।"

"গমিজ, মিঃ পেগটী?"

ঠিক এই সময় আমার ধাত্রী পেগটী আমার দিকে চাহিয়া ইঙ্গিতে বলিল, আমি যেন আর কোন প্রশ্ন না করি। আমি চুপ করিয়া রহিলাম। আর একটিও প্রশ্ন করিলাম না। যতক্ষণ শয়ন করিতে না গেলাম, চুপ করিয়াই বসিয়া রহিলাম। তার পর আমার শয়নকক্ষে গিয়া পেগটী বুঝাইয়া দিল, হ্যাম ও এমিলি উভয়েই শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হয়। হ্যাম ভ্রাতুষ্পুত্র, এমিলি ভাগিনেয়ী। মিসেস্ গমিজ, মিঃ পেগটীর কোনও সহকর্ম্মীর পত্নী। স্বামীর মৃত্যুর পর মিঃ পেগটী তাহার ভরণপোষণের ভার লইয়াছে। তাহার ভ্রাতা মিঃ পেগটী দরিদ্র হইলেও অত্যন্ত উদার এবং পরদুঃখকাতর। তাহার এই উদারতার কেহ প্রশংসা করিলে মিঃ পেগটী ক্ষেপিয়া যায়, এ কথাটাও পেগটী আমায় জানাইয়া রাখিল। নৌকাবাড়ীর অপর অংশেও ছোট ছোট ঘর ছিল। মেয়েরা তাহাতে শয়ন করিতে গেল। আমি শুইয়া শুইয়া বাতাসের গর্জ্জন শুনিতে লাগিলাম। তার পর ঘুমাইয়া পড়িলাম।

প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিলাম। রাত্রির ঝটিকায় কোনও ক্ষতি হয় নাই। শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলাম। এমিলিও আসিল। উভয়ে সমুদ্রতটে গেলাম। নানাপ্রকার পাথরের নুড়ি কুড়াইতে উভয়ে ব্যস্ত হইলাম।

এমিলিকে বলিলাম, "তুমিও বোধ হয় নাবিকের কাজ ভাল জান।" কথা কহিবার কিছু না পাইয়াই ঐ কথা তুলিয়া আলাপ জমাইতে গেলাম।

মাথা নাড়িয়া এমিলি বলিল, "না, সমুদ্র দেখলে আমার ভয় হয়।"

আমি নির্ভীকভাবে বলিলাম, "ভয় করে! আমার ত ভয় হয় না!"

এমিলি বলিল, "সমুদ্র বড় নিষ্ঠুর। আমাদের অনেক লোকের সর্ব্বনাশ করেছে ঐ সমুদ্র। আমি দেখেছি, আমাদের বাড়ীর মত একটা বড় নৌকাকে সমুদ্র খণ্ড খণ্ড ক'রে ভেঙ্গে দিয়েছে।"

"আমি আশা করি, এখানা সে নৌকা নয়—"

এমিলি বলিল, "যাতে বাবা ডুবে মরেছিলেন? না, সেখানা নয়। আমি সে নৌকা দেখিনি।"

"তোমার বাবাকেও দেখনি?"

মাথা নাড়িয়া এমিলি বলিল, "আমার মনে পড়ে না।"

আমার সঙ্গে মিল আছে দেখিতেছি। তখন আমিও তাহাকে বলিলাম যে, আমার পিতাকে আমিও দেখি নাই। মার সঙ্গে কত আনন্দে আমার দিন কাটিয়াছে, সে কথা তাহাকে বলিলাম। সেই ভাবেই আমাদের জীবন কাটিবে, এই কথা তাহাকে বলিলাম। বাবার সমাধি আমাদের গির্জ্জার মধ্যে আছে, গাছের ছায়া তাহার উপর পড়িয়াছে, পাখীর গান সেখানে শুনিতে পাওয়া যায়। তবে এমিলির সঙ্গে আমার পার্থক্য এই যে, সে তাহার মাতাকে পিতার পূর্ব্বেই হারাইয়াছে। তাহার পিতার সমাধিক্ষেত্র কোথায়, তাহা সে জানে না। কেহ তাহা অবগত নহে। সমুদ্রের অতলস্পর্শ গর্ভে কোথাও তিনি সমাহিত হইয়াছেন।

এমিলি উপলখণ্ড কুড়াইতে কুড়াইতে বলিল, "তা ছাড়া তোমার বাবা ভদ্রলোক, মা ভদ্রমহিলা। আমার বাবা এক জন জেলে, মা জেলের মেয়ে। জ্যেঠা ডান্‌ও জেলে।"

আমি বলিলাম, "ডান্ বুঝি মিঃ পেগটী?"

"জ্যেঠা ডান্ ঐখানে" বলিয়া এমিলি নৌকাবাড়ী দেখাইয়া দিল।

"হাঁ, আমি তারই কথা বল্‌ছি। নৌকাটি বড় ভাল ব'লে মনে হয়।"

এমিলি বলিল, "ভাল? আমি যদি কখনও ভদ্রমহিলা হ'তে পারি, আমি আকাশ-রঙ্গের কোট, হীরের বোতাম, নানকিনের পাজামা, কাল মখমলের ওয়েষ্টকোট এবং ভাল টুপী কিনে দেব। সোণার ঘড়ী ও চেন থাকবে। রূপার

অনেক দূরে আমায় থাকিতে হইবে। ঘর হইতে বাহির হইলাম। পূর্ব্বের সব জিনিষ ঠিক আছে কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে, দেখিবার বাসনা হইল। অঙ্গনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কুকুরের খালিঘরে দেখিলাম, একটি বড় কুকুর আসিয়াছে। তাঁহারই মত ভারী মুখ এবং কালো কেশ এই কুকুরের। আমাকে দেখিয়াই কুকুরটা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং আমার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার উপক্রম করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যে কক্ষে আমার শয্যা রচিত হইয়াছিল, যদি তাহার কথা কহিবার শক্তি থাকিত, তবে আজ আমি তাহাকে সাক্ষী মানিতাম, সে রাত্রিতে কিরূপ বিষাদক্ষুণ্ণ-মনে আমি সেই কক্ষে শয়ন করিতে গিয়াছিলাম। আমি যখন সোপানোপরি আরোহণ করিয়া উপরে উঠিতেছিলাম, তখন কুকুরটা ক্রমাগত চীৎকার করিতেছিল। এই অপরিচিত কক্ষমধ্যে আসিয়া আমি সেখানে বসিলাম। সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাভারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম।

নানা কথা ভাবিতেছিলাম—ক্রন্দনও চলিতেছিল। কেন কাঁদিতেছিলাম, তাহা আমি জানিতাম না। অবশেষে আমি বিচার করিয়া দেখিলাম যে, আমি ছোট এমিলির বিষম প্রেমে পড়িয়া গিয়াছি। তাহার নিকট হইতে আমাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনা হইল। অথচ এখানে আমাকে কেহ চাহে না। দুঃখে অভিভূত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ক্রমে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

কাহারও কথায় আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। "এই যে এখানে!" মা ও পেগটী আমার সন্ধানে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন আমার ঘুম ভাঙ্গাইয়াছিলেন।

মা বলিলেন, "ডেভি, কি হয়েছে?"

ভাবিলাম, মা এ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন? ইহা ত বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার। মুখে বলিলাম, "কৈ। কিছু না ত!" সঙ্গে সঙ্গে আমি উপুড় হইয়া পড়িলাম। পাছে আমার কম্পিত ওষ্ঠ মা দেখিতে পান। ইহাতে বোধ হয় তিনি প্রকৃত সত্যকে আবিষ্কার করিতে পারিলেন।

মা বলিলেন, "ডেভি, ডেভি, বাবা আমার!"

মার অন্য কোনও কথা আমাকে এতটা অভিভূত করিতে পারিত না। আমি বিছানার চাদরে আমার চোখের জল গোপন করিয়া, মাকে আমার নিকট হইতে হাত দিয়া দূরে সরাইয়া রাখিলাম। তিনি আমাকে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

মা বলিলেন, "পেগটী, এ তোমার কাজ। কি নিষ্ঠুর তুমি! এ কাজ তোমার, তাতে সন্দেহ নেই। আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি, আমার ছেলেকে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত ক'রে, অথবা আমি যাকে ভালবাসি, তার বিরুদ্ধে উত্তেজিত ক'রে, তোমার বিবেক খুসী হ'ল কি ক'রে। এর অর্থ কি, পেগটী?"

বেচারা পেগটী তাহার বাহু ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া, নয়নযুগল উপরে তুলিয়া ম্লান-কণ্ঠে বলিল, "ভগবান্ তোমাকে ক্ষমা করুন। মিসেস্ কপারফিল্ড। এইমাত্র যে কথা বল্লে, তার জন্য তুমি নিশ্চয় দুঃখিত হবে এক দিন।"

মা বলিয়া উঠিলেন, "যা দেখছি, তাতেই আমাকে অস্থির ক'রে তুলেছে। আমার মধুচন্দ্রের সময়, আমার সাংঘাতিক শত্রুও এমন কাজ করতে কুণ্ঠিত হ'ত। আমার এ সময়ে একটু শান্তি ও সুখ পাই, তাতেও কেউ হন্তারক হয় না! ডেভি, দুষ্টু ছেলে! পেগটী বুনো পশু! হায়! হায়! এ কি সাংঘাতিক জগৎ। একটু শান্তিও কি পাবার যো নেই!"

আমায় কেহ স্পর্শ করিল। বুঝিলাম, ঐ স্পর্শ পেগটী বা আমার মার নহে। মিঃ মর্ডষ্টোনের স্পর্শ বলিয়া বুঝিলাম। তিনি আমার হাত ধরিয়া রহিলেন।

শুনিলাম, তিনি বলিতেছেন, "ক্লারা! এ সব কি? তুমি সব ভুলে গেলে? দৃঢ়তা অবলম্বন কর, প্রিয়তমে!"

মা বলিলেন, "এডোয়ার্ড, আমি বড়ই দুঃখিত হচ্ছি। আমি খুব ভাল ব্যবহারই করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এমনই আমার বিধিলিপি!"

"সত্য কথা! এত শীঘ্র এ রকম হবে, ভাবা যায়নি, ক্লারা!"

মা বলিলেন, "এখনই এমনই আঘাত—বড় কঠোর আঘাত, নয় কি?" বলিয়া তিনি তাঁহাকে চুম্বন করিলেন। দেখিলাম, মা তাঁহার স্কন্ধদেশে মাথা রাখিলেন। মার হাত উঁহার কণ্ঠলগ্ন হইল। আমি বুঝিলাম, ঐ লোকটি মাকে যেমন ভাবে ইচ্ছা, তেমনই ভাবে গড়িয়া তুলিবে।

মিঃ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "প্রিয়তমে, তুমি নীচে যাও। ডেভিড ও আমি পরে নেমে আস্‌ছি।" পেগটীর দিকে অন্ধকার মুখ ফিরাইয়া তিনি বলিলেন, "বন্ধু, তোমার মনিবের নাম তুমি জান না?"

মা তখন নীচে নামিয়া গিয়াছেন।

পেগটী বলিল, "উনি বহুদিন আমার মনিব; ওঁর নাম আমি অবশ্যই জানি।"

তিনি বলিলেন, "কথা ঠিক। কিন্তু আমি উপরে আস্‌বার সময় শুনলাম, তুমি তাঁর যে নাম ধ'রে ডাকছিলে, সে নাম তাঁর নয়। উনি আমার পদবী গ্রহণ করেছেন, এ কথা তুমি জান। কথাটা মনে থাক্‌বে কি?"

উত্তর না দিয়া, পেগটী একবার আমার দিকে চাহিয়া চলিয়া গেল। সেখানে আর তাহার থাকিবার প্রয়োজন নাই, ইহা সে বুঝিয়াছিল। আমরা দুই জন যখন ঘরের মধ্যে রহিলাম, তখন তিনি দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন;

আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। আমিও তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে সময় আমার বুক দ্রুততালে স্পন্দিত হইতেছিল। সে শব্দ আমার কাণে আসিল।

ওষ্ঠে ওষ্ঠ চাপিয়া তিনি বলিলেন, "ডেভিড, যদি কোন বদমেজাজী ঘোড়া বা কুকুরকে বশ করতে হয়, আমি কি করি জান ?"

বলিলাম, "জানি না।"

"আমি তাকে প্রহার করি।"

আমার নিশ্বাস ঘন ঘন পড়িতে লাগিল।

"আমি তাকে আমার কথামত কাজ করিয়ে তবে ছাড়ি। যদি তাতে তার শরীরের সবটুকু রক্তপাত হয়, তাতেও আমি পাছু হঠি না। তোমার মুখে ও কিসের চিহ্ন ?"

বলিলাম, "ময়লা।"

তিনি জানিতেন, আমার আননে অশ্রুচিহ্ন রহিয়াছে ; আমিও তাহা জানিতাম। কিন্তু বিশবারও যদি তিনি ঐ প্রশ্ন করিতেন, প্রতিবারই যদি ঘুষি চালাইতেন, তাহা হইলে, আমার শিশু-হৃদয় চূর্ণ হইলেও, আমি ঐ এক কথাই বলিতাম।

গম্ভীরভাবে বসিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি ছোট ছেলে হলেও বেশ বুদ্ধি তোমার আছে। আমাকেও তুমি ভাল ক'রে বুঝে ফেলেছ দেখছি। মুখ ধুয়ে ফেল, তার পর আমার সঙ্গে নীচে এস।"

সম্মুখেই মুখ ধুইবার ব্যবস্থা ছিল। তিনি আমাকে যে আদেশ করিলেন, যদি তাহা পালন না করি, তাহা হইলে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ না করিয়া তিনি আমায় তখনই মারিতে থাকিবেন, তাহা বুঝিলাম।

তাঁহার আদেশমত কাজ করিবার পর মিঃ মর্ডষ্টোন বৈঠকখানায় গিয়া বলিলেন, "প্রিয়তমে ক্লারা, এখন থেকে তুমি আর অসুখী হবে না। ব্যবস্থা আমি সবই ঠিক ক'রে দেব।" তখনও আমার হাত মিঃ মর্ডষ্টোনের মুষ্টিমধ্যে আবদ্ধ ছিল।

একটা স্নেহপূর্ণ কথা যদি আমি সে দিন শুনিতে পাইতাম, আমার সমগ্র জীবন হয় ত পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে পারিত। বুঝিতে পারিতাম, আমি নিজ গৃহেই আসিয়াছি। যদি আদর-আপ্যায়নের সহিত সকলে আমাকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিত, তাহা হইলে আমি মিঃ মর্ডষ্টোনকে ঘৃণা না করিয়া শ্রদ্ধা করিতে পারিতাম। মা আমাকে সেই অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছেন বুঝিলাম। আমি যখন নিঃশব্দে একখানা চেয়ারে গিয়া বসিলাম, মার দৃষ্টিও আমার অনুসরণ করিল। আমার পূর্ব্ব-প্রফুল্লতার অভাব দেখিয়া মা যে বিশেষ বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন, তাহা বুঝিলাম। কিন্তু তিনি কোন কথাই বলিলেন না।

আমরা ৩ জন একসঙ্গে আহার করিলাম। মিঃ মর্ডষ্টোন দেখিলাম, মার জন্য তাঁহার দরদবোধ অত্যন্ত অধিক। মাও দেখিলাম, তাঁহার বিশেষ অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের আলোচনা হইতে বুঝিতে পারিলাম যে, মিঃ মর্ডষ্টোনের একটি জ্যেষ্ঠা ভগিনী আছেন। আজই অপরাহ্নে তিনি এখানে আসিবেন এবং স্থায়িভাবে থাকিবেন মিঃ মর্ডষ্টোনের পূর্ব্বপুরুষের মদের ব্যবসায় আছে। লণ্ডনে এই ব্যবসায়ের প্রধান কারখানা। মিঃ মর্ডষ্টোন উহা হইতে একটা নির্দ্দিষ্ট টাকা পাইয়া থাকেন। তাঁহার ভগিনীরও একটা অংশ ঐ ব্যবসায়ে আছে।

আহারাদির পর আমি অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসিয়াছিলাম। কেমন করিয়া পেগটীর কাছে যাইব, এই চিন্তাই করিতে-ছিলাম। বাড়ীর কর্ত্তা অসন্তুষ্ট না হন, এমনভাবে পলায়ন করিতে হইবে। এমন সময় একটা গাড়ী আসিয়া থামিল। কর্ত্তা বাহিরে গেলেন। মাও তাঁহার সঙ্গে গেলেন। আমিও সঙ্গে চলিয়াছিলাম। এমন সময় মা আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কাণে কাণে বলিলেন যে, আমার নূতন পিতার যেন আমি বাধ্য হই। গোপনে এবং তাড়াতাড়ি এই উপদেশ দিয়াই মা চলিয়া গেলেন, যেন কোন অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিয়াছেন।

মিস্ মর্ডষ্টোন আসিয়াছেন। তাঁহার আকৃতিতে প্রসন্নতার কোন ছাপ নাই। ভ্রাতার ন্যায়ই তিনি দেখিতে। গলার স্বরও ভ্রাতার অনুরূপ। মিস্ মর্ডষ্টোনের মত কোনও নারী আমি এ পর্য্যন্ত দেখি নাই।

বৈঠকখানা-ঘরে তাঁহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া আনা হইল। মার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইল। তার পর আমার দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "বৌ, এটি কি তোমারই ছেলে ?"

মা স্বীকার করিলেন।

মিস্ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "সাধারণতঃ ছেলে-মেয়ে আমি মোটেই দেখ্‌তে পারি না। খোকা, তুমি কেমন আছ ?"

এমন উৎসাহসূচক কথা শুনিয়াও আমি বলিলাম যে, আমি ভালই আছি। আশা করি, তিনিও ভাল আছেন। কথাটা এমন অনাসক্তভাবে বলিলাম যে, তিনি দুই কথাতেই আমাকে শেষ করিয়া দিলেন—"শিষ্টাচার এখনও শেখনি।"

কথাটা সুস্পষ্টভাবে বলিয়াই তিনি নিজের শয়নগৃহ দেখিতে চাহিলেন। সেই মুহূর্ত্ত হইতে ঐ ঘর আমি সভয়ে এড়াইয়া চলিতাম।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াই মিস্ মর্ডষ্টোন এখানে বাস করিতে আসিয়াছিলেন। মাকে সাহায্য করাই প্রধান কাজ। ভাঁড়ার ঘর তিনি প্রথমেই দখল করিয়া লইলেন। পুরাতন ব্যবস্থার সব ওলটপালট হইয়া গেল। মিস্

মর্ডষ্টোনের ব্যবহারে একটা জিনিষ প্রকাশ পাইল যে, পরিচারিকারা বাড়ীর কোথাও কোন পুরুষকে গোপনে লুকাইয়া রাখিয়াছে।* এই অনুমানে নির্ভর করিয়া তিনি বাড়ীর সর্ব্বত্র, মায় কয়লার ঘর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইলেন। একবার নহে, বহুবার, যখন তখন এই অনুসন্ধানকার্য্য চলিল।

মিস্ মর্ডষ্টোন খুব ভোরে শয্যা ত্যাগ করিতেন। উঠিয়াই তিনি অনির্দ্দিষ্ট লোকের সন্ধানে চারিদিকে ঘুরিতেন। পেগটী বলিয়া ফেলিল যে, ঘুমাইবার সময়ও মিসের এক চক্ষু খোলা থাকে। কিন্তু আমি তাহার সহিত এ বিষয়ে একমত হইতে পারি নাই।

এখানে আসিবার প্রথম দিন প্রভাতে তিনি ঘণ্টা বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। তখনও উষার উদয় হয় নাই। মা অত ভোরেই প্রাতরাশে আসিলেন। মিস্ মর্ডষ্টোন মার চিবুকে একটা ঠোনা মারিয়া (চুমার পরিবর্ত্তে বোধ হয়) বলিলেন,"প্রিয় ক্লারা, তোমার সব হাঙ্গামা ঘাড়ে নেবার জন্যই আমি এসেছি। তুমি যেমন সুন্দর, তেমনি পরিণাম-জ্ঞানহীনা--কাজেই আমাকে সব করতে হবে। তোমার চাবীর গোছা আমায় দাও, আমি সব জিনিষ দেখাশোনা করব।"

তদবধি মিস্ মর্ডষ্টোন বাড়ীর মালিক হইয়া উঠিলেন। মা আর কোন কাজে হাত দিতেন না।

মা কিন্তু খুব প্রসন্নভাবে এ ব্যাপারটা গ্রহণ করিলেন না। এক দিন মিস্ মর্ডষ্টোন ভ্রাতার সহিত পরামর্শ করিয়া গৃহস্থালীর কাজের কি পরিবর্ত্তন করিলেন। মিঃ মর্ডষ্টোন তাহাতে সায় দিলেন। ইহাতে মা বলিয়া উঠিলেন যে, তাঁহার মত লওয়া উচিত ছিল।

মিঃ মর্ডষ্টোন কঠোর কণ্ঠে বলিলেন, "আমি তোমার ব্যবহারে বিস্মিত হচ্ছি।"

মা বলিলেন, "এডোয়ার্ড, তোমার পক্ষে কথা বলা খুবই সহজ। কিন্তু তোমার নিজেরও এটা ভাল না লাগবারই কথা। মুখে দৃঢ়তার কথা বলা খুব সহজ।"

ভ্রাতা ও ভগিনী উভয়েই দৃঢ়তার ভক্ত। আমি উহাকে অত্যাচার বলিয়াই মনে করিতাম। মিঃ মর্ডষ্টোন যাহা ধরিতেন, তাহাই করিতেন। তাঁহার কাছে সকলকেই নত হইতে হইবে।

মা বলিলেন, "আমার নিজের বাড়ীতে এ রকম সহ্য করা—"

মিঃ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "নিজের বাড়ী! ক্লারা!"

"আমাদের নিজের বাড়ী। এই কথাই আমি বলতে চেয়েছি। আমি যা বলতে চেয়েছি, তা নিশ্চয় তুমি বুঝতে পেরেছ। বিয়ের আগে আমিই সব কাজ করেছি। প্রমাণ আছে, পেগটীকে জিজ্ঞাসা কর, আমি ভাল ভাবে সব কাজ চালাতাম কি না।"

মিস্ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "এডোয়ার্ড, এ ব্যাপার এখানেই শেষ হোক। কাল সকালেই আমি চ'লে যাব।"

তাঁহার ভ্রাতা বলিলেন, "জেন্ মর্ডষ্টোন, চুপ কর! তুমি কি আমাকে চেন না, তাই এমন কথা বল্‌ছ?"

মা অশ্রুসিক্ত নয়নে বলিলেন, "আমি কাকেও যেতে বল্‌ছি না। কেউ চ'লে গেলে আমি বড় দুঃখিত হব। আমি বেশী কিছু বল্‌ছি না—অন্যায়ও বল্‌ছি না। আমাকে কেহ সাহায্য করলে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকি। শুধু আমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কাজ করা হবে, এই আমি চাই। এডোয়ার্ড, আমি অনভিজ্ঞা ব'লে তুমি আমাকে ঘৃণা করবে, এ আমার অসহ্য।"

মিস্ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "এডোয়ার্ড, এ আলোচনা এখনই বন্ধ হোক্। আমি কালই চ'লে যাব।"

বজ্রগর্জ্জনে মিঃ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "জেন্ মর্ডষ্টোন, তুমি চুপ করবে কি না! এত সাহস কেন তোমার?"

মিস্ মর্ডষ্টোন রুমাল বাহির করিয়া তাঁহার চোখের উপর ধরিলেন।

মার দিকে চাহিয়া মিঃ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "ক্লারা, তুমি আমায় অবাক্ করেছ! আমি অভিভূত হয়ে পড়েছি। হাঁ, আমি অনভিজ্ঞা, কলাকৌশলহীনা জেনেও খুসী হয়ে তোমাকে বিয়ে করেছি। তোমার চরিত্র সংশোধন ক'রে নেব, এই আমার ধারণা ছিল। দৃঢ়তা যাতে তোমার চরিত্রে আসে, তাও করাব ভেবেছিলাম। জেন্ মর্ডষ্টোন দয়া ক'রে আমাকে সাহায্য করবার জন্য এখানে এলেন, আমার জন্যই এসেছেন, তার প্রতিদানে তোমার এ কি নীচতা—"

মা বলিয়া উঠিলেন, "থাম! থাম! আর বলো না! আমি অকৃতজ্ঞ, এ কথা বলো না। আমি নিশ্চয়ই অকৃতজ্ঞা নই। এ কথা আগে আমাকে কেউ বল্‌তে পারে নি। অনেক দোষ হয় ত আমার আছে, তা ব'লে ওটা কেউ বল্‌তে পারবে না।"

"আমার বোন যখন ঐ রকম নীচ প্রতিদান পেলেন, তখন আমার সমস্ত উৎসাহ শীতল হয়ে গেছে—মত বদ্‌লে গেছে।"

মা অত্যন্ত কাতরভাবে বলিলেন, "ও কথা বলো না। আমি সহ্য করতে পারছি না, এডোয়ার্ড! আমার স্নেহ আছে, আমার প্রাণে স্নেহ ভাল ক'রেই আছে। পেগটীকে জিজ্ঞাসা কর, সে বলবে, আমার স্নেহ আছে।"

"দুর্ব্বলতা দেখলে আমি সহ্য করতে পারি না।"

মা বলিলেন, "ছেড়ে দাও, এস, আমরা মিলে-মিশে যাই। এ রকম ভাবে আমি থাকতে পারব না! এডোয়ার্ড, আমার দোষ আছে। তুমি আমাকে সংশোধন ক'রে নিও। জেন্, আমি তোমার কোন কাজে প্রতিবাদ করছি না। তুমি চ'লে গেলে আমার বুক ভেঙ্গে যাবে।"

উত্তেজনার আতিশয্যে আর মা কথা বলিতে পারিলেন না।

মিঃ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "জেন মর্ডষ্টোন, যা কথা হয়ে গেল, এস, সকলে ভুলে যাই। ছোট ছেলের সামনে এ দৃশ্য না ঘটলেই ভাল হ'ত। ডেভিড, তুমি শোও গে যাও।"

অশ্রুধারাসিক্ত নেত্রে আমি দ্বারপথ খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। মার দুঃখে আমার ভারী কষ্টবোধ হইতেছিল। যাহা হউক, কোনমতে আমি হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া পথ করিয়া লইলাম। অন্ধকারে নিজের ঘরে গেলাম। এমন কি, পেগটীর কাছে শুভরাত্রি পর্য্যন্ত জানাইতে পারিলাম না। এক ঘণ্টা পরে সে আমার সন্ধানে আসিয়া আমাকে জাগাইয়া দিল। সে বলিল যে, মা অত্যন্ত বিমর্ষ ভাবে শয়ন করিতে গিয়াছেন। মিঃ ও মিস্ মর্ডষ্টোন এখনও বসিয়া আছেন।

পরদিন প্রাতঃকালে বৈঠকখানা-ঘরে যাইতেই মার কণ্ঠস্বর শুনিলাম। তিনি মিস্ মর্ডষ্টোনের কাছে সানুনয়ে ক্ষমা চাহিতেছেন। বুঝিলাম, উভয়ের মধ্যে মিট্‌মাট হইয়া গিয়াছে। ইহার পর আমার মা কোনও বিষয়ে আর মতামত প্রকাশ করেন নাই। মিস্ মর্ডষ্টোনের যাহা অভিমত, তাঁহারও অভিমত সেইরূপই দেখিতে পাইলাম।

মিঃ মর্ডষ্টোন যাহা ধরিবেন, তাহাই করিবেন। কোনও মতে তাঁহার কথা টলিবে না। এ জন্য অপরাধীর কঠোর শাস্তি অবশ্যপ্রাপ্য।

প্রতিবেশীরা মা ও আমার দিকে প্রায়ই তাকাইয়া থাকিত। তাহারা আমাদিগকে পথে দেখিলে ফিস্ ফিস্ করিয়া আপনাদের মধ্যে কি যেন আলোচনা করিত। প্রতিবেশীরা অল্পদিনের মধ্যেই এই যুগল ভ্রাতা-ভগিনীর পরিচয় পাইয়াছেন। মার সে সরল, লঘু, স্বচ্ছন্দ গতিবেগ আর ছিল না।

মাঝে মাঝে আমাকে বোর্ডিংএ পাঠাইবার আলোচনা হইত। ভ্রাতা ও ভগিনীই এই কথা তুলিয়াছিলেন। মাও তাঁহাদের কথায় সম্মতি দিয়াছিলেন। তবে চূড়ান্ত মীমাংসা এখনও হয় নাই। আমি বাড়ীতেই লেখাপড়া করিতেছিলাম।

মা নামে আমায় পড়াইতে বসিতেন। আসলে মিঃ মর্ডষ্টোন এবং তাঁহার ভগিনীই উহার তত্ত্বাবধান করিতেন। ইহাতে আমাদের উভয়েরই জীবনে বিস্বাদ আসিয়া গিয়াছিল। আমি ও মা যখন ছিলাম, তখন লেখাপড়ায় আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল। কিন্তু এখন আমার পড়িতে মন বসিত না!

দ্বিতীয় বৈঠকখানায় আমি বই, খাতা ও শ্লেট লইয়া সে দিন প্রবেশ করিলাম। মা ছিলেন, দুই ভ্রাতা ও ভগিনীও ছিলেন। এই দুই জনকে দেখিয়া আমার মাথার মধ্য হইতে অধীত পাঠ্যগুলি গুলাইয়া গেল।

একখানি বই মার হাতে দিলাম। তাড়াতাড়ি বলিয়া যাইতেই একটা কথা আটকাইয়া গেল। মিস্ মর্ডষ্টোন আমার দিকে চাহিলেন! আর একটা কথা এড়াইয়া গেল। মিঃ মর্ডষ্টোন আমার দিকে চাহিলেন। হঠাৎ আমি আরক্ত আননে থামিয়া পড়িলাম। মা হয় ত আমাকে বইখানি দেখাইয়া আমার ভুল সংশোধন করিতেন। কিন্তু সাহস করিলেন না। তিনি বলিলেন, "ও ডেভি, ডেভি!"

মিঃ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "ক্লারা, শক্ত হও। ডেভি ডেভি ক'রে আদর দিও না। ওটা ছেলেমানুষী। হয় ত পড়া করেনি, নয় ত পড়া করেছে।"

মিস্ মর্ডষ্টোন বলিয়া চলিলেন, "ওর পড়া মোটেই হয়নি।"

মা বলিলেন, "সত্যি ও পড়া করেনি।"

মিস্ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "ক্লারা, বই ওর হাতে দেও, পড়া তৈরী করুক।"

মা বলিলেন, "হাঁ, তাই দেব। ডেভি, আবার বল, বোকার মত থেকো না।"

আমি পড়া বলিতে লাগিলাম। কিন্তু আবার ভুল হইয়া গেল। খালি মনে পড়িতেছিল, মিস্ মর্ডষ্টোনের টুপী, মিঃ মর্ডষ্টোনের ড্রেসিং গাউন। আর সব পড়া গুলাইয়া যাইতে লাগিল। মিঃ মর্ডষ্টোন অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন বুঝিলাম। মিস্ মর্ডষ্টোনের অবস্থাও সেইরূপ দেখিলাম। মা বই রাখিয়া দিলেন। নূতন করিয়া ঐ পাঠ আবার অভ্যাস করিতে হইবে!

ক্রমেই পাঠের বাকী অংশ স্তূপীকৃত হইতে লাগিল। যতই পাঠ্য অংশ জমিতে লাগিল, ততই আমি বোকা বনিয়া যাইতে লাগিলাম। কূল-কিনারা কোন দিকে দেখিতে পাইলাম না।

পড়া বলিতে না পারিলে মিঃ মর্ডষ্টোন আসন ছাড়িয়া উঠিয়া আসিতেন, বই হাতে লইয়া আমার দিকে ছুড়িয়া মারিতেন। কাণ মলিয়া দিতেন। ঘাড় ধরিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিতেন।

পাঠ বলিতে পারিলেও নিস্তার ছিল না। তখনই একটা প্রকাণ্ড যোগের অঙ্ক আমার উপর চাপাইয়া দেওয়া হইত সে অঙ্ক কষিবার সামর্থ্য আমার হইত না।

আমার পড়াশুনা ভালই হইত, যদি যুগল মর্ডষ্টোন না থাকিত। কিন্তু দুই ভ্রাতা-ভগিনীর প্রভাব ঠিক গল্পের সর্প যুগলের মত। একই পাখীর উপর দুইটি ভীষণ সর্পের দৃষ্টি। পাখীর নড়িবার উপায় নাই। পড়া বলিতে না পারিলেও, মিস্ মর্ডষ্টোন সকল সময়েই আমার উপর পাঠ্যের বোঝা চাপাইয়া দিতেন। এক মুহূর্ত্ত আমাকে বিশ্রাম করিবার অবকাশ দিতে তিনি রাজি ছিলেন না।

ছয় মাস ধরিয়া এইরূপ ব্যাপার চলিল। ইহাতে আমার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। কোনও বিষয়ে আমার

স্ফূর্ত্তি ছিল না। মাতার নিকট হইতে প্রতিদিনই আমি দূরে সরিয়া যাইতে লাগিলাম। আমি জড়ভরত হইয়া যাইতাম। শুধু একটি কারণে হইতে পারি নাই।

দ্বিতলের একটি কক্ষে বাবার কতকগুলি বই ছিল। সেই ঘরে আমি যাইতে পাইতাম। আমার শয়নকক্ষের পার্শ্বেই সেই ঘর ছিল। সেই ঘরে অনেকগুলি চমৎকার গ্রন্থ ছিল। রডারিক্ র‍্যান্ডম্, পেরিগ্রিমি প্রিকল, হাম্‌ফ্রি ক্লিংকার, টম্ জোন্স, দি ভিকার অব ওয়েকফিল্ড, ডন্ কুইক্সো, জিল ব্লাস্ এবং রবিনসন্ ক্রুশো। আমি ঐ গ্রন্থগুলির সহিত সঙ্গ করিতাম। উহারাই আমার কল্পনাশক্তিকে সজীব রাখিয়াছিল। আরব্য-রজনী এবং দৈত্যের কাহিনী আমার কোন অনিষ্ট করে নাই! কি করিয়া তখন যে ঐ বইগুলি পড়িয়াছিলাম, তাহা আমার এখন মনে হয় না। এই গ্রন্থপাঠই আমার একমাত্র আনন্দের ব্যাপার ছিল।

একদিন সকালে আমি বৈঠকখানা-ঘরে বই লইয়া প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, মা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছেন! মিস্ মর্ডষ্টোন বেশ দৃঢ়ভাবযুক্ত। মিঃ মর্ডষ্টোন দেখিলাম, একটি বেত্রের প্রান্তদেশে কি যেন বাঁধিতেছেন। আমি ঘরে যাইবামাত্র তিনি বেতখানি লইয়া বাতাসে আস্ফালন করিলেন।

মিঃ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "ক্লারা, আমি নিজে অনেকবার বেত খাইয়াছি।"

মিস্ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "সে কথা সত্য।"

মা মৃদুস্বরে বলিলেন, "ঠিক কথা প্রিয় জেন্, কিন্তু তাতে কি এডোয়ার্ডের কোন কল্যাণ হয়েছিল, বল্‌তে পার?"

গম্ভীরভাবে মিঃ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "এডোয়ার্ডের তাতে কোন ক্ষতি হয়েছিল কি, ক্লারা?"

ভগিনী বলিলেন, "সেইটেই বিচার্য্য বিষয়।"

মা বলিলেন, "তা ত ঠিক কথা।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি আর কোন কথা বলিলেন না।

আমার মনে আশঙ্কা জন্মিল যে, এই আলোচনার সহিত আমার সংস্রব আছে। এজন্য মিঃ মর্ডষ্টোন আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই আমি তাঁহার চোখের দিকে চাহিলাম।

তিনি বলিলেন, "ডেভিড, শোন, আজ তুমি বেশ সাবধানে চল্‌বে।" বলিয়াই তিনি আর একবার চাবুক আস্ফালন করিলেন। তার পর চাবুকটি পার্শ্বে রাখিয়া তিনি একখানি বই তুলিয়া লইয়া পড়িতে লাগিলেন।

ইহাতে ফল এই হইল যে, শুধু দুই একটা শব্দ বা ছত্র নহে, সমগ্র পাঠটি আমার মন হইতে বিলুপ্ত হইয়া গেল। আমি আজ ভাল করিয়াই পড়া তৈয়ার করিয়াছিলাম এবং ভাল পড়া বলিয়া সকলের প্রশংসাভাজন হইব, ইহা আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু আরম্ভেই আমার সব গোল হইয়া গেল। প্রত্যেক পাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধেই আমার ব্যর্থতা স্তূপীকৃত হইতে লাগিল। মিস্ মর্ডষ্টোন গোড়া [illegible] আমার পড়া বলার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। [illegible] পাঠই আমি ভুলিয়া গেলাম। আমার অবস্থা দেখিয়া মা কাঁদিয়া ফেলিলেন।

মিস্ মর্ডষ্টোনের সতর্ক-বাণী শোনা গেল, "ক্লারা!"

মা বলিলেন, "আজ আমার শরীর-মন ভাল নেই, জেন্।"

মিঃ মর্ডষ্টোন গম্ভীরভাবে ভগিনীর দিকে চাহিয়া বেত্রহস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গম্ভীরভাবে বলিলেন, "শোন জেন্, ক্লারার পক্ষে সহ্য করা সত্যই অসম্ভব। আজ ডেভিড যে ব্যবহার করেছে, তাতে আর সহ্য করা যায় না। ডেভিড, চল, তুমি ও আমি উপরে যাই।"

তিনি আমাকে লইয়া অগ্রসর হইতেই মা আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিলেন। মিস্ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "ক্লারা, তুমি বড় নির্ব্বোধ।" বলিয়াই তিনি পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন! মা কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

আমার ঘরে লইয়া গিয়া মিঃ মর্ডষ্টোন সহসা আমার ঘাড় বাঁকাইয়া ধরিলেন।

আমি কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলাম, "মিঃ মর্ডষ্টোন! আমায় মারবেন না! আমি পড়া তৈরী করতে চেষ্টা করেছি, মশাই; কিন্তু আপনি ও মিস্ মর্ডষ্টোন সাম্‌নে থাক্‌লে আমি পড়া ভুলে যাই। তখন বল্‌তে পারি না।"

"তাই না কি, ডেভিড? আচ্ছা, এবার দেখা যাক্।"

তিনি আমার ঘাড় জোরে চাপিয়া ধরিয়াছিলেন। কষ্টে ঘাড় ছাড়াইয়া লইলাম বলিয়া সহসা তিনি আঘাত করিতে পারিলেন না। আমি সানুনয়ে বলিলাম যে, তিনি যেন আমায় না মারেন। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে তিনি সবেগে আমার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিলেন। তিনি যে হাতে আমাকে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, আমি তাহা অকস্মাৎ দাঁতে চাপিয়া ধরিলাম এবং জোরে দংশন করিলাম।

তখন তিনি আমাকে নির্দ্দয়ভাবে বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। চীৎকার-গণ্ডগোলে আকৃষ্ট হইয়া মা ছুটিয়া আসিলেন, পেগটী আসিল। ইতিমধ্যে তিনি ঘরের মধ্যে আমাকে ফেলিয়া দিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি মাটীতে পড়িয়া যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে লাগিলাম। রাগে আমি মেঝের উপর গড়াগড়ি দিতে লাগিলাম।

যখন শান্ত হইলাম, তখন বোধ হইল, সমগ্র অট্টালিকা যেন অস্বাভাবিক নীরবতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। ক্রোধ থামিয়া গেলে বুঝিলাম, আমি কি অন্যায় কাজই করিয়াছি।

আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া কাণ পাতিয়া রহিলাম। কিন্তু কোনও শব্দ শুনিতে পাইলাম না। হামাগুড়ি দিয়া উঠিয়া দর্পণে নিজের চেহারা দেখিলাম। কি বিশ্রী দেখিতে হইয়াছি! আমার শরীরে বেত্রাঘাত-চিহ্ন নির্ম্মমভাবে

আমাকে পীড়া দিতে লাগিল। কিন্তু আমি দংশন করিয়াছি, এই অপরাধ আমার কাছে অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিল, বেত্রাঘাতের যন্ত্রণা তাহার কাছে কিছুই নহে।

ক্রমে অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিতে লাগিল। বাতায়ন বন্ধ করিয়া দিলাম। মাঝে মাঝে আমি কাঁদিতেছিলাম, আবার চুপ করিয়া ভাবিতেছিলাম। এমন সময় দরজা খুলিয়া মিস্ মর্ডষ্টোন কিছু রুটী, মাংস ও দুগ্ধ লইয়া আসিলেন। কোন কথা না বলিয়াই তিনি টেবলের উপর উহা রাখিয়া দিলেন। আমার দিকে অগ্নিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি আবার দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

অন্ধকার গাঢ় হইবার পর আমি ভাবিলাম, আর কেহ আসিবে কি না। সে রাত্রিতে যখন আর কেহই আসিল না, তখন আমি বেশ বদলাইয়া শয্যায় শয়ন করিলাম। সভয়ে ভাবিতেছিলাম, উহারা আমাকে লইয়া এবার কি করিবে? আমি কি কোন অবৈধ অপরাধ করিয়াছি? আমাকে কি জেলে দিবে? ফাঁসী আমাকে দিবে না ত?

ঘুম ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই মিস্ মর্ডষ্টোন দরজা খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া আমায় বলিলেন যে, বাগানে আমি আধ ঘণ্টা বেড়াইয়া আসিতে পারি। তাহার বেশী নহে। এই বলিয়া দরজা খুলিয়া রাখিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

তাঁহার কথামত কার্য্য করিলাম। যে কয় দিন বন্দী ছিলাম, এই ভাবেই বেড়াইতাম। যদি মাকে নির্জ্জনে দেখিতে পাইতাম, তাঁহার পা ধরিয়া আমি ক্ষমা চাহিতাম। কিন্তু এক মিস্ মর্ডষ্টোন ছাড়া আমি আর কাহারও দেখা পাইতাম না। সন্ধ্যাকালে নিয়মিত প্রার্থনা করিবার সময়। মিস্ মর্ডষ্টোন আমাকে বৈঠকখানা-ঘরের বাহিরের দরজার কাছে লইয়া যাইতেন। আমি যেন ভীষণ দস্যু, এমনই ভাবে নজরবন্দী রাখিয়া আবার আমাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিতেন। মা আমার নিকট হইতে যথাসাধ্য দূরে থাকিতেন, ইহা লক্ষ্য করিলাম। তাঁহার মুখ একবারও দেখিতে পাই নাই। মিঃ মর্ডষ্টোনের হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হইয়াছিল, ইহাও দূর হইতে দেখিয়াছিলাম।

দীর্ঘ পাঁচ দিন এমনই ভাবে কাটিল। সে যে কি কষ্ট, তাহা বলিয়া বুঝান যায় না। শৈশবের এই দৃশ্য বৃদ্ধ হইয়াও মুহূর্ত্তের জন্য বিস্মৃত হইতে পারি নাই।

নির্জ্জন ঘরের মধ্যে বসিয়া বাহিরের শব্দ শুনিতাম। ঘণ্টাধ্বনি, দরজা বন্ধ ও খোলার শব্দ, মনুষ্যকণ্ঠের গুঞ্জন, সোপানে পদশব্দ, সবই আমি কাণ পাতিয়া শুনিতাম।

রাত্রিকালে অবস্থা আরও শোচনীয় হইত। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিয়া নানা প্রকার চিন্তা করিতাম। ঘুমাইয়া দুঃস্বপ্ন দেখিতাম। দিনের বেলা বাতায়নের কাছে গিয়া দাঁড়াইতে লজ্জা হইত, পাছে কেহ আমাকে দেখিয়া ফেলে। পাছে বাহিরের ছেলেরা ভাবে, আমি ঘরে বন্দী হইয়া রহিয়াছি।

নিজে একটা কথাও উচ্চারণ করিতাম না। শুধু যথা-সময়ে আহার ও চুপ করিয়া পড়িয়া থাকা। ইহা যে কিরূপ কষ্টকর, তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া কে বুঝিবে?

এক দিন বৈকালে বৃষ্টি আসিল। বৃষ্টি অবিশ্রান্ত চলিতে লাগিল। তার পর সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। আজও সে দিনের কথা সুস্পষ্ট মনে আছে।

আমার বন্দি-জীবনের শেষের রাত্রিতে সহসা আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কে যেন আমার নাম ধরিয়া অতি অস্ফুট স্বরে ডাকিতেছে। আমি শয্যায় বসিলাম। অন্ধকারে হাত বাড়াইয়া বলিলাম, "কে, পেগটী?"

তখনই কোনও উত্তর আসিল না। একটু পরেই আবার শুনিলাম, আমার নাম উচ্চারিত হইতেছে। স্বর এত রহস্যপূর্ণ এবং ভীতিব্যঞ্জক যে, ভয়ে আমার মূর্চ্ছা হইত। কিন্তু বুঝিলাম, দরজার চাবীর ছিদ্রপথে স্বর আসিতেছে।

আমি অন্ধকারে হাতড়াইয়া দরজার কাছে আসিলাম। ছিদ্রপথে মুখ রাখিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলাম, "পেগটী, তুমি কি আমার ডাকছ?"

সে বলিল, "হাঁ, ডেভি, আমার মাণিক ডেভি, আমি পেগটী। খুব আস্তে, নৈলে বেরাল জান্‌তে পারবে।"

বুঝিলাম, পাছে মিস্ মর্ডষ্টোন জানিতে পারেন, তাই এত সতর্কতা। তাঁহার ঘর কাছেই।

বলিলাম, "পেগটী, মা কেমন আছেন? তিনি কি আমার উপর খুব রেগেছেন?"

বুঝিলাম, দরজার ও-পারে পেগটী কাঁদিতেছে। আমিও কাঁদিতে লাগিলাম। পেগটী বলিল, "না, তেমন রাগ করেন নি।"

"আমার সম্বন্ধে কি হবে, জান কি, পেগটী?"

পেগটী উত্তর দিল, "স্কুলে যাবে। লণ্ডনের কাছেই।"

আমি তাহাকে আবার উচ্চারণ করিতে বলিলাম। কারণ, কথাটা যেন সে আমার গলার মধ্যেই ঢালিয়া দিয়াছিল। চাবীর ছিদ্রপথে মুখ রাখিয়া আমি কথা বলিতেছিলাম। এবার আমার কাণ ছিদ্রপথে সন্নিবিষ্ট করিলাম। পেগটী আবার কথাটার পুনরুক্তি করিল।

"আমি বলিলাম, "কবে, পেগটী?"

"কাল।"

"সেই জন্য বুঝি মিস্ মর্ডষ্টোন আমার ড্রয়ার থেকে কাপড়-চোপড় নিয়ে গেল?"

আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, আমার কাপড়-চোপড় বুড়ী লইয়া গিয়াছে।

পেগটী বলিল, "হাঁ!"

"মার সঙ্গে দেখা হবে না?"

পেগটী বলিল, "হবে, সকালবেলা।"

তার পর দরজার চাবীর ছিদ্রমুখে মুখ লাগাইয়া পেগটী আবেগভরে বলিল, "প্রিয় ডেভি, তোমার সঙ্গে আগের মত

ব্যাভার করতে পারছি না। এখন আমার আচরণ দেখে ভেবো না, আমি তোমায় ভালবাসি না। আমার সাধের ডেভি, আগে যেমন ভালবাসতাম, এখন তার চেয়ে কম ভালবাসি না। আমার আচরণ যা দেখছো, সে তোমার ভালর জন্যেই করছি। আরও এক জন্যেও বটে। শুনছ, ডেভি—শুনতে পাচ্ছ ?"

আমি ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিলাম, "হাঁ, পেগটী !"

অত্যন্ত বিচলিত-কণ্ঠে পেগটী বলিল, "আমার বাছা, ডেভি ! আমি যা বলতে চাই, তা মনে রেখো। আমায় তুমি ভুলে যেয়ো না। আমি তোমায় কখনো ভুলবো না। ডেভি, তোমার মাকে আমি খুব যত্নই করবো। এমন দিন আসবে, যখন তোমার মা, এই পেগটীর হাতের উপরই মাথা রাখবে। আমি তোমাকে চিঠি লিখে জানাব। অবশ্য আমি ভাল লিখতে পড়তে জানিনে; তবু আমি—"

পেগটী দ্বারের ছিদ্রপথে চুম্বনবৃষ্টি করিতে লাগিল—যেন সে আমার গণ্ডে চুমা খাইতেছে।

আমি বলিলাম, "ধন্যবাদ ! পেগটী, তোমাকে ধন্যবাদ ! একটা শপথ কর আমার কাছে, পেগটী—করবে ? তুমি মিঃ পেগটী, ক্ষুদে এমিলি, মিসেস্ গমিজ এবং হ্যাম্‌কে চিঠি লিখে জানাবে যে, তারা আমায় যত খারাপ ছেলে মনে করেছে, আমি তা নই। তাদের আমি ভালবাসা দিচ্ছি, তাও জানিও। বিশেষ ক'রে এমিলিকে। পেগটী, দয়া ক'রে এ কাজটা করবে ?"

পেগটী অঙ্গীকার করিল। তার পর উভয়েই দ্বারের উপর পরস্পরের জন্য চুমা পাঠাইলাম। সেই রাত্রি হইতে পেগটীর জন্য আমার মন ভরিয়া উঠিল—সে যে কি ভাব, তাহা আমি বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। সে আমার মায়ের স্থান অধিকার করিতে পারে নাই—তাহা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। কিন্তু আমার হৃদয়ের শূন্যস্থানে পেগটী একটা বিশিষ্ট আসন অধিকার করিয়াছিল। এমন ভাব আমি অন্য কোনও মানুষের জন্য অনুভব করি নাই। তাহার যদি মৃত্যু হইত, তবে আমি তাহার জন্য কি করিতাম, তাহা ভাবিয়া আমি স্থির করিতে পারি না।

সকালবেলা মিস্ মর্ডস্টোন প্রতিদিনের মত আসিলেন এবং আমায় জানাইলেন যে, আমাকে স্কুলে যাইতে হইবে। তিনি ভাবিয়াছিলেন, এ সংবাদে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইব, কিন্তু আমি তাহা হইলাম না। তিনি আরও বলিয়া দিলেন যে, বেশভূষা করা হইলে, আমাকে নীচে বৈঠকখানা-ঘরে গিয়া প্রাতরাশ সম্পন্ন করিতে হইবে।

আমি তদনুসারে নীচে নামিয়া গেলাম। তথায় আমার মাকে দেখিলাম। তাঁহার মুখ অত্যন্ত বিবর্ণ, চক্ষু আরক্ত। মার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাঁহার কাছে ক্ষমা চাহিলাম।

তিনি বলিলেন, "ডেভি, আমি যাকে ভালবাসি, তেমন লোককে তুমি আঘাত করতে পার, এ আমি কখনো ভাবিনি ! এখন থেকে ভাল হ'তে চেষ্টা করো ! আমি তোমায় ক্ষমা করেছি। কিন্তু আমি মনে এত ব্যথা পেয়েছি, ডেভি ! তোমার মাথায় এমন বদ্ রাগ জমা করা ছিল, তা আমি জানতাম না।"

তাহারা মাকে বুঝাইয়াছে যে, আমি অতি বদ্ ছেলে। সে জন্যই মার মনে দুঃখ বেশী হইয়াছে। আমি চলিয়া যাইতেছি, সে জন্য তাঁহার দুঃখ তত নাই। এ কথাটা মনে হইতেই আমার মনে কাঁটা খচ্‌খচ্ করিতে লাগিল। আমি প্রাতরাশে বসিয়া বিদায়-ভোজ চেষ্টা করিয়া খাইতে লাগিলাম। কিন্তু অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িয়া রুটী ও মাখনকে ভিজাইয়া দিল। চোখের জল চা'র পাত্রেও পড়িতে লাগিল। দেখিলাম, মা মাঝে মাঝে আমার দিকে চাহিতেছেন, আবার মিস্ মর্ডস্টোনের দিকেও তাকাইতেছেন। মিস্ মর্ডস্টোন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছে দেখিয়া মা তাঁহার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন।

ফটকের কাছে গাড়ীর শব্দ হইতেই মিস্ মর্ডস্টোন বলিয়া উঠিলেন, "মাষ্টার কপারফিল্ডের বাক্স ঐখানে আছে।"

আমি পেগটীর জন্য চারিদিকে চাহিলাম। কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। মিঃ মর্ডস্টোনকেও দেখিলাম না। দরজার কাছে আমার পূর্ব্বপরিচিত শকটচালককে দেখিলাম। সে বাক্স তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

মিস্ মর্ডস্টোনের সতর্ক-কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল, "ক্লারা !"

মা বলিলেন, "আমি প্রস্তুত, জেন্। ডেভি, বিদায়! তোমার ভালর জন্য তুমি যাচ্ছ। এস, বাছা ! ছুটীর সময় বাড়ী আসবে। তখন তুমি ভাল ছেলে হয়েই ফিরবে।"

মিস্ মর্ডস্টোন আবার বলিয়া উঠিলেন, "ক্লারা !"

মা আমাকে বাহুপাশে তখনও বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "এই যে, ডিয়ার জেন্। বাবা আমার, তোমাকে আমি ক্ষমা করেছি। ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন !"

আবার মিস্ মর্ডস্টোন বলিয়া উঠিলেন, "ক্লারা !"

মিস্ মর্ডস্টোন গাড়ীর কাছে আমাকে লইয়া গেলেন। পথে বলিতে বলিতে চলিলেন, যদি আমার অমঙ্গল না চাই, তাহা হইলে আমি যেন অনুতপ্ত হই। তার পর গাড়ীতে চড়িয়া বসিলাম। মন্থরগতিতে গাড়ী চলিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রায় আধ মাইল গাড়ী চলিয়া গিয়াছে, ইতিমধ্যে আমার রুমাল ভিজিয়া উঠিয়াছিল। এমন সময় গাড়ী থামিল।

কেন থামিল, দেখিবার জন্য চাহিতেই দেখিলাম, সন্নিহিত একটা ঝোপের পাশ হইতে পেগটী দ্রুতপদে গাড়ীতে উঠিল। তাহার উভয় বাহুর মধ্যে সে আমাকে টানিয়া

লইল। সে এমন ভাবে চাপিয়া ধরিল, যেন আমার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল। পেগটী একটিমাত্র কথাও বলিল না। তার পর এক হাত খুলিয়া লইয়া সে তাহার জামার পকেটে স্থাপন করিল। কতকগুলি পিঠা পকেট হইতে বাহির করিয়া সে আমার পকেটে ভরিয়া দিল। তার পর একটি মুদ্রাধারও আমার পকেটে রাখিয়া দিল। সে কিন্তু মুখে একটা কথাও বলিল না। তার পর আবার আমাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া সে গাড়ী হইতে নামিয়া গেল। তাহার পোষাকের একটি বোতামও বোধ হয় অবশিষ্ট ছিল না। কারণ, আমি অনেকগুলি গাড়ীর মধ্যেই কুড়াইয়া পাইলাম। বহুদিন পর্য্যন্ত সে বোতামগুলি আমি স্মরণচিহ্নস্বরূপ রাখিয়া দিয়াছিলাম!

শকটচালক আমার দিকে চাহিল। যেন তাহার মনে এই প্রশ্ন জাগিয়া উঠিয়াছে যে, পেগটী আবার ফিরিয়া আসিবে কি না। আমি মাথা নাড়িয়া বলিলাম যে, সে আর আসিবে না। গাড়োয়ান তখন ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারিয়া বলিল, "হেট্, চল্।"

অনেক কাঁদিবার পর ভাবিলাম, কাঁদিয়া কোন লাভ নাই। রডরিক্ র‍্যাণ্ডক্, রয়াল বৃটিশ নেভীর ক্যাপ্টেন কেহই এমন অবস্থায় কাঁদেন নাই। শকটচালক আমার মনের অবস্থা বুঝিয়া আমাকে আর্দ্র রুমালখানি ঘোড়ার পিঠে শুকাইবার জন্য বলিল। আমি তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া রুমাল দিলাম।

আমি তার পর আমার মুদ্রাধার খুলিয়া দেখিতে লাগিলাম। শক্ত চামড়ার আধার! উহার মধ্যে তিনখানি চকচকে শিলিং মুদ্রা দেখিলাম। কাগজের একটি মোড়ক খুলিয়া ছইখানি আধা গিনিও পাইলাম। কাগজে আমার মার হাতের লেখা—"ডেভিকে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ সহ দিলাম।" ইহাতে আমি এমন অভিভূত হইয়া পড়িলাম যে, গাড়োয়ানকে আমার রুমালখানি দিবার জন্য বলিলাম। কিন্তু সে উহা আমাকে দিল না। আমি জামার হাতায় চক্ষু মুছিয়া আবার ধৈর্য্য ধারণ করিলাম।

কিছু দূর যাইবার পর আমি শকটচালককে জিজ্ঞাসা করিলাম, সারা পথই কি সে আমাকে লইয়া যাইবে?

সে প্রশ্ন করিল, "কোথায়?"

আমি বলিলাম, "সেখানে?"

সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "সেখানে, কোন্‌খানে?"

আমি বলিলাম, "লণ্ডন পর্য্যন্ত?"

অশ্ববল্গা আকর্ষণ করিয়া সে বলিল, "অর্দ্ধেক পথ যেতে হলেই ঘোড়াটা ম'রে কাঠ হয়ে যাবে।"

আমি বলিলাম, "তবে কি ইয়ারমাউথ্ পর্য্যন্ত যাবে না কি?"

সে বলিল, "তাই বটে। সেখানে গিয়ে ডাকগাড়ীতে আমি তোমায় তুলে দেব। তার পর তুমি যেখানে যেতে চাও সেখানে যাবে।"

শকটচালকের নাম মিঃ বার্কিস্। লোকটা বেশী গল্পবাজ নহে। আমি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য একখানি কেক্ তাহাকে দিলাম। সে একগ্রাসে তাহা খাইয়া ফেলিল। হস্তী যেমন অনেকটা খাদ্য একগ্রাসে গিলিয়া ফেলে, তেমনই ভাবে লোকটা উহা খাইয়া ফেলিল, অথচ তাহার বিরাট মুখমণ্ডলে কোনও পরিবর্ত্তন দেখা গেল না।

জানুর উপর হাত রাখিয়া মিঃ বার্কিস্ জিজ্ঞাসা করিল, "এই পিঠা কি উনি নিজে করেছেন?"

আমি বলিলাম, "তুমি পেগটীর কথা বলছ?"

"হাঁ, তাঁর কথাই জিজ্ঞাসা করছি।"

"পেগটীই আমাদের বাড়ীর সব খাবার তৈরী করে।"

মিঃ বার্কিস্ বলিল, "তাই না কি? উনিই সব করেন?"

মনে হইল, লোকটা যেন শিস্ দিতে উদ্যত হইয়াছে, কিন্তু সে শিস্ দিল না। সে ঘোড়ার কর্ণ-যুগলের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। মনে হইতেছিল, উহাতে সে যেন নূতনত্বের আবিষ্কার করিয়াছে। এইভাবে সে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। তার পর বলিল, "বোধ হয় মিষ্ট হৃদয় নেই?"

আমি ভাবিলাম, সে বুঝি আরও মিষ্ট চাহিতেছে। কারণ, তাহার কথাটা "সুইট হার্টস্" (মিষ্ট হৃদয়) কথার মানে আমি জানিতাম না। বলিলাম, "মিঃ বার্কিস্, মিষ্টান্নের (সুইট মিট্‌স্) কথা বলছ?"

মিঃ বার্কিস বলিল, "হার্টস্—হৃদয়। কেউ তাঁর সঙ্গে বেড়ায় কি না!"

"পেগটীর সঙ্গে?"

"হাঁ, তাঁর কথাই বল্‌ছি।"

"না, না, তার কেউ মিষ্টহৃদয় নেই।"

"তাই না কি!"

মিঃ বার্কিস্ আবার শিস্ দিবার উপক্রম করিল, কিন্তু শব্দ বাহির হইল না। শুধু ঘোড়ার কাণের দিকেই চাহিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ চিন্তার পর মিঃ বার্কিস্ বলিল, "তা হ'লে তিনি সব রকম পিঠে তৈরী করেন—রান্নার কাজ সবই তাঁর?"

আমি বলিলাম যে, সে কথা সত্য।

মিঃ বার্কিস্ বলিল, "বেশ। তুমি বোধ হয় তাঁকে পত্র লিখবে?"

বলিলাম, "নিশ্চয় লিখবো।"

সে আমার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল, "বেশ! তুমি যদি তাঁকে চিঠি লেখ, মনে ক'রে লিখে দিও যে, বার্কিস্ রাজি আছে। লিখ্‌বে ত?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, লিখে দেব যে, বার্কিস্ রাজি আছে। আর কিছু লিখতে হবে না ত?"

"হাঁ—হাঁ, বার্কিস রাজি আছে।"

আমি বহুদূরে চলিয়া যাইব, তাই সহসা সে কথা মনে করিয়া বলিলাম, "কিন্তু তুমি ত ব্লন্‌ডারস্টোনে কালই ফিরে

খাবে, বার্কিস্? তুমি'ত নিজেই সে খবরটা তাকে জানাতে পার। তাতে ভালই হবে।"

কিন্তু সে আমার প্রস্তাবে কর্ণপাত না করিয়া শুধু বার-কয়েক আবৃত্তি করিল, "বার্কিস্ রাজি আছে। কথাটা তুমিই লিখে দিও।"

অগত্যা আমি রাজি হইলাম।

ইয়ারমাউথে গাড়ী পৌঁছিলে, হোটেলে আমি ডাকগাড়ীর জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। সে দিন বৈকালে একখণ্ড কাগজ সংগ্রহ করিয়া আমি পেগটীকে লিখিলাম—

"প্রিয় পেগটী, আমি এখানে নিরাপদে পৌঁছিয়াছি। বার্কিস্ রাজি আছে। মাকে ভালবাসা দিও। তোমার স্নেহমুগ্ধ কপারফিল্ড। পুনশ্চ—সে বলিয়াছে যে, সে তোমাকে এ কথা জানাইতে চাহে যে—বার্কিস্ রাজি আছে।"

ইয়ারমাউথে পেগটীর আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে আমার দেখা হইতে পারে ভাবিয়াছিলাম। লণ্ডনগামী গাড়ীখানা হোটেলের প্রাঙ্গণে অবস্থান করিতেছিল। আমি বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছি, এমন সময় একজন মহিলা বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "ব্লনডারষ্টোন থেকে, খোকা, তুমি এসেছ?"

বলিলাম, "হাঁ, ম্যাডাম্।"

মহিলাটি বলিলেন, "তোমার নামটা কি?"

আমি বলিলাম, "কপারফিল্ড, ম্যাডাম্।"

মহিলাটি বলিলেন, "ও নাম ত নয়। ঐ নামে কারও খাবার ব্যবস্থা এখানে করা হয় নি।"

আমি বলিলাম, "ম্যাডাম্, তবে কি মর্ডষ্টোনের নামে করা হইয়াছে?"

মহিলাটি বলিলেন, "তুমি যদি মাষ্টার মর্ডষ্টোনই, তবে প্রথমে অন্য নাম বলছিলে কেন?"

আমি তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি তখন ঘণ্টা বাজাইলেন। চাকর আসিলে তিনি বলিলেন, "উইলিয়ম্, কফি-ঘরে নিয়ে যাও।"

সে তাড়াতাড়ি আসিয়া যখন দেখিল, আমি এক জন বালক, তখন সে বিস্মিত হইল।

কফিপানের ঘরটি খুবই বড়। বড় বড় মানচিত্রে প্রাচীর পূর্ণ। আমি একটি আসনে উপবেশন করিলাম। পরিচারক আমার সম্মুখস্থ টেবলে চপ্, শাকসবজী-সিদ্ধ রাখিল।

অল্পকালের মধ্যে পরিচারক উইলিয়মের সহিত আমার ভাব হইয়া গেল। সে বলিল, "কাল এক জন মোটা লোক এখানে এসেছিলেন। তাঁর নাম টপ্‌সেয়ার। তুমি তাঁকে চেন?"

বলিলাম, "না, আমি ত চিনি না।"

পরিচারক বলিল, "তিনি কাল এসেছিলেন। মদ খেতে খেতে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। পরে মারা যান।"

সে আমার টেবলের উপর মদ রাখিয়া[illegible] এই লোকটির কাহিনী শুনিবার পর আমার ভয় হইল। তাহাকে সুরার পরিবর্তে জল দিবার জন্য অনুরোধ করিলাম।

সে বলিল, "আমাদের এখানে নিয়ম এই, কোন খাবার জিনিষ ফরমাস্ করার পর তা ফেলে রাখলে কর্তারা চ'টে যান। বেশ, তুমি যদি মদ না খাও, এটা আমিই খেয়ে ফেলছি। এতে আমার খুব অভ্যাস আছে। কোন অনিষ্ট হবে না।"

আমি তাহাকে উহা পান করিবার জন্য অনুমতি দিলাম। ভাবিয়াছিলাম, মদ খাইয়া লোকটা না মারা পড়ে। কিন্তু দেখিলাম যে, ঢক্ ঢক্ করিয়া সমস্ত সুরাটা গলাধঃকরণ করিয়া লোকটি সোজা হইয়াই রহিল, বরং তাহাকে প্রফুল্লতর দেখাইতে লাগিল।

আমার ডিসে তখন অনেক চপ্ ছিল। লোকটা বলিল, "এটা চপ্ ত? মদ খাবার পর চপ্ খেলেই মদের দোষটা কেটে যায়। খাব?"

আমি বলিলাম, "অনায়াসে।"

সে একখানা চপ্ ও একটা আলু পরিতোষসহকারে ভোগ লাগাইল। সেটা শেষ হইলে, আর একটা। তার পর আরও একটা। আমি খুসীমনে তাহার আহার দেখিতে লাগিলাম।

লোকটা তার পর পুডিং লইয়া আসিল। আমাকে খাইতে দেখিয়া সে বলিল, "কিসের পুডিং?"

তার পর সে মুখ নীচু করিয়া উহা দেখিতে লাগিল।

"ছানার পুডিং? বটে?" বলিয়া সে এক চামচ পুডিং মুখে ফেলিয়া বলিল, "এই পুডিংই আমার বড় প্রিয়।" বলিয়াই সে বলিল, "আচ্ছা দেখা যাক্, কার আগে শেষ হয়।"

সে বড় চাম্‌চে করিয়া এক-একবারে অনেকটা তুলিয়া লইতেছিল। তাহার সঙ্গে আমি পারিব কেন? পুডিং খাইয়া কেহ যে এত খুসী হইতে পারে, ইহা আমি পূর্বে দেখি নাই।

আহার-শেষে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, আমি কোথায় যাইতেছি?

বলিলাম, "লণ্ডনের কাছে।"

সে বলিল, "তাই না কি? কথাটা শুনে কিন্তু খুসী হলাম না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন?"

সে বলিল, "ঐখানটার খুব দুর্নাম আছে। একটি ছেলের বুকের পাঁজরা ওখানে ভেঙ্গে দিয়েছিল। আচ্ছা, তোমার বয়স কত বল ত?"

বলিলাম যে, আমার বয়স আট নয় হইতে পারে।

সে বলিল, "হাঁ, ঠিক ঐ বয়সেরই ছেলে ছিল না। ছেলেটার আট বছর ছ'মাস বয়সে তার প্রথম পাঁজরা

ভাঙ্গে। আট বছর আট মাস বয়সে দ্বিতীয় পাঁজরা ভেঙ্গে যায়।”

তাহার এই বর্ণনা শুনিয়া আমি উদ্বিগ্ন হইলাম।

এমন সময় ডাকগাড়ীর শৃঙ্গনাদ শুনিলাম। আমার মুদ্রাধার বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আমাকে কিছু দিতে হইবে কি না।

সে বলিল, “একখানা চিঠির কাগজের দাম বাকি। তুমি কি চিঠির কাগজ কিনেছ?”

আমার তখন মনে পড়িল, আমি পেগটীকে যে চিঠি লিখিয়াছিলাম, তাহারই দাম চাহিতেছে। লোকটা নিজেই আমাকে উহা আনিয়া দিয়াছিল। যাহা হউক, একখানি চিঠির কাগজের দাম তিন পেনী শুনিলাম।

লোকটা বলিল, “শুল্ক দিতে হয় কি না, তাই চিঠির কাগজের দাম ঐ রকম। তবে তোমাকে যে কালি এনে দিয়েছি, সেটার দাম আর দিতে হবে না। ওটা আমারই লোকসান।”

আমি বলিলাম, “তা তোমাকে কত দিতে হবে বল ত?”

সে অনেক ভণিতা করিল, অনেক রকম কথা বলিল। শেষে বলিয়া উঠিল, “আমি এক পয়সা নিতাম না, যদি ভাল জায়গায় থাক্‌তে পেতাম বা এখানকার কর্ত্তারা আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতেন। কিন্তু আমাকে খেতেও দেয় না, আর কয়লার ওপর শুয়ে থাক্‌তে হয়।” বলিতে বলিতে লোকটা কাঁদিয়া ফেলিল।

আমার অত্যন্ত দুঃখবোধ হইল। তাই আমার তিনটি শিলিং মুদ্রা হইতে একটি লইয়া তাহাকে প্রদান করিলাম। সে অত্যন্ত নম্রভাবে এবং শ্রদ্ধাসহকারে উহা গ্রহণ করিল।

আমি যখন গাড়ীতে উঠিতেছিলাম, তখন গৃহকর্ত্রী শকটচালককে যে কথা বলিলেন, তাহাতে আমার সত্যই লজ্জাবোধ হইল। সমস্ত খাবার আমি খাইয়া ফেলিয়াছি, পাতে এক টুকরাও পড়িয়াছিল না, এই কথাটা রটিয়া গিয়াছিল। গৃহকর্ত্রী বলিলেন, “জর্জ্জ, ছেলেটির দিকে একটু নজর রেখ, ওর পেট ফেটে না যায়।”

হোটেলের পরিচারকরা আমাকে দেখিবার জন্য সমবেত হইয়াছিল। তাহারা আমার দিকে চাহিয়া হাসিয়া ঢলিয়া পড়িতে লাগিল। উইলিয়মও সে দলে যোগ দিয়া হাসিতেছিল। সেই যে আমার সম্বন্ধে কথাটা রটাইয়াছে, তাহা বুঝিলেও আমি তাহার উপর ক্রোধ দেখাইতে পারিলাম না।

গাড়ী ছাড়িলে আমার গ্রোগ্রাস-ভোজনের কথাটা গাড়ীর যাত্রিমহলেও ছড়াইয়া পড়িল। সকলেই ঔৎসুক্যভরে আমার দিকে চাহিতে লাগিল। ঠাট্টা-বিদ্রূপও চলিতে লাগিল।

ব্যাপারটা আমার পক্ষে খুব রূঢ় হইয়াই উঠিল। কেহ কেহ এমন প্রশ্নও আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, স্কুলে দুই তিন জনের মত খাবার বরাদ্দ করা হইয়াছে কি না। সর্ব্বাপেক্ষা আশঙ্কার ব্যাপার এই দাঁড়াইয়াছিল যে, আহারের সময় আমাকে প্রায় অভুক্ত অবস্থাতেই থাকিতে হইবে। কারণ, বিরাট ভোক্তা বলিয়া যে দুর্নাম রটিয়াছিল, তাহা খণ্ডন করিবার জন্য ভোজনাগারে ক্ষুন্নিবৃত্তির উপযোগী আহার্য্যও আমি গ্রহণ করিতে পারিব না। তাহাতে হয় ত সারারাত্রি আমাকে ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

ঠিক তাহাই ঘটিল। রাত্রিকালে আহারের সময় গাড়ী নির্দ্দিষ্ট স্থানে থামিলে, সাহস করিয়া আমি কোন জিনিষ লইতে পারিলাম না। অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসিয়া আমি বলিলাম যে, আমার ক্ষুধা নাই, কিছুই লইব না। কিন্তু ইহাতেও বিদ্রূপের পরিমাণ হ্রাস পাইল না। এক জন স্থূলকায় ব্যক্তি গাড়ীতে আসিবার সময় সকল সময়েই স্যাণ্ডউইচের বাক্স হইতে স্যাণ্ডউইচ বাহির করিয়া পথে আহার করিতেছিলেন—বোতলের সুরাও বাদ যায় নাই। তিনি আমার আহারে অনিচ্ছা দেখিয়া মন্তব্য করিলেন যে, বোয়া সাপগুলি একবারেই এত অধিক ভোজন করে যে, শীঘ্র তাহার ক্ষুধার উদ্রেক হয় না।

আমরা ইয়ারমাউথ হইতে অপরাহ্ণ তিনটার সময় যাত্রা করিয়াছিলাম। পরদিন সকাল আটটায় আমাদের লণ্ডনে পৌঁছিবার কথা। তখন গ্রীষ্মকাল। অপরাহ্ণকালটি অত্যন্ত মনোরম ছিল। গ্রামের মধ্য দিয়া যখন গাড়ী চলিতেছিল, তখন পল্লীভবনগুলি দেখিতে পাইতেছিলাম। মনে হইতে লাগিল, কুটীরের লোকগুলি এখন কি করিতেছে, কেমন ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। বালক-বালিকার দল গাড়ী দেখিয়া তাহার পশ্চাতে ছুটিয়া আসিতেছিল, কেহ কেহ গাড়ীর পশ্চাতে চাপিয়া খানিক দূর আসিতেছিল। তাহাদিগকে দেখিয়া আমার মনে হইতেছিল, উহাদের পিতামাতা বাঁচিয়া আছেন কি না। উহারা সুখী কি না।

আমার মনে চিন্তার অন্ত ছিল না। সকল সময় বাড়ীর কথা মনে পড়িতেছিল। মা, পেগটী, ঘরের নানা দৃশ্য আমার শিশুচিত্তকে পীড়া দিতেছিল। মিঃ মর্ডষ্টোনকে দংশন করিবার পূর্ব্বে আমি বাড়ীতে কত ভাল ছেলে ছিলাম, সে চিন্তাও মনে পড়িতেছিল। এক-একবার মনে হইতেছিল, কোন্ সুদূর অতীতে আমি মিঃ মর্ডষ্টোনকে দংশন করিয়াছিলাম—সে যেন অনেক দিনের পুরাতন ঘটনা।

রাত্রিকালে শীত অনুভব করিতে লাগিলাম। দুই জন যাত্রীর মাঝখানে আমি বসিয়াছিলাম—পাছে আমি পড়িয়া যাই বলিয়া। তাঁহারা নিদ্রাবশে ঢুলিতেছিলেন এবং এমন ভাবে মাঝে মাঝে আমাকে চাপিয়া ধরিতেছিলেন যে, আমাকে বলিতে হইতেছিল, “ও! একটু স'রে বসুন!” কিন্তু তাহাতে তাহারা বিরক্ত হইতেছিলেন। কারণ, তাঁহাদের নিদ্রার ব্যাঘাত তাহাতে ঘটিতেছিল।

আমার সম্মুখে একটি বয়স্কা মহিলা বসিয়াছিলেন। উঁহার কাছে একটি ঝুড়ি ছিল। অন্যত্র রাখিবার সুবিধা না পাইয়া তিনি আমার পায়ের নীচে ঝোড়াটা বসাইয়া দিয়াছিলেন। কারণ, আমার পা ছোট, নীচে অনেকটা ফাঁক ছিল। ইহাতে আমাকে আড়ষ্টভাবেই বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল। পাছে আমার পা লাগিয়া ঝোড়ার কাচের জিনিসগুলি ভাঙ্গিয়া যায়, তজ্জন্য মাঝে মাঝে তিনি বলিতেছিলেন, "খোকা, বেশী নড়া-চড়া করো না।"

অবশেষে রাত্রি প্রভাত হইল—সূর্য্যোদয় হইল। ইহাতে যাত্রীদিগের নিদ্রাও লঘু হইয়া আসিল। ক্রমে সকলেই জাগিয়া উঠিলেন। কিন্তু মজা এই, প্রত্যেকেই বলিতে লাগিলেন, তাঁহাদের রাত্রিতে সুনিদ্রা হয় নাই। অথচ, প্রত্যেকেই নাসিকাধ্বনিসহকারে বেশ নিদ্রা দিয়াছিলেন।

দূর হইতে লণ্ডন সহর দেখিয়া আমার বিস্ময় জন্মিল। আমার প্রিয় নায়কগণ ঐ সহরে কত কি কাজ করিয়াছেন, কল্পনানেত্রে তাঁহাদের কার্য্যকলাপের ক্ষেত্র লণ্ডন সহরকে দেখিয়া আমার মন উদ্বেল হইয়া উঠিল। ক্রমেই সহরের সন্নিহিত হইতে লাগিলাম। অবশেষে হোয়াইট চ্যাপেল অঞ্চলের একটি সরাইখানার আমাদের গাড়ী থামিল। এইখানেই আমাদের নামিবার কথা। ঠিক মনে নাই, ব্লু বুল বা ব্লু বোর হোটেলেই আমাদের আশ্রয় লইবার ব্যবস্থা ছিল। গাড়ীর রং ঐ বর্ণের।

গাড়ীর রক্ষক আমাকে দেখিয়া হাঁকিতে লাগিল, "একটি ছোট ছেলে—মর্ডষ্টোন নামে একটি ছেলে আছে। তাকে এখানে নামিয়ে দেবার কথা। রেজেষ্ট্রী-কেতাবে ঐ নাম আছে কি? ব্লণ্ডারষ্টোন থেকে সে আস্‌ছে।"

কেহ উত্তর দিল না।

আমি নৈরাশ্যভরে তাকাইয়া বলিলাম, "দেখুন মশাই, কপারফিল্ড ব'লে একবার হাঁকুন ত।"

গার্ড তাহাই করিল। কিন্তু তথাপি কেহ কোন উত্তর দিল না।

আমি উৎকণ্ঠিতভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিলাম। এক জন বলিল যে, আমার গলায় একটা চাক্তি ঝুলাইয়া আস্তাবলে বাঁধিয়া রাখা হউক, যদি শেষে কেহ আসিয়া আমায় দাবী করে।

একটা সিঁড়ি লাগাইয়া দেওয়া হইল। বয়স্কা মহিলাটি আগে নামিলেন। তার পর আমি নামিলাম। যাত্রীরা সকলেই নামিয়া গাড়ী খালি করিয়া দিল। বাক্স-বিছানা নামাইয়া দিয়া গাড়ী প্রাঙ্গণ হইতে চলিয়া গেল। তখনও কেহ আমার জন্য আসিল না।

আমি টিকিট-ঘরে গিয়া এক পাশে বসিলাম। সেখানে এক জন কেরাণী কাজ করিতেছিল। আমি দুর্ভাবনায় অস্থির হইয়া উঠিলাম। যদি কেহ আমার খোঁজ করিতে না আসে, তাহা হইলে আমি কি করিব? আমার কাছে মাত্র সাত সিলিং আছে। তাহাতে কয় দিন চলিবে? তার পর অভুক্ত অবস্থায় আমি কি করিব? মিঃ মর্ডষ্টোন যদি এইরূপ কৌশল করিয়া আমায় নির্ব্বাসিত করিলেন কেন? গ্রামে পথ চিনিয়া ফিরিয়াই বা যাইব কি করিয়া? ফিরিয়া গেলেও এক পেগটী ছাড়া কে আমার সাহায্য করিবে? আমি যদি সেনাদলে ভর্ত্তি হইতে চাই, এতটুকু ছেলেকে কেন কর্ত্তারা লইবেন? নাবিক হিসাবেও কেহ আমাকে লইতে চাহিবে না।

এইরূপ সহস্র চিন্তায় আমি অস্থির হইয়া উঠিয়াছি, এমন সময় এক জন লোক সেই ঘরে আসিয়া কেরাণীর কাণে কাণে কি বলিলেন। কেরাণীটি আমায় ঠেলিয়া দিয়া দেখাইল।

লোকটি আমার হাত ধরিয়া বাহিরে আসিলেন। আমি একবার আড়চোখে তাঁহার দিকে চাহিলাম। মিঃ মর্ডষ্টোনের মতই লোকটির মুখমণ্ডল। তবে গাল তুবড়াইয়া গিয়াছে আর জুলপিও নাই—মুখমণ্ডল ক্ষৌরিত।

তিনি বলিলেন, "তুমিই বুঝি নূতন ছেলে?"

বলিলাম, "হাঁ, মহাশয়।"

অবশ্য আমি ঠিক জানিতাম না। তবুও অনুমান করিয়াই বলিলাম।

তিনি বলিলেন, "সালেম স্কুলের আমি এক জন শিক্ষক।"

আমি অভিবাদন করিলাম, কিন্তু ভয়ে আমার শরীর যেন হিম হইয়া আসিল। আমার বাক্স প্রভৃতি পড়িয়া রহিল দেখিয়া মনে করিলাম, তাঁহাকে সে কথা বলি। কিন্তু সাহস করিয়া প্রথমে বলিতে পারিলাম না। অবশেষে বলিয়া ফেলিলাম।

উভয়ে আবার ফিরিলাম। তিনি কেরাণীকে বলিয়া দিলেন যে, দ্বিপ্রহরে লোক আসিয়া উহা লইয়া যাইবে।

কিছু দূর চলিবার পর আমি বলিলাম, "যেখানে যাচ্ছি, সেটা কি অনেক দূর?"

"ব্লাকহিদের কাছে।"

আমি বিনয়নম্র স্বরে বলিলাম, "অনেক দূর?"

"তা দূর আছে বৈ কি। ছ' মাইল। আমরা গাড়ীতেই যাব।"

আমি এত শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়াছিলাম যে, আরও ছয় মাইল পথের কথায় ভাঙ্গিয়া পড়িলাম। আমি সাহস করিয়া তাঁহাকে বলিলাম যে, সারা রাত্রি আমি অভুক্ত ছিলাম। এখন তিনি যদি দয়া করিয়া আমায় কিছু খাবার কিনিয়া খাইতে অনুমতি দেন ত ভালই হয়।

আমার মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া তিনি বলিলেন যে, তাঁহার পরিচিত কোন লোকের বাসা কাছেই। সেখানে রুটী প্রভৃতি কিনিয়া খাওয়া চলিবে। দুধও সেখানে পাওয়া যাইবে। প্রাতরাশ সেখানেই সম্পন্ন করা ভাল।

একটি রুটীর দোকান হইতে পাঁউরুটী তিন পেন্স দিয়া কিনিয়া লইলাম। একটা মুদীর দোকান হইতে ডিম ও মাংস লইলাম। দ্বিতীয় শিলিং ভাঙ্গাইয়া তাহা হইতেই ক্রয়কার্য্য চালাইলাম। তার পর লণ্ডন-সেতুর উপর দিয়া হাঁটিয়া মাষ্টার মহাশয়ের কথিত পরিচিত ব্যক্তির ভবনে পৌঁছিলাম। পঁচিশটি দরিদ্র নারীর জন্য যে আশ্রমটি ছিল, তাহারই একাংশে আমরা গেলাম।

একটি ক্ষুদ্র দ্বার খুলিয়া শিক্ষক মহাশয় আমাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। দেখিলাম, এক জন নারী জল গরম করিতেছেন। বৃদ্ধা মাষ্টার মহাশয়কে দেখিয়া কি যেন বলিলেন। তার পর আমাকে দেখিয়া করে কর ঘর্ষণ করিয়া শিষ্ট সম্ভাষণের চেষ্টা করিলেন।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "এই ছোট ছেলেটির সকাল-বেলার খাবার তৈরী ক'রে দিতে পারবে?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "নিশ্চয় পারব।"

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "মিসেস্ ফিবিটসন্ আজ কেমন আছেন?" বলিয়াই তিনি পাশের একখানা বড় চেয়ারে উপবিষ্ট আর এক জন অতি-বৃদ্ধার দিকে চাহিলেন। আমি এতক্ষণ তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই।

প্রথম বৃদ্ধা বলিলেন, "ভাল নেই। আজ অবস্থা আরও খারাপ। আজ কোন গতিকে যদি আগুন নিভে যায়, তবে তাঁরও জীবন নিভে যাবে।"

উভয়েই সেই বৃদ্ধার দিকে চাহিলেন। আমি চাহিয়া দেখিলাম। যদিও আজ বড় গরম, কিন্তু মনে হইল, তিনি যেন আগুন ছাড়া থাকিতেই পারিতেছেন না।

যাহা হউক, আমার প্রাতরাশ প্রস্তুত হইল। সানন্দে আমি আহারে বসিলাম। প্রথম বৃদ্ধা তখন মাষ্টার মহাশয়কে বলিলেন, "বাঁশীটা তোমার সঙ্গেই আছে ত?"

তিনি বলিলেন, "আছে।"

বৃদ্ধা উৎসাহভরে বলিলেন, "তবে একটু বাজাও।"

মাষ্টার মহাশয় তাঁহার কোটের পকেট হইতে তিন টুকরা বাঁশী বাহির করিয়া উহা স্ক্রু-সংবদ্ধ করিলেন। তার পর বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। এতকাল পরেও আমার মনে হইতেছে, তেমন আনাড়ীর মত আর কেহ বাঁশী বাজাইয়াছে বলিয়া আমি শুনি নাই। এমন বিশ্রী কর্কশ আওয়াজ আমি কখনও শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

বাঁশী শুনিতে শুনিতে আমার ঘুম আসিল। কতক্ষণ তিনি বাজাইয়াছিলেন, জানি না। আমার তন্দ্রা ভাঙ্গিলে পর দেখিলাম, তিনি বাঁশীর পেঁচ খুলিতেছেন। যথাস্থানে বাঁশীটি রাখিয়া তিনি আমাকে লইয়া বাহির হইলেন। গাড়ী নিকটেই ছিল। তাহার ছাদে গিয়া বসিলাম। কিন্তু আমার এমন ঘুম পাইতেছিল যে, অবশেষে আমাকে ভিতরে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সেখানে যাত্রী ছিল না। আমি গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত হইলাম।

গাড়ী থামিতে আমি জাগিয়া উঠিলাম। আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি। "সালেম হাউস" অদূরে অবস্থিত। চারিপার্শ্বে প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে বিদ্যালয়টি অবস্থিত। দেখিতে প্রীতিপ্রদ বলিয়া মনে হইল না।

গেটের ভিতর দিয়া আমরা প্রবেশ করিলাম। ঘণ্টা বাজাইতে এক জন লোক আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। লোকটি হৃষ্টপুষ্ট। তাহার স্কন্ধদেশ বৃষের মত, একটা পা কাঠের। মাথার চুলগুলি ছোট করিয়া ছাঁটা।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "নতুন ছাত্র।"

কাঠের পা-ওয়ালা লোকটি আমার আপাদ-মস্তক দেখিয়া লইল। তার পর গেট বন্ধ করিয়া আমাদিগকে লইয়া চলিল।

ছায়াচ্ছন্ন বৃক্ষবীথির মধ্য দিয়া আমরা চলিতেছিলাম। সহসা একটা ছোট ঘরের কাছে দাঁড়াইয়া খঞ্জ লোকটি বলিল, "হ্যালো, মিঃ মেল্! মুচি জুতা-জোড়া ফিরিয়ে দিয়ে গেল। বলেছে, এ জুতো মেরামত করবার মত কিছু নেই। এই নাও।"

খঞ্জ লোকটা একজোড়া জুতা মাষ্টার মহাশয়ের দিকে ফেলিয়া দিল। তিনি উহা কুড়াইয়া লইয়া অপ্রসন্নভাবে এক-বার জুতাজোড়ার প্রতি চাহিলেন। তার পর আমাদের সঙ্গে আসিতে লাগিলেন।

স্কুল-বাড়ীটা নির্জ্জন বোধ হইতেছিল। মিঃ মেল্‌কে আমি সে কথা বলিতে তিনি বলিলেন যে, এখন ছুটীর সময়। ছেলেরা যে যাহার গৃহে ছুটী উপভোগ করিতে গিয়াছে। স্কুলের স্বত্বাধিকারী মিঃ ক্রিকেল পত্নী ও কন্যা সহ সমুদ্রতটে বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছেন। অবকাশসময়ে আমাকে এখানে পাঠাইবার প্রধান কারণ, কুকর্ম্মের জন্য আমাকে শাস্তি দেওয়া। মাষ্টার মহাশয় সকল কথাই আমায় খুলিয়া বলিলেন।

স্কুল-ঘরের দিকে চাহিয়া আমার মন বিষাদে পূর্ণ হইয়া গেল। ক্লাশগুলিতে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, বেঞ্চগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, কোথাও কালী পড়িয়াছে, ঘরের মধ্যে কাগজপত্র বিক্ষিপ্ত, ধূলিধূসরিত কক্ষতল।

মিঃ মেল্ আমাকে রাখিয়া উপরতলে গিয়াছিলেন। আমি চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতেছিলাম। সহসা এক স্থানে দেখিলাম, একখানি পোষ্টকার্ডে সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা আছে, "সাবধান, সে দংশন করিয়া থাকে।"

ভাবিলাম, নিকটে কোথাও কুকুর আছে বলিয়া এই সতর্ক-বাণী লেখা হইয়াছে। আমি ভয়ে একটা বেঞ্চের উপরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। এমন সময় মিঃ মেল্ ফিরিয়া আসিলেন। তখন আমি চারিদিকে সন্তর্পণে উঁকি মারিয়া দংশনকারী জীবের অস্তিত্বের সন্ধান করিতেছিলাম।

মিঃ মেল্ আমাকে তদবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি করিতেছি।

আমি বলিলাম, "আমি একটা কুকুর এখানে আছে কি না, দেখিতেছি।"

তিনি বলিলেন, "কুকুর? কোন্ কুকুর?"

"তবে কি সেটা কুকুর নয়?"

"কি বল্‌ছ তুমি?"

"ঐ যে লেখা আছে, সাবধান, সে দংশন করে?"

তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "না, কপারফিল্ড, ওটা কুকুরের জন্য লেখা হয়নি। একটা ছেলের জন্য। আমার উপর হুকুম আছে যে, ঐ বিজ্ঞাপনটা তোমার পিঠে ঝুলিয়ে দিতে হবে। প্রথমেই তোমার সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করতে আমার কষ্টবোধ হচ্ছে; কিন্তু এ কাজ আমায় করতেই হবে।"

তিনি আমাকে বেঞ্চের উপর হইতে নামাইয়া প্লাকার্ডটা আমার পৃষ্ঠদেশে ঝুলাইয়া দিলেন। উহা আমার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিতে লাগিল।

ঐ প্লাকার্ডের জন্য আমার মনে কি লজ্জা ও দুঃখের যন্ত্রণা হইতেছিল, তাহা অন্যের কল্পনারও অতীত। কেহ উহা পড়িতেছে কি না, তাহা আমার জানিবার উপায় না থাকিলেও আমি সর্ব্বদা কল্পনা করিতাম, নিশ্চয়ই কেহ না কেহ উহা পড়িতেছে। পশ্চাৎ ফিরিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইলেও মনে শান্তি হইত না। আমি সকল সময়েই মনে করিতাম, পশ্চাতে কেহ না কেহ দাঁড়াইয়া আছে। এক-পা খোঁড়া নিষ্ঠুর লোকটি সকল সময়েই আমার দুঃখে ইন্ধন প্রদান করিত। লোকটার হাতে কর্ত্তৃত্ব ছিল। আমি যখনই কোন বৃক্ষ বা দেওয়ালে হেলান দিয়া দাঁড়াইতাম, সে অমনই উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিয়া বলিত, "ওহে ছোক্‌রা—কপারফিল্ড, তোমার পিঠের ঐ জিনিষটা ভাল ক'রে দেখাও। তা যদি না কর, তোমার নামে আমায় দরখাস্ত লিখতে হবে।"

স্কুলের ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে আমি যখন বেড়াইতাম, তখন সকলেই—চাকর, মুদী, কসাই যাহারা স্কুলে আসিত, সকলেই আমায় দেখিত, আমার পৃষ্ঠদেশের লেখা পাঠ করিত। সকলেই জানিত, আমি দংশন করিতে অভ্যস্ত। সুতরাং আমার নিকট হইতে দূরে থাকা উচিত।

ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার একটি পুরাতন দরজা ছিল। দেখিলাম, সেই দরজার চৌকাঠে নানাবিধ নাম ক্ষোদিত—প্রত্যেক ছেলের নাম কুঁদিয়া কুঁদিয়া লেখা। একটি ছেলের নাম দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, তাহার নাম জে, ষ্টিয়ারফোর্থ। শুনিলাম, ছেলেটি খুব স্বাধীন-চেতা। মনে ভাবিলাম, এই ছেলেটি আসিয়া আমার পিঠের লেখাটি বড়-গলায় পড়িবে। তার পর আমার চুল ধরিয়া টানিবে। আর একটি ছেলের নাম—ট্রাডলস্। সে যেরূপ প্রকৃতির ছেলে শুনিলাম, তাহাতে এই ব্যাপার লইয়া নানা খেলাই খেলিবে। এমন ভাব দেখাইবে, যেন আমাকে দেখিয়া ভয় পাইয়াছে। জর্জ্জ ডিম্পল্ যেরূপ প্রকৃতির ছেলে, তাহাতে সে এই বিষয় গান করিতে থাকিবে।

নামগুলি পড়িয়া পড়িয়া বুঝিলাম, ৪৫টি ছাত্র এই বিদ্যালয়ে আছে। মিঃ মেলের নিকট জানিলাম, তাহারা প্রত্যেকেই আমার সহিত নানা ভাবে ব্যবহার করিবে। সকলেই বলিবে—"সাবধান, এ দংশন করে!"

সর্ব্বত্রই আমি এইরূপ দৃশ্য কল্পনা-নেত্রে দেখিতে পাইতাম। রাত্রিকালে শয্যায় শুইয়া আমি স্বপ্ন দেখিতাম, আমি যেন মার কাছে গিয়াছি। তিনি যেন নিমন্ত্রণে চলিয়াছেন। কিন্তু সকল সময়েই মানুষ আমার পৃষ্ঠদেশে ঐ লেখাটা দেখিতে পাইতেছে।

এই ভাবে নিরানন্দময় জীবন কাটিতে লাগিল। স্কুল খুলিবার দিন আসন্ন হইতেছিল, আমিও ক্রমে আরও উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছিলাম। প্রত্যহ মিঃ মেলের কাছে আমি পাঠ লইতাম, পাঠ দিতাম। কিন্তু মিঃ ও মিস্ মর্ডষ্টোন না থাকায় আমি লেখাপড়ায় ভাল হইতেছিলাম।

মিঃ মেল্ অনেক সময় আপিসের বিল প্রভৃতি লইয়া পরিশ্রম করিতেন। কার্য্য শেষ হইলে, তিনি তাঁহার বাঁশীটি লইয়া বাজাইতে আরম্ভ করিতেন। তখন মনে হ'ত, তাঁহার সমস্ত প্রাণ যেন বাঁশীর ছিদ্রপথে বাহির হইয়া যাইতে চাহে।

মিঃ মেল্ আমাকে বেশী কিছু বলিতেন না—আমার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহারও করিতেন না। উভয়ে কোনও কথা-বার্ত্তা না বলিয়াই পরস্পরের কাছে থাকিতাম। সময় সময় দেখিতাম, তিনি হাত-পা ছুড়িতেন, মুষ্টিবদ্ধ হাত ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিতেন। প্রথমতঃ ইহাতে ভয় পাইতাম, কিন্তু উহা আমার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

উল্লিখিত ভাবে এক মাস অতীত হইল। তার পর এক দিন দেখিলাম, কাঠের পা-ওয়ালা লোকটা এক বালতি জল ও ঝাড়ন লইয়া চারিদিকে ঘোরাফেরা করিতে লাগিল। বুঝিলাম, মিঃ ক্রিকেল ও ছাত্রবৃন্দের ফিরিয়া আসিবার সময় হইয়াছে। আমার ভুল হয় নাই; কারণ, ঝাড়ন অবশেষে ক্লাশঘরে দেখা দিল, আমরাও তথা হইতে নির্ব্বাসিত হইলাম। তার পর আরও দেখিলাম যে, দুই তিন জন যুবতী ঘন ঘন যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিল। ইহাদের দেখা পূর্ব্বে পাওয়া যায় নাই।

এক দিন মিঃ মেল্ আমায় জানাইলেন যে, সেই দিন অপরাহ্ণে মিঃ ক্রিকেল আসিয়া পৌঁছিবেন। অপরাহ্ণে চা-পানের পর শুনিলাম, তিনি আসিয়াছিলেন। রাত্রিতে শয়ন করিবার পূর্ব্বে কাঠের পা-ওয়ালা লোকটা আমায় তাঁহার কাছে লইয়া গেল।

আমরা যে অংশে বাস করিতাম, তাহার অপেক্ষা মিঃ ক্রিকেলের অংশ ভাল এবং আরামপ্রদ। তাঁহার গৃহ-সন্নিহিত উদ্যানটি মনোরম। বিদ্যালয়ের ক্রীড়া-প্রাঙ্গণের তুলনায় শ্যামবর্ণ। কারণ, ক্রীড়াপ্রাঙ্গণটি ছোট-খাট মরুভূমি বলিলেই চলে।

আমি মিঃ ক্রিকেলের সম্মুখে বেপমান-দেহে গমন করিলাম। আমি এমনই লজ্জাকুণ্ঠায় অধীর হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, প্রথমে মিসেস্ ও মিস্ ক্রিকেলকে লক্ষ্য করিতে পারি নাই। তাঁহারা উভয়েই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। দেখিলাম, এক জন মোটা-সোটা লোক আর্ম্ম-চেয়ারে উপবিষ্ট। তাঁহার কোটের পকেটে মোটা চেইন। ইনিই মিঃ ক্রিকেল। তাঁহার পার্শ্বে একটি গেলাস ও একটা বোতল।

মিঃ ক্রিকেল বলিলেন, "এই বুঝি সেই ছোকরা—এরই বুঝি দাঁত উকা দিয়া ঘ'ষে দিতে হবে? ঘুরিয়ে দাঁড় করাও ত।"

কাঠের পা-ওয়ালা লোকটা আমাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড় করাইল। পৃষ্ঠদেশের সেই প্ল্যাকার্ডটাই দেখান-উদ্দেশ্য। ভাল করিয়া দেখিবার পর আবার আমাকে মুখ সম্মুখে ফিরাইয়া দাঁড়াইতে হইল। এবার তাঁহার পাশেই যাইতে হইল। মিঃ ক্রিকেলের মুখমণ্ডল যেন অগ্নিময়, তাঁহার চক্ষু-যুগল ক্ষুদ্র, তাঁহার ললাটের শিরাগুলি মোটা, নাক ছোট, থুৎনি দীর্ঘ। তাঁহার মাথায় টাক, শুধু দুই পার্শ্বে শুভ্র পক্ক কেশ। তাঁহার কণ্ঠস্বর কিন্তু গুরুগম্ভীর নহে, যেন ফিস্‌-ফিস্ করিয়াই কথা কহেন।

মিঃ ক্রিকেল বলিলেন, "এই ছোকরা সম্বন্ধে কি রিপোর্ট আছে, বল।"

কাঠের পা-ওয়ালা লোকটা বলিল, "এ পর্য্যন্ত এর বিরুদ্ধে কিছু পাওয়া যায় নি। কোন সুযোগও ঘটে নি।"

আমার মনে হইল, মিঃ ক্রিকেল যেন হতাশ হইয়া পড়িলেন। মিসেস্ ও মিস্ ক্রিকেলের মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইল, তাঁহারা যেন হতাশ হন নাই।

আমাকে হাতছানি দিয়া তিনি ডাকিলেন, "এ দিকে আসুন, মশাই।"

কাঠের পা-ওয়ালা লোকটা অঙ্গভঙ্গী নকল করিয়া বলিল, "এ দিকে এস।"

আমার কাণ ধ'রিয়া মিঃ ক্রিকেল বলিলেন, "তোমার উপপিতাকে আমি জানি। তিনি লোক ভাল, তাঁর চরিত্রও ভাল। তিনি আমায় জানেন, আমিও জানি। তুমি আমায় চেন? কি বল?" বলিতে বলিতে তিনি আমার কাণে বেশ জোর দিয়া মোচড় দিলেন।

কাণের জ্বালায় অস্থির হইয়া আমি বলিলাম, "এখনও আপনার পরিচয় পাইনি।"

"এখনও পাওনি? বটে! কিন্তু শীঘ্র সে পরিচয় পাবে।"

কাঠের পা-ওয়ালা লোকটা বলিল, "হ্যাঁ, শীঘ্র পরিচয় পাবে!"

পরে দেখিয়াছি, মিঃ ক্রিকেলের প্রত্যেক কথার পুনরুক্তি করাই লোকটার কাজ।

আমি সত্যই খুব ভীত হইলাম। কাণ আমার জ্বলিয়া যাইতেছিল;—এত জোরে তিনি আমার কাণ মলিয়া দিয়াছিলেন।

অবশেষে কাণ ছাড়িয়া দিয়া তিনি পূর্ব্ববৎ অস্পষ্টস্বরে বলিলেন, "আমি কেমন লোক, তা তোমাকে জানিয়ে দেব। আমি সোজা লোক নই!"

কাণ ছাড়িবার সময় তিনি আরও জোরে মোচড় দিলেন।

কাঠের পা-ওয়ালা লোকটা বলিতেছিল, "আমি সোজা লোক নই।"

মিঃ ক্রিকেল বলিলেন, "আমি যখন বলি, এ কাজ আমি করবো, আমি নিশ্চয় তা করি। আমি যখন বলি, এ কাজ করাতেই হবে, আমি তা করিয়ে নেবই।"

কাঠের পা-ওয়ালা লোকটা তাহার প্রভুর কথাটার পুনরাবৃত্তি করিয়া গেল।

মিঃ ক্রিকেল বলিলেন, "আমি একগুঁয়ে লোক, সেটা জেনে রাখ। আমার কর্ত্তব্য আমি করবোই। আমার রক্ত-মাংসে যারা গ'ড়ে উঠেছে—" বলিয়াই তিনি পত্নী ও কন্যার দিকে চাহিলেন—"যদি আমার বিরুদ্ধে কোন কাজ করে, তাদের আমি নিজের ব'লে মনে করবো না। তাদের আমি ত্যাগ করি। ওহে, সে লোকটা আর এখানে এসেছিল?"

কাঠের পা-ওয়ালা লোকটা বলিল, "না।"

মিঃ ক্রিকেল বলিলেন, "না! সে আমাকে জানে কি না, তাই আসেনি। সে না এলেই ভাল। আমি তাকে আসতে নিষেধই করি।" বলিতে বলিতে তিনি টেবলের উপর মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। তার পর মিসেস্ ক্রিকেলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "সে আমায় চেনে কি না। ছোকরা, এখন তুমিও আমাকে একটু একটু চিনতে সুরু করেছ, বোধ হয়। যাও এখন। ওকে নিয়ে যাও।"

দেখিলাম, মিসেস্ ও মিস্ ক্রিকেল চক্ষু মুছিতেছেন। আমি নিজের জন্য ও তাঁহাদের জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। তাই যখন আমি সেখান হইতে চলিয়া যাইবার আদেশ পাইলাম, তখন আমি নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলাম। কিন্তু আমার মনে একটা আবেদনের কথা জাগিয়া উঠিয়াছিল। সেটা আমার নিজেরই কথা। সুতরাং আমি সাহস করিয়া বলিয়া উঠিলাম, "মহাশয়, আপনি যদি অনুগ্রহ ক'রে—"

মিঃ ক্রিকেল বলিলেন, "আবার কি?" বলিয়াই তিনি আমার দিকে এমন ভাবে চাহিলেন, যেন তখনই দৃষ্টিপাতে আমায় ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন।

আমি বলিলাম, "মহাশয়, আমি যা করেছি, সে জন্য খুবই দুঃখিত। কিন্তু আপনি যদি আদেশ দেন, তা হ'লে অন্যান্য ছাত্র আসবার আগেই আমার পিঠের এই লেখাটা নামিয়ে নিতে পারি—"

জানি না, আমাকে ভয় দেখাইতেছেন, অথচ প্রকৃতপক্ষে রাগিয়া উঠিয়াছেন কি না ; কিন্তু যে ভাবে চেয়ার ছাড়িয়া তিনি আমায় তাড়া করিলেন, তাহাতে আমি আর মুহূর্ত্ত-মাত্র বিলম্ব না করিয়া দৌড়িয়া নিজের শয়নকক্ষে গেলাম। দেখিলাম, কেহ আমাকে তাড়া করিয়া আসিতেছে না। তখন শয্যায় শয়ন করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম।

পরদিন সকালবেলা মিঃ সার্প ফিরিয়া আসিলেন। তিনি প্রধান শিক্ষক—মিঃ মেল্‌এর উপরওয়ালা। মিঃ মেল্ ছাত্রদিগের সঙ্গে আহার করিলেন। কিন্তু মিঃ সার্প মিঃ ক্রিকেলের সঙ্গেই আহারে বসিলেন। লোকটি একটু খঞ্জ এবং কৃশ। কিন্তু তাঁহার নাসিকাটি প্রকাণ্ড। মাথাটা তিনি এমন ভাবে বহন করেন, যেন সে ভার তাঁহার কাছে গুরু। তাঁহার কেশরাজি কুঞ্চিত এবং সুন্দর। কোন কোন ছাত্রের নিকট শুনিলাম, মিঃ সার্প পরচুলা ব্যবহার করেন এবং সপ্তাহে এক দিন উহাকে কৃত্রিম উপায়ে কুঞ্চিত করিয়া থাকেন।

খবরটা টমি ট্রাডেলস্‌ই আমাকে জানাইল। সেই সর্ব্বপ্রথম ছুটীর পর ফিরিয়া আসিয়াছে। সে আমাকে তাহার পরিচয় দিয়া আমার সম্বন্ধে সকল কথা জানিতে চাহিল।

ট্রাডেলস্ প্রথম ফিরিয়া আসিয়াছে—ইহা যেন আমারই সৌভাগ্যক্রমে। আমার পৃষ্ঠের লেখা দেখিয়া আনন্দ লাভ করিল কি না, বুঝা গেল না ; কিন্তু সে আমার পৃষ্ঠদেশ-বিলম্বিত প্ল্যাকার্ড দেখিয়া এত খুসী হইয়াছিল যে, সে আমাকে অন্যান্য ছেলের সহিত পরিচয় করাইয়া দিল। তাহার ফলে ছেলেরা আমাকে লইয়া যতটা বিদ্রূপ করিবে আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তাহারা তাহা করিল না। ছোট বড় সকল ছাত্রই আমার সহিত আলাপ করিল অবশ্য কয়েকজন ছাত্র আমাকে ঘেরিয়া নৃত্য করিল বটে, কেহ কেহ আমাকে দংশনকারী কুকুরের মত জানিয়া ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিল বটে, তাহাতে আমার চোখে জলও আসিয়াছিল সত্য, কিন্তু যেরূপ ভীষণ অবস্থা ঘটিবার আশঙ্কা হইয়াছিল, তাহা হইল না।

ষ্টিয়ারফোর্থ না আসা পর্য্যন্ত আমি প্রকাশ্যভাবে বিদ্যালয়ে গৃহীত হই নাই। এই ছাত্রটি দেখিতে সুন্দর এবং লেখাপড়াতেও ভাল। আমার অপেক্ষা সে অন্ততঃ ছয় বৎসরের বড়। হাকিমের সম্মুখে আসামীকে যে ভাবে লইয়া যায়, ছাত্ররা আমাকে সেইভাবে ষ্টিয়ারফোর্থের কাছে লইয়া গেল। সে সব কথা শুনিয়া বলিল যে, এরূপ শাস্তিদান অত্যন্ত অন্যায় এবং লজ্জাজনক। তাহার এই উক্তি হইতে আমি চিরদিনের জন্য তাহার অনুরাগী হইয়া পড়িলাম।

সে বলিল, "তোমার কাছে টাকাকড়ি কি আছে, কপারফিল্ড ?"

আমি বলিলাম, "সাত শিলিং আমার পুঁজি।"

সে বলিল, "টাকাটা তুমি আমার কাছে রা[illegible]ার। অবশ্য যদি তোমার ইচ্ছা হয়। যদি না হয়, রেখ [illegible]"

আমি তৎক্ষণাৎ পেগটী-প্রদত্ত মুদ্রাধার খা[illegible] [illegible]য়া তাহার হাতে সব টাকা প্রদান করিলাম।

সে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কিছু খরচ করতে চাও[illegible]"

বলিলাম, "না, ধন্যবাদ !"

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "তোমার ইচ্ছা যদি থাকে বল্‌তে পার। কি তোমার অভিপ্রায়, বল্‌লেই হবে !"

আমি আবার বলিলাম, "না, আমার কোন ইচ্ছা নাই।"

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "কয়েক শিলিং দিয়ে কিছু সুরা কেনা যেতে পারে। ঘুমোবার সময় একটু একটু পান করা যাবে। তুমি আমার ঘরেই থাকবে, তার ব্যবস্থা দেখ্‌ছি।"

সুরার কথাটা আমার আগে মনে হয় নাই। এখন কথাটা মনে লাগিল। তাহাকে বলিলাম যে, তাহাই করা যাইবে।

"আচ্ছা দু' শিলিংএর সুরা ত গেল। এক শিলিং দিয়ে বিসকুট কেনা যাবে। আর এক শিলিংএর বাদাম পিঠে, কেমন ?"

বলিলাম, "আমারও তাই সাধ।"

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "তার পর আর এক শিলিং দিয়ে কিছু ফল কেনা যাবে। কি বল, কপারফিল্ড ?"

সে হাসিতেছিল বলিয়া আমিও হাসিলাম ; কিন্তু মনে মনে আমি একটু শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম।

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "এ দিয়ে যা কিছু কেন্‌বার কেনা যাবে, এই হ'ল আমার কথা। তোমার জন্য আমি যথাসাধ্য করব, এ কথা জেনে রাখ। আমার যখন খুসী, বাইরে যেতে পারি। সেই সময় দরকারী জিনিষ গোপনে কিনে আনব।" বলিতে বলিতে সে টাকাগুলি তাহার পকেটে রাখিল এবং আমাকে নিশ্চিন্ত হইবার জন্য আশ্বাস দিল।

সে তাহার কথা-মত কাজ করিল। অবশ্য কাজটা যে ভাল নহে, তাহা আমার মনই বলিয়া দিতেছিল। মার দেওয়া দুখানি অর্দ্ধ-ক্রাউন মুদ্রার অপব্যবহার হইতেছিল, ইহা আমি ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলাম। শুধু যে কাগজ-খানায় মার লেখা ছিল, সেখানা আমি সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলাম। উহা আমার কাছে অমূল্য সম্পত্তি।

উপরে আমাদের শয়নকক্ষে যখন ষ্টিয়ারফোর্থ ও আমি মিলিত হইলাম, তখন দেখিলাম, সাত শিলিং মুদ্রার বিনিময়ে সে অনেক জিনিষই আনিয়াছে। আমার শয্যার উপর

জিনিষগুলি সে রাখিল। জ্যোৎস্নাধারা তাহার উপর আসিয়া পড়িল। সে বলিল, "এই নেও, কপারফিল্ড, তোমার সব জিনিষ।"

আমি তাহাকে সে সকল জিনিষ বিতরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। সে আমার বালিসের উপর বসিয়া সমবেত বালকদিগকে উহা সমান অংশে ভাগ করিয়া দিল। আমি তাহার বাম পার্শ্বে বসিয়াছিলাম।

চন্দ্রালোকিত ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে আমাদের পান-ভোজন চলিতে লাগিল। বালকরা ফিস্ ফিস্ করিয়া গল্প করিতে লাগিল। তাহাদের নিকট হইতে স্কুল সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা আমি জানিতে পারিলাম।

মিঃ ক্রিকেল এক জন জবরদস্ত শিক্ষক, সে কথা সত্য। তিনি বালকগণকে বেত্রাঘাত করিতে মজবুত। নিষ্ঠুর-ভাবে তিনি বেত্রচালনা করিয়া থাকেন। উহা ছাড়া তাঁহার আর কোনও বিষয়ে জ্ঞান নাই। স্কুলের নিম্নতন শ্রেণীর ছাত্রও যে লেখাপড়া জানে, মিঃ ক্রিকেল তাহাও জানেন না। আগে সামান্য দোকানদারী তিনি করিতেন। সে ব্যবসা নষ্ট হওয়ায় এখন স্কুল চালাইতেছেন—মিসেস্ ক্রিকেলের টাকা-কড়ি উড়াইয়া দিতেছেন। এ সকল কথা তাহারা কিরূপে জানিতে পারিল, তাহা ভাবিয়া আমি বিস্মিত হইলাম।

শুনিলাম, কাঠের পা-ওয়ালা লোকটার নাম—টঙ্গে। লোকটা ঘোর অসভ্য ও চাষা। আগে মিঃ ক্রিকেলের দোকানে লোকটা কাজ করিত। এখন সে-ও মিঃ ক্রিকেলের ন্যায় এই শিক্ষাদান-ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে। লোকটা মিঃ ক্রিকেলের কাজেই ঠ্যাং হারাইয়াছিল, তাঁহার জন্য অনেক প্রকার অসাধ্য কার্য্যও করিয়াছিল, তাই মিঃ ক্রিকেল তাহাকে সহকর্ম্মিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। টঙ্গে লোকটা স্কুলের সকল ছাত্র ও শিক্ষককে শত্রু মনে করিয়া থাকে। লোকের অনিষ্ট করিতে পারিলেই তাহার আনন্দ। শুনিলাম, মিঃ ক্রিকেলের এক প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র ছিল। সে টঙ্গেকে দেখিতে পারিত না। সেই পুত্র পিতার রূঢ় ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়াছিল। বিশেষতঃ, তাহার জননীর উপর পিতার আচরণের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়াছিল। ইহাতে মিঃ ক্রিকেল পুত্রকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেন। তদবধি মিসেস্ ও মিস্ ক্রিকেল অত্যন্ত দুঃখে জীবনযাপন করিতেছেন।

একটা কথা শুনিয়া বিস্ময় বোধ করিলাম—মিঃ ক্রিকেল একটিমাত্র ছাত্রকে ভয় করিয়া চলেন। তাহার গায় কখনও তিনি হাত তুলিতে সাহস করেন নাই। সে ছাত্র ষ্টিয়ারফোর্থ। এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে ষ্টিয়ারফোর্থ তাহার সমর্থন করিল। একবার মিঃ ক্রিকেল তাহার গায় হাত দিয়া দেখুন, কি মজা হয়! ষ্টিয়ারফোর্থের এই কথায় এক জন বালক জিজ্ঞাসা করিল, যদি তিনি ষ্টিয়ারফোর্থকে মারেন, তাহা হইলে সে কি করিবে? ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, সে এমন প্রহার দিবে যে, মিঃ ক্রিকেল বুঝিতে পারিবেন। কালির বোতল দিয়া মিঃ ক্রিকেলের মাথায় এমন আঘাত করিবে যে, তাহাকে অজ্ঞান হইয়া পড়িতে হইবে। অন্ধকার ঘরে আমরা কয়েক মুহূর্ত্ত রুদ্ধনিশ্বাসে বসিয়া রহিলাম।

কথায় কথায় জানিতে পারিলাম যে, মিঃ শার্প ও মিঃ মেল, উভয়েই অতি সামান্য বেতন পাইয়া থাকেন।

আলোচনা-প্রসঙ্গে জানা গেল যে, স্কুলের সকলেই জানে, মিস্ ক্রিকেল ষ্টিয়ারফোর্থের প্রেমে পড়িয়াছেন। ভাবিলাম, ষ্টিয়ারফোর্থের যেরূপ সুন্দর মুখ ও মিষ্ট কণ্ঠস্বর, তাহাতে তাহাকে ভালবাসা অসম্ভব নহে। মিঃ মেল অত্যন্ত দরিদ্র, তাহাও শুনিলাম। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা অতি দুঃখে জীবনযাপন করেন। এ কথা শুনিয়া আমার সে দিনের কথা মনে পড়িল। বৃদ্ধার গৃহে প্রাতরাশ—মিঃ মেলের বাঁশী বাজান। কিন্তু আমি সে কথা মুখ ফুটিয়া কাহাকেও বলিতে পারিলাম না।

পান ও ভোজন শেষ হইয়াছিল। সকলেই যে যাহার শয্যায় শুইয়া পড়িল। শুধু আমি ও ষ্টিয়ারফোর্থ আরও অনেকক্ষণ বসিয়া গল্প করিতে লাগিলাম। অবশেষে আমাদের শয়নের সময় আসিল।

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "কপারফিল্ড, শুভরাত্রি—বিদায়। আমি তোমার খবরদারী করব, কোন ভয় নেই।"

আমি মৃদু গুঞ্জনে বলিলাম, "তোমার অশেষ দয়া। এ জন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।"

হাই তুলিতে তুলিতে ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "তোমার বোন্ আছে?"

বলিলাম, "না।"

"বড় আপশোষের কথা, ভাই। যদি তোমার বোন্ থাকত, সে নিশ্চয় চমৎকার সুন্দরী হ'ত। তা হ'লে আমি তার সঙ্গে আলাপ করতাম। আচ্ছা, এখন তা হ'লে শোয়া যাক্—বিদায়।"

"শুভরাত্রি!"

যে যাহার শয্যায় শয়ন করিলাম। ষ্টিয়ারফোর্থের কথা ভাবিতে ভাবিতে আমি অনেকক্ষণ জাগিয়া রহিলাম। কি সুন্দর ইহার আকৃতি! কি মিষ্ট ইহার কণ্ঠস্বর! আমার মনে হইল, সে শক্তিমান পুরুষ। আমার মন তাহার প্রতি আরও আকৃষ্ট হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পরদিন স্কুল রীতিমত বসিল। ক্লাশে তখন বালকদিগের উচ্চ চীৎকার আরম্ভ হইয়াছে। হঠাৎ সব গণ্ডগোল থামিয়া গেল। ক্লাশগুলি নিস্তব্ধ। দেখিলাম, মিঃ ক্রিকেল প্রাঙ্গণের পর আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দৈত্যের মত তিনি বালকদিগের প্রতি চাহিলেন।

টঙ্গে তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া। "চুপ" শব্দটা উচ্চারণ করিবার প্রয়োজনই হইল না।

মিঃ ক্রিকেল বলিতে লাগিলেন, টঙ্গে তাহার প্রতিধ্বনি করিতে লাগিল, "ছাত্রগণ, তোমাদের পড়া নূতন ক'রে আরম্ভ হ'ল। খুব সাবধান হয়ে তোমরা চলবে। পড়ায় মন দাও। আমিও তাজা হয়ে এসেছি। না হ'লে তাজা শাস্তি পাবে! আমি রেহাই কাকেও দিব না। এমন দাগ রেখে দেব যে, মুছবে না। মনে থাকে যেন আমার কথা। নাও, কাজে লেগে যাও।"

মিঃ ক্রিকেল তার পর আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন যে, আমি যেমন দংশনবিদ্যায় ওস্তাদ, তিনিও তেমনই বেতমারায় ওস্তাদ।

সকলকে বেত উদ্যত করিয়া তিনি দেখাইলেন। দাঁতের অপেক্ষা বেতের জ্বালা বেশী কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সপাসপ আঘাত চলিতে লাগিল। আমার চোখে ধারা-বর্ষণ নামিল।

একা আমিই যে এইরূপে অভ্যর্থিত হইলাম, তাহা নহে। অল্পক্ষণের মধ্যে অর্দ্ধেক ছাত্র—বিশেষতঃ যাহারা বয়সে ছোট—তাহাদের পৃষ্ঠে বৃষ্টিধারার মত বেত পড়িতে লাগিল। পড়া আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই বেত্রাঘাতের জ্বালায় ছাত্রগণ শুধু কাঁদিয়া, যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি করিয়া অস্থির হইয়া উঠিল।

মিঃ ক্রিকেল বেতমারা ব্যবসাকে যেমন ভালবাসিতেন, এমন আর কোন বিষয়ের অনুরাগী তিনি ছিলেন না। পরিণত বয়সে যখন তাঁহার কথা মনে হয়, আমার শরীরের সমস্ত রক্ত ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিতে থাকে। এমন নিষ্ঠুর পশুপ্রকৃতির মানুষের হাতে ছাত্রবৃন্দের ভার থাকার মত মহাপাপ আর নাই। এই রকম লোকের সাহচর্য্যে তরুণ ছাত্রের যত অনিষ্ট হয়, এমন আর কিছুতেই সম্ভবপর নহে।

এক দিন খেলার সময় ট্রাডেলস্ মিঃ ক্রিকেলের ঘরের একটা জানালার শার্সি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। শাস্তিস্বরূপ সমস্ত বৎসরটাই প্রত্যহ তাহার পৃষ্ঠে বেত পড়িয়াছিল। শুধু একটা ছুটীর দিন, তাহার দুই হাতের উপর রুলের আঘাত করা হইয়াছিল।

ট্রাডেলসের একটা মহৎ গুণ ছিল, সে অন্যের অপরাধ মাথায় পাতিয়া লইত, তথাপি কে অপরাধ করিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিত না। এক দিন গীর্জ্জাঘরে ষ্টিয়ারফোর্থ হাসিয়া উঠিয়াছিল। গীর্জ্জার অধ্যক্ষ ট্রাডেলসকেই অপরাধী বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। তিনি তাহাকে গীর্জ্জাঘর হইতে টানিয়া লইয়া একটা ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এইরূপে দণ্ডিত হইয়াও ট্রাডেলস্ প্রকৃত অপরাধীকে ধরাইয়া দেয় নাই।

আমরা প্রায়ই দেখিতাম, মিস্ ক্রিকেলের হাত ধরিয়া ষ্টিয়ারফোর্থ গীর্জ্জা হইতে ফিরিতেছে। ইহাতে আমার মনে আনন্দ হইত। অবশ্য মিস্ ক্রিকেল, এমিলির মত সুন্দরী নহেন। তথাপি তাঁহার মধ্যে একটা আকর্ষণ ছিল, ইহা মনে হইত।

ষ্টিয়ারফোর্থ আমার বিশেষ বন্ধুস্থানীয় হইয়া আমাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। তাহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া কেহ আমাকে বিরক্ত করিতে সাহসী হইত না। তবে মিঃ ক্রিকেলের নির্য্যাতন হইতে সে আমাকে রক্ষা করিতে কোন দিন চেষ্টা করে নাই। শুধু আমাকে সে বলিত, আমি যদি তাহার মত একটু সাহস দেখাইতে পারি, তাহা হইলে নির্য্যাতন হইতে মুক্তি পাওয়া সম্ভবপর।

আমার পিঠের উপর প্লাকার্ড থাকায় মিঃ ক্রিকেলের বেত্রাঘাতে অনেকটা অসুবিধা হইতেছে দেখিয়া অবশেষে তিনি উহা আমার পৃষ্ঠদেশ হইতে খুলিয়া ফেলিয়াছিলেন।

ষ্টিয়ারফোর্থের সহিত আমার বন্ধুত্ব ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। এক দিন ক্রীড়া-প্রাঙ্গণে আমি ষ্টিয়ারফোর্থের সহিত আমার গৃহপাঠ্য গল্পের কোন নায়কের সহিত তাহার উপমা দিয়াছিলাম। সে সময় ষ্টিয়ারফোর্থ কোন কথা বলে নাই। পরে শয়নসময়ে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, সে বই আমার কাছে আছে কি না। উহা ছিল না। সে তখন বলিল, "গল্পগুলি তোমার মনে আছে?"

আমার স্মৃতিশক্তি প্রখর ছিল। বলিলাম, "আছে।" তখন প্রতি রাত্রিতে তাহাকে সেই সকল গল্প আমাকে শুনাইতে হইত। আরব্যরজনীর সে গল্পগুলি সে শুনিবেই।

ইহাতে একটা অসুবিধা আমার হইত। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া গল্প বলার ফলে আমার নিদ্রার আশা মিটিত না। কারণ, প্রত্যহ ভোরে আমাকে উঠিতে হইত। ইহাতে আমার অঙ্কগুলিও বিঘ্ন ঘটিত। ষ্টিয়ারফোর্থ কঠিন অঙ্কগুলি আমাকে কষিয়া দিত। ইহাতে আমার অনেক সাহায্য হইত।

পেগটী আমাকে চিঠি লিখিবে বলিয়াছিল। সে পত্র আসিল, সঙ্গে কেক্ এবং বিশুদ্ধ সুরাও কিছু পাঠাইয়াছিল। আমি জিনিষগুলি ষ্টিয়ারফোর্থের পায়ের কাছে রাখিয়া দিয়া বলিলাম, সে যেরূপ ভাবে ইচ্ছা করিবে, সেই ভাবেই ব্যবহৃত হইবে।

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "কপারফিল্ড, মদটা শুধু তোমার জন্য থাকবে। তুমি রাত্রিতে গল্প বলার সময় যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তখন পান করবে। এই আমার ব্যবস্থা।"

আমি প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও ষ্টিয়ারফোর্থ সে কথা গ্রাহ্য করিল না। সে সুরার বোতল নিজের ট্রাঙ্কে বন্ধ করিয়া রাখিল। আমি যখন রাত্রিতে গল্প বলিতে বলিতে শ্রান্ত হইয়া পড়িতাম, তখন সে উহা বাহির করিয়া আমাকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পান করিতে দিত।

আমাদের বিদ্যালয় শিক্ষা সম্বন্ধে ছাত্রবৃন্দের বিশেষ সহায়তা করিতে না পারিলেও আমি কিছু কিছু জ্ঞান

অর্জ্জন করিতে লাগিলাম। মিঃ মেল আমাকে সাহায্য করিতেন। তিনি সত্যই আমাকে ভালবাসিতেন। কিন্তু আমি দেখিতাম, ষ্টিয়ারফোর্থ তাঁহাকে গ্রাহ্য করে না। মাঝে মাঝে তাঁহার মনকে সে আঘাত করিত, অন্য বালককেও সে বিষয়ে উৎসাহিত করিত। আমি ইতিমধ্যে ষ্টিয়ারফোর্থের কাছে মিঃ মেলের দুই বৃদ্ধা দরিদ্র আত্মীয়ার কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলাম। এক-এক সময় আমার আশঙ্কা হইত, কোন দিন যদি সে কথা ষ্টিয়ারফোর্থ প্রকাশ করিয়া ফেলে!

এক দিন মিঃ ক্রিকেল অসুস্থতার জন্য স্কুলে না আসিয়া নিজের বাসায় ছিলেন। মিঃ শার্প তাঁহার ছদ্ম কেশরাজির প্রসাধন করিতে গিয়াছিলেন। সুতরাং স্কুলের ভার মিঃ মেলের উপর পড়িয়াছিল।

বালকগণ ক্লাশে এত গোলমাল করিতে লাগিল যে, মিঃ মেল তাহাদিগকে শান্ত করিতে পারিলেন না। ক্রমে চীৎকার, অশিষ্টতা চরমসীমায় উঠিল। মিঃ মেল আমার পাঠ লইতেছিলেন। কিন্তু গোলযোগে তিনি চুপ করিয়া টেবলের উপর মাথা রাখিলেন। কোন কোন বালক তাঁহাকে ভেঙ্‌চাইতেও ইতস্ততঃ করিল না। ক্রমে গল্প, খেলা, চীৎকার, উচ্চহাস্য এমন সীমা অতিক্রম করিল যে, মিঃ মেলের মত লোকেরও সহিষ্ণুতা টলিয়া গেল। সহসা তিনি টেবলের উপর বই চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন, "চুপ! এ সবের মানে কি? আর ত সহ্য করা যায় না। মানুষকে পাগল ক'রে দেয়! ছেলেরা, তোমরা আমার সম্বন্ধে কি ক'রে এ সব কচ্ছ?"

আমার বই লইয়াই তিনি টেবলের উপর আঘাত করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার পাশেই দাঁড়াইয়াছিলাম। দেখিলাম, বালকরা সহসা থামিয়া গেল। কেহ বিস্মিত, কেহ ভীত, কেহ কেহ বোধ হয় দুঃখিতও হইয়াছিল।

ষ্টিয়ারফোর্থ ক্লাশের সকলের শেষ বেঞ্চে বসিয়াছিল। সে প্রাচীরে হেলান দিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। তাহার দুই হাত কোটের পকেটে। সে মিঃ মেলের দিকে মুখ বন্ধ করিয়া চাহিয়াছিল। ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছিল, সে যেন শিস্ দিতেছিল। মিঃ মেল তাহার দিকে চাহিলেন।

তিনি বলিলেন, "মিঃ ষ্টিয়ারফোর্থ, চুপ কর!"

আরক্তমুখে ষ্টিয়ারফোর্থ বলিয়া উঠিল, "আপনি চুপ করুন। কাকে আপনি চুপ করতে বলছেন?"

মিঃ মেল বলিলেন, "ব'স, ব'স।"

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "আপনি বসুন। নিজের চরকায় তেল দিন।"

কেহ টিটকারী দিল, কেহ প্রশংসা করিল। কিন্তু মিঃ মেলের মুখ সাদা হইয়া গেল। ইহাতে আবার চারিদিক নিস্তব্ধ হইল।

মিঃ মেল বলিলেন, "ষ্টিয়ারফোর্থ, তুমি যদি ভেবে থাক যে, তোমার ক্ষমতার কথা আমি জানি না—তোমার প্রভাবে ছেলেরা কি রকম প্রভাবিত, তোমার ছোটরা তোমার ইঙ্গিতে আমার বিরুদ্ধে এই সব অত্যাচার করছে, তা হ'লে তুমি ভুল করেছ। আমি সব জানি।"

ষ্টিয়ারফোর্থ শান্তভাবে বলিল, "আমি আপনার সম্বন্ধে কোন কথাই ভাবিনি, সুতরাং আমার কোন ভুল হয়নি।"

"তুমি প্রিয়পাত্র ব'লে সেই অধিকার এখানে চালাচ্ছ—" বলিতে বলিতে মিঃ মেলের ওষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল—"সেজন্য এক জন ভদ্রলোককে অপমান পর্য্যন্ত করতে তোমার বাধে না।"

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "ভদ্রলোক? কোথায় তিনি?"

এমন সময় কেহ চীৎকার করিয়া উঠিল, "ধিক্ ষ্টিয়ারফোর্থ, ভারী অন্যায়!"

সে কণ্ঠস্বর ট্রাডেল্‌সের। মিঃ মেল্ তখনই তাহাকে থামিবার জন্য আদেশ করিলেন।

মিঃ মেল বলিতে লাগিলেন, তাঁহার ওষ্ঠ তখনও আবেগে কাঁপিতেছিল।

"যে সংসারে ভাগ্যলক্ষ্মীর দেখা পায় নি, তাকে অপমান করা, বিশেষতঃ যে ব্যক্তি কখনও তোমার সামান্যমাত্র অপকার করে নি, বিরক্তিজনক কাজ করে নি, তাকে অপমান করা হচ্ছে, এ কথাটা বুঝবার মত বয়স এবং জ্ঞান তোমার হয়েছে! এ কাজটা তোমার অন্যায় ও নীচতাসূচক। তোমার ইচ্ছা হয় বস্‌তে পার, ইচ্ছা হয় দাঁড়াতে পার। কপারফিল্ড, তোমার পড়া বল।"

ষ্টিয়ারফোর্থ সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বলিল, "কপারফিল্ড, একটু থাম। মিঃ মেল, আমি আপনাকে শেষ কথা ব'লে রাখ্‌ছি। আপনি আমাকে যখন হীন নীচ বলেছেন, তখন আমিও বলি, আপনি এক জন ভিখিরী। চিরদিন আপনি ভিখিরী, তা জানেন ত। কিন্তু আপনি নির্লজ্জ ভিখিরী!"

ঠিক মনে হইতেছে না, সে মিঃ মেলকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিল, অথবা মিঃ মেল তাহাকে আঘাত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কি না, অথবা কোন পক্ষেরই সেরূপ মনোভাব আদৌ ছিল কি না; কিন্তু তখনই সমস্ত ক্লাশ নিস্তব্ধ হইতে দেখিলাম। যেন সকলে প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে। দেখিলাম, মিঃ ক্রিকেল আমাদের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার পার্শ্বে টঙ্গে। মিসেস্ ও মিস্ ক্রিকেলও দ্বারপার্শ্ব হইতে উঁকি মারিতেছেন। তাঁহাদের মুখে আতঙ্কের ছায়া। মিঃ মেল দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ডেস্কের উপর অবনত হইয়া পড়িলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত তিনি সেই ভাবেই রহিলেন।

মিঃ ক্রিকেল মিঃ মেলের বাহুমূলে নাড়া দিয়া বলিলেন, "মিঃ মেল, আপনি আত্মবিস্মৃত হননি, বোধ হয়?"

মুখ তুলিয়া, মাথা নাড়িয়া মিঃ মেল বলিলেন, "না, মশাই, না। আমি আত্মবিস্মৃত হইনি। মিঃ ক্রিকেল, আপনি যদি আরও একটু আগে এসে দাঁড়াতেন, তা হ'লে আরও ভাল হ'ত। আমাকে এতটা করতে হ'ত না।"

মিঃ মেলের কণ্ঠস্বর কম্পিত হইয়া উঠিল।

কঠোর দৃষ্টিতে মিঃ মেলের দিকে চাহিয়া, মিঃ ক্রিকেল টঙ্গের স্কন্ধে একখানি হাত রাখিয়া ডেস্কের উপর বসিলেন। তার পর ষ্টিয়ারফোর্থের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মিঃ মেল যখন কিছু বল্‌বেন না, তখন তুমিই বল, ব্যাপারটা কি?"

ষ্টিয়ারফোর্থ প্রশ্নটা এড়াইয়া গিয়া তাহার প্রতিযোগীর দিকে ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিল। তখন তাহাকে এমনই মহান্ দেখিতে হইল যে, মিঃ মেল যেন তাহার কাছে নিষ্প্রভ হইয়া গেলেন।

অবশেষে ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "প্রিয়পাত্র কথাটা উনি কি জন্য বলেছেন শুনি?"

মিঃ ক্রিকেলের ললাটের শিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "প্রিয়পাত্র? কে এ সব কথা বলেছে?"

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, " উনি বলেছেন।"

সহকারীর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া মিঃ ক্রিকেল বলিলেন, "মশাই, এ কথা আপনি বলেছেন কেন?"

মৃদুস্বরে মিঃ মেল বলিলেন, "মিঃ ক্রিকেল, এ জন্যই বলেছি যে, কোন ছাত্র প্রিয়পাত্র বলেই আমাকে হেয় করবে, এমন অধিকার থাক্‌তে পারে না।"

মিঃ ক্রিকেল বলিলেন, "আপনাকে হেয় করেছে? কিন্তু আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি। কি নাম আপনার ;" বলিয়াই বেত্রসহ হাত তিনি বুকের উপর রাখিয়া মুদিতনেত্রে বলিলেন, "আপনি যখন প্রিয়পাত্র বা পেয়ারের ছাত্র ব'লে উল্লেখ কল্লেন, তখন আমার প্রতি যথোচিত সম্মান দেখিয়েছেন কি? আমি এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, আপনার মনিব, সে কথাটা ভুলে গেলেন কি ক'রে?"

মিঃ মেল বলিলেন, "না, সেটা যুক্তি-সঙ্গত কাজ হয়নি। আমি যদি উত্তেজিত না হতুম, তা হ'লে ও কথা আমি বলতাম না।"

এই সময়ে ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "তার পর উনি আমাকে হীন, নীচ বলেছেন। আমি তাতে ওঁকে ভিক্ষুক বলেছি, আমার রাগ না হ'লে ও কথা আমি বল্‌তুম না। কিন্তু আমি ব'লে ফেলেছি, তার শাস্তি নিতেও আমি রাজি আছি।"

এই কথাতেই ছাত্ররা সত্যই অভিভূত হইল। আমিও ষ্টিয়ারফোর্থের জন্য যেন গৌরব অনুভব করিলাম।

মিঃ ক্রিকেল বলিলেন, "ষ্টিয়ারফোর্থ, আমি সত্যই বিস্মিত হচ্ছি। অবশ্য তোমার সৎসাহস ও স্পষ্টবাদিতা দেখে আমি খুসী হয়েছি। কিন্তু তবু বল্‌ব, সালেম হাউসের যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের সম্বন্ধে ও শব্দটা প্রয়োগ করা তোমার সঙ্গত হয়নি।"

ষ্টিয়ারফোর্থ মৃদু হাসিল।

মিঃ ক্রিকেল বলিলেন, "ওটা ঠিক উ... হলো না। তোমার কাছে এর চেয়ে স্পষ্ট জবাব আমি চাই, ষ্টিয়ারফোর্থ।"

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "উনি সেটা অস্বীকার করুন।"

মিঃ ক্রিকেল বলিলেন, "উনি ভিখিরী, তা অস্বীকার করবেন? কোথায় উনি ভিক্ষা করতে যান?"

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "নিজে না করুন, ওঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়েরা ত ভিক্ষা করেন। ও একই কথা।"

সে আমার দিকে চাহিল। মিঃ মেল মৃদুভাবে আমার স্কন্ধে হাত চাপড়াইলেন। আমি চাহিয়া দেখিলাম—তখন অনুশোচনায় আমার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মিঃ মেল তখন ষ্টিয়ারফোর্থের দিকেই চাহিয়াছিলেন। কিন্তু আমার স্কন্ধে মৃদু করাঘাত করিতে বিরত হইলেন না।

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "মিঃ ক্রিকেল, আপনি আশা করেন, আমি যা বলেছি, তা সত্য ব'লে আমি প্রতিপন্ন করব। আমি বলছি, ওঁর মা দরিদ্রনিবাসে পরের দান নিয়ে বাস কচ্ছেন।"

মিঃ মেল তখনও ষ্টিয়ারফোর্থের দিকে চাহিয়া আমার পৃষ্ঠে মৃদু করাঘাত করিতেছিলেন। আমি যেন শুনিলাম, তিনি আত্মগতভাবেই বলিতেছিলেন, "ঠিক, যা ভেবেছি, তাই।"

মিঃ ক্রিকেল তাঁহার সহকারীর দিকে ফিরিয়া কৃত্রিম শিষ্টাচারসহ বলিলেন, "মিঃ মেল, এই ভদ্রলোক যা বল্‌ছেন, তা আপনি শুন্‌ছেন। এখন অনুগ্রহ ক'রে ছাত্রদের কাছে ওর ভ্রমসংশোধন ক'রে দিন।"

মিঃ মেল বলিলেন, "ওঁর ভুল হয়নি। সংশোধন করবার কিছু নেই। উনি যা বলেছেন, সর্ব্বৈব সত্য।"

মিঃ ক্রিকেল মাথা বাঁকাইয়া বলিলেন, "প্রকাশ্যভাবে তা হ'লে আপনি স্বীকার করুন যে, এখন ছাড়া, এ সংবাদ আমি পূর্ব্বে জানতাম না।"

মিঃ মেল বলিলেন, "সরাসরিভাবে আপনি জান্‌তেন না, এটা আমার মনে হয়।"

মিঃ ক্রিকেল বলিলেন, "কেন, আপনি নিজে তা কি ঠিক জানেন না?"

তাঁহার সহকারী বলিলেন, "আমার ধারণা, আমার আর্থিক অবস্থা ভাল নয়, এটা আপনি জান্‌তেন। আমি এখানে কত টাকা পাই, তাও আপনার নিশ্চয় জানা আছে।"

"মিঃ মেল, আপনি যদি মনে ক'রে থাকেন, এটা দাতব্য স্কুল, তা হ'লে আমি বল্‌ব, অতঃপর আমাদের বিচ্ছিন্ন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যত শীঘ্র তা হয়, ততই ভাল।"

মিঃ মেল আসন ছাড়িয়া বলিলেন, "এখনই উপযুক্ত সময়।"

মিঃ ক্রিকেল বলিলেন, "আপনার পক্ষে এটাই ঠিক সময়।"

কক্ষের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, আমার পৃষ্ঠে পূর্ব্ববৎ মৃদু করাঘাত করিতে করিতে মিঃ মেল বলিলেন, "মিঃ ক্রিকেল, বিদায়! তোমাদের সকলের কাছেই বিদায় চাইছি। জেম্‌স্ ষ্টিয়ারফোর্থ, আমি তোমার শুভকামনা ক'রে বলছি, এক দিন তুমি বুঝবে, আজ তুমি কি করলে, তখন হয় ত তোমার লজ্জা হবে। আপাততঃ তোমরা আমায় বন্ধু বলেই ভেব।"

আবার তিনি আমার স্কন্ধে মৃদু করাঘাত করিলেন। কয়েকখানি বই ও বাঁশীটা লইয়া তিনি চাবিটা ডেস্কের উপর রাখিলেন। তার পর স্কুল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

মিঃ ক্রিকেল এক লম্বা বক্তৃতা দিয়া ষ্টিয়ারফোর্থের করকম্পন করিলেন। আমরা সকলেই তাহার জয়ধ্বনি করিলাম। তখন দেখিলাম, টমি ট্রাডেল্‌সের নয়নে অশ্রুধারা ঝরিতেছে। মিঃ ক্রিকেল সে জন্য তাহার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিলেন।

মিঃ ক্রিকেল চলিয়া গেলে আমরা সকলেই পরস্পরের দিকে নীরবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম। আমি সত্যই অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়াছিলাম। আমি যদি সে দিনের ঘটনা না জানাইতাম, তাহা হইলে ষ্টিয়ারফোর্থও এ কথা জানিতেই পারিত না।

ট্রাডেল্‌স বলিল যে, মিঃ মেলএর সঙ্গে ভারী খারাপ ব্যবহার করা হইয়াছে।

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "ওগো খুকী, কে তার সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করলে?"

ট্রাডেল্‌স্ বলিল, "কেন, তুমি।"

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "আমি কি করলাম?"

ট্রাডেল্‌স্ বিদ্রূপভরা কণ্ঠে বলিল, "কি করেছ তুমি? তুমি তাঁর মনে আঘাত দিয়েছ, তাঁকে চাকরী ছাড়িয়েছ।"

ষ্টিয়ারফোর্থ উপেক্ষা-ভরে বলিল, "তাঁর মনের আঘাত? আমি জানি, তাঁর মন দু'দিনে ভাল হয়ে যাবে। মিস্ ট্রাডেল্‌স্, তাঁর মন তোমার মত নয়। তবে তাঁর চাকরী গেল—এ চাকরী কি ভারী মূল্যবান্, শুনি? তুমি কি ভাবছ, ওঁর কথা আমি বাড়ীতে জানাব না? উনি কিছু টাকা পান, সে ব্যবস্থা আমি করবো না, ভাবছ?"

ষ্টিয়ারফোর্থের এই উদারতায় আমরা মুগ্ধ হইলাম। সকলেই জানিত, ষ্টিয়ারফোর্থ ধনী মাতার পুত্র। এই বিধবা তাঁহার একমাত্র সন্তানকে বিশেষ স্নেহ করেন। সে যাহা চাহে, তাহার মাতা তখনই তাহা পূর্ণ করেন।

কিন্তু সে দিন রাত্রিতে গল্প বলিবার সময় কিছুতেই আমি মিঃ মেলের কথা ভুলিতে পারি নাই। সকল সময়েই মনে হইতেছিল, তাঁহার বাঁশী আজ বড় করুণ সুরেই যেন বাজিতেছে।

বৎসরের এই অর্দ্ধাংশ কালে স্কুলে আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। সে কাহিনী অত্যন্ত জরুরী।

এক দিন অপরাহ্নকালে টঙ্গে আসিয়া সংবাদ দিল যে, আমার সঙ্গে কেহ কেহ দেখা করিতে আসিয়াছেন।

শুনিয়াই মনে হইল, আমার মা বোধ হয় আসিয়াছেন। মিস্ মর্ডষ্টোন ও তাঁহার ভ্রাতাও আসিতে পারেন।

দরজা খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেই দেখিলাম, মিঃ পেগটী ও হ্যাম্ দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা আমাকে দেখিয়া যেন দেওয়ালের সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছিল। আমি না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। পরস্পর পরস্পরের কর-কম্পন করিলাম। কথা বলিতে গিয়া আনন্দের আতিশয্যে আমার চোখে জল আসিল। আমি খালি হাসিতে লাগিলাম। সেই সঙ্গে ঘন ঘন রুমালে চোখ মুছিলাম।

মিঃ পেগটী আসিয়া অবধি একবারও মুখ খুলে নাই। সে আমাকে দেখিয়া বিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। হ্যামকে সে কথা বলিবার জন্য খোঁচা দিল।

হ্যাম্ বলিল, "মাষ্টার ডেভি, কেঁদো না। তুমি ত বেশ বড় হয়ে উঠেছ!"

অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া বলিলাম, "তাই না কি! আমি বড় হয়েছি?"

কাঁদিবার কিছু ছিল না। শুধু পুরাতন বন্ধুগণকে দেখিয়া আমার অন্তর উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল।

হ্যাম্ বলিল, "মাষ্টার ডেভি, সত্যি তুমি দেখ্‌তে যেন বড় হয়েছ!"

মিঃ পেগটী বলিল, "নিশ্চয় বড় হয়েছ!"

তাহারা আবার আমায় হাসাইল। তখন তিন জনেই হাসিতে লাগিলাম। অবশেষে আমি বলিলাম, "মিঃ পেগটী, মা কেমন আছেন, জান? পেগটীর খবর কি, সে কেমন আছে?"

মিঃ পেগটী বলিল, "খুব ভাল আছে।"

"খুদে এমিলি, মিসেস্ গমিজ?"

"সবাই ভাল আছে।"

কিছুক্ষণ আমরা নীরব রহিলাম। ইতিমধ্যে মিঃ পেগটী দুইটি প্রকাণ্ড গলদা চিংড়ি, একটা বিরাটাকার কাঁকড়া এবং এক ঝুলি-বোঝাই কুচাচিংড়ি বাহির করিল।

মিঃ পেগটী বলিল, "তুমি যখন আমাদের ওখানে গিয়েছিলে, সে সময় এই সব জিনিষ খেতে ভালবাস্‌তে ব'লে আমরা সাহস ক'রে এনেছি। বুড়ী-মা এগুলি সিদ্ধ ক'রে দিয়েছে।"

আমি ধন্যবাদ জানাইলাম।

হ্যাম্ হাসিতেছিল। মিঃ পেগটী বলিল, "আমরা তোমাকে দেখ্‌তে এখানে এসে পড়েছি। আমার বোন আমাকে লিখেছিল যে, যদি কখনও এ-দিকে আসি, যেন মাষ্টার ডেভির খবর নিয়ে যাই। এমিলি আমার বোনকে চিঠি লিখে জানাবে যে, তুমি ভাল আছ।"

আমি আবার তাহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বলিলাম যে, এমিলি বোধ হয় এত দিনে বড় হইয়াছে। তাহার রুচিরও হয় ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

মিঃ পেগটী বলিল, "সে এখন বড়-সড়ই হয়েছে। হ্যাম্‌কে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ।"

হ্যাম্ সম্মতিসূচক হাস্য করিল।

মিঃ পেগটী বলিল, "তার মুখ এমন সুন্দর হয়েছে!"

হ্যাম্ বলিল, "তার পর লেখা-পড়া।"

মিঃ পেগটী বলিল, "তার হাতের লেখা! কি সুন্দরই তার লেখার ছাঁদ!"

মিঃ পেগটী তাহার প্রিয়পাত্রীর গুণবর্ণনায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল। শুনিয়া আমারও মনে আনন্দ জন্মিল। মিঃ পেগটীর বলিষ্ঠ দেহ এমিলির কথা বলিবার সময় আন্দোলিত হইতেছিল। তাহার সরলতাপূর্ণ নেত্রযুগল ভাবাবেগে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার বিশাল, বিস্তৃত বক্ষোদেশ ঘন ঘন স্ফীত হইয়া উঠিল। হ্যাম্‌ও তাহাতে যোগ দিল।

তাহারা আরও বলিয়া যাইত; কিন্তু সহসা ষ্টিয়ারফোর্থ সেখানে আসিয়া পড়ায় তাহাদের আলোচনা অর্দ্ধপথে থামিয়া গেল। ষ্টিয়ারফোর্থ একটা গানের কলি শিস্ দিয়া আবৃত্তি করিতে করিতে আসিয়াছিল। গৃহের এক কোণে দুই জন অপরিচিতের সহিত আমাকে আলোচনায় নিরত দেখিয়া সে শিস্ দেওয়া বন্ধ করিল। সে বলিয়া উঠিল, "ও, কপারফিল্ড, তুমি ব্যস্ত আছ, তা আমি জানতাম না।"

সে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, আমি তাহাকে থামাইলাম। আমার এই হিতকারী বন্ধুটিকে আমার পুরাতন বন্ধুগণের সহিত পরিচয় করাইয়া দিবার প্রবল আগ্রহ দমন করিতে পারিলাম না।

বলিলাম, "ষ্টিয়ারফোর্থ, যেও না, ভাই। এরা আমার বন্ধু—ইয়ারমাউথে থাকেন, নৌকা এঁদের বাসভবন। ভারী ভাল লোক। আমার ধাত্রীর এঁরা বন্ধু ও আত্মীয়। গ্রেভসেণ্ড থেকে আমাকে দেখতে এসেছেন।"

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "ওঁদের দেখে আমি খুসী হলুম। কেমন আছেন, আপনারা?"

তাহার ব্যবহারে এমন একটা সহজ সরলতা ও অমায়িকতা ছিল যে, আমি গর্ব্বে স্ফীতহৃদয় হইয়া উঠিলাম। তাহার সুন্দর মুখমণ্ডল, রমণীয় শ্রী যে কোনও লোককে আকৃষ্ট করে। আমার পুরাতন বন্ধুরা তাহার ব্যবহারে খুব খুসী হইল বুঝিলাম।

আমি বলিলাম, "মিঃ পেগটী, তুমি যখন বাড়ীতে চিঠি লিখবে, তখন তাদের জানিয়ে দিও, মিঃ ষ্টিয়ারফোর্থ আমার প্রতি বিশেষ সদয়। ও এখানে না থাকলে আমার এখানে থাকাই দায় হ'ত।"

হাসিতে হাসিতে ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "দূর পাগল! না, না, আপনারা ও সব কথা শুনবেন না। তাঁদের কাছে ও সব কথা লিখবেন না যেন!"

আমি বলিলাম, "মিঃ পেগটী, আমি যদি নরফোক্ কি সফোকে যাই, আর মিঃ ষ্টিয়ারফোর্থ সেখানে যায়, তা হ'লে জেনে রাখ, আমি ঠিক ওকে ইয়ারমাউথে নিয়ে যাব। ষ্টিয়ারফোর্থ, ওঁদের বাড়ী তুমি দেখনি—নৌকা হতে ওঁরা বাড়ী তৈরী করেছেন।"

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "নৌকার বাড়ী? ঠিক হয়েছে। ওঁরা যে রকম লোক, বাড়ীও তার উপযুক্ত।"

হ্যাম্ বলিল, "ঠিক বলেছেন, মশাই। মাষ্টার ডেভি, ভদ্রলোক যা বলেছেন, ঠিক কথাই বলেছেন!"

মিঃ পেগটী খুসী হইয়াছিল। তবে ভাষায় তাহার সন্তোষ প্রকাশ করিতে পারিতেছিল না।

অবশেষে সে বলিল, "আমরা জেলে—প্রাণপণ ক'রে আমাদের কাজ ক'রে যাই। ধন্যবাদ, আপনাকে ধন্যবাদ!"

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "মিঃ পেগটী, যারা ভাল লোক, তারা নিজের কাজ ভাল ক'রেই ক'রে থাকে।"

মিঃ পেগটী বলিল, "আমাদের বাড়ী সাধা-সিধা, দেখবার মত তাতে কিছু নেই। আপনি যদি কখনো দয়া ক'রে মাষ্টার ডেভির সঙ্গে গরীবের কুটীরে যান, আমরা খুবই খুসী হব।"

তাহারা বিদায় লইল। ক্ষুদে এমিলির কথা ষ্টিয়ারফোর্থকে বলিবার জন্য আমার খুবই আগ্রহ হইয়াছিল, কিন্তু পাছে সে হাসিয়া উঠে, তাই বলিতে পারিলাম না।

মিঃ পেগটী যে সকল মৎস্য প্রভৃতি আনিয়াছিল, আমরা সকলে মিলিয়া তাহা পরিতোষ সহকারে ভোজন করিলাম।

বৎসরের অর্দ্ধকাল স্কুলে কেমন করিয়া অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহার সকল কথা এখন আর সুস্পষ্ট মনে নাই। তবে ক্রমে ক্রমে ছুটীর দিন আগাইয়া আসিতে লাগিল। আমার আশঙ্কা ছিল যে, আর আমি গৃহে যাইতে পাইব না। সে আহ্বান আসিবে না। কিন্তু এক দিন ষ্টিয়ারফোর্থ জানাইল যে, বাড়ী যাইবার জন্য আমার আহ্বান আসিয়াছে।

তার পর এক দিন সত্যই আমি ইয়ারমাউথ রেলগাড়ীতে স্থান পাইলাম। রাত্রিকালে গাড়ীর মধ্যে শয়ন করিয়া বারবার আমার তন্দ্রা টুটিয়া গেল। কত রকমের স্বপ্ন দেখিলাম—সালেম হাউস, মিঃ ক্রিকেল—ক্রীড়া-প্রাঙ্গণ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রাত্রি-প্রভাতের পূর্ব্বেই একটা চটিতে গাড়ী আসিয়া থামিল। এই পান্থনিবাসে আমি পূর্ব্বে আসি নাই। এখানে উত্তম শয্যায় শয়ন করিলাম।

বেলা ৯টার সময় মিঃ বার্কিসের গাড়ী আমাকে গৃহে লইবার জন্য আসিবে। বেলা ৮টায় উঠিয়া আমি প্রস্তুত হইলাম। মিঃ বার্কিস্ নিরূপিত সময়ে হাজির হইল। আমার বাক্স গাড়ীর মধ্যে তুলিয়া দেওয়া হইল। গাড়ী চলিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, "মিঃ বার্কিস্, তুমি বেশ ভাল আছ দেখ্‌ছি।"

সে তাহার কোটের হাতা দিয়া নিজের গণ্ডদেশ একবার ঘষিয়া লইল। কিন্তু কোনও উত্তর দিল না।

আমি বলিলাম, "মিঃ বার্কিস্, তোমার কথা আমি পেগটীকে লিখে জানিয়েছিলাম।"

সে বলিল, "আঃ।"

কিছু ইতস্ততঃ করিয়া আমি বলিলাম, "কাজটা কি ঠিক হয়নি, মিঃ বার্কিস্?"

মিঃ বার্কিস্ বলিল, "কেন? না।"

"খবর দেওয়া ভাল হয়নি?"

সে বলিল, "খবর ঠিকই দিয়েছ। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। ঐখানেই শেষ।"

কথাটা বুঝিতে না পারিয়া বলিলাম, "শেষ হয়ে গেছে, মিঃ বার্কিস্?"

আমার দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া সে বলিল, "কিছু ফল হয়নি। কোন উত্তর পাওয়া যায় নি।"

আমি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলাম, "তুমি কি মনে করেছিলে যে, পত্রের উত্তর পাবে?"

মিঃ বার্কিস্ বলিল, "যখন কোন মানুষ বলে যে, সে রাজি আছে, তখন সে আশাই করে যে, একটা উত্তর সে পাবে।"

"তার পর?"

মিঃ বার্কিস্ বলিল, "তার পর লোকটা সেই অবধি উত্তরের প্রতীক্ষা করছে।"

শকটচালক অশ্বের কাণের উপর দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছিল।

"তাকে তুমি সে কথা জানিয়েছ, মিঃ বার্কিস্?"

"না। তার কাছে যাবার সময় আমার হয়নি। ছটার বেশী কথাও আমি তার সঙ্গে এ পর্য্যন্ত বলিনি। ও কথাটা তাকে গিয়ে আমি বল্‌তে পারিনে।"

আমি সন্দেহদোলায় দুলিতে দুলিতে বলিলাম, "কথাটা আমি তাকে বল্‌তে পারি কি?"

মিঃ বার্কিস্ বলিল, "তা তুমি বল্‌তে পার—অবশ্য যদি ইচ্ছা হয়। তুমি বল্‌তে পার—বার্কিস উত্তরের অপেক্ষা ক'রে আছে। কি তার নাম?"

"তার নাম?"

মাথা নাড়িয়া বার্কিস্ বলিল, "হ্যাঁ।"

"পেগটী।"

মিঃ বার্কিস্ বলিল, "ডাক নাম, না, আসল পদবী?"

"তার ডাক নাম ক্লারা।"

"তাই না কি?"

মিঃ বার্কিস্ আর কোন কথা কহিল না। চুপ করিয়া বসিয়া যেন মনে মনে শিস্ দিতে লাগিল। খানিক পরে সে বলিল, "তুমি বল্‌বে, পেগটী, বার্কিস্ উত্তরের অপেক্ষা ক'রে আছে। সে বল্‌বে—সেটা কি? তুমি বল্‌বে, বার্কিস্ রাজি আছে।"

বলিতে বলিতে সে তাহার কনুই দিয়া আমার পাঁজরায় আঘাত করিল। তার পর আর সে কোন কথা বলিল না। অর্দ্ধঘণ্টা পরে সে এক টুকরা খড়িমাটী লইয়া গাড়ীর একাংশে লিখিল, "ক্লারা পেগটী।"

গৃহে ফিরিয়া যাওয়ার মধ্যে একটা বিচিত্র অনুভূতি আছে। আগে যখন মা, আমি ও পেগটী এই তিন জন ছিলাম, আর কেহ ছিল না, তখন কি আনন্দের দিনই না গিয়াছে। এখন যেন সে সকল স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়।

আমাদের বাড়ী ক্রমে দৃষ্টিপথে পড়িল। গাছগুলির অন্তরাল হইতে আমাদের গৃহ দেখা যাইতেছিল।

বাগানের ফটকের কাছে বার্কিস্ আমার বাক্স নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। আমি উদ্যানপথে বাড়ী চলিলাম। বাতায়নের দিকে চাহিলাম—ভয় হইতেছিল, পাছে মিঃ ও মিস্ মর্ডষ্টোনের সহিত চোখোচোখি হয়। কিন্তু কাহারও মুখ দেখা গেল না। আমি দরজা খুলিয়া নিঃশব্দে লঘুপদে ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

মার কণ্ঠস্বর কাণে গেল। তিনি যেন মৃদুকণ্ঠে গান গাহিতেছিলেন। আমাকে কৌশলে ঘুম পাড়াইবার সময় যেমন ঘুম-পাড়ানিয়া গান গাহিতেন, তেমনই গান।

আমার মনে হইল, মা যেন একাই আছেন। আমি মৃদু চরণে সেই ঘরে প্রবেশ করিলাম। তিনি অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসিয়াছিলেন। তাঁহার কোলে শিশু। মা তাহাকে স্তন্য পান করাইতেছিলেন। শিশুর ছোট হাতটি তাঁহার অংসোপরি ন্যস্ত। মা শিশুর মুখের দিকে তাকাইয়াছিলেন।

আমি কথা বলিতেই তিনি চমকিয়া উঠিলেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি আদর করিয়া আমার নাম ধরিয়া আমাকে ডাকিলেন—ছুটিয়া আসিয়া আমাকে টানিয়া লইয়া মুখে চুমা দিলেন। তাঁহার বক্ষোদেশে আমার মাথা রাখিলেন। কোলের শিশুর হাতটি তিনি আমার ওষ্ঠের উপর মৃদু চাপিয়া ধরিলেন।

আমার মনে হইল, তখন আমার মৃত্যু হইলেই ভাল হইত।

মা বলিলেন, "এটি তোমার ভাই। ডেভি, আমার যাদু, আমার মাণিক!" মা পুনঃ পুনঃ আমায় চুমা দিতে লাগিলেন—বুকে চাপিয়া ধরিলেন।

এমন সময় পেগটী ছুটিয়া আসিল। সে আমাদের দুই জনকে লইয়া প্রায় পনের মিনিট পাগলের মত ব্যবহার করিতে লাগিল।

বুঝিলাম, এত শীঘ্র আমি আসিব, তাহা কেহ ভাবে নাই। বাকিস্ অনেক আগেই আমায় পৌছাইয়া দিয়া গিয়াছে। মিঃ ও মিস্ মর্ডষ্টোন কোথায় বেড়াইতে গিয়াছেন। রাত্রির পূর্ব্বে তাঁহারা বাড়ী ফিরিবেন না। আমি ইহা আশা করি নাই। আমরা তিন জন যে নিরুপদ্রবে আবার কিছুক্ষণ থাকিতে পাইব, তাহা আমার কল্পনারও অতীত ছিল। ভাবিলাম, আবার পূর্ব্বের দিন যেন ফিরিয়া আসিয়াছে।

আমরা অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসিয়া আহার করিতে লাগিলাম। পেগটী আমাদিগকে আহার্য্য পরিবেষণ করিতে গেলে, মা তাহাতে আপত্তি জানাইয়া তাহাকেও আমাদের সহিত আহারে বসাইলেন। আমার পুরাতন প্লেটে আমাকে আহার্য্য দেওয়া হইল। এত দিন পেগটী উহা অন্যত্র লুকাইয়া রাখিয়া দিয়াছিল। আমার পুরাতন পানপাত্র বাহির হইয়া আসিল। যে ছোট কাঁটা-চামচ আমি ব্যবহার করিতাম, তাহাও পেগটী বাহির করিয়াছিল।

আহারে বসিয়া মিঃ বার্কিসের কথাটা পেগটীকে বলিবার সুবিধা মনে করিলাম। আমার বক্তব্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই পেগটী হাসিতে হাসিতে মুখে রুমাল চাপা দিল।

মা বলিলেন, "পেগটী, ব্যাপার কি?"

পেগটী শুধু হাসিতেই লাগিল। সে হাসি আর থামে না। সে মুখে রুমাল জোরে চাপিয়া ধরিতেই মা তাহা জোর করিয়া খুলিয়া ফেলিলেন।

হাসিতে হাসিতে মা বলিলেন, "কি করিস্ বল ত, পেগটী! কথাটা বলই না।"

পেগটী হাসিতে হাসিতে বলিল, "লোকটা আমায় বিয়ে করতে চায়।"

মা বলিলেন, "এ বিয়ে ত ভাল। কেমন, নয় কি?"

পেগটী বলিল, "আমি জানিনে। আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। সে যদি সোনা দিয়েও তৈরী হয়, তবু আমি তাকে নিতে পারিনে। অন্য কাকেও আমার নেবার উপায় নেই।"

মা বলিলেন, "তবে সে কথাটা তাকে ব'লে দিলেই হয়।"

রুমাল হইতে মুখ তুলিয়া পেগটী বলিল, "কাকে বলুব? সে ত এ বিষয়ে আমাকে একটা কথাও বলে নি। সে যদি সাহস ক'রে কোন দিন আমার কাছে কোন প্রস্তাব করত, আমি তার গালে এক চড় বসিয়ে দিতুম।"

তাহার আরক্ত মুখমণ্ডল পূর্ব্ববৎই ছিল। তথাপি সে মুখের উপর আবার রুমাল চাপা দিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড হাসির বন্যা বহিয়া চলিল। এইরূপে আমাদের ভোজ অগ্রসর হইল।

মা যদিও হাসিতেছিলেন, তথাপি মনে হইল, তিনি যেন গভীর চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমি আসিয়াই মার চেহারার পরিবর্ত্তন দেখিয়াছিলাম। অবশ্য তাঁহার মুখমণ্ডল খুবই সুন্দর তখনও ছিল। তবে তাঁহার বাহু অত্যন্ত শীর্ণ এবং সাদা হইয়া গিয়াছিল। আকৃতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাঁহার ব্যবহারেও পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম। মা যেন অত্যন্ত চিন্তাকুল এবং উদ্বিগ্ন দেখিলাম। মা অনেকক্ষণ পরে পেগটীর বাহুমূলে হাত রাখিয়া বলিলেন, "পেগটী, তুমি সত্যি বিয়ে করতে চাচ্ছ না?"

"আমি, ম্যাডাম্? ভগবান্ জানেন, কখনই না।"

মা কোমল-কণ্ঠে বলিলেন, "আজকালই বিয়ে করবে না?"

পেগটী দৃঢ়-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কখনই না।"

মা তাহার একখানি কর গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "পেগটী, আমায় ছেড়ে যেও না। আমার কাছেই তুমি থাক। বোধ হয়, বেশী দিন দরকার হবে না। তুমি না থাকলে আমার কি ক'রে চল্‌বে?"

পেগটী বলিয়া উঠিল, "আমি আপনাকে ছেড়ে যাব? আপনি তাঁর স্ত্রী। আমি জগতের বিনিময়েও আপনাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। কেমন ক'রে এ কথাটা আপনি ভাবতে পারলেন?"

অনেক সময় পেগটী মাকে যেন ছোট মেয়েটির মত ব্যবহার করিত।

মা কোনও উত্তর দিলেন না, শুধু তাহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। পেগটী নিজের মনেই বলিয়া চলিল, "আমি আপনাকে ছেড়ে চ'লে যাব? পেগটী আপনার কাছ থেকে অন্য জায়গায় যাবে? না, না, পেগটী তা করবে না। অবশ্য এমন অনেক বেড়াল আছে, যারা আমি গেলে সুখী হয়, কিন্তু পেগটী তাদের সুখী হবার অবকাশ দেবে না, ঠাকরুণ! আমি থাকায় তাদের খুব রাগ, কষ্ট হবে জানি। তাই আমি আপনাকে কখনই ছেড়ে যাব না। বুড়ী অথর্ব্ব যত দিন না হচ্ছি, আমি থাকবই। তার পর যখন কাণে শুনতে পাব না, খোঁড়া হয়ে পড়ব, চোখে দেখতে পাব না, দাঁত সব প'ড়ে যাবে, যখন কোন কাজে লাগব না, সবাই আমার খুঁত দেখে বেড়াবে, তখন আমি ডেভির কাছে যাব। তাকে বলুব, সে যেন আমাকে কাছে রাখে।"

আমি বলিয়া উঠিলাম, "আমি তোমাকে তখন পেয়ে কৃতার্থ হব। আমি তোমাকে রাণীর মত আদরে কাছে রাখ্‌ব।"

পেগটী বলিল, "ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন, বাছা। আমি জানি, তুমি তা পার, তা করবে।" সে আমাকে চুমায় চুমায় আচ্ছন্ন করিয়া দিল। তার পর আবার

রুমালখানা মুখে চাপিয়া মিঃ বার্কিসের প্রসঙ্গ লইয়া হাসিতে লাগিল। তার পর সে খোকাকে দোলা হইতে কোলে তুলিয়া লইল। খোকাকে আদর করা হইলে, সে আহার্য্যাধারের টেবল হইতে সরাইয়া ফেলিল। সমস্ত কাজ সারিয়া পেগটী আর একটা টুপী মাথায় দিয়া সেলাইয়ের কাজ লইয়া আসিল।

অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসিয়া আমরা আনন্দে নানারূপ আলোচনা করিতে লাগিলাম। আমি তাহাদিগকে নিষ্ঠুর-প্রকৃতি মিঃ ক্রিকেলের কথা বলিলাম। তাঁহারা শুনিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তার পর ষ্টিয়ারফোর্থ কি সুন্দর ছেলে, তাহাও বর্ণনা করিলাম। সে আমার কিরূপ হিতৈষী, তাহাও বলিয়া ফেলিলাম। শুনিয়া পেগটী বলিল যে, এমন ছেলেকে দেখিবার জন্য সে অনায়াসে ২০ মাইল হাঁটিয়া যাইতে পারে।

খোকার ঘুম ভাঙ্গিলে আমি তাহাকে কোলে লইয়া আদর করিতে লাগিলাম। সে আমার কোলে ঘুমাইয়া পড়িল। পুরাতন অভ্যাস অনুসারে আমি মার পাশে পাশেই বেড়াইতে লাগিলাম। মার কণ্ঠদেশ বাহুবেষ্টনে জড়াইয়া ধরিলাম। মা আমার মুখের দিকে নত হইলেন। তাঁহার সুন্দর কেশরাজি আমার মুখের উপর ছড়াইয়া পড়িল। আমি তখন আপনাকে অত্যন্ত সুখী বলিয়া মনে করিলাম।

অগ্নিকুণ্ডের দিকে চাহিয়া আমি বসিয়া রহিলাম, আমার মনে হইতেছিল যে, আমি বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও যেন যাই নাই। মিঃ ও মিস্ মর্ডষ্টোন যেন ছবির মানুষ, বাস্তব জীবনে কখনও তাহাদের সংস্রবে যেন আসি নাই। মনে হইতেছিল, সবই মিথ্যা। সত্য শুধু মা, আমি ও পেগটী।

সেলাই করিতে করিতে হঠাৎ পেগটী বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, ডেভির ঠাকুরমার কি হ'ল বলুন ত? তাঁর কোন খবরই ত নেই!"

মা যেন নিদ্রোত্থিত হইয়া চেয়ার ছাড়িলেন। তার পর হাসিয়া উঠিলেন, "পেগটী, কি যা তা ব'কে যাচ্ছ?"

পেগটী বলিল, "কিন্তু ম্যাডাম, এ ব্যাপারে সত্যি আমার বিশেষ বিস্ময় বোধ হচ্ছে।"

মা বলিলেন, "হঠাৎ আজ তাঁর কথা তোমার মগজে এল কেন? আর কারও কথা মনে পড়ছে না কেন?"

পেগটী বলিল, "কেন, তা জানিনে। অন্য কোন লোকের কথা আমার মনে আসছে না। আমি কেবল ভাবছি, তাঁর কি হলো?"

"কি বাজে কথা বলছ তুমি, পেগটী। তোমার কথা শুনলে মনে হয় যে, তিনি আবার আসেন, এটা যেন তোমার ইচ্ছে।"

পেগটী বলিয়া উঠিল, "ভগবান্ করুন, যেন তা না হয়!"

মা বলিলেন, "তবে ও কথার আলোচনা ছেড়ে দেও, আমার ভাল লাগে না। মিস্ বেট্‌সি সমুদ্রধারের কুটীরে দরজা বন্ধ ক'রে ব'সে আছেন। ঐ ভাবেই তিনি থাকবেন। যাই হোক, তিনি ভবিষ্যতে আমাদের আর বিরক্ত করবেন না।"

পেগটী যেন আত্মগতভাবেই বলিল, "না। তা হয়ে কাজ নেই। তবে আমি ভাবি, তিনি ম'রে গেলে ডেভিকে কিছু দিয়ে যাবেন কি না।"

মা বলিলেন, "কি বলছ তুমি, পেগটী! কি বোকা মেয়ে তুমি। তুমি জান, ডেভি জন্মেছে বলেই তিনি বিরূপ হয়ে গেছেন। আবার ঐ রকম আশা তুমি কর?"

পেগটী বলিল, "আমার মনে হয়, তিনি ডেভিকে কোন দিন ক্ষমা করবেন না।"

মা তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে বলিলেন, "এ কথা তোমার মনে আসছে কেন? ক্ষমার কথা বলছ কেন?"

পেগটী বলিল, "ডেভির এখন আর একটা ভাই হয়েছে ব'লে।"

মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন যে, পেগটী কি করিয়া এ কথা বলিতে সাহস করিল?

তিনি বলিলেন, "এই নির্দ্দোষ শিশু কার কি দোষ করেছে—তোমার কি ক্ষতি করেছে? এত ঈর্ষা কেন? তুমি বরং মিঃ বার্কিসকে বিয়ে কর গে। কেন করবে না?"

পেগটী বলিল, "তাতে মিস্ মর্ডষ্টোন খুসীই হবে।"

মা বলিয়া উঠিলেন, "পেগটী, তোমার কি সন্দিগ্ধ মন। তুমি মিস্ মর্ডষ্টোনকে খেলো করতে চাও—তাঁর সম্বন্ধে যা তা ভাব। চাবী তোমার কাছেই রাখ, জিনিষপত্র সব নিজেই বার ক'রে দেও, কেমন না? তুমি জান, সদুদ্দেশ্যেই তিনি সব করে থাকেন।"

পেগটী মৃদুস্বরে কি বলিল, ভাল বুঝা গেল না।

মা বলিলেন, "জানি, তুমি কি বলতে চাচ্ছ। কিন্তু এখন মিস্ মর্ডষ্টোনের কথাই হচ্ছে, সে কথাটাই আলোচনা করা যাক। তার পর অন্য কথা হবে তুমি তাঁকে প্রায়ই বলতে শুনেছ যে, আমি অত্যন্ত উদাসীন, অত্যন্ত—"

"সুন্দর"—পেগটী বলিয়া উঠিল।

মা বলিলেন, "হাঁ, তাই। যদি বোকার মত তিনি সে কথা বলেন, তা হ'লে সেটা কি আমার দোষ?"

পেগটী বলিল, "কে তা বলছে?"

মা বলিলেন, "তুমি কি তাঁকে প্রায় বলতে শোননি যে, এখন কাজের আমি উপযুক্ত নই, তাই তিনি সকাল-বেলা উঠে, সব জায়গায় ঘুরে, এটা সেটা নাড়াচাড়া করেন। কোথায় কয়লা, কোথায় কি আছে না আছে, সব খোঁজ নেন। এই যে সকাল-সন্ধ্যা ব্যস্ততা, এটা কি তাঁর মন্দ কাজ—ভালবাসেন বলেই না এত কষ্ট করা।"

পেগটী বলিল, "আমি তাঁকে ত দোষ দিচ্ছি না"

"হ্যাঁ, দোষ তুমি দিয়ে থাক। নিজের কাজ ছাড়া তুমি আর কিছুই কর না। অথচ তুমি দোষ খুঁজে বেড়াও। তাতে তুমি আমোদ পাও। মিঃ মর্ডষ্টোনের অভিপ্রায়েও তুমি দোষ ধ'রে থাক।"

পেগটী বলিল, "আমি তাঁর বিষয়ে কোন কথাই বলিনে!"

মা বলিলেন, "না পেগটী, অস্বীকার করো না। তুমি দোষ ধ'রে থাক। কিন্তু সত্যি তিনি এক জনকে ভাল-বাসেন। অবশ্য আমারই জন্য। তার ভালর জন্যই তিনি কিছু কঠোর হয়েছেন। আমি দুর্ব্বল, আমি অবিবেচক, তাই তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে শুধু এক জনের কল্যাণকামনায় এ সব করেছেন। এ জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।"

পেগটী কোনও উত্তর করিল না; গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিল। তাহার দৃষ্টি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের দিকে।

মা বলিলেন, "পেগটী, আমরা যেন পরস্পরকে ভুল না বুঝি। তোমার আমার মধ্যে মনোমালিন্য হ'লে তা আমি সহ্য করতে পারব না। তুমিই আমার প্রকৃত বন্ধু। আমি তোমাকে যা-ই বলি, আমি জানি, জগতে তোমার মত বন্ধু আমার আর কেহ নেই। মিঃ কপারফিল্ড প্রথম যে দিন আমাকে এখানে নিয়ে আসেন, তুমিই আমাকে গেটের কাছ থেকে ঘরে এনেছিলে।"

পেগটী নীরব রহিল না। বন্ধুত্বের পরিচয় দিল—মার সঙ্গে তাহার মিলন হইয়া গেল।

চা-পানের পর আমি পেগটীকে আমার বই পড়িয়া শুনাইলাম। তার পর স্কুলের কথা উঠিল। আমি বার বার করিয়া ষ্টিয়ারফোর্থের কথা তাহাকে শুনাইলাম।

রাত্রি দশটার সময় গাড়ীর চাকার শব্দ শোনা গেল। মা আমাকে তাড়াতাড়ি ঘুমাইবার জন্য বলিলেন। ছেলেদের এত রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকা মিঃ ও মিস্ মর্ডষ্টোন পছন্দ করেন না। আমি মাকে চুম্বন করিয়া উপরে চলিয়া গেলাম।

পরদিন সকালবেলা প্রাতরাশে যাইবার সময় আমার কেমন অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। আমার সেই অপরাধের পর মিঃ মর্ডষ্টোনের সহিত আর চোখাচোখি হয় নাই। যাহা হউক, যখন যাইতেই হইবে, ইতস্ততঃ করিয়া কোন লাভ নাই। অনেক কষ্টে অবশেষে বৈঠকখানা-ঘরে প্রবেশ করিলাম।

তিনি অগ্নিকুণ্ডের ধারে পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। মিস্ মর্ডষ্টোন চা তৈয়ার করিতেছিলেন। আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি চাহিলেন। কিন্তু কোন কথাই বলিলেন না।

এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিয়া আমি তাঁহার কাছে গেলাম। বলিলাম, "আমায় ক্ষমা করুন, স্যার। আমি যা করেছি, সে জন্য আমি অনুতপ্ত। আশা করি, আপনি আমায় ক্ষমা করবেন।"

তিনি বলিলেন, "তোমার কথা শুনে খুসী হলুম, ডেভিড।"

আমি যে হাতে দংশন করিয়াছিলাম, তিনি সেই হাতই প্রসারিত করিলেন। একটি লাল দাগ তখনও ছিল। আমার দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল। কিন্তু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আমি যে রক্তরেখা তাঁহার আননে দেখিলাম, হাতের লোহিত চিহ্ন তত মারাত্মক নহে।

মিস্ মর্ডষ্টোনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, "আপনি কেমন আছেন?"

হাত বাড়াইয়া না দিয়া তিনি চা-র পেয়ালা আমার দিকে আগাইয়া দিলেন। বলিলেন, "কত দিন ছুটীর আর আছে?"

"এক মাস, ম্যাডাম্।"

"কবে থেকে?"

"আজ থেকে, ম্যাডাম্।"

মিস্ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "ওঃ! তবে আজ এক দিন ক'মে গেল!"

আমার ছুটীর হিসাব তিনি রাখিতে লাগিলেন। প্রতি-দিন সকালে তিনি একটা করিয়া দিন বাদ দিতে ভুলিতেন না। এইরূপে দশ দিন চলিয়া গেল। যতই ছুটীর দিন কমিতেছিল, তিনি যেন প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছিলেন।

প্রথম দিনেই আমি মিস্ মর্ডষ্টোনের চিত্তক্ষেত্রে বিক্ষোভের ঝড় তুলিয়াছিলাম। আমার দুর্ভাগ্য। মা ও তিনি ঘরের মধ্যে যখন গল্প করিতেছিলেন, সেই সময় আমি তথায় গিয়াছিলাম। খোকা ভাইটি তখন আমার মার কোলে ছিল—তাহার বয়স কয়েক সপ্তাহ হইয়াছিল। আমি তাহাকে সযত্নে আমার কোলে তুলিয়া লইয়াছিলাম। ইহাতে মিস্ মর্ডষ্টোন এমন চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন যে, আর একটু হইলেই খোকা আমার কোল হইতে পড়িয়া যাইত।

"মা বলিলেন, "প্রিয় জেন্!"

মিস্ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "ভগবানের দোহাই, ক্লারা দেখলে না তুমি?"

"কি দেখব, জেন্? কোথায়?"

মিস্ মর্ডষ্টোন বলিয়া উঠিলেন, "ওকে নিয়েছে যে ছেলেটা খোকাকে নিয়েছে।"

ভয়ে অস্থির হইয়া তিনি তাড়াতাড়ি আমার কোল হইতে খোকাকে কাড়িয়া লইলেন। তার পর তাঁহার মূর্চ্ছা হইল। ব্রাণ্ডিপানে তবে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদিত হয়। জ্ঞান হইলে তিনি আমায় বলিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে কোন অজুহতেই আমি যেন খোকাকে না কোলে করি। আমার মাও তাহাতে সায় দিয়া বলিলেন, "জেন্, তুমি ঠিক কথাই বলেছ।"

আর এক দিনের কথা। আমরা তিন জনে বসিয়াছিলাম। মা খোকাকে কোলে লইয়াছিলেন। তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া মা ডাকিলেন, "ডেভি, এ দিকে আয় ত, বাবা।"

আমার মুখের দিকে চাহিয়া মা বলিলেন, "দুজনে এক রকম দেখ্‌তে হয়েছে। দুই জনের চোখ একই রকমের। আমার চোখ পেয়েছে। দু'জনের চোখ একই রকমের।"

মিস্‌ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "কি বলছ তুমি, ক্লারা ?"

মা স্খলিত-কণ্ঠে বলিলেন, "ডেভির চোখ খোকার চোখ ঠিক এক রকমের।"

ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া মিস্‌ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "সময় সময় তুমি ঘোর বোকার মত কথা ব'লে থাক। আমার ভায়ের ছেলের সঙ্গে তোমার ছেলের তুলনা ? মোটেই মিল নেই। আমার মনে হয়, ঐ রকম তফাৎ বরাবরই থাক্‌বে। তুমি এ রকম তুলনা আর কখনও করো না।"

মিস্‌ মর্ডষ্টোন ক্রোধভরে কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন।

মোট কথা, মিস্‌ মর্ডষ্টোন আমাকে দেখিতে পারিতেন না। আমি নিজেই নিজেকে দেখিতে পারিতাম না। যাহারা সত্যই আমাকে ভালবাসে, তাহারা প্রকাশ্যে সে ভালবাসা দেখাইতে পারিত না। কাজেই আমি দিন দিন বিমর্ষ, উৎসাহহীন হইয়া পড়িতেছিলাম।

আমার মনে হইত, আমি সকলকে অসুখী করিতেছি, আর তাহারাও আমাকে অসুখী করিয়া তুলিতেছে। সকলে সে ঘরে বসিয়া গল্প করিতেছে, আমি তথায় আসিলে দেখিতাম, মার প্রসন্ন আননে দুশ্চিন্তার মেঘ নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। মিঃ মর্ডষ্টোনও যদি প্রসন্নভাবে গল্পগুজব করিতে থাকিতেন, আমাকে দেখিলে তাঁহার সে প্রসন্নতা অন্তর্হিত হইত।

মিস্‌ মর্ডষ্টোন যদি অপ্রসন্ন অবস্থায় থাকিতেন, আমাকে দেখিলে তাহা শতগুণ বর্দ্ধিত হইত। আমি জানিতাম, আমার মা তাঁহাদের কবলে পড়িয়া তাঁহাদের কথাতেই পরিচালিত হইতেছেন। মা তাই আমার সঙ্গে কথা বলিতে পারিতেন না, আমাকে দয়া দেখাইতেও সমর্থ হইতেন না। কারণ, পাছে তাহাতে তাহারা তাঁহার কোনও দোষ আবিষ্কার করিয়া ফেলে। কাজেই আমাকে দেখিয়া তাহারা কে কি করে, মা শুধু উৎকণ্ঠিতভাবে তাহাই লক্ষ্য করিতেন।

ব্যাপার দেখিয়া আমি তাহাদের সান্নিধ্য যথাসাধ্য এড়াইয়া চলিতাম। এই জন্য অনেক সময় আমি নিজের ঘরে একা থাকিতাম। অপরাহ্ণে মাঝে মাঝে রান্নাঘরে গিয়া পেগটীর কাছে বসিতাম। সেখানে আমার অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হইত।

এক দিন আহারের পর আমি নিয়মমত ঘর হইতে বাহিরে যাইতেছি, এমন সময় মিঃ মর্ডষ্টোন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ডেভিড্‌, আমি বড়ই দুঃখিত হচ্ছি যে, তুমি দিন দিন মনমরা হয়ে পড়ছ।"

মিস্‌ মর্ডষ্টোন পোঁ ধরিয়া বলিলেন, "ভালুকের মত।"

আমি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া মাথা নত করিলাম।

মিঃ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "শোন, ডেভিড্‌, ঐ রকম থাকা বড় বদ অভ্যাস।"

তাঁহার ভগিনী বলিয়া উঠিলেন, "এ রকম যাদের স্বভাব, তারা ভাল হয় না, গোঁয়ার হয়। প্রিয় ক্লারা, তুমি বোধ হয় এটা লক্ষ্য করেছ ?"

মা বলিলেন, "প্রিয় জেন্‌, মনে কিছু করো না। কিন্তু তুমি কি ডেভির মন বুঝতে পেরেছ ?"

মিস্‌ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "আমার লজ্জা হচ্ছে, ক্লারা, তোমার ছেলেই হোক্‌ বা অন্যের ছেলেই হোক্‌, আমি তাদের মন বুঝতে পারি না, এমন কথা তুমি বল্‌লে কি ক'রে ? আমি সর্ব্বজ্ঞ নই, কিন্তু সাধারণ বুদ্ধি ত আমার আছে।"

মা বলিলেন, "প্রিয় জেন্‌, তাতে সন্দেহ নেই। তোমার বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ—"

ক্রুদ্ধকণ্ঠে বাধা দিয়া মিস্‌ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "না, না, ও কথা বলো না, ক্লারা।"

মা বলিলেন, "আমি কিন্তু জানি, তোমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আছে। সকলে বলেও তাই। তোমার বুদ্ধিমত চল্লে আমার উপকারই হয়। আমি তোমাকে ভাল ক'রে জানি বলেই বল্‌ছি, তোমার বুদ্ধি অসাধারণ।"

মিস্‌ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "ক্লারা, তোমার ছেলেকে না কি আমি বুঝতে পারি না। হয় ত আমি ঠিক বুঝতে পারি না। কারণ, সে গভীর জলের মাছ। কিন্তু আমার ভাই খুব জ্ঞানী, বুদ্ধিমান্‌। তোমার ছেলের চরিত্র তাঁর কাছে অজ্ঞাত নয়। আমার ভাই যখন এ বিষয়ে কথা বল্‌ছিলেন, তাঁকে বাধা দিয়া আমরা শিষ্টজনোচিত কার্য্য করিনি।"

মিঃ মর্ডষ্টোন মৃদু-গম্ভীর-কণ্ঠে বলিলেন, "আমার মনে হয়, ক্লারা, তোমার ছেলের সম্বন্ধে বিচারের ভার তোমার উপর থাকা উচিত নয়। তুমি ভাবের আতিশয্যে চল্‌ছ। ওরকম হ'লে চল্‌বে না।"

মা ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "এডোয়ার্ড, আমার চাইতে তোমার বিবেচনাশক্তি অনেক বেশী। তুমি ও জেন্‌ দুজনেই আমার চেয়ে বেশী বোঝ। তবে আমি শুধু বলছিলাম—"

মিঃ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "তুমি যা বল্‌ছিলে, তা সঙ্গত নয়, দুর্ব্বলতাপূর্ণ। ক্লারা, এমন কাজ ভবিষ্যতে আর করো না। নিজেকে সংযত রেখ।"

মা যেন কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তিনি কোন কথাই বলিতে পারিলেন না।

মিঃ মর্ডষ্টোন আমার দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "ডেভিড, আমি দুঃখের সঙ্গেই বল্‌ছি, তোমার মনমরা ভাবটা ভাল নয়। এ রকম স্বভাব আমি পছন্দ করি না। তোমাকে এ রকম হ'তে আমি দেব না। নিজেকে সংশোধন কর। আমরাও তোমার এ স্বভাব বদলে দিতে বাধ্য হব।"

আমি স্খলিত-কণ্ঠে বলিলাম, "সার, আমি ক্ষমা চাইছি। এখানে ফিরে আসা অবধি আমি মনমরা হয়ে থাকৃতে চাইনি।"

"মিথ্যা কথা বল না, বলছি।"—এমন তীক্ষ্ণভাবে তিনি কথাটা বলিলেন যে, আমার মা যেন তাড়াতাড়ি কম্পিত হস্তে বাধা দিতে উঠিলেন। মিঃ মর্ডষ্টোন বলিয়া চলিলেন, "মনমরা হয়ে তুমি নিজের ঘরেই থাক। যে সময় তোমার এখানে থাকা দরকার, তখন তুমি নিজের ঘরে ব'সে থাক। এখন শুনে রাখ, আমি তোমাকে এখানে দেখতে চাই—তোমার ঘরে নয়। আরও জেনে রাখ, এখানে তুমি বাধ্য ছেলের মত থাকবে। আমায় ত চেন, ডেভিড। এটা আমি চাই।"

মিস্ মর্ডষ্টোন হাসিয়া উঠিলেন।

মিঃ মর্ডষ্টোন বলিয়া চলিলেন, "আমাকে সম্মান দেখাবে মিস মর্ডষ্টোনকে ও তোমার মাকে সম্মান দেখাবে। যখন যা বলব, করবে। এ ঘরটাকে সংক্রামক ব্যাধির মত এড়িয়ে চলবে—একটা ছেলের খেয়াল মত সকলকে চলতে হবে, তা হ'তে পারে না। ব'স এখানে।"

কুকুরকে হুকুম করিলে সে যেমন তাহা শুনে, আমিও তাহাই করিলাম।

"আর একটা কথা জেনে রাখ। আমি দেখছি, তুমি ছোট লোকের সঙ্গে মিশতে আরম্ভ করেছ। চাকর-চাকরাণীর সঙ্গে মিশতে পাবে না। রান্নাঘরে গেলে তোমার স্বভাব বদলাবে না। শোন ক্লারা, তুমি এখনও বদ অভ্যাস ত্যাগ করতে পারনি। অনেক দিনের অভ্যাস ব'লে ঐ স্ত্রীলোকটাকে তুমি ভালবাস, বন্ধুর মত ব্যবহার কর। আমি সে জন্য তোমাকে দুর্ব্বল বলেই কিছু বলি না। কিন্তু ওটা চলবে না।"

মিঃ মর্ডষ্টোন আবার আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মিসট্রেস্ পেগটীর সঙ্গে তুমি মেশ, এটা আমার ঘোর অনিচ্ছা। সুতরাং তুমি তার সঙ্গে মিশতে পাবে না। আমার কথা যদি না শোন, তা হ'লে জান ত কি ফল হবে?"

আমি ভাল করিয়াই জানিতাম—বিশেষতঃ মার কথা মনে করিয়াই আমি তাঁহার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া চলিলাম। আমার ঘরে তার পর আর প্রবেশ করিতাম না। বৈঠকখানা-ঘরে ক্লান্তভাবে বসিয়া রাত্রির প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম।

আমার সে কি দুর্দ্দশা। সকল সময়েই নিজের কার্য্যকলাপের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতাম। হাঁটা, বসা, হাত-নাড়া—কখন্ মিস্ মর্ডষ্টোনের সমালোচনার বিষয়ভূত হইবে, জানিতাম না। এরূপ ভাবে সময়যাপন কিরূপ কষ্টকর, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যে বুঝিবে না।

আমার একা ভ্রমণ, আহার সকল বিষয়েই আমি ভীষণ অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে লাগিলাম। কৌতূহলোদ্দীপক কোন বই পড়িবার উপায় ছিল না। সকল সময় পাটীগণিত প্রভৃতি লইয়া বৈঠকখানায় কাটাইতে হইত। সে কি দুঃসহ অবস্থা। রাত্রি ৯টায় পরিত্রাণ পাইতাম।

ক্রমে ছুটীর দিনগুলি চলিয়া গেল। মিস্ মর্ডষ্টোন এক দিন বলিলেন, "আজ শেষ ছুটীর দিন চ'লে গেল।"

স্কুলে ফিরিয়া যাইতে আমার এতটুকু দুঃখবোধ হয় নাই। মিঃ বার্কিস্ আবার গৃহদ্বারে তাহার গাড়ী লইয়া আসিল। আবার মিস্ মর্ডষ্টোনের সতর্ক-বাণী শুনিলাম—"ক্লারা!"

মা তখন আমার উপর নত হইয়া আমাকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাইতেছিলেন। আমি তাঁহাকে চুমা দিলাম। ছোট ভাইটিকেও চুমা দিলাম। তখন আমার মন দুঃখে অবসন্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু চলিয়া যাইতেছি বলিয়া দুঃখ হইল না। কারণ, প্রত্যহই বিচ্ছেদের ব্যবধান বিস্তৃত হইতেছিল।

আমি যখন গাড়ীতে উঠিলাম, মার আহ্বান কাণে গেল। দেখিলাম, মা বাগানের ফটকের কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। কাছে কেহ নাই। শুধু তাঁহার ক্রোড়ে শিশু-ভ্রাতা। তখনও শীত ছিল। মা আমার দিকে নিষ্পলক-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন, দেখিলাম।

এইরূপে আমি তাঁহাকে হারাইলাম। স্কুলে ঠিক এই অবস্থায় আমি আমার জননীকে স্বপ্নে দেখিয়াছি। আমার শয্যাপার্শ্বে তাঁহাকে উপস্থিত হইয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইতে দেখিয়াছি। তাঁহার ক্রোড়ে শিশু-ভ্রাতা।

নবম পরিচ্ছেদ

স্কুলে পড়িতে পড়িতে মার্চ্চমাসে আমার বাৎসরিক জন্ম-তারিখ উপস্থিত হইল। ষ্টিয়ারফোর্থ ক্রমেই প্রশংসা লাভ করিতেছিল। অর্দ্ধ-বৎসর শেষ হইলেই সে স্কুল ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। সে আরও স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিতে লাগিল। কিন্তু স্কুলের অন্যান্য কোন কথা এখন আমার মনে নাই। এইটুকু মনে আছে যে, সালেম হাউসে ছুটীর পর আসিবার দুই মাস পরে আমার জন্ম-তারিখ উপস্থিত হইয়াছিল।

জন্ম-তারিখের দিনটা আমার মনে দাগ রাখিয়া গিয়াছে। সে দিনের প্রভাত কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন ছিল। স্কুলগৃহের বাতায়ন দিয়া বাহিরের অপ্রসন্ন দৃশ্য আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছিল।

প্রাতরাশের পর ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ হইতে আমাদিগকে ফিরিয়া আসিবার ডাক আসিল। মিঃ শার্প আসিয়া বলিলেন, "ডেভিড কপারফিল্ডকে বৈঠকখানায় যেতে হবে—ডাক এসেছে।"

পেগটীর নিকট হইতে উপহার আসিয়াছে ভাবিয়া আমি একটু উৎফুল্ল হইলাম। বালকরা বলিয়া রাখিল, জিনিষের ভাগ হইতে তাহারা যেন বঞ্চিত না হয়। আমি তাড়াতাড়ি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

মিঃ শার্প বলিলেন, "তাড়াতাড়ি নেই, ডেভিড। যথেষ্ট সময় আছে, বাপু, অত ব্যস্ত হয়ো না।"

যেরূপ আবেগপূর্ণ-কণ্ঠে তিনি বলিলেন, তাহাতে বিস্মিত হওয়া উচিত ছিল। সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করিলাম না। আমি বৈঠকখানার দিকে অগ্রসর হইলাম। মিঃ ক্রিকেল প্রাতরাশ ভোজন করিতে করিতে সংবাদপত্র পড়িতেছিলেন। মিসেস্ ক্রিকেল একখানা খোলা চিঠি হাতে করিয়া বসিয়াছিলেন—কোন উপহার দেখিলাম না।

একখানি সোফা দেখাইয়া দিয়া মিসেস্ ক্রিকেল বলিলেন, "ডেভিড কপারফিল্ড, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে। তোমাকে একটা খবর বলব, বাবা।"

মিঃ ক্রিকেলের দিকে আমি চাহিলাম। তিনি আমার দিকে না চাহিয়াই একবার মাথা নাড়িলেন। বোধ হইল, এক টুকরা মাখন-মাখান রুটী মুখে পুরিবার সময় যেন একটা উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া গেলেন।

মিসেস্ ক্রিকেল বলিলেন, "প্রতিদিনই সংসারে কত পরিবর্ত্তন ঘটে, তুমি ছেলেমানুষ, তা জান না। মানুষ প্রতিদিনই সংসার থেকে বিদায় নিচ্ছে, কেমন ক'রে তা ঘটে, তোমার সে জ্ঞান নেই। কিন্তু ডেভিড, আমাদের সকলকেই সে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়। কেউ অল্পবয়সে, কেউ বা বেশী বয়সে এ সব ব্যাপার জান্‌তে পারে। সকলের জীবনেই এ সব ব্যাপার ঘটে।"

আমি তাঁহার দিকে সাগ্রহে দৃষ্টিপাত করিলাম।

কিছুকাল নীরব থাকিয়া মিসেস্ ক্রিকেল বলিলেন, "ছুটীর পর তুমি যখন বাড়ী থেকে এসেছিলে, তখন সকলে ভাল ছিল? তোমার মা ভাল ছিলেন?"

জানি না কেন, আমার সমস্ত দেহ কাঁপিয়া উঠিল। ঠিক তেমনই আগ্রহভরে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। কিন্তু উত্তর দিবার কোনও চেষ্টা করিলাম না।

তিনি বলিলেন, "আমি অত্যন্ত দুঃখের সহিত তোমাকে জানাচ্ছি, তোমার মার সাঙ্ঘাতিক অসুখ—আজ সকালে খবর এসেছে।"

আমার ও মিসেস্ ক্রিকেলের মাঝে সহসা কুজ্ঝটিকার যবনিকা দুলিয়া উঠিল। তাঁহার মূর্ত্তি যেন সেই অস্পষ্টতার মধ্যে নড়িয়া চড়িয়া উঠিল। আমার গণ্ডদেশ প্লাবিত করিয়া উষ্ণ অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল—সে ধারার বিরাম নাই।

তিনি আবার বলিলেন, "তাঁর পীড়া অত্যন্ত কঠিন।"

সবই বুঝিয়াছিলাম।

"তাঁর মৃত্যু হয়েছে।"

এ কথা বলিবার প্রয়োজন ছিল না। আমার প্রাণ ফাটিয়া একটা আর্ত্তনাদ বাহির হইল। এই বিপুলা ধরণীতে আজ আমি পিতৃ-মাতৃহীন।

তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন তিনি আমাকে তাঁহার কাছে রাখিলেন—কখনও কখনও আমাকে নির্জ্জনে থাকিবার সুযোগ দিলেন। কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্লান্ত দেহে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। জাগিয়া আবার কাঁদিতে লাগিলাম। যখন ক্রন্দনের শক্তি রহিল না, তখন ভাবিতে বসিলাম। আমার মন দুশ্চিন্তার ভারে চূর্ণ হইবার উপক্রম করিল। একটা তীব্র বেদনা আমাকে অধীর করিয়া তুলিল।

ভাবিতে লাগিলাম, আমাদের বাড়ীর দরজা-জানালা রুদ্ধ হইয়াছে। ছোট খোকার কথা মনে জাগিল। মিসেস্ ক্রিকেলের কাছে শুনিয়াছিলাম, কিছু দিন হইতে সেও মৃত্যুর পথে আগাইয়া চলিতেছিল। সেও নাকি বাঁচিবে না, তাঁহারা আমায় বলিয়াছিলেন। গীর্জ্জার প্রাঙ্গণে বাবার সমাধিক্ষেত্রের কথা মনে পড়িল। মার সমাধিও বাবার সমাধির পার্শ্বে স্থান পাইবে, তাহা আমি জানিতাম। আমি একটা টুলের উপর উঠিয়া দর্পণে আমার প্রতিবিম্ব দেখিলাম। আমার চক্ষু কিরূপ আরক্ত হইয়াছে, তাহা দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় আমায় যোগ দিতে যাইতে হইবে। স্কুলের ছেলেরা আমার সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ ব্যবহার করিতে লাগিল। আমি খেলার মঠে দুঃখাভিভূতভাবে বেড়াইতে লাগিলাম। ছেলেরা বাতায়নপথে আমাকে লক্ষ্য করিতে লাগিল।

পড়া শেষ হইলে তাহারা আমার সহিত কথা বলিবার জন্য আসিল। আমি সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার করিতে লাগিলাম।

পরদিবস রাত্রিকালে আমায় বাড়ীর জন্য যাত্রা করিতে হইবে। সে দিন ট্রাডেল্‌স্ আমার বিছানায় শয়নের প্রস্তাব করিল। আজ আর গল্প বলা চলিল না।

পরদিবস অপরাহ্নে আমি সালেম হাউস ত্যাগ করিলাম। তখনও ভাবি নাই যে, এখানে আর আমাকে ফিরিয়া আসিতে হইবে না। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া ধীরে ধীরে গাড়ী চলিতে লাগিল। পরদিবস ৯টায় কি ১০টায় ইয়ারমাউথে গাড়ী পৌঁছিল। আমি মিঃ বার্কিসকে দেখিতে পাইব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার দেখা মিলিল না। তাহার পরিবর্ত্তে আর এক জন মোটা বেঁটে লোককে দেখিলাম।

তিনি গাড়ীর মধ্য হইতে বলিলেন, "মাষ্টার কপারফিল্ড?"

বলিলাম, "হ্যাঁ, আমিই সেই।"

গাড়ীর দরজা খুলিয়া তিনি বলিলেন, "খোকাবাবু, তুমি আমার সঙ্গে আসবে? তোমাকে আমি বাড়ী নিয়ে যাব।"

আমি জানিতাম না, তিনি কে। তাঁহার হাত ধরিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। কিছু দূর গিয়া তিনি একটা ছোট, সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে একটা বাড়ীর কাছে আমায় লইয়া গেলেন। দেখিলাম, শোকপরিচ্ছদ-নির্ম্মাতার দোকান। দোকানের মালিকের নাম—ওমার। একটা ঘরে আমরা নীত হইলাম।

ঘরের মধ্যে তিন জন নারী কাজ করিতেছিল। তাহারা আমাকে দেখিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল।

মিঃ ওমার আমাকে আর একটি ঘরে লইয়া গেলেন। সেখানে গিয়া তিনি বলিলেন, "খোকাবাবু, তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে।"

আমি বলিলাম, "আপনি আমায় চেনেন ?"

"নিশ্চয় জানি। তোমার বাবাকে জানতাম। তিনি ৫ফুট ৯ইঞ্চ দীর্ঘ ছিলেন। এখন তিনি ২৫ফুট মাটীর নীচে আছেন।"

বলিলাম, "আমার ছোট ভাইটি কেমন আছে জানেন ?"

"সে তার মার ক্রোড়ে ঘুমুচ্ছে।"

"সে বেঁচে নেই—ওঃ!"

"কিছু ভেবো না। দুঃখ ক'রে লাভ নেই। খোকা মারা গেছে।"

আমার ক্ষতস্থান হইতে আবার যেন রক্তধারা বহিয়া চলিল। আমাকে মিঃ ওমার যে রুটী, মাখন, চা খাইতে দিয়াছিলেন, তাহা পড়িয়া রহিল। কোনমতেই আর মুখে উঠিল না।

মিঃ ওমারের কন্যা মিলি, আমার মুখের উপর হইতে চুলগুলি সস্নেহে সরাইয়া দিল।

এই সময় এক জন সুদর্শন যুবক প্রাঙ্গণ পার হইয়া ঘরের মধ্যে আসিল। তাহার হাতে একটা হাতুড়ি।

মিঃ ওমার বলিলেন, "কেমন কাজ চলছে, জোরাম ?"

সে বলিল, "ভালই।"

মিলির মুখ আরক্ত হইল। ইহাতে অপর দুইটি যুবতী পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া স্মিত হাস্য করিল। আমার মনে হইল, জোরাম মিলির প্রণয়প্রার্থী।

গাড়ী আসিল। ওমার মিলি ও জোরাম আমাকে লইয়া গাড়ীতে উঠিল। জায়গা যথেষ্ট ছিল। অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া উপলক্ষে ইহারা আমাদের বাড়ী যাইতেছে।

জোরাম ও মিলি হাস্য-পরিহাস করিতে করিতে চলিতে-ছিল, সে দৃশ্য দেখিয়াও আমার তাহাদের প্রতি রাগ হইল না। বরং তাহাদিগের সম্বন্ধে আমার ভয় ছিল। বৃদ্ধ ওমার স্বয়ং গাড়ী হাঁকাইতেছিলেন। সকলেই আমার সঙ্গে আলাপ করিবার উপক্রম করিতেছিল, কিন্তু আমি নীরবেই রহিলাম—কথা কহিবার মত মনের অবস্থা আমার ছিল না।

মাঝে মাঝে গাড়ী থামাইয়া তাহারা খাবার খাইতেছিল, আমাকেও খাইবার জন্য অনুরোধও করিতেছিল, কিন্তু আমি জলগ্রহণ পর্য্যন্ত করিলাম না। অবশেষে গাড়ী বাড়ী পৌঁ[illegible] আমি তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম। বাতায়নগুলির প্রতি চাহিলাম। আমার দৃষ্টি ঝা[illegible] হইয়া আসিল।

দরজার কাছে যাইতে না যাইতেই পেগটীর বাহুর [illegible] আমি আশ্রয়লাভ করিলাম। সে আমাকে বাড়ীর [illegible] লইয়া গেল। আমাকে দেখিয়াই দুঃখ ও শোকের ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই সে আত্মসং[illegible] করিয়া অতি মৃদুস্বরে, অস্ফুটকণ্ঠে আমার সহিত [illegible] বলিতে লাগিল, মৃতের নীরবতা পাছে ভঙ্গ হয়। আমার [illegible] হইল, সে দীর্ঘকাল ঘুমায় নাই। শুনিলাম, রাত্রিকালে [illegible] মার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিত। যত দিন পৃথিবীতে [illegible] বাঁচিয়াছিলেন, সে তাঁহার সান্নিধ্য ত্যাগ করে নাই।

আমি যখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম, মিঃ মর্ডষ্টো[illegible] আমার দিকে ফিরিয়াই চাহিলেন না। অগ্নিকুণ্ডের ধ[illegible] বসিয়া তিনি নীরবে অশ্রুপাত করিতেছিলেন। মিস্ মর্ডষ্টো[illegible] চিঠিপত্র লিখিতে ব্যস্ত ছিলেন। আমাকে দেখিয়া [illegible] তাঁহার শীতল অঙ্গুলি আগাইয়া দিলেন। তার পর আ[illegible] শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার গায়ের মাপ ল[illegible] হইয়াছে কি না।

বলিলাম, "হাঁ।"

মিস্ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "তোমার গায়ের পিরহাণ [illegible] এনেছ ত ?"

"হাঁ ম্যাডাম, আমার সব কাপড়-চোপড় [illegible] এসেছি।

আমার মহাশোকে ইহাই তাঁহার সান্ত্বনার বাণী! এ[illegible] একটা শোকের দিনেও তিনি দৃঢ়তা দেখাইতে ভালবাসে[illegible] যে কাজের যে পদ্ধতি, তাহা বজায় রাখিবার জন্য উপ[illegible] মানসিক বলের দৃঢ়তা প্রদর্শন করাতেই তিনি আনন্দ পা[illegible] কিছুতেই তিনি বিচলিত নহেন, উহা দেখাইবার [illegible] তিনি সর্ব্বদা সচেষ্ট। দেখিলাম, সমস্ত দিন তিনি এ[illegible] ভাবে কাজ করিয়া চলিয়াছেন। পরদিবস সকাল হই[illegible] রাত্রি পর্য্যন্ত সবই তিনি কাগজে-কলমে ব্যবস্থা করিয়াছিলে[illegible] কথা খুবই কমবার বলিয়াছেন—তাহাও অস্ফুট ক[illegible] দেখিলাম, তাঁহার মুখের রেখা পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তনী[illegible] তাঁহার পরিধেয় বসনের এতটুকু পর্য্যন্ত অসামঞ্জস্য কো[illegible] দেখিলাম না।

তাঁহার ভ্রাতা মাঝে মাঝে একখানি বই লইয়া পড়ি[illegible] চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু একবারও বই খুলিয়া পড়ি[illegible] তাঁহাকে দেখিলাম না। খানিকক্ষণ বইখানি হাতে রাখি[illegible] তিনি উহা অপঠিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিলেন। তার [illegible] গৃহের ইতস্ততঃ পদচারণা করিতে লাগিলেন। আমি উভয় [illegible] যুক্ত করিয়া নীরবে তাঁহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করি[illegible] লাগিলাম। মিঃ মর্ডষ্টোন কদাচিৎ ভগিনীর সহিত ব[illegible]

হইতেছিলেন, আমার সহিত ত একটি কথাও বলিলেন না। সমগ্র বাড়ীর নিশ্চলতার মধ্যে ঘটিকাযন্ত্র ও মিঃ মর্ডষ্টোনের মধ্যেই গতির চঞ্চলতা দেখিলাম।

এমনই ভাবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ অতিবাহিত হইতে লাগিল। পেগটীর সঙ্গে ইতিমধ্যে আমার বড় একটা দেখা হইত না। শুধু এ-ঘরে ও-ঘরে যাইবার সময় সিঁড়িতে তাহার মূর্ত্তি দেখিতে পাইতাম। সে সময় তাহাকে আমার মাতা যে ঘরে থাকিতেন, সেইখানেই তাহাকে দেখিতাম। সেই ঘরেই মা ও শিশু-ভ্রাতার মৃতদেহ অবস্থিত ছিল। তবে রাত্রিতে আমি যখন শয়ন করিতে যাইতাম, তখন সে আমার শিয়রে নিঃশব্দে আসিয়া বসিত।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন-দুই পূর্ব্বে পেগটী আমাকে মার ঘরে লইয়া গেল। দেখিলাম, ঘরটি অসম্ভবভাবে পরিচ্ছন্ন রাখা হইয়াছে। পেগটী মার দেহের আবরণ-বস্ত্র সরাইতে গেলেই আমি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, "না, না, না।"

সে দিনের কথা আমার সুস্পষ্ট মনে আছে। বৈঠকখানা-ঘরে সে দিন অগ্নিকুণ্ড উত্তমভাবে তাপ দিতেছিল। টেবলের উপর সুরাপূর্ণ পাত্রগুলি সজ্জিত ছিল। পিঠার সুগন্ধ ঘরের বাতাসকে মাতাইয়া তুলিতেছিল। আমাদের কৃষ্ণ-পরিচ্ছদ, মিস্ মর্ডষ্টোনের বেশভূষার পারিপাট্য—সব কথা আমার যথাযথ মনে আছে। মিঃ চিলিপ ঘরের মধ্যে ছিলেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি আগাইয়া আসিলেন।

মিষ্টস্বরে তিনি বলিলেন, "মাষ্টার ডেভিড, কেমন আছ?"

ভাল আছি, এ কথা তাঁহাকে আমি বলিতে পারিলাম না। আমি হাত বাড়াইয়া দিলাম। তিনি উহা ধরিয়া রহিলেন।

ঈষৎ হাসিমুখে তিনি বলিলেন, "আমাদের ছোট ছোট বন্ধুরা কেমন ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে—বড় হচ্ছে। ম্যাডাম, তারা যে বড় হচ্ছে, সে কথাটা আমরা বুঝতেই পারিনে।"

মিস্ মর্ডষ্টোন্‌কে উদ্দেশ করিয়া বলা হইলেও তিনি কোন উত্তরই দিলেন না।

মিঃ চিলিপ পুনরায় বলিলেন, "অনেকটা উন্নতি দেখা যাচ্ছে, নয় কি ম্যাডাম?"

মিস্ মর্ডষ্টোনের ললাটে ভ্রূকুটি দেখা গেল। তিনি উত্তরে যেন একবার মাথা নত করিলেন মাত্র। ঈষৎ বিপন্ন বোধ করিয়া মিঃ চিলিপ গৃহের এক কোণে গিয়া দাঁড়াইলেন। আমাকে সঙ্গে টানিয়া লইয়া গেলেন। কিন্তু ইহার পর তিনি আর মুখ খুলেন নাই।

ক্রমে গির্জ্জার ঘণ্টাধ্বনি হইতে লাগিল। মিঃ ওমার এবং আর এক ব্যক্তি আমাদিগকে প্রস্তুত হইবার জন্য সতর্ক করিয়া গেলেন। পেগটী আমাকে পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছিল, আমার পিতার মৃতদেহের সহিত যাঁহারা গমন করিয়াছিলেন, এ ক্ষেত্রেও তাঁহারাই সকলে সমবেত হইয়াছিলেন।

শবাধার লইয়া সকলে গির্জ্জা-প্রাঙ্গণের দিকে গিয়াছিল, আমরাও চলিলাম। কবরের চারিদিকে আমরা দাঁড়াইলাম—সকলেরই মস্তক অনাবৃত। কাহারও মুখে শব্দমাত্র নাই। এমন সময় ধর্ম্মযাজকের কণ্ঠ শোনা গেল। তিনি বলিতে-ছিলেন—"প্রভু বলিয়াছেন,আমিই জীবন,আমিই পুনর্জ্জীবন।" এই কথার পর আমি চাপা কান্নার শব্দ শুনিলাম। দেখিলাম, সে ক্রন্দন শুধু চিরবিশ্বস্তা পরিচারিকার। পৃথিবীর সকল লোকের তুলনায় আমি তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসি। আমার বালক-হৃদয় বিশ্বাস করিত যে, এক দিন প্রভু তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিবেন, "তোমার কাজ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর!"

সেখানে এমন অনেক লোক দেখিলাম, যাহারা আমার মাকে সেই গ্রামে বধূরূপে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছে। তরুণী বধূকে যাহারা দেখিয়াছে, আজ তাহারা তাঁহার অন্তিমশয্যার পার্শ্বে দণ্ডায়মান!

সব শেষ হইয়া গেল। গর্ত্তের মধ্যস্থ শবাধারের উপর মাটী চাপা দেওয়া হইল। আমরা চলিয়া আসিলাম। আমার শোক-দুঃখ তখন কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহার স্মৃতি এখনও আমি ভুলিতে পারি নাই। সকলে আমাকে গৃহে লইয়া গেল। মিঃ চিলিপ বরাবরই আমার সঙ্গে ছিলেন। তিনি আমার সহিত কথা বলিতেছিলেন। বাড়ী পৌছিলে কেহ আমার মুখে একটু জল দিল। আমি মিঃ চিলিপের নিকট বিদায় লইয়া নিজের ঘরে যাইতে চাহিলাম। তিনি নারীর ন্যায় কোমলভাবে আমায় বিদায় দিলেন।

আমি জানিতাম, পেগটী নিশ্চয়ই আমার ঘরে আসিবে। সে আসিল—আমার শয্যাপার্শ্বে বসিল। আমার হাত তাহার মুঠার মধ্যে। সে কখনও উহা তাহার ওষ্ঠে চাপিতে-ছিল, কখনও আমার হাতের উপর তাহার কর ঘর্ষণ করিতেছিল। তার পর সে সকল কথাই ধীরে ধীরে আমায় জানাইল।

পেগটী বলিল, "কোন দিনই তাঁর শরীর ভাল ছিল না। যখন খোকা এলো, তখনও তাঁহার শরীর খুব খারাপ। আমার মনে হয়েছিল, তাঁর শরীর ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু ক্রমেই তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হ'তে লাগল। প্রতিদিনই তাঁর জীবনীশক্তি হ্রাস পাচ্ছিল। খোকা জন্মাবার আগে তিনি একাই ব'সে থাক্‌তেন—কাঁদতেন। তার পর খোকা এল, তিনি গান গাইতেন। মনে হ'ত, বহু দূর হ'তে যেন সে কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে।

"আমার মনে হয়, ইদানীং তিনি আরও ভীত, আরও দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিলেন। কঠিন কথা তাঁর বুকে শেলের মত আঘাত করত। কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁর ব্যবহার সমানই ছিল। তাঁর বোকা পেগটীর কাছে তিনি আগের মতই ছিলেন।"

পেগটী সহসা থামিয়া গেল। আমার হাতের দিকে ঈষৎ নত হইয়া সে আবার আরম্ভ করিল—

"যে দিন তুমি ছুটীর পর বাড়ী এলে, সেই দিনই আমি তাঁকে আগের মত প্রফুল্ল দেখেছিলুম। যে দিন তুমি চ'লে গেলে, তিনি আমায় বলেছিলেন, 'আমার বাছাকে আর আমি দেখ্‌তে পাব না! কে যেন আমায় এই কথাই বল্‌ছে—অতি সত্য কথাই বল্‌ছে।'

"অবশ্য তিনি মনকে সংযত করবার খুবই চেষ্টা করেছিলেন। ওরা সর্ব্বদা তাঁকে বোঝাতে চাইত যে, তিনি হৃদয়হীনা, চটুলা, কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানশূন্যা। তিনি তার প্রতিবাদ করতেন না। আমাকে তিনি যে কথা বলেছিলেন, তাঁর স্বামীকেও তা বলেন নি। অন্যের কাছে বলতে তাঁর ভয় হ'ত। মৃতুর এক হপ্তা আগে এক দিন রাত্রিতে তিনি আমায় বলেছিলেন, 'প্রিয় পেগটী, আমার মনে হচ্ছে, এবার আমি মরব।'

"পেগটী, এখন আর আমার মনে মৃত্যুভয় নেই। আমি বড় ক্লান্ত, এই যদি মহানিদ্রা হয়, আমার কাছে তুমি ব'সে থেক—কাছ ছেড়ে যেও না। ভগবান আমার দুটি ছেলেকে যেন আশীর্ব্বাদ করেন। আমার পিতৃহীন পুত্রকে ভগবান যেন রক্ষা করেন'।"

পেগটী বলিল, "আমি এক দিনও তাঁর কাছছাড়া হইনি। তিনি ওঁদের সঙ্গে গল্প করতেন—ভালবাসতেন ওদের। সকলকেই তিনি ভালবাসাতেন। তারা চ'লে গেলে আমার দিকে ফিরে শুতেন, পরম নিশ্চিন্তমনে তখন ঘুমুতেন।

"শেষদিনের রাত্রিতে তিনি আমায় চুমু দিলেন। তার পর বল্‌লেন, 'পেগটী, খোকা যদি না বাঁচে, তাকে আমার সঙ্গেই গোর দিও।' (তাঁহার অন্তিম অভিলাষ ব্যর্থ হয় নাই। মার শবাধারে খোকাকে রাখা হইয়াছিল।) আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়পুত্রকে বলো, সে যেন আমাদের অন্তিম বিশ্রামস্থানে যায়। তাকে আরও ব'লে দিও যে, মা ম'রে গেলেও একবার নয়, হাজারবার তাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে গেছে'।"

পেগটী থামিয়া গেল। আমার হাতে মৃদু চাপ দিয়া সে আবার বলিতে লাগিল, "অনেক রাত্রিতে তিনি আমার কাছে জল চাইলেন। পান ক'রে তিনি এমন হাসলেন! সে হাসি কি চমৎকার, কি সুন্দর!

"দিনের আলো দেখা দিল। সূর্য্য উঠেছেন। আমাকে তিনি বল্‌লেন, মিঃ কপারফিল্ড তাঁর সম্বন্ধে যত্ন করতেন, তাঁর সম্বন্ধে তিনি কত ভাব্‌তেন। তিনি তাঁকে কত যে ভালবাসাতেন, সেই কথাই বার বার আমায় বল্‌লেন। তার পর বল্‌লেন, 'পেগটী, আমাকে তোমার আরও কাছে টেনে নেও।' তিনি বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিলেন। আমাকে বল্‌লেন, 'আমার কাঁধের নীচে তোমার হাত দেও, পেগটী। আমাকে তোমার দিকে মুখ ফিরিয়ে দেও। তোমার মুখ আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি না। আরও কাছে এস, আরও কাছে।' ডেভি, আমি তোমায় বলেছিলাম, আমারই হাতে তিনি তাঁর মাথা রাখবেন। শেষে তাই হ'ল। পেগটীর বাহুমূলেই শিশুর মত তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।"

পেগটীর কথা শেষ হইল। মার মৃত্যুর সকল সংবাদ জানিবার পর আমার মনে ইদানীং তাঁহার সম্বন্ধে যে ধারণা হইয়াছিল, তাহা বিলুপ্ত হইল। তিনি যে আমারই মা, বরাবরই আমারই মা ছিলেন, সেই স্মৃতি আমার অন্তরকে পূর্ণ করিয়া ফেলিল। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার প্রথম-যৌবনের স্মৃতিতেই আপনাকে পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, ইহা জানিতে পারিয়া আমার মনে একটা শান্তির প্রবাহ বহিয়া গেল।

যিনি এখন সমাধিক্ষেত্রে চিরসুপ্ত, তিনি শুধু আমারই মা। যে ছোট শিশুটি তাঁহার বাহুলগ্ন হইয়া চিরবিশ্রাম করিতেছে, সে আমি। আমি যেন তাঁহারই স্নেহ-শীতল বক্ষোদেশে চিরশান্তি লাভ করিয়াছি।

দশম পরিচ্ছেদ

মার পারলৌকিক ক্রিয়া সমাপ্ত হইবার পর মিস্ মর্ডষ্টোনের প্রথম কার্য দেখিলাম, পেগটীকে এক মাসের নোটিশ দেওয়া। পেগটী ইহাতে দুঃখিত হইল না। অতঃপর এখানে তাহার বাস করা চলিবে না। সে আমাকে বলিল যে, আমি যদি এখানে থাকিতাম, তাহা হইলে সে কোথাও যাইত না। কিন্তু তাহা হইবে না। সুতরাং আমাদিগকে বিদায় লইতেই হইবে।

আমার ভবিষ্যৎসম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য হইল না। যদি এক মাসের নোটিশ দিয়া আমাকে তাড়াইয়া দেওয়া সম্ভবপর হইত, তাহাতে বোধ হয় তাহারা সুখীই হইত। এক দিন সাহস সঞ্চয় করিয়া আমি মিস্ মর্ডষ্টোন্‌কে বলিলাম যে, আমি কবে বিদ্যালয়ে ফিরিয়া যাইব। তাহাতে তিনি বলিলেন—অত্যন্ত নীরস কণ্ঠে বলিলেন যে, স্কুলে ফিরিয়া যাওয়া আমার হইবে না। আমার সম্বন্ধে কি করা হইবে, তাহা জানিবার জন্য সত্যই আমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম। পেগটীও সেই চিন্তায় অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু চেষ্টা-সত্ত্বেও আমি বা সে, কেহই কিছু জানিতে পারিলাম না।

আমার সম্বন্ধে একটা বিষয়ে বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম। পূর্ব্বে আমার সম্বন্ধে যেরূপ ধরাবাঁধা ব্যবস্থা ছিল, তাহা আর আদৌ ছিল না। এমন কি, বৈঠকখানা-ঘরে গিয়া আমি বসিলে, মিস্ মর্ডষ্টোন্ ভ্রূভঙ্গী সহকারে আমাকে অন্যত্র যাইতে ইঙ্গিত করিতেন। পেগটীর সঙ্গে পূর্ব্বে আমার মেলামেশা করিবার হুকুম ছিল না, এখন

আর সেরূপ কোন বিধি-নিষেধ কেহ দাবী করিল না। আমি বুঝিলাম, এখন আমি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়াছি।

মার বিয়োগে আমি এমনই অভিভূত ছিলাম যে, এ সকল তুচ্ছ বিষয় আমাকে বিচলিত করিত না। তবে সত্য বলিব, আমার মনে হইত যে, ইহারা আর আমাকে লেখাপড়া করিতে দিবে না। ভবঘুরের মত এই গ্রামেই আমাকে জীবন কাটাইতে হইবে। গল্পের নায়কের ন্যায় আমাকে আমার জীবিকার্জ্জনের জন্য অনেক কিছু করিতে হইবে, এ কথাটাও প্রায়ই মনে আসিত।

এক দিন বৈকালবেলা আমি পেগটীকে বলিলাম, "পেগটী, মিঃ মর্ডষ্টোন কোন দিনই আমায় পছন্দ করেন নি। এখন আমার মুখ দেখতে না পেলেই তিনি বেঁচে যান।"

আমার চুলের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে পেগটী বলিল, "বড় শোক পেয়েছেন, তাই হয় ত তোমার খোঁজ নেন না।"

"পেগটী, আমিও শোক পেয়েছি। উনি যদি শুধু শোকে অভিভূত হয়ে থাকতেন, আজ আমি এমন কথা বলতাম না। কিন্তু তা নয়—তা নয়।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পেগটী বলিল, "কেমন ক'রে জান্‌লে তা নয়?"

"শোক একটা আলাদা জিনিষ। এখন মিস্ মর্ডষ্টোনের সঙ্গে অগ্নিকুণ্ডের পাশে তিনি শোকাচ্ছন্ন হয়ে আছেন। কিন্তু এখন যদি আমি সেখানে যাই, পেগটী, তিনি আর এক রকম হয়ে যাবেন।"

"কি রকম হবেন, বল ত?"

আমি বলিলাম, "তিনি রেগে উঠবেন। তাঁর চোখে-মুখে ভ্রুকুটির রেখা দেখা দেবে। তিনি যদি শুধু শোকার্ত্ত হতেন, আমার দিকে ফিরেও তাকাতেন না।"

পেগটী কোনও প্রতিবাদ করিল না। অবশেষে সে বলিল, "ডেভি, আমি এখানে—ব্লনডারষ্টোনে একটা চাকরী পাবার সব রকমে চেষ্টা ক'রে দেখেছি। কিন্তু কোথাও কিছু পেলাম না।"

আমি বলিলাম, "এখন তুমি কি করবে? তুমি কি অন্য জায়গায় কাজ করতে যাবে?"

পেগটী বলিল, "আমাকে বাধ্য হয়ে ইয়ারমাউথে যেতে হবে। সেখানেই থাকতে হবে।"

"দরকার হ'লে আরও দূরে হয় ত যেতে হবে। যেখানেই যাও, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব। পৃথিবীর অপর প্রান্তে অবশ্য তুমি যাবে না।"

পেগটী গাঢ়স্বরে বলিল, "যত দিন তুমি এখানে আছ, সপ্তাহে একবার ক'রে এসে আমি তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে যাবই! তাতে কোন বাধাই আমি মানব না, ডেভি!"

ইহাতে আমার বুকের উপর হইতে যেন একটা পাষাণ-ভার নামিয়া গেল।

পেগটী বলিল, "ডেভি, আমি আমার দাদার ওখানে এখন গিয়ে থাকব। এক পক্ষকাল আপাততঃ সেখানে থেকে আমার জন্য একটা কাজ খুঁজে নেব। এখন আমি ভাব্‌ছি কি জান? ওরা তোমাকে এখানে চায় না। তুমিও আমার সঙ্গে কদিন সেখানে থাকবে চল।"

এই প্রস্তাবে আমিও সায় দিলাম। কিন্তু মিস্ মর্ডষ্টোন আমাকে পেগটীর সঙ্গে যাইতে দিবেন কি না, সন্দেহ হইল। এক দিন আমরা দুই জনে গল্প করিতেছি, এমন সময় মিস্ মর্ডষ্টোন সেখানে উপস্থিত হইলেন।

এদিক ওদিক ঘুরিয়া তিনি বলিলেন, "ছেলেটা এখানে আল্‌সে হয়ে যাচ্ছে। আল্‌সে হলেই যত দুষ্টবুদ্ধি মাথায় আসে। কিন্তু ও যেখানেই থাকবে, সেখানেই অলস হয়ে থাকবে। এ আমি বল্‌তে পারি।"

পেগটী ইহাতে রাগিয়া উঠিয়াছিল, দেখিলাম। কিন্তু আমার কথা স্মরণ করিয়া সে কোন উত্তর দিল না।

মিস্ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "সে যাই হোক্, একটা কথা আমি ব'লে দেই। আমার ভাই—আমার ভাইকে কোন রকমে কেউ বিরক্ত করে, এ আমি হ'তে দেব না! সেটাই প্রধান কথা।"

আমি বুঝিলাম, আমি পেগটীর সহিত যাইতে চাহিলে মিস্ মর্ডষ্টোন কোন বাধা দিবেন না।

এক মাস শেষ হইলে, পেগটী আমায় লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

মিঃ বার্কিস্ তাহার গাড়ী লইয়া আসিল। এত দিন গেটের ধারেই বার্কিস্ দাঁড়াইয়া থাকিত। আজ পেগটীর বাক্সগুলি গাড়ীতে তুলিবার জন্য সে নিজেই বাড়ীর মধ্যে আসিল।

পেগটী খুবই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এত কাল এইখানে তাহার গৃহ ছিল। মা ও আমাকে ভালবাসিয়াছিল। বহু দিনের স্মৃতিবিজড়িত স্থান জন্মের মত ত্যাগ করিয়া যাইতেছে—সে দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িল।

মিঃ বার্কিস্ নীরবে বসিয়া গাড়ী চালাইতেছিল। পেগটীর মুহ্যমান অবস্থা দেখিয়া বার্কিসের জীবনীশক্তি আছে, তাহা যেন বুঝা যাইতেছিল না। অবশেষে পেগটী আত্মস্থ হইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিলে, বার্কিস্‌ও কয়েক-বার মাথা আন্দোলিত করিল।

আমি বলিলাম, "মিঃ বার্কিস্, আজ দিনটা বড় সুন্দর।"

মিঃ বার্কিস্ সংক্ষেপে বলিল, "দিনটা খারাপ নয় বটে।"

তাহাকে খুসী করিবার জন্য আমি বলিলাম, "পেগটী এখন বেশ আরাম বোধ কচ্ছে।"

মিঃ বার্কিস্ বলিল, "তাই না কি!"

তার পর পেগটীর দিকে চাহিয়া সে বলিল, "সত্যি তুমি আরাম পাচ্ছ?"

পেগটী হাসিল। মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিল, তাই বটে।

আরও কাছে ঘেঁসিয়া বসিয়া মিঃ বার্কিস্ বলিল, "সত্যি কি না, তুমিই জান।" বলিতে বলিতে সে এত কাছে আসিয়া বসিল যে, আমার নিশ্বাস ফেলা কষ্টকর হইল।

পেগটী মিঃ বার্কিস্কে বুঝাইয়া দিল যে, সে সরিয়া না বসিলে আমাদের কষ্ট হইবে। মিঃ বার্কিস্ তখন সরিয়া বসিল।

একটি পান্থশালায় গাড়ী থামাইয়া মিঃ বার্কিস্ আমাদিগকে মাংস, বীয়ার প্রভৃতি আনিয়া দিল।

ক্রমশঃ আমরা ইয়ারমাউথে আসিয়া পৌছিলাম। মিঃ পেগটী ও হ্যাম্ আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছিল। মিঃ বার্কিসের সঙ্গে তাহারা করকম্পন করিল। হ্যাম্ ও মিঃ পগটী বাক্সগুলি লইয়া বাড়ীর দিকে চলিল। মিঃ বার্কিস্ মামাকে কাছে ডাকিয়া বলিল, "দেখ, সব ঠিক আছে।"

আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "বটে!"

সে বলিল, "কাজটা শেষ হয়নি। সব ঠিকই আছে।"

আবার আমি বলিলাম, "বটে!"

মিঃ বার্কিস্ বলিল, "তুমি জান, সে রাজি। বার্কিস্—বার্কিস্ ছাড়া আর কেউ নয়।"

আমি মাথা নাড়িলাম।

সে বলিল, "আমি তোমার বন্ধু। তুমি গোড়া থেকে সব ঠিক ক'রে দিয়েছ। সব ঠিক আছে। প্রথমেও ঠিক—শেষেও ঠিক!"

সে আমার করকম্পন করিল।

পেগটী আমায় আহ্বান করিতেছে দেখিয়া আমি চলিয়া গেলাম। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, বার্কিস্ এতক্ষণ আমাকে কি বলিতেছিল? আমি তাহাকে সব বলিলাম।

সে হাসিয়া বলিল, "বলুক গে যাক্। আচ্ছা, ডেভি, আমি যদি বিয়ে করি, তোমার কি মনে হবে?"

"কেন পেগটী? বিয়ে হলেও তুমি আমায় যেমন ভালবাসছ, তেমনই ভালবাসবে।"

পথ দিয়া লোক-চলাচল করিতেছিল। কিন্তু কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পেগটী পথের মধ্যেই আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল।

সে বলিল, "যাদু আমার, তোমার কি মনে হচ্ছে বল ত।"

আমি বলিলাম, "মিঃ বার্কিস্কে যদি তুমি বিয়ে কর, সেই কথাটা বলছ?"

পেগটী বলিল, "হ্যাঁ।"

"খুব ভাল হবে। তা হ'লে তুমি গাড়ী ক'রে আমাকে দেখ্তে যেতে পাবে, গাড়ীভাড়া লাগবে না। যখন ইচ্ছা যেতে পারবে।"

পেগটী বলিল, "দেখ, এক মাস ধ'রে আমি স্বাধীনভাবে থাক্‌বার কথাই ভেবেছি। নিজের বাড়ীর গিন্নী হলে, আমার যা খুসী করতে পার। অন্যের বাড়ী চাকরী করলে সে স্বাধীনতা থাক্‌বে না। যখন খুসী আমি সেখানে যা[...] গোরস্থানে দাঁড়াব। যাকে ভালবেসেছি, ম'রে গেলে ত[...] পাশেই আমার স্থান হবে।"

খানিকক্ষণ কোন কথাই কেহ বলিতে পারিলাম না।

তার পর পেগটী আবার বলিল, "কিন্তু আমার ডে[...] এতে যদি মত না দেয়, তবে আমি কিছুতেই বিয়ে করব না—এই ছিল আমার চিন্তা।"

আমি বলিলাম, "পেগটী, চেয়ে দেখ, সত্যি আম[...] আনন্দ হচ্ছে কি না।"

সত্যই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে পেগটীর বিবাহের অনুমো[...] করি।

পেগটী বলিল, "কথাটা আমি দিনরাত ভেবে[...] যাক্, আবার ভেবে দেখ্‌ব। দাদাকেও জিজ্ঞাসা করব। ি[...] কথাটা এখন প্রকাশ করো না। আমরাই শুধু জান্‌লাম[...]"

বাড়ীর কাছে পৌছিলাম। মিসেস্ গমিজ দরজ[...] কাছে প্রতীক্ষা করিতেছিল। বাড়ীর ভিতর সবই পূর্ব[...] দেখিলাম। শুধু এমিলিকে দেখিলাম না।

মিঃ পেগটী বলিল, "সে স্কুলে আছে। আধ ঘণ্টার ম[...] সে বাড়ী আসবে।"

আমি জানিতাম, কোন্ পথে এমিলি বাড়ী ফিরি[...] তাহার সহিত মিলিত হইবার জন্য আমি বাহির হইলাম।

দূরে একটি মূর্ত্তি দেখা গেল। চিনিলাম, এ[...] আসিতেছে। হ্যাঁ, সেই বটে। যতই সে কাছে আ[...] তাহার নীল চোখ দুইটি দেখিতে পাইলাম। আ[...] সে বড় না হইলেও, তাহার দেহ পূর্ণতার দিকে চলিয়া[...] আমি তাহাকে যেন চিনিতে পারি নাই, এমনই [...] দেখাইলাম। সেও আমাকে যেন চিনিতে পারে ন[...] এমনই ভাবে চলিতে লাগিল। সে আমাকে ডাকিল [...] ফিরিয়াও চাহিল না। শুধু হাসিতে হাসিতে দৌড়াই[...] লাগিল।

ইহাতে আমি বাধ্য হইয়া তাহাকে ধরিবার জন্য দৌ[...]ইতে লাগিলাম। বাড়ীর দ্বারের কাছে আসিয়া তাহা[...] ধরিয়া ফেলিলাম।

এমিলি বলিল, "ও, তুমি?"

আমি বলিলাম, "তুমি জান্‌তে আমি দৌড়চ্ছি?"

এমিলি বলিল, "তুমিও ত জান্‌তে।"

আমি তাহার মুখে চুমা দিতে গেলে সেই দুই হ[...] তাহার চেরীর মত সুন্দর ওষ্ঠ ঢাকিয়া বলিল যে, সে এ[...] খুকী নহে। বলিতে বলিতে সে দৌড়িয়া বাড়ীর মধ্যে চ[...] গেল।

আদর দিয়া এমিলিকে সকলেই ভালবাসিয়াছে। এ[...] সে পূর্ব্বাপেক্ষা যথেচ্ছাচারিণী হইয়াছে। কিন্তু তাহার এমন কোমল এবং স্নেহপ্রবণ যে, আমি পূর্ব্বাপেক্ষা তা[...] প্রতি আকৃষ্ট হইলাম।

চা-পানের সময় মিঃ পেগটী আমার মাতৃবিয়োগের কথার উল্লেখ করিল। সে কথা শুনিয়া এমিলির দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। আমার সমগ্র চিত্ত তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া গেল।

মিঃ পেগটী এমিলির কেশগুচ্ছ হাতে লইয়া বলিল, "এই একটি পিতৃমাতৃহীনা মেয়ে, আর এই একটি পিতৃ-মাতৃহীন যুবক" বলিয়া হ্যামের দিকে করনির্দ্দেশ করিল। "কিন্তু একে দেখে তা বোঝা যায় কি?"

আমি বলিলাম, "মিঃ পেগটী, তুমি যদি আমার অভিভাবক হ'তে, তবে মা-বাবার অভাব আমিও বুঝতে পারতাম না।"

হ্যাম্ বলিয়া উঠিল, "ঠিক বলেছ, মাষ্টার ডেভি!"

মিঃ পেগটী তার পর বলিল, "তোমার বন্ধুটি কেমন আছে, মাষ্টার ডেভি!"

আমি বলিলাম, "ষ্টিয়ারফোর্থ?"

"হ্যাঁ, সেই বটে।"

আমি বলিলাম, "আমি স্কুল থেকে যখন আসি, সে ভালই ছিল।"

মিঃ পেগটী বলিল, "ছেলেটি খুব ভাল, যেমন দেখতে, তেমনি বুদ্ধিমান্।"

আমি বলিলাম, "এমন জিনিষ নেই, যা সে জানে না। ভারী চালাক সে। তেমনই সাহসী।"

মিঃ পেগটী বলিল, "সত্যি, তোমার বন্ধুটি ভাল।"

আমি বলিলাম, "সে যেমন ক্রিকেট খেলায় দক্ষ, তেমনি পড়াশুনা, বক্তৃতা দেওয়া, গান গাওয়া—কোন্ গুণ তার নেই?"

ষ্টিয়ারফোর্থের প্রশংসার কথা বলিতে বলিতে আমার কণ্ঠ হইতে নদীর স্রোতোধারা যেন নির্গত হইতে লাগিল। সহসা চাহিয়া দেখিলাম, এমিলি একান্ত অভিনিবেশ সহকারে আমার কথা শুনিতেছে! তাহার গণ্ডযুগল আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমি তাহার এই প্রকার মনোযোগ দেখিয়া সহসা থামিয়া গেলাম। সকলেই তাহার এই ভাব-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল।

মিঃ পেগটী বলিল, "এমিলি ঠিক আমার মত। সে তোমার বন্ধুকে দেখবার জন্য ব্যাকুল।"

এই আলোচনায় লজ্জিত হইয়া এমিলি চক্ষু নত করিল। তাহার গণ্ডে শোণিতপ্রবাহের চিহ্ন দেখিলাম। আমরা সকলেই তাহাকে লক্ষ্য করিতেছি দেখিয়া অবশেষে সে উঠিয়া পলায়ন করিল।

রাত্রিকালে আমি নির্দ্দিষ্ট শয্যায় শয়ন করিলাম। এই-খানে আমি আগেরবার শয়ন করিয়াছিলাম। সমুদ্রের উপর দিয়া বাতাস ছুটিয়া আসিতেছিল। মনে হইল, উহা যেন শোকোচ্ছ্বাস। শয্যায় শুইয়া আমি প্রার্থনা জানাইলাম। বড় হইয়া আমি যেন এমিলিকে বিবাহ করিতে পাই। এই কথা ভাবিতে ভাবিতে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

এবারও পূর্ব্বের মত দিনগুলি চলিয়া যাইতে লাগিল। শুধু সমুদ্রতটে এবার এমিলি আমার সঙ্গিনী হইল না। তাহার পড়া আছে, সেলাই আছে। কাজেই সে আমার সঙ্গে ঘুরিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতে পারে না। এক বৎসরে সে যেন আমার নিকট হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে।

পরদিবস মিঃ বার্কিস্ আসিল। তাহার হাতে এক পোঁটলা কমলালেবু। পোঁটলাটা রাখিয়া দিয়া সে চলিয়া গেল। হ্যাম্ তাহাকে ডাকিয়া পোঁটলার কথা বলিতেই সে জানাইল যে, উহা পেগটীর জন্য। ইহার পর প্রত্যহই বার্কিস্ কোন না কোন জিনিষ লইয়া আসিতে লাগিল।

আমার এখানে অবস্থিতির দিন ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিল। সেই সময় এক দিন প্রকাশ পাইল যে, পেগটী ও মিঃ বার্কিস্ এক দিন ছুটীতে ঘুরিয়া আসিবে। সঙ্গে আমি ও এমিলি থাকিব।

নির্দ্দিষ্ট দিনে আমরা যাত্রা করিলাম। কিছু দূর গিয়া একটি ধর্ম্মমন্দিরের সম্মুখে গাড়ী থামিল। আমি ও এমিলি গাড়ীতে বসিয়া রহিলাম—পেগটী ও বার্কিস্ ভিতরে চলিয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে তাহারা ফিরিয়া আসিল।

গাড়ীতে চড়িয়া মিঃ বার্কিস্ বলিল, "আমার গাড়ীতে কিছু দিন আগে কার নাম লিখেছিলুম?"

বলিলাম, "ক্লারা পেগটী।"

"এখন যদি লিখি, কি নাম হবে?"

আমি বলিলাম, "সেই ক্লারা পেগটী।"

উচ্চ হাস্য করিয়া সে বলিল, "ক্লারা পেগটী বার্কিস্!"

তাহারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে জানিয়া আমি খুসী হইলাম। পেগটীর ইচ্ছা ছিল, নিঃশব্দেই এই শুভকার্য্যটা যেন সম্পন্ন হয়। তাহাই হইল।

একটা পান্থশালায় আমরা নামিলাম। সে রাত্রিতে ভাল রকম আহার্য্য উপভোগ করা গেল। বিবাহে পেগটীর কিন্তু কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না।

যথাসময়ে নৌকা-বাড়ীতে আবার আমরা ফিরিয়া আসিলাম। মিঃ ও মিসেস্ বার্কিস্ তাহাদের বাড়ী চলিয়া গেল। আমার মনে হইল, এত দিনে আমি পেগটীকে হারাইলাম।

আমার মনের অবস্থা মিঃ পেগটী ও হ্যাম্ বুঝিয়াছিল। এজন্য তাহারা কিছু আহারের আয়োজন করিয়া গল্পগুজবে আমার মনের অপ্রসন্নতা দূর করিবার চেষ্টা করিল। এমিলিও আমার পার্শ্বে আসিয়া বসিল।

সকালবেলা পেগটী আসিয়া আমায় ডাকিল। পেগটীর বাড়ীতে আমায় সে লইয়া গেল। একটি ঘর দেখাইয়া বলিল, "ডেভি, এই ঘরটা তোমার জন্য ঠিক করা থাকল। এখানে এলেই এ ঘরে তুমি থাকবে। পেগটী যত দিন বাঁচবে, এই ঘরটিকে তোমার জন্য সাজিয়ে রাখবে।"

আমার ধাত্রীমাতার প্রাণের ভাষা আমি বুঝিলাম।

পরদিন মিঃ বার্কিস্ ও পেগটী আমাকে বাড়ী নামাইয়া দিয়া আসিল। এত দিনে এ গৃহে আমি একা। সকলেই আমাকে উপেক্ষা করিতে লাগিল। কেহ আমার আহারের সন্ধান লয় না, কোন বিষয়েই আমার কথা ভাবে না। এই বিশ্বে আমি একা।

সপ্তাহে এক দিন পেগটী আসিয়া আমাকে দেখিয়া যাইত। কিন্তু তাহার ওখানে আমার যাইবার অনুমতি পাইলাম না। এমনই ভাবে দিন চলিতে লাগিল।

এক দিন আমি পথে পথে ঘুরিতেছিলাম, সহসা এক স্থানে মিঃ মর্ডষ্টোনকে দেখিলাম। তাঁহার সহিত আর এক জন ভদ্রলোক।

আমি পাশ কাটাইতে যাইতেছি, এমন সময় সেই ভদ্রলোকটি বলিয়া উঠিলেন, "কে, ব্রুক্স্ না?"

আমি বলিলাম, "না, মশাই। আমি ডেভিড্ কপারফিল্ড।"

"ও কথা আমায় বলো না। তুমি ব্রুক্স্। সেফিল্ডের ব্রুক্স্। ঐ নামই তোমার।"

এই কথায় আমি ভদ্রলোকটির দিকে ভাল করিয়া চাহিলাম। হাসি শুনিয়া তাঁহাকে মনে পড়িল। লোয়েষ্টাফে যখন গিয়াছিলাম, ইঁহার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। ইনি মিঃ কুইনন্।

তিনি বলিলেন, "তুমি কেমন আছ? লেখাপড়া কোথায় হচ্ছে?"

তিনি আমার হাত ধরিয়া তাঁহাদের সঙ্গে বেড়াইবার জন্য আহ্বান করিলেন। কি উত্তর দিব, খুঁজিয়া পাইলাম না। মিঃ মর্ডষ্টোনই উত্তর দিলেন।

"ও এখন বাড়ী বসেই আছে। কোথাও লেখাপড়া শিখছে না। ওকে নিয়ে কি যে করা যায়, ভেবে পাচ্ছি না। ছেলেটা আমার একটা দুরূহ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

ভদ্রলোক কোন কথা আর বলিলেন না। খানিক পরে তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার তীক্ষ্ণবুদ্ধি এখন তেমনই আছে, ব্রুক্স্?"

মিঃ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "হাঁ, খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধি। ওকে তুমি ছেড়ে দাও, ভাই। ওর জন্য তুমি ভাবছ, সে জন্য ও তোমাকে ধন্যবাদও দেবে না।"

মিঃ কুইনন্ আমাকে ছাড়িয়া দিলে আমি বাড়ী আসিলাম। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম, উভয়ে আমারই দিকে চাহিয়া কি বলিতেছেন। বুঝিলাম, আলোচনাটা আমারই প্রসঙ্গে চলিতেছে।

সে রাত্রিতে মিঃ কুইনন্ আমাদের বাড়ীতেই রহিলেন। পরদিবস প্রাতরাশের পর আহার-শেষে আমি বাহিরে যাইতেছি, এমন সময় মিঃ মর্ডষ্টোন আমাকে ডাকিলেন। আমি থমকিয়া দাঁড়াইলাম। ঘরে মিস্ মর্ডষ্টোন ও মিঃ কুইনন্ ছিলেন।

মিঃ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "শোন ডেভিড, এখন তরুণদের কাজ করবার সময়। শুধু শুধু কাল কাটান চলে না।"

মিস্ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "যেমন তুমি করছ।"

"জেন্, আমাকেই বলতে দাও। শোন ডেভিড, এই পৃথিবীটা তরুণদের কাছে কাজ করবার জন্য। এখন বাজে কাজে সময় নষ্ট করা চলবে না। বিশেষতঃ তোমার মত ছেলের পক্ষে কাজ করা বিশেষ দরকার। তোমার অনেক দোষ, কাজ করলে সে সব দোষ শুধরে যেতে পারে। তোমার একগুঁয়েমি দোষ আছে।"

মিস্ মর্ডষ্টোন বলিয়া উঠিলেন, "এখানে ও-সব বদখেয়াল চলবে না। তোমার একগুঁয়েমি চূর্ণ ক'রে দিতে হবে—একেবারে ধূলো ক'রে ফেলতে হবেই।"

মিঃ মর্ডষ্টোন ভগিনীর দিকে একটা কটাক্ষ করিবার পর বলিলেন, "ডেভিড, তুমি বোধ হয় জান, আমি ধনী লোক নই। যদি নাও আগে জেনে থাক, এখন শুনে রাখ—আমি ধনী নই। এর মধ্যেই তুমি কিছু লেখাপড়া শিখেছ। লেখাপড়া শেখানর জন্য বিশেষ খরচের দরকার। যদি আমার সামর্থ্যও থাকত, তবু আমি তোমাকে আর লেখাপড়া শেখাতাম না। তোমার সম্মুখে এখন জীবন-সংগ্রাম উপস্থিত। এখনই তোমাকে যুদ্ধে লেগে যেতে হবে।"

কিয়ৎকাল পরে তিনি আবার বলিলেন, "তুমি মর্ডষ্টোন গ্রীনবির দোকানের কথা হয় ত শুনেছ। মিঃ কুইনন্ সেই ব্যবসায়ে ম্যানেজারী করেন। তিনি বলছিলেন যে, সেখানে অনেক ছেলে কাজ ক'রে খায়। সুতরাং তুমিও সেখানে কাজ করবে না কেন?"

মিঃ কুইনন্ মৃদুস্বরে বলিলেন, "যখন ছেলেটির আর কোন পথ দেখা যাচ্ছে না, মর্ডষ্টোন।"

মিঃ মর্ডষ্টোন ক্রুদ্ধভাবে কথাটা উড়াইয়া দিয়া বলিয়া চলিলেন, "সেখানে তুমি যা রোজগার করবে, তাতে খাওয়া চলবে। হাত-খরচাও কিছু পাবে। ঘরভাড়ার আমি বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছি, সেটা আমিই দেব। কাপড়-চোপড় সম্বন্ধেও ব্যবস্থা হবে। অতএব তুমি কুইননের সঙ্গে লণ্ডনে চ'লে যাও। জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও।"

মিস্ মর্ডষ্টোন টিপ্পনী কাটিয়া বলিলেন, "মোট কথা, তোমার ব্যবস্থা করা হ'ল। এখন তোমার কাজ তুমি ক'রে যাবে।"

বুঝিলাম, আমাকে ছাঁটিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা পাকা হইয়া গিয়াছে। এ প্রস্তাবে আমি খুসী হইলাম কি ভয় পাইলাম, সে কথা এ বয়সে আর আমার মনে নাই।

পরদিন সকালেই মিঃ কুইনন্ চলিয়া যাইবেন। সুতরাং চিন্তা করিবার অবকাশও আমার ঘটিল না।

পরের দিন আমার বাক্স লইয়া মিঃ কুইননের সহিত আমি লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমাদের বাড়ী ক্রমে ঝাপসা দেখাইতে লাগিল। আকাশ আজ যথার্থই শূন্য দেখাইতেছিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পৃথিবী সম্বন্ধে এখন আমার অনেক অভিজ্ঞতা বাড়িয়াছিল। এখন সহসা কোনও বিষয়ে আমার বিস্ময়বোধ হইত না। কিন্তু একটা বিষয়ে এখনও আমায় বিস্ময় লাগে, এত অল্পবয়সে আমি পরিত্যক্ত হইলাম। দশ বৎসর বয়সে আমি মর্ডষ্টোন এণ্ড গ্রিন্‌বির দোকানে চাকরী করিতে বাধ্য হইলাম।

এই কোম্পানী বোতলে মদ ভরিয়া জাহাজে চালান দিত। ব্যবসাটা মন্দ আয়ের ছিল না। দোকানের এক দিকে রাশীকৃত বোতল জমা থাকিত। ছোট ছোট বালক এবং বয়স্কগণ ঐ সকল বোতল পরীক্ষা করিত, ধৌত করিত। আমার কাজ ছিল, বোতল ধুইয়া পরিষ্কার করা, ছিপি-আঁটা, এবং বোতলের গায়ে লেবেল লাগান।

আমার মত আরও তিন চারিটি বালক এই কার্য্য করিত। আমি যেখানে বসিয়া কাজ করিতাম, মিঃ কুইনন্ ইচ্ছা করিলেই নিজের আসন হইতে আমি কি করিতেছি, না করিতেছি, তাহা দেখিতে পাইতেন। মিক্‌ ওয়াকার নামক একটি পুরাতন ছোকরা আমাকে কাজ শিখাইয়া দিল। যে সকল বালক এখানে কাজ করে, তাহারা কোন্ সম্প্রদায়ের লোক, তাহার পরিচয়ও পাইলাম।

এইরূপ দলে মিশিয়া আমাকে থাকিতে হইবে! দুঃখে, ক্ষোভে আমার সমগ্র চিত্ত বিমূঢ় হইয়া পড়িল। ষ্টিয়ারফোর্থ, ট্রাডেলস্ এবং অন্যান্য ছাত্রের সাহচর্য্যে যে বর্দ্ধিত হইতেছিল, তাহার তুলনায় এরূপ হীন সংসর্গে জীবনযাপন কিরূপ শোচনীয়, তাহা ভাবিয়া আমার চোখে জল আসিতে চাহিত। ভবিষ্যতের সকল উচ্চাশার সমাধি হইল। লজ্জায় আমি মাথা তুলিতে পারিতাম না। অনেক সময় আমি চোখের জলে ভাসিতাম—যে জলে বোতল ধুইতাম, তাহাতে অশ্রুধারা মিশ্রিত হইত।

প্রথম দিন, সাড়ে বারোটা বাজিলে আমাদের আহারের জন্য ছুটী হইল। সেই সময় মিঃ কুইনন্ আমাকে ডাকিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশে আমি অন্য কক্ষে প্রবেশ করিলাম। ঘরের মধ্যে এক জন আধাবয়সী লোক জঘন্য মলিন পরিচ্ছদে বসিয়াছিলেন।

মিঃ কুইনন্ আমাকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই সেই।"

অপরিচিত ব্যক্তি বলিলেন, "তুমি মাষ্টার কপারফিল্ড। আশা করি, তুমি ভাল আছ?"

মনে মনে ভাল না থাকিলেও আমি মুখে জানাইলাম, আমি ভাল আছি। তিনিও বোধ হয় ভাল আছেন বলিয়া শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলাম।

"হাঁ, আমি ভাল আছি। মিঃ মর্ডষ্টোন আমায় পত্র লিখেছেন। আমার বাসার একটা ঘর খালি আছে। সেই ঘরে তুমি থাকবে।"

মিঃ কুইনন্ তাঁহার পরিচয় দিয়া বলিলেন, "ইনি মিঃ মিক্‌বার।"

অপরিচিত ব্যক্তি বলিলেন, "হাঁ, ঐ আমার নাম।"

মিঃ কুইনন্ বলিলেন, "মিঃ মিক্‌বার আমাদের পরিচিত। মিঃ মর্ডষ্টোনের সঙ্গেও পরিচয় আছে। উনি কমিশন লইয়া আমাদের কাজ করেন। মিঃ মর্ডষ্টোন ওঁকে পত্র লিখেছেন। ওঁর বাসাতেই তুমি থাকবে।"

তিনি বলিলেন, "আমার ঠিকানা—উইণ্ডসর টেরাস্, সিটি রোড। সেখানেই আমার বাসা।"

আমি তাঁহাকে একটি নমস্কার করিলাম।

মিঃ মিক্‌বার বলিলেন, "তুমি সহরে নতুন, পথ-ঘাট চেন না। কাজেই আমি বৈকালবেলা তোমাকে পথ চিনাইয়া বাসায় লইয়া যাইব।"

তাঁহাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইলাম।

মিঃ মিক্‌বার বলিলেন, "কখন্ তোমাকে নিতে আস্‌ব?"

উত্তর দিলেন মিঃ কুইনন্। তিনি বলিলেন, "রাত্রি ৮টায়।"

"বেশ, সেই সময় আমি তোমাকে লইয়া যাইব।"

সপ্তাহে আমার মাহিনা হইল ছয় শিলিং। উহা মিঃ কুইনন্ আমায় অগ্রিম দিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে মিঃ মিক্‌বার আমায় লইতে আসিলেন। তিনি আমাকে পথের নাম বলিয়া দিতে দিতে চলিলেন। পরদিবস আমি নিজে চিনিয়া আসিতে পারিব।

মিসেস্ মিক্‌বারের সহিত তিনি আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাঁহাদের দুইটি সন্তান। মিস্ মিক্‌বার চারি বৎসরের মেয়ে, মাষ্টার মিক্‌বার তিন বৎসরের শিশু। আমার শয়নঘর উপরের তলায়।

মিক্‌বারের অবস্থা সচ্ছল নহে বুঝিলাম। পাওনাদারের সংখ্যাই অধিক। প্রত্যহই তাহাদের শুভাগমন হইত।

এই বাড়ীতে, এইরূপ লোকের সংস্রবে অবকাশসময় আমাকে কাটাইতে হইত। অল্প খরচে আমার আহারের আয়োজন করিতে হইত। সমস্ত দিন কারখানায় কাটাইতাম। ছয় শিলিংএর মধ্যে আমাকে এক সপ্তাহ কাটাইয়া দিতে হইবে বুঝিয়া কোনওমতে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতাম।

আমার বয়স অল্প, জ্ঞান অল্প, গুণপনাও নাই। এখন হইতেই নিজের পায় ভর দিয়া আমাকে দাঁড়াইতে হইল। উপদেশ দিবার কেহ নাই, সাহায্য করিবার কেহ নাই। মনে হইত, মৃত্যু হইলেই বাঁচি।

অখাদ্য খাইয়া আমার ভাল জিনিষের প্রতি লোভ হইত। এক দিন আমি একটি সাধারণ দোকানে গিয়া তৃষ্ণা-নিবারণের জন্য উৎকৃষ্ট এল বা পোর্ট সুরা চাহিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, খুব ভাল ও খাঁটি জিনিষের কত দাম।

দোকানদার আমার দিকে নিবিষ্ট দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "আড়াই পেনী, এক গ্লাসের দাম।"

বলিলাম, "আমাকে খাঁটি জিনিষ এক গ্লাস দিন ত।"

আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া তিনি পাশের ঘরে অবস্থিত তাঁহার স্ত্রীকে ডাকিলেন। তিনি বাহিরে আসিয়া আমায় কৌতুকভরে দেখিয়া আমার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। আমার নাম কি, বাড়ী কোথায়, কে আমার আছেন, কোথায় থাকি, ইত্যাদি নানা প্রশ্ন। আমি অন্যকে জড়িত না করিয়া যথাসাধ্য নিজের কথা বলিয়া গেলাম।

এক গ্লাস সুরা আসিল। আমি পান করিলাম। দোকানদারের গৃহিণী আমাকে দাম ফিরাইয়া দিয়া আমাকে চুমা দিলেন। নারীহৃদয়ের সহানুভূতির পরিচয়ে আমার মন অভিভূত হইল।

আমার জীবনে যে সকল অসুবিধা এবং অর্থের অস্বচ্ছলতা দেখা দিল, তাহার সম্বন্ধে আমি এতটুকু অতিরঞ্জন করিতেছি না। মিঃ কুইনন্ আমাকে এক শিলিং মুদ্রা দিলে তাহা আমার আহার ও চা-পানের জন্য ব্যয় করিয়া ফেলিতাম। সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতাম, অতি সাধারণ স্তরের বালক ও পুরুষের সহিত আমাকে কাজ করিতে হইত। পর্য্যাপ্ত আহার আমার জুটিত না। আমি যে চোর এবং ভবঘুরে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হই নাই, ইহা শুধু দৈবানুগ্রহেই বলিতে হইবে।

এরূপ অবস্থাতেও আমি মর্ডষ্টোন এণ্ড গ্রিন্‌বির কার্য্যালয়ে অন্যের অপেক্ষা একটু স্বতন্ত্রভাবে থাকিতাম। মিঃ কুইনন্‌ও অন্যের তুলনায় আমাকে একটু স্বতন্ত্রভাবে দেখিতেন, সেইভাবে ব্যবহার করিতেন। কিরূপে, কি অবস্থায় পড়িয়া আমাকে এখানে এই প্রকার হেয় কাজ করিতে হইতেছে, তাহা আমি ঘুণাক্ষরে কাহাকেও জানিতে দেই নাই। আমি এরূপ অবস্থায় কিরূপ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতাম, তাহার আভাসমাত্র কাহাকেও দেই নাই। আমি নীরবে কাজ করিয়া যাইতাম। বাহিরে কোন প্রকার অসন্তোষ কখনও প্রকাশ করিতাম না। আমি প্রাণপণ যত্নে কাজ করিতাম; কারণ, এই অল্পবয়সেই আমার এই জ্ঞান হইয়াছিল যে, আমি অন্যান্য বালকের অপেক্ষা যদি কাজ ভাল করিতে না পারি, অন্ততঃ তাহাদের মতও কাজ করিতে না পারি, তাহা হইলে আমি এখানে অবজ্ঞাত হইব। তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা-সত্ত্বেও আমি আপনাকে তাহাদের অপেক্ষা স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতাম। তাহারা সকলেই আমাকে ভদ্রসন্তান ভাবিয়া তদ্রূপ ব্যবহার করিত। তাহাদের কেহই লেখাপড়া জানিত না। আমি মাঝে মাঝে তাহাদিগকে আমার অধীত গ্রন্থরাজি হইতে গল্প বলিয়া শুনাইতাম। ইহাতে মিলি পটাটোজ নামে পরিচিত বালকটি মাত্র মাঝে মাঝে আমার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করিত। আমি যে এরূপ গুণবান, ইহা তাহার সহ্য হইত না। মিক্ ওয়াকার তাহাকে এরূপ বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে না। আমার মনের অশান্তির অবস্থা আমি পেগী কোন দিন জানিতে দেই নাই। আমি প্রায়ই তাহাকে লিখিতাম, সে-ও আমাকে পত্র লিখিত।

মিক্‌বার-পরিবারের সহিত আমি ঘনিষ্ঠভাবে মিশি ছিলাম। মিঃ মিক্‌বার ঋণের ভারে অবসন্ন হইয়া পড়ি ছিলেন। তাঁহার পত্নীকে আমার বালকবুদ্ধিতে যথা সাহায্য করিতাম। মিঃ মিক্‌বার কমিশনে কাজ করি তিনি প্রয়োজনমত খরিদ্দার জুটাইতে পারিতেন না। এ তাঁহার অভাব লাগিয়াই ছিল। তিনি প্রায়ই হতাশ গৃহে ফিরিয়া অশ্রুপূর্ণ-লোচনে বলিতেন—এবার জেলে যা ছাড়া তাঁহার গত্যন্তর নাই—ঋণের ভার ক্রমেই বাড়িতে বয়সের পার্থক্য সত্ত্বেও মিক্‌বার-দম্পতির সহিত আ বন্ধুত্ব গাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার প্রধান কারণ, আ দের আর্থিক অবস্থা প্রায় সমপর্য্যায়ে দাঁড়াইয়াছিল।

এক দিন মিসেস্ মিক্‌বার আমায় বলিলেন, "মা কপারফিল্ড, তোমার কাছে কোন কথা গোপন করব মিঃ মিক্‌বারের অবস্থা ক্রমেই অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ছে

সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে আমি মিসেস্ মিক্‌বারের ক্রন্দ স্ফীত আরক্ত নয়নের প্রতি চাহিলাম। আমি বড়ই আ নাকে অসহায় মনে করিলাম।

মিসেস্ মিক্‌বার বলিয়া চলিলেন, "আজ বাড়ী এমন কিছু নেই, যা ছেলে-মেয়েদের খেতে দিতে পারি।"

আমি শঙ্কিতকণ্ঠে বলিলাম, "কি সর্ব্বনাশ!"

আমার পকেটে তখনও সপ্তাহের মাহিনার দুই কি তি শিলিং অবশিষ্ট ছিল। আমি তাড়াতাড়ি উহা বাহির করি সানুনয়ে মিসেস্ মিক্‌বারকে গ্রহণ করিতে অনুরো জানাইলাম। কিন্তু মিসেস্ মিক্‌বার আমার গালে চু দিয়া বলিলেন যে, উহা তিনি ঋণস্বরূপও লইতে পারেন না

তিনি বলিলেন, "না, মাষ্টার কপারফিল্ড, এ চি আমার মনেও স্থান পায় নাই! তুমি বাছা অন্য রক আমার উপকার করতে পার। করবে বাবা?"

আমি বলিলাম যে, কি আমি করিতে পারি, যদি অনু করিয়া তিনি আমায় বলেন।

তিনি বলিলেন, "আমার ঘরের বাসনপত্র অনেকগুলো এর মধ্যেই বেচে ফেলেছি। কিন্তু ছেলে-মেয়ে দুটো জন্যই আমার ভাবনা। ঘরে আর যা-কিছু সামান্য জিনিষ পত্র আছে, তা আমি বেচে ফেলতে পারি। মিঃ মিক্‌বা জানতে পারলে কখনই বেচতে দেবেন না। মেয়েটাকে যদি বেচে ফেলবার জন্য দেই, সে কথাটা ফাঁস ক'রে ফেলবে। তুমি যদি বাবা—"

আমি তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে রাজি হইলাম। সেই দিনই অপরাহ্ণে আমি

তকগুলি জিনিষ বেচিয়া দিলাম। তার পর প্রায় প্রত্যহ কালবেলাই আমি কারখানায় যাইবার আগে ঐ কার্য্য রিতাম।

মিক্‌বারের একটা আধারে খানকয়েক বই ছিল। তিনি গুলার উল্লেখ করিয়া তাহাকে পুস্তকাগার বলিয়া অভি-ত করিতেন। ঐ বইগুলিই প্রথমে বিক্রমপুর গমন রিল। সিটি রোডের কোনও পুরাতন পুস্তকের দোকানে ামি একে একে উহা বেচিয়া আসিতে লাগিলাম। বেচিয়া াহা পাওয়া যাইত, তাহাই আমি মিসেস্ মিক্‌বারকে িতাম।

দিনকয়েক এইভাবে চলিবার পর ঘোর দুর্দ্দিন নাইয়া আসিল। এক দিন সকালবেলা পেয়াদা আসিয়া াহাকে ধরিয়া লইয়া গেল। দেনার জ্বালায় তাঁহার জেল হইবে। মিঃ মকৃবারের জন্য আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল।

রবিবারে আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। তিনি তখন কারাগারে অবস্থান করিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া তিনি আমাকে তাঁহার ঘরে লইয়া গেলেন। তাঁহার ঘরে আর এক জন ঋণীকেও আসিতে দেখিলাম। মিঃ মিক্‌-বার কারারুদ্ধ অবস্থাতেও উৎসাহ হারান নাই দেখিলাম। সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট, এমন লোক আমি অল্পই দেখিয়াছি।

বাসায় ফিরিয়া মিসেস্ মিক্‌বারকে আমাদের সাক্ষাতের কথা বলিলাম। তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন।

বাড়ীর জিনিষপত্রগুলি সবই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে দেখিলাম। কে বেচিল, তাহা জানিতাম না। কারণ, আমি সেগুলি বিক্রয় করি নাই, শয্যা, খানকয়েক চেয়ার এবং রান্নাঘরের টেবল ছাড়া আর সব জিনিষই অন্তর্হিত হইয়াছে। ঐ সকল সামান্য জিনিষ লইয়াই আমরা বাসায় বসবাস করিতে লাগিলাম।

তার পর মিসেস্ মিক্‌বার কারাগারে যাওয়াই স্থির করিলেন। সেখানে একটা স্বতন্ত্র ঘর মিঃ মিক্‌বারের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তাঁহাদের বিছানা সেখানে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। আমি কাছেই আর একটা ছোট ঘরে শয়নের স্থান করিয়া লইলাম।

এ পর্য্যন্ত আমি মর্ডষ্টোন এণ্ড গ্রিন্‌বির কারখানাতেই সমান ভাবে, সমান অবস্থায় কাজ করিতেছিলাম। আমি কাহারও সহিত মিশিতাম না। আপন মনেই একা থাকি-তাম। কিন্তু ক্রমেই আমি পূর্ব্বাপেক্ষা অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকিতে বাধ্য হইতেছিলাম। মিক্‌বার-দম্পতিকে তাঁহাদের কোনও আত্মীয় সাহায্য করিতে থাকায়, কারাগারে তাঁহারা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতেছিলেন। ইহাতে আমার মনের দুশ্চিন্তা অনেকটা হ্রাস পাইয়াছিল। আমি প্রত্যহ তাঁহাদের ওখানে গিয়া প্রাতরাশ করিয়া আসিতাম।

এক দিন মিসেস্ মিক্‌বারের নিকট হইতে সংবাদ পাইলাম যে, দেউলিয়া আইনের জোরে মিঃ মিক্‌বার শীঘ্রই কারামুক্ত হইবেন। মাস দেড়েকের মধ্যে তাঁহার মুক্তি ঘটিতে পারে। মিঃ মিক্‌বার নূতন ভাবে জীবনযাত্রা আরম্ভ করিবেন, তাহাও শুনিতে পাইলাম। মিঃ মিক্‌বার আরও বহু ঋণীর সহিত পার্লামেণ্টে; দেনার দায় হইতে মুক্তিলাভের জন্য এক দরখাস্ত করিয়াছিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

যথাসময়ে মিঃ মিক্‌বারের দরখাস্ত-শুনানীর দিন নিকটবর্ত্তী হইল। যথাসময়ে শুনানী আরম্ভ হইল। মিঃ মিক্‌বারের উত্তমর্ণগণ টাকার দাবী করে বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতি কাহারও বিদ্বেষ নাই, এ সকল কথা আদালতে আলোচিত হইল। মিঃ মিক্‌বার অবশেষে মুক্তি পাইলেন।

আমি মিসেস্ মিক্‌বারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন আপনারা কি করবেন? কিছু স্থির করেছেন কি? মিঃ মিক্‌বার এখন ত দায়মুক্ত।"

মিসেস্ মিক্‌বার বলিলেন, "আমার আত্মীয়রা বল্‌ছেন যে, মিঃ মিক্‌বারকে লণ্ডন ত্যাগ করতে হবে। পল্লী অঞ্চলে গেলে তাঁর প্রতিভার বিকাশ দেখাতে পারবেন। মাষ্টার কপারফিল্ড, মিঃ মিক্‌বারের সত্যিকারের প্রতিভা আছে।"

আমি বলিলাম যে, আমি তাহা জানি।

"আত্মীয়রা বল্‌ছেন, প্লাইমাউথে যদি উনি যান, তা হ'লে সুবিধা ক'রে নিতে পারবেন।"

আমি বলিলাম, "তিনি যাবার জন্য প্রস্তুত আছেন ত?"

"হ্যাঁ, তাঁকে যেতেই হবে—সে জন্য প্রস্তুতও আছেন বৈ কি।"

আমি বলিলাম—"আপনিও সঙ্গে যাবেন, ম্যাডাম্?"

তিনি বলিলেন, "আমি মিঃ মিক্‌বারকে কখনও ত্যাগ করতে পারিনে। সত্যি বটে, বিয়ের সময় আমি যে মুক্তোর হার ও কঙ্কণ মার কাছ থেকে পেয়েছিলুম, আধা দামে তা আমাদের বেচে ফেল্‌তে হয়েছে। প্রবালের এক প্রস্থ জিনিষ বাবা আমাকে যৌতুক দিয়েছিলেন, তাও জলের দরে চ'লে গেছে; কিন্তু তবু আমি মিঃ মিক্‌বারকে ত্যাগ করতে পারিনে। সুতরাং, এ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করায় কোন ফল নেই।"

আমি ভাবিলাম, মিসেস্ মিক্‌বার হয় ত আমার কথায় এমন কিছু অনুমান করিয়াছেন যে, আমি তাঁহাকে ঐ রকম ভাবের পরামর্শই বা দিতেছি! সুতরাং সভয়ে আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

প্রাচীরের দিকে চাহিয়া মিসেস্ মিক্‌বার বলিলেন, "মিঃ মিক্‌বারের অনেক দোষ আছে জানি। তিনি আমাকে তাঁর অবস্থা সম্বন্ধে, ঋণ সম্বন্ধে বরাবর অন্ধকারে রেখেছেন—কোন কথা জানতে দেননি। কিন্তু তা ব'লে আমি তাঁকে ত্যাগ করতে পারিনে।"

আমি মিসেস্ মিক্‌বারের ভাবভঙ্গী এবং উত্তেজনা দেখিয়া তাড়াতাড়ি ক্লাব-ঘরে গিয়া মিঃ মিক্‌বারকে ডাকিলাম। তিনি তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গে চলিয়া আসিলেন।

ঘরের মধ্যে দ্রুত প্রবেশ করিয়া তিনি বলিলেন, "ইমা, লক্ষ্মি, কি হয়েছে?"

"আমি তোমাকে কখনো ছেড়ে যাব না।"

পত্নীকে বাহুমূলে আবদ্ধ করিয়া মিঃ মিক্‌বার বলিলেন, "সে কথা আমি ভাল ক'রেই জানি!"

"উনি আমার সন্তানদের পিতা—এই জোড়া ছেলে-মেয়ের বাবা! আমার স্নেহময় স্বামী উনি। আমি কখনো ওঁকে ছেড়ে যাব না।"

মিঃ মিক্‌বার পত্নীর এই নিষ্ঠায় বিচলিত হইয়া তাঁহাকে শান্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। এ দৃশ্যে আমার চোখে জল আসিল। মিঃ মিক্‌বার কত প্রকারে মিসেস্ মিক্‌বারকে শান্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কোনমতেই তাঁহার পত্নী প্রবোধ মানিলেন না। অবশেষে স্বামী স্ত্রীকে শয়নকক্ষে লইয়া গেলেন—আমাকে বাহিরে পাহারায় রাখিয়া। খানিক পরে মিঃ মিক্‌বার বাহিরে আসিলে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন তিনি কেমন আছেন?"

"ভারী মনমরা হয়ে পড়েছেন—উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে। কি ভয়ঙ্কর দিন আজ! আমাদের পাশে আজ কেউ নেই। সবাই আমাদের ছেড়ে চ'লে গেছে।"

মিঃ মিকবার আমার হাত চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। আমিও অত্যন্ত বিচলিত হইলাম। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, মিঃ মিকবারের মুক্তিতে আমরা সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিব—আমোদ-প্রমোদ করিব, কিন্তু তাহার বিপরীত ফল হইল। মুক্তিলাভের পর মিক্‌বার-দম্পতি আপনাদিগকে সম্পূর্ণ অসহায় ভাবিতেছেন। তার পর যখন বিদায়ের ঘণ্টাধ্বনি শ্রুত হইলাম, তখন আমি বিরসচিত্তে বিদায় লইলাম। মিঃ মিকবারের জন্য আমার বিশেষ দুশ্চিন্তা হইল।

পথে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলাম, প্রকৃতপ্রস্তাবে এত দিন পরে মিক্‌বার-দম্পতির সহিত আমার বিচ্ছেদ অনিবার্য্য। তাঁহারা লণ্ডন ত্যাগ করিয়া যাইবেনই। শয্যায় শয়ন করিয়া সারা রাত্রি ঐ একই চিন্তা আমার চিত্ত অধিকার করিয়া রহিল।

মিক্‌বার-দম্পতির সহিত আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। তাঁহারা চলিয়া গেলে, কোন্ নূতন স্থানে আমায় বাসা বাঁধিতে হইবে, এই দুশ্চিন্তায় আমি অধীর হইলাম। অপরিচিত ব্যক্তিগণের মধ্যে আমার জীবন যাপন করা চলিবে না।

কিন্তু এ অবস্থা হইতে পরিত্রাণ-লাভের উপায় কোথায়? মিস্ মর্ডষ্টোনের নিকট হইতে কোন সংবাদই পাইতাম না। মিঃ মর্ডষ্টোন ত সম্পূর্ণভাবে আমার সংস্রব এড়াইয়া চলিয়াছেন। শুধু মিঃ কুইনন্নের মারফতে আমি কয়েকটি পুলিন্দায় পরিধেয় পোষাক পাইয়াছিলাম।

পরদিন শুনিলাম, এক সপ্তাহ পরে মিক্‌বার-দম্পতি প্লাইমাউথে চলিয়া যাইবেন স্থির হইয়াছে। এই এক সপ্তাহ আমি তাঁহাদের বাসাতেই থাকিতে পাইব। মিঃ মিক্‌বার আপিসে স্বয়ং আসিয়া মিঃ কুইনন্‌কে জানাইয়া দিলেন যে, এক সপ্তাহ পরে আমার সম্বন্ধে দায়িত্বভার তিনি নামাইয়া দিবেন। মিঃ কুইনন্ গাড়ীওয়ালা চিপ্‌কে ডাকিয়া বলিলেন যে, তাহার গৃহে আমাকে স্থান দিতে হইবে। এই লোকটা বিবাহিত। আমি মুখে কিছু বলিলাম না, কিন্তু তখন আমার সংকল্প স্থির হইয়াছিল।

মিক্‌বার-দম্পতির সহিত কয় দিন অপরাহ্ণ ও রাত্রিকাল কাটাইয়া দিতে লাগিলাম। তাঁহাদের সহিত আমার প্রীতির সম্বন্ধ এই কয় দিনে আরও দৃঢ় হইল। শেষ দিন—রবিবারে তাঁহারা আমায় ভোজনে নিমন্ত্রণ করিলেন। আমি একটি খেলার ঘোড়া কিনিয়া আনিয়াছিলাম। উহা ছোট ছেলেটিকে উপহার দিলাম। ইমা মেয়েটির জন্যও একটা পুতুল আনিয়াছিলাম।

সারাদিন বেশ আনন্দেই কাটিল। ক্রমে আমাদের বিদায়ক্ষণ আসন্ন হইল।

"মিসেস্ মিক্‌বার বলিলেন, "যখনই দুঃখ-বিপদ আসিবে, মাষ্টার কপারফিল্ড, তোমার কথা আমাদের তখনই মনে পড়বে। তুমি আমাদের বন্ধু ছিলে।"

মিষ্টার মিক্‌বার বলিলেন, "প্রিয় কপারফিল্ড, তুমি আমাদের বিপদের দিনে প্রকৃত বন্ধু ছিলে; তোমার কথা সকল সময়ে আমাদের মনে থাকবে।"

দুঃখনম্রকণ্ঠে আমি বলিলাম যে, তাঁহাদের হারাইয়া আমার মনের শান্তি থাকিবে না।

মিঃ মিক্‌বার বলিলেন, "কপারফিল্ড, আমি তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়! অবশ্য জীবনে আমি ব্যর্থতাই এনেছি, কিন্তু অভিজ্ঞতা আমার যথেষ্ট হয়েছে। তোমাকে একটা কথা ব'লে রাখি। যা আজ করতে পারবে, কালকের জন্য তা ফেলে রাখ্‌বে না। সময় পাওয়া মাত্র তার সদ্ব্যবহার করবে।"

খানিক নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন, "আমার আর একটা উপদেশ মনে রেখো। বাৎসরিক আয় কুড়ি পাউণ্ড—বাৎসরিক ব্যয় ১৯ পাউণ্ড, উনিশ শিলিং, ৬ পেন্স—ফল সুখ। বাৎসরিক আয় কুড়ি পাউণ্ড—ব্যয় কুড়ি পাউণ্ড—ফল দুঃখ। জীবন-বৃক্ষের ফুলগুলি শুকিয়ে ঝ'রে যায়—দুঃখের দিন ঘনিয়ে আসে। অর্থাৎ ফল দাঁড়াবে ঠিক আমার মত!"

পরদিবস সকালে গাড়ীর আপিসে তাঁহাদের সহিত দেখা করিলাম। বিদায়কালে মিসেস্ মিকবার বলিলেন, "ভগবান্ তোমার ভাল করুন, মাষ্টার কপারফিল্ড! তোমার কথা আমি জীবনে ভুলবো না।"

মিঃ মিক্‌বার বলিলেন, "বিদায়, কপারফিল্ড! তুমি সুখী হও, উন্নত হও। আমার অবস্থা দেখে তুমি যদি সতর্ক হয়ে থাক, আমার মত সুখী কেউ হবে না। যদি এমন দিন পাই, তোমার উন্নতির জন্ম আমার চেষ্টার সীমা থাকবে না।"

মিসেস্ মিক্‌বার হাতছানি দিয়া আমায় ডাকিলেন। আমি গাড়ীর উপর উঠিলাম। তিনি মায়ের মত স্নেহে আমার গণ্ডে চুম্বন করিলেন। তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম। গাড়ী চলিতে লাগিল। আন্দোলিত রুমাল দেখিতে লাগিলাম—আমি রুমাল আন্দোলিত করিতে লাগিলাম। গাড়ী চলিয়া গেল।

আপিসে ফিরিয়া গেলাম বটে, কিন্তু এখানে আর থাকিব না, পলায়ন করিব, এ চিন্তাও আমার মনে দৃঢ় হইল। আমি মিস্ বেট্‌সিকে খুঁজিয়া বাহির করিব—তাহার কাছেই যাইব। এ দাসত্ব আমার মোটেই ভাল লাগে না।

মিস্ বেট্‌সি কোথায় থাকেন, তাহা আমি জানিতাম না। আমি পেগটীকে এ সম্বন্ধে দীর্ঘ একখানা পত্র লিখিলাম। সে যদি জানে, তবে আমাকে যেন সংবাদ দেয়, এ কথাও লিখিলাম। তাহাকে আরও জানাইলাম যে, আমার হাতে আধখানা গিনি মাত্র আছে। সে যদি আমায় আর আধ গিনি ধার দেয়, আমি পরে শোধ দিব। কেন আমি এই ঋণ চাহিতেছি, তাহা আমি পরে তাহাকে বলিব, সে কথাও লিখিয়া দিলাম।

পেগটীর উত্তর শীঘ্র আসিল। স্নেহমাখা সেই পত্রের ছত্রে ছত্রে তাহার হৃদয়ের পরিচয় পাইলাম। আধা গিনি সে পত্রের মধ্যে পাঠাইয়াছে। তবে মিঃ বার্কিসের বাক্স হইতে উহা সংগ্রহ করিতে তাহাকে কিছু বেগ পাইতে হইয়াছিল। মিস্ বেট্‌সী ডোভারের কাছেই থাকেন বলিয়া সে জানিত। ঠিক ডোভার অথবা হাইথি, স্যাণ্ডগেট বা ফোক্‌ষ্টোন—কোথায় তিনি আছেন, তাহা সে বলিতে পারিল না। আপিসের এক জনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, সবটি স্থানই পাশাপাশি অবস্থিত। আমার পক্ষে এইটুকু সংবাদই যথেষ্ট। এই সপ্তাহের শেষেই আমি সেখানে যাইব স্থির করিলাম।

শনিবার রাত্রি পর্য্যন্ত কাজ করিব, ইহাতে সপ্তাহের মাহিনার মত পুরা কাজ আমি করিয়া যাইব। ফাঁকি দিবার ইচ্ছা আমার নাই। এক সপ্তাহের অগ্রিম বেতন আমি প্রথমেই পাইয়াছিলাম, সুতরাং হপ্তা লইবার জন্য শনিবার আমি হাত পাতিব না। পুরা এক গিনি আমার হাতে আছে, ইহাতেই আমার রাহা-খরচ চলিয়া যাইবে।

আজ টিপের বাড়ীতে আমার উঠিয়া যাইবার কথা। মিক্ ওয়াকারকে বলিয়া দিলাম যে, সে যেন মিঃ কুইনয়কে বলে, আমি টিপের বাসায় আমার বাক্স লইয়া যাইবার জন্ম চলিয়া গিয়াছি। তার পর মিলি পুটাটোজের করকম্পন করিয়া আমি বিদায় লইলাম।

পুরাতন বাসায় আমার বাক্স ছিল। উহার পশ্চাতে লিখিয়া দিলাম,—"মাষ্টার ডেভিড কপারফিল্ড। ডোভার গাড়ীর আড্ডায় না চাওয়া পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকিবে।"

একটা লোককে গাড়ী লইয়া পথে দাঁড়াইতে দেখিয়া তাহাকে বাসায় লইয়া গেলাম। সে বাক্সটি লইয়া নীচে নামিয়া গাড়ীতে তুলিল। হঠাৎ আমার পকেট হইতে হাফ গিনিটা পড়িয়া গেল। আমি উহা মুখের মধ্যে রাখিলাম। সহসা লোকটি আমার গাল টিপিয়া ধরিল। গিনিটা তাহার হাতে গিয়া পড়িল।

সে বলিয়া উঠিল, "তুমি পালাচ্ছ, এটা পুলিস-কেস্ দেখছি। চল, তোমায় থানায় নিয়ে যাই।"

ভীত হইয়া আমি বলিলাম, "আমার টাকা ফিরিয়ে দাও। এখান থেকে চ'লে যাও।"

"তা হবে না, তোমাকে পুলিসে যেতে হবে।"

আমি কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলাম, "আমার বাক্স ও টাকা আমায় দাও বলছি।"

যুবা লোকটা বলিল, "পুলিসে চল।" বলিয়াই সে জোরে গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। আমি তাহার পশ্চাতে দৌড়িলাম। লোকটা ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গেল। কাঁদিতে কাঁদিতে অবশেষে আমি টাকা ও বাক্সের আশা ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু চলা থামাইলাম না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আমার এইটুকু মনে আছে যে, আমি ডোভার অভিমুখে চলিতে লাগিলাম। যে লোকটা আমার বাক্স ও টাকা লইয়া পলাইয়াছিল, তাহার পশ্চাতে ধাবিত হওয়া নিরর্থক ভাবিয়া আমি শুধু পথ চলিতে লাগিলাম। এইরূপে আমি কেন্টরোডে আসিয়া পৌছিলাম। এখানে একটা বাড়ীর দরজার কাছে আমি ক্লান্তদেহে বসিয়া পড়িলাম।

তখন রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল। নিকটে কোনও ঘড়ীতে দশটা বাজিয়া গেল, আমি শুনিলাম। শীতের রাত্রি নহে—গ্রীষ্মকালের রাত্রি। আকাশও মেঘ-শূন্য ছিল, তাই রক্ষা। অনেকক্ষণ বিশ্রামের পর যখন আবার চলিবার শক্তি ফিরিয়া আসিল, তখন আবার আমি চলিতে আরম্ভ করিলাম।

পকেটে হাত পড়িতে দেখিলাম, আমার পকেটে মাত্র তিনটি পেনী আছে। আমাকে দেখিতেছি না খাইয়াই মরিতে হইবে। কল্পনা-নেত্রে দেখিলাম, আমি যেন না

খাইয়া পথে মরিয়া পড়িয়া আছি। সংবাদপত্রে আমার শোচনীয় মৃত্যুর কথা প্রকাশ পাইয়াছে।

আমি দ্রুত চলিতে লাগিলাম। পথে একটা দোকান দেখিলাম। তাহার দরজায় লেখা আছে, এখানে মহিলা ও ভদ্রলোকদের পরিধেয় বিক্রয় হয়। ছেঁড়া কাপড়ও উপযুক্ত মূল্যে ক্রয় করা হইয়া থাকে। দোকানের বুড়া মালিক একখানা টুলের উপর বসিয়া আছে দেখিলাম।

মিকবার-দম্পতির জীবনের অভিজ্ঞতা আমার কাজে লাগিল। ভাবিলাম, আমার গায়ের ওয়েষ্ট কোট বেচিতে পারিলে যে মূল্য পাইব, তাহাতে দুই এক দিন কোনও মতে বাঁচিয়া থাকা চলিতে পারে। সম্মুখের একটা গলির মধ্যে ঢুকিয়া ওয়েষ্ট কোটটা খুলিয়া লইলাম। ভাঁজ করিয়া বগলে চাপিয়া দোকানের দরজার কাছে ফিরিয়া আসিলাম।

বৃদ্ধকে ডাকিয়া বলিলাম, "এটা আমি বেচতে চাই—যদি ঠিক দাম পাই।"

মিঃ ভোলোবি—দোকানের সাইনবোর্ডে দোকানদারের ঐ নাম লেখা ছিল—ওয়েষ্ট কোটটা লইয়া দোকানের ভিতর চলিয়া গেল। আলোতে ভাল করিয়া উহা পরীক্ষার পর বলিল, "এটার জন্য তুমি কি দাম চাও?"

আমি নম্রভাবে বলিলাম, "সে আপনি ভাল জানেন।"

মিঃ ভোলোবি বলিল, "আমি ক্রেতা বিক্রেতা একসঙ্গে দুই হ'তে পারিনে। তুমি কি চাও, তাই বল।"

ঈষৎ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম—"যদি আঠারো পেন্স"—

ওয়েষ্ট কোটটা ভাঁজ করিয়া আমার হাতে দিয়া সে বলিল, "ন পেন্স দাম দিয়ে যদি কিনি, আমার ছেলে-মেয়ে না খেয়ে মরবে।"

আমার ন্যায় এক অপরিচিত বালকের জন্য তাহার ছেলে-মেয়েকে অনশনে মারিয়া ফেলিবার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না। অথচ আমার পয়সার একান্ত প্রয়োজন। কাজেই নয় পেন্সেই উহা ছাড়িয়া দিলাম। কোটটার বোতাম গায় আঁটিয়া আমি তাহাকে ধন্যবাদ দিলাম—পয়সা লইয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম।

আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, আমার কোটটিও এই ভাবে বিদায় লইবে। ডোভারে পৌছিবার সময় শুধু পা-জামা ও সার্ট ছাড়া আর কিছুই থাকিবে না।

পথে চলিতে চলিতে ভাবিলাম, ব্লাকহিম বেশী দূরে নাই। যদি রাত্রিটা আমার পুরাতন বিদ্যালয় সালেম হাউসের কাছে কাটাইতে পারি, কেমন হয়? স্কুল-প্রাঙ্গণে খড়ের গাদা আছে। সেখানে ঘুমাইতে পারিব। আমার সহপাঠীদিগের সঙ্গেও দেখা হইয়া যাইবে। হয় ত তাহাদের কাহারও শয্যায় শয়ন করিবার সৌভাগ্যও ঘটিতে পারে।

সমস্ত দিন পথ চলিয়া অবশেষে ব্লাকহিম পৌছিলাম। সালেম হাউস খুঁজিয়া বাহির করিতে কিছু বেগ পাইতে হইল। কাছেই একটা খড়ের স্তূপ দেখিতে পাইলাম। সেখানেই আমি শুইয়া পড়িলাম। স্কুল-বাড়ী তখন শব্দহীন—সকল কক্ষের আলোক নির্বাপিত।

শুইয়া শুইয়া পুরাতন কথা ভাবিতে ভাবিতে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। সকালে ঘুম ভাঙ্গিল। ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া বুঝিলাম, স্কুলের ছেলেরা জাগিয়া উঠিয়াছে। যদি ষ্টিয়ারফোর্থ সেখানে থাকিত, তাহা হইলে আমি আশে-পাশে তাহার প্রতীক্ষায় থাকিতাম। কিন্তু আমি জানিতাম, সে স্কুল ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। হয় ত ট্রাডেল্‌স্ স্কুলে এখনও আছে। কিন্তু তাহাও সন্দেহজনক। সে যদিও থাকে, তাহার কাছে আমার বর্ত্তমান অবস্থার কথা বিশ্বাস করিয়া বলা চলে না। যদিও আমি তাহার সহৃদয়তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিলাম। সুতরাং আমি বিদ্যালয়ের সান্নিধ্য ত্যাগ করিলাম। আবার পথে আসিয়া দাঁড়াইলাম—চলা সুরু হইল।

সে দিন রবিবারের প্রভাত। গির্জ্জা-সমূহে ঘণ্টা বাজিতেছিল। সকলে গির্জ্জায় যাইতেছিল। আমার শরীর ধূলিধূসরিত। আমি ২৩ মাইল পথ অতিক্রম করিবার জন্য চলিতে লাগিলাম। এমন পরিশ্রমে আমি অভ্যস্ত নহি। সন্ধ্যার সময় আমি রচেষ্টার সেতুর কাছে আসিলাম। আমার পা ক্ষতবিক্ষত, ক্লান্ত। পাঁউরুটী কিনিয়াছিলাম, তাহাতেই আমাকে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হইয়াছিল। কোনও কোনও বাড়ীর গায় "বিশ্রাম ও আহারের স্থান" বলিয়া বিজ্ঞাপিত ছিল। কিন্তু আমার সামান্য পুঁজি লইয়া বিশ্রামের জন্য ব্যয় করিতে সাহস হইল না। সুতরাং কোথাও আশ্রয় লওয়া সমীচীন মনে হইল না। চলিতে চলিতে চ্যাথামে পৌছিলাম। এইখানে আসিয়া এক জায়গায় শুইয়া পড়িলাম।

সকালবেলা দেখিলাম, পায়ের ব্যথায় আমি চলিতে অশক্ত হইয়া পড়িয়াছি। গার কোটটি বেচিয়া না ফেলিলে আর চলিতেছে না। পুরাতন জিনিষের দোকান অনুসন্ধান করিতে করিতে একটা গলির মধ্যে ঐরূপ একটা দোকান মিলিল। আমি স্পন্দিত-বক্ষে সেই অর্দ্ধ-অন্ধকারাবৃত দোকানে প্রবেশ করিলাম। এক জন কুৎসিতদর্শন বৃদ্ধ—তাহার মুখ শ্মশ্রুল ও ভয়াবহ—বসিয়া আছে দেখিলাম। লোকটা হঠাৎ আসিয়া আমার কেশ ধারণ করিল। তাহার মুখে রমের বিকট দুর্গন্ধ।

সে বলিল, "কি চাও তুমি?"

সে আরও কত অসংলগ্ন কথা বলিয়া গেল।

আমি তাহার কথায় এমন হতভম্ব হইয়া পড়িলাম যে, আমার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না।

সে আবার বলিল, "ছোকরা, কি তোমার দরকার?"

বলিলাম, "আমার একটা কোট বেচিতে চাই। আপনি নেবেন কি?"

"দেখি, কেমন কোট।—কৈ, বের কর তোমার জামাটা?"

লোকটা তাহার আঙুলগুলি আমার কেশ হইতে সরাইয়া লইল। সে ত অঙ্গুলি নহে, যেন বাজপাখীর নখর। লোকটা নাকের ডগায় চশমা চড়াইল।

"এর জন্য কত চাই তোমার? কি দামে বেচ্‌তে পার, ছোকরা?"

বলিলাম, "আধখানা ক্রাউন।"

বুড়া বলিয়া উঠিল, "তা হবে না। আমি ১৮ পেন্স দিতে পারি।"

আমি বলিলাম, "তাই হবে—১৮ পেন্সই আমায় দিন।"

কোটটা তাকের উপর ফেলিয়া সে বলিল, "এখন দোকান থেকে বাইরে যাও। টাকা চেও না—বদলে অন্য জিনিষ নিয়ে যাও।"

আমি এমন ভীত কখনও হই নাই। অত্যন্ত বিনীত-ভাবে আমি তাহাকে বলিলাম যে, আমার অর্থেরই দরকার, জিনিষ আমি চাই না। টাকা ছাড়া অন্য জিনিষে আমার চলিবে না। তবে তাড়াতাড়ি নাই, আমি বাহিরে অপেক্ষা করিতেছি।

বাহিরে গিয়া বসিলাম। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। ক্রমে রৌদ্র প্রবল হইয়া উঠিল। আবার রৌদ্র পড়িয়া আসিল—অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। কিন্তু তখনও আমি অর্থের জন্য বসিয়া রহিলাম।

এমন মাতাল আমি কোথাও দেখি নাই। দেখিলাম, বালকরা আসিয়া তাহাকে ক্ষেপাইতেছে—বুড়া কৃপণ বলিয়া গালি দিতেছে। বুড়া বালকদিগকে তাড়া করিল। এক একবার আমাকেও বালকদিগের সঙ্গী বলিয়া মনে করিয়া তাড়া করিয়া আসিল। কিন্তু পরে আমাকে চিনিতে পারিয়া নিরস্ত হইল।

সে পুনঃ পুনঃ আমাকে অন্য জিনিষ লইবার জন্য প্রলুব্ধ করিতে লাগিল। কখনও একটা ছিপ, কখনও একটা বাঁশী, কখনও বা একটা টুপী, এই রকম নানা জিনিষ দেখাইয়া কোট বিনিময় করিতে বলিল। কিন্তু আমার টাকার প্রয়োজন, কাজেই আমি তাহার কোনও কথা কাণে তুলিলাম না। অবশেষে তাহাকে বলিলাম যে, যদি টাকা না দিতে পারে ত, আমার জামা ফিরাইয়া দিক। অবশেষে আধ পেনী হইতে আরম্ভ করিয়া এক শিলিং পর্য্যন্ত উঠিল।

শেষকালে বলিল, "আরও দুই পেন্স দিচ্ছি, নেও।"

বলিলাম, "না, তা পারব না। পুরাপুরি ১৮ পেন্সই আমার চাই, নইলে আমায় না খেয়ে মরতে হবে।"

"আচ্ছা, আর তিন পেন্স দিচ্ছি।"

দৃঢ়স্বরে বলিলাম, "সবটাই আমার চাই। তা না পেলে আমি যাব না।"

"আচ্ছা, তবে আর ৪ পেন্স দিচ্ছি।"

আমি এত ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, তাহাতেই রাজি হইলাম। ১৬ পেন্স লইয়া আমি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতরভাবে পথে নামিলাম। তিন পেন্স খরচ করিয়া আবার একটু তাজা হইলাম। তার পর খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আরও সাত মাইল পথ চলিলাম।

রাত্রিতে তৃণস্তূপের পাশে শুইয়া পড়িলাম। তৎপূর্ব্বে নদীর জলে পা ধুইয়া, কতকগুলি পাতা লইয়া ফোস্কার উপর বাঁধিয়া দিলাম। পরদিবস সকালে আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম।

পথ-চলতি লোকগুলিকে সে দিন ভাল লোক বলিয়া মনে হইল না। কতকগুলির চেহারা বিশ্রী এবং হিংস্র-প্রকৃতির বলিয়া মনে হইল। আমাকে দেখিয়া তাহারা হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। কেহ কেহ আমাকে ডাকিল। কিন্তু আমি তাহাদের কথা না শুনিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিলাম। তাহারা আমার দিকে ঢিল ছুড়িতে লাগিল।

কিছু দূর যাইবার পর এক জন ভবঘুরে আমায় ডাকিল। সে চীৎকার করিয়া বলিল, "এ দিকে চ'লে এস বল্‌ছি। কথা না শুন্‌লে তোর শরীর কেটে টুকরো টুকরো করবো।"

ভাবিলাম, যাওয়াই উচিত। দলে তাহারা একাধিক ছিল। এক জন নারীও দেখিলাম। তাহার চোখ কৃষ্ণবর্ণ।

লোকটা বলিল, "কোথায় যাচ্ছ তুমি, ছোকরা?"

সে আমার জামা মুঠা করিয়া ধরিল।

বলিলাম, "আমি ডোভার যাচ্ছি।"

"কোথা থেকে আস্‌ছ তুমি?" সঙ্গে সঙ্গে সে আমার জামাটা আরও মুচড়াইয়া ধরিল।

আমি বলিলাম, "লণ্ডন থেকে আস্‌ছি।"

"কি মতলবে চলছ? চুরীর মতলবে না কি?"

বলিলাম, "না, গো, না।"

"বটে! আমার কাছে সাধুপানা করলে তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।"

লোকটা আমার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া আমার গায় হাত তুলিবার উপক্রম করিল।

তার পর সে বলিল, "এক পাইট মদের দাম আছে তোমার পকেটে? থাকে ত এখুনি বের কর। নইলে আমি কেড়ে নেব।"

আমি পকেটের সম্বল হয় ত তখনই বাহির করিয়া দিতাম। কিন্তু স্ত্রীলোকটির দিকে চাহিতেই সে ইঙ্গিতে আমাকে নিষেধ করিল। মুখেও বলিল, "না।"

আমি বলিলাম, "গরীব মানুষ আমি—কোথায় পয়সা পাব?"

লোকটা এমন ভাবে আমার দিকে চাহিল যে, আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। সে বলিল, "তার মানে?"

বলিলাম, "মহাশয়!"

লোকটা বলিল, "আমার ভায়ের রেশমী রুমাল তোমার কাছে এল কি ক'রে?" বলিয়াই সে আমার গলদেশ হইতে উহা খপ্ করিয়া তুলিয়া লইল এবং স্ত্রীলোকটির কাছে ফেলিয়া দিল।

নারীটি উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, যেন ভারী একটা হাসির ব্যাপার ঘটিয়াছে। সে রুমালখানা আমার কাছে নিক্ষেপ করিল। তার পর বলিল, "চ'লে যাও।"

কিন্তু আমি তাহার কথা অনুসারে পা বাড়াইবার পূর্ব্বেই ষণ্ডা লোকটি আমার হাত হইতে রুমালখানা কাড়িয়া লইয়া নিজের গলায় বাঁধিল। তার পর স্ত্রীলোকটিকে সজোরে একটা ধাক্কা মারিল। সে চিৎ হইয়া পথের উপর পড়িয়া গেল। তাহার মাথার কেশ ধূলায় সাদা হইয়া গেল। আমি তখন বহু দূরে ছুটিয়া পলায়ন করিলাম। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম, স্ত্রীলোকটি ধীরে ধীরে আবার উঠিয়া বসিয়াছে। তাহার গাত্রাবরণ দ্বারা সে তাহার ক্ষতস্থান হইতে নির্গত রক্তের ধারা মুছিয়া ফেলিতেছিল। ষণ্ডা লোকটা অন্য দিকে তখন চলিয়া গিয়াছে।

এই ঘটনা হইতে আমার এমন আতঙ্ক জন্মিল যে, পথচারী লোক দেখিলেই আমি কোনও ঝোপের পার্শ্বে বা বাড়ীর আড়ালে আত্মগোপন করিতে লাগিলাম। ইহাতে আমার অগ্রসর হইতে বিলম্ব ঘটিতে লাগিল। কিন্তু অন্য উপায় ছিল না। পথচারীরা দূরে চলিয়া গেলে তবে আমি গোপন-স্থান হইতে বাহির হইয়া পথ চলিতে আরম্ভ করিতাম।

অবশেষে দূরে ডোভার দেখা দিল। আমি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া যেন একটু স্বস্তি অনুভব করিলাম। আমার পলায়নের ষষ্ঠ দিবসে আমি ডোভারে পৌঁছিলাম। আমার জুতা তখন ছিন্ন, পরিধেয় পাজামা কর্দ্দমাক্ত, জামা মলিন ও ছিন্নপ্রায়। সমস্ত শরীর রৌদ্রে পুড়িয়া বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

প্রথমতঃ আমি নৌকার মাঝি-মাল্লাদিগের কাছে আমার পিতামহীর সন্ধান লইতে লাগিলাম। নানা জনে নানা প্রকার সংবাদ দিল। কোনটার সহিত কোনটার সাদৃশ্য নাই। অবশেষে গাড়ীওয়ালা এবং দোকানদারদিগের নিকট প্রশ্ন করিতে লাগিলাম। কেহই আমার কথায় কর্ণপাত করা প্রয়োজন বোধ করিল না। ইহাতে আমার মন আরও নৈরাশ্যে পূর্ণ হইল। আমার হাতে একটি কপর্দ্দকও আর ছিল না। বিক্রয় করিবার মত কোন জিনিষও আর ছিল না। ক্ষুধায় আমি অধীর, তৃষ্ণায় কাতর—শরীর অবসন্ন

সমস্ত সকালবেলাটা এইরূপ অনুসন্ধানে কাটিয়া গেল। আমি হতাশ হইয়া একটা খালি দোকানের বাহিরের সোপানে বসিয়া পড়িলাম। তখন ভাবিতে লাগিলাম, এবার অন্যত্র সন্ধান করিতে হইবে। এমন সময়ে এক জন গাড়ীওয়ালা গাড়ী লইয়া সেখানে আসিল। তাহার ঘোড়ার পৃষ্ঠের কাপড়টা মাটীতে পড়িয়া গিয়াছিল। আমি তাড়াতাড়ি উহা কুড়াইয়া তাহাকে দিলাম। লোকটির মুখ দেখিয়া মনে হইল, লোকটা ভাল-প্রকৃতির। সাহস করিয়া তাহাকে আমি ট্রটউডের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলাম।

সে বলিল, "ট্রটউড্? দাঁড়াও, মনে করি। নামটা যেন জানা-জানা মনে হচ্ছে। বুড়ী ত?"

বলিলাম, "হাঁ।"

"বেশ সোজা ভাবে হাঁটেন?"

বলিলাম, "ঠিক, তিনি বটেন।"

"হাতে একটা ব্যাগ? ভারী খর-মেজাজের মহিলা?"

হুবহু যেন মিলিয়া যাইতেছে। আমার বুকের মধ্যে কেমন একপ্রকার অনুভূতি অনুভব করিতে লাগিলাম।

লোকটি বলিল, "তিনি যদি হন, তা হ'লে তুমি [illegible] ঐ উঁচু জায়গা লক্ষ্য ক'রে চ'লে যাও। সেখানে [illegible] বাড়ী দেখ্‌তে পাবে। সমুদ্রের দিকে বাড়ীগুলো। [illegible] সেখানে খুঁজলেই তাঁকে পাবে। কিন্তু ভরসা [illegible] কিছু নেই—পাবে না কিছু। এই পেনীটা নাও, [illegible]।"

সে একটা পেনী আমার দিকে নিক্ষেপ করি[illegible] আমি তাহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলাম। একখান [illegible] রুটী উহাতে ক্রয় করিয়া খাইতে খাইতে চলিলাম। [illegible] দূর হাঁটিয়া গেলাম। অবশেষে কতকগুলি বা[illegible] দেখিতে পাইলাম। নিকটেই একটা দোকান দেখিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মিস্ ট্রটউড্ কোথায় থাকেন! দোকানদার এক জন তরুণী খরিদ্দারকে চাউল ওজন করিয়া দিতেছিল। সেই মেয়েটি হঠাৎ আমার দিকে চাহিল।

সে বলিল, "আমার মনিবকে খুঁজছ? খোকা, তাঁর কাছে তোমার কি দরকার?"

বলিলাম, "তাঁর সঙ্গে আমার কথা আছে।"

তরুণী বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "ভিক্ষে কিছু চাই?"

বলিলাম, "না, তা নয়।" কিন্তু নিজের অবস্থা মনে পড়িতেই ভাবিলাম, সত্যই ত, আমি ভিক্ষার জন্যই ত আসিয়াছি। লজ্জায় আমার মুখ যেন পুড়িয়া যাইতে লাগিল। আমি মাথা নত করিলাম।

চাউলগুলি আধারে লইয়া তরুণী পরিচারিকা দোকান হইতে বাহির হইল। আমাকে তাহার সঙ্গে আসিতেও বলিল। আমি আর অপেক্ষা করিলাম না। তখন এত উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, আমার পা কম্পিত হইতেছিল। তাহার অনুসরণ করিয়া আমি একটি সুদৃশ্য, পরিচ্ছন্ন কুটীরে পৌঁছিলাম। বাড়ীর সম্মুখে ছোট বাগান। বাগানের মধ্য দিয়া কঙ্করাস্তীর্ণ পথ। বাগানে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। ফুলের গন্ধে প্রাণ আনন্দে শিহরিয়া উঠে।

সে বলিল, "এই মিস্ ট্রটউডের বাড়ী। এখন তোমার কাজ। আমি আর কিছু বল্‌তে পারব না।" বলিয়াই

সে তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। আমি বাগানের ফটকের কাছে দাঁড়াইলাম। বৈঠকখানা দেখা যাইতেছিল —বাতায়ন উন্মুক্ত। ঘরের মধ্য সুসজ্জিত। মনে হইল, ঠাকুরমা তখনও ঘরের মধ্যে আছেন।

আমার জুতা ছিন্ন, বিকৃত এবং অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। আমার মাথার টুপী বাঁকিয়া চুরিয়া অদ্ভুত দেখিতে হইয়াছিল। জামা ও পাজামা কাদা-মাখা, মলিন দুর্গন্ধময়। আমাকে দেখিয়া ভয়ে ঠাকুরমার বাগানের পাখীগুলিও উড়িয়া যাইবে হয় ত। এই ধূলি-ধূসরিত মলিন দেহ ও বেশে আমার ঠাকুরমার সহিত আমাকে দেখা করিতে হইবে।

আমি উপর-তলের বাতায়নের দিকে চাহিতেই এক জন সুদর্শন ভদ্রলোককে দেখিলাম। তাঁহার মাথার চুল সাদা। আমাকে দেখিয়া তিনি এক চক্ষু বন্ধ করিয়া কয়েকবার মাথা নাড়িলেন। তার পর হাসিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

বড়ই বিচলিত হইলাম। কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময় দেখিলাম, এক জন মহিলা টুপীর উপর রুমাল বাঁধিয়া, এক জোড়া বাগানের কাজের উপযোগী দস্তানা ও একখানা বড় ছুরি হাতে লইয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন। দেখিয়াই মনে হইল, ইনিই মিস্ বেট্সি। আমার মার মুখে যে রকম বর্ণনা শুনিয়াছিলাম, তাঁহাকে দেখিবামাত্র সেই বর্ণনার সহিত ইঁহার সবই যেন মিলিয়া গেল।

আমাকে দেখিয়া, মাথা নাড়িয়া তিনি বলিলেন, "চ'লে যাও। সোজা চ'লে যাও! ছেলেদের এখানে স্থান নেই!"

লক্ষ্য করিলাম, তিনি বাগানের এক কোণে বসিয়া কি যেন খুঁড়িতে লাগিলেন।

আমি মরিয়া হইয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলাম। পাশে গিয়া দাঁড়াইয়া অঙ্গুলি দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া বলিলাম, "আপনি যদি শোনেন, ম্যাডাম।"

চমকিত হইয়া তিনি আমার দিকে চাহিলেন।

"ঠাকুরমা, শুনুন!"

বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া তিনি বলিলেন, "অ্যাঁ!"

"ঠাকুরমা, আমি আপনার নাতি।"

"হা ভগবান্!—" বলিয়াই তিনি উদ্যান-পথে চৌ-চাপটে বসিয়া পড়িলেন।

"আমি ডেভিড কপারফিল্ড—ব্লনডারষ্টোন সফোক জেলার—যেখান থেকে আমার জন্ম-রাত্রিতে আপনি চ'লে আসেন। আমার মার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল। মা মারা যাবার পর আমার দুঃখের অন্ত নেই। আমাকে সকলে উপেক্ষা করেছে—লেখাপড়া শেখায়নি—তার পর এমন কাজ করতে দিয়েছে, যা আমার বংশের যোগ্য নয়। সহ্য করতে না পেরে আমি পালিয়ে এসেছি। একটা লোক আমার জামা-কাপড় টাকাকড়ি সব কেড়ে নিয়েছে —যাত্রার মুখেই সব হারিয়েছি। সারাপথ আমি হেঁটে এখানে এসেছি। যাত্রা সুরু করার পর এ পর্য্যন্ত বিছানায় শুতে পাইনি।"

ধৈর্য্য আমার ছিল না। নিজের অবস্থার কথা বলিতে বলিতে অধীর হইয়া আমি কাঁদিয়া উঠিলাম।

আমার ঠাকুরমা—বাবার মাসীমা, অবাক্-বিস্ময়ে আমার দিকে চাহিয়া সেইভাবেই বসিয়া রহিলেন। আমাকে কাঁদিতে দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমার জামার কলার ধরিয়া তিনি আমাকে টানিয়া বৈঠকখানা ঘরে লইয়া গেলেন। প্রথমেই কয়েকটা বোতল বাহির করিয়া উহাদের কিছু কিছু আমার মুখে ঢক-ঢক করিয়া ঢালিয়া দিলেন। তার পর আমাকে টানিয়া লইয়া একখানি সোফায় তিনি আমায় শোয়াইয়া দিয়া গার উপর একখানি শাল চাপা দিলেন। রুমালখানা খুলিয়া লইয়া উহার দ্বারা আমার পা ঢাকিয়া দিলেন। তার পর আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া আপন মনে বলিলেন, "ভগবান্, রক্ষা কর!"

কিছুক্ষণ পরে তিনি ঘণ্টাধ্বনি করিলেন। পরিচারিকা আসিবামাত্র তিনি বলিলেন, "জেনেট, উপরতলায় গিয়ে মিঃ ডিক্‌কে বল, তাঁর সঙ্গে আমার কথা আছে।"

আমাকে সোফায় শায়িত দেখিয়া জেনেট কিছু বিস্মিত হইল। সে মনিবের আদেশ পালন করিতে চলিয়া গেল। ঠাকুরমা পশ্চাদ্দিকে দুই বাহু রক্ষা করিয়া ঘরের মধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিলেন।

যে ভদ্রলোককে কিছু আগে উপর-তলায় দেখিয়াছিলাম, তিনি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ঠাকুরমা বলিলেন, "মিঃ ডিক্, বোকার মত কথা বলো না কিন্তু। তোমার মত সুবুদ্ধি খুব কম লোকেরই আছে। আমরা সবাই তা জানি। তাই বলছি, বোকার মত কোন কথা কিন্তু বল্‌তে পাবে না।"

ভদ্রলোকটি অমনই গম্ভীর হইয়া উঠিলেন। একবার আমার দিকে চাহিলেন। আমার মনে হইল, আমাকে তিনি উপর-তলা হইতে দেখিয়াছিলেন, সে কথাটা আমি যেন না বলিয়া দেই, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়।

ঠাকুরমা বলিলেন, "মিঃ ডিক্, ডেভিড কপারফিল্ডের নাম তুমি আমার মুখে শুনেছ বোধ হয়? শোন নি, এ কথা বল্‌তে যেও না। আমি জানি, তুমি শুনেছো।"

মিঃ ডিক্ বলিলেন, "ডেভিড কপারফিল্ড? হ্যাঁ, নিশ্চয় শুনেছি।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "এ তারই ছেলে। মার মত যদি না হ'ত, তবে এই ছেলে তার বাপের মতই নিশ্চয় হওয়া উচিত ছিল।"

মিঃ ডিক্ বলিলেন, "তার ছেলে? ডেভিডের ছেলে? বাস্তবিক?"

ঠারকুমা বলিলেন, "হ্যাঁ। ও একটা কাজ ক'রে বসেছে। পালিয়ে এসেছে। ওর বোন বেট্‌সি ট্রটউড কিন্তু কখনো পালাত না।" ঠাকুরমা দৃঢ়তা সহকারে মাথা নাড়িলেন। যে মেয়ে জন্মায় নাই, তাঁহার সম্বন্ধে এমনই তাঁহার দৃঢ় নিষ্ঠা ও বিশ্বাস!

মিঃ ডিক্ বলিলেন, "ও! আপনি বল্‌ছেন, সে কখনো পালাত না?"

ঠাকুরমা তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, "ডিক্, কি তুমি যা তা বল্‌ছ? আমি কি জানিনে যে, সে কখনো পালাত না? সে তার পালক-মার সঙ্গে থাক্‌ত, পরস্পর পরস্পরকে ভালবাস্‌ত। তবে ওর বোন বেট্‌সি ট্রটউড্ কেন পালাবে, কিসের জন্য পালাতে যাবে? কোথায়ই বা যাবে?"

"কোথাও না।"

ঠাকুরমা একটু নরম হইয়া বলিলেন, "আরে, তুমি এত বোঝ, তবু ন্যাকামি করছিলে কেন, ডিক্? আচ্ছা, এখন ছোট কপারফিল্ডকে এখানে দেখ্‌ছ ত। এখন বল ত, ওকে নিয়ে কি করা যায়?"

ডিক্ বলিলেন, "কি করা যায়! আমি যদি আপনার জায়গায় হতুম ত, এখন ওকে স্নান করিয়ে দিতুম।"

ঠাকুরমা ডাকিলেন, "জেনেট! মিঃ ডিক্ পথ বাৎলে দিয়েছেন। জল গরম কর।"

আমি সোফায় নিশ্চলভাবে শুইয়া এই সকল কথা শুনিতেছিলাম। আমার ঠাকুরমা দীর্ঘাকার, বলিষ্ঠদেহা হইলেও, তাঁহার চেহারা দেখিতে খারাপ নহে। এককালে তিনি সুন্দরীই ছিলেন। তবে তাঁহার কথাবার্তা ভাবভঙ্গীতে একটা দৃঢ়তা বিরাজিত।

জেনেট সুন্দরী যুবতী। বয়স উনিশ কুড়ি হইবে। সে যেমন পরিষ্কার, তেমনই পরিচ্ছন্ন। ঘরখানি জেনেটের ন্যায়ই পরিচ্ছন্ন।

জেনেট স্নানের জন্য জল গরম করিতে চলিয়া গেল। হঠাৎ ঠাকুরমা চীৎকার করিয়া বলিলেন, "জেনেট। গাধা!"

জেনেট ছুটিয়া আসিল! বাগানে দুইটা গাধা প্রবেশ করিয়াছিল। জেনেট তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। পরে দেখিয়াছি, ঠাকুরমা যত কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনাতেই রত থাকুন না কেন, গাধা দেখিলেই তিনি সব ভুলিয়া যাইতেন এবং উহাদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন।

স্নান করিয়া আমি বিশেষ তৃপ্তিবোধ করিলাম। জেনেট ও ঠাকুরমা, মিঃ ডিকের পাজামা ও সার্ট আমাকে স্নানের পর পরাইয়া দিলেন। তার পর শাল দিয়া আমায় ঢাকিয়া দিলেন। আমি সোফায় শয়ন করিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলাম।

নিদ্রা ভাঙ্গিবার পর আহার করিলাম। মুরগীর মাংস, পুডিং দীর্ঘকাল পরে আমার রসনাকে তৃপ্তিদান করিল।

আহারাদির পর ঠাকুরমা আমাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া আমাদের পারিবারিক জীবনের সকল ঘটনা শুনিয়া লইলেন। কথা শেষ হইলে ঠাকুরমা বলিলেন, "হতভাগী মেয়েটা কেন যে আবার বিয়ে করতে গেল, আমি বুঝতে পাচ্ছি না।"

মিঃ ডিক্ বলিলেন, "বোধ হয়, তিনি দ্বিতীয় [illegible] প্রেমে পড়েছিলেন।"

"প্রেমে পড়েছিল? কি বলছ তুমি? [illegible]কার হয়েছিল তার?"

একটু চিন্তা করিয়া ডিক্ বলিলেন, "বো[illegible] সুখের জন্য তিনি ক'রে থাক্‌বেন।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "সুখ, তাই বটে! চম[illegible] সুখ বটে! যে লোকটা পরে তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহ[illegible]রছে, তাকে সুখের জন্য বিয়ে করা আর পরের কুকুর[illegible]খাস করা একই কথা! তার একজন স্বামী ছিল [illegible]ড কপারফিল্ডকে সে দেখেছিল—পেয়েছিল—তার [illegible] ছেলেও হয়েছিল। আবার তার কিসের প্রয়োজন ছি[illegible]

ঠাকুরমা যেরূপ উত্তেজিতভাবে কথা বলিতেছি[illegible] তাহাতে মিঃ ডিক্ যেন সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন।

ঠাকুরমা বলিলেন, "আবার সে বিয়ে করলে—এক জ[illegible] হত্যাকারীকে বিয়ে করলে। ঐ রকম নামের এক জনকে দ্বিতীয়বার স্বামী ব'লে গ্রহণ করলে। তার ফল ত এই রকমই হবে। তার ছেলে এখন পথে পথে বেড়াবেই ত!

মিঃ ডিক্ আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ঠাকুরমা বলিয়া চলিলেন, "তার পর সেই মেয়েটা কি ভাল তার নাম, পেগটী, হাঁ, পেগটী—সেও পরে বি[illegible] ক'রে বস্‌ল। ছেলেটা তাই ত গল্প করলে। এর পর দে[illegible] যাবে, তার স্বামীও তাকে মার-ধর করবে।"

পেগটীর সম্বন্ধে আমি প্রতিবাদ না করিয়া পারিলাম না। আমি বলিলাম যে, পেগটীর মত প্রকৃত হিতৈষী বন্ধু আমাদের কেহ ছিল না। সে আমাদের পরিচারিকা ছিল না, আমাদের জন্য প্রাণ দিয়া সে সেবা করিয়াছে। আমার মাকে সে কত ভালই বাসিত! তাহার গৃহে আমারও স্থান হইত। তাহার যাহা কিছু, সবই সে আমায় দিত, যদি আমি তাহার আশ্রয়ে যাইতাম। কিন্তু তাহার অবস্থা ভাল নহে, পাছে তাহার কোন বিপদ ঘটে, তাই আমি তাহার সাহায্য গ্রহণ করি নাই। বলিতে বলিতে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। আমি টেবলের উপর মুখ ঢাকিয়া রাখিয়া ফোঁপাইতে লাগিলাম।

ঠাকুরমা বলিলেন, "বেশ! বেশ! ছেলেটি তার পক্ষে দাঁড়িয়েছে—যে ওর সাহায্য করেছে, তার প্রশংসা ক'রে ভালই করেছে। জেনেট! দেখ, দেখ, গাধা!"

আবার গাধা আসিয়া আমাদের আলোচনায় বিঘ্ন উৎপাদন করিল।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। চা-পানের পর ঠাকুরমা মিঃ ডিক্‌কে বলিলেন, "আচ্ছা, মিঃ ডিক্‌, এই ছেলেটির দিকে চেয়ে দেখ।"

"ডেভিডের ছেলে?"

"হাঁ, এখন ওর বিষয় কি করা যাবে?"

মিঃ ডিক্‌ বলিলেন, "ও! হাঁ। কি করা যাবে—ওকে এখন বিছানায় শুইয়ে দেওয়াই ঠিক।"

"জেনেট! মিঃ ডিক্‌ পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। বিছানা যদি হয়ে থাকে, ওকে সেখানে নিয়ে যেতে হবে।"

বিছানা প্রস্তুত। অগ্রে ঠাকুরমা, পশ্চাতে জেনেট, মধ্যে আমি। একরূপ বন্দী হইয়াই শয়নগৃহে গেলাম। শয্যায় শোয়াইয়া দিয়া ঠাকুরমা বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। বুঝিলাম, পাছে আমি পলাইয়া যাই, তাই এই সাবধানতা।

ঘরটি চমৎকার। সকলের উপরতলায় ঘর। সমুদ্র এখান হইতে বেশ দেখা যাইতেছে। সমুদ্রজলে চন্দ্র-কিরণের উচ্ছ্বাস। প্রার্থনা শেষ করিলাম। বাতি নিবিয়া গেল। আমি বাতায়ন-পথে চন্দ্রকিরণোজ্জ্বল সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিলাম। আমি যেন সমুদ্রবক্ষে আমার জীবনের ভবিষ্যৎ সুখের আভাস পাইতেছিলাম। আমার মাকে মনে পড়িল। ছোট খোকাকে কোলে লইয়া মা যেন স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছেন। চন্দ্রালোকের মধ্য দিয়া যেন তিনি আসিয়াছেন। তিনি যেন আমার দিকে স্নেহকোমল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। তাঁহার মুখে অপূর্ব্ব সুষমা।

আমি দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলাম। আমার মন তখন অনবদ্যভাবে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। কৃতজ্ঞতায় আমার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আমার জন্য দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যা, সাদা মশারি, তুষারধবল শয্যাস্তরণ। আজ এই সুখবিলাস আমার অদৃষ্টে ঘটিয়াছে। কাল পর্য্যন্ত আমি পথে পথে মাঠের ধূলায় আকাশতলে রাত্রিযাপন করিয়াছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিলাম, আর যেন আমাকে গৃহহীন হইতে না হয়। যাহারা গৃহহীন, তাহাদের দুঃখ যেন জীবনে কখনও না বিস্মৃত হই। চন্দ্রালোকিত বিশাল উদার সমুদ্রের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিলাম, স্বপ্নজগতে পরিভ্রমণ করিবার কি উদার পথ!

নিদ্রার ক্রোড়ে আমার দেহ ঢলিয়া পড়িল। স্বপ্নজগতে আপনাকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলাম। কোমল উপধানে শুইয়া পরম নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সকালবেলা নীচে নামিয়া বৈঠকখানা-ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, প্রাতরাশ-টেবলে ঠাকুরমা বসিয়া আছেন—চিন্তামগ্ন। কেট্‌লী হইতে জল উপচাইয়া টেবলক্লথকে ভিজাইয়া দিয়াছে। আমার পদশব্দে তাঁহার যেন ধ্যান ভাঙ্গিল। আমি বুঝিলাম, আমার জন্যই তিনি চিন্তামগ্ন। আমার ভবিষ্যৎ কি হইবে, জানিবার জন্য আমার কম উৎকণ্ঠা ছিল না। কিন্তু পাছে আমার উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায়, পাছে তাহাতে তিনি বিরক্ত হন, এ জন্য আমি মনের ভাব চাপিয়া গেলাম।

প্রাতরাশের সময় মাঝে মাঝে তিনি আমার দিকে চাহিতেছিলেন। জিহ্বা নীরব থাকিলেও আমার চক্ষুর ভাষা বোধ হয় তিনি পাঠ করিয়া থাকিবেন।

প্রাতরাশ শেষ হইলে, ঠাকুরমা চেয়ারে হেলান দিয়া ভ্রূভঙ্গী করিলেন। দুই বাহু যুক্ত করিয়া নীরবে আমাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই দৃষ্টিপাতে আমিও ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত বিব্রত হইয়া উঠিলাম। আমার প্রাতরাশ তখনও সমাপ্ত হয় নাই। আমার মনের ভাব গোপন করিবার জন্য আমি খাদ্যে মনোনিবেশ করিলাম বটে, কিন্তু পদে পদে আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিতে লাগিল। অবশেষে হতাশ হইয়া লাজরক্ত আননে ঠাকুরমার দৃষ্টিতলে আপনাকে নিক্ষেপ করিলাম।

অনেকক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, "শোন!"

আমি সশ্রদ্ধভাবে তাঁহার দিকে চাহিলাম।

তিনি বলিলেন, "আমি চিঠি লিখে দিয়েছি।"

"কাকে—?"

"তোমার আইনগত বাবাকে। তাঁকে চিঠি লিখে দিয়েছি—তাঁকে কষ্ট ক'রে আসতে হবে। তা না হ'লে আমাদের মধ্যে বিরোধ বাধবে।"

ভীতভাবে বলিলাম, "আমি কোথায় আছি, তিনি তা জানেন, ঠাকুরমা?"

তিনি বলিলেন, "হাঁ, তাঁকে আমি লিখে দিয়েছি।"

আমি স্খলিত-কণ্ঠে বলিলাম, "আমাকে কি তাঁর হাতে তুলে দেবেন?"

"জানি না। দেখা যাক, কি হয়।"

আমি বলিয়া উঠিলাম, "মিঃ মর্ডষ্টোনের হাতে আবার যদি গিয়ে পড়ি, তা হ'লে আমি যে কি করব, তা ভেবে পাচ্ছি না।"

শিরঃসঞ্চালন করিয়া ঠাকুরমা বলিলেন, "সে সম্বন্ধে আমি এখন কিছু বলতে পারব না। তবে দেখা যাক।"

এই কথার পর আমার মন দমিয়া গেল। সমস্ত অন্তর ভারী হইয়া উঠিল। ঠাকুরমা আমার এই অবস্থার সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য করিলেন না। নীরবে তিনি চা-পাত্রগুলি

ধুইয়া, ঘর নিজের হাতে পরিষ্কার করিয়া দ্রব্যাদি যথাযথ-ভাবে সাজাইয়া রাখিলেন। তার পর সূচ-সূতা লইয়া সেলাই করিতে বসিলেন। আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি এখন উপরে যাও। মিঃ ডিক্‌কে খবর দিও যে, তাঁর স্মারকলিপি সম্বন্ধে কত দূর কি হ'ল, তা জানবার জন্য আমি ব্যস্ত হয়েছি।"

আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম।

ঠাকুরমা আবার বলিয়া উঠিলেন, "মিঃ ডিকের নামটা সংক্ষিপ্ত ব'লে তোমার মনে হয় কি?"

আমি বলিলাম, "কাল আমার তাই মনে হয়েছিল বটে।"

"শোন ওঁর নাম, মিঃ রিচার্ড ব্যাব্‌লে। ঐ তাঁর পুরো নাম।"

আমি চলিয়া যাইতেছি দেখিয়া ঠাকুরমা বলিলেন, "কিন্তু খবরদার, ও নামে ওঁকে কখনো ডেকো না। উনি ঐ নাম মোটে সহ্য করতে পারেন না। ঐ নামের কেহ ওঁর সঙ্গে ভারী মন্দ ব্যবহার করেছে ব'লে, ও নামটা তিনি জন্মের মত পরিত্যাগ করেছেন। এখানে সকলে ওঁকে মিঃ ডিক্ বলেই জানে। সব জায়গাতেই ঐ নাম ওঁর চল্‌বে। তাই বলছি, দাদা, তুমি মিঃ ডিক্ ছাড়া অন্য নামে কখনো ওঁকে ডাকবে না।"

আমি তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিব বলিয়া অঙ্গীকার করিলাম। তার পর দ্বিতলে চলিয়া গেলাম।

মিঃ ডিক্ তখন কাগজ-কলম লইয়া লিখিতেছিলেন। আমি তাঁহাকে ঠাকুরমার অভিপ্রায় নিবেদন করিলাম।

তিনি বলিলেন, "কাজ আমি আরম্ভ ক'রে দিয়েছি।" তার পর পাণ্ডুলিপির দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি স্কুলে পড়েছিলে না?"

"কিছু দিন পড়েছিলাম, স্যার।"

আমার দিকে চাহিয়া মিঃ ডিক্ বলিলেন, "আচ্ছা, বল ত, কবে রাজা প্রথম চার্লসের মাথা কেটে ফেলা হয়?"

বলিলাম যে, ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে উহা ঘটিয়াছিল।

তিনি বলিলেন, "কেতাবে তাই লেখে বটে। কিন্তু আমার তা সত্য ব'লে মনে হয় না। কারণ, তাই যদি হবে—সে ত অনেক কাল হয়েছে—তবে তাঁর মাথায় যে সব ব্যাপার ঘটত, মাথা কাটা গেলে, এখন মানুষ তা আমার মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় কি রকমে?"

আমি এরূপ প্রশ্নে সত্যই বিস্মিত হইলাম। কিন্তু কোনও জবাব দিতে পারিলাম না।

মিঃ ডিক্ হতাশভাবে পাণ্ডুলিপির দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আমি ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছি না। যাক্ গে, ওতে ভাবনা কিছু নেই।" বলিয়া তিনি প্রসন্নভাবে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "এখনও ঢের সময় আছে। মিস্ ট্রট্‌উডকে বলো যে, আমার কাজ বেশ চল্‌ছে।"

আমি চলিয়া যাইতেছিলাম। তিনি আমাকে একখানা ঘুঁড়ি দেখাইয়া বলিলেন, "এই ঘুঁড়িখানা তোমার কেমন মনে হয়?"

আমি বলিলাম যে, ঘুঁড়িখানা খুব সুন্দর। বাস্তবিক উহার উচ্চতা ৭ ফুট।

তিনি বলিলেন, "এখানা আমি তৈরী করেছি। তুমি ও আমি এই ঘুড়ি ওড়াব। বুঝতে পাচ্ছ?"

তিনি দেখাইলেন, ঘুঁড়ির উপর হাতের লেখায় ভরা। খুব ঘেঁসা-ঘেঁসি করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে স্পষ্টভাবে লেখা। পড়িয়া দেখিলাম, প্রথম চার্লসের মাথা লইয়া কি লেখা রহিয়াছে।

মিঃ ডিক্ বলিলেন, "দড়ি অনেকটা লম্বা। অনেক দূর উড়াতে পারবে। ঘুঁড়ি ছেড়ে দিলে কোথায় গিয়ে পড়বে, তা জানিনে। সবই বাতাসের উপর নির্ভর করে।"

আমি তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলাম।

নীচে নামিয়া গেলে ঠাকুরমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিঃ ডিক্ সকালবেলা কি করছেন, দাদা?"

আমি বলিলাম যে, তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার কাজ ভালই চলিতেছে।

ঠাকুরমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওঁকে দেখে তোমার কি মনে হয়?"

আমি কথাটা অন্যভাবে এড়াইয়া চলিলাম। বলিলাম যে, উনি খুব ভদ্র লোক। কিন্তু আমার পিতামহীকে সহজে ভোলান যায় না। তিনি সেলাইয়ের কাজ কোলের উপর রাখিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার বোন বেট্‌সি ট্রট্‌উড হলে সোজা আমাকে বলে দিত। তোমার বোনের মত সোজা কথা বল্‌তে শেখ। বল, কি ভাবছ তাঁর সম্বন্ধে?"

আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলাম, "মিঃ ডিক্‌এর মাথায় কি কিছু গোল আছে?"

ঠাকুরমা বলিলেন, "এক বিন্দুও গোল নেই।"

"তাই না কি?"

ঠাকুরমা বলিলেন, "মিঃ ডিকের মত সুস্থ মাথার লোক পৃথিবীতে খুব কম আছে। লোকে তাঁকে পাগল বলে বটে। এতে আমার ভারী আনন্দ। কারণ, আজ দশ বছর ধ'রে তা না হ'লে তাঁর সঙ্গ পেতাম না। যে দিন থেকে তোমার বোন বেট্‌সি ট্রট্‌উড আমায় আশায় বঞ্চিত করেছে, সেই দিন থেকে ওঁকে আমি পেয়ে তবে বেঁচে আছি।"

বলিলাম, "এত দিন উনি আপনার কাছে আছেন?"

"যারা তাঁকে পাগল বল্‌তে সাহস করে, আমি তাদের ভাল লোকই বলি। মিঃ ডিক্ দূর-সম্পর্কে আমার আত্মীয় হন। কি রকম আত্মীয়, তা জানবার দরকার নেই। আমি না থাকলে তাঁর সহোদরই তাঁকে কয়েদ ক'রে রাখত। এই হচ্ছে আসল কথা।"

মনে আমার বিশ্বাস হইল না, কিন্তু তথাপি জানাইতে হইল, আমি তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়াছি।

ঠাকুরমা বলিলেন, "ওঁর ভাই একটা বে-সরকারী পাগলা-গারদে পাঠিয়ে দিয়েছিল। আমি তাই জান্‌তে পেরে ওঁর ভাইকে বললাম যে, ওঁর সামান্য আয় যা আছে, তা যদি ওঁকে দেওয়া হয়, আমি মিঃ ডিকের ভার নিতে পারি। অনেক কষ্টে ওঁর ভাইকে রাজি ক'রে আমার কাছে ওঁকে রেখেছি। ভারী ভাল লোক উনি। ওঁর মনটাকে আমি ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারে না।"

আমি শুনিয়া যাইতে লাগিলাম। কোন কথাই বলিলাম না।

পিতামহী বলিয়া চলিলেন, "ওঁর একটি বোন ছিল। তাকে উনি খুব ভালবাস্‌তেন। বোনটিও ভ্রাতার অনুরাগিণী ছিল। কিন্তু অবশেষে সকলে যা ক'রে থাকে—বিয়ে ক'রে ফেল্‌লে। সকলে যা ক'রে থাকে, বোনটির স্বামীও তাই করলে—তার সঙ্গে মন্দ ব্যবহার আরম্ভ ক'রে দিলে। এই ব্যাপারে মিঃ ডিক্ এমন অভিভূত হয়ে পড়লেন যে, অবশেষে তাঁর জ্বর হলো। অবশ্য আমার কাছে আসবার আগেই এ ঘটনা হয়েছিল। উনি কি তোমার কাছে রাজা প্রথম চার্লস সম্বন্ধে কোন কথা তুলেছিলেন?"

"হ্যাঁ, ঠাকুরমা, তুলেছিলেন বৈ কি!"

নাসিকা-মর্দ্দন করিতে করিতে পিতামহী বলিলেন, "হাঁ, ঐভাবেই তিনি কথাটা প্রকাশ ক'রে থাকেন। নিজের অসুখের কথাটা তিনি নানাপ্রকার গোলযোগ এবং উত্তেজনার সঙ্গে মিশিয়ে প্রকাশ করেন। একে উপমাই বল, আর যাই বল। তিনি যা ভাল বুঝবেন, তা করবেনই বা না কেন?"

আমি বলিলাম, "নিশ্চয়ই!"

"কিন্তু তা' ব'লে ও-রকম ভাবে করাটাও কাজের কথা নয়। জগৎ তা বুঝবে না। তাই আমি তাঁকে এত ক'রে বলি যে, তাঁর স্মারকলিপিতে ও-সকল কথার উল্লেখ থাকবে না।"

"ঠাকুরমা, তিনি নিজের জীবনের ইতিহাস লিখছেন না কি?"

"হ্যাঁ, দাদা। তিনি উপরওলার কাছে নিজের বিষয়টা লিখে জানাচ্ছেন। দু'চার দিনের মধ্যেই দরখাস্তটা পেশ করা হবে।"

পরে আমি জানিতে পারিয়াছিলাম যে, মিঃ ডিক্ গত দশ বৎসর ধরিয়া মেমোরিয়াল লিখিতেছেন; কিন্তু রাজা চার্লস্‌কে উহা হইতে বাদ দিবার চেষ্টা করিয়াও পারেন নাই।

পিতামহী বলিলেন, "আমি ছাড়া ওঁর মনের কথা আর কেউ জানে না। লোকটি অতি চমৎকার। উনি যদি ঘুঁড়ি ওড়াতে চান, তাতে দোষ কি? ফ্রাঙ্কলিন ঘুঁড়ি ওড়াতেন।"

পিতামহীর প্রকৃতির স্বরূপ ক্রমেই আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম। তাঁহার ব্যবহারে নানাপ্রকার খামখেয়ালী থাকিলেও, তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করা যায়।

মিঃ ডিকের সহিত আমি ঘুঁড়ি উড়াইতে যাইতাম। প্রথম দিন আমি যে পোষাক পরিয়াছিলাম, তাহাই আমার অঙ্গে ছিল। এখনও পর্য্যন্ত আমার জন্য নূতন পোষাক আসে নাই। মিঃ মর্ডষ্টোন পত্রের কি উত্তর দেন, তাহার জন্যও আমার মনে উদ্বেগের সীমা ছিল না। তবে বাহিরে আমি আমার মনের চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইতে দিতাম না। অন্য পোষাক ছিল না বলিয়া আমি বাহিরে যাইতে পারিতাম না। মিঃ ডিকের পাজামা ও কোট পরিয়া বাটীর বাহির হওয়া ত চলে না। তবে অন্ধকার হইলে ঘণ্টা-খানেক ঠাকুরমা আমাকে স্বাস্থ্যের জন্য বাহিরে বেড়াইতে দিতেন।

মিঃ মর্ডষ্টোনের আসিবার দিন যত ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, দেখিলাম, আমার পিতামহীর স্বভাব ততই রুক্ষ হইয়া উঠিতেছে। ইহা ছাড়া তাঁহার ব্যবহারে অন্য কোন পরিবর্ত্তন দেখিলাম না।

ঠাকুরমা সে দিন বাতায়নের ধারে নিয়মিত সেলাই লইয়া বসিয়াছেন। আমি তাঁহার পাশে বসিয়া আছি। মনের মধ্যে দারুণ দুশ্চিন্তা—মিঃ মর্ডষ্টোন আসিলে আমার গতি কি হইবে! আজ তাঁহার আসিবার কথা, তাই আহারের সময় পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু অধিক বিলম্ব দেখিয়া ঠাকুরমা টেবলের উপর খানা সাজাইবার হুকুম দিলেন। ঠিক এই সময়ে গর্দ্দভের আবির্ভাব আশঙ্কায় পিতামহী চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আমি সবিস্ময়ে ও শঙ্কাকম্পিত-হৃদয়ে দেখিলাম, মিস্ মর্ডষ্টোন গর্দ্দভারোহণে নিষিদ্ধ তৃণাচ্ছাদিত স্থানের উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তিনি চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছিলেন।

পিতামহী বাতায়নের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মুষ্টি উদ্যত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সোজা চ'লে যাও। ওখানে কি তোমার দরকার? অনধিকার-প্রবেশের এত সাহস তোমার? সোজা চ'লে যাও বলছি!"

মিস্ মর্ডষ্টোন এমন শান্তভাবে ঠাকুরমার দিকে চাহিলেন যে, তিনি যেন প্রস্তরমূর্ত্তির মত স্থির হইয়া গেলেন। আমি সেই সময় তাঁহাকে বলিলাম যে, মিস্ মর্ডষ্টোনের সঙ্গে মিঃ মর্ডষ্টোনই আসিতেছেন।

ঠাকুরমা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "যেই হোক না কেন, আমার তাতে কি। অনধিকার-প্রবেশের কারও ক্ষমতা নেই। আমি তা হ'তে দেব না। চ'লে যাও! জেনেট্, ওদের তাড়িয়ে দেও।"

জেনেট্ গর্দ্দভটির বল্‌গা ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। মিস্ মর্ডষ্টোন তাহার অঙ্গে ছাতার আঘাত করিলেন। কতকগুলি বালক মজা দেখিবার জন্য জমা হইয়াছিল। তাহারা চীৎকার জুড়িয়া দিল।

ঠাকুরমা দেখিলেন যে, গর্দ্দভটির অভিভাবক ছোকরাটিই যত অনিষ্টের মূল। তখন তিনি দ্রুতবেগে উদ্যানে গিয়া ছোকরার উপর লাফাইয়া পড়িলেন। তাহাকে ধরিয়া টানিয়া আনিতে আনিতে তিনি জেনেট্‌কে আদেশ করিলেন, শীঘ্র সে কনষ্টেবল ডাকিয়া ছোকরাকে চালান দিক। ছোকরাটি অত্যন্ত চতুর। সে ঠাকুরমার কবল হইতে কৌশলে আপনাকে ছাড়াইয়া লইয়া গর্দ্দভসহ দ্রুত অন্তর্হিত হইল। শুধু বাগানের মধ্যে তাহার পায়ের দাগ রাখিয়া গেল।

মিস্ মর্ডষ্টোন বাহন হইতে অবতীর্ণ হইয়া এক ধারে ভ্রাতার সহিত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ঠাকুরমা কোনও দিক না চাহিয়া সোজা ভিতরে চলিয়া গেলেন। অবশেষে জেনেট্ মিস্ ও মিঃ মর্ডষ্টোনকে ঘরের মধ্যে লইয়া গেল।

আমি কম্পিত-দেহে বলিলাম, "ঠাকুরমা, আমি কি চ'লে যাব ?"

"না, নিশ্চয় যাবে না।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার পশ্চাতের একটি আসনে আমায় বসাইয়া দিলেন। সেইখানে বসিয়া আমি ভ্রাতা-ভগিনীর প্রবেশ-দৃশ্য লক্ষ্য করিলাম।

ঠাকুরমা বলিলেন, "আমি আগে বুঝতে পারি নি। কিন্তু ঘাসের উপর দিয়ে আমি কাকেও আস্‌তে দেই না। এ বিষয়ে আমার ভেদাভেদ নেই।"

মিস্ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "আপনার এই নিয়ম কিন্তু আগন্তুকগণের পক্ষে অত্যন্ত অশোভন।"

পিতামহী বলিলেন, "তাই না কি ?"

কলহের সূত্রপাত দেখিয়া মিঃ মর্ডষ্টোন আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, "আপনিই মিস্ ট্রটউড ?"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া ঠাকুরমা বলিলেন, "মাপ করবেন, আপনি কি তিনি, যিনি আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের বিধবাকে বিয়ে করেছিলেন ?"

"আমিই সেই।"

পিতামহী বলিলেন, "আপনি ক্ষমা করবেন, তবু বলছি, সেই বেচারা মেয়েটিকে বিয়ে না ক'রে, একলা থাক্‌তে দিলেই আপনি ভাল কাজ করতেন।"

মিস্ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "মিস্ ট্রটউডের ঐ কথাটায় আমার সম্মতি আছে। ক্লারা বাস্তবিকই সুখী ছিল।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "আমাদের—আপনার ও আমার বয়স হয়েছে। আমাদের ব্যক্তিগত আকর্ষণের ফলে আমাদের অসুখী হবার সময় চ'লে গেছে। সুতরাং আমাদের সম্বন্ধে এমন অপবাদ কেউ দিতে পারবে না।"

মিস্ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "ঠিক কথা। এ বিবাহ না হ'লে ভালই হ'ত, এটা আমারও ধারণা। বরাবরই আমার এই মত।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "আপনার যে ঐ মত, তাতে আমার সন্দেহ নেই। জেনেট্, মিঃ ডিক্‌কে এখানে আসবার জন্য আমার অনুরোধ জানিয়ে এস।"

যতক্ষণ মিঃ ডিক্ না আসিলেন, পিতামহী সোজাভাবে বসিয়া রহিলেন। তিনি আসিলে ঠাকুরমা পরস্পরের পরিচয় করাইয়া দিলেন। শেষে বলিলেন, "মিঃ ডিকের মতামতে আমি বিশেষভাবে নির্ভর ক'রে থাকি।"

মিঃ ডিক্ গম্ভীরভাবে মনোযোগ দিয়া সব কথা শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

মিঃ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "মিস্ ট্রটউড, আপনার চিঠি পেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করা আমি সঙ্গত মনে করেছিলাম।"

"ধন্যবাদ! এখন ব'লে যেতে পারেন। আমার সম্বন্ধে কোন কথা ভাববার প্রয়োজন নেই।"

মিঃ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "পত্রের মারফতে উত্তর না দিয়ে, কষ্টকর হলেও আমি এখানে সশরীরে এসেছি। এই হতভাগা ছেলেটা তাদের বন্ধুদের কাছ থেকে কাজ ছেড়ে পালিয়ে এসেছে—"

মিস্ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "ওর উপস্থিতি যেমন লজ্জাকর, তেমনি কলঙ্কপূর্ণ।" বলিয়া তিনি আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন।

তাঁহার ভ্রাতা বলিলেন, "জেন্ মর্ডষ্টোন, আমাকে বাধা দিও না। এই হতভাগা ছোকরা, মিস্ ট্রটউড, সংসারে অনেক রকম অশান্তি সৃষ্টি করেছে, উপদ্রব ঘটিয়েছে। আমার প্রিয়তমা পত্নীর জীবদ্দশায় বটে, তার পরেও বটে। ছেলেটা অত্যন্ত বিদ্রোহী ও ভীষণ রাগী। ওর মেজাজ এত খারাপ যে, সংশোধনের অতীত। আমি এবং আমার বোন্ ওকে সংশোধন করাবার ঢের চেষ্টা করেছি। কিন্তু দোষ ওর গেল না। আমি ও আমার বোন্ দুজনেই বল্‌ছি, আমাদের এ কথা বিশ্বাস করবেন।"

মিস্ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "আমি বল্‌ছি, পৃথিবীর মধ্যে এত বড় বজ্জাত ছেলে আর নেই।"

সংক্ষেপে ঠাকুরমা বলিলেন, "খুব কড়া কথা বটে !"

মিস্ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "কথাটা রূঢ় হলেও সত্য—খুব সত্য।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "হুঁ; আচ্ছা, তার পর, মশায় ?"

মিঃ মর্ডষ্টোনের মুখমণ্ডল ক্রমেই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছিল। তিনি বলিলেন, "ওকে ভালভাবে গ'ড়ে তুলবার সম্বন্ধে আমার নিজের একটা ধারণা আছে। কি ক'রে ওকে গ'ড়ে তোলা যাবে, তা আমি আবিষ্কার করেছিলাম। সে সব আমার নিজের কথা। সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলব না। একটা ভাল ব্যবসায়ে আমার এক বন্ধুর তত্ত্বাবধানে ওকে রেখেছিলাম। কিন্তু ছোকরা সে কাজে খুসী হ'তে পারেনি। তাই সেখান থেকে পালিয়ে এসেছে।

ভাগা ভবঘুরের মত এখানে ছেঁড়া কাপড়ে চ'লে এসেছে -আপনার কাছে আবেদন নিয়ে এসেছে, মিস্ ট্রট্উড। আমি আপনাকে জানাচ্ছি, এর ফল কি। আপনি ওর আবেদনে সম্মতি দিয়ে ওর অপরাধের সমর্থন করছেন।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "ও কথা পরে হবে। আগে আপনার সম্মানজনক ভাল ব্যবসাটা সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাক্। ও যদি আপনার নিজের ছেলে হ'ত, ওকে ঐ কাজে আপনি দিতে পারতেন? কেমন, পারতেন কি?"

বাধা দিয়া মিস্ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "ও যদি আমার ভায়ের নিজের ছেলে হ'ত, ওর স্বভাব ও-রকম হ'ত না, অন্য রকম হ'ত।"

পিতামহী বলিলেন, "ছেলেটির বেচারা মা যদি বেঁচে থাকত, তা হ'লে কি ও ঐ সম্মানজনক কাজে লিপ্ত হ'তে পারত? সে তাকে কি ঐ কাজ করতে দিতে পারত?"

মিঃ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, ক্লারা কোন প্রতিবাদ করত না। আমি ও আমার বোন যা সঙ্গত ব'লে ঠিক করতাম, সে তার বিরুদ্ধে কোন কথা বল্‌ত না।"

মিস্ মর্ডষ্টোন ঐ কথায় অনুমোদন জ্ঞাপন করিলেন।

পিতামহী বলিলেন, "হুঁ, বেচারা খুকী।"

মিঃ ডিক্ এতক্ষণ তাঁহার পকেটের টাকা বাজাইতেছিলেন; এখন উহা আরও জোরে বাজাইতে লাগিলেন। ইহাতে ঠাকুরমা তাঁহার দিকে চাহিয়া থামিতে ইঙ্গিত করিলেন। তার পর বলিলেন, "বেচারার মৃত্যুর সঙ্গে তার বাৎসরিক বৃত্তি বন্ধ হয়ে গেছে?"

মিঃ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়েছে।"

"বাড়ীটা—তার আনুষঙ্গিক ছোট-খাট সম্পত্তিটা ছেলেটিরই ত বটে; সে সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা হয় নি?"

মিঃ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "তাঁর প্রথম স্বামী বিনা সর্ত্তে সে সব জিনিষ তাঁর স্ত্রীকেই দিয়ে গিয়েছিলেন!"

"কি বল্‌ছেন, মশাই, আপনি! তাকে বিনা সর্ত্তে দিয়ে গিয়েছিল! অবশ্য সম্পত্তিটা ডেভিড কপারফিল্ড তার স্ত্রীকেই বিনা সর্ত্তে ভোগ করতে দিয়েছিল। কিন্তু সে যখন আবার বিয়ে কর্‌লে—আপনার মত লোককে বিয়ে করবার মত শোচনীয় ভুল ক'রে বসল—তখন ছেলেটির সম্বন্ধে কারও মনে কোন কিছু চিন্তা করবার বুদ্ধি হ'ল না?"

মিঃ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "আমার স্ত্রী তার দ্বিতীয় স্বামীকে বড় ভালবাস্‌তেন। বড় বিশ্বাস করতেন।"

পিতামহী মস্তক আন্দোলিত করিয়া বলিলেন, "আপনার পরলোকগত স্ত্রী সংসারজ্ঞানে অত্যন্ত অনভিজ্ঞা ছিলেন, অত্যন্ত দুঃখিনী ও ভাগ্যহতা খুকী ছিলেন। এখন আপনি কি বলতে চান?"

তিনি বলিলেন, "মিস্ ট্রটউড্, আমি ডেভিডকে ফিরিয়ে নেবার জন্য এখানে এসেছি। বিনাসর্ত্তে তাকে নিয়ে যাব—আমার ইচ্ছামত তার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করব—যে রকম খুসী, তার সঙ্গে ব্যবহার করব। আমি এখানে কোন প্রকার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে কাজ কর্‌ব ব'লে আসিনি। ও পালিয়ে এসেছে, তাতে আপনি প্রশ্রয় দিয়েছেন। আপনাকে আমি সতর্ক ক'রে দিচ্ছি, এবার যদি আপনি ওর কাজে প্রশ্রয় দেন, তা হ'লে এই শেষ। আমার এবং ছোকরার মাঝখানে যদি আপনি এসে দাঁড়ান, তা হ'লে জানবেন, আমি ওর সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব নেব না। আমি বাজে কথা বলছি না, আমার সঙ্গে কেউ চালাকী করবে, আমি সহ্য করিনে। আমি ওকে নিয়ে যাবার জন্য এসেছি—এই প্রথম, এই শেষ। ও কি যেতে রাজি আছে? যদি রাজি না হয়, আমার তাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। অতঃপর আমার দরজা চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হবে, আপনার দরজা খোলা থাকুক।"

পিতামহী গভীর মনোযোগ সহকারে সমস্ত কথা শুনিতেছিলেন। তাঁহার বক্তব্য শেষ হইলে ঠাকুরমা মিস্ মর্ডষ্টোনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "আপনার কিছু বলবার আছে, ম্যাডাম?"

"আমার ভাই যা বলেছেন, তার উপর আমার বলবার বেশী কিছু নেই। তবে একটা কথা—আপনার শিষ্টাচার—যে ভদ্রতাসূচক ব্যবহার আপনার কাছে পেয়েছি, সে জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।"

এই বিদ্রূপের শেলাঘাতে ঠাকুরমা বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিলেন, "ছেলেটি এখন কি বলে, শোনা যাক্। ডেভিড, তুমি যেতে রাজি আছ?"

আমি বলিলাম, "না, আমি যাব না।" ঠাকুরমাকে অনুনয় করিয়া বলিলাম যে, আমি কোনমতেই যাইব না। মিস্ অথবা মিঃ মর্ডষ্টোন কোন দিনই আমায় দেখিতে পারেন নাই। এতটুকু সদয় ব্যবহার করেন নাই। মা আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, এজন্য তাঁহারা আমার কোমলহৃদয়া জননীকে কত রকম আঘাত করিয়াছেন, তাহা আমি জানি, পেগটীও জানে। আমার মত অল্পবয়সে এত দুঃখ কেহ পায় নাই। তাই আমি ঠাকুরমাকে বলিলাম, তিনি আমাকে রক্ষা করুন।

"মিঃ ডিক্, এ ছেলেটির সম্বন্ধে আমি কি করব?"

মিঃ ডিক্ বিবেচনা-বিচার করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "ওর গায়ের মাপ নিয়ে শীঘ্র পোষাক তৈরী করতে দেওয়া হোক।"

জয়োল্লাসে ঠাকুরমা বলিলেন, "তোমার হাত কই, মিঃ ডিক্? তোমার বুদ্ধি মূল্যবান্।"

তার পর আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া তিনি বলিলেন, "মিঃ মর্ডষ্টোন, আপনার যখন ইচ্ছা চ'লে যেতে পারেন। আমি ছেলেটিকে নিয়ে চেষ্টা ক'রে দেখি। আপনারা যা বললেন, সেই রকম যদি ও হয়, তা হ'লে কিছুই

করতে পারব ব'লে মনে হয় না। কিন্তু আপনাদের একটা কথাও আমি সত্য ব'লে বিশ্বাস করতে পারলাম না।"

মিঃ মর্ডষ্টোন স্কন্ধদেশ আন্দোলিত করিয়া বলিলেন, "মিস্ ট্রটউড, আপনি যদি ভদ্রলোক হতেন—"

পিতামহী বলিলেন, "বোকার মত কথা বল্‌ছেন কেন? আমার সঙ্গে কোন কথা আপনার নেই—!"

মিস্ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "চমৎকার শিষ্টাচার! বাস্তবিক অভিভূত হয়ে পড়লাম!"

ভগিনীর কথায় কাণ না দিয়া ভ্রাতাকে লক্ষ্য করিয়া পিতামহী বলিলেন, "আপনি ভাবছেন, আমি কিছু জানিনে? খুকীটির সম্বন্ধে আপনারা কি ব্যবহার করেছেন, কি রকম অশান্তিময় জীবন যাপন তাকে করতে হয়েছে, আমি তার কোন খবর রাখি না, ভাব্‌ছেন? সংসারের কোন অভিজ্ঞতা তার ছিল না। এমন সময় আপনি তার জীবন-পথে এসে দাঁড়ালেন—অনেক গাল-ভরা কথা শোনালেন! সে সব মিছে কথা?"

মিস্ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "এমন সুন্দর বক্তৃতা কোথাও শুনিনি!"

পিতামহী বলিয়া চলিলেন, "তোমাকে আগে দেখিনি ব'লে তোমায় চিন্‌তে পারিনি, ভাব্‌ছ? তোমাদের সঙ্গে কথা কয়ে বুঝলাম, তোমরা চতুর লোক! তুমি নিজেকে মেয়েটির কাছে মধুভরা ব'লে জানিয়াছিলে। তুমি তাকে পূজো কর ব'লে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলে। ছেলেটির বাপের স্থান অধিকার ক'রে সেইভাবে ছেলেটিকে পালন করবে ব'লে আশ্বাস দিয়েছিলে। গোলাপফুলের বাগানে তোমাদের জীবন কেটে যাবে ব'লে প্রলোভন দেখিয়েছিলে। বেরিয়ে যাও—এখান থেকে তোমরা।"

মিস্ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "জীবনে এমন কথা কোন লোকের মুখে শুনিনি।"

"তার পর যখন বেচারা নির্বুদ্ধি মেয়েটি তোমার ফাঁদে পা দিয়ে ফেল্‌লে, তখন তাকে তিলে তিলে তোমরা দুই ভাই-বোনে মিলে হত্যা করলে। অথচ তোমরা এ জগতে রয়ে গেলে।"

মিস্ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "এ কি পাগলামি, না মাতলামি! আমার মনে হচ্ছে মাতলামি!"

পিতামহী তাঁহার কথায় আদৌ কর্ণপাত না করিয়া মিঃ মর্ডষ্টোনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মিঃ মর্ডষ্টোন, তুমি সেই অনভিজ্ঞা মেয়েটির প্রতি ঘোর অত্যাচার করেছ। তুমি তার বুক ভেঙ্গে দিয়েছ। তার বুক প্রেমে ভরা ছিল। আমি তাকে ভাল ক'রেই চিনেছিলাম। তার দুর্ব্বলতার অবসরে তুমি তাকে মেরে ফেলেছ। এ সত্যকে তুমি অস্বীকার করলেও, সত্য থেকে যাবে। তুমি ও তোমার যন্ত্রটি খুব সাফাই-হাতে কাজ চালিয়াছিলে।"

মিস্ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "মিস্ ট্রটউড, আমাকে বল্‌তে দিন। আপনি কাকে আমার ভায়ের যন্ত্র ব'লে উল্লেখ করছেন?"

সে কথায় কাণ না দিয়া পিতামহী বলিতে লাগিলেন, "মেয়েটি হয় ত পরে আর কাকেও বিয়ে করত। তোমার মত ভীষণ লোককে বিয়ে না করলেই তার মঙ্গল হ'ত। তুমি এই ছেলেটাকে দেখতে পারতে না। ওকে দেখলেই তোমার মন ওর উপর বিরূপ হয়ে উঠত। মাথা নাড়লে চল্‌বে না। আমি জানি, এটা ভারী সত্য।"

মিঃ মর্ডষ্টোন এতক্ষণ দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার মুখে হাসির চেষ্টা ছিল বটে, কিন্তু আমি বুঝিতে-ছিলাম, তাঁহার অন্তর বিষাইয়া উঠিয়াছে। ঠাকুরমার কথা শেষ হইলেই তিনি রুদ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিলেন।

পিতামহী বলিয়া উঠিলেন, "নমস্কার মশাই—বিদায়! আপনিও নমস্কার জানবেন, ম্যাডাম্।"

ঠাকুরমা মিস্ মর্ডষ্টোনের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া-ছিলেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এর পর যদি আপনাকে গাধায় চ'ড়ে আমার ঘাসের উপর দিয়ে যেতে দেখি, ঠিক বলছি, আপনার টুপী কেড়ে নিয়ে তার উপর দিয়ে হেঁটে যাব।"

প্রকৃত চিত্রকর হইলে আমার পিতামহী ও মিস্ মর্ডষ্টোনের তখনকার ছবি তুলিয়া ধন্য হইতে পারিত। মিস্ মর্ডষ্টোন আর বাক্যটি পর্য্যন্ত ব্যয় না করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। ঠাকুরমা বাতায়ন-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যুগল ভ্রাতা-ভগিনীর গমন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা গর্দ্দভে আরোহণ করিবার কোন উদ্যম করিলেন না। তখন ঠাকুরমার মুখের কঠিন ভাব অন্তর্হিত হইল। ইহাতে সাহস পাইয়া আমি তাঁহাকে চুমা দিয়া অন্তরের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলাম। মিঃ ডিকেরও কর-কম্পন করিলাম। তিনিও আগ্রহভরে আমার কর-কম্পন করিতে করিতে মাঝে মাঝে উচ্চহাস্য করিতে লাগিলেন।

পিতামহী বলিলেন, "মিঃ ডিক্, এখন থেকে তুমি ও আমি এই ছেলেটির অভিভাবক হলাম।"

মিঃ ডিক্ বলিলেন, "ডেভিডের ছেলের অভিভাবকতা করতে আমি আনন্দ অনুভবই করব।"

"বেশ। তবে এই কথাই রইল। মিঃ ডিক্, আমি ভাবছি, এখন থেকে ওকে আমি ট্রটউড ব'লে ডাক্‌ব।"

মিঃ ডিক্ বলিলেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়। ডেভিডের ছেলেকে ট্রটউড বলা চাই!"

পিতামহী বলিলেন, "কপারফিল্ড ট্রটউড।"

"হাঁ, ঠিক তাই। ট্রটউড্ কপারফিল্ড বলেই ডাকা হবে।"

সেই দিন বৈকালে দোকান হইতে তৈয়ারী পোষাক ঠাকুরমা ক্রয় করিয়া আনিলেন। উহাতে লেখা হইল

ট্রটউড্ কপারফিল্ড। তিনি নিজের হাতেই নাম লিখিলেন। আমার জন্য আরও যে সকল পোষাক তৈয়ার করিতে দিলেন, তাহাতেও ঐ নাম থাকিবে স্থির হইল।

এইরূপে আমার নূতন জীবন আরম্ভ হইল। আমার চারিদিকেই নূতন আবহাওয়া সৃষ্ট হইয়াছিল। সকল বিষয়ের সন্দেহের নিরসন হওয়ায় আমি যেন স্বপ্নের রাজ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। পূর্ব্বে কখনও কল্পনাও করিতে পারি নাই যে, এমন জীবনের আরম্ভ আমার অদৃষ্টে ঘটিবে। মর্ডষ্টোন এণ্ড গ্রিনবীর দোকানের স্মৃতির উপর যবনিকাপাত হইল।

—

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মিঃ ডিকের সহিত আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। প্রায়ই তিনি ও আমি ঘুঁড়ি উড়াইতাম। তিনি প্রত্যহ তাঁহার দরখাস্ত লিখিবার জন্য বসিতেন, কিন্তু লেখা এতটুকু অগ্রসর হইত না। প্রায়ই রাজা প্রথম চার্লস দরখাস্তের মধ্যে আবির্ভূত হইতেন। কাজেই সে রচনা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আবার নূতন করিয়া লেখা সুরু হইত।

আমার পিতামহীর স্নেহও আমার উপর ক্রমশঃ গাঢ় হইতে লাগিল। তিনি ট্রটউডের পরিবর্ত্তে সংক্ষেপে আমাকে 'ট্রট' বলিয়া ডাকিতেন। এক দিন তিনি বলিলেন, "ট্রট, তোমার শিক্ষার কথা ভুলে থাক্‌লে আমাদের চল্‌বে না।"

এ কথা শুনিয়া আমার অন্তর আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল।

ঠাকুরমা বলিলেন, "মাষ্টার চেরির স্কুলে পড়তে তুমি রাজি আছ?"

বলিলাম, উহাতে আমার বিশেষ আগ্রহ আছে। বিশেষতঃ, এই স্কুলটা ঠাকুরমার বাড়ীর কাছেই।

"বেশ। তা হ'লে কালই স্কুলে ভর্ত্তি হ'তে চাও?"

আমি বলিলাম, "হ্যাঁ।"

"বেশ!—জেনেট্, কাল সকালে গাড়ীভাড়া ক'রে আন্‌বে। বেলা দশটায়। মাষ্টার ট্রটউডের কাপড় চোপড় সব আজ রাত্রিতে গুছিয়ে রাখ।"

এই সংবাদে আমার আনন্দের অবধি রহিল না। কিন্তু এ সংবাদে মিঃ ডিক্ অপ্রসন্ন হইলেন তাঁহার সহিত আমার বিচ্ছেদ হইতেছে, ইহাতে তিনি প্রকৃতই নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। তবে ঠাকুরমা যখন বলিলেন, প্রতি শনিবারে আমি বাড়ী আসিব এবং প্রতি বুধবারে তিনি আমার সহিত স্কুলে দেখা করিয়া আসিবেন, তখন মিঃ ডিকের মনের সে অপ্রসন্নভাব দূরীভূত হইল।

পরদিন সকালবেলা বিদায়ক্ষণ আসিল। মিঃ ডিক্ আবার বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার কাছে যত টাকা ছিল, তিনি সবই আমায় দিয়া দিতেন। শুধু ঠাকুরমার মধ্যস্থতায় তিনি মাত্র ৫ শিলিং আমাকে দিতে পারিবেন স্থির হইল। কিন্তু মিঃ ডিক্ বিশেষ পীড়াপীড়ি করায় শেষে দশ শিলিংএ রফা হইল। উদ্যান-ফটকের কাছে আমরা বিচ্ছিন্ন হইলাম। আমি চলিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত মিঃ ডিক্ সেখান হইতে নড়িলেন না।

ঠাকুরমা টাট্টু ঘোড়ার গাড়ী নিজেই হাঁকাইতে লাগিলেন। তিনি এ বিষয়ে যে বিশেষ দক্ষ, তাহা তাঁহার অশ্বচালনা-নৈপুণ্যে প্রকট হইয়া উঠিল। গাড়ী চালাইতে চালাইতে তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, আমি ইহাতে সুখী হইয়াছি কি না।

বলিলাম, "ভারী আনন্দ হচ্ছে, ঠাকুরমা। এ জন্য আপনাকে ধন্যবাদ!"

তিনিও যেন ইহাতে খুসী হইলেন। দুই হাত জোড়া থাকায় তিনি চাবুকের অগ্রভাগ দ্বারা আমার মাথায় মৃদু আঘাত করিয়া সে আনন্দ জ্ঞাপন করিলেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঠাকুরমা, স্কুলটা কি খুব বড়?"

"আমি তা জানিনে। প্রথমতঃ মিঃ উইক্‌ফিল্ডের কাছে যাচ্ছি।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাঁর কি কোন স্কুল আছে?"

"না, ট্রট। তিনি একটা আপিসের মালিক।"

মিঃ উইক্‌ফিল্ড সম্বন্ধে আমি আর কোন সংবাদ জানিতে চাহিলাম না। তিনিও বলিলেন না। অন্য প্রসঙ্গে আমাদের আলোচনা চলিতে লাগিল।

অবশেষে একটি প্রাচীন অট্টালিকার সম্মুখে আমাদের গাড়ী থামিল। আমি বাড়ীটির দিকে চাহিয়া দেখিলাম। সেই সময় বাতায়নপথে একটা কদাকার মুখ দেখা গেল। মূর্ত্তি তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল।

খানিক পরেই সেই কদর্য্য মুখের মালিক বাহিরে আসিল। তাহার মাথার কেশ ঈষৎ রক্তাভ। পনের বৎসর বয়স হইবে। কিন্তু দেখিতে আরও বড় দেখায়। তাহার মাথার কেশগুলি ছোট করিয়া ছাঁটা। তাহার চোখের ভ্রূ নাই বলিলেই চলে। চক্ষুপল্লবের কেশও নাই। তাহার স্কন্ধের হাড় উচ্চ। ছোকরাটি সুন্দর কালো পোষাকে সজ্জিত। তাহার বাহু দীর্ঘ, কিন্তু শীর্ণ, হাড় বাহির করা। টাটু ঘোড়ার সম্মুখে আসিয়া সে দাঁড়াইয়াছিল।

ঠাকুরমা বলিলেন, "উড়িয়া হিপ্, মিঃ উইক্‌ফিল্ড বাড়ী আছেন?"

উড়িয়া হিপ্ বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনি আছেন। আপনি দয়া ক'রে ভেতরে আসুন।"

গাড়ী হইতে নামিয়া আমরা ভিতরে গেলাম। উড়িয়া হিপ্ ঘোড়ার মুখ ধরিয়া রহিল। নির্দ্দিষ্ট ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেই দুইখানি তৈলচিত্রের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। এক জন ভদ্রলোক লাল ফিতায় আবদ্ধ কাগজ-পত্রের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি, অপর চিত্র একটি মহিলার। তিনি

যেন আমার দিকে চাহিয়া হাসিতেছেন। উড়িয়া হিপের কোনও তৈলচিত্র আছে কি না, চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছি, এমন সময় ঘরের দূরপ্রান্তের একটি দরজা খুলিয়া গেল। এক জন ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই মনে হইল, তৈলচিত্র হইতে তিনি যেন শরীর ধারণ করিয়া নামিয়া আসিয়াছেন।

ভদ্রলোক বলিলেন, "মিস্ বেট্সি ট্রট্উড! আসুন, এ দিকে আসুন। একটু ব্যস্ত ছিলাম। মাপ করবেন। আপনি ত জানেন,আমার জীবনের একটিমাত্র লক্ষ্য আছে।"

ঠাকুরমা তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া পার্শ্বের কক্ষে আমাকে লইয়া প্রবেশ করিলেন। সে ঘরটি কাগজ, পুস্তক ও টিনের বাক্সে পরিপূর্ণ।

"মিস ট্রট্উড্, হঠাৎ এখানে এলেন যে! ব্যাপার কি? কোন মন্দ খবর নেই ত?"

"না, সে সব কিছু নয়। আইনের ব্যাপার নিয়ে আমি আসিনি।"

"খুব ভাল কথা। আইনের হাঙ্গামায় না পড়াই ভাল।"

ভদ্রলোকের কেশরাজি শুভ্র হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাঁহার ভ্রূ এখনও কালো। তাঁহার মুখখানি প্রিয়দর্শন। তাঁহার বেশভূষা পরিচ্ছন্ন, সুন্দর।

পিতামহী বলিলেন, "এটি আমার নাতি।"

"আপনার নাতি আছে, তা ত জানতাম না।"

"ওকে আমি পোষ্য গ্রহণ করেছি। যাতে ভাল ক'রে লেখা-পড়া শিখতে পারে, এজন্য ওকে সঙ্গে ক'রে এখানে আন্লাম। এখন বলুন, কোন্ স্কুলে দিলে ভাল ক'রে লেখা-পড়াও শেখাবে, ভাল ব্যবহারও করবে?"

মিঃ উইক্ফিল্ড বলিলেন, "পরামর্শ দেবার আগে, আমার পুরান প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করছি। এতে আপনার উদ্দেশ্য কি?"

পিতামহী বলিলেন, "কি বিপদ! সবতাতেই উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য না হ'লে যেন কোন কাজ হবে না। ছেলেটাকে কাজের লোক করা, সুখী করাই আমার উদ্দেশ্য।"

"ওটাকে মিশ্র উদ্দেশ্য বলে। খাঁটি উদ্দেশ্য ত জানা গেল না।"

পিতামহী বলিলেন, "যত বাজে কথা। জগতে আপনি ছাড়া সোজা পথে আর কেউ চলে না, বলতে চান না কি?"

হাসিতে হাসিতে উইকফিল্ড বলিলেন, "আমার কিন্তু জীবনে একটামাত্র উদ্দেশ্য আছে, মিস্ ট্রট্উড। অন্য লোকের অনেক রকম উদ্দেশ্য থাকে, আমার মাত্র একটি। যাক, আপনি বলছিলেন, ভাল স্কুলের কথা? উদ্দেশ্য যাই থাক, উৎকৃষ্ট স্কুল হওয়া চাই, কেমন, তাই নয় কি?"

পিতামহী তাহা স্বীকার করিলেন।

মিঃ উইকফিল্ড আমাদিগকে লইয়া স্কুল দেখিতে যাইবার প্রস্তাব করিলেন। দেখিয়া শুনিয়া তিনি পছন্দ যদি করেন, ভালই হইবে। স্কুলে পড়া ও কোনও বাড়ীতে থাকা চলিবে। ঠাকুরমা প্রস্তাবে রাজি হইলেন।

মিঃ উইকফিল্ড অবশেষে বলিলেন, "চলুন, আমরা দু'জনে যাই, ছেলেটি এখানে থাকুক। ওরও ত মনে একটা কিছু উদ্দেশ্য আছে।"

পিতামহী প্রথমে তাহাতে রাজি হইলেন না। অবশেষে আমি যখন বলিলাম যে, আমার এখানে থাকিতে কোন কষ্ট হইবে না, তখন আমাকে রাখিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন। আমি চেয়ারে বসিয়া রহিলাম।

পাশের ঘরে বসিয়া উড়িয়া হিপ্ কাজ করিতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে পিতামহী ও মিঃ উইক্ফিল্ড ফিরিয়া আসিলেন।

স্কুল পছন্দ হইলেও আমার বাসস্থানের জন্য কোনও বাড়ী তাঁহার পছন্দ হয় নাই।

তিনি বলিলেন, "ভারী মুস্কিল। কি যে করব, বুঝতে পাচ্ছি না, ট্রট্!"

মিঃ উইক্ফিল্ড বলিলেন, "থাকবার ভাল জায়গা পাওয়া গেল না, খুবই দুঃখের কথা বটে। কিন্তু মিস্ ট্রটউড্, আমি বলি কি, আপনি একটা কাজ করুন।"

"কি বলুন ত?

"আপাততঃ আপনার নাতিকে আমার নিকট রাখুন। ছেলেটি খুব শান্ত। আমাকে মোটেই বিরক্ত করবে না। বাড়ীটা বড় আছে, পড়াশুনার কোন অসুবিধা হবে না। অনেক ঘর আছে, পড়ার প্রতিবন্ধক হবার মত কিছু নেই। তার পর ভাল জায়গা পেলে নূতন ব্যবস্থা করতে পারবেন।"

মনে হইল, পিতামহী প্রস্তাবটা পছন্দ করিলেন। কিন্তু উহা গ্রহণে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। আমারও মত তাহাই।

ঠাকুরমা বলিলেন, "এ প্রস্তাবের জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।"

মিঃ উইক্ফিল্ড বলিলেন, "আপনার আপত্তির কারণ বুঝেছি। ঠিক অনুগ্রহ হিসাবে না নিয়ে, ওর আহারাদির জন্য আপনি টাকার ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারেন। সর্ত্ত বেশী কিছু নেই। ইচ্ছা করলে আপনি টাকা দিতে পারেন।"

"তা যদি হয়, আমি রাজি আছি। অবশ্য তাতেও আপনার কাছে আমার বাধ্যবাধকতার হ্রাস হবে না। আচ্ছা, ওকে আপনার কাছেই রেখে যাব।"

মিঃ উইক্ফিল্ড বলিলেন, "বেশ, এইবার আমার ক্ষুদে গৃহকর্ত্রী একবার দেখবেন আসুন।"

তখন আমরা এক পুরাতন বিচিত্র সোপানশ্রেণী বাহিয়া উপরে উঠিলাম। সম্মুখে একটি বসিবার ঘর—তিন চারিটি সেকেলে বাতায়ন-পথে ঘরের মধ্যে আলো আসিতেছে ঘরটি সুন্দরভাবে সজ্জিত। ঘরের সর্ব্বত্র পরিচ্ছন্নতা ও ও সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার পরিচয় সুস্পষ্ট।

ঘরের এক কোণের একটি দরজায় মিঃ উইক্‌ফিল্ড মৃদু করাঘাত করিলেন। আমারই বয়সী একটি বালিকা দরজা খুলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল—তাঁহাকে চুম্বন করিল। নিম্নতলে যে মহিলার তৈলচিত্র দেখিয়া আসিয়াছি, এই বালিকার সুন্দর শান্ত মুখে সেই মধুর ভাবের ব্যঞ্জনা দেখিলাম। আমার মনে হইল, তৈলচিত্রখানি যেন নারীত্বে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, আসল মানুষটি এখনও বালিকা অবস্থায় রহিয়াছে। বালিকার মুখে শান্তির উজ্জ্বল শ্রী—উহা হাস্যপ্রফুল্ল! এই মধুর দৃশ্য আমি জীবনে কখনও ভুলিব না, জীবনে বিস্মৃত হই নাই।

এই ক্ষুদ্রা গৃহিণী প্রকৃতপ্রস্তাবে মিঃ উইক্‌ফিল্ডের কন্যা আগনেস্। সে পরিচয় তিনি নিজেই দিলেন। তিনি যেভাবে কন্যার হাত ধরিয়া বসিয়াছিলেন, তাহাতেই বুঝিয়াছিলাম, তাঁহার জীবনের একটা উদ্দেশ্য, একটা লক্ষ্য কি।

বালিকার পার্শ্বদেশে একটি ছোট ঝুড়ি, তাহাতে চাবীর গোছা। তাহার পিতা যখন আমায় থাকিবার কথা বলিতে লাগিলেন, বালিকা মনোযোগ সহকারে তাহা শুনিতে লাগিল। তাহার মুখে প্রসন্ন-হাস্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। মিঃ উইক্‌ফিল্ডের কথা শেষ হইবার পর, ত্রিতলে গিয়া আমার শয়নগৃহ দেখিবার প্রস্তাব হইল। আমরা চারি জনেই সোপানপথে উপরে উঠিলাম। সর্ব্বাগ্রে আগনেস্।

ঘর দেখিয়া ঠাকুরমা সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। আমি এখানে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিতে পাইব বুঝিয়া তাঁহার মন ভরিয়া উঠিল। তার পর আমরা নীচে নামিলাম। আহারের জন্য ঠাকুরমাকে অনুরোধ করা বৃথা জানিয়া তাঁহার জন্য জলযোগের বন্দোবস্ত হইল। আগনেস্ তাহার গৃহ-শিক্ষয়িত্রীর কাছে চলিয়া গেল। মিঃ উইক্‌ফিল্ড তাঁহার আপন ঘরে কাজ করিতে গেলেন। আমি ও ঠাকুরমা তখন পরস্পরের কাছে বিদায় লইতেছি।

তিনি আমাকে বলিলেন যে, উইক্‌ফিল্ড আমার সম্বন্ধে যাহা কিছু করা দরকার, সবই করিবেন। কোন কিছুরই অভাব আমার হইবে না। ঠাকুরমা তার পর আমাকে নানাবিধ মধুর উপদেশ প্রদান করিলেন।

"ট্রট্, নিজের মর্য্যাদা রেখে চলো। আমার ও মিঃ ডিকের মর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখ। ভগবান তোমার সহায় হবেন।"

আমি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলাম। পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইয়া আমার সশ্রদ্ধ ভালবাসা মিঃ ডিক্‌কে জানাইবার জন্য অনুরোধ করিলাম।

পিতামহী বলিলেন, "কোন কাজে নীচতা প্রকাশ করবে না; কখন মিথ্যাবাদী বা প্রতারক হবে না; নিষ্ঠুরতা জীবনে প্রকাশ করবে না। এই তিনটি দোষ এড়িয়ে চলো, ট্রট্? তা হ'লে আমি তোমার ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারব।"

অঙ্গীকার করিলাম যে, তাঁহার দয়ার অপব্যবহার আমার দ্বারা হইবে না। তাঁহার উপদেশ আমার বিশেষভাবে স্মরণ থাকিবে।

"গাড়ী এসেছে, আমি চল্‌লুম, তুমি থাক।"

এই কথাগুলি বলিয়াই তাড়াতাড়ি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া তিনি কক্ষত্যাগ করিলেন। এইরূপ সংক্ষিপ্ত বিদায়ে আমার ভয় হইল, হয় ত তিনি আমার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু বাতায়ন-পথে আমি যখন রাজপথের উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম, দেখিলাম, অত্যন্ত অবসন্নভাবে তিনি গাড়ীতে চড়িতেছেন। কোন দিকে না চাহিয়া তিনি গাড়ী হাঁকাইলেন। তখন তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিলাম, আমার আশঙ্কা ভিত্তিহীন, তাহাও অনুভব করিলাম।

পাঁচটার সময়ে মিঃ উইক্‌ফিল্ড আহার করেন। সাহস সঞ্চয় করিয়া আমি ডিনারে বসিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আগ্‌নেস্ আমি ও মিঃ উইক্‌ফিল্ড আহারে বসিলাম। কন্যাকে ছাড়িয়া তিনি আহার করিতে পারেন না।

তার পর ড্রয়িংরুমে আমরা প্রবেশ করিলাম। মিঃ উইক্‌ফিল্ড নিয়মিত সুরাপান করিতে লাগিলেন, আগনেস্ পিয়ানো বাজাইতে লাগিল—সঙ্গে সঙ্গে তাহার পিতা এবং আমার সঙ্গেও কথা বলিতে লাগিল।

মিঃ উইকফিল্ড আমাদের সহিত প্রসন্নভাবে কথা বলিতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে কন্যার উপর তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইতেছিল। সেই সময় তিনি নীরব থাকিয়া কি ভাবিতেছিলেন। আগনেস্ তাহার পিতার এই নীরবতা লক্ষ্য করিতেছিল দেখিলাম। এ জন্য কোন না কোন প্রশ্ন করিয়া তাঁহাকে সচেতন রাখিতেছিল।

আগনেস্ চা তৈয়ার করিয়া সকলকে পরিবেষণ করিল। এইভাবে সময় চলিয়া গেল। তার পর বালিকা শয়ন করিতে গেল। মিঃ উইক্‌ফিল্ড তাঁহার আপিস-ঘরে চলিয়া গেলেন। আমিও শয্যায় আশ্রয় লইতে গেলাম।

খানিক পরে বাড়ীটাকে ভাল করিয়া দেখিবার ইচ্ছা হইল; দেখিয়া শুনিয়া ফিরিতেছি, দেখিলাম, উড়িয়া হিপ্ আপিসের দরজা-জানালা বন্ধ করিতেছে। তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিবার অভিপ্রায়ে আমি তাহার দিকে কর প্রসারিত করিয়া দিলাম। কিন্তু তাহার করপল্লব যেন হিম-শীতল, প্রেতযোনির হাত।

তাহার কর এমন অপ্রীতিকর যে, শয়নকক্ষে গমন করিবার পরও মনে হইতেছিল, আমার হাত যেন এখনও তুষারশৈত্য অনুভব করিতেছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

পরদিবস সকালে প্রাতরাশের পর আমার স্কুল-জীবন আরম্ভ হইল। মিঃ উইক্‌ফিল্ড আমাকে বিদ্যালয়ে লইয়া গেলেন। মাষ্টার মহাশয় ডাক্তার ষ্ট্রংএর সহিত আমার পরিচয় হইল।

তিনি এখন লাইব্রেরী-ঘরে বসিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখে একটি তরুণী বসিয়াছিলেন। তাঁহার নাম শুনিলাম, এনি। ভাবিলাম, ডাঃ ষ্ট্রংএর ইনি বোধ হয় কন্যা। কিন্তু মিঃ উইক্‌ফিল্ড যখন তাঁহাকে মিসেস্ ষ্ট্রং বলিয়া সম্বোধন করিলেন, তখন আমার মনে হইল, ইনি কি ডাঃ ষ্ট্রংএর পুত্রের পত্নী, অথবা তাঁহারই পত্নী?

ডাক্তার ষ্ট্রং আমার সন্দেহের নিরসন করিয়া দিলেন।

চলিতে চলিতে এক স্থানে দাঁড়াইয়া আমার স্কন্ধে হাত রাখিয়া তিনি বলিলেন, "ভাল কথা, উইক্‌ফিল্ড, আমার স্ত্রীর ভ্রাতার জন্য তুমি একটা ভাল কাজ যোগাড় করতে পারলে না?"

মিঃ উইক্‌ফিল্ড বলিলেন, "না, এখনও ঘ'টে উঠেনি।"

ডাক্তার ষ্ট্রং বলিলেন, "যদি তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা করতে পারতে, বড় ভাল হ'ত, উইক্‌ফিল্ড। জ্যাক্ ম্যালডনের বড় অভাব। তার প্রকৃতিও অলস। এই দুটি জিনিষই খারাপ। এ থেকে যা কিছু মন্দ সব ঘটতে পারে! ডাক্তার ওয়াটস্ কি বলেছেন? 'শয়তান অলস লোকের মারফতে মন্দ কাজ ক'রে থাকে'!"

মিঃ উইক্‌ফিল্ড বলিলেন, "শোন ডাক্তার, যদি ডাঃ ওয়াট্‌স্ মানুষের সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করতেন, তা হ'লে লিখতেন, 'শয়তান কেজো লোকের মারফতেও মন্দ কাজ ক'রে থাকে!' জগতে কেজো লোকেরাই বেশী কাজ করে, এটা ঠিক জেনে রাখ, ডাক্তার। এ যুগে যাদের হাতে টাকা ও ক্ষমতা আছে, সেই সকল কাজের লোক টাকা ও শক্তি লাভের জন্য মানুষ কি কম মন্দ কাজ করছে?"

ডাক্তার ষ্ট্রং বলিলেন, "জ্যাক্ ম্যাল্‌ডন্ দুটোর কোনটাই পাবে না।"

মিঃ উইক্‌ফিল্ড বলিলেন, "তা হয় ত পাবে না। যাক্, আমি কিন্তু এখনও মিঃ জ্যাক্ ম্যাল্‌ডনের জন্য কোন কিছু জোগাড় ক'রে উঠতে পারিনি। আমার মনে হয়, তোমার উদ্দেশ্যটা আমি বুঝতে পারছি, তাই আমার কাজটাও কঠিন হয়ে উঠছে।"

ডাক্তার ষ্ট্রং বলিলেন, "আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, এনির এই ভাইটির জন্য কাজ জোগাড় ক'রে দেওয়া। দুজনে ছেলেবেলা একসঙ্গে খেলা করেছে।"

মিঃ উইক্‌ফিল্ড বলিলেন, "হ্যাঁ, ঘরেও বটে, বাইরেও বটে।"

ডাক্তার ষ্ট্রং কথাটায় জোর দিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, ঘরে বাইরে সর্ব্বত্র।"

মিঃ উইক্‌ফিল্ড বলিলেন, "তোমার কথার মানে তুমিই ভাল বুঝছ—বাইরেও বটে!"

ডাক্তার বলিলেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়, এটাও হ'তে পারে, ওটাও হ'তে পারে।"

মিঃ উইক্‌ফিল্ড বলিলেন, "দু'টোর একটা হ'তে পারে? তোমার নিজের কোন ধারণা কি নাই?"

ডাক্তার বলিলেন, "না।"

সবিস্ময়ে মিঃ উইক্‌ফিল্ড বলিলেন, "না?"

"বিন্দুমাত্র নয়।"

মিঃ উইকফিল্ড বলিলেন, "বাইরের ব্যাপারে কোন উদ্দেশ্য নেই? ঘরের ব্যাপারেও নয়?"

ডাক্তার বলিলেন, "না।"

মিঃ উইক্‌ফিল্ড বলিলেন, "তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি, বিশ্বাস করতে আমি বাধ্য। আগে যদি জানতুম, তা হ'লে আমার কাজের সুবিধা হ'ত। কিন্তু আমি স্বীকার করছি, আমার ধারণা অন্য রকম ছিল।"

ডাক্তার ষ্ট্রং খানিক তাঁহার দিকে হতভম্ব হইয়া চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে সে দৃষ্টি অন্তর্হিত হইল—তাঁহার মুখে হাস্য-রেখা উদ্ভাসিত হইল। ইহাতে আমার মনে সাহস জন্মিল। সে হাস্য যেমন মধুর, তেমনই কোমল ও সরলতাব্যঞ্জক। ডাক্তার 'না, না' বলিতে বলিতে অসংলগ্ন গতিতে অগ্রসর হইলেন। আমরা তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলাম। মিঃ উইক্‌ফিল্ডের মুখ দেখিয়া আমার মনে হইল, তিনি মাঝে মাঝে মাথা নাড়িতেছিলেন। আমি যে তাহা লক্ষ্য করিতেছি, ইহা তিনি জানিতে পারিলেন না।

স্কুলঘর বৃহৎ। তাহাতে ২৫ জন ছাত্র মনোযোগ সহকারে অধ্যয়নে রত। আমরা স্কুলঘরে প্রবেশ করিতেই ছাত্রগণ ডাক্তারকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিল। আমাকে ও মিঃ উইক্‌ফিল্ডকে দেখিয়া তাহারা দাঁড়াইয়াই রহিল।

ডাক্তার বলিলেন, "একটি নতুন ছাত্র, ট্রট্‌উড কপারফিল্ড।"

এডামস্ নামক প্রধান পড়ুয়া অগ্রসর হইয়া আমাকে সাদর স্বাগত জ্ঞাপন করিল। তাহাকে দেখিতে তরুণ পাদরীর মত। সে আমাকে কোথায় বসিতে হইবে, তাহা দেখাইয়া দিল। ভদ্রভাবে অন্যান্য শিক্ষকের নিকট সে আমাকে লইয়া গেল।

কিছু দিন ধরিয়া মদের বোতল ধুইয়া নিম্নস্তরের লোকের সঙ্গে মিশিয়া আমার অধীত বিদ্যা সবই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কাজেই পরীক্ষার পর আমাকে সর্ব্বনিম্ন-শ্রেণীতে ভর্ত্তি করা হইল।

নূতন স্কুল-পাঠ্য পুস্তকগুলি লইয়া আমি মিঃ উইক্‌ফিল্ড-ভবনে ফিরিয়া আসিলাম। মনে হইতেছিল, লেখাপড়া ভুলিয়া গেলেও আবার পড়াশুনা করিয়া চলনসই ছাত্র হইতে পারিব।

ড্রয়িংরুমে আগনেস্ ছিল। সে তাহার পিতার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। তিনি তখনও আপিস-ঘর ছাড়িয়া আসিতে পারেন নাই। বালিকা জিজ্ঞাসা করিল, স্কুল আমার কেমন লাগিল। বলিলাম যে, ভালই লাগিয়াছে, তবে প্রথম প্রথম কেমন নূতন বলিয়া লাগিতেছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কখনো স্কুলে যাও নি ?"

"হাঁ, আমি রোজই স্কুলে যাই।"

"সে ত তুমি বাড়ীর কথা বলছ।"

"বাবা আমাকে বাড়ী ছেড়ে কোথাও যেতে দেন না। তাঁর বাড়ীর গিন্নী বাড়ীতেই থাকবে।" বালিকা হাসিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, "তিনি তোমায় বড় ভালবাসেন, নিশ্চয়।"

সে বলিল, "হাঁ", বলিয়াই তাহার পিতা আসিতেছেন কি না, তাহা দেখিবার জন্য দরজার কাছে গেল। কিন্তু তিনি আসিতেছেন না দেখিয়া সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আমার জন্মের পরই মা মারা গেছেন। আমি ছবিতে তাঁর চেহারা দেখি—নীচে ছবি আছে। আমি কাল দেখেছি, তুমি তাঁর ছবির দিকে চেয়েছিলে। বুঝতে পেরেছিলে, ওটা কার ছবি ?"

স্বীকার করিলাম, পারিয়াছি। কারণ, সে ছবিতে বালিকার মূর্ত্তির আদল আছে।

আগনেস্ খুসী হইয়া বলিল, "বাবাও তাই বলেন। ঐ শোন, বাবা আস্‌ছেন।"

তাঁহার সহিত মিলিত হইবার বাসনায়, তাহার উজ্জ্বল, শান্ত মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। হাত ধরাধরি করিয়া পিতার সহিত সে ঘরের মধ্যে আবার প্রবেশ করিল। মিঃ উইক্‌ফিল্ড সাদরে আমায় বলিলেন যে, বোধ হয়, স্কুলে ডাক্তার ষ্ট্রংএর কাছে শিক্ষার সুযোগ পাইয়াছি বলিয়া আমি খুসী হইয়াছি। অমন ভদ্রলোক সংসারে অল্পই আছে।

মিঃ উইক্‌ফিল্ড বলিলেন, "এমন লোকও হয় ত আছে যে, তারা তাঁর সৌজন্য, দয়া, মধুর ব্যবহারের অপব্যবহার করে—অবশ্য আমি ঠিক জানিনে—হয় ত থাকতে পারে। ট্রটউড, তুমি তাদের মত হয়ো না। মানুষের ওপর ওঁর সন্দেহ হয় না। এটা ওঁর গুণ কি দোষ, জানি না। কিন্তু ওঁর কথা ভাল ক'রে ভেবে না দেখে বলা কঠিন।"

মনে হইল, কোনও বিষয়ে তিনি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু সে বিষয়ে আমি কোন প্রশ্ন করিলাম না। আহারের আয়োজন হইয়াছিল, আমরা টেবলে গিয়া বসিলাম।

ঠিক এমনই সময়ে উড়িয়া হিপ্ দরজার বাহিরে মাথা দেখাইয়া বলিল, "মিঃ ম্যালডন এসেছেন, তিনি কি বলতে চান।"

"এখন মিঃ ম্যালডনের কথায় কাণ দেবার আমার সময় নেই।"

উড়িয়া বলিল, "সে কথা ঠিক; স্যার; কিন্তু তিনি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চান।"

বলিয়াই দরজা খুলিয়া দিল। তার পর আগনেস্, আমি খানার টেবল—সমস্ত জিনিষের উপর সে একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইল।

উড়িয়ার পশ্চাতে একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"ক্ষমা করুন। ভেবে দেখলাম—অবশ্য আমার অনধিকার-প্রবেশ ক্ষমা করবেন, বিবেচনা করবার পথ নেই। যত শীঘ্র বাইরে যেতে পারি, ততই ভাল। বোন্ এনি অবশ্য বলেছিল যে, তার বন্ধু-বান্ধবরা কাছের গোড়ায় থাকে, নির্ব্বাসনে না যায়, এই তার ইচ্ছে। বুড়ো ডাক্তার—"

গম্ভীরভাবে বাধা দিয়া মিঃ উইক্‌ফিল্ড বলিলেন, "ডাক্তার ষ্ট্রংয়ের কথা বলছেন, বোধ হয় ?"

উত্তর হইল, "হাঁ, ডাক্তার ষ্ট্রংই বটে। আমি তাঁকে বুড়ো ডাক্তার ব'লে ডাকি। ও একই কথা নয় কি ?"

"আমার তা মনে হয় না।"

"আচ্ছা, ডাক্তার ষ্ট্রংই বলছি। তিনিও ঐ মত পোষণ করেন ব'লে আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু আপনি যে পথ অবলম্বন করেছেন, তাতে তাঁরও মতের পরিবর্ত্তন ঘটেছে। যাক্, ও বিষয়ে আর আলোচনায় প্রয়োজন নেই। সুতরাং যত শীঘ্র আমি যেতে পারি, ততই ভাল। তাই আমি আপনার কাছে ফিরে এলাম। আপনাকে বলছি, আমার যাবার ব্যবস্থা শীঘ্র ক'রে দিন। জলে যখন ঝাঁপ দিতেই হবে, তখন তীরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করায় কোন লাভ নেই।"

মিঃ উইক্‌ফিল্ড বলিলেন, "আপনার বিষয়ে বিন্দুমাত্র দেরী হবে না, মিঃ ম্যালডন্।"

অপর জন বলিল, "ধন্যবাদ, বিশেষ বাধিত হলাম। কোন বিষয়ে বেশী আব্দার আমি বেশী পছন্দ করিনে। তা যদি হ'ত, আমি নিশ্চয় বলতে পারি, আমার মামাত বোন্ এনি সহজেই আমার জন্য অন্য রকম ব্যবস্থা করতে পারত। আমার মনে হয়, এনি যদি একবার বুড়ো ডাক্তারকে বলত—"

মিঃ উইক্‌ফিল্ড বাধা দিয়া বলিলেন, "আপনি মিসেস্ ষ্ট্রংএর কথা বলছেন বোধ হয়। তিনি তাঁর স্বামীকে বলতেন, এই কথাটাই আপনি বলতে চাইছেন কি ?"

অপর ব্যক্তি বলিল, "হাঁ, তাই আমি বলছি। সে যদি বলত, এটাই করা চাই, অমনি তাই হ'ত।"

"মিঃ ম্যালডন, কেন বলুন ত ?" মিঃ উইক্‌ফিল্ড ধীরে ধীরে আহার করিয়াই চলিয়াছিলেন।

হাসিতে হাসিতে মিঃ জ্যাক্ ম্যালডন বলিল, "মানে হচ্ছে—এনি সুন্দরী তরুণী, আর ডাক্তার—ডাক্তার ষ্ট্রং বুড়ো, দেখতেও ভাল নয়। অবশ্য আমি তাঁর নিন্দা করছি না, মিঃ উইক্‌ফিল্ড। আমার বলবার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ঐ রকম অসম বিয়ের কিছু ক্ষতিপূরণ করা ত দরকার।"

গম্ভীরভাবে মিঃ উইক্‌ফিল্ড বলিলেন, "মহিলার ক্ষতিপূরণ?"

হাসিতে হাসিতে মিঃ জ্যাক্ ম্যাল্‌ডন বলিল, "হাঁ, মহিলাটির সম্বন্ধেই বটে।"

এই প্রকার মন্তব্য শুনিয়াও মিঃ উইক্‌ফিল্ডের মুখের কোনও ভাবান্তর হইল না। তিনি পূর্ব্ববৎ স্থিরভাবে আহার করিয়া চলিলেন।

জ্যাক্ ম্যাল্‌ডন বলিয়া চলিল, "যাক্, আমি যে কথাটা বল্‌তে চেয়েছিলাম, তা বলা হয়েছে। আপনার কাজে ব্যাঘাত করার জন্য আমি আবার ক্ষমা চাইছি। এখন আমি চল্লুম। আপনার নির্দ্দেশমত আমি কাজ করব, তবে আপনার আমার মধ্যে যে বন্দোবস্ত হয়েছে, তা—ডাক্তারকে জানাবার দরকার নেই।"

মিঃ উইক্‌ফিল্ড বলিলেন, "আপনার খাওয়া হয়েছে?" বলিয়াই তিনি টেবলের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিলেন।

মিঃ ম্যাল্‌ডন বলিল, "ধন্যবাদ। আমি এনির ওখানেই খাব। আচ্ছা, তবে আসি।"

সে চলিয়া গেল, মিঃ উইক্‌ফিল্ড আসনে বসিয়াই তাহার দিকে চিন্তিতভাবে চাহিয়া রহিলেন। মিঃ ম্যাল্‌ডন বড় চপল, বাচাল, ফাজিল ছোকরা বলিয়াই মনে হইল। তাহার মুখখানি সুন্দর। তাড়াতাড়ি কথা বলা স্বভাব। সকল বিষয়ে জোর দিয়া কথা বলা বা কাজ করার দিকে ঝোঁক। মিঃ জ্যাক্ ম্যাল্‌ডনের সঙ্গে এত শীঘ্র আমার দেখা হইয়া যাইবে, ইহা ভাবি নাই।

আহার-শেষে আমরা উপরে গেলাম। পূর্ব্বদিনের ন্যায় আজও একই ভাবে অপরাহ্ণকাল অতিবাহিত হইল। মিঃ উইক্‌ফিল্ড নিয়মিত সুরাপান করিতে লাগিলেন, আগনেস্ পিয়ানোয় গান গাহিতে লাগিল। যথাসময়ে সে চা তৈয়ার করিল। তার পর যখন আমি পাঠ্যপুস্তকগুলি লইয়া আসিলাম, তখন সে উহা দেখিল। পরবর্ত্তী কালে তাহার প্রভাব আমার জীবনে যে ক্রিয়া করিয়াছিল, এখন হইতেই আমি তাহার সূত্রপাত অনুভব করিতে লাগিলাম। ছোট এমিলিকে আমি ভালবাসি, আগনেস্‌কে তেমন ভালবাসি না, সে দিক দিয়া আমার ভালবাসা তাহার উপর নাই। কিন্তু ইহা বুঝিলাম, যেখানে আগনেস্, সেখানে শান্তি আছে, মঙ্গল আছে এবং সত্যও আছে।

তাহার শয়নের সময় আসন্ন হইল। সে চলিয়া গেলে আমি বিদায়ের নিদর্শনস্বরূপ মিঃ উইক্‌ফিল্ডকে আমার হাত বাড়াইয়া দিলাম। তিনি আমাকে থামাইয়া বলিলেন, "ট্রটউড্, তুমি আমাদের কাছে থাক্‌তে চাও, না অন্যত্র যেতে চাও?"

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলাম, "এখানে আমি থাক্‌তে চাই!"

"ঠিক বল্‌ছ?"

"আপনার যদি মত হয়, আমি এখানে থাক্‌ব।"

"বাবা, এখানে আমরা নিরানন্দ, একঘেঁয়ে জীবন যাপন করি। তোমার ভাল লাগবে কি?"

"আগনেসের কাছে যদি একঘেঁয়ে না হয়, আমার কাছে কেন হবে? আমি মোটেই এ জীবনকে একঘেঁয়ে মনে করিনে।"

তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া অগ্নিকুণ্ডের ধারে গিয়া দাঁড়াইয়া আপন মনে বলিলেন, "যদি আগনেসের কাছে একঘেঁয়ে না হয়।"

তিনি সে দিন এত সুরা পান করিয়াছিলেন যে, তাঁহার চক্ষুযুগল আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি অস্পষ্টস্বরে বলিলেন, "তাই ত ভাবছি, আমার আগনেস্ ক্লান্তিবোধ কচ্ছে কি না। আমি কখনও তার সম্বন্ধে কি ক্লান্তি অনুভব করতে পারি? কিন্তু সেটা ত আলাদা ব্যাপার।"

তিনি আপন মনেই বলিয়া চলিয়াছিলেন, আমাকে উদ্দেশ করিয়া কথা বলিতেছিলেন না। কাজেই আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

তিনি বলিলেন, "বাড়ীটা পুরাতন—বৈচিত্র্য নেই। তবু আমি তাকে আমার কাছেই রাখ্‌ব। যখন ভাবি, আমি ম'রে যাব,সে একা থাকবে; অথবা সে ম'রে যাবে, আমাকে ছেড়ে চ'লে যাবে, তখন আমার জীবনের সমস্ত সুখসাধ থেমে যায়—"

তিনি নীরবে ঘরের মধ্যে ধীরে ধীরে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে সঞ্চালিতবৎ সুরা গ্লাসে ঢালিয়া পান করিতে লাগিলেন।

তিনি বলিয়া চলিলেন, "সে এখানে আছে, তাতে যদি দুঃখ অসহনীয় হয়, সে চ'লে গেলে অবস্থা কি দাঁড়াবে? না, না, না, আমি তা ভাবতেও পারি না।"

খানিকক্ষণ এইভাবে তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া রহিলেন তার পর আমার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই বলিলেন, "ট্রটউড্, তুমি আমাদের কাছে থাক্‌বে ত, কেমন? এ কথা শুনে আমি ভারী খুসী হয়েছি। তুমি আমাদের দু'জনেরই সঙ্গী তোমাকে পাওয়ায় আমাদের ভাল হয়েছে। তোমার সাহচর্য্য আমার পক্ষে কল্যাণকর, আমার মেয়ের পক্ষেও মঙ্গলজনক। বোধ হয়, সকলের পক্ষেই কল্যাণপ্রদ।"

আমি বলিলাম, "আমার পক্ষেই আপনাদের সাহচর্য্য মঙ্গলজনক। এখানে থাক্‌তে পেয়ে আমি বড় আনন্দ পেয়েছি।"

মিঃ উইক্‌ফিল্ড বলিলেন, "বড় ভাল ছেলে তুমি। যত দিন এখানে থেকে মনে সুখ পাবে, তত দিন থেক।" এই কথা বলিয়া তিনি আমার করকম্পন করিলেন, আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। তার পর বলিলেন,প্রতি রাত্রিতে আগনেস্ চলিয়া গেলে, আমার যখন ইচ্ছা হইবে, আমি যেন তাঁহার কাছে আসি, তাঁহাকে সঙ্গ দান করি। আমি তাঁহাকে এ সহৃদয়তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিলাম।

একখানি বই হাতে করিয়া সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আমি দেখিলাম, আপিসঘরে আলো জ্বলিতেছে। উড়িয়া হিপের প্রতি আমার একটা আকর্ষণ জন্মিয়াছিল। আমি তাহার সন্ধানে গেলাম। দেখিলাম, সে একখানা মোটা বই লইয়া পড়িতেছে। প্রতি ছত্রের উপর সে আঙ্গুল বুলাইয়া পড়িয়া চলিয়াছে। সে যে গভীর মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতেছে, তাহা বুঝিলাম।

তাহার কাছে গিয়া আমি বলিলাম, "উড়িয়া, তুমি রাত জেগে এখনও পড়ছ দেখছি।"

উড়িয়া বলিল, "হ্যাঁ, মাষ্টার কপারফিল্ড।"

আমি তাহার আরও কাছে গেলাম। তাহার মুখে কিন্তু এতটুকু হাসির চিহ্ন দেখিলাম না।

উড়িয়া বলিল, "এখন আমি আপিসের কাজ করছি না, মাষ্টার কপারফিল্ড।"

"তবে তুমি কি কাজ করছ, উড়িয়া?"

সে বলিল, "আমার আইন-সংক্রান্ত জ্ঞান বাড়াবার চেষ্টা করছি, মাষ্টার কপারফিল্ড। টিডের এই বইখানা পড়ছি। কি চমৎকার লেখক এই টিড্!"

কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া আমি বলিলাম, "তুমি খুব বড় আইনজ্ঞ না কি?"

উড়িয়া বলিল, "আমি? না, না, আমি অতি হীন ব্যক্তি, মাষ্টার কপারফিল্ড!"

সে পুনঃ পুনঃ তাহার দুই করতল পরস্পরের উপর রাখিয়া ঘর্ষণ করিতে লাগিল। তার পর বলিল, "আমি অতি সামান্য ব্যক্তি। সকলের অপেক্ষা আমি অধম। আমার মাও অতি হীন অবস্থার লোক। আমরা অতি সামান্য ভাড়ার বাড়ীতে থাকি। আমার বাবাও সাধারণ মানুষ।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, এখন তিনি কি করেন।

উড়িয়া বলিল, "এখন তিনি অন্য জগতে। মিঃ উইক্‌ফিল্ডের কাছে আছি, সে জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ।"

প্রশ্ন করিলাম, সে কি অনেক দিন এখানে আছে?

সে বলিল, "এখানে চার বছর আছি। বাবার মৃত্যুর এক বৎসর পরে আমি এখানে এসেছি। এ জন্য আমি কত কৃতজ্ঞ! তাঁর দয়া না হ'লে আমরা মায়ে-পোয়ে কি যে করতাম, তা বল্‌তে পারিনে।"

"তোমার শিক্ষানবিশী শেষ হলে, তুমি নিজে এক জন উকীল হবে ত?"

"ভগবানের আশীর্ব্বাদ যদি থাকে, হব বৈ কি।"

আমি বলিলাম, "এক দিন তুমি মিঃ উইক্‌ফিল্ডের সহকারী ও অংশীদার হ'তে পারবে। তখন ফার্ম্মের নামে তোমার নাম যোগ হবে।"

মাথা নাড়িয়া উড়িয়া বলিল, "না, মাষ্টার কপারফিল্ড, আমি সে সৌভাগ্যের যোগ্য নই।"

সে আমার দিকে আড়চোখে চাহিতে লাগিল। তার পর পুনরায় বলিল, "মিঃ উইক্‌ফিল্ড ভারী চমৎকার লোক। তুমি ত তাঁকে চেন না। আমি অনেক দিন এখানে আছি, তাঁকে চিনি।"

সে কথা আমি স্বীকার করিলাম। উড়িয়া বলিল যে, সে আমার ঠাকুরমার সহিতও পরিচিত।

সে বলিল, "মাষ্টার কপারফিল্ড, তোমার ঠাকুরমা বড় সহৃদয়া মহিলা। তিনি মিস্ আগ্‌নেসকে অত্যন্ত ভালবাসেন, নয় কি, মিঃ কপারফিল্ড?"

আমি এ বিষয়ে কিছুই জানিতাম না। তথাপি সাহস করিয়া বলিলাম, "হাঁ, খুব ভালবাসেন।"

উড়িয়া বলিল, "তুমিও বোধ হয় ভালবাস, প্রশংসা কর।"

উত্তরে বলিলাম, "সকলেই তাকে ভালবাসিতে বাধ্য।"

উড়িয়া হিপ্ বলিল, "ধন্যবাদ, মাষ্টার কপারফিল্ড। কথাটা এত সত্য! আমি সামান্য লোক, কিন্তু আমি জানি, এর মত সত্য আর নেই। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, মাষ্টার কপারফিল্ড!"

সে বই বন্ধ করিল—বাড়ী যাইবার আয়োজন করিল। বলিল, "মা আমার আশায় ব'সে আছেন।"

সে একটা ঘড়ী বাহির করিয়া সময় দেখিল। তার পর অত্যন্ত চঞ্চলভাবে বলিল, "মা আমার দেরী দেখে হয় ত ভাবছেন। আমরা সামান্য লোক, আমরা পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। তুমি যদি সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ী যাও, এক পেয়ালা চা আমরা দিতে পারব। আমরা তোমায় পেলে বর্ত্তে যাব, মাষ্টার কপারফিল্ড।"

বলিলাম যে, নিশ্চয়ই আনন্দ সহকারে যাইব।

"ধন্যবাদ, মাষ্টার কপারফিল্ড। তুমি বোধ হয় এখানে কিছু দিন থাকবে?" বলিতে বলিতে সে বইখানি তাকের উপর তুলিয়া রাখিল।

আমি তাহাকে জানাইয়া দিলাম, এখানে থাকিয়াই আমি লেখাপড়া শিখিব। সুতরাং যত দিন স্কুলে পড়িব, এখানে আমাকে থাকিতে হইবে।

উড়িয়া বলিল, "তাই না কি! তা হ'লে এই ব্যবসায়ে তুমি পরে যোগ দেবে বোধ হয়, মাষ্টার কপারফিল্ড?"

বলিলাম, সেরূপ কোন অভিপ্রায় আমার নাই। অন্য কেহ এমন কল্পনাও আমার সম্বন্ধে করেন নাই।

উড়িয়া হিপ কিন্তু তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "কিন্তু আমি বল্‌ছি, মাষ্টার কপারফিল্ড, তোমাকে এ ব্যবসায়ে যোগ দিতে হবে, দেখ।"

সে আমাকে আলোটা নিভাইয়া দিবার অনুরোধ জানাইয়া চলিয়া গেল। আমি আলো নির্ব্বাপিত করিয়া অন্ধকারে হাতড়াইয়া বাহিরে আসিলাম।

পরদিবস আমি যখন স্কুলে গেলাম, আমার মনের অস্বাচ্ছন্দ্য অনেকটা কমিয়া গেল। তাহার পরদিবস আরও

হ্রাস পাইল। এক সপ্তাহের মধ্যে আমি দলের মধ্যে নিতান্ত অন্তরঙ্গভাবে মিশিয়া গেলাম। আমি খেলায় যেমন বেকুব বনিয়া যাইতাম, পড়াতেও তেমনই অনেক পশ্চাতে পড়িয়াছিলাম।

আমি বিশেষ মনোযোগ ও পরিশ্রম সহকারে কাজে লাগিয়া গেলাম। অল্পদিনেই আমি সকলের প্রশংসাভাজন হইলাম।

ডাক্তার ষ্ট্রংএর পরিচালিত বিদ্যালয়টি চমৎকার। মিঃ ক্রিকেলের বিদ্যালয় তাহার কাছে দাঁড়াইতে পারে না। যেন স্বর্গ ও নরক। এখানে শৃঙ্খলার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ছাত্রগণের উপর অনেক বিষয়ের ভার দেওয়া ছিল। ইহাতে তাহারা আরও ভালভাবে চলিত, ফল চমৎকার হইত। আমরা সকলেই মনে করিতাম, এই প্রতিষ্ঠানের আমরা অংশস্বরূপ। কাজেই ইহার সুনামরক্ষার জন্য আমরা সকলেই প্রাণপণে চেষ্টা করিতাম।

কতকগুলি উচ্চশ্রেণীর ছাত্র ডাক্তার ষ্ট্রংএর গৃহে আহার করিত, বাস করিত। তাহাদের মারফতে ডাক্তারের গৃহের অনেক সংবাদ পাওয়া গেল। এক বৎসর হইল, ডাক্তার এই তরুণী সুন্দরীকে বিবাহ করিয়াছেন। প্রেমে পড়িয়াই তিনি পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পত্নী দরিদ্রের কন্যা, ঘরে দুই কড়ারও সংস্থান নাই। তাঁহার আত্মীয়রা ডাক্তারকে ছাঁকিয়া ধরিয়াছে। ডাক্তার এ দিকে একখানি অভিধান সঙ্কলন করিতেছেন। আমাদের প্রধান পড়ুয়া এডাম্‌স্ অঙ্কশাস্ত্রে খুব দড়। সে গণনা করিয়া বলিয়াছে যে, যে ভাবে অভিধান-সঙ্কলন-কার্য্য চলিয়াছে, তাহাতে উহা সমাপ্ত হইতে ১ হাজার ৬ শত ৪৯ বৎসর লাগিবে। ৬২ বৎসর বয়সে ডাক্তার ঐ সম্পাদনকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

এ দিকে স্কুলের ছাত্রগণ ডাক্তারকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে। তাঁহার মত করুণ-হৃদয় লোক সহসা দেখিতে পাওয়া যায় না।

সুন্দরী তরুণী ভার্য্যার সহিত ডাক্তারকে দেখিতে খুবই ভাল লাগে। তিনি স্ত্রীর প্রতি এমন দরদ প্রকাশ করেন যে, কন্যার প্রতি পিতা ব্যতীত তেমন দরদ আর কাহারও কাছ হইতে পাওয়া যায় না। পীচফলের বাগানে প্রায়ই আমি দম্পতিকে বেড়াইতে দেখিতাম। বৈঠকখানা-ঘরেও উভয়কে বসিয়া থাকিতে দেখিতাম। আমার মনে হইত, ডাক্তারের সম্বন্ধে ডাক্তার-পত্নী বিশেষ যত্ন লইতেন। তবে অভিধান সম্বন্ধে তাঁহার কোনও আগ্রহ আমি লক্ষ্য করি নাই। ডাক্তারের পকেটে অভিধান-সংক্রান্ত কাগজপত্র প্রায়ই ভরা থাকিত। দেখা যাইত, ভ্রমণকালে ডাক্তার স্ত্রীকে অভিধান সম্বন্ধে অনেক কথা বুঝাইয়া দিতেছেন।

মিসেস্ ষ্ট্রংএর সহিত প্রায়ই আমার দেখা হইত। প্রথম দিনের পরিচয়েই তিনি আমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন বুঝিয়াছিলাম। প্রায়ই তিনি আমার সহিত মধুর সদয় ব্যবহার করিতেন। আগ্‌নেস্‌কে তিনি খুবই ভালবাসিতেন। আমাদের বাড়ীতেও তিনি প্রায়ই যাইতেন। মিঃ উইক্‌ফিল্ডকে কিন্তু তিনি একটু এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন। কোন কোন দিন রাত্রি হইয়া গেলে, বাড়ী ফিরিবার সময় মিঃ উইক্‌ফিল্ডের সাহায্য না লইয়া, তিনি আমার সহিত নিজের বাড়ীতে দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতেন। পথে কোন কোন দিন অন্য কাহারও সহিত দেখা না হইলেও, মাঝে মাঝে মিঃ জ্যাক্ ম্যালডনের সহিত আমাদের দেখা হইয়া যাইত। মিঃ ম্যালডন প্রত্যেকবারেই এই সাক্ষাতের আকস্মিকতার জন্য বিস্ময় প্রকাশ করিত।

মিসেস্ ষ্ট্রংএর মাকে দেখিলে আমি খুসী হইতাম। তাঁহার নাম মিসেস্ মার্কলহাম্। কিন্তু ছাত্ররা তাঁহার নামকরণ করিয়াছিল, বুড়ী সেনানী। তিনি যেরূপ ভাবে আত্মীয়-স্বজনের দলকে ডাক্তারের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিতেন, তাহাতেই ছাত্ররা এই নাম তাঁহাকে দিয়াছিল।

মিঃ ম্যালডনের বিদায় উপলক্ষে ডাক্তারের গৃহে একটা ভোজের আয়োজন হইয়াছিল। মিঃ ম্যালডন ভারতবর্ষে কাজ পাইয়া যাইতেছিল। মিঃ উইক্‌ফিল্ডের চেষ্টার ফলেই এই কাজটি জুটিয়াছিল। সে দিন ডাক্তারের জন্ম-তারিখ। স্কুলের সে দিন ছুটী ছিল। আমরা সকালবেলা তাঁহাকে নানাপ্রকার উপহার দিয়াছিলাম। প্রধান পড়ুয়ার মারফতে একটা অভিনন্দনপত্রও আমরা তাঁহাকে দিয়াছিলাম। আমাদের জয়ধ্বনি শুনিয়া শুনিয়া শেষে তাঁহার চোখে জল ঝরিয়াছিল। অপরাহ্নকালে আমি, আগ্‌নেস ও মিঃ উইক্‌ফিল্ড, তিন জনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলাম।

মিঃ জ্যাক্ ম্যালডন আমাদের পূর্ব্বেই সেখানে আসিয়াছিল। মিসেস্ ষ্ট্রং আগাগোড়া শুক্লাম্বরধারিণী হইয়াছিলেন। আমরা যখন গেলাম, তিনি তখন পিয়ানো বাজাইতেছিলেন। জ্যাক্ ম্যালডন তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্বরলিপির পাতা উল্টাইয়া দিতেছিল। মিসেস্ ষ্ট্রংকে অত্যন্ত সুন্দর দেখাইতেছিল সত্য, কিন্তু তাঁহার আননে প্রস্ফুটিত কুসুমের মাধুর্য্য দেখিলাম না।

মিসেস্ ষ্ট্রংএর মাতা বলিলেন, "ডাক্তার, তোমার জন্ম-তারিখ আরও বহুবার আনন্দ ও কল্যাণ নিয়ে আসুক, এই প্রার্থনা আমি জানাচ্ছি।"

ডাক্তার বলিলেন, "আপনাকে ধন্যবাদ।"

বুড়ী সৈনিক বলিলেন, "হাঁ, অনেকবার এই শুভদিন তোমার জীবনে ফিরে আসুক, শুধু তোমার জন্য নয়, এনির জন্যও বটে। জন্ ম্যালডন এবং আরও অনেকের জন্য তোমার দীর্ঘকাল বেঁচে থাকা দরকার। ম্যালডন্, তুমি যখন ছোট ছিলে—মাষ্টার কপারফিল্ডের মত ছিলে—তখন তুমি এনির প্রতি শিশুসুলভ প্রেম জানাতে।"

মিসেস্ ষ্ট্রং বলিয়া উঠিলেন, "মা, সে সব কথা এখন কেন?"

তাঁহার মা বলিলেন, "এনি, বাজে কথা বলো না। সে সব কথা শুনে তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত নয়, কারণ, এখন তুমি বড় হয়েছ, বিবাহিতা স্ত্রী হয়েছ। এখন সে সব কথা শুনে লজ্জা পাবার কথা নয়।"

মিঃ জ্যাক্ ম্যালডন বলিয়া উঠিল, "এনি বড় হয়েছে, বুড়ো হয়েছে, এ কি রকম কথা?"

"হ্যাঁ, জন্, এনি ত প্রকৃতপ্রস্তাবে বুড়া হয়েইছে। বিয়ে যখন করেছে, তখন বয়সে না হলেও কাজে বুড়ী হয়েছে। অবশ্য কুড়ি বছর বয়সের মেয়েকে কেউ বুড়ী বলবে না, আমিও তা বল্‌ছি না। তবে তোমার সম্পর্কের এই বোনটি এখন ডাক্তারের স্ত্রী। তাই আমি তাকে বুড়ো বলেছি। উনি তোমার হিতকামী ও শক্তিশালী বন্ধু। যদি তুমি বজায় রাখতে পার, উনি তোমার প্রতি আরও দয়া দেখাবেন। আমার বৃথা স্পর্দ্ধা নেই। সোজা কথায় আমি বলছি, আমাদের পরিবারে অনেকের পক্ষেই এই রকম বন্ধুর সাহায্যলাভের বিশেষ প্রয়োজন আছে। তোমার বোনের দৌলতেই আজ তোমার অবস্থা ফিরবার পথ হয়েছে।"

ডাক্তার কথাটা উড়াইয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার হাত আন্দোলিত করিলেন। মিঃ জ্যাক্ ম্যালডনকে ও কথা স্মরণ করাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই ভাবিয়াই তিনি ঐ প্রকার ভঙ্গী করিলেন। কিন্তু মিসেস্ মার্কলহাম্ পূর্ব্বের আসন ত্যাগ করিয়া ডাক্তারের পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। তার পর বলিলেন, "না, ডাক্তার, এ বিষয়টা এত জরুরী যে, আলোচনা এ সম্বন্ধে আমাকে করতেই হবে। সত্যি কথা বল্‌ব, তুমি আশীর্ব্বাদস্বরূপ আমাদের কাছে এসেছ।"

ডাক্তার বলিলেন, "এ সব আপনি কি বলছেন?"

মহিলাটি বলিলেন, "না, না, সে হবে না। এখন এখানে বন্ধু মিঃ উইক্‌ফিল্ড ছাড়া আর কেউ উপস্থিত নেই। আমি এ আলোচনা করতে বাধ্য। এর পর যদি বাধা দাও, শাশুড়ী হিসেবে আমার যে অধিকার আছে, তার বলে আমি তোমাকে তিরস্কার করতে পারি। আমি স্পষ্টবাদী। তুমি যখন আমার কাছে এনির কর-প্রার্থনা করেছিলে, তখনই আমি বিস্মিত হয়েছিলাম, অভিভূত হয়েছিলাম। তুমি এনির বাবাকে জান্‌তে, তিনি কত গরীব। এনিকে জন্মাতে দেখেছ। সব জেনেও যে তুমি ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে, এতেই আমি বিচলিত হয়েছিলাম।"

ডাক্তার বলিয়া উঠিলেন, "যাক, ও কথা আর ধরবেন না।"

"কিন্তু আমি ত আর পারিনে। আমি সব শুনে এনিকে বলেছিলাম, 'ডাক্তার যে প্রস্তাব করেছেন, তা শুনে তুমি ঠিক ক'রে বল, আর কাউকে ত তুমি ভালবাসনি? তোমার মন ফাঁকা আছে ত?' তাতে এনি বলেছিল, 'আমি ছেলেমানুষ, মা। হৃদয় আমার আছে কি না, তাই আমি এখনো বুঝতে পারি নি।' আমি সে কথা শুনে বলি যে, 'তোমার মন আর কারও অনুরাগী নয় ত? সেই কথাটাই খুলে বল। ডাক্তার তোমার স্ত্রীরূপে পেতে ব্যস্ত হয়েছেন।' এনি বললে, 'মা, আমাকে না পেলে যদি তিনি অসুখী হন, আমি নিশ্চয় তাঁকে গ্রহণ করব।' ব্যস, সব শেষ হয়ে গেল। তখন এনিকে বলেছিলাম, 'এনি, ডাক্তার শুধু তোমার স্বামী হবেন না, তোমার স্বর্গগত বাবার স্থানও অধিকার করবেন। আমাদের পরিবারের তিনি প্রধান ব্যক্তি হবেন।' আমি তখনও যে কথা বলেছিলাম, আজও সেই কথারই পুনরুক্তি করছি।"

কন্যা এতক্ষণ সম্পূর্ণ নীরবে সকল কথা শুনিতেছিলেন। তাঁহার দৃষ্টি ভূমিসংলগ্ন ছিল। তাঁহার ভ্রাতাও তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মাটীর দিকে চাহিয়াছিল। মিসেস্ ষ্ট্রং অতি কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "মা, তোমার কথা শেষ হয়েছে?"

মাতা বলিলেন, "না, এনি, এখনও বাকি আছে। আমার অভিযোগ এই যে, তুমি তোমার পরিবারের লোকজনের প্রতি অস্বাভাবিক ব্যবহার করছ। তোমার কাছে অভিযোগ করা বৃথা। তাই তোমার স্বামীর কাছে সে কথা জানাচ্ছি। ডাক্তার, তোমার বোকা স্ত্রীর দিকে একটু নজর দেও।"

ডাক্তার ষ্ট্রং তাঁহার স্নেহার্দ্র দৃষ্টি পত্নীর দিকে নিক্ষেপ করিলেন—তাঁহার মুখে প্রসন্ন হাস্য। সে হাস্য সরলতা ও নম্রতাপূর্ণ। মিসেস্ ষ্ট্রং দৃষ্টি নত করিলেন। আমি লক্ষ্য করিলাম, মিঃ উইক্‌ফিল্ড তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন।

মা বলিয়া চলিলেন, "সে দিন ওর কাছে একটা প্রস্তাব করেছিলাম, কিন্তু পাছে তোমার কাছে বল্‌তে হয় ব'লে সে তোমাকে জানাতেই রাজি হয় নি।"

ডাক্তার বলিলেন, "এনি, এটা তোমার অন্যায়। আমাকে একটা প্রীতিপূর্ণ কাজ করবার অবকাশ তুমি দিলে না।"

মা বলিলেন, "আমিও ঐ কথা এনিকে বলেছিলাম। এখন আমি ঠিক করেছি, যা বলবার, সোজাসুজি তোমাকেই জানাব।"

ডাক্তার বলিলেন, "আমি তাতে ভারী খুসী হব।"

"হবে ত?"

"নিশ্চয়।"

"বেশ, তবে ঐ কথাই রইল।" শাশুড়ী অতঃপর তাঁহার পূর্ব্ব-আসনে আসিয়া বসিলেন।

মিঃ জ্যাক্ ম্যালডনকে সেই দিনই যাত্রা করিতে হইবে। আহারের পরই সে বিদায় লইবে। গ্রেভসেণ্ডে জাহাজ অপেক্ষা করিতেছে, এখান হইতে ডাকের গাড়ীতে রওনা হইয়া সেখানে পৌছিবার কথা। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইতেছিল। অবশেষে স্থির হইল যে, দেশটার সম্বন্ধে অতিরঞ্জন করা হইয়া থাকে। সে দেশে আপত্তিজনক কিছুই নাই, তবে দুই চারিটা বাঘ আর গ্রীষ্মের

উৎপাতই যা অধিক—তাও যে অঞ্চলে গরম, সেইখানেই তাপাধিক্য। আমার মনে হইল, মিঃ জ্যাক্ ম্যালূডন আধুনিক যুগের সিন্দাবাদ নাবিকের ন্যায় ভাগ্যবান্। আমি কল্পনা করিলাম, ভারতীয় নৃপতিবৃন্দের অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে মিঃ ম্যালূডন স্থানলাভ করিয়াছে। কল্পনানেত্রে দেখিলাম, মিঃ জ্যাক্ ম্যালূডন বস্ত্রাবাসের মধ্যে বসিয়া সোণার আলবোলায় ধূমপানে নিরত।

মিসেস্ ষ্ট্রং ভাল গান গাহিতে পারেন। কিন্তু আজ তিনি আদৌ গান গাহিতে পারিলেন না। ম্যালূডনের সহিত তিনি একটি গান গাহিবার চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু ধরতার সময় যেমন আরম্ভ করিয়াছিলেন, শেষের দিকে তাহা বজায় রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার কণ্ঠস্বর যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া সহসা থামিয়া গেল। ডাক্তার বলিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী একটু বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। তাই তিনি গান বন্ধ রাখিয়া একহাত তাস খেলিবার প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু মিসেস্ ষ্ট্রং খেলিতে চাহিলেন না। শরীরটা ভাল নহে বলিয়া তিনি খেলায় যোগ দিলেন না। জ্যাক্ ম্যালূডনও খেলিতে চাহিল না। তাহার অনেক জিনিষপত্র বাঁধা-ছাঁদা করিতে হইবে। খানিক পরে মিঃ ম্যালূডন ফিরিয়া আসিয়া একখানা সোফায় বসিয়া মিসেস্ ষ্ট্রংএর সহিত গল্প করিতে লাগিল।

মিসেস্ ষ্ট্রং মাঝে মাঝে আসিয়া ক্রীড়ারত স্বামীর তাস দেখিয়া কি খেলিতে হইবে, তাহা বলিয়া দিতেছিলেন। তবে তাঁহাকে অত্যন্ত বিবর্ণ দেখাইতেছিল।

ভোজের সময় আমাদের কাহারও মন তেমন প্রফুল্ল ছিল না। বিদায়-ভোজ সাধারণতঃ আনন্দদায়ক হয় না। মিঃ ম্যালূডন খুব কথা কহিবার প্রয়াস পাইতেছিল বটে, কিন্তু সে যে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে, তাহা বুঝা যাইতেছিল।

ডাক্তার ভাবিতেছিলেন যে, তিনি সকলকেই সুখ ও আনন্দ প্রদান করিতেছেন। খানিক পরে ঘড়ী দেখিয়া ডাক্তার বলিলেন, "এনি, তোমার ভাই জ্যাকের যাবার সময় হয়ে গেছে, আর তাকে আটকে রাখা চলে না। কারণ, সময় ও স্রোত কারও জন্য অপেক্ষা করে না। মিঃ জ্যাক্ ম্যালূডন, দীর্ঘ জলযাত্রার পথ তোমার সম্মুখে বিদ্যমান। নূতন দেশে, অপরিচিত স্থানে তুমি যাচ্ছ। তোমার মত হাজার হাজার লোক এই রকম ক'রে ঐশ্বর্য্যলক্ষ্মীর দেখা পেয়েছেন। তাঁরা সুখে ও আনন্দে দেশে ফিরে এসেছেন।"

মিসেস্ মার্কলহাম বলিলেন, "যাই হোক্, এ ব্যাপারে মন খারাপ হয়ে যাবেই। ছেলেবেলা থেকে যাকে দেখে আসছি, যুবাবয়সে সে, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সকল ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে—তার ভাগ্যে কি ঘটবে, তাও কেউ জানে না। এ জন্য তার প্রতি দরদ লাগে। এমন ত্যাগস্বীকার যে করে, তাকে সকল রকমে সাহায্য করাও উচিত।"

ডাক্তার বলিলেন, "সময়টা তাড়াতাড়ি কেটে যাবে, ম্যালূডন। আমরাও তোমার প্রত্যাবর্ত্তন-প্রতীক্ষায় থাকব। হয় ত আমাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাকে অভিনন্দন করার জন্য তখন থাকবে না। তবু আশা ক'রে থাকাই ভাল। আমি তোমাকে কোন বাজে উপদেশ দেব না। তোমার সাম্‌নে একটি ভাল আদর্শ আছেন, তিনি তোমার বোন্ এনি। তাঁর গুণগুলো নকল করবার চেষ্টা করো।"

মিসেস্ মার্কলহাম ব্যজন করিতে করিতে মাথা আন্দোলিত করিতে লাগিলেন।

ডাক্তার বলিলেন, "বিদায়, মিঃ জ্যাক্!"

তিনি উঠিয়া দাঁড়াইতেই আমরা উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

ডাক্তার বলিয়া চলিলেন, "তোমার জলযাত্রা শুভ হোক, বিদেশে গিয়ে দিন দিন উন্নতি লাভ করো। নিরাপদে আমাদের কাছে ফিরে এস, এই আমরা চাই।"

ডাক্তারের এই শুভ কামনার পর আমরা সকলে সুরাপান করিলাম। মিঃ জ্যাক্ ম্যালূডনের সঙ্গে সকলেই করকম্পন করিলেন। সে মহিলাদিগের নিকট বিদায় লইয়া তাড়াতাড়ি গাড়ীতে গিয়া উঠিল। আমরা তাহার জয়ধ্বনি করিলাম। আমি দৌড়িয়া তাহার গাড়ীর কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম, মিঃ জ্যাক্ ম্যালূডনের মুখমণ্ডল উত্তেজনাপূর্ণ, তাহার হাতে রঙ্গীন কি একটা বস্তুও রহিয়াছে।

ছাত্রদল ডাক্তার এবং তাঁহার পত্নীর জয়ধ্বনি করিয়া যে যাহার ঘরে চলিয়া গেল। আমি আসিয়া দেখিলাম যে, অতিথিরা ডাক্তারকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া, জ্যাক্ ম্যালূডনের বিদায়-দৃশ্যের বর্ণনা করিতেছিলেন। এমন সময় মিসেস্ মার্কলহাম্ বলিয়া উঠিলেন, "এনি কোথায় গেল?"

সত্যই তিনি সেখানে তখন ছিলেন না। সকলে তাঁহার নাম ধরিয়া আহ্বান করা সত্ত্বেও কোনও উত্তরও আসিল না। ঘর হইতে আমরা সকলে তাড়াতাড়ি বাহিরে যাইতেই দেখিলাম, মেঝেতে তিনি মূর্চ্ছিতা অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন। সকলেই অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ডাক্তার পত্নীর মস্তক নিজের জানুর উপর তুলিয়া লইলেন, ধীরে ধীরে তাহার চূর্ণকুন্তলগুলি স্বহস্তে সরাইয়া দিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "বেচারা এনি! এমন কোমল মন। ছেলেবেলার খেলার সঙ্গী, বন্ধু এবং স্নেহময় ভাইকে দূরদেশে বিদায় দিয়ে অস্থির হয়ে পড়েছে। বাস্তবিক, আমার বড় দুঃখ হচ্ছে!"

অবশেষে মিসেস্ ষ্ট্রং চক্ষু উন্মীলন করিলেন। তিনি বুঝিলেন, কোথায় তিনি রহিয়াছেন। সকলকে চারিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি অন্যের সাহায্যে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তার পর ডাক্তারের স্কন্ধে মুখ লুকাইয়া ফেলিলেন। আমরা সকলে ড্রয়িংরুমে ফিরিয়া গেলাম। ডাক্তার দম্পতি ও ডাক্তারের শ্বশ্রূমাতা সেইখানে রহিলেন।

অল্পক্ষই পরেই মিসেস্ ষ্ট্রংএর নির্দ্দেশ অনুসারে তাঁহাকে আমাদের কাছে আনা হইল। তিনি একখানি সোফায় দুর্ব্বল দেহভার রক্ষা করিলেন।

জননী কন্যার পরিচ্ছদটা সুবিন্যস্ত করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন, "এনি, দেখ ত, তোমার একটা ফিতে হারিয়ে গেছে! তোমরা কেউ গিয়ে চেরি রঙের ফিতেটা খুঁজে আনবে?"

এই ফিতাটা তিনি বুকের কাছেই ফুলের তোড়ার আকারে গুঁজিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা সকলেই উহার সন্ধান করিতে লাগিলাম। কিন্তু কোথাও উহা পাওয়া গেল না।

মাতা কন্যাকে প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, কোন্ সময় পর্য্যন্ত ফুলটা তোমার কাছে ছিল, কিছু মনে করতে পার, এনি?"

আমার মনে হইল, এ কথায় মিসেস্ ষ্ট্রংএর মুখখানি যেন সাদা হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, একটু আগেও উহা তাঁহার কাছে ছিল। যাক্, এখন উহার সন্ধানে সময় নষ্ট করবার কোনও প্রয়োজন নাই।

কিন্তু তথাপি সকলেই খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু পাওয়া গেল না। মিসেস্ ষ্ট্রং অবশেষে অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন যে, আর যেন উহার অন্বেষণে সময়ব্যয় করা না হয়। তথাপি অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। মিসেস্ ষ্ট্রং সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে সকলেই প্রস্থান করিলেন।

আমরা তিন জনে ধীরে ধীরে বাসার দিকে ফিরিতেছিলাম—মিঃ উইক্‌ফিল্ড, আমি ও আগনেস্। আমি ও আগনেস্ জ্যোৎস্নালোকিত রজনীর প্রশংসা করিতেছিলাম। মিঃ উইক্‌ফিল্ড নীরবে নতদৃষ্টিতেই পথ চলিতেছিলেন।

আমরা বাড়ীর দরজায় আসিয়া পৌছিলাম। এমন সময় আগনেস্ বলিল যে, সে তাহার ছাতাটা নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে ফেলিয়া আসিয়াছে। আমি উহা আনিবার জন্য দৌড়িয়া গেলাম।

ভোজন-গৃহে আগনেস্ উহা ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছিল। সেখানে কেহ ছিল না, ঘরও অন্ধকার। ডাক্তারের পড়িবার ঘরে যাইবার একটা দরজা খোলা ছিল, সেখান দিয়া ভোজনকক্ষে আলো আসিতেছিল। আমি সেখানে গিয়া কি জন্য আসিয়াছি, তাহা বলিবার জন্য অগ্রসর হইলাম।

দেখিলাম, অগ্নিকুণ্ডের ধারে ডাক্তার বসিয়া আছেন। তাঁহার পায়ের কাছে একখানি টুলের উপর মিসেস্ ষ্ট্রং। ডাক্তার মৃদু হাস্যসহকারে তাঁহার অভিধানের পাণ্ডুলিপির কোন কোন অংশ বড় বড় করিয়া পত্নীকে পড়িয়া শুনাইতেছিলেন। পত্নী তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া শুনিতেছিলেন। এমন মুখের প্রকাশ-ভঙ্গী আমি কখনও দেখি নাই। তাঁহার মুখখানি অতি সুন্দর! কিন্তু ছাইয়ের মত বিবর্ণ দেখাইতেছিল। অথচ দৃষ্টি স্থির, ধীর। এমন আয়ত চক্ষু আমি দেখি নাই। অনুশোচনা, লজ্জা, অহঙ্কার, প্রেম, বিশ্বস্ততা সমস্ত এক করিলে মুখের যে চেহারা হয়, ঠিক তেমন ভাবই আমার মনে হইল। কিন্তু তাহার মধ্যেও যেন একটা বিভীষিকার আতঙ্ক রহিয়াছে বলিয়া আমার মনে হইল।

আমি ঘরে প্রবেশ করিয়া জিনিষ চাহিতেই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ডাক্তারও আমার আগমনে যেন বাধা পাইলেন। বাতিটা পুনরায় টেবলের উপর রাখিয়া আমি যখন চলিয়া আসিতেছিলাম, তখন ডাক্তার পত্নীর মস্তকে হাত বুলাইয়া সস্নেহে বলিতেছিলেন যে, তিনি দুরূহ নীরস বিষয়টি পাঠ করিয়া তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইয়াছেন। এখন তাঁহাকে ঘুমাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

কিন্তু তাঁহার পত্নী তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন যে, না, তাঁহাকে স্বামীর কাছে থাকিবার জন্য অনুমতি দিতেই হইবে। আমি দেখিলাম, মিসেস্ ষ্ট্রং স্বামীর জানুর উপর ঈষৎ ভর দিয়া শুনিবার জন্য বসিলেন। ডাক্তার আবার পড়িয়া চলিলেন।

এই দৃশ্য আমার সমগ্র মনে এমন ছাপ মারিয়া দিয়াছিল যে, উহা কখনও বিস্মৃত হইতে পারি নাই। আর এই বিষয় হইতে অনেক আলোক পাইয়াছি, সে কথা পরে বলিব।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

আমি পলাইয়া আসিবার পর হইতে আর পেগটীর আলোচনা করিতে পারি নাই। কিন্তু ডোভারের বাড়ীতে পৌছিবার পরেই আমি পেগটীকে পত্র লিখিয়াছিলাম। তার পর ঠাকুরমা যখন আমার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখনও আমি একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়া পেগটীকে সকল কথা জানাইয়া দিয়াছিলাম। ডাক্তার ষ্ট্রংএর বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার পর, আবার তাহার কাছে চিঠি দিয়াছিলাম।

মিঃ ডিক্ আমাকে যে টাকা দিয়াছিলেন এবং পাঠাইতেছিলেন, তাহা হইতে আধখানা গিনি সংগ্রহ করিয়া আমি পেগটীকে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। সেই সঙ্গে পথের গাড়ীওয়ালার বিবরণটাও তাহাকে লিখিয়া জানাইয়াছিলাম।

পেগটী পত্রপাঠমাত্র উত্তর দিত। তবে আমার পিতামহীর সম্বন্ধে তাহার মনে অনুকূল ধারণা এখনও হয় নাই, ইহা তাহার পত্র পাঠে আমি বুঝিতে পারিতাম। সে মিস্ বেট্সিকে যেরূপ ভাবে কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা হইতে স্বতন্ত্রভাবে এখন কল্পনা করিতে সে পারিতেছিল না। আমার পলায়নপ্রবৃত্তি সম্বন্ধে তাহার মনে এমন একটা ধারণা জন্মিয়াছিল যে, যদি ভবিষ্যতে তেমন কোনও কারণ ঘটে, তবে আমি যেন তাহার কাছে জানাই, সে ইয়ারমাউথ পর্য্যন্ত যাইবার ভাড়া আমাকে পাঠাইয়া দিবে।

আর একটা ঘটনার কথা পেগটীর পত্রে জানিতে পারিলাম। আমাদের বাড়ীর পুরাতন আসবাবপত্র নীলামে বিক্রয় করিয়া মিঃ ও মিস্ মর্ডষ্টোন সে বাড়ী ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বাড়ী তালাবন্ধ। এ সংবাদ জানিয়া আমার মন অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়া গেল। বাড়ীর উঠানে ঘাস জন্মিবে, ঘর অবরুদ্ধ বাতাসে প্রেতযোনির আস্তানায় পরিণত হইবে, সমাধিগুলি অযত্নে পড়িয়া থাকিবে, এই সকল বিষয় কল্পনা করিয়া সত্যই আমার মন আহত হইল।

মিঃ বার্কিস্ সম্বন্ধে বিশেষ কোনও সংবাদ ছিল না। স্বামী হিসাবে বার্কিস্ খুবই চমৎকার। মিঃ বার্কিস্ এমন কথাও জানাইয়াছে যে, আমার ব্যবহারের জন্য ছোট শয়ন-ঘরটি সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছে। আমি গেলেই হয়। মিঃ পেগটী ভাল আছে। হ্যাম্ও সুস্থদেহে আছে। মিসেস্ গমিজ তেমনই আছেন; বার্কিস্ আমাকে ভালবাসা জানাইবে না বলিয়াছে। তবে পেগটী যদি ইচ্ছা করে, আমায় তাহার ভালবাসা জ্ঞাপন করিতে পারে।

পিতামহীর কাছে উল্লিখিত সকল সংবাদই জানাইলাম। খালি এমিলির সম্বন্ধে কোন কথা জানাইলাম না। কারণ, আমার ধারণা ছিল, এ সকল বিষয়ে ঠাকুরমা অনুকূলভাবে গ্রহণ করিবেন না। ইতিমধ্যে পিতামহী অনেক দিন কোনও সংবাদ না দিয়াই ডাক্তারের ওখানে আসিয়াছিলেন। এমন সময়ে আসিতেন যে, সে সময় কেহ কাহারও প্রতীক্ষায় থাকিতে পারে না। আমাকে চমকিত করিয়া দিবার অভিপ্রায়েই তিনি ঐরূপ করিতেন। কিন্তু প্রতিবারই হঠাৎ আসিয়া তিনি আমাকে লেখাপড়ায় নিমগ্ন দেখিয়া যাইতেন, পড়াশুনায় যথেষ্ট উন্নতি করিতেছি, সে সংবাদও পাইতেন।

ইহার পর তিনি ঐ ভাবে আর আসিতেন না। প্রতি তৃতীয় সপ্তাহের পর শনিবার তাঁহার দেখা পাইতাম। তবে মিঃ ডিক্ প্রতি বুধবারে আসিতেন। ডোভারের বাড়ীতেও তিন চারি সপ্তাহের পর একবার করিয়া যাইতে পাইতাম।

মিঃ ডিক্ আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়া এক দিন বলিলেন, ট্রট্‌উড্, লোকটা কে বল ত? প্রায়ই তোমার ঠাকুরমাকে লোকটা এসে ভয় দেখায়?"

"ঠাকুরমাকে ভয় দেখায়, বলেন কি?"

মিঃ ডিক্ বলিলেন, "আমার বিশ্বাস ছিল, ওঁকে কেউ ভয় দেখাতে পারে না। কারণ, ওঁর মত বুদ্ধিমতী এবং বিচিত্র স্ত্রীলোক বড় দুর্লভ। সে দিন আমি মিস্ ট্রট্‌উডের সঙ্গে চা-পানের পর বেড়াতে বেরিয়েছিলাম তখন অন্ধকার হয়েছে। এমন সময় বাড়ীর কাছে সে লোকটাকে দেখলাম।"

আমি বলিলাম, "লোকটাও বেড়াচ্ছিল?"

"বেড়াচ্ছিল কি? দাঁড়াও, ভেবে দেখি!—না, না, বেড়াচ্ছিল না। লোকটা বেড়াচ্ছিল না ত।"

তবে সে কি করিতেছিল, এই কথাটা বাহির করিয়া লইবার জন্য প্রশ্ন করিলাম।

মিঃ ডিক্ বলিলেন, "সে ওখানে ছিলই না। লোকটা পেছন থেকে এসে তাঁর কাণে কাণে ফিস্‌ফিস ক'রে কি বল্‌লে। তিনি ফিরিয়া চাহিয়াই অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। আমি তার দিকে চেয়ে রইলাম। সে চ'লে গেল। কিন্তু লোকটা কোথায় যেন লুকিয়ে থাকে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে এখনও লুকিয়ে থাকে না কি?"

"নিশ্চয় আছে। এত দিন আসেনি। কাল রাতে বেরিয়েছিল। আমরা কাল রাতে বেড়াচ্ছিলাম। সে তাঁর পেছনে এসে দাঁড়াল। তখন তাকে দেখে আমি চিন্‌তে পারলাম।"

"সে ঠাকুরমাকে ভয় দেখিয়েছিল?"

মিঃ ডিক্ বলিলেন, "তাঁর দেহের উপর দিয়ে শুধু একটা শিহরণ চ'লে গিয়েছিল। একটা চীৎকার ক'রে উঠেছিলেন। ট্রট্‌উড্, এ দিকে স'রে এস—শোন!" আমাকে কাছে টানিয়া লইয়া—চুপিচুপি তিনি বলিলেন, "তিনি তাকে টাকা দিলেন কেন বল ত? চাঁদের আলোতে আমি দেখতে পেয়েছিলাম।"

"বোধ হয়, লোকটা ভিখিরী।"

মিঃ ডিক্ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, না, ভিখিরী কখনই নয়।" তিনি বর্ণনা করিয়া বুঝাইলেন যে, আমার ঠাকুরমা শুধু সেই রাত্রিতে নহে, আরও অনেক দিন—রাত্রির অন্ধকারে তাহার হাতে বাতায়নপথে টাকা দিয়াছেন। মিঃ ডিক্ তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। গত কল্য রাত্রিতেও টাকা দেওয়া হইয়াছে। তার পর সকালবেলা তাঁহার ব্যবহারে এমন পরিবর্ত্তন দেখিয়াছেন যে, মিঃ ডিক্ মনে মনে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

গল্পটা সম্বন্ধে আমার মোটেই আস্থা ছিল না। মিঃ ডিকের খেয়ালী মস্তিষ্ক হইতে তিনি উহা রচনা করিয়া বলিতেছেন বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু শেষে ভাবিয়া দেখিলাম যে, হয় ত মিঃ ডিককে লইয়া যাইবার জন্য কোনও উদ্যম হইয়া থাকিবে। তাই তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য ঠাকুরমা গোপনে অর্থ দিয়া লোকটাকে বশীভূত করিয়াছেন। মিঃ ডিকের শান্তি ও আনন্দ অব্যাহত রাখিবার জন্য আমার পিতামহী এ কার্য্য করিতে পারেন।

মিঃ ডিককে ছাত্রগণ চিনিয়া ফেলিয়াছিল। তিনি সকলের সহিত মহানন্দে মিশিতেন, এ জন্য প্রত্যেক বালকই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে ডাক্তার ষ্ট্রং মিঃ ডিকের সহিত পরিচয় করিয়া দিবার জন্য আমাকে বলিলেন। আলাপ করিয়া দিবার পর ডাক্তারও তাঁহার অনুরাগী হইয়া পড়িলেন। শেষে মিঃ ডিক্ ডাক্তারের অভিধানের এক জন বিশিষ্ট শ্রোতার স্থান অধিকার করিলেন।

আগ্নেস্‌ও মিঃ উইকের এক জন বন্ধুর স্থান অধিকার করিল। উড়িয়া হিপের সহিতও তাঁহার পরিচয় হইয়া গেল।

এক দিন মিঃ ডিক্‌কে বিদায় দিয়া আমি ফিরিতেছিলাম, এমন সময় উড়িয়া হিপের সহিত আমার দেখা হইল। সে আমাকে স্মরণ করাইয়া দিল যে, আমি তাহাদের গৃহে এক দিন চা-পান করিব বলিয়াছিলাম, তাহা কবে হইবে?

আমি বাস্তবিক ঠিক করিতে পারি নাই, আমি তাহাকে পছন্দ করি, অথবা ঘৃণা করি। যাহা হউক, আমি তাহার বিশেষ আগ্রহাতিশয় দেখিয়া তাহাকে বলিলাম, মিঃ উইক্‌ফিল্ডকে জানাইব। তিনি যদি অনুমতি প্রদান করেন, আমি নিশ্চয় তাহাদের বাসায় যাইব।

সে দিন অপরাহ্ণে উড়িয়া হিপকে জানাইলাম যে, আমি আজ প্রস্তুত আছি। তাহাদের বাড়ী যাইব।

উড়িয়া বলিল, "মা ইহাতে গর্ব্ব অনুভব করিবেন, মাষ্টার কপারফিল্ড।"

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইদানীং সে আইন-গ্রন্থ বিশেষ মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিতেছে কি না।

সে বলিল, "আমার পড়া—পড়াই নয়। খানিকক্ষণ আইনের বইখানা নিয়ে নাড়াচাড়া করি মাত্র। তবে জায়গায় জায়গায় লাটিন শব্দ আছে, তার মানে বোঝা আমার মত অল্পবিদ্যায় কুলোয় না।"

বলিলাম, "তুমি লাটিন শিখ্‌তে চাও? আমি শিখছি, তোমাকেও শেখাতে পারি।"

"ধন্যবাদ, মাষ্টার কপারফিল্ড! তোমার যথেষ্ট দয়া, কিন্তু আমি এত হীন যে, তা নিতে পারিনে।"

"বাজে কথা বলছ, উড়িয়া!"

সে বলিল, "মাষ্টার কপারফিল্ড, তুমি আমায় ক্ষমা করো। তোমার প্রস্তাবে আমি কৃতজ্ঞ। শিখতে পেলে আমি ধন্যও হতুম, কিন্তু অতি সামান্য লোক আমরা। লেখাপড়া আমাদের জন্য নয়। অত উচ্চ আশা করাও আমাদের মত লোকের পক্ষে আহাম্মুখী। আমাদের মত লোকের অতি হীনভাবেই জীবন যাপন করতে হয়—অত উচ্চাশা ভাল নয়।"

আমি বলিলাম, "উড়িয়া, তুমি ভুল বলছ! আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি, অনেকগুলো বিষয় আমি তোমায় শেখাতে পারি, যদি তুমি শিখ্‌তে চাও।"

"মাষ্টার কপারফিল্ড, তা তুমি পার, আমি তা বিশ্বাস করি। কিন্তু আমরা সামান্য লোক, আমাদের পক্ষে বেশী জ্ঞানলাভ করা উচিত নয়। আমরা অতি সামান্য। এই যে আমাদের দীনের কুটীর—আমরা এসে পড়েছি!"

পুরাতন আদর্শের একটি বাড়ীর মধ্যে আমরা প্রবেশ করিলাম। সেখানে উড়িয়া হিপের মাতা বসিয়াছিল। পুত্র মাতারই প্রতিকৃতি। একই রকমের দেখিতে।

মাতা ও পুত্র অত্যন্ত বিনীতভাবে আমাকে ভিতরে আহ্বান করিল। মা বলিল, "উড়িয়া, আজকের এই দিনটা আমাদের জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। মাষ্টার কপারফিল্ড আজ আমাদের অতিথি!"

পুত্র ততোধিক বিনয় প্রকাশ করিল। তাহাদের এই অত্যধিক বিনয়প্রকাশের ফলে আমার মন বিব্রত হইয়া উঠিল।

ক্রমে উড়িয়া আমার সম্মুখে আসিয়া বসিল। তাহার মাতাও আমার কাছে আসন সরাইয়া লইয়া আসিল। চা-পানের সঙ্গে আদর-যত্ন ও এটা সেটা নানারকম খাদ্য আমাকে দিতে লাগিল। ক্রমে আলোচনা নানা সূত্রে বাড়িয়া চলিল। আমার পিতা, মাতা প্রভৃতির কথা আসিয়া পড়িল। পিতামহী আমাকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, আমার জীবনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে আমি যেন বাঙ্‌-নিষ্পত্তি না করি। নীরব থাকিতেই তিনি আমায় উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু উড়িয়া ও তাহার মাতা কৌশলে আমার পেটের সকল কথা ক্রমে জানিয়া লইল। অনিচ্ছা-সত্ত্বেও আমি সব কথাই বলিয়া ফেলিলাম। তার পর তাহারা মিঃ উইক্‌ফিল্ড, আগনেসের কথা পাড়িল। মা একটা কথা বলে, পুত্র আর একটা কথা তুলে। এইভাবে তাহারা যেন বল খেলিয়া চলিতে লাগিল। দুই-চারিটা কথাও তাহাদের সম্বন্ধে আমার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল।

ক্রমে আমি বড়ই অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। আমি বিদায় লইব ভাবিতেছি, এমন সময় একটি লোক পথ দিয়া চলিতে চলিতে দরজার কাছে দাঁড়াইলেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কপারফিল্ড, তুমি এখানে?"

মিঃ মিক্‌বার!—অনেক দিন পরে তাঁহাকে দেখিতেছি।

"কপারফিল্ড, তোমাকে দেখ্‌তে পাব, তা ভাবিনি। কেমন আছ তুমি?"

সেখানে মিঃ মিক্‌বারকে দেখিয়া আমি সত্যই খুসী হইতে পারি নাই। কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া যে আমার আনন্দ হইয়াছিল, তাহা গোপন করিব না। মিসেস্ মিক্‌বার কেমন আছেন, জিজ্ঞাসা করিলাম।

"ধন্যবাদ! তিনি ভাল আছেন। ছেলে-মেয়ে দুইটি প্রকৃতি-মাতার কাছ থেকে তাদের জীবনোপায় আর সংগ্রহ করে না। মিসেস্ মিক্‌বার এখন আমার ভ্রমণের সঙ্গিনী! তোমার সঙ্গে দেখা হলে তিনি কত সুখী যে হবেন।"

তার পর উড়িয়া হিপ ও তাহার মাতার সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিতে বলিলেন।

মিক্‌বার বলিলেন, "তার পর এখন কি করছ? মদের ব্যবসায়ে আছ না কি?"

মিঃ মিকবারকে এখান হইতে সরাইয়া লইবার জন্য আমি বিশেষ ব্যগ্র হইয়া উঠিলাম। বলিলাম যে, আপাততঃ আমি ডাক্তার ষ্ট্রংএর ছাত্র।

"ছাত্র! এ কথা শুনে বড় আনন্দ হচ্ছে, কপারফিল্ড!"

আমি বলিলাম, "চলুন, মিসেস্ মিকবারকে দেখে আসি।"

সেখান হইতে বিদায় লইয়া আমরা বাহির হইলাম। একটা ছোট সরাইয়ে মিসেস্ মিকবার ছিলেন। মিঃ মিকবার ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া বলিলেন, "ডাক্তার ষ্ট্রংএর এক ছাত্রের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, গিন্নি!"

মিসেস্ মিকবার আমাকে দেখিয়া যেমন বিস্মিত, তেমনই আনন্দিত হইলেন, দেখিলাম। পরস্পরের আনন্দজ্ঞাপনের পর ছোট সোফার ধারে বসিলাম।

মিঃ মিকবার বলিলেন, "গিন্নি! তুমি ততক্ষণ কপারফিল্ডের সঙ্গে গল্প কর। আমি খবরের কাগজখানা উল্টে-পাল্টে দেখি—বিজ্ঞাপনে কোন কিছু পাই কি না।"

মিসেস্ মিকবারকে বলিলাম, "আমি ভেবেছিলাম, আপনারা প্লাইমাউথেই আছেন।"

তিনি বলিলেন, "আমরা সেখানেই গিয়েছিলুম। কিন্তু সুবিধা কিছু সেখানে হ'ল না। কাষ্টম হাউসে প্রতিভার প্রয়োজন নেই। মিঃ মিকবারের ন্যায় প্রতিভাশালী লোকের প্রয়োজন তাদের ছিল না। আমার যে আত্মীয়স্বজন প্লাইমাউথে ছিলেন, তাঁরা যখন জানতে পাল্লেন যে, মিঃ মিকবারের সঙ্গে আমি ও ছেলে-মেয়েরাও আছে, তখন তাঁরা মিঃ মিকবারকে এড়িয়ে চলবারই চেষ্টা করলেন। অর্থাৎ সোজা কথায় তাঁরা আমাদের উপেক্ষাই করতে লাগলেন।"

বলিলাম, "কি সর্ব্বনাশ!"

মিসেস্ মিকবার বলিলেন, "এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই অবস্থা এই রকম দাঁড়াল। তখন কি করা যায়। সে স্থান ত্যাগ করাই একমাত্র পথ। কাজেই টাকা ধার ক'রে আবার লণ্ডনে ফিরতে হ'ল।

"তা হ'লে আপনারা সকলেই ফিরে এসেছেন?"

মিসেস্ মিকবার বলিলেন, "সবাই এসেছি। তার পর আমি আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেছি, কি ক'রে সংসার চালান যাবে। অবশ্য এতগুলো প্রাণী বায়ুভক্ষণ ক'রে নিশ্চয় থাকতে পারে না। তাতে কোন কোন আত্মীয় বলেছেন, মিঃ মিকবার কয়লার ব্যবসা করুন।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কয়লার ব্যবসা?"

"হাঁ, মেডওয়ে কয়লার কাজে মিঃ মিকবারের বুদ্ধি খুলে যাবে। আমরা তাই মেডওয়েতে গেলাম। দেখা গেল, কয়লার কাজে প্রতিভার সামান্য কিছু প্রয়োজন থাকলে মূলধনের প্রয়োজনই বেশী। তার পর এ স্থানটা খুব কাছেই ব'লে এখানে একবার আসা গেল। এখন লণ্ডন থেকে একটা টাকা আসবার কথা আছে। সেটা না আসা পর্য্যন্ত আমরা নড়তে পারছি না। হোটেল-ওয়ালা টাকা পাবে। টাকাটা এলেই ৪টি ছেলে-মেয়ের কাছে ফিরে যেতে পারি। তাদের পেন্‌টনভিলিতেই রেখে এখানে এসেছি।"

মিঃ মিকবার ফিরিয়া আসিলেন। বাস্তবিক তাঁহাদের দুর্দ্দশাদর্শনে আমার মন অভিভূত হইয়া পড়িল। যদি আমার কাছে টাকা থাকিত, আমি তাঁহাদের সাহায্য করিতাম।

মিকবার-দম্পতি পরদিবস আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন আমার পড়াশুনা আছে জানিয়া মিঃ মিকবার প্রস্তাব করিলেন যে, তিনি সকালবেলা ডাক্তার ষ্ট্রংএর সহিত দেখা করিয়া পরদিবস আমাকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিবেন। তন্মধ্যে লণ্ডনের টাকাটা নিশ্চয় আসিয়া পড়িবে, ইহা তাঁহার ধারণা।

পরদিবস মধ্যাহ্নে বসিবার ঘরে আমার ডাক পড়িল। দেখিলাম, মিঃ মিকবার আসিয়াছেন। তিনি জানাইলেন যে, আহারের ব্যবস্থা ঠিকই আছে, আমাকে যাইতে হইবে। জিজ্ঞাসা করিলাম, টাকা আসিয়াছে কি না। উত্তরে তিনি আমার কর চাপিয়া ধরিয়া বিদায় লইলেন।

সে দিন অপরাহ্ণে আমি বাতায়ন-পথে বাহিরে দৃষ্টিপাত করিতেই দেখিতে পাইলাম, মিঃ মিকবারের সহিত উড়িয়া হিপ যাইতেছে। ইহাতে আমি শুধু বিস্মিত নহি, একটু উদ্বিগ্ন হইলাম। উভয়ে হাত-ধরাধরি করিয়া চলিতেছে। উড়িয়া যেন কৃতার্থ, মিঃ মিকবার যেন তাহার পৃষ্ঠপোষকতা করিবার জন্য আনন্দলাভ করিতেছেন। পরদিবস বেলা ৪টায় যখন ক্ষুদ্র হোটেলে নিমন্ত্রণ রাখিতে গেলাম, তখন সেখানে শুনিলাম যে, মিঃ মিকবার উড়িয়ার সহিত তাহার বাড়ীতে গিয়া ব্রাণ্ডিপান করিয়া আসিয়াছেন। ইহাতে আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

মিঃ মিকবার বলিলেন, "প্রিয় কপারফিল্ড, আমি তোমাকে ব'লে রাখছি, তোমার এই বন্ধু হিপ্ কালে এটর্নী-জেনারেল হ'তে পারবে হয় ত। যখন আমার দুর্দ্দশার চরমসীমায় আমি পৌছিলাম, তখন যদি এই ছেলেটির সঙ্গে আলাপ হ'ত, তা হ'লে পাওনাদারগণকে অনেক ভালভাবে ব্যবস্থা করা যেতে পারত।"

কথাটার অর্থ আমি ভাল বুঝিলাম না! কারণ, তিনি কোন পাওনাদারকেই এক কপর্দ্দকও দেন নাই। সুতরাং এক পয়সা ঋণ শোধ না করিয়া মুক্তিলাভ করার অপেক্ষা আর যে কি ভাল হইত, তাহা আমার বোধের অগম্য! যাহা হউক, আমি ও বিষয়ে প্রশ্ন করা সঙ্গত মনে করিলাম না। উড়িয়ার সহিত বেশী মেলামেশা করিবেন না, এ কথাটাও তাঁহাকে বলিতে পারিলাম না। আমার সম্বন্ধে বেশী কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছে কি না, সে কথাটাও জিজ্ঞাসা

করিতে কুণ্ঠা অনুভব করিলাম। কারণ, পাছে মিঃ মিকবার মনে আঘাত পান, ইহা আমি চাহি না।

আমাদের আহারের সুন্দর আয়োজন হইয়াছিল। আজ মিঃ মিকবার খুব প্রসন্ন দেখিলাম। এমন অবস্থায় পূর্ব্বে তাঁহাকে কখনও দেখি নাই। অবশেষে আমি মিসেস্ মিকবারের স্বাস্থ্যকামনায় পান করিলাম। মিঃ মিকবার বলিলেন, এমন স্ত্রী সহজে মিলে না। যদি আমি কখনও বিবাহ করি, তবে এইরূপ স্ত্রী দেখিয়া যেন বিবাহ করি—অবশ্য যদি পাওয়া যায়।

ভোজ-শেষে আমি বিদায় লইয়া বাড়ী আসিলাম। পর-দিন বেলা ৭টায় মিঃ মিকবারের এক পত্র পাইলাম। গতকল্য রাত্রি সাড়ে ৮টায় আমি বাড়ী আসিয়াছি। আর তিনি অর্দ্ধঘণ্টা পরে, রাত্রি ৯টায় আমায় পত্র লিখিয়াছেন। পত্রখানি এইরূপ—

"প্রিয় তরুণ বন্ধু,

পাশা পড়িয়াছে—সব শেষ। বাহ্য আনন্দের মুখোস পরিয়া আমি নৈরাশ্য ও ব্যর্থতার তীব্রতাকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলাম। আজ বৈকালে তোমাকে বলি নাই যে, টাকা আসিবার কোনও সম্ভাবনাই নাই! অবস্থায় পড়িয়া, সহ্য করা আরও হীনতা, চিন্তা করা এবং সে কথা বলা আরও অপমানজনক মনে করিয়া এই হোটেলে একটা বন্দোবস্ত করিয়াছি। আমার বাসায় ১৪ দিন পরে—পেফটনভিলিতে টাকা মিলিবে, এই কড়ারে একটা হাতচিঠা লিখিয়া দিয়াছি। যখন টাকা দিবার সময় হইবে, তখন তাহা দেওয়া সম্ভবপর হইবে না। তাহার ফল ধ্বংসমূলক। বজ্রাঘাত আসন্ন—বৃক্ষশিরে বজ্র পতিত হইবেই।

এই হতভাগ্য লোকটা তোমার জীবনকে নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত করিতে পারে, এই আশায় কপারফিল্ড, তোমায় পত্র লিখিলাম। এই আমার শেষ পত্র। ইতি

হতভাগ্য ভিক্ষুকাধম
উইলকিন্‌স্ মিকবার।"

এই পত্র পড়িয়া আমি অত্যন্ত অভিভূত হইলাম। মিঃ মিকবারকে দুইটি সান্ত্বনার বাণী শুনাইবার জন্য আমি তখনই সেই হোটেলের দিকে ছুটিয়া চলিলাম। কিন্তু অর্দ্ধপথ যাইতে না যাইতেই, লণ্ডনগামী গাড়ী পথে দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম, পশ্চাতের আসনে এই দম্পতি আসন গ্রহণ করিয়াছেন। মিসেস্ মিকবারের সহিত মিঃ মিকবার এমনভাবে কথা বলিতেছিলেন, যেন সংসারে কোন অশান্তি, অভাব নাই। তাঁহারা আমাকে দেখিতে পাইলেন না। আমি ভাবিলাম, এ অবস্থায় দেখা না হওয়াই ভাল। অতঃপর আমি অন্য পথে স্কুলে ফিরিয়া আসিলাম।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

আমার ছাত্র-জীবন। বাল্যকাল হইতে প্রথম যৌবন পর্য্যন্ত এই ছাত্র-জীবন নীরবে চলিয়া যাইতেছে।

এখন আমি বিদ্যালয়ের নিকৃষ্ট ছাত্র নহি। কয়েক মাসের মধ্যেই আমার উন্নতি হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের প্রধান পড়ুয়াকে আমি অনতিক্রমণীয় বলিয়া মনে করিতাম। আগনেস্ কিন্তু তাহা স্বীকার করিত না। আমি তাহাকে বলিতাম, ঐ ছেলেটির মাথার মধ্যে কত বিদ্যাই যে সঞ্চিত আছে, তাহার হদিশ আমি পাইতাম না। ষ্টিয়ারফোর্থের ন্যায় তাহাকে আমার বন্ধু ও অভিভাবক বলিয়া ভাবিতে পারি নাই। আমি তাহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির দৃষ্টিতে দেখিতাম।

কিন্তু কে আমার জীবনে পরিবর্ত্তন আনিতেছে? মিস্ সেফার্ড, তাহাকে আমি ভালবাসি।

মিসেস্ নেটিংগল্‌স-ভবনে মিস্ সেফার্ড এক জন বোর্ডার। আমি তাহাকে মনে মনে পূজা করি। মেয়েটি ছোট, তাহার মুখ গোলাকার, মাথার সোনালী চুলগুলি কুঞ্চিত। গির্জ্জাতে মিসেস্ নেটিংগলস্-ভবনের কুমারীরাও ভজনা করিতে আসিত। আমি তখন ধর্ম্মগ্রন্থের দিকে না চাহিয়া মিস্ সেফার্ডকেই দেখিতাম।

মিস্ সেফার্ডের মনের কথা আমি জানিতাম না। ভাগ্যক্রমে এক দিন নৃত্যাগারে আমাদের দেখা হইল। মিস্ সেফার্ডকে আমার নৃত্য-সঙ্গিনীরূপে পাইলাম। মিস্ সেফার্ডের দস্তানা স্পর্শ করিতেই, আমার দক্ষিণ বাহুর মধ্য দিয়া এমন একটা শিহরণ চলিয়া গেল যে, আমার মাথার চুলগুলি পর্য্যন্ত তাহার সাড়া পাইল। আমি তাহাকে কোমল মিষ্ট, কোনও বিশেষ কথা বলিলাম না বটে, কিন্তু আমরা পরস্পর পরস্পরকে বুঝিতে পারিয়াছি। আমাদের দুই জনের মিলন ঘটিলেই হয়।

মিস্ সেফার্ডের প্রতি আমার এইরূপ অনুরাগ কিন্তু বেশী দিন চলিল না। ক্রমশঃ ক্রমশঃ আমাদের মধ্যে একটা উপেক্ষার ভাব ঘনাইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে লোকের কাছে এমনও শুনিলাম, মিস্ সেফার্ড বলিয়াছে যে, আমি তাহার দিকে কেন অমন করিয়া চাহিয়া থাকি। বরং সে মাষ্টার জেন্সকেই বেশী পছন্দ করে। মাষ্টার জেন্স একটা সাধারণ ছাত্র। ক্রমে মিস্ সেফার্ড ও আমার মধ্যে ব্যবধানের সমুদ্র বিস্তৃত হইতে লাগিল। তার পর এক দিনের কথা বলি। সে দিন মিস্ সেফার্ডকে সঙ্গিনীসহ দেখিতে পাইলাম। আমাকে দেখিয়া সে এমন মুখভঙ্গীসহকারে সঙ্গিনীর সহিত হাস্যালাপ করিল যে, তাহাতেই আমি তাহার সম্বন্ধে ইতি করিলাম। আর তাহাকে আমার মনে স্থান দিলাম না।

এখন আমি খুব উচ্চশ্রেণীতে পড়িতেছি। কেহ আমার শান্তিভঙ্গ করিতে পারে না। মিসেস্ নেটিংগল্‌সের

তরুণীদিগকে এখন আর আমার ভাল লাগে না। তাহারা যদি অপূর্ব্ব সুন্দরীও হইত, তথাপি আমি আর তাহাদের দিকে ফিরিয়া চাহিতাম না। লাটিন ভাষায় ক্রমেই আমার অধিকার বৃদ্ধি পাইতেছিল। ডাক্তার ষ্ট্রং প্রকাশ্যভাবে আমার কথা বলিতেন—আমি পণ্ডিত হইয়া উঠিতেছি, সে কথা তিনি বেড়-গলা করিয়াই প্রকাশ করিতেন। মিঃ ডিক্ এ সংবাদে উল্লসিত, পিতামহী আনন্দের আতিশয্যে পরদিনই ডাকে এক গিনি উপহার পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

একটি কসাই-বালক ক্যাণ্টারবরির তরুণদিগের বিভীষিকার বিষয় হইয়াছিল। একটা জনরব ছিল যে, গরুর রক্ত দিয়া সে তাহার কেশ-প্রসাধন করিত বলিয়া তাহার শরীরে অসাধারণ শক্তি ছিল। যে কোনও প্রাপ্তবয়স্ক লোককে সে হঠাইয়া দিতে পারিত। তাহার মুখ চওড়া, স্কন্ধদেশ বৃষের ন্যায় বলিষ্ঠ ও স্থূল। সে ডাক্তার ষ্ট্রংএর ছাত্রদিগকে মোটেই গ্রাহ্য করিত না। এমন কি, প্রকাশ্যভাবে এ কথাও বলিত, কেহ যদি তাহার সহিত চালাকী করিতে আসে, সে ভাল শিক্ষাই তাহাকে দিবে। সে প্রত্যেক ছাত্রের নাম করিয়া এইরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিত, আমার নামও সে অনেকবার করিয়াছে। ছেলেটা এমন পাজি যে, ছোট ছোট ছেলেদিগকে একা পাইলে, সে তাহাদের মাথা ফুটা করিয়া দেয়। অবশেষে সে প্রকাশ্যভাবে আমার সহিত লড়িবার কথাও ঘোষণা করিয়াছিল। আমিও কাজেই তাহার সহিত লড়াই করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

সে দিন গ্রীষ্মের অপরাহ্ণ। কসাই-বালকের সহিত একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে দেখা করিলাম। আমার সঙ্গে কয়েক জন বাছা বাছা ছাত্র ছিল। কসাইও তাহাদের দলের জনকয়েক ছোকরা লইয়া আসিয়াছিল।

আমরা পরস্পরের সম্মুখীন হইলাম। মুহূর্ত্তমধ্যে আমার চক্ষুর ভিতর হইতে হাজার হাজার বাতী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত করিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে বুঝিলাম, আমি পরাজিত হইয়াছি। বিজয়গর্ব্বে কসাই তাহার বন্ধুগণের সহিত স্থানত্যাগ করিতেছে। আমাকে বাসায় লইয়া গেল। আমার চক্ষু, মুখ মুষ্ট্যাঘাতে ফুলিয়া গিয়াছিল। তিন চারি দিন ধরিয়া আমাকে শয্যায় শুইয়া থাকিতে হইল। আগনেস্ ভগিনীর ন্যায় স্নেহে আমার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। তাহার কাছে কসাইএর সব কথা আমি বলিলাম। সে বলিল, আমি ঠিকই করিয়াছি—কসাইএর সহিত লড়াই করা অসঙ্গত হয় নাই।

এডামস্ আর এখন স্কুলে নাই। সে আইন পড়িয়া আদালতে যাইতেছে। সে যখন ডাক্তার ষ্ট্রংএর সহিত দেখা করিতে আসিল, তখন আমিই প্রধান পড়ুয়া। ছোট ছোট ছেলেদের দিকে চাহিয়া আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। কিন্তু আমি আর এখন শিশু বা বালক নহি।

যে ছোট বালিকাকে প্রথম দিন মিঃ উইক্‌ফিল্ডের গৃহে দেখিয়াছিলাম, সে কোথায় গেল? সে-ও চলিয়া গিয়াছে। সেই স্থানে আলেখ্যের অনুরূপিণী তরুণী সমগ্র [illegible] ঘুরিয়া বেড়ায়। আগনেস্ আমার স্নেহপ্রতিমা [illegible]। সে আমার বন্ধু, হিতার্থিনী এবং আমার [illegible]নের ধ্রুবতারা—এখন আগনেস্ নারীত্বে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

আমার দেহে বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আমি বড় হইয়াছি, আমার দেহ পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষাও আমার বাড়িয়াছে। এখন আমি সোনার ঘড়ি ও চেইন ব্যবহার করি, আমার অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয়ক। আবার আমি প্রেমে পড়িয়াছি। জ্যেষ্ঠা মিস্ লার্কিন্সকে মনে মনে পূজা করি।

ইনি বালিকা নহেন। তাঁহার আকার দীর্ঘ, চোখ কৃষ্ণতারকাবিশিষ্ট, নারীর সুষমামণ্ডিত চেহারা। তাঁহার বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর হইবে। তাঁহারই জন্য আমার প্রাণে প্রবল আবেগ।

জ্যেষ্ঠা মিস্ লার্কিন্স, সামরিক কর্ম্মচারীদিগের [illegible]তই পরিচিত। ইহা সহ্য করা যায় না। আমি দে[illegible] মিস্ লার্কিন্স পথে তাহাদিগের সহিত গল্প-গুজব করি[illegible]। পথে বেড়াইতে বাহির হইয়া আমিও মাঝে মাঝে মিস্ লার্কিন্সকে অভিবাদন করিতাম। অনেক সময় মিস্ লার্কিন্সকে পথে পাইবার জন্য কাটাইয়া দিতাম।

আমি সর্ব্বদাই সূক্ষ্ম রেশমী বস্ত্র পরিধান করিয়া বেড়া[illegible]তাম। উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করিয়া, ভাল জুতা পায় [illegible] মিস্ লার্কিন্সের মনস্তুষ্টিসাধনের চেষ্টা করিতাম।

আমার বয়সের কথা সর্ব্বদাই আমার মনকে অপ্র[illegible] রাখিত। আমার সতের বৎসর বয়স। সুতরাং জ্যে[illegible] মিস্ লার্কিন্সের সহিত প্রেম করিবার পক্ষে যথেষ্ট ন[illegible] কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায়? আর কিছুদিন পরেই ত আমি সাবালক অর্থাৎ ২১ বৎসরে পা দিব। আমি প্রত্যহ মিঃ লার্কিন্সের বাড়ীর কাছ দিয়া ঘুরিতাম। নানারকম উদ্ভট কল্পনা আমার মনে জাগিত। এক এক সময় মনে হইত, ঘরে আগুন লাগিয়াছে। আমি গিয়া জ্যেষ্ঠা মিস্ লার্কিন্সকে তাঁহার ঘর হইতে নিরাপদে বাহির করিয়া আনিয়া নিজে আগুনে পুড়িয়া মরিয়াছি। আমার প্রেমে ভোগস্পৃহা বা স্বার্থ ছিল না। কোনও মতে মিস্ লার্কিন্সের সন্তোষবিধান করিতে পারিলেই আমি খুসী।

মিঃ লার্কিন্সের বাড়ী একটা উৎসব ছিল। বুড়া লার্কিন্স আমায় চিনিতেন বলিয়া নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সেখানকার আর কেহই আমাকে চিনিত না। আমি দ্বারপ্রান্তে বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর জ্যেষ্ঠা মিস্ লার্কিন্স আমায় দেখিতে পাইলেন। তিনি কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি নৃত্য জানি কি না।

আমি জানাইলাম যে, তাঁহার সহিত আমি নাচিতে পারি।

মিস্ লার্কিন্স বলিলেন, "আর কারও সঙ্গে নাচতে চাও না?"

"না, আর কারও সঙ্গে নৃত্য ক'রে আমার সুখ হবে না।"

মিস্ লার্কিন্সের হাসিমুখে একটু আরক্ত আভা দেখিলাম। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, তাই হবে। তোমার সঙ্গে নৃত্য ক'রে আমিও আনন্দ পাব।"

সময় আসিল। আমি নৃত্য জানিতাম। আমি মিস্ লার্কিন্সের হাত ধরিয়া চলিলাম। কাপ্তেন বেলি তাহা দেখিয়া যেন দুঃখিত হইলেন। আমি নৃত্য আরম্ভ করিলাম. কতক্ষণ নাচ চলিয়াছিল, আমার মনে নাই। শুধু এইটুকু মনে ছিল, নীলবসনা এক অপ্সরীর সহিত আমি নৃত্যলীলায় ভাসিয়া চলিয়াছি। তার পর একটি ঘরে মিস্ লার্কিন্সের সহিত আমি বিশ্রাম করিতে গেলাম। আমার কোটের বোতামের ছিদ্রে একটা সুন্দর ফুল ছিল। তিনি উহা দেখিয়া নিজের জন্য চাহিলেন। আমি উহা তাঁহার হাতে দিয়া বলিলাম, "মিস্ লার্কিন্স, এর বিনিময়ে আমি একটা অমূল্য বিষয় চাচ্ছি।"

"বটে! কি বল ত?"

"আপনার একটা ফুল আমায় দেবেন। সেটা আমি কৃপণের ন্যায় রক্ষা করব।"

মিস্ লার্কিন্স বলিলেন, "তোমার বেশ সাহস আছে। এই নাও।"

ফুলটি তিনি আমার হাতে প্রদান করিলে, আমি উহা আমার ওষ্ঠে স্পর্শ করিয়া বুকের কাছে রাখিলাম। ইহাতে তিনি অসন্তুষ্ট হইলেন না। মিস্ লার্কিন্স হাসিতে হাসিতে তাঁহার বাহু আমার বাহুতে সন্নিবিষ্ট করিয়া বলিলেন, "এখন কাপ্তেন বেলির কাছে আমায় নিয়ে চল।"

নৃত্য-শেষে মিস্ লার্কিন্স এক জন বয়স্ক ভদ্রলোককে আমার কাছে আনিয়া বলিলেন, "আমার সাহসী বন্ধুটি হচ্ছেন ইনি। মিঃ চেস্‌ল তোমার সঙ্গে পরিচিত হ'তে চান, মিঃ কপারফিল্ড!"

মিঃ চেস্‌ল বলিলেন, "আপনার পছন্দ আছে, মশাই। এ জন্য আপনার প্রশংসা করি। আমার গাছপালার বাগান আছে। যদি কোন দিন আমাদের ও-দিকে— আসফোর্ডে যান, আমাদের বাড়ী যাবেন। যত দিন ইচ্ছা আমাদের ওখানে থাকবেন।"

আমি সানন্দে তাঁহার করমর্দ্দন করিলাম। মিস্ লার্কিন্স বলিয়াছেন, আমি ভাল নাচিতে পারি। ইহাতে আমার আনন্দ ও গর্ব্বের সীমা নাই।

এক দিন আহারের পর আগনেস্ বলিল, "ট্রটউড, কাল কার বিয়ে বল ত? তুমি যার প্রশংসা কর, তারই বিয়ে।"

"তোমার বিয়ে নয়, আগনেস্?"

"না, না, আমার কেন! বাবা, শুনছো ট্রটউডের কথা? বিয়ে হবে জ্যেষ্ঠা মিস্ লার্কিন্সের।"

কষ্টে বলিলাম, "কাপ্তেন বেলির সঙ্গে?"

"না, না, কাপ্তেন বেলি নন। মিঃ চেস্‌লের সঙ্গে।"

কয়েক সপ্তাহ আমার মন অত্যন্ত খারাপ হইয়া রহিল। হাতের অঙ্গুরীয় খুলিয়া ফেলিলাম। যত খারাপ পরিধেয় ছিল, তাহাই পরিধান করিতে লাগিলাম। মিস্ লার্কিন্সের জন্য অনুশোচনায় কয়েক দিন চলিয়া গেল। সেই কসাই-ছেলেটির সঙ্গে আমার আবার লড়াই হইল। এবার তাহাকে দস্তুরমত হারাইয়া দিলাম।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

আমার ছাত্রজীবন শেষ হইয়া আসিল। ডাক্তার ষ্ট্রংএর বিদ্যালয় হইতে আমার বিদায় লইবার সময় আসন্ন হইল। এখানে আমি বড় আনন্দেই ছিলাম। ডাক্তারের প্রতি আমার প্রীতির আকর্ষণ জমাট বাঁধিয়াছিল। বিদ্যালয়ে আমি যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলাম। সুতরাং এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে আমার দুঃখবোধ হইতেছিল।

পিতামহীর সহিত আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছিল। আমি কি কার্য্য অতঃপর গ্রহণ করিব, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। বিশেষ কোনও বিষয়ে আমার অনুরাগ প্রকাশ পায় নাই।

বিদ্যালয় হইতে বিদায় লইবার পর বড়দিনের সময়, পিতামহী এক দিন আমায় বলিলেন, "ট্রট্, আমার মনের কথা বলি, শোন। তুমি কি করবে, সেটা যখন এখনও নিষ্পত্তি করা যায় নি, আর তাড়াতাড়ি ক'রে কোন ভুল ক'রে না বসা যায়, এজন্য আমার মনে হয়, কিছু দিন তুমি চুপচাপ বিশ্রাম কর।"

"বেশ, তাই করব, ঠাকুরমা।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "দেখ, একটু বাইরে ঘুরে এলে, ঘরের কোণ ছেড়ে বাইরের জীবনের সঙ্গে কিছু কিছু পরিচয় ঘটলে, তোমার নিজের মন জানবার সুবিধা হয়ে যাবে। তখন ধীরমস্তিষ্কে বিচার করাও চলবে। ধর, এখন তুমি কোথাও বেড়াতে গেলে। সেই মেয়ে-মানুষটা যেখানে থাকে, যদি তার ওখানে দিনকতক বেড়িয়ে এসো, আমার মনে হয়, ভালই হবে।"

পেগটীর নাম ঠাকুরমা মোটেই পছন্দ করিতেন না, এজন্য তাহার প্রসঙ্গ উঠিলেই ঐভাবে তিনি কথা বলিতেন।

আমি বলিলাম, "ঠাকুরমা, এতে আমার খুব মত আছে।"

তিনি বলিলেন, "বেশ কথা, তোমারও মত আছে, আমারও মত আছে। আমার বিশ্বাস, তুমি যা করবে, তা যেমন স্বাভাবিক হবে, তেমনই যুক্তিসঙ্গত হবে।"

বলিলাম, "আমারও সে বিশ্বাস আছে।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "তোমার বোন বেট্‌সি ট্রটউড ঠিক ঐ রকমেই হ'ত। তুমি তার যোগ্য নিশ্চয় হ'তে পারবে।"

আমি বলিলাম, "আমি তোমার অযোগ্য নাতি হব না, ঠাকুরমা, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

তিনি বলিলেন, "দুঃখের কথা, তোমার মা আজ বেঁচে নেই। ট্রটউড, তোমার মার সঙ্গে তোমার এমন সাদৃশ্য তোমার চেহারায় দেখছি।"

ডিক্ বলিলেন, "তাই না কি?"

"মার মত ত বটেই, আবার ডেভিডের মতও বটে।"

মিঃ ডিক্ বলিলেন, "ও কি ডেভিডের মত হয়েছে?"

ঠাকুরমা বলিয়া চলিলেন, "ট্রট্, আমি কি চাই, জান? শারীরিক গঠনে নয়, নৈতিক চরিত্রে তুমি দৃঢ় হও। অবশ্য শারীরিক গঠনে তুমি বেশ বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছ। তোমার ইচ্ছাশক্তি আরও প্রবল হয়ে উঠুক। দৃঢ়চেতা, চরিত্রবল,—কারও কথা শুনে কর্ত্তব্যে বিচলিত হওয়া চলবে না। আমি তোমাকে বলিষ্ঠহৃদয় চরিত্রবান্ দেখতে চাই।"

আমি বলিলাম, আমার চেষ্টার কোনও ত্রুটি ইহাতে হইবে না।

"যাক্, আমি তোমার যাত্রার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। নিজের উপর সর্ব্বদা নির্ভর করবে—আত্মপ্রত্যয় চাই। তোমাকে একাই আমি পাঠাব। প্রথমে ভেবেওছিলাম যে, মিঃ ডিক্‌কে তোমার সঙ্গে পাঠাব। কিন্তু শেষে ভেবে দেখলাম, কাজ নেই। উনি আমার ভার নিয়ে থাকুন।"

ঠাকুরমার ব্যবস্থা অনুসারে আমি পেগটীর কাছে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। প্রথমতঃ ক্যান্টারবারিতে গেলাম। আগ্‌নেস ও মিঃ উইক্‌ফিল্ডের নিকট হইতে বিদায় লইতে হইবে। আগ্‌নেস আমাকে পাইয়া খুসী হইল। আমি চলিয়া যাওয়ার পর হইতে বাড়ীতে যেন আনন্দ নাই!

আমি বলিলাম, "আমারও তাই। তোমার অভাবে মনে হয়, আমার দক্ষিণ হস্ত নাই। যারা তোমাকে জানে, সকলেই তোমার পরামর্শ অনুসারে চল্‌তে চাইবে, আগ্‌নেস্।"

সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "যারা আমায় জানে, সকলেই আমার মাথা খাবার চেষ্টা করে।"

"না। তোমার সঙ্গে আর কারও তুলনা হয় না। তুমি এত ভাল—এত মিষ্টি তোমার স্বভাব, এত মৃদু তোমার স্বভাব যে, ভুল তোমার কখনও হয় না।"

মধুর হাসি হাসিয়া আগ্‌নেস্ বলিল, "তুমি এমনভাবে বল্‌ছ, যেন আমি তোমার ভূতপূর্ব্ব মিস্ লার্কিন্স।"

আমার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। আমি বলিয়া উঠিলাম, "শোন! আমি তোমাকে বিশ্বাস ক'রে যে কথা বলেছিলাম, তা প্রকাশ করা তোমার উচিত হচ্ছে না। তবু আমি তোমাকে বিশ্বাস করব, আগ্‌নেস্। যখনই আমি বিপদে পড়ব, প্রেমে প'ড়ে যাব, তোমার কাছে সব খুলে বলব। সত্যিকারের প্রেমও যদি কখনও হয়, তাও জানাব।"

হাসিতে হাসিতে আগ্‌নেস্ বলিল, "কিন্তু তুমি ত প্রত্যেকবারই সত্যিকারের প্রেমে পড়েছিলে!"

"ও! সে ছেলেবেলার ছেলেখেলা। সে সব এখন বদ্‌লে গেছে। আজই হোক, আর দুদিন বাদেই হোক, সত্যিকারের হাঙ্গামে আমায় পড়তে হবে। আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি যে, এখনও পর্য্যন্ত তুমি নিজে কোন ব্যবস্থা ক'রে নিতে পারনি।"

মাথা নাড়িয়া আগ্‌নেস্ হাসিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, "তুমি যে কিছু করনি, তা আমি জানি। কারণ, তা হ'লে তুমি নিজেই আমাকে তা বল্‌তে। অথবা আমাকে তা খুঁজে বার ক'রে নেবার অবকাশ দিতে। সত্যি আগ্‌নেস্, এমন কোন লোককে আমি জানি না, যে তোমাকে পাবার উপযুক্ত, তোমাকে ভালবাসবার যোগ্য-পাত্র। যাদের আমি জানি, তাদের চাইতে অনেক মহৎ, অনেক উচ্চস্তরের লোক না হ'লে, আমি তাকে পছন্দ করতে পারব না। এর পর যারা তোমার স্তাবকতা করতে আস্‌বে, আমি তাদের উপর খরদৃষ্টি রাখব। যিনি যোগ্য ব'লে বিবেচিত হবেন, তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু দাবী করব।"

সহসা আগ্‌নেস্ নয়ন তুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "ট্রটউড্, তোমার কাছে একটা পরামর্শ চাই। হয় ত শীঘ্র এ সুযোগ হবে না। আচ্ছা, বাবার ব্যবহারে তুমি কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেছ?"

সত্যই আমি লক্ষ্য করিয়াছি। এমন কি, আমার মনে হইত, আগ্‌নেস্ কি তাহা লক্ষ্য করিতে পারে নাই? আমা দিকে চাহিতেই সে বুঝিতে পারিল। পারিয়া সে দৃষ্টি নত করিল। তার পর অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে বলিল, "বল, কি তুমি দেখেছ?"

বলিলাম, "আমি এখানে আসবার পর থেকে তাঁর যে অভ্যাস হয়েছে, সেটা বেড়ে গেছে। এখন তিনি সকল সময় চঞ্চল হয়ে পড়েন, দুর্ব্বলতা বেড়েছে।"

আগ্‌নেস্ বলিল, "খুবই সত্য।"

"তাঁর হাত কাঁপে, কথা স্পষ্ট নয়, চোখের দৃষ্টি অসংযত। কাজ করবার ইচ্ছা নেই, অথচ তাঁকে কাজ করতে হয়।"

আগ্‌নেস্ বলিল, "উড়িয়া করিয়ে নেয়।"

"হাঁ, তিনি কাজের যোগ্য নন, অসমর্থ হয়ে পড়েছেন, এ কথা বুঝে, কাজের পর তিনি আরও অবসন্ন হয়ে পড়েন! এতে তাঁর শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আগ্‌নেস্, এতে ভয় পেয়ো না। কাল আমি ঐ রকম অবস্থায় তাঁকে দেখেছি। তিনি টেবলের উপর উপুড় হয়ে ছোটছেলের মত কাঁদছিলেন।"

সহসা আমার ওষ্ঠের উপর তাহার অঙ্গুলির মৃদু-কোমল স্পর্শ অনুভব করিলাম। দেখিলাম, দ্বারপ্রান্তে তাহার পিতা দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার মাথা নীচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। পিতা ও কন্যা উভয়েই আমার দিকে চাহিলেন। সে দৃষ্টি বড় করুণ। সবই আমি বুঝিলাম।

ডাক্তারের ওখানে আমাদের চা-পানের নিমন্ত্রণ ছিল। আমরা তথায় গমন করিলাম। সেখানে ডাক্তার-দম্পতি ও ডাক্তারের শাশুড়ীকে দেখিলাম। আমি বিদায় লইতেছি, ইহাতে ডাক্তার এমন ব্যাপার করিলেন, যেন আমি সুদূর চীনদেশে যাইতেছি।

ডাক্তার বলিলেন, "উইক্‌ফিল্ড, ট্রট্‌উডের জায়গায় ঐ রকম ভাল ছেলের নতুন মুখ বড় একটা আর দেখতে পাব না। ক্রমেই আমি অলস হয়ে পড়ছি। আর মাস-ছয়েক বাদে আমি সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে থাকব।"

মিঃ উইক্‌ফিল্ড বলিলেন, "গত দশ বৎসরের মধ্যে এই রকম কথা কতবার যে বলেছ, তার সংখ্যা নেই।"

ডাক্তার বলিলেন, "এখন সেটা কাজে পরিণত করতে চাই। স্কুলের বড় শিক্ষক বিদ্যালয়টা চালাবেন। শীঘ্রই এ সম্বন্ধে একটা পাকা বন্দোবস্ত ক'রে ফেলব। তার পর দুটো কাজ আমার থাকবে, এক অভিধান, দুই এনি।"

মিঃ উইক্‌ফিল্ড মিসেস্ ষ্ট্রংএর দিকে চাহিলেন। আগনেস্ তাঁহার পাশে বসিয়াছিল। ডাক্তার-পত্নী মিঃ উইক্‌ফিল্ডের দৃষ্টি এড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন, আমার অনুমান হইল। মিঃ উইক্‌ফিল্ড তাঁহার দিকে চাহিয়াই রহিলেন।

অবশেষে তিনি বলিলেন, "ভারতবর্ষ থেকে চিঠি এসেছে কি?"

ডাক্তার বলিলেন, "মিঃ জ্যাক্ ম্যাল্‌ডনের চিঠি এসেছে।"

"বটে?"

মিসেস্ মার্কলহাম বলিয়া চলিলেন, "আহা, বেচারা জ্যাক্। ও দেশের জলবায়ু বড় বিশ্রী। সর্ব্বক্ষণ যেন অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে থাকতে হয়। দেখতে খুব বলিষ্ঠ হলেও, আসলে জ্যাক্ তা নয়। এনি, তুমি ত জান, দেখতে বলিষ্ঠ হলেও কোন দিন তেমন শক্ত-সমর্থ সে ছিল না।"

মিঃ উইক্‌ফিল্ড বলিলেন, "ম্যাডাম, এ সব কথা থেকে কি আমি অনুমান ক'রে নেব, মিঃ ম্যাল্‌ডন পীড়িত হয়েছেন?"

"পীড়িত! সব রকমই তার হ'তে পারে!"

মিঃ উইক্‌ফিল্ড বলিলেন, "অর্থাৎ তিনি তা হ'লে ভাল নেই?"

বৃদ্ধা আরও বকিয়া চলিলেন। ভারতবর্ষে গিয়া মিঃ ম্যাল্‌ডন নানা অসুবিধা ভোগ করিতেছে, এ কথাটা পুনঃ পুনঃ তিনি জানাইয়া দিলেন।

ডাক্তার বলিলেন, "জ্যাক্ যদি অসুস্থই হয়ে থাকেন, তিনি ছুটী নিয়ে চ'লে আসুন। আর তাঁকে সেখানে যেতে হবে না। এখানেই যা হোক একটা ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া যাবে।"

এতক্ষণ মিসেস্ ষ্ট্রং কোন কথা বলেন নাই। তাঁহার নতচক্ষু পর্য্যন্ত তুলেন নাই। মিঃ উইক্‌ফিল্ডও তাঁহার কন্যার পার্শ্বে উপবিষ্ট তরুণীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার এই নিবিষ্ট ভাব অন্য কেহ লক্ষ্য করে নাই। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মিঃ জ্যাক্ ম্যাল্‌ডন কাহার কাছে পত্র লিখিয়াছেন?

মিসেস্ মার্কলহাম বলিলেন, "ডাক্তারকেই চিঠি লিখেছে, এই শুনুন না। আমার শরীর বড় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং আমাকে ছুটী লইয়া দেশে ফিরিতে হইতে পারে। তাহা না হইলে আমার স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইব না। এ চিঠিতে স্পষ্ট কথাই লিখেছে। তবে এনির চিঠি আরও স্পষ্ট। দেখি এনি, তোমার চিঠিখানা।"

এনি নিম্নস্বরে বলিলেন, "এখন না, মা।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "তোমার স্বভাব বড় খারাপ। চিঠির কথা জিজ্ঞাসা না করলে, তুমি বলতেই না যে, চিঠি এসেছে। এ কি রকম কথা, এনি? এটাকে তুমি কি ভালবাসা, বিশ্বাস—ডাক্তার ষ্ট্রংএর সম্বন্ধে কর্ত্তব্যপালন হ'ল বলতে চাও? আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। তোমার জানা উচিত ছিল।"

দেখিলাম, অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে পত্রখানি আমার হাত দিয়াই বৃদ্ধার কাছে প্রদত্ত হইল।

মিসেস্ মার্কলহাম বলিলেন, "এখন দেখা যাক্। সে জায়গাটা কই দেখি। 'পুরাতন দিনের স্মৃতি, প্রিয়তমা এনি—' না এটা নয়। 'বুড়ো প্রক্টর'—কে ইনি? এনি, তোমার ভাই কি রকম অস্পষ্ট অক্ষরে লেখে, আর আমিও কি বোকা। 'ডাক্তারকেই বলিতেছি—হাঁ, তিনি খুব নরম প্রকৃতির লোকই বটে।' এটাও নয়, হাঁ, এইবার পেয়েছি। এই যে—'তুমি হয় ত শুনিয়া বিস্মিত হইবে না, এনি, এই বিদেশে আমার এমন স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে যে, হয় আমাকে দীর্ঘকালের ছুটী লইয়া দেশে ফিরিতে হইবে, নহে ত, চাকরী ছাড়িয়া দিয়া বিদায় লইতে হইবে। আমি আর কষ্ট সহ্য করিতে পারিতেছি না।"

বৃদ্ধা চিঠি মুড়িয়া ফেলিলেন।

মিঃ উইকফিল্ড একটি কথাও বলিলেন না। মাঝে মাঝে তিনি যখন চক্ষু তুলিয়া চাহিতেছিলেন, তাঁহার দৃষ্টি হয় ডাক্তার, নহে ত তাঁহার পত্নীর উপর ন্যস্ত হইতেছিল। আর তাঁহার ললাটে ভ্রূকুটির চিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল।

ডাক্তার অত্যন্ত গীতপ্রিয় ছিলেন। আগ্‌নেস্ সুন্দর গান গাহিতে পারিত। সে গান গাহিল। মিসেস্ ষ্ট্রংও গান গাহিলেন। আমি দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিলাম।

দেখিলাম, এনি ক্রমেই আত্মস্থ হইতেছেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই নিজের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া পাইলেন। কিন্তু মিঃ উইক্ফিল্ড ও তাঁহার মধ্যে যেন একটা ব্যবধান-প্রাচীর ক্রমেই মাথা খাড়া করিয়া উঠিতেছিল। আরও একটা জিনিষ লক্ষ্য করিলাম, এনির সহিত আগ্‌নেসের ঘনিষ্ঠতা মিঃ উইক্ফিল্ড যেন পছন্দ করিতেছিলেন না। তিনি যেন কিছু অস্বস্তি বোধ করিতেছেন, ইহা আমার ধারণা হইল।

তখন মিঃ ম্যাল্‌ডনের বিদায়-রজনীর দৃশ্য আমার মানসনেত্রে পুনরায় প্রতিভাত হইল। তখন যাহার অর্থ বোধগম্য হয় নাই, আজ যেন তার অর্থ বুঝিতেছি। আমার মন ইহাতে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। মিসেস্ ষ্ট্রংএর মুখের যে সৌন্দর্য্যকে নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা-পূর্ণ বলিয়া তখন মনে হইয়াছিল, এখন যেন আমার কাছে তাহা দোষশূন্য বলিয়া মনে হইল না। তাঁহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও আকর্ষণীশক্তিকে আমি তখন ভুল বুঝিয়াছিলাম। তাঁহার পার্শ্বে আগ্‌নেস্‌কে দেখিয়া মনে হইল, সে কত খাঁটি এবং কত ভাল। মনে হইল, আগ্‌নেসের সহিত এনির বন্ধুত্ব ঘটা ভাল হয় নাই।

দুই জনে সমস্ত অপরাহ্নকাল গান গাহিয়া গল্প করিয়া কাটাইয়া দিল। তার পর যখন বিদায়ের সময় আসিল, তখন এমন একটা ঘটনা সংঘটিত হইল, যাহার স্মৃতি আমার মনে চিরদিন জাগরূক থাকিবে। আগ্‌নেস ও এনি বিদায় লইবার জন্য পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিতে যাইতেছে, এমন সময় মিঃ উইক্ফিল্ড যেন হঠাৎ তাহাদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন, এমনই ভাব দেখিয়াই আগ্‌নেস্‌কে লইয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া দাঁড়াইলেন। ঠিক সেই সময় মিসেস্ ষ্ট্রং তাঁহার প্রতি এমনভাবে দৃষ্টিপাত করিলেন, যাহার পরিচয় আমি পূর্ব্বে পাইয়াছিলাম। মিঃ ম্যাল্‌ডনের বিদায়ক্ষণে মিসেস্ ষ্ট্রং যেভাবে মিঃ উইক্ফিল্ডের দিকে চাহিয়াছিলেন, আজও তাঁহার নয়নে সেই দৃষ্টি দেখিলাম।

আমি অত্যন্ত ভারাক্রান্তচিত্তে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। অ্‌ক্ষণ চিন্তা আমাকে পীড়িত করিতে লাগিল। এই শুভ্র-কেশ অধ্যাপকের প্রতি আমার যে প্রচণ্ড শ্রদ্ধা ও ভক্তি আছে, তাহাতে তাঁহার সম্বন্ধে যাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে, তাহাদিগকে ক্ষমা করা চলে না। আমার সমস্ত অন্তর তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। মনে হইল, শীঘ্রই ডাক্তারের জীবনে শোচনীয় দুর্দ্দশার দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। এই একান্ত বিশ্বস্ত, স্নেহপ্রবণ ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবার জন্য যাহারা আয়োজন করিতেছে, তাহাদের অপরাধ অমার্জ্জনীয়।

সকালবেলা আমি পুরাতন ভবন হইতে বিদায় লইলাম। আমি শীঘ্রই এখানে আবার ফিরিয়া আসিব। আবার আমার পরিচিত কক্ষে শয়ন করিব সত্য, কিন্তু একাদিক্রমে বাস করিবার সম্বন্ধ চুকিয়া গেল। আমার মন আগ্‌নেস্ ও পারিপার্শ্বিক ব্যবস্থায় ভরপুর হইয়া রহিল। মন অপ্রসন্ন—হৃদয় ভারী, বক্ষোদেশে কেমন একটা ব্যথা। আমার যে সকল বই ও পরিধেয় এখনও এখানে ছিল, সেগুলি বাক্সবন্দী করিয়া ডোভারে পাঠাইয়া দিলাম। উড়িয়া হিপ আমাকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া সাহায্য করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু আমি তাহার কোন সাহায্য লই নাই। তাহার ব্যবহারে বুঝিলাম যে, আমি চলিয়া যাইতেছি বলিয়া সে অত্যন্ত খুসী হইয়াছে।

পিতা-পুত্রীর নিকট হইতে কোনও প্রকারে বিদায় লইয়া গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। তখন আমার মনের এমনই উদার অবস্থা যে, সহরের মধ্য দিয়া যাইবার সময় আমার পুরাতন শত্রু কসাইকে সুরাপানের জন্য ৫ শিলিং দিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু তাহাকে যে অবস্থায় দোকানে দণ্ডায়মান দেখিলাম, তাহাতে তাহার সহিত আলাপ করা উচিত নহে, মনে করিলাম। আমার সহিত দ্বিতীয়বারের সংঘর্ষে তাহার সম্মুখের পাটীর যে দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সে দাঁত এখনও তেমনই ভাঙ্গা রহিয়াছে।

গাড়ী চড়িয়া আমি লণ্ডনে আসিলাম। সেখানে সে রাত্রি বাস করিব, এইরূপ স্থির করিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। তার পর কভেণ্ট গার্ডেন থিয়েটারে অভিনয় দেখিতে গেলাম। সেখান হইতে ফিরিয়া রাত্রি একটায় হোটেলে আসিলাম। বসিবার ঘরে একটি সুসজ্জিত সুবেশ ভদ্রলোককে দেখিয়া চেনা-চেনা মনে হইল। যুবকটি অত্যন্ত সুপুরুষ এবং প্রিয়দর্শন।

বড় ঘুম পাইতেছিল। আমি উঠিয়া শয়নকক্ষের দিকে যাইতেছি, এমন সময় সেই ভদ্রলোকটির দিকে আবার দৃষ্টি পড়িল। সোজা তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া কম্পিত বক্ষে বলিলাম, "ষ্টিয়ারফোর্থ, আমার সঙ্গে কথা বল্‌বে না ?"

সে আমার দিকে চাহিল। তাহার দৃষ্টিতে পরিচয়ের কোনও ইঙ্গিত দেখিলাম না।

আমি বলিলাম, "আমায় তুমি চিন্‌তে পাল্লে না !"

"হা ভগবান ! তুমি সেই বাচ্চা কপারফিল্ড, না !"

আমি তাহাকে দুই বাহুবন্ধনে জড়াইয়া ধরিলাম। পাছে সে বিরক্ত হয়, এজন্য তাহার গলা জড়াইয়া ধরিতে আমার লজ্জাবোধ হইতে লাগিল।

"প্রিয় ষ্টিয়ারফোর্থ, আমার কি যে আনন্দ হচ্ছে, তা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারছি না। তোমায় দেখে আমি অভিভূত হয়ে পড়েছি।"

সে-ও অত্যন্ত আন্তরিক আগ্রহে আমার করকম্পন করিতে করিতে বলিল, "তোমায় দেখে আমিও ভারী খুসী হলাম। কপারফিল্ড, অত ব্যস্ত হয়ো না, ভাই।"

আমার পুনঃ পুনঃ চেষ্টাসত্ত্বেও, চোখের জল আমি রুদ্ধ করিতে পারি নাই। অশ্রুমার্জ্জনা করিয়া আমি তাহার পার্শ্বে বসিলাম।

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "এখানে তুমি এলে কি ক'রে বল ত?"

বলিলাম, "আজ ক্যাণ্টারবারীর গাড়ীতে এখানে এসেছি। আমার এক ঠাকুরমা আমায় লালন-পালন করেন। লেখাপড়া শেষ ক'রে বেরিয়েছি। তুমি এখানে কি ক'রে এলে, ষ্টিয়ারফোর্থ?"

সে বলিল, "আমি এখন অক্সফোর্ডের ছাত্র। এখন আমি মার কাছে যাচ্ছি। কপারফিল্ড, তুমি দেখতে চমৎকার হয়েছ। আগে যেমন ছিলে, তেমনি কান্তিমান্! একটুও বদল হয়নি!"

"আমি কিন্তু তোমায় দেখবামাত্র চিন্‌তে পেয়েছি। তোমায় হঠাৎ ভোলা ত যায় না।"

ষ্টিয়ারফোর্থ হাসিতে হাসিতে বলিল, "মা সহরের কিছু বাইরে থাকেন। রাস্তাটা তত ভাল নয়। তাই আজ রাত্রিটা এখানেই থেকে গেলুম। ৬ ঘণ্টার বেশী সহরে আমি পা দেইনি। থিয়েটারে গিয়ে খালি ঘুম পাচ্ছিল।"

আমি বলিলাম, "আমিও কভেণ্ট গার্ডেন থিয়েটারে গিয়েছিলুম। চমৎকার অভিনয় দেখলাম।"

ষ্টিয়ারফোর্থ হাসিতে লাগিল।

"ডেভি, তুমি এখনও তেমনি আছ। তাজা ছেলেটি। থিয়েটারে আমি ছিলাম, তবে অভিনয় আমার ভাল লাগেনি। হালো, ওহে, শোন!"

হোটেলের খানসামাকে লক্ষ্য করিয়া ষ্টিয়ারফোর্থ শেষের কথাটা বলিল। খানসামা তাড়াতাড়ি সসম্ভ্রমে কাছে আসিল।

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "আমার বন্ধু মিঃ কপারফিল্ডকে কত নম্বর ঘরে জায়গা ক'রে দিয়েছ?"

"আজ্ঞে, কি বল্‌ছেন?"

"ইনি কোন্ ঘরে শোবেন? কত নম্বরের ঘর? আমি কি বল্‌ছি, বুঝতে পাচ্ছ না?"

"আজ্ঞে, মিঃ কপারফিল্ড আপাততঃ ৪৪ নম্বর ঘরে আছেন।"

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "তার মানে? মিঃ কপারফিল্ডকে আস্তাবলের উপরের ঘরে জায়গা দিলে কি ব'লে?"

ওয়েটার বলিল, "আমাদের আগে জানা ছিল না। উনিও তেমন আপত্তি কিছু করেন নি। এখন ওঁকে ৭২ নম্বরে জায়গা ক'রে দিতে পারি, মশায়! ঠিক আপনার পাশের ঘরে; যদি তাতে আপত্তি না থাকে।"

"হাঁ, তাই ক'রে দাও গে। এখনই করা চাই।"

ওয়েটার তাড়াতাড়ি আদেশ পালন করিতে গেল। ষ্টিয়ারফোর্থ সকালে তাহার ঘরে প্রাতরাশের জন্য আমায় নিমন্ত্রণ করিল। আমি সাগ্রহে, সানন্দে সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। অনেক রাত্রি হইয়াছিল। উভয়ে শয়ন করিতে গমন করিলাম। তাহার গৃহদ্বার হইতে রাত্রির মত বিদায় লইলাম। এ ঘরটি চমৎকারভাবে সাজান। দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। কত কি স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। তাহার মধ্যে রোম নগর, ষ্টিয়ারফোর্থ,—বন্ধুত্ব—কত বিষয়ের সুখস্বপ্ন দেখিলাম।

বিংশ পরিচ্ছেদ

আটটার সময় কক্ষ-পরিচারিকা আমার রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিল। সে আমায় জানাইয়া দিল—ক্ষৌরকার্য্যের উপযোগী উষ্ণ জল প্রস্তুত আছে। আমার উহাতে এখনও প্রয়োজন হয় নাই—এ জন্য কিছু লজ্জিত হইলাম। সে-ও হয় ত এইরূপ একটা সন্দেহ করিয়া থাকিবে। যতক্ষণ বেশ-ভূষা করিতেছিলাম, ঐ সন্দেহ আমার মনে সঙ্কোচ জাগাইতেছিল। আমি তাড়াতাড়ি প্রাতরাশের জন্য কক্ষ-ত্যাগ করিলাম। আমি যে এখনও প্রাপ্তবয়স্ক হই নাই, এই লজ্জাতেই আমার এমন সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। ওয়েটার আমাকে জানাইল, ভদ্রলোক আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

একটি স্বতন্ত্র কক্ষে ষ্টিয়ারফোর্থ আমার অপেক্ষায় ছিল। সেখানেই প্রাতরাশের ব্যবস্থা হইয়াছিল। আমি প্রথমে যতটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিলাম, ষ্টিয়ারফোর্থের সহজ ব্যবহারে তাহা ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইল।

আমরা আহারে বসিলাম। ঘর খালি হইলে ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "কপারফিল্ড, এইবার বল ত, তুমি এখন কি করছ? এখন কোথায় চলেছ? সব কথা আমি জানতে চাই। তুমি যে আমার সম্পত্তি, এ কথাটা আমি সর্ব্বদাই অনুভব ক'রে থাকি।"

আমি তখন ঠাকুরমার সমুদয় প্রস্তাবের কথা বলিলাম। এখন কোথায় যাইতেছি, তাহাও তাহাকে জানাইয়া দিলাম।

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "তোমার যখন কোন তাড়াতাড়ি নেই, তখন আমার সঙ্গে হাইগেটে চল। সেখানে দু'এক দিন থাকা চলবে। আমার মা এতে খুসীই হবেন। অবশ্য আমার সম্বন্ধে মার একটু গর্ব্ব আছে। গল্প ভাবও আমার সম্বন্ধে দেখতে পাবে। কিন্তু সেটা তোমার ত্রুটি ব'লে মনে হবে না। তোমাকে পেলে তিনি খুসীই হবেন।"

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "সেটা পরে দেখা যাবে, ভাই।"

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "যারা আমায় পছন্দ করে, ভালবাসে, তাদের মার উপর একটা দাবী আছেই আছে।"

"তা হ'লে আমি তাঁর প্রীতি অর্জ্জন করতে পারব।"

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "বেশ। তুমি গিয়ে সেটা প্রমাণ ক'রে দাও। দু'এক ঘণ্টা পরে নতুন সিংহগুলি চিড়িয়াখানায় গিয়ে দেখে আসব। তার পর গাড়ী চ'ড়ে হাইগেট রওনা হওয়া যাবে।"

পিতামহীকে আমি সব খুলিয়া লিখিলাম। আমার বাল্যবন্ধু স্কুলের ছাত্রের সহিত অকস্মাৎ সাক্ষাৎ, তাহার গৃহে নিমন্ত্রণ, সব কথাই তাঁহাকে খুলিয়া লিখিয়া দিলাম। তার পর গাড়ী চড়িয়া সিংহ দেখিতে গেলাম। অনেক বিষয় ষ্টিয়ারফোর্থ আমায় বুঝাইয়া দিল। দেখিলাম, তাহার জ্ঞান-ভাণ্ডার অল্প নহে।

আমি বলিলাম, "ষ্টিয়ারফোর্থ, কলেজে তুমি উচ্চ উপাধি নেবে। তোমার বিদ্যাবত্তায় সকলে গর্ব্ব অনুভব করবে।"

সে বলিল, "আমি উপাধি নেব! সে আমার দ্বারা হবে না! তোমাকে ডেজি ব'লে ডাক্‌লে কি তুমি রাগ করবে?"

"নিশ্চয় না।"

"খুব ভাল ছেলে তুমি। প্রিয় ডেজি! ও ভাবে আমার নাম কিন্‌বার কোন লোভ নেই। প্রয়োজন অনুযায়ী আমার সবই আমি পেয়েছি। এখন আমার সব যেন অসহ্য, ভারী বোধ হচ্ছে।"

আমি বলিয়া উঠিলাম, "কিন্তু যশঃ—"

বাধা দিয়া ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "কল্পনাপ্রিয় ডেজি! যার যশের কামনা আছে, সে ডিগ্রী নিয়ে সুখী হোক। আমার ওতে দরকার নেই।"

আমি লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। কথাটার মোড় ঘুরাইয়া দিবার জন্য আমি ব্যস্ত হইলাম। ষ্টিয়ারফোর্থ কোন কথা লইয়া বেশীক্ষণ মাথা ঘামায় না, আমি জানি। সুতরাং ইহাতে আমাকে বেগ পাইতে হইল না।

যাহা হউক, অবশেষে আমরা উভয়ে যথাসময়ে হাইগেট অভিমুখে যাত্রা করিলাম। সন্ধ্যার সময় আমাদের গাড়ী একটি পুরাতন অট্টালিকার সম্মুখে থামিল। একটি ছোট পাহাড়ের উপর বাড়ী। আমরা যখন গাড়ী হইতে নামিলাম, তখন এক জন প্রৌঢ়া মহিলা দ্বারপথে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার চেহারা সুন্দর, কিন্তু গর্ব্বিত। তিনি ষ্টিয়ারফোর্থকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া বলিলেন, "বাবা জেম্‌স্!" ষ্টিয়ারফোর্থ তাহার মাতার সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিল। তিনি আমাকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন।

বাড়ীটি পুরাতন এবং চমৎকার সাজান। সকল বিষয়ে একটা শৃঙ্খলা বিরাজিত। আমার জন্য যে ঘর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তথা হইতে সমস্ত লণ্ডন সহরটিকে একটা বিরাট বাষ্প-স্তূপের মত অনুমিত হয়। শুধু মাঝে মাঝে আলোর ঝিকিমিকি দেখা যায়।

আর একটি মহিলাকে খাবার-ঘরে দেখিলাম। তাঁহার নাম মিস্ ডার্টল। ষ্টিয়ারফোর্থ এবং তাহার মাতা তাঁহাকে রোজা বলিয়াই ডাকিতেছিলেন। তাঁহার বয়স বোধ হয় ত্রিশ হইবে। তাঁহার মাথার কেশ কাল, চক্ষুযুগল কাল, এবং আগ্রহদীপ্তিপূর্ণ। মহিলারটির ওষ্ঠে একটি দাগ দেখিলাম। শুনিলাম, এই মহিলাটি বহুদিন হইতে মিসেস্ ষ্টিয়ারফোর্থের সহচরীরূপে আছেন।

আহারের সময় কথায় কথায় আমি বলিয়া ফেলিলাম যে, আমি সফোকে যাইব। ষ্টিয়ারফোর্থ যদি আমার সঙ্গে যায়, বড় আনন্দ লাভ করিব। আমার ধাত্রীকে আমি দেখিতে যাইতেছি। ষ্টিয়ারফোর্থকে বলিলাম, তাহার বোধ হয় স্মরণ আছে, মিঃ পেগটী স্কুলে আমার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল।

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "ও! সেই লোকটি। হাঁ, হাঁ, তার সঙ্গে তার ছেলে ছিল না?"

বলিলাম, "না, ছেলে নয়—ভাইপো। অবশ্য, নিজের ছেলের মতই তাকে মানুষ করেছে। তার একটি সুন্দরী ভাইঝিও আছে। তাকে নিজের মেয়ের মত লালন-পালন করে। তুমি তাদের দেখ্‌লে আনন্দ পাবে।"

"তাই না কি। আচ্ছা, দেখা যাক। তোমার সঙ্গে ভ্রমণে আমোদ ত আছেই, ডেজি। তা ছাড়া সে সব লোকের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশে দেখ্‌তে ইচ্ছে করে।"

আমার মন উৎফুল্ল হইল। কিন্তু মিস ডার্টল আমাদের কথা শুনিতেছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "সত্যি না কি? বল না সব কথা আমাকে। তারা কি রকম?"

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "তারা কি?"

তিনি বলিলেন, "সেই রকম লোক। তারা কি সত্যি জানোয়ার না আর কিছু? তাদের কথা জান্‌তে এত ইচ্ছে হচ্ছে।"

ষ্টিয়ারফোর্থ উপেক্ষাভরে বলিল, "তাদের সঙ্গে আমাদের অনেক তফাৎ। আমাদের মত তাদের অত কল্পনাপ্রবণতা নেই। খুব ধার্ম্মিক তারা, এ কথা অবশ্য বলব। কেউ কেউ হয় ত সে জন্য তাদের প্রশংসা করবে, তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তাদের সূক্ষ্ম অনুভূতিবোধ প্রবল নয়। তাদের গার চামড়াও পুরু, হঠাৎ তারা আহত হয় না।"

মিস ডার্টল্ বলিলেন, "বা, এমন কথা আগে ত শুনিনি। শুনে খুসী হলুম—তারা যখন কষ্ট পায়, তাদের সে অনুভূতি হয় না? এ রকম লোকের কথা শুন্‌লে আমি ভারী চঞ্চল হয়ে পড়ি। যাক, আপাততঃ তাদের কথা থাক। বেঁচে থাকলেই জ্ঞানলাভ হয়।"

ষ্টিয়ারফোর্থ মিস্ ডার্টল্‌কে ক্ষেপাইবার জন্যই হয় ত ঐ কথা বলিয়াছিল বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল। মিস্ ডার্টল্ চলিয়া গেলে, আমি ভাবিয়াছিলাম, ষ্টিয়ারফোর্থ সেই কথাই বলিবে। কিন্তু সে কথা না তুলিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, ঐ মহিলাটি সম্বন্ধে আমার কি ধারণা হইয়াছে?

আমি বলিলাম, "ভারী চালাক, তাই নয় কি?"

"চালাক! উনি সব কথা শাণ দিয়ে বলেন। নিজের শরীরটাকে শাণ দিয়ে দিয়ে ক'বছরে যেমন দাঁড় করিয়েছেন, কথাতে শাণ দিয়েও সবই ধারাল ক'রে তুলেছেন। ওঁর সবই তীক্ষ্ণধার।"

বলিলাম, "ওঁর ঠোঁটের উপর একটা স্থায়ী দাগ রয়েছে।"

ষ্টিয়ারফোর্থ মুখ নত করিয়া মুহূর্ত্ত নীরব রহিল। তার পর বলিল, "ও দাগ আমিই ক'রে দিয়েছি। ওর জন্য আমি দায়ী।"

"হঠাৎ হয়ে গিয়েছিল না কি ?"

"তা নয়। তখন আমার বয়স অল্প। উনি আমায় বচনের খোঁচায় অস্থির ক'রে তুলেছিলেন। আমি একটা হাতুড়ি ওঁর দিকে ছুড়ে মেরেছিলাম। তখন আমার গুণের ঘাট ছিল না।"

কথাটা তুলিয়া ভাল করি নাই বুঝিলাম। কিন্তু গতস্য শোচনা নাস্তি। ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "ঐ দাগ চিরদিন উনি বহন ক'রে এসেছেন। যত দিন বাঁচবেন, ও দাগ যাবে না। কবর পর্য্যন্ত দাগ থেকে যাবে। আমার বাবার মামাত ভাইয়ের মেয়ে—ওঁর মা ছিল না। বাবার ভাইটি মারা যান। আমার মা তখন বিধবা। সঙ্গে রাখবার জন্য মা ওঁকে নিয়ে আসেন। ওঁর নিজের হাজার দুই তিন পাউণ্ড আছে। প্রতি বছরের সুদ জমিয়ে আসল উনি বাড়াচ্ছেন। মিস্ রোজা ডার্টলের সব ইতিহাস তোমাকে জানিয়ে দিলাম।"

"আমার বোধ হয়, উনি তোমাকে ভাইয়ের মত ভালবাসেন।"

অগ্নিকুণ্ডের দিকে চাহিয়া ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "হুম্! কোন কোন ভাই বেশী ভালবাসা পায় না। কেউ কেউ অবশ্য ভালবাসে—কিন্তু সে কথা যাক, কপারফিল্ড। আমি খোলা মাঠের ডেজিফুলের মধুপান করব তোমার খাতিরে। উপত্যকা-ভূমিতে যে নলিনী ফোটে, তারা পরিশ্রম করে না, কিছুই করে না, সেটা আমারই জন্য। এতে আমারই লজ্জা।"

চা-পানের সময় মিস্ ডার্টলের ওষ্ঠের ক্ষতচিহ্নের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। তাঁহার আননের যে অংশে ঐ দাগ, তাহা সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়।

মিসেস্ ষ্টিয়ারফোর্থ পুত্রগতপ্রাণ। পুত্র ব্যতীত অন্য কোনও বিষয়ে তাঁহার কথাও নাই, চিন্তাও নাই। তিনি ষ্টিয়ারফোর্থের শৈশবের ছবি অমায় দেখাইলেন। নানা বয়সের বিভিন্ন ফটোগ্রাফ তিনি লইয়াছেন। সেই ছবিগুলি সর্ব্বদা তাঁহার টেবলের চারিপার্শ্বে রক্ষিত থাকে।

"আমার ছেলে বল্ছিল যে, মিঃ ক্রিকেলের স্কুলেই তোমার সঙ্গে তার প্রথম আলাপ-পরিচয় হয়। সে সময় তোমার কথা সে বলেছিল বটে, কিন্তু নাম-টাম সব আমি ভুলে গিয়েছিলুম।"

আমি বলিলাম, "সে সময় ষ্টিয়ারফোর্থ আমার পাশে না দাঁড়ালে আমি টিক্তেই পারতাম না। তার জন্যই আমি চূর্ণ হয়ে যাইনি।"

ষ্টিয়ারফোর্থ-জননী বলিলেন, "ঐ রকম উদার ও মহৎ ও বরাবরই।"

আমারও এই বিশ্বাস চিরদিনই 'আছে এবং থাকিবে। আমি যে ষ্টিয়ারফোর্থকে অত্যন্ত ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি, তাহার মা সে কথা আমার ব্যবহারে বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

তিনি বলিলেন, "ঐ স্কুলটা আমার ছেলের উপযুক্ত ছিল না। তবে ঐ স্কুলে তাকে পড়তে দেবার একটা প্রয়োজন ঘটেছিল। আমার ছেলের উচ্চ অন্তঃকরণ যাতে উচ্চই থাকে, এ জন্য ঐ রকম এক জন লোকের কাছে তাকে রাখা দরকার হয়েছিল। আমার ছেলে যে সব রকমে বড়, এ কথা ঐ লোকটা বুঝত এবং মানত। মিঃ ক্রিকেল আমার ছেলের কাছে নিষ্প্রভ হয়ে যেত। সেই জন্যই ষ্টিয়ারফোর্থকে ঐখানে পড়তে দিয়েছিলুম।"

আমি তাহা জানিতাম। সে জন্য এখন লোকটাকে আমি অনুকম্পাই করি। ষ্টিয়ারফোর্থের কাছে নত না হইলে সে লোকটা অন্যের আরও অনেক অনিষ্ট করিত।

"আমার ছেলে সেখানে অপ্রতিহত-প্রভাবে থাকৃত। তার কাজের উপর কারও কথা বলবার ছিল না। সে সেখানে নিজেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট মনে করত।"

আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার উক্তির প্রতিধ্বনি করিলাম।

"সুতরাং আমার ছেলে আপনার মনেই পড়াশুনা ক'রে চলেছিল। বাধ্য-বাধকতা তার ছিল না। যখন যা খুসী, সে তাই করত। আমার ছেলে আমাকে বলেছে, মিঃ কপারফিল্ড, তুমি তার বড় অনুরক্ত ছিলে। কাল যখন দেখা হয়েছিল, আনন্দে তুমি কেঁদে ফেলেছিলে। আমি তোমাকে পেয়ে ভারী খুসী হয়েছি। সে তোমাকে অসাধারণ ভালবাসে। তার উপর তুমি সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পার।"

খেলায় ব্যস্ত থাকিলেও, মিস্ ডার্টল আমাদের আলোচনার এক বর্ণও বাদ দেন নাই—তিনি কাণ পাতিয়া সব কথাই শুনিতেছিলেন। মিসেস্ ষ্টিয়ারফোর্থ আমার প্রতি বিশেষ প্রসন্ন, তাহাও তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

অপরাহ্নে জলযোগের সময় ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল যে, সে আমার সহিত পল্লীভ্রমণে যাইবে কি না, সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছে। তাড়াতাড়ি কিছু নাই। এক সপ্তাহ পরে হইলেও চলিবে। তাহার মাতাও সেই কথাই বলিলেন। আলোচনা-প্রসঙ্গে সে আমাকে একাধিকবার ডেজি বলিয়া সম্বোধন করিল। ইহাতে মিস্ ডার্টল কথা না কহিয়া পারিলেন না।

তিনি বলিলেন, "মিঃ কপারফিল্ড, ওটা কি আপনার ডাক-নাম ? ষ্টিয়ারফোর্থ ঐ নামে কেন আপনাকে ডাকে ? আপনি ছেলেমানুষ, এবং নিষ্কলঙ্ক বলেই কি আপনাকে ঐ নামে ও ডাক্তে সুরু করেছে ? আমি ভাল বুঝতে পারি না।"

উত্তর দিবার সময় আমার মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল। বলিলাম, বোধ হয় তাই।

মিস্ ডার্টল বলিলেন, "বটে ! তা' হ'লে এখন জেনে সুখী হলুম ! ও আপনাকে শিশু এবং নির্দোষ ভেবে থাকে। আর আপনিও তার বন্ধু ! ভাল, ভাল, ভারী আনন্দের কথা।"

তিনি এই কথার পর শয়নকক্ষে চলিয়া গেলেন। মিসেস্ ষ্টিয়ারফোর্থও বিদায় লইলেন। আমি ও ষ্টিয়ারফোর্থ অগ্নিকুণ্ডের ধারে আরও আধঘণ্টা বসিয়া রহিলাম। ট্রাডেল্‌স্-এর সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে সালেম হাউসের অন্যান্য ছাত্রদিগের সম্বন্ধেও কথা উঠিল।

তার পর আমরা শয়ন করিতে গেলাম। ষ্টিয়ারফোর্থের পার্শ্বের কক্ষে আমার শয়নস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ঘর উত্তমরূপে সুসজ্জিত। কত প্রকার আরাম-কেদারা, কৌচ ঘরের মধ্যে বিদ্যমান। ষ্টিয়ারফোর্থের মাতার একখানি তৈলচিত্রও গৃহমধ্যে রহিয়াছে।

আমার শয়নকক্ষে তখনও বেশ আগুন জ্বলিতেছিল। চারিদিকে জানালা-দরজার উপর পর্দ্দা টানান রহিয়াছে। আমি একখানি সুখসেব্য আসনে বসিয়া নিজের কথাই ভাবিতে লাগিলাম। সহসা মনে হইল, যেন মিস্ ডার্টলের মূর্ত্তি আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

সেখানি একটি তৈলচিত্র। তবে তাহাতে ওষ্ঠের উপর ক্ষতচিহ্ন নাই। কিন্তু কল্পনানেত্রে আমি ক্ষতচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দেখিতে লাগিলাম। আহারের সময় সেই চিহ্ন কিরূপ গভীর, তাহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

ভাবিলাম, এ ঘরে মিস্ ডার্টলের ছবিখানি না থাকিলেই ভাল হইত। আমি ও দৃশ্য দেখিতে চাহি না। তাড়াতাড়ি আমি কাপড়চোপড় খুলিয়া শয়নের বেশ পরিধান করিলাম। আলো নিভাইয়া দিয়া আমি শয্যায় দেহ বিছাইয়া দিলাম।

কিন্তু নিদ্রাঘোরেও আমি তাঁহার হাত এড়াইতে পারিলাম না। আমার মনে হইল, তিনি ঠিক নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। যেন বলিতেছেন, "তাই না কি ! সত্যি ?"

রাত্রিতে আমার বারকয়েক ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আমি যেন কত লোককে ঐ প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম। কোন অর্থবোধ হয় না, এমন অনেক কথাও আমি নিদ্রাঘোরে উচ্চারণ করিয়া ফেলিয়াছিলাম।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

ষ্টিয়ারফোর্থের বাড়ীতে একটি পরিচারককে দেখিলাম। সে প্রায়ই ষ্টিয়ারফোর্থের সঙ্গে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়েই সে ষ্টিয়ারফোর্থের কাজে লাগিয়াছে। আকৃতিতে সে বেশ ভদ্র। আমার মনে হইল, পরিচারকগণের মধ্যে সাধারণতঃ এরূপ ভদ্রভাবের লোক বড় একটা দেখা যায় না। লোকটা কথা কম কহে। অতি নিঃশব্দে চলাফেরা করে। প্রকৃতিতে অত্যন্ত শান্ত। ডাকিবামাত্র তাহাকে কাছে পাওয়া যায়। কিন্তু যখন প্রয়োজন থাকে না, তখন কাছে আসে না। তাহার আচরণ বাহ্যতঃ এমনই ভদ্রতার দ্যোতক যে, সে কোনও অন্যায় কাজ করিতে পারে, ইহা কল্পনাও করা যায় না। তাহার অঙ্গে চাপরাস আঁটিয়া দিবার উপায় নাই, এমনই সম্ভ্রান্ত আচরণ তাহার ব্যবহারে পরিস্ফুট হইয়া থাকে।

এরূপ আত্মসর্ব্বস্ব লোক আমি পূর্ব্বে দেখি নাই। কেহ তাহার পুরানাম জানিত না। লিটিমার বলিয়া সকলে তাহাকে ডাকিত। তাহার বয়স কত, তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। পঞ্চাশও হইতে পারে, আবার ত্রিশ বৎসর বলিলেও অমানান হয় না।

আমার নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গেই দেখিলাম, লিটিমার আমার কক্ষমধ্যে দাঁড়াইয়া আমার কোট ঝাড়িতেছে। আমি সুপ্রভাত জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, বেলা কত ? সে তাহার ঘড়ী খুলিয়া দেখিয়া জানাইল, বেলা সাড়ে আটটা বাজিয়াছে।

তার পর মৃদুস্বরে বলিল, "মিঃ ষ্টিয়ারফোর্থ জানতে চেয়েছেন, কাল রাত্রে আপনার ঘুম হয়েছিল কি না।"

"ধন্যবাদ, তাঁকে বলো গিয়ে, আমি খুব ঘুমিয়েছি। মিঃ ষ্টিয়ারফোর্থ ভাল আছেন ত ?"

সে স্বভাবসিদ্ধ শান্তকণ্ঠে বলিল, "ধন্যবাদ, মিঃ ষ্টিয়ারফোর্থ এক রকম ভালই আছেন।"

তার পর একটু নীরবে থাকিয়া সে আবার বলিল, "স্যার, আপনার আর কোন দরকার আছে কি ? ৯টার সময় ঘণ্টা বাজবে—সাড়ে নয়টায় প্রাতরাশের সময়।"

"বেশ ! আমার আর কিছু প্রয়োজন নেই।"

সে ধন্যবাদ জানাইয়া কক্ষ ত্যাগ করিল।

প্রত্যেক দিন সকালবেলা ঠিক এই কথাই আমাদের মধ্যে হইত, বেশীও নহে, কমও নহে।

আমাদের জন্য ঘোড়া আসিল। ষ্টিয়ারফোর্থ সকল বিষয়েই দড় ছিল। সে আমাকে অশ্বারোহণ-বিদ্যা শিখাইল। তরবারি-চালনা, মুষ্টিযুদ্ধ, ইহাও আমাকে শিখাইতে লাগিল। তবে লিটিমারের সম্মুখে আমার নৈপুণ্যের অভাব প্রকাশ করিতে চাহিতাম না।

এক সপ্তাহ পরমানন্দে চলিয়া গেল। এই সময়ের মধ্যে ষ্টিয়ারফোর্থ সম্বন্ধে আমি আরও অনেক জ্ঞান লাভ করিলাম। সে যে আমাকে কত ভালবাসে, তাহার পরিচয়ও পাইতে লাগিলাম। আমিই তাহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু। এ কথা জানিয়া আমারও মনে আনন্দ রাখিবার স্থান হইল না।

ষ্টিয়ারফোর্থ আমার সঙ্গে পল্লী অঞ্চলে যাইবে, ইহা স্থির হইল। যে দিন আমরা যাইব, সেই নির্দ্দিষ্ট দিনও উপস্থিত হইল। লিটিমারকে সঙ্গে লইবে কি না, তাহা প্রথমতঃ সে

স্থির করিতে পারে নাই। অবশেষে তাহাকে ফেলিয়া যাওয়াই সে সঙ্গত মনে করিল। সে সকল বিষয়েই সন্তুষ্ট থাকিত। তাহার যাওয়া হইবে না জানিয়াও সে প্রসন্নভাবে আমাদের পোর্টমেণ্ট গুছাইয়া গুছাইয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিল। আমি যে সামান্য বকশিস দিলাম, তাহা গ্রহণেও সে ইতস্ততঃ করিল না।

মিসেস্ ষ্টিয়ারফোর্থ এবং মিস্ ডার্টলের নিকট বিদায় লইয়া যাত্রা করিলাম। যথাসময়ে আমরা ইয়ারমাউথে আসিয়া একটি হোটেলে উঠিলাম। ভোরে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলাম, ষ্টিয়ারফোর্থ সমুদ্রতটে বেড়াইতেছে। ইতিমধ্যেই সে অর্দ্ধডজন নৌকাজীবীর সহিত আলাপ করিয়া ফেলিয়াছে। দূরে মিঃ পেগটীর নৌকা-ভবন দেখা যাইতেছিল। অনুমানে সে বুঝিয়াছিল, উহাই সেই প্রসিদ্ধ ভবন।

সে বলিল, "কখন্ তুমি ওদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবে, ডেজি? যখন তুমি বল্‌বে, আমি রাজি। এখন বন্দোবস্তের ভার তোমার উপর।"

আমি বলিলাম, "আমি ভাবছিলাম, আজ অপরাহ্ণে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেব, ষ্টিয়ারফোর্থ। সেই সময় সকলেই বাড়ী থাকবে। জায়গাটা এমন সুন্দর, তুমি গেলেই বুঝতে পারবে।"

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "বেশ, তাই হবে। আজ সন্ধ্যার পরই স্থির রইল।"

আমি সানন্দে বলিলাম, "আগে ওদের আমি খবর দেব না যে, আমরা এসেছি। আমরা ওদের চম্‌কে দিতে চাই।"

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "সে ত ঠিক কথাই। চম্‌কে দিতে না পারলে মজা আর কি হ'ল। দেশীয়দিগকে তাদের আদিম অবস্থায় দেখাই ভাল।"

আমি বলিলাম, "তারা ঐ রকমের লোক, এ কথা আগেই তুমি বলেছ।"

তীক্ষ্ণ ও চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া সে বলিল, "ওহো! রোজার সঙ্গে আমার ঝগড়ার সেই কথাটা। বুঝি তুমি মনে ক'রে রেখেছ? ওর কথা ছেড়ে দাও। ওকে আমি সত্যি ভয় করি। কিন্তু ওর কথা ছেড়ে দাও। যাক্, এখন তুমি করবে কি? তোমার ধাত্রীর সঙ্গে দেখা করবে ত?"

"নিশ্চয়, আগে পেগটীর সঙ্গে দেখা করব।"

ষ্টিয়ারফোর্থ ঘড়ীর দিকে চহিয়া বলিল, "ধর, যদি ঘণ্টা-দুই ধ'রে তোমাদের কান্নার পালা চলে। তাতে হবে ত?"

হাসিতে হাসিতে আমি বলিলাম যে, ঐ সময়ের মধ্যে আমাদের পালা সাঙ্গ হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে। কারণ, তাহার গুণের খ্যাতি তাহার অনেক আগেই পৌঁছিয়াছে এবং আমার জন্যই সে তাহাদের কাছে মহা মাননীয় অতিথি।

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "তুমি যেখানে বল্‌বে, সেখানে যাব, যা করতে বল্‌বে, তাই করবো। বল, কোথায় যেতে হবে। দু'ঘণ্টার মধ্যে আমাকে যে রকম ভাবে কাজ করতে বল্‌বে, তাই করব—ভাবপ্রকাশই বল, আর হাস্যরস উদ্রেক করতেই বল, সবই করতে রাজি।"

আমি মিঃ বার্কিসের বাসভবনের খুঁটি-নাটি বর্ণনা দিলাম। সে নিশ্চয়ই বাড়ী খুঁজিয়া লইতে পারিবে বুঝিয়া আমি একা অগ্রে গেলাম। সমুদ্র তখন উদার, আকাশ মেঘলেশহীন, বাতাস মধুর, জমী আর্দ্রতাহীন—শুষ্ক। সূর্য্যের প্রদীপ্ত আলোকে চরাচর পূর্ণ। সবই যেন সতেজ ও সুন্দর মনে হইতেছিল। আমার নিজের মনে উৎসাহের অন্ত ছিল না।

পথগুলি ছোট বোধ হইতেছিল। বাল্যকালে যে সকল পথ দেখা যায়, বড় হইলে তাহা ছোট দেখায়। কিন্তু পথের কোন স্থানই আমি ভুলি নাই। ক্রমে মিঃ ওমারের দোকানে আসিলাম। এখন উপরে লেখা—ওমার ও জোরাম।

চলিতে চলিতে সহসা আমার পা দরজার গোড়ায় থামিয়া গেল। কৌতূহলভরে ভিতরে চাহিয়া দেখিলাম। দোকানের পশ্চাতের দিকে এক নারী-মূর্ত্তি দেখিলাম—সুন্দরী নারী। একটি শিশুকে সে ক্রোড়ে করিয়া নাচাইতেছে আর একটি তাহার পরিধেয়প্রান্ত ধারণ করিয়া রহিয়াছে। দেখিবামাত্র চিনিলাম, সে মিনি এবং উহারা মিনির সন্তান-সন্ততি।

দরজা খুলিয়া আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "মিঃ ওমার আছেন? যদি থাকেন, একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে।"

মিনি বলিল, "হাঁ, সার, তিনি বাড়ী আছেন। কাসরোগে এ সময় বাইরে যাওয়া চলে না। জো, তোমার দাদুকে ডেকে দাও ত।"

শিশু চীৎকার করিতে লাগিল। খানিক পরে ভারী পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। একটু পরেই মিঃ ওমার সেই ঘরে আসিলেন। পূর্ব্বাপেক্ষা তিনি যেন দেখিতে একটু খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু বেশী বুড়া তিনি হন নাই।

তিনি বলিলেন, "কি আদেশ আপনার, হুকুম করুন, দাস হাজির।"

বলিলাম, "আপনি আমার সহিত করকম্পন করুন, মিঃ ওমার। এক সময়ে আপনি আমার প্রতি ভারী সদয় ব্যবহার করেছিলেন। সে জন্য আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।"

আমি হাত বাড়াইয়া দিলাম।

বৃদ্ধ বলিলেন, "তাই না কি? শুনে সুখী হলুম। কিন্তু কবে কোন্ সময়ে, তাও মনে হচ্ছে না। ঠিক বল্‌ছেন, সে আমি ত?"

বলিলাম, "নিশ্চয় আপনি।"

মিঃ ওমার বলিলেন, আমার স্মরণ-শক্তি আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় কমে গেছে। আমি আপনাকে চিন্‌তেই পারছি না।"

"চিন্‌তে পারছেন না? আপনি আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য গাড়ী নিয়ে গিয়েছিলেন। এখানে আমাকে প্রাতরাশ খেতে বলেছিলেন। তার পর আপনি, আমি, মিসেস্ জোরাম, মিঃ জোরাম—অবশ্য তখন তাঁদের বিয়ে হয়নি, একসঙ্গে ব্লনডারষ্টোনে গিয়েছিলাম, মনে নেই?"

মিঃ জোরাম বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সত্যি কথাই ত! সব এখন মনে পড়েছে। মিলি, তোমার মনে হচ্ছে না? হাঁ, হাঁ, এক জন মহিলার মৃত্যু হয়েছিল।"

আমি বলিলাম, "তিনি আমার মাতা।"

মিঃ ওমার বলিলেন, "ঠিক কথা। একটা ছোট ছেলেও ছিল। ছেলেটিকে তার মার সঙ্গেই কবর দিতে হয়েছিল। সব কথা মনে পড়েছে। এখন আপনি কেমন আছেন?"

বলিলাম যে, আমি ভালই আছি। তিনি ভাল আছেন কি না জিজ্ঞাসা করিলাম।

মিঃ ওমার বলিলেন, "অভিযোগ করবার কিছু নেই। আমার শ্বাসপ্রশ্বাস ছোট হয়ে আস্‌ছে, বুঝতে পারছি; কিন্তু তাতে দুঃখপ্রকাশ ক'রে লাভ নেই। তাই ভাল নয় কি?"

অন্যান্য আলাপের পর মিঃ ওমার আমাকে জলযোগের জন্য অনুরোধ করিলেন।

আমি ধন্যবাদ সহকারে প্রত্যাখ্যান করিলাম।

মিঃ ওমার বলিলেন, "গাড়োয়ান বার্কিসের স্ত্রী হচ্ছে, নৌকাওয়ালা পেগটীর বোন্। এই বোন্‌টি আপনাদের বাড়ীতে চাকরী করত না?"

আমি স্বীকার করিলে মিঃ ওমার ভারী আনন্দলাভ করিলেন। তিনি বলিলেন, "তা হলে স্মরণশক্তি আমার আছে, লোপ পায়নি। এবার আমার নিশ্বাস ভাল হবে। ভাল, সার, ঐ পেগটীর এক নিকট-আত্মীয়া এখানে কাজ শিখছে। তার চমৎকার পছন্দ। পোষাক তৈরী করায় তার বেশ দখল আছে। আমার মনে হয়, ইংলণ্ডের কোন ডচেসেরও তার মত পছন্দ নেই।"

আমি বলিয়া উঠিলাম, "এমিলি নয় ত?"

"হাঁ, তার নাম এমিলি। সে দেখতেও ছোট। কিন্তু বিশ্বাস করুন, তার এমন চমৎকার মুখ যে, সহরের অর্দ্ধেক মেয়েমানুষ এই বালিকার সৌন্দর্য্যে তার ওপর খাপ্পা হয়ে আছে।"

মিলি বলিয়া উঠিল, "কিল্পা তা বকছ, বাবা!"

মিঃ ওমার বলিলেন, "আমি তোমার কথা বলছি না, মা। কিন্তু আমি এই কথাই বলতে চাই যে, সহরের আধা-সংখ্যক মেয়েমানুষের তার উপর আক্রোশ। এমন সুন্দর তার মুখ।"

মিলি বলিল, "তা হ'লে তার উচিত ছিল, নিজের জাত-ব্যবসা নিয়ে থাকা। তা হ'লে সহরের লোক তার কথা নিয়ে নাড়া-চাড়া করত না।"

মিঃ ওমার বলিলেন, "তার কথা আলোচনা করত না? এই কি তোমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা না কি? কোন মেয়েছেলের চেহারা দেখতে ভাল হলে, সে যে কাজই করুক না কেন, অন্য মেয়েমানুষ তার সম্বন্ধে করতে না পারে, এমন কাজই নেই।"

মিঃ ওমার ভীষণ কাসিতে লাগিলেন। তার পর কিছু সুস্থির হইলে, তাঁহাকে আসনে বসাইয়া দেওয়া হইল।

খানিক পরে মিঃ ওমার বলিলেন, "দেখুন আপনি, এখানে সে কারও সঙ্গে মেশে না। কারও সঙ্গে তার গলা-গলি ভাবও নেই। প্রণয়ীর কথা ত দূরে থাকুক। কিন্তু তবু দেখুন, একটা কথা রটে গেছে যে, সে ভদ্রমহিলা হ'তে চায়। কথাটা এই যে, স্কুলে পড়বার সময় এমিলি কথায় কথায় ব'লে ফেলেছিল যে, সে যদি ভদ্রমহিলা হ'তে পারত, তা হ'লে সে তার জ্যেঠামহাশয়ের সম্বন্ধে একটা কিছু করত। তাঁকে পছন্দমত পোষাক কিনে দিত।"

আমি আগ্রহভরে বলিলাম, "আমরা যখন ছেলেমানুষ ছিলুম, তখন এমিলি আমারই কাছে ঐ রকম অভিপ্রায় প্রকাশ করেছিল।"

মিঃ ওমার মাথা নাড়িয়া চিবুকে হস্তাবমর্ষণ করিয়া বলিলেন, "ঠিক কথা। সামান্য বসন-ভূষণে সে এমন সাজগোজ করতে পারে যে, অনেকে বেশী বসন-ভূষণেও তা পারে না। কাজেই অন্য মেয়েদের তাতে চোখ টাটায়। তা ছাড়া সে একটু খামখেয়ালী-গোছের। আমি নিজে যেমন, সেই রকম। অর্থাৎ সে তার নিজের মনের কথা কি, তাই জানে না। নিজেকে বেঁধে রাখতে পারে না। মিলি, এর বেশী তার বিরুদ্ধে কিছু বলবার নেই বোধ হয়?"

মিসেস্ জোরাম বলিল, "না, বাবা! কিন্তু ঐটেই ত খারাপ।"

মিঃ ওমার বলিলেন, "তার পর যখন সে কাজ পেলে, এক খেয়ালী বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে থাকা তার কাজ হলো। কিন্তু দুজনে বনল না। এমিলি সেখান থেকে চ'লে এল। তার পর আমাদের এখানে বছর-তিনেক শিক্ষানবিশী করছে। দুবছর শেষ হয়ে গেছে। সে ভারী চমৎকার মেয়ে, ৬ জনের কাজ একা সে করে। কেমন নয়, মিলি?"

মিলি বলিল, "হাঁ, বাবা। আমি তার গুণের খর্ব্বতা করতে চাই না।"

তাহারা যেরূপ নিম্নস্বরে কথা বলিতেছিল, তাহাতে আমার বোধ হইল, এমিলি নিকটে কোথাও আছে। জিজ্ঞাসা করিতে মিঃ ওমার বৈঠকখানাঘর দেখাইয়া দিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি সেখানে যাইতে পারি কি না। তাহাতে অনুমোদন পাইলাম। কাচ-বাতায়নের

মধ্য দিয়া আমি দেখিলাম, এমিলি কাজে নিযুক্ত রহিয়াছে। কি সুন্দরই তাহার চেহারা। নীল নয়ন মেঘলেশশূন্য, হাস্যময়। মিলির আর একটি সন্তানের উপর তাহা ন্যস্ত। সে শিশুটি খেলা করিতেছিল।

মিঃ ওমার বলিলেন, "ভেতরে যাবেন না? ওর সঙ্গে কথা বল্‌বেন ত? আসুন। আপনার নিজের বাড়ী বলেই মনে করুন।"

আমি তখনই এমিলির সহিত দেখা করিতে রাজি ছিলাম না। পাছে সে গোলমালে পড়িয়া যায়, আমার নিজেরও মনে গোল বাধিয়াছিল। সন্ধ্যার পর সকলের সহিত একসঙ্গে দেখা হইবে, সেই ভাল। মিঃ ওমার, তাঁহার সুন্দরী কন্যা, এবং ছোট ছোট দৌহিত্র দৌহিত্রীদিগের নিকট বিদায় লইয়া আমি পেগটীর সন্ধানে চলিলাম।

পেগটী রন্ধনশালায় রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত ছিল। দরজায় ঘা দিতেই সে দ্বার খুলিয়া দিল। আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, কি প্রয়োজন? আমি হাসিয়া তাহার দিকে চাহিলাম। কিন্তু সে আমাকে দেখিয়া হাসিল না। আমি তাহাকে পত্র লিখিতে কোন দিন বিলম্ব করি নাই; কিন্তু সাত বৎসর দেখা-সাক্ষাৎ ত নাই।

যেন ঈষৎ কর্কশভাবে বলিলাম, "মিঃ বার্কিস্ বাড়ী আছেন কি, ম্যাডাম?"

পেগটী বলিল, "হাঁ, তিনি বাড়ী আছেন, মশাই। কিন্তু বাতে একবারে শয্যাশায়ী।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন কি ব্লনডারষ্টোনে তিনি যান না?"

"ভাল থাকলে যান বৈ কি?"

"মিসেস্ বার্কিস্, তুমি কি সেখানে গিয়ে থাক?"

সে আমার দিকে নিবিষ্টভাবে দেখিতে লাগিল। তাহার দুই বাহু পরস্পরের দিকে দ্রুততর আন্দোলিত হইল দেখিলাম।

বলিলাম, "সেখানকার একটা বাড়ীর কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। বাড়ীটার নাম—কি যেন ভাল—হাঁ, রুকারী।" এক পা পিছাইয়া গিয়া, ভীতভাবে সে যেন আমাকে এড়াইতে চাহিল।

চীৎকার করিয়া বলিলাম, "পেগটী!"

সেও কাঁদিয়া উঠিল,—"আমার বাছা!"

তার পর পরস্পর পরস্পরের বাহুর মধ্যে লগ্ন হইয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

পেগটী আমাকে পাইয়া কি যে করিবে, তাহা যেন ভাবিয়া পাইল না। সে কখনও কাঁদিতে লাগিল, কখনও অত্যধিক হাসিতে লাগিল। কত আনন্দ, কত গর্ব্বই যে আমাকে লইয়া প্রকাশ করিতে লাগিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মাঝে মাঝে সে আমাকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিতে লাগিল। মনে হইল, আমার বাল্যকাল যেন ফিরিয়া আসিয়াছে। আজ আমি যেমন অসঙ্কোচে হাস্য ও ক্রন্দন করিলাম, সমগ্র জীবনে আমি তেমন খোলা-প্রাণে কখনও হাসি নাই। এমন মন ভরিয়া কাঁদি নাই।

পেগটী বলিল, "বার্কিস্ এত খুসী হবে—তোমায় দেখলে এত আনন্দ পাবে!" বলিতে বলিতে সে চোখের জল বসন-প্রান্তে মুছিয়া ফেলিল। "দেখ্‌বে, এতে তার অষুধের কাজ করবে। আমি গিয়ে তাকে ব'লে আসি? তুমি ওপরে গিয়ে তাকে দেখে আস্‌বে?"

নিশ্চয়ই। কিন্তু পেগটী আমাকে ছাড়িয়া সে ঘর ত্যাগ করিতে পারিল না। একবার অগ্রসর হয়, আবার ফিরিয়া আসে, আবার আমার স্কন্ধে মুখ রাখিয়া কাঁদিয়া উঠে। এমনই ভাবে চলিতে লাগিল। অবশেষে কাজের সুবিধার জন্য আমিও তাহার সঙ্গে চলিলাম। এক মিনিট ঘরের বাহিরে দাঁড়াইবার পর সে আমাকে ভিতরে লইয়া গেল।

বার্কিস্ আমাকে বিশেষ উৎসাহে অভ্যর্থনা করিল। তাহার এত বাতের ব্যথা বাড়িয়াছিল যে, তাহার সঙ্গে করকম্পন করা গেল না। তাহার শয্যাপ্রান্তে বসিলাম। সে বলিল, সে যেন আমাকে ব্লনডারষ্টোনের পথে গাড়ী হাঁকাইয়া লইয়া যাইতেছে। এমনই উৎসাহ অনুভব করিতেছে।

সে বলিল, "গাড়ীতে আমি কি নাম লিখেছিলুম, মশাই?"

"হ্যাঁ, মিঃ বার্কিস্, সে সময় তোমার সঙ্গে আমার কত গম্ভীর আলোচনাই না হয়েছিল।"

মিঃ বার্কিস্ বলিল, "আমি অনেক দিন ধরেই ইচ্ছুক ছিলুম।"

"হাঁ, বহু দিন ধরেই ছিলে বটে।"

বার্কিস্ বলিল, "সে জন্য আমার কখনও ক্ষোভ করতে হয়নি। সে সময় রান্নার কথা তুমি আমাকে কি বলেছিলে?"

"নিশ্চয়ই সে কথা আমার মনে আছে।"

"সে কথা কত খাঁটি, তার পরিচয় এখন পাচ্ছি। তবে আমি গরীব লোক, রোগে প'ড়ে আছি। রোজগার নেই—বড় গরীব আমি।"

বলিলাম, "মিঃ বার্কিস্, তোমার এ কথা শুনে বড় কষ্ট পেলাম।"

"ভারী গরীব আমি, সার।"

তার পর ধীরে ধীরে সে তাহার দক্ষিণ হস্ত লেপের মধ্য হইতে বাহির করিল। শয্যার পার্শ্বেই একখানা যষ্টি আলগা-ভাবে সংলগ্ন ছিল। উহাতে আস্তে আস্তে ঘা দিয়া বার্কিস্ একটা বাক্‌সের প্রান্তদেশে উহার অগ্রভাগ স্পর্শ করিল।

বার্কিস্ বলিল, "পুরোনো কাপড় চোপড় ঐ বাক্সে আছে।"

আমি বলিলাম, "ও!"

বার্কিস্ বলিল, "আমার ইচ্ছে, যদি কাপড়ের বদলে সব টাকা-বোঝাই থাকত!"

বলিলাম, "তা হ'লে ত ভালই হ'ত।"

"কিন্তু তা ত নয়, সার।"

তাহার দুই চক্ষু সম্পূর্ণ বিস্তারিত হইল। তার পর স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "ওর মত মেয়ে-মানুষ আমি দেখিনি। এত কাজের লোক দেখা যায় না। প্রশংসার ভাষা খুঁজে পাই না। প্রিয়তমে, আজ একটা ভোজের আয়োজন কর। ভাল খাওয়া, ভাল পানীয় জিনিষের যোগাড় আজ চাই।"

আমার সম্মানের জন্য এরূপ ব্যাপারে আপত্তি আমি করিতাম। কিন্তু পেগটীর দিকে চাহিয়া দেখিয়া বুঝিলাম যে, আমি কোন প্রকার আপত্তি করি, ইহা তাহার আদৌ ইচ্ছা নহে। সুতরাং, কোন কথা আমি বলিলাম না।

বার্কিস্ বলিল, "কিছু টাকা এখানেই কোথায় আছে। তবে এখন আমি একটু শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। তুমি মিঃ ডেভিডকে নিয়ে একটু বাইরে যাও, প্রিয়তমে। আমি একটু ঘুমিয়ে নেব। সামান্য একটু, তার পর জেগে উঠে টাকাটা খুঁজে দেখ্‌ব।"

আমরা বাহিরে আসিতেই পেগটী আমাকে বলিল যে, টাকা বাহির করিবার প্রয়োজন হইলেই বার্কিস্ এই উপায় অবলম্বন করে। ইহাতে তাহাকে কষ্ট পাইতে হয়—হামা-গুড়ি দিয়া বাক্স খুলিতে হয়, তাহাতে যন্ত্রণা বাড়ে, কিন্তু ইহা তাহার সখ। বার্কিসের কাতরোক্তি আমার কাণে আসিতে লাগিল। ইহা শুনিয়া পেগটীর নয়ন অনুকম্পা-সজল হইল; কিন্তু সে বলিল যে, ইহাতে বার্কিসের উপকার হইবে। এজন্য পেগটী তাহার কাজে বাধা দেয় নাই। বার্কিসের গোঙানী অনেকক্ষণ ধরিয়া শুনিলাম। তার পর সে আমাদিগকে আহ্বান করিল। যেন এইমাত্র ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়াছে। সে পেগটীর হাতে একখানি গিনি প্রদান করিল। উহা সে তাহার বালিশের তলদেশ হইতে বাহির করিয়া দিল। বড় কালো বাক্সটায় যে টাকা আছে, ইহা গোপন রাখিতে পারাতেই তাহার আনন্দ।

আমি পেগটীকে ষ্টিয়ারফোর্থের আগমনের জন্য প্রস্তুত থাকিতে বলিলাম। অল্পক্ষণ পরেই সে আসিল। পেগটী তাহাকে আমারই মত আদর-যত্ন করিয়া অভ্যর্থনা করিল। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ষ্টিয়ারফোর্থ পেগটীর মন অধিকার করিয়া বসিল এমন সহজ, সরল অনাড়ম্বর আত্মীয়তার ভাব ষ্টিয়ারফোর্থ প্রকাশ করিল যে, তাহাতে যে কোনও মানুষ মুগ্ধ হইয়া পড়ে। মিঃ বার্কিসের ঘরে গিয়া ষ্টিয়ারফোর্থ তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া আসিল। নিজের ঘর-বাড়ীর মত সে ব্যবহার করিতে লাগিল।

ছোট বৈঠকখানা-ঘরে আমরা পরমানন্দে কাটাইতে লাগিলাম। পেগটী বলিল, আমার জন্য নির্দিষ্ট ঘরটি প্রস্তুত আছে, সেখানে আমি রাত্রিতে শয়ন করিব, ইহাই তাহার ইচ্ছা। আমি ইতস্ততঃ করিতেছি দেখিয়া ষ্টিয়ারফোর্থ নিজেই বলিল, "যে ক'দিন এখানে থাক্‌ব, তুমি এখানেই শোবে, কপারফিল্ড। আমি হোটেলে থাক্‌ব।"

আমি বলিলাম, "তোমাকে এত দূরে নিয়ে এসে, তার পর এমন আলাদা আলাদা থাকা, সেটা ত বন্ধুত্বের নিদর্শন হয় না, ষ্টিয়ারফোর্থ।"

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "তুমি এখানে থাকবে, এটা প্রকৃতি-গত ব্যাপার। এ ব্যাপারে অন্য কোন কিছুই খাটে না। ওটা স্থির হয়ে গেছে। তুমি এখানেই থাকবে।"

রাত্রি ৮টার সময় আমরা মিঃ পেগটীর নৌ-ভবনের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। ষ্টিয়ারফোর্থ এ যাবৎ যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তাহাতে তাহার অন্তর্নিহিত সদ্‌গুণেরই প্রকাশ দেখিয়াছি। ষ্টিয়ারফোর্থ যে আগাগোড়া অভিনয় করিয়া চলিয়াছে, সে যে উচ্চস্তরের লোক, নিম্নস্তরের লোকের সহিত ভদ্র ব্যবহারের পরিচয় দিয়া শুধু অভিনয় করিয়া চলিয়াছে, এ কথা যদি তখন কেহ বলিত, আমি কোনওমতেই তাহা বিশ্বাস করিতাম না।

নৌকা-ভবনের কাছে পৌঁছিতেই ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "জায়গাটা বড় নির্জ্জন মনে হচ্ছে। সমুদ্রগর্জ্জন শুনে মনে হচ্ছে, আমাদের গিলে খাবার জন্য ক্ষুধার্ত্ত হয়ে উঠেছে। ঐ যে আলো দেখা যাচ্ছে, ঐটাই বুঝি নৌকা?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, ঐ সেই নৌকা-ভবন।"

সে বলিল, "সকালবেলা এটাই আমি দেখেছিলুম। আমি সোজা এখানেই এসে পড়েছিলুম, দেখ্‌ছি।"

দরজা খুলিয়া ষ্টিয়ারফোর্থকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। তখন ভিতরে মনুষ্যকণ্ঠের শব্দগুঞ্জন শোনা যাইতেছিল। মিঃ পেগটীকে বিশেষ উত্তেজিত দেখিতে পাইলাম। মিসেস্ গমিজও উত্তেজিত। সমস্ত কক্ষমধ্যেই যেন উত্তেজনার স্রোত বহিতেছিল। মিঃ পেগটীর উভয় বলিষ্ঠ বাহু বিস্তৃত। এমিলি যেন সেই বাহুমধ্যে আশ্রয় লইতে চলিয়াছে। হ্যাম্‌ও বেশ উত্তেজিতভাবে পাশে দাঁড়াইয়া। এমিলির মুখে লজ্জার আরক্তিম আভাস দেখিলাম।

আমাদিগকে অকস্মাৎ প্রবেশ করিতে দেখিয়া সকলেই থমকিয়া দাঁড়াইল। আমি হাত বাড়াইয়া দিলাম।

হ্যাম্ চীৎকার করিয়া উঠিল, "মাষ্টার ডেভি! মাষ্টার ডেভি এসেছেন।"

পরমুহূর্ত্তে করকম্পনের পালা পড়িয়া গেল। আমা-দিগকে দেখিয়া মিঃ পেগটী এমন গর্ব্ব ও আনন্দ বোধ করিল যে, তাহার সমগ্র আনন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে দেখিলাম।

সে বলিল, "আপনারা দু'জন ভদ্রোলাক, বড় হয়ে ঠিক আজ রাত্রেই এখানে এসে পৌঁছেছেন, এর মত আশ্চর্য্য ব্যাপার আর নেই। অন্য দিন নয়। ঠিক আজকের রাত্রেই আপনাদের পেলাম। এমন ব্যাপার কখনো ঘটেনি।

আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য ! শুধু মাষ্টার ডেভি নয়, তাঁর বন্ধুও এসে হাজির !"

অত্যন্ত উত্তেজনার আতিশয্যে মিঃ পেগটী তাহার ভাগিনেয়ী এমিলিকে কাছে টানিয়া তাহার ললাট ও গণ্ডে চুম্বনবৃষ্টি করিল। তার পর তাহার মাথায় হাত রাখিয়া, বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া এমিলিকে ছাড়িয়া দিল। এমিলি পাশের ছোট ঘরে—যে ঘরে আমি শয়ন করিতাম—সেই ছোট ঘরে গিয়া আত্মগোপন করিল।

মিঃ পেগটী বলিল, "আপনারা বড় হয়েছেন, ভদ্রলোক হয়েছেন। আজ আপনারা এখানে এসেছেন—"

হ্যাম্ বলিল, "হাঁ, বড় হয়ে দু'জন ভদ্রলোকই এসেছেন। মাষ্টার ডেভি, আর সেই ভদ্রলোক।"

"আজ বড় আমোদের দিনে আপনারা এসেছেন। আমি বড় উত্তেজিত আছি, কেন তা পরে বলছি। এমিলির কথাই বলছি। মিসেস্ গমিজ, তুমি একবার এমিলিকে দেখে এস।"

মিসেস্ গমিজ চলিয়া গেল।

মিঃ পেগটী বলিল,"এত দিন পরে এমিলির সঙ্গে হ্যামের বিয়ে দেওয়া ঠিক হয়েছে। আমি বলেছিলাম, এমিলি যদি পছন্দ করে, তবে হ্যামকে সে বিয়ে করতে পারে। হ্যাম যেমন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, তেমনি পরিশ্রমী। এমিলিকে সে ভালও বাসে। আজ জানতে পারলাম, দু'জনেই দু'জনকে পছন্দ করেছে। তাই বলছি, আজ বড় ভাল দিনে আপনারা এসে পড়েছেন।"

এমিলিকে আনিবার জন্য মিঃ পেগটী স্বয়ং চলিয়া গেল। প্রথমতঃ সে আসিতে চাহে নাই। হ্যাম্ তখন তাহাকে আনিবার জন্য গমন করিল। অল্প পরেই অগ্নিকুণ্ডের ধারে তাহাকে লইয়া আসা হইল। এমিলি বিশেষ বিচলিত ও লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল। ষ্টিয়ারফোর্থ যখন বিশেষ শ্রদ্ধাভরে তাহার সঙ্গে কথা বলিল, তখন এমিলি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইল। ষ্টিয়ারফোর্থ মিঃ পেগটীর সঙ্গে জাহাজ, সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা, মৎস্য প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা আলোচনা করিয়া সকলের কৌতুক উৎপাদন করিতে লাগিল। সালেম হাউসে মিঃ পেগটীর সহিত কিরূপভাবে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহাও সে সরলভাবে বর্ণনা করিল।

এমিলি অবশ্য বেশী কথা কহিল না। শুধু সে কথা শুনিয়া যাইতে লাগিল। তাহার মুখে এমন একটা সৌন্দর্য্য তখন দেখিতে পাইলাম, যাহাতে মন মুগ্ধ হয়। ষ্টিয়ারফোর্থ একটা জাহাজডুবির গল্প বলিল। এমিলি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সে কাহিনী শুনিতে লাগিল। নিজের অনেক কাহিনীও গল্পচ্ছলে ষ্টিয়ারফোর্থ বলিয়া চলিল। সকলেই শুনিয়া হাস্য করিতে লাগিল। এমিলির কলকণ্ঠের হাস্যঝঙ্কারও শোনা গেল। মিঃ পেগটীকে ষ্টিয়ারফোর্থ গান গাহিতে অনুরোধ করিল। সে ত গান নহে—সমুদ্রগর্জ্জন ! গানে-গল্পে রাত্রি অগ্রসর হইল। তখন আমরা বিদায় লইলাম। কিছু বিস্কুট ও পানীয় সেবন করিতে হইয়াছিল। কিয়দ্দূর আলো লইয়া হ্যাম্ আমাদিগকে পথ দেখাইয়া দিল।

পথ চলিতে চলিতে আমার বাহু ধরিয়া ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "বড় চমৎকার সুন্দরী ! অদ্ভুত জায়গা, অদ্ভুত মানুষ এরা। এদের সঙ্গে মিশলে বিচিত্র অনুভূতি জন্মে।"

আমি বলিলাম, "কি সৌভাগ্য দেখ, এদের বিয়ের সময় আমরা এসে উপস্থিত। আমার ভারী আনন্দ হচ্ছে।"

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "কিন্তু অমন মেয়ের পক্ষে অমন স্বামী কেমন যেন। তাই নয় কি ?"

কথাটা শুনিয়া আমার চমক লাগিল। এতক্ষণ ইহাদের সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গভাবে মিশিবার পর এমন কথা ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল কিরূপে ? কিন্তু তাহার দিকে চাহিতেই দেখিলাম, ষ্টিয়ারফোর্থের নয়নে হাস্য। আমি নিশ্চিন্তমনে বলিলাম, "গরীবদের সম্বন্ধে ঠাট্টা করা কি ভাল ? তুমি মিস্ ডার্টলকে ঠাট্টা কর, তার সম্বন্ধে প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি পোষণ কর, তা টের পেয়েছি। এও বোধ হয় তোমার তেমনি প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি ! এ জন্য সত্যই আমি তোমায় দ্বিগুণ বেশী ভালবাসি।"

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "ডেজি, তোমার আন্তরিকতায় আমি খুসী হলুম।"

তার পর উভয়ে ইয়ারমাউথের দিকে চলিলাম।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

ষ্টিয়ারফোর্থ ও আমি একপক্ষেরও অধিক কাল ঐ অঞ্চলে রহিলাম। অধিকাংশ সময়ই আমরা একসঙ্গে থাকিতাম, সে কথা বলাই বাহুল্য ; তবে মাঝে মাঝে উভয়ে কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া পৃথক হইয়া পড়িতাম। সে ভাল নাবিক ছিল। আমি ও বিষয়ে তেমন দড় ছিলাম না। সে মাঝে মাঝে মিঃ পেগটীর সঙ্গে নৌকা লইয়া সমুদ্রে যাইত। উহা ষ্টিয়ারফোর্থের বিশেষ প্রিয় প্রমোদ ছিল। আমি সে সময় সাধারণতঃ তীরেই থাকিতাম। পেগটীর অতিরিক্ত ঘরটিতে আমায় থাকিতে হইত বলিয়া আমি ইচ্ছামত কাজ করিতে পারিতাম না। এ বিষয়ে ষ্টিয়ারফোর্থ স্বাধীন ছিল।

আমি জানিতাম, পেগটী সারাদিন তাহার স্বামীর পরিচর্য্যারত থাকে, সে জন্য আমি অধিক রাত্রি বাহিরে থাকিতে চাহিতাম না ; কারণ, তাহাতে পেগটীর কষ্ট হইবে, বুঝিতাম। কিন্তু ষ্টিয়ারফোর্থ সরাইখানায় থাকিত, কাহারও তুষ্টি-অসন্তুষ্টির দায় তাহার ছিল না। নিজের খেয়াল অনুসারেই সে চলিতে পারিত। এ জন্য আমি যখন শয্যাশায়ী, তখন সে মিঃ পেগটীর ওখানে জেলের পোষাক পরিয়া চন্দ্রালোকিত রজনীতে সমুদ্র হইতে ফিরিয়া আসিত। আমি তাহার প্রকৃতি জানিতাম বলিয়া তাহার এইরূপ কার্য্যপদ্ধতিতে বিন্দুমাত্র বিস্মিত হই নাই।

আর একটি কারণেও মাঝে মাঝে আমি তাহার সংস্রব হইতে দূরে গিয়া পড়িতাম। আমি ব্লনডারষ্টোনে গিয়া আমার শৈশবের দৃশ্যগুলিকে দেখিতে ভালবাসিতাম। ষ্টিয়ারফোর্থের এ বিষয়ে কোন আকর্ষণই ছিল না। সে একবারমাত্র সেখানে আমার সঙ্গে গিয়াছিল। এ জন্য তিন চারি দিন, প্রাতরাশের পর আমরা যে যাহার কাজে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম, সমস্ত দিনের মধ্যে পরস্পর মিলিত হইতে পারি নাই। শুধু রাত্রির আহারের সময় উভয়ের মিলন ঘটিয়াছিল। এই কয়দিন ষ্টিয়ারফোর্থ কি ভাবে যাপন করিয়াছিল, তাহা আমি জানি না। তবে এটুকু বুঝিয়াছিলাম, সে সকলেরই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। নানা ভাবে সে সময় কাটাইবার উপায় উদ্ভাবনে অগ্রণী, ইহা আমার জানা ছিল।

আমি ঐ কয়দিন আমার বাল্যের পরিচিত পথ, ঘর, বাড়ী লইয়াই ছিলাম। বাবার ও মার সমাধিক্ষেত্রে আমি ঘুরিয়া বেড়াইতাম। পেগটীর যত্নে সমাধিক্ষেত্র পরিচ্ছন্ন ছিল। ভাবপ্রবণ-চিত্তে সেই উভয় সমাধিক্ষেত্রে বিচরণ করিতে আমার বড় ভাল লাগিত!

আমাদের বাড়ীর যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। বাড়ীর ফুলবাগান জঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল। বাড়ীর অর্দ্ধেক জানালা বন্ধই থাকিত। এক জন গরীব ভদ্রলোক—লোকটা পাগলাগোছের—সেই বাড়ীতে থাকিতেন। গ্রামের লোকেরা তাঁহার যত্ন লইত। আমি যে জানালায় বসিতাম, তাহারই কাছে আমি তাঁহাকে বসিয়া থাকিতে দেখিতাম। আমার মনে হইত, আমার শৈশবকালের কোনও চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হয় কি না।

আমাদের প্রতিবেশী গ্রেপার-দম্পতি দক্ষিণ-আমেরিকায় চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের বাড়ী বৃষ্টিতে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, দেখিলাম। সে বাড়ী জনহীন। মিঃ চিলিপ আবার বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহাদের একটি খোকা হইয়াছে দেখিলাম।

আমার গ্রামে বিষণ্ণচিত্তে এইভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। অবশেষে যখন শীতের সূর্য্য আরক্তবদনে পাটে বসিতেন, তখন মনে হইত, এইবার ফিরিয়া যাওয়া উচিত। আমি পদব্রজে ফিরিয়া আসিতাম। তার পর ষ্টিয়ারফোর্থের সঙ্গে নৈশ আহারে বসিয়া মনে হইত, গ্রামে গিয়া ভাল করিয়াছিলাম। আহারের পর আমি যখন পেগটীর ছোট পরিচ্ছন্ন ঘরটিতে শয়ন করিতে যাইতাম, তখন কৃতজ্ঞচিত্তে ভগবানকে নিবেদন করিতাম, ষ্টিয়ারফোর্থের মত বন্ধু, পেগটীর মত মাতৃস্নেহপূর্ণ নারী এবং আমার উদারহৃদয়া পিতামহীকে পাইয়াছিলাম। এ জন্য ভগবানের দয়া আমার উপর অনন্ত।

বেড়াইয়া ফিরিবার সময় আমি একটা নদী পার হইয়া ইয়ারমাউথে আসিতাম। ইহাতে অনেকটা পথ কম হাঁটিতে হইত। খেয়াঘাটের কাছেই মিঃ পেগটীর নৌ-ভবন। আমার পথ হইতে মাত্র ১ শত গজ দূরে নৌ-ভবনটি। ষ্টিয়ারফোর্থ জানিত, আমি ঐ পথে আসিব। কাজেই সে ঐখানেই আমার প্রতীক্ষা করিত। তার পর দুই জনে সন্ধ্যার অন্ধকারে সহরের দিকে ফিরিতাম।

এক দিন আমার ফিরিতে বিলম্ব ঘটিয়া গেল। সে দিন ব্লনডারষ্টোনকে শেষ দেখিতে গিয়াছিলাম। আর ইয়ারমাউথে থাকা হইবে না, বাড়ী ফিরিতে হইবে বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম। তাই সে দিন ফিরিতে কিছু বিলম্ব হইয়া গেল। মিঃ পেগটীর বাড়ীতে আসিয়া দেখিলাম, ষ্টিয়ারফোর্থ একা সেখানে বসিয়া আছে। সে এক-মনে কি যেন চিন্তা করিতেছিল। আমি যে আসিয়াছি, তাহাও যেন সে বুঝিতে পারে নাই।

আমি তাহার গায় হাত দিতেই এমন চমকিয়া উঠিল যে, আমিও না চমকিত হইয়া পারিলাম না।

একটু যেন রাগিয়াছে, এমনই ভাবে সে বলিল, "তুমি যেন ভূতের মত আমার ঘাড়ে এসে পড়েছ।"

বলিলাম, "তা কোন রকমে ত জানাতে হবে, আমি এসেছি। আমি নক্ষত্রলোক হ'তে এত ডাকাডাকি করলাম, তুমি শুনতেই পেলে না।"

সে বলিল, "না, ডাকনি।"

তাহার পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিয়া বলিলাম, "তবে আর কোথা থেকে নিশ্চয় ডেকেছিলাম।"

সে বলিল, "আমি ঐ ছবি দেখছিলাম।" তার পর বলিল, "একা থাকতে ভাল লাগে না। আজ তোমার এত দেরী হ'ল কেন? কোথায় গিয়েছিলে?"

আমি বলিলাম, "পুরাতন সব কিছু থেকে বিদায় নিয়ে আসতে দেরী হয়ে গেল।"

ষ্টিয়ারফোর্থ ঘরের চারিদিকে চাহিয়া বলিল, "আর আমি এখন একা ব'সে আছি। যে দিন প্রথম এসেছিলাম, বাড়ীর সকলে কত খুসী। কিন্তু আজ এক জনও নেই—সব যেন ম'রে গেছে বা কি হয়েছে জানিনে। ডেজি, আমি ভগবানের কাছে এই নিবেদন জানাতে যাচ্ছি। এই বিশ বছর যদি আমার বাবা বেঁচে থাকতেন!"

"কি হয়েছে, ষ্টিয়ারফোর্থ—?"

"আমার মনে হচ্ছে, আজ আমাকে ভালভাবে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার কেউ থাকলে হ'ত। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা কচ্ছি, আমি যেন আমাকে ভাল পথে ভালভাবে চালিত করতে পারি!"

তাহার মানসিক চাঞ্চল্য এবং অবসাদ আমার মনকে অকস্মাৎ বিস্ময়াভিভূত করিল। আজ তাহাকে বড়ই অস্থির দেখিতেছি, এমন কখনও দেখি নাই।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল, "পেগটীর মত অবস্থা অথবা তার ভাইপোর মত অবস্থা হ'লে ঢের ভাল ছিল; কিন্তু

তাদের চেয়ে বিশগুণ ধনী, বিশগুণ বুদ্ধিমান, পণ্ডিত হয়ে আধ ঘণ্টা ধ'রে এখানে ব'সে যে যন্ত্রণা আমি ভোগ করছি, তার তুলনা হয় না।"

আমি তাহার এরূপ পরিবর্ত্তনে প্রথমতঃ চুপ করিয়া রহিলাম। তার পর তাহাকে বলিলাম, কি হইয়াছে, আমাকে বলিতেই হইবে। কেন সে আজ এমন অস্বাভাবিক অবস্থায় রহিয়াছে ?

আমার কথা শেষ না হইতেই ষ্টিয়ারফোর্থ বলিয়া উঠিল, "কিছু না, ডেজি, কিছু না! আমি তোমাকে লণ্ডনের হোটেলে বলেছিলুম না, সময়ে সময়ে আমি কি রকম যেন হয়ে যাই। এখনই যেন কি একটা দুঃস্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম। মাঝে মাঝে ছেলেবেলার শোনা ভূতের গল্প মনে পড়ে, তাতে মন অভিভূত হয়ে থাকে। সেই রকমই একটা অবস্থা এখন এসেছিল। আমি নিজের জন্যই ভীত।"

আমি বলিলাম, "তা ছাড়া তোমার ভয়ের আর কোন কারণ নেই ?"

"বোধ হয় ত নেই। আবার হয় ত থাকতেও পারে। যাক্, ও সব যেতে দাও। তবে একটা কথা তোমাকে ব'লে রাখছি, ডেজি, "আজ যদি আমার দৃঢ়চেতা, সুবিবেচক বাবা বেঁচে থাকতেন, আমার পক্ষে ভাল হ'ত।"

সকল সময়েই তাহার আনন ভাবপ্রকাশপূর্ণ দেখিতাম। কিন্তু আজ তাহার মুখ যেরূপ ভাবপূর্ণ দেখিলাম, এমন কখনও দেখি নাই।

অগ্নিকুণ্ডের দিকে কিয়ৎকাল নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া সে বলিয়া উঠিল, "যাক্, ভাববার দরকার নেই। এখন আহারের কথা ভাবা যাক।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু এখানকার এরা সব গেল কোথায় ?"

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "ভগবান্ জানেন। আমি খেয়াঘাটে তোমার অপেক্ষায় থেকে এখানে এলাম। দেখলাম, জনমানব এখানে নেই। ব'সে ব'সে ভাবছি, এমন সময় তুমি এলে।"

মিসেস্ গমিজ এমন সময় আসিয়া পড়িল। তাহার হাতে একটি ঝুড়ি। লোকজন কেউ বাড়ীতে কেন নেই, সে কথা সে বুঝাইয়া বলিল। মিঃ পেগটীর ফিরিতে বিলম্ব আছে, অথচ একটা জিনিষ কিনিতে হইবে, তাই মিসেস্ গমিজ বাহিরে গিয়াছিল। হ্যাম্ ও এমিলি বাড়ী ফিরিতে পারে ভাবিয়া সে দরজা খোলা রাখিয়াই গিয়াছিল।

আমরা বিদায় লইয়া পথে আসিয়া পড়িলাম। ষ্টিয়ারফোর্থের সে বিষণ্ণ ভাবটা এখন অনেকটা অন্তর্হিত হইয়াছিল। পথ চলিতে চলিতে ক্রমশঃ সে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল।

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "তা হ'লে কাল থেকেই আমাদের এ জীবনযাত্রার পট-পরিবর্ত্তন হবে ত ?"

"তাই ত ঠিক হয়েছে। গাড়ীতে আমাদের টিকিট করাও হয়েছে।"

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "না, তা হ'লে আর কোন উপায় নেই। আমি ভেবেছিলাম, সমুদ্রের উপর নাচা ছাড়া, জগতে আর কোন কাজ বুঝি নেই! না থাকলেই ভাল হ'ত।"

হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "যতক্ষণ নূতনত্ব থাকে।"

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "দেখ, ডেজি, আমি খুব খেয়ালী, সত্য। কিন্তু আমি যখন যে কাজে লাগি, শেষ না ক'রে ছাড়ি না। আমি এ কয় দিনে এমন শিখেছি যে, যদি নাবিকের পরীক্ষা দিতে হয়, আমি নিশ্চয় পাশ করতে পারি।"

বলিলাম, "সে কথা আমি জানি।"

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "দেখ, আমি কোন একটা বিষয়ে বেশী দিন লেগে থাকতে পারি না। সুখও পাই না। শুধু আমার ডেজির মধুর ব্যবহারে আমি সুখী। ভাল কথা, ডেজি, আমি একখানা নৌকা কিনেছি।"

বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "তুমি আশ্চর্য্য লোক, ষ্টিয়ারফোর্থ! এখানে ভবিষ্যতে আস্‌বে কি না, তার ঠিক নাই, অথচ একখানা নৌকা কিন্‌লে!"

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, আস্‌ব কি না, জানিনে। তবে এ জায়গাটা ভাল লেগেছে—পছন্দ হয়। একখানা নৌকা বিক্রী ছিল, মিঃ পেগটী বল্‌লে নৌকাটা ভাল। কিনে ফেল্‌লাম। মিঃ পেগটীই আমার অনুপস্থিতিতে ওটা চালাবে।"

আমি বলিলাম, "ষ্টিয়ারফোর্থ, তোমার আসল মতলব বুঝেছি। তুমি নৌকাখানা কিনেছ ব'লে দেখাচ্ছ। অথচ প্রকৃতপ্রস্তাবে ঐ নৌকাখানা মিঃ পেগটীকে দান করাই তোমার উদ্দেশ্য। বাস্তবিক, এ জন্য তোমাকে কি ব'লে ধন্যবাদ জানাব, বুঝতে পারছি না।"

আরক্ত-মুখে ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "যত বাজে কথা! ও সব না আলোচনা করাই ভাল।"

তাহার প্রশংসা করিলে পাছে সে অসন্তুষ্ট হয়, এ জন্য আমি আর ও প্রসঙ্গের আলোচনা করিলাম না।

চলিতে চলিতে ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "নৌকাখানা এখন সম্পূর্ণ হয়নি। লিটিমারকে এখানে রেখে যাব, কাজটা শেষ করবার জন্য। তোমাকে বলিনি বুঝি, লিটিমার এসেছে ?"

আমি বলিলাম, "না।"

"হাঁ, সে আজ সকালে এসেছে। মার একখানি চিঠি এনেছে।"

তাহার দিকে চাহিয়া বুঝিলাম, ষ্টিয়ারফোর্থের মুখ ম্লান হইয়া গিয়াছে। সে আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল। মনে হইল, কোনও বিষয়ে তাহার সহিত তাহার মাতার মনোমালিন্য ঘটিয়াছে, তাই তাহার মনের অবস্থা ভাল নাই। আমি তেমন একটু ইঙ্গিতও দিলাম।

সে মৃদু হাসিয়া বলিল, "না, না! সে সব কিছু নয়! হ্যাঁ, আমার নিজের লোক এসেছে, এ কথা সত্য।"

"সেই রকমই আছে?"

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "হাঁ, একই রকমের আছে। উত্তর-মেরুর মত সুদূর এবং তেমনই শীত-শান্ত। সে নৌকার ব্যবস্থা ঠিক করবে, নামকরণ ঠিক হ'ল কি না, দেখবে। এখন তার নাম 'ঝড়ের পাখী'। আমি তার নূতন নামকরণ ক'রে দেব।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি নাম দিতে চাও?"

"ছোট এমিলি।"

আমার দিকে স্থিরভাবে চাহিয়াই সে কথা কহিল। আমি ইহাতে সত্যই খুশী হইলাম। কিন্তু এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিলাম না।

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "কিন্তু ঐ দেখ, আসল এমিলি আসছে। তার সঙ্গে যে লোকটি, সেটি কেমন? বাস্তবিক লোকটা সত্যিকারের সে যুগের নাইট। এক মুহূর্ত্ত এমিলির সঙ্গ ছাড়ে না।"

হাম্ ইদানীং নৌ-নির্ম্মাণ-কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিল। সে শ্রমিকের পরিচ্ছদে ছিল। তাহার পার্শ্বের প্রস্ফুটিত ফুলটিকে রক্ষা করিবার উপযুক্ত এই হ্যাম্। হ্যামের মুখে সরলতা, কলুষহীনতা। এমিলির প্রতি তাহার প্রচণ্ড স্নেহ, প্রেম, গর্ব্ব ও শ্রদ্ধা আছে, তাহা হ্যামের মুখের রেখাতেই প্রকাশিত। তাহারা যুগলে যখন আসিতেছিল, আমার বোধ হইল, উভয়েই পরস্পরের যোগ্য।

তাহাদের সহিত কথা বলিতে উদ্যত হইলে, এমিলি সঙ্কোচভরে তাহার হাত হ্যামের দেহ হইতে সরাইয়া লইল। আমার ও ষ্টিয়ারফোর্থের দিকে করপ্রসারণ করিতে তাহার মুখ লজ্জায় যেন আরক্ত হইয়া উঠিল। আমাদের কথা শেষ হইলে তাহারা গৃহের দিকে ফিরিল। এমিলি তাহার বাহু হ্যামের বাহুলগ্ন করিল না, শুধু পাশে পাশেই চলিতে লাগিল।

ঠিক এই সময় তাহাদিগের অনুসরণ করিয়া আর একটি মূর্ত্তিকে যাইতে দেখিলাম। এতক্ষণ আমরা তাহাকে দেখিতে পাই নাই। সেই সময় তাহার মুখ দেখিবামাত্র মনে হইল, কোথায় যেন ইহাকে দেখিয়াছি। তাহার বেশভূষা সামান্য, ভঙ্গী সাহসপূর্ণ। সে যে দরিদ্র এবং অভাবপিষ্ট, তাহা বেশ বুঝা যায়। সে একমনে উহাদের পশ্চাতে চলিতে লাগিল দেখিলাম।

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "ঐ কালো ছায়া ওদের অনুসরণ করছে। এর অর্থ কি?"

সে যেরূপ নিম্নকণ্ঠে বলিল, তাহাতে আমি অত্যন্ত বিস্ময় অনুভব করিলাম।

আমি বলিলাম, "বোধ হয়, ঐ মেয়েটি ওদের কাছে কিছু ভিক্ষা প্রত্যাশা করে।"

"অবশ্য ভিখারিণী হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু আজ রাত্রে ভিখারিণী ঐ রকম আকার গ্রহণ করেছে, এটাই বিস্ময়কর।"

আমি বলিলাম, "কেন বল ত?"

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "কারণ এমন কিছু নেই। এম্নি মনে এল, তাই বল্লাম। কিন্তু কোথা থেকে মূর্ত্তিটা এল, তাই ভেবে পাচ্ছি না।"

এমন সময় আমরা একটা পথের উপর উঠিলাম। তাহার পাশেই একটা প্রাচীর দেখিলাম। আমি বলিলাম, "এই প্রাচীরের অন্তরাল থেকেই বেরিয়েছে।"

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "মূর্ত্তিটা আর দেখ্তে পাচ্ছি না। ঐ সঙ্গে সব মন্দও চ'লে যাক। চল, এখন আহার করা যাক গিয়ে!"

কিন্তু ষ্টিয়ারফোর্থ আবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিল। একবার নহে, বার বার চাহিতে লাগিল! মাঝে মাঝে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাষাও তাহার মুখ হইতে বাহির হইতেছিল। এইরূপ বাকি পথটুকু অতিক্রম করিবার পর আমরা হোটেলে আসিলাম। রাত্রি-ভোজের আয়োজন তখনই হইল।

লিটিমারকে তথায় দেখিলাম। মিসেস্ ষ্টিয়ারফোর্থ ও মিস্ ডার্টল কেমন আছেন, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল, তাঁহারা এক রকমই আছেন। কিন্তু তথাপি তাহার কথার ভঙ্গীর মধ্য হইতে আমি বুঝিতেছিলাম, সে যেন বলিতেছে, "আপনি অতি ছেলেমানুষ—আপনার বয়স বড় কম।"

আমাদের আহার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় লিটিমার কাছে আসিয়া ষ্টিয়ারফোর্থকে বলিল, "আপনাকে একটা কথা বল্তে চাই, হুজুর। মিস্ মাউচার এখানে এসেছে।"

"মিস্ মাউচার? এখানে সে কি করছে?"

লিটিমার বলিল, "এ অঞ্চল তার জন্মভূমি। সে আমাকে বলেছে যে, বছরে একবার সে এখানে বেড়িয়ে যায়। পথে আজ বৈকালে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে। সে আমাকে বলেছে যে, আপনার আহার শেষ হ'লে সে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।"

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "এই দৈত্য-মহিলাটিকে তুমি চেন, ডেজি?"

আমি বলিলাম, আমার সে সৌভাগ্য হয় নাই।

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "তা হ'লে আজ তার সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব। পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য্যের সে একটি। মিস্ মাউচার এলে আমার কাছে এনো।"

আমি এই অদ্ভুত মহিলাকে দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইলাম। ষ্টিয়ারফোর্থকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কে এই মহিলাটি? কিন্তু সে কোনওমতেই ভাঙ্গিল না। শুধু হাসিতে লাগিল।

আহার শেষ হইলে দরজা খুলিয়া গেল। লিটিমার বলিল, "মিস্ মাউচার।"

দরজার দিকে চাহিয়া আমি কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আমি সেই দিকে চাহিয়া আছি, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। অবশেষে সোফা সরাইবার শব্দ শুনিয়া সেই দিকে চাহিতেই দেখিলাম, একটি বামনমূর্ত্তি আসিতেছে। তাহার বয়স ৪০।৪৫ হইবে। এরূপ অপূর্ব্ব বামনমূর্ত্তি আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। মূর্ত্তি অগ্রসর হইয়া বলিল, "এ কে! আমার ফুল! তুমি এখানে এসেছ, অ্যাঁ! দুষ্টু ছেলে, বাড়ী থেকে এসে এখানে কি করছ? নিশ্চয়ই কোন বদ্-মতলব আছে। তুমি উড়তে ভারী মজবুত, আমিও তাই। আমি বাজি রাখতে পারি, আমাকে এখানে দেখে তুমি খুসী হওনি। আমি সব জায়গাতেই আছি। এখানে—ওখানে—সেখানে। তোমার মাকে কি খুসীই ক'রে রেখেছ তুমি।"

বামন-মহিলাটির মুখে যেন খই ফুটিতেছিল। সে জামার বোতাম খুলিয়া একটা নীচু টুলের উপর উপবেশন করিল। সে তখন হাঁপাইতেছিল।

তার পর সে ষ্টিয়ারফোর্থকে বলিল, "তোমার বন্ধুটি কে?"

"মিঃ কপারফিল্ড। তোমার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেই।"

মিস্ মাউচার আমার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, "এইটি তোমার বন্ধু। মুখখানি যেন পিচ-ফলের মত। ভারী লোভনীয়! আমি পিচফল ভারী ভালবাসি। মিঃ কপারফিল্ড, তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সুখী হলুম।"

মিস্ মাউচার কেশপ্রসাধন-কার্য্য করিয়া থাকে। কলপ দিবার নানা রকম কলপ ও যন্ত্র তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। সে পরিচয় পাওয়া গেল। এই উপলক্ষে সে নানা সহরের নানা প্রসিদ্ধ লোকের সহিত পরিচিত।

কথায় কথায় মিস্ মাউচার বলিল, "জেনি, আমি এখানে এসে অবধি একটিও সুন্দরী মেয়ে দেখিনি।"

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "তাই না কি?"

মিস্ মাউচার বলিল, "একটিও না।"

আমার দিকে চাহিয়া ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "তুমি ত ছায়া পর্য্যন্ত দেখনি। কিন্তু রক্তমাংসের একটি জীবন্ত সুন্দরীকে আমরা দেখাতে পারি। কি বল, ডেজি?"

আমি বলিলাম, "নিশ্চয়ই।"

মিস্ মাউচার আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমার বোন্ না কি?"

আমি উত্তর দিবার পূর্ব্বেই ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "না, কপারফিল্ডের কোন বোন্ নেই। বরং আমি যতদূর জানি, মিঃ কপারফিল্ড এক সময়ে তাকে খুব ভালবাসতো, অনুরাগীও ছিল।"

মিঃ মাউচার বলিল, "তবে এখন সে অনুরাগ বা প্রশংসা নেই কেন? তোমার বন্ধুটি কি লঘুহৃদয়? অথবা ফুলে ফুলে মধুপান করাই তোমার বন্ধুর প্রকৃতি? মেয়েটির নাম কি? পলি?"

সে এমনভাবে আমাকে প্রশ্নবাণে বিব্রত করিয়া ফেলিল যে, তাহাতে আমি প্রথমতঃ বিচলিত হইয়া পড়িলাম।

বলিলাম, "না, মিস্ মাউচার, তাহার নাম এমিলি।"

মিস্ মাউচার এমনভাবে "আঃ" "ও "হুম্" করিল যে, আমার তাহা ভাল বোধ হইল না। আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম, "মেয়েটি যেমন সুন্দরী, তেমনই ধর্ম্মবুদ্ধিশালিনী। সে এখন বাগ্‌দত্তা। যার সঙ্গে তার বিয়ে হবে, সে পুরুষটি তারই উপযুক্ত এবং উভয়ের জীবনযাত্রার আদর্শ এক রকমের। আমি তাহার সৌন্দর্য্যের যেমন ভক্ত, তেমনই তার সুবুদ্ধিরও অনুরাগী।"

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "ঠিক বলেছ। এখন এই ফতিমা বিবির কৌতূহলের আমি নিবৃত্তি করব। শুধু অনুমান করতে দেব না। এখন মেয়েটি ওমার ও জোরামের দোকানে কাজ করে। শুনছ, মিস্ মাউচার? ওমার এণ্ড জোরাম। যার সঙ্গে বিয়ে হবে, তার ডাকনাম হ্যাম্—হ্যাম্ পেগটী। নৌকা তৈয়ারী কাজ করে। মেয়েটি যে আত্মীয়ের বাড়ী থাকে, তার নাম পেগটী। জেলের কাজ—মাছ ধরার কাজ করে। মেয়েটি সত্যি সুন্দরী। আমার বন্ধুর মত আমিও তাকে প্রশংসা করি। আমার এক এক সময় মনে হয়—সে যদি ভদ্রমহিলা হয়ে জন্মগ্রহণ করত। তার যে বিয়ে হচ্ছে, সেটা আমার পছন্দমত নয়।—মেয়েটি নিজেকে বিসর্জ্জন দিচ্ছে।"

মিস্ মাউচার সমস্ত কথা কাণ পাতিয়া শুনিল। তার পর বলিল, "খুব বড় কাহিনী। গল্পটার শেষ হওয়া উচিত। অতঃপর তাহারা সুখে বসবাস করিতে লাগিল, কেমন তাই নয় কি? আমি প্রেমপাত্রকে ভালবাসি, তাতে একটা 'ই' অক্ষর আছে। কারণ, সে মনপ্রাণ-হরণের যোগ্য। আমি তাকে ঘৃণা করি, কারণ, সে অন্যের বাগ্‌দত্তা। তার নাম এমিলি, তাকে নিয়ে উধাও হবার কল্পনা ছিল। সে পূর্ব্ব-ভাগে বাস করে। হা, হা, হা, মিঃ কপারফিল্ড, আমি পরিবর্ত্তনশীল নই?"

তাহার পর সে আমাকে কেশপ্রসাধনের জন্য অনুরোধ করিল। আমি তাহাতে রাজি হইলাম না। বলিলাম যে, আপাততঃ প্রয়োজন নাই, পরে দেখা যাইবে।

অগত্যা মিস্ মাউচার নিজের জিনিষপত্র গুছাইয়া লইল।

মিস্ মাউচার বিদায়ের পূর্ব্বে বলিল, "আমি এখন চ'লে যাচ্ছি। তোমার বুক ভেঙ্গে দিয়ে যেতে হবে, কি করব উপায় নেই। এখন যত সাহস আছে, সব সংগ্রহ করলেও সহ্য করবার ক্ষমতা অর্জ্জন কর। মিঃ কপারফিল্ড, বিদায় নরফোকের ঘোড়সওয়ার, সাবধান হয়ে থেক! আমি

এত বাজে ব'কে চলেছি, তার প্রধান হেতুই তোমরা ছ'জন। তোমাদের আমি মাপ কল্লাম! আচ্ছা, শুভরাত্রি!"

সে চলিয়া গেলে ষ্টিয়ারফোর্থ খুব একচোট হাসিয়া লইল। সে হাসির ধাক্কায় আমিও হাস্য সংবরণ করিতে পারিলাম না। অবশ্য হাসিবার প্রকৃত কোনও হেতু আমার সম্মুখে ছিল না। হাস্যবেগ হ্রাস পাইলে, ষ্টিয়ারফোর্থ আমাকে বলিল যে, মিস্ মাউচার সকল লোকের সঙ্গেই পরিচিত। সকল স্থানেই উহার গতিবিধি আছে।

আমি বিদায় লইয়া মিঃ বার্কিসের বাড়ী আসিলাম। সেখানে হ্যামকে পদচারণ করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তার পর যখন শুনিলাম, তাহার সহিত এমিলিও আসিয়াছে, তখন বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইল। হ্যাম্ বলিল, এমিলি বাড়ীর ভিতরে গিয়াছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে কেন ভিতরে না গিয়া বাহিরে বেড়াইতেছে?

সে বলিল, "মাষ্টার ডেভি, এমিলি এখানে এক জনের সঙ্গে নির্জ্জনে কথা বল্‌ছে, তাই আমি ভিতরে যাইনি।"

হাসিয়া বলিলাম, "আমার সে কথা বোঝাই উচিত ছিল। কারণ না থাক্‌লে তুমি এখানে এ সময়ে আসতে না।"

হ্যাম্ বলিল, "মাষ্টার ডেভি, ব্যাপারটা বুঝে দেখ। একটি যুবতী মেয়ে—এই মেয়েটি এমিলিকে আগেই জান্‌ত, সেই মেয়েটিই এসেছে। তার সঙ্গেই এমিলি কথা কইছে।"

কথাটা শুনিবামাত্র পথের দৃশ্য সেই ছায়ামূর্ত্তির কথা মনে পড়িল। আমি বলিলাম, "হ্যাম্, মেয়েটিকে যেন আমি দেখেছি। পথে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবার পর সেই মেয়েটিকে দেখেছিলাম।"

হ্যাম্ বলিল, "হ্যাঁ, আমাদের লক্ষ্য ক'রেই সে পথে বেরিয়েছিল। আমি তখন কিছু জান্‌তে পারিনি, স্যার্। তার পর সে আস্তে আস্তে পেছু থেকে এসে এমিলিকে বল্‌লে, 'যীশুর দোহাই, নারীর অন্তর দিয়ে একবার আমার দিকে ফিরে তাকাও। আমিও এক সময় তোমার মত ছিলাম।' এ কথা শুনে চুপ ক'রে থাকা যায় না।"

"ঠিক কথা, হ্যাম্। তার পর এমিলি কি কর্‌লে?"

"এমিলি বললে, 'এ কি, তুমি মার্থা? সত্যি কি তুমি?'—তারা ছ'জনে বরাবর এক জায়গায় ব'সে কাজ ক'রে এসেছে। মিঃ ওমারের বাড়ী দু'জনেই কাজ করত।"

আমি বলিয়া উঠিলাম, "তাকে আমি চিন্‌তে পেরেছি। তাকে ভাল ক'রেই চিনেছি।" বাস্তবিক মিঃ ওমারের দোকানে প্রথম যখন যাই, সেই সময় বালিকা মার্থাকে তথায় দেখিয়াছিলাম।

হ্যাম বলিল, "মার্থা এন্‌ডেল। এমিলির চাইতে দু তিন বছরের বড় হবে। একই স্কুলে দু'জনে পড়ত।"

আমি বলিলাম, "নাম আমি জান্‌তাম না।"

হ্যাম বলিল, "এমিলি মার্থার সঙ্গে কথা বল্‌তে চায়, কিন্তু তার মামার ওখানে হবে না। কারণ, এমিলিকে মার্থার কাছে ব'সে থাক্‌তে তার মামা দেবেন না। তার যতই দয়ার শরীর হোক্ না কেন, এমিলি জান্‌ত, তা হবে না। কাজেই এমিলি পেন্‌সিলে তাকে এক টুকরা কাগজে লিখে দিলে—এখানে তার মাসীর বাড়ী যেন আসে। মিসেস্ বার্কিস্ তার চিঠি পেলে মার্থাকে যত্ন ক'রে বসাবেন, তার পর সে এখানে আস্‌বে—কথা হবে। তার পর এমিলি আমাকে অনুরোধ করলে, তাকে এখানে আন্‌তে হবে। আমি কি না ক'রে পারি, মাষ্টার ডেভি? তাকে আমার অদেয় কিছুই নেই।"

সে নিজের বক্ষোদেশে জামার পকেটে রক্ষিত একটি ছোট মুদ্রাধার বাহির করিল।

"মাষ্টার ডেভি, তার চোখে জল—আমি কি তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারি? তার পর এই মুদ্রার থলিটা আমার হাতে যখন রাখতে দিলে, তখন আর কি আপত্তি করা চলে? আমার এমিলিকে আমি দিতে পারিনে, এমন কিছু নেই।"

আমি তাহাকে সাগ্রহে ঝাঁকি দিলাম। এ কথা শুনিয়া আমার মন খুসীতে ভরিয়া উঠিল।

এমন সময় দরজা খুলিয়া গেল। পেগটী বাহিরে আসিয়া হাতছানি দিয়া হ্যামকে আহ্বান করিল। আমি বাহিরেই থাকিতাম, কিন্তু সেও আমাকে ভিতরে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল। উপায় নাই দেখিয়া আমিও ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

তরুণীটি সেই বটে। সে মাটীতে অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসিয়াছিল। তাহার একখানি বাহু ও মাথা চেয়ারের উপর সংস্থাপিত। কল্পনা করিলাম, এতক্ষণ এমিলির ক্রোড়েই মার্থার মস্তক ছিল, আমরা আসিতেই বর্ত্তমান অবস্থায় আছে। তরুণীর মুখ ভাল দেখা গেল না। এলায়িত কেশগুচ্ছ তাহার মুখের অনেকটা অংশ ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। সে যে যুবতী এবং সুন্দরী, তাহা আমি বুঝিলাম।

এমিলি হ্যামকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "মার্থা লণ্ডনে যেতে চায়।"

হ্যাম বলিল, "কেন, লণ্ডনে কেন?"

সে ভূমিতলে অবলুণ্ঠিতা তরুণীর দিকে চাহিল—তাহার মুখে অনুকম্পার রেখা।

মার্থা বলিয়া উঠিল, "এখানে থাকা চলে না, তাই লণ্ডন। সেখানে আমাকে কেউ চিন্‌বে না। এখানে সকলেই চেনে।"

হ্যাম্ প্রশ্ন করিল, "সেখানে মার্থা কি করবে?"

এমিলি বলিল, "সেখানে ভালভাবে থাক্‌বার চেষ্টা করবে। আমাদের কাছে ও কি বলেছে, তা ত তোমরা শোননি। জান কি, মাসী-মা?"

পেগটী করুণভাবে মাথা নাড়িল।

মার্থা বলিল, "তোমরা যদি আমাকে এখান থেকে সরিয়ে দাও, আমি চেষ্টা করব। এখানে যা করেছি,

তার চেয়ে খারাপ কাজ সেখানে করতে পারব না। হয় ত ভাল হয়ে যাব। এখান থেকে আমাকে সরিয়ে দাও—সরিয়ে দাও! এখানকার সকলেই আমাকে ছেলেবেলা থেকে চেনে যে!"

এমিলি হাত বাড়াইল। হ্যাম্ তাহার হাতে মুদ্রাধারটি অর্পণ করিল। এমিলি নিজের অর্থ মনে করিয়া উহা লইয়া এক পা আগাইয়া গেল। তার পর কি ভাবিয়া সে হ্যামের কাছে ফিরিয়া আসিল। হ্যাম্ তখন আমার পাশে দাঁড়াইয়া।

হ্যাম্ বলিল, "এমিলি, ও সবই তোমার। জগতে আমার যা কিছু আছে, সবই তোমার, এমিলি। তোমার কাজে যা না লাগবে, তাতে আমার কোন আনন্দ নেই!"

এমিলির নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল। সে মুখ ফিরাইয়া মার্থার কাছে গেল। সে তাহাকে কি অর্থ প্রদান করিল, তাহা আমি জানি না। সে মার্থার উপর নত হইয়া তাহার বুকের জামার কাপড়ের মধ্যে কি দিল। কাণে কাণে কি কথা বলিল। মার্থা অস্ফুট স্বরে বলিল, "ওতে যথেষ্ট হবে।" তার পর এমিলির করপল্লব গ্রহণ করিয়া তাহাতে চুমা দিল।

তার পর মার্থা উঠিয়া দাঁড়াইল, গাত্রবস্ত্রে শরীর আচ্ছাদিত করিল। সে তখনও কাঁদিতেছিল। তার পর ধীরে ধীরে দরজার দিকে আগাইয়া গেল।

হ্যাম্ এমিলির স্কন্ধদেশে মৃদু করাঘাত করিয়া বলিল, "কেঁদ না এমিলি! শান্ত হও, কেঁদ না।"

কাঁদিতে কাঁদিতে এমিলি বলিল, "ও, হ্যাম্! যেমন ভাল মেয়ে আমার হওয়া উচিত, আমি তা নই। কখনো কখনো মনে হয়, আমার যতখানি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, তা আমি হই না, ভুলে যাই।"

হ্যাম্ তাহাতে বাধা দিল। কিন্তু এমিলি বলিয়া চলিল, "না, না, না! আমি ভাল মেয়ে নই—যেমন হওয়া উচিত, তেমন মেয়ে নই!"

সে এমন ভাবে কাঁদিতে লাগিল যেন, এখনই তাহার বুক ভাঙ্গিয়া যাইবে।

ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে সে বলিল, "তোমার ভালবাসার উপর আমি বেশী জোর খাটাই। আমি সে জানি। মাঝে মাঝে তোমার উপর বিরূপ হই। তোমার সম্বন্ধে আমার ব্যবহারের পরিবর্ত্তনও হয়। অথচ তা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু তোমার পরিবর্ত্তন নেই। কেন আমার মনের এ পরিবর্ত্তন ঘটে? অথচ আমি জানি, তোমাকে সুখী করাই আমার কাজ—তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকাই আমার ধর্ম্ম!"

হ্যাম্ বলিল, "তুমি ত সকল সময়েই আমাকে আনন্দ দিয়ে থাক। তোমাকে দেখ্‌লেই আমি আনন্দ পাই। তোমার চিন্তাতেই সুখে আমার সমস্ত দিন কেটে যায়।"

এমিলি বলিল, "ওটা পর্য্যাপ্ত নয়! তুমি ভাল বলেই সব ভাল দেখ, কিন্তু আমি ভাল নই। যদি আরও কোন ভাল মেয়ে তোমাকে ভালবাস্‌ত, তবেই তোমার ভাগ্য ভাল হ'ত। আমি তোমার যোগ্য নই। আরও ভাল মেয়ে তোমায় পাবার উপযুক্ত!"

"মার্থা তোমার মনকে বিকল ক'রে গেছে, এমিলি!"

"মাসীমা, তুমি আমার কাছে এস। আজ আমার বড় দুঃখবোধ হচ্ছে। যে রকম হওয়া উচিত, তেমন ভাল মেয়ে আমি নই। আমি জানি, তা আমি নই।"

পেগটী এমিলিকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"মাসীমা, আমায় সাহায্য কর, রক্ষা কর। হ্যাম্ প্রিয়তম, তুমি আমার সহায় হও। মিঃ ডেভিড, ছেলেবেলার কথা মনে ক'রে আমায় সাহায্য কর! আমি যা আছি, তার চেয়ে ভাল মেয়ে হ'তে চাই। ভাল লোকের সহধর্ম্মিণী হওয়া যে কত ভাগ্যের কথা, আমি তা ভাল ক'রে বুঝতে চাই। শান্তিতে আমি থাক্‌তে চাই।"

পেগটীর বুকে সে তাহার মাথা রাখিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিল। পেগটী তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে এমিলি প্রকৃতিস্থ হইল। আমরাও তাহাকে মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা দিলাম। উৎসাহ দিতে লাগিলাম। ক্রমে সে মাথা তুলিয়া আমাদের সহিত কথা কহিতে আরম্ভ করিল।

ক্রমে তাহার মুখে মৃদু হাস্যরেখা উদ্ভাসিত হইল। উচ্চহাস্যও ক্রমে তাহার কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল। তার পর সলজ্জভাবে সে উঠিয়া বসিল। পেগটী তাহার মুখ ধোয়াইয়া দিল। পাছে ক্রন্দনচিহ্ন দেখিয়া তাহার মাতুল কারণ অনুসন্ধান করে, এজন্য এই সতর্কতা।

দেখিলাম, নির্দ্দোষভাবে সে তাহার ভাবী স্বামীর গণ্ডদেশে চুম্বনরেখা মুদ্রিত করিল। তাহার দেহের আশ্রয়ে আপনাকে নিরাপদে রাখিবার জন্য কাছে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষীণ চন্দ্রালোকে যখন তাহারা পথে বাহির হইল, আমি তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলাম। দেখিলাম, এমিলি হ্যামের বাহু দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া চলিয়াছে।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রভাতে জাগ্রত হইয়া পুনঃ পুনঃ এমিলির উত্তেজনার কথা মনে পড়িল। তাহার কোমলতা, মানসিক দুর্ব্বলতার কোন কথা আমি ষ্টিয়ারফোর্থকে বলিতে পারিলাম না, বলা অসঙ্গত বলিয়া মনে করিলাম। আমি শৈশব হইতেই তাহার প্রতি আসক্ত—তাহার স্মৃতি সারাজীবন আমার মনে থাকিবে। আমার শৈশবের এই ক্রীড়া-সঙ্গিনীর মানসিক দুর্ব্বলতার কথা নিজের বুকের মধ্যেই রাখিলাম। ইহাতে তাহার স্মৃতি আমার মনে আরও অভিনব মহিমায় ফুটিয়া উঠিল।

প্রাতরাশের সময় একখানা পত্র পাইলাম। পিতামহী আমাকে লিখিয়াছেন। পত্রে যে বিষয়ের উল্লেখ ছিল, সে সম্বন্ধে ষ্টিয়ারফোর্থের পরামর্শ লইব স্থির করিলাম। তবে এখন নহে—পথে এ বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে। এখন বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট হইতে বিদায়ের পালা সারিয়া লইতে হইবে। মিঃ বার্কিস্ আমার বিদায়ে অত্যন্ত বিমর্ষ হইল। যদি আর দুই দিন আমি থাকিতে চাহিতাম, তবে মিঃ বার্কিস্ হয় ত আর একখানা গিনি বাহির করিয়া আমার জন্য ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইত না। পেগটী এবং তাহার আত্মীয়-স্বজন সকলেই আমাদের বিদায়ে বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। ওমার ও জোরামের প্রত্যেক ব্যক্তি আমাদের বিদায়-ক্ষণে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। নৌকার বহু জালুক স্বেচ্ছাসেবক আমাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

আমরা গাড়ীতে উঠিলাম। লিটিমার সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল। আমি তাহাকে বলিলাম, "তুমি কি এখানে বেশী দিন থাক্‌বে, লিটিমার?"

সে বলিল, "না, স্যার, বেশী দিন নয়।"

ষ্টিয়ারফোর্থ উপেক্ষাভরে বলিল, "এখনি যেতে পাচ্ছি না, এ কথাটা ও বল্‌তে পারলে না। ও জানে, এখানে ওর কি কাজ আছে, আর তা ও করবেই।"

আমি বলিলাম, "তা জানি, ও নিশ্চয় করবে।"

লিটিমার তাহার সম্বন্ধে আমার সদভিপ্রায় বুঝিয়া সে আমাকে টুপী স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিল। আমাদের গাড়ী যতক্ষণ দেখা গেল, সে প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ আমরা উভয়েই নীরব রহিলাম। ষ্টিয়ারফোর্থকে অস্বাভাবিকভাবে নীরব দেখিলাম। আমিও আমার নিজের চিন্তায় বিব্রত হইয়া চুপ করিয়া রহিলাম। খানিক পরে ষ্টিয়ারফোর্থ আবার আত্মস্থ হইল। সে আমার বাহু আকর্ষণ করিয়া বলিল "কথা কও, ডেজি। সকালবেলা প্রাতরাশের সময় কি একখানা চিঠির কথা বল্‌ছিলে না?"

পকেট হইতে পত্রখানা বাহির করিয়া বলিলাম, "ঠাকুরমা এই চিঠি লিখেছেন।"

"কি লিখেছেন, কি পরামর্শ চাও তুমি? দেখি, তিনি কি লিখেছেন?" বলিয়া ষ্টিয়ারফোর্থ চিঠি পড়িতে লাগিল। তার পর বলিল, "তাঁর অভিপ্রায় কি?"

"আমাকে প্রোক্টর হবার জন্য তিনি বল্‌ছেন।"

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "তা তুমি যা খুসী করতে পার।"

আমি বলিলাম, "প্রোক্টরের কাজটা কি, ষ্টিয়ারফোর্থ?"

"অনেকটা এটর্ণীগিরির কাজ। আইন-ব্যবসায়ীর কাজ আর কি।"

এই বিষয় লইয়া অনেক আলোচনা আমাদের মধ্যে হইল। আমি তাহাকে বলিলাম যে, পিতামহী লণ্ডনে একটা বাসা ভাড়া লইয়া আমার প্রতীক্ষায় আছেন। সেখানে আমাকে যাইতে হইবে। তার পর দেখা যাক, কি কাজ লওয়া যায়।

ক্রমে আমরা যাত্রা শেষ করিলাম। ষ্টিয়ারফোর্থ বিদায় লইয়া বাড়ী চলিয়া গেল। এক দিন পরে আবার আমাদের সাক্ষাৎ হইবে।

ঠাকুরমা আমাকে পাইয়া বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। হাসিবার চেষ্টা করিয়া তিনি বলিলেন যে, আজ আমার মা যদি বাঁচিয়া থাকিতেন, আমাকে পাইয়া তিনি কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিতেন।

আমি বলিলাম, "ঠাকুরমা, মিঃ ডিক্‌কে কোথায় রেখে এলেন? এই যে জেনেট, তুমি কেমন আছ?"

পিতামহী বলিলেন, "মিঃ ডিক্‌কে রেখে এসেছি, সে জন্য আমিও দুঃখিত। এখানে এসে অবধি আমার মনে শান্তি নেই, ট্রট।"

কারণ জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই তিনি বলিলেন, "আমি জানি, ডিকের মোটেই চরিত্রের দৃঢ়তা নেই। গাধার দলকে তাড়াতে সে পারবে না। জেনেটকে রেখে এলেই ভাল হ'ত। এত অশান্তি মনে জাগত না।"

আমি তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেও তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না।

তার পর আহারের আয়োজন হইল। ঠাকুরমা সহরের কোন জিনিসই পছন্দ করেন না। যাহা হউক, আহার-শেষে ঠাকুরমা বলিলেন, "তার পর কাজের কথা কি ভেবে দেখেছ?"

আমি বলিলাম, "ভেবে দেখেছি, ঠাকুরমা। ষ্টিয়ারফোর্থের সঙ্গে পরামর্শ করেছি। ঐ ব্যবসাই আমি সানন্দে বরণ ক'রে নেব।"

পিতামহী আনন্দে উল্লসিত হইয়া বলিলেন, "খুব ভাল কথা।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু এতে খরচ ত লাগবে।"

পিতামহী বলিলেন, "তা লাগবে। তোমাকে শিখতে হ'লে হাজার পাউণ্ড খরচ লাগবে।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু এত টাকা খরচ করা কি সোজা? সে জন্য আমার মনে বড় উৎকণ্ঠা হয়েছে। আপনি আমার জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করেছেন, যখন যা দরকার, মুক্তহস্তে দিয়েছেন। কিন্তু যদি অন্য পথে কাজ করা যায়, তা কি ভাল নয়? এত টাকা ব্যয় করা কি সঙ্গত? আমার জন্য এত টাকা ব্যয় করবার শক্তি আপনার আছে কি না, জানি না, তার পর সেটা করা উচিত হবে কি না, তাও ভেবে দেখা দরকার। আপনি আমার দ্বিতীয় মাতা, আপনি ভাল ক'রে ভেবে দেখুন।"

পিতামহী টোষ্টটুকু ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া আহার করিতে-ছিলেন এবং আমার কথা মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিলেন। খাওয়া শেষ হইলে তিনি বলিলেন, "ট্রট্, বৎস, আমার

জীবনে যদি কোন লক্ষ্য থাকে, তা হ'লে তোমাকে বিজ্ঞ, ভদ্র, সৎ এবং সুখী দেখে যাওয়াই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। এ জন্য আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ডিকের মতও তাই।"

মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া তিনি বলিয়া চলিলেন, "অতীতকে স্মরণ করায় কোন লাভ এখন নেই। হয় ত আমি তোমার বাবার বিশেষ বন্ধু-আত্মীয়ের কাজ করতে পারতাম। হয় ত তোমার বেচারা মাকেও আমি ভালভাবে সাহায্য করতে পারতাম—বেট্‌সি ট্রটউডকে পাইনি ব'লে হতাশ হলেও, হয় ত তার জন্য অনেক কিছু করতে পারতাম। তুমি যখন পালিয়ে এসেছিলে—ছিন্নবস্ত্রে, ধূলিমলিন-দেহে, অসহায়ভাবে আমার কাছে এসেছিলে, তখন ঐ সব কথা আমার মনে হয়েছিল। সে সময় থেকে এ পর্য্যন্ত তুমি আমার আনন্দ, গর্ব্ব ও গৌরবের বিষয় হয়েছ। আমার যা কিছু অর্থ আছে, তার উপর আর কোন বিষয়ের কোন স্বত্বই নেই। তুমি আমার পালক-পুত্র—তোমার ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তোলাই আমার একমাত্র লক্ষ্য। শুধু আমার এই বুড়া বয়সে তুমি আমাকে ভালবেস, এইটুকু আমি চাই। আর আমার খেয়ালগুলো মেনে চলো। তা হ'লেই জানবে, তোমার এই বুড়া ঠাকুরমা খুসী হবে। প্রথম জীবনে সে মোটেই সুখ-আনন্দ পায়নি। সে শুধু দুঃখই পেয়েছিল।"

পিতামহীকে আজ সর্ব্বপ্রথম তাঁহার অতীত জীবনের কথার ইঙ্গিত দিতে শুনিলাম।

তিনি আবার বলিলেন, "এখন আমাদের মধ্যে বোঝা-পড়া সবই হয়ে গেল। আর এ সম্বন্ধে কোন আলোচনার দরকার নেই। আমায় একটা চুমা দাও। তার পর আমরা কাল প্রাতরাশের পর কমন্সে যাব।"

শয়নের পূর্ব্বে আমাদের অনেক কথার আলোচনা হইল। পিতামহী যে ঘরে শয়ন করিতেন, তাহার পাশের ঘরেই আমার শয্যা রচিত হইয়াছিল। রাত্রিতে মাঝে মাঝে তিনি আমার দরজায় করাঘাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি এঞ্জিনের শব্দ পাইতেছি কি না। দূরে ভাড়াটিয়া গাড়ীর শব্দেই তিনি ভাবিতেছিলেন, সহরে আগুন লাগিয়াছে, তাই বুঝি দমকল চলিয়াছে। যাহা হউক, শেষ রাত্রির দিকে তিনি নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইলেন। আমারও ঘুম আসিল।

দ্বিপ্রহরে আমরা 'মেসার্স স্পেন্‌লো এণ্ড জর্কিন্স'এর কার্য্যালয়ে চলিলাম। 'ডক্টরস্ কমন্স'এ তাঁহাদের আপিস। সহরের লোক পকেট কাটে বলিয়া পিতামহী তাঁহার মুদ্রাধার আমার কাছে রাখিতে দিয়াছিলেন। তাহাতে দশখানি স্বর্ণমুদ্রা ও কিছু খুচরা টাকা ছিল।

ফ্লিট ষ্ট্রীটের একটি খেলানার দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমরা সেণ্ট ডনষ্টানের ঘড়ীর দিকে চাহিলাম। ১২টার সময় আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিব, এইরূপ স্থির ছিল। আমরা লড্‌গেট হিলের অভিমুখে চলিয়াছি, এমন সময় দেখিলাম, পিতামহীর গতিবেগ দ্রুততর হইয়াছে। বোধ হইল, তিনি যেন ভীত হইয়াছেন। আমি সেই সময়েই দেখিলাম যে, এক জন লোক—তাহার পরিধেয় ভদ্রজনোচিত নহে—পথের মাঝে দাঁড়াইয়া আমাদিগের দিকে চাহিয়া আছে। শুধু তাহাই নহে, ঠাকুরমার কাছে আসিয়া পড়িয়াছে।

ভীতকণ্ঠে মৃদুস্বরে পিতামহী বলিলেন, "ট্রট্, ট্রট্, আমি কি যে করব, ভেবে পাচ্ছি না।" তিনি আমার বাহু চাপিয়া ধরিলেন।

আমি বলিলাম, "ভয় পাবেন না। ভয়ের কারণ কই? এই দোকানটার ভেতর আসুন। এখনই লোকটার নজর এড়িয়ে যাব।"

তিনি বলিলেন, "না, বাছা, না! ওর সঙ্গে খবরদার কথা বলবে না। আমি তোমাকে অনুরোধ করছি—আদেশ করছি!"

আমি বলিলাম, "হা ভগবান্! ঠাকুরমা, ও একটা ভিখিরী বই আর কিছুই নয় ত!"

পিতামহী বলিলেন, "ও যে কে, তা তুমি জান না! ওর পরিচয় তোমার জানা নেই। তাই তুমি যা তা বলছ!"

একটি বাড়ীর ফাঁকা দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আমাদের এই কথা হইতেছিল। লোকটাও তখন চলিতে চলিতে থামিয়া পড়িয়াছিল।

পিতামহী বলিলেন, "ওর দিকে তাকিও না। আমাকে তাড়াতাড়ি একখানা গাড়ী ভাড়া ক'রে এনে দাও। তার পর সেণ্ট পল গির্জ্জার ধারে আমার প্রতীক্ষায় থেকো।"

আমি বলিলাম, "আপনার জন্য প্রতীক্ষা ক'রে থাকবো?"

"হাঁ। আমি একলাই যাব। ওর সঙ্গে আমাকে যেতেই হবে।"

আমি বলিলাম, "ওর সঙ্গে? এই লোকটার সঙ্গে আপনি যাবেন?"

তিনি বলিলেন, "আমার জ্ঞান ঠিক আছে। আমি বলছি, আমাকে যেতেই হবে। যাও, একখানা গাড়ী ডাক।"

আমি অতিমাত্রায় বিস্মিত হইলেও, পিতামহীর আদেশ পালন না করিয়া পারিলাম না। কিছু দূর গিয়া একটা ভাড়াটিয়া গাড়ী খালি যাইতে দেখিয়া তাহাকে ডাকিলাম। পিতামহী তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিলেন। লোকটাও তাঁহার অনুসরণ করিল। পিতামহী আমাকে হাত দেখাইয়া অগ্রসর হইতে বলিলেন। বিস্ময়ে অভিভূত হইলেও আমি তাঁহার নির্দ্দেশ পালন করিলাম। সেই সময় তিনি গাড়োয়ানকে বলিতেছেন, শুনিলাম, "যেখানে ইচ্ছা হাঁকাও। সোজা গাড়ী চালাও!" গাড়ী আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল।

মিঃ ডিক কিছু দিন পূর্ব্বে আমায় যে ঘটনার কথা বলিয়াছিলেন, আজ তাহা মনে পড়িল। না, মিঃ ডিক্ কল্পনানেত্রে সে ঘটনা দেখেন নাই। আমি স্থির করিলাম,

এ ব্যক্তি সেই একই লোক। জানি না, এই ব্যক্তি ঠাকুরমার উপর কি করিয়া প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। নির্দ্দিষ্ট স্থানে আধ ঘণ্টাকাল অপেক্ষা করিবার পর দেখিলাম, সেই গাড়ীখানা আসিতেছে। গাড়োয়ান আমাকে দেখিয়াই গাড়ী থামাইল। ঠাকুরমা ভিতরেই বসিয়া আছেন।

তাঁহার উত্তেজনা তখনও সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয় নাই। আমি গাড়ীতে উঠিলে তিনি গাড়োয়ানকে খানিকক্ষণ ধীরে ধীরে গাড়ী চালাইতে বলিলেন। তিনি প্রকৃতিস্থ হইতে আরও একটু সময় চাহেন, বুঝিলাম। তিনি শুধু আমাকে এইটুকু বলিলেন, "বৎস, এ বিষয়ে তুমি আমার কাছে কিছু জান্‌তে চেয়ো না। এ সম্বন্ধে কোন দিন আলোচনাও করো না।" খানিক পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, এইবার যেখানে যাইতেছিলাম, সেখানে যাইতে পারি। মুদ্রাধারটা তিনি আমাকে পুনরায় ফিরাইয়া দিলেন। দেখিলাম, তাহার মধ্যে যতগুলি স্বর্ণমুদ্রা ছিল, একটিও নাই, শুধু রূপার চাকতিগুলিই আছে।

'ডক্টরস্ কমন্স'এ পৌঁছিলাম। 'স্পেন্‌লো এণ্ড জর্কিন্স'এর আপিসে যাইবামাত্র মিঃ স্পেন্‌লোর ঘরে আমাকে ও ঠাকুরমাকে লইয়া গেল। তিনি তখন ঘরে ছিলেন না। তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান হইল।

মিঃ স্পেন্‌লো আসিলেন। তাঁহার বেশভূষা পরিচ্ছন্ন, বুকে মোটা ভারী সোণার চেন। লোকটির সহিত পরিচয় হইলে তিনি বলিলেন যে, পিতামহীর সঙ্গে পূর্ব্বেই তাঁহার আলোচনা হইয়াছিল। এখানে এক জন আর্টিকেল-ক্লার্ক খালি হওয়ায় তিনি আমার নাম প্রস্তাব করেন। মিঃ স্পেনলো তাহাতে স্বীকৃত হন।

তবে হাজার পাউণ্ড প্রিমিয়ম আমাকে দিতে হইবে। তাহার এক কপর্দ্দক কমে হইবে না। বিশেষতঃ তাঁহার অংশীদার মিঃ জর্কিন্স এ বিষয়ে ভারী কড়া। যাহা হউক, অনেক আলোচনার পর স্থির হইল যে, আমি যত শীঘ্র ইচ্ছা শিক্ষানবিশী কার্য্যে লাগিয়া যাইতে পারি। ঠাকুরমাকে আর লণ্ডনে থাকিতে হইবে না। সর্ত্তের দলিল, তাঁহার কাছে যথাসময়ে স্বাক্ষরের জন্য প্রেরণ করা হইবে।

তার পর মিঃ স্পেন্‌লো আদালত-ঘরগুলি দেখাইয়া আনিলেন। কোথায় কি কার্য্য হয়, তাহাও মোটামুটি বুঝাইয়া দিলেন। সব দেখা-শুনা করিয়া আমি ঠাকুরমার কাছে ফিরিয়া আসিলাম।

সেখান হইতে বাহির হইয়া চলিতে লাগিলাম। এখন আমি কোথায় বাসা লইয়া থাকিব, তাহারই আলোচনা ঠাকুরমা করিতে লাগিলেন। তিনি ডোভারে ফিরিবার জন্য এত ব্যস্ত যে, আমি বলিলাম, আমার জন্য তাঁহার চিন্তা নাই দেখিয়া শুনিয়া থাকিবার একটা জায়গা খুঁজিয়া লওয়া যাইবে।

ঠাকুরমা তাঁহার পকেট হইতে এক টুকরা কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন, "এক সপ্তাহ এখনও হয়নি, এখানে এসেছি। এর মধ্যে তোমার থাকার কথাও ভেবে দেখেছি। এডেল্‌ফিতে একটি ঘর ভাড়া পাওয়া যাবে, সে ঘরে তোমার বেশ চলবে।" এই বলিয়া তিনি বিজ্ঞাপনের কর্ত্তিত অংশটুকু আমার হাতে দিলেন।

বিজ্ঞাপনটি পড়িয়া আমি বলিলাম, "ঠাকুরমা, এখানেই খুব ভাল থাকা যাবে। যে রকম বর্ণনা, তাতে আমার কোন অসুবিধা হবে না।"

পিতামহী বলিলেন, "তা হ'লে চল, এখনই গিয়ে বাসাটা দেখে ঠিক ক'রে আসি।"

নির্দ্দিষ্ট স্থানের দিকে চলিলাম। মিসেস্ ক্রুপ নামক কোনও মহিলার কাছে আবেদন করিবার কথা বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল। সন্ধান করিবার পর একটি স্থূলকায়া মহিলা আসিলেন।

পিতামহী বলিলেন, "অনুগ্রহ ক'রে ঘর দেখান ত, ম্যাডাম্!"

মিসেস্ ক্রুপ বলিলেন, "এই ভদ্রলোকটির জন্য?"

"হ্যাঁ, আমার পৌত্রের জন্য।"

নদীর ধারে বাড়ী। উপরতলায় ঘর। আসবাবগুলি মলিন হইলেও, আমার প্রয়োজনের পক্ষে নিন্দনীয় নহে। ঘর দেখিয়া আমার পছন্দ হওয়ায়, ঠাকুরমা উক্ত মহিলাটির সঙ্গে ভাড়ার বন্দোবস্ত করিতে কক্ষান্তরে গেলেন।

পিতামহী ও বাড়ীওয়ালী ফিরিয়া আসিলেন। বুঝিলাম, দরদস্তর উভয়ের পক্ষেই গ্রহণীয় হইয়াছে। ঠাকুরমা বলিলেন, "এ সকল জিনিষ ঘরের শেষ মালিকের ছিল বোধ হয়?"

মিসেস্ ক্রুপ বলিলেন, "হ্যাঁ, ম্যাডাম্।"

"তাঁর কি হয়েছে?"

মিসেস্ ক্রুপ কাসিয়া ঘামিয়া অবশেষে জানাইলেন, শেষ ভাড়াটিয়াটি মারা গিয়াছে।

ঠাকুরমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মৃত্যু হইল কি রোগে?"

"ভারী মাতাল ছিল, আর অত্যন্ত ধূমপান করত।"

"যাক, ছোঁয়াচে ব্যায়রাম নয়। কি বল, ট্রট্?"

আমি বলিলাম, "না, তা নয়।"

পিতামহী বলিলেন যে, আপাততঃ এক মাসের ভাড়া লওয়া হইল। যদি ভাল লাগে, তবে বারো মাস এখানে থাকা হইবে। মিসেস্ ক্রুপ জানাইলেন, নিজের ছেলের মত তিনি আমাকে যত্ন করিবেন। আহারাদির বন্দোবস্ত তিনিই করিয়া দিবেন।

পরদিবস আমি ঐ বাসায় আসিব স্থির হইল। আমার দ্রব্যাদি পাঠাইবার ভার পিতামহী লইলেন। আগনেস্‌কে এক দীর্ঘ পত্র লিখিলাম, ঠাকুরমা সে পত্র স্বয়ং আগনেস্‌কে দিবেন জানাইলেন।

পরদিন ঠাকুরমাকে ডোভারগামী গাড়ীতে তুলিয়া দিলাম। ষ্টিয়ারফোর্থের সহিত তাঁহার দেখা হইল না। কারণ, সে যথাসময়ে আসিতে পারিল না।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

নূতন বাসায় আসিয়া আমার উৎসাহের অন্ত রহিল না। ঘরের আমি মালিক। যখন ইচ্ছা ঘরে আসিব, বাহিরে যাইব, যাহাকে ইচ্ছা আমার গৃহে লইয়া আসিব! এরূপ স্বাধীনতা জীবনে উপভোগ করি নাই। তবে একটা অভাব অনুভব করিলাম, কথা কহিবার লোক নাই। আগনেসের অভাব আমি বিশেষভাবে অনুভব করিতেছি। মিসেস্ ক্রুপকে ডাকিলেই পাওয়া যাইত সত্য; কিন্তু তাঁহার সহিত বসিয়া ত গল্প করা চলে না।

দুই দিন দুই রাত্রি বাস করিবার পর মনে হইল, যেন এক বৎসর এখানে বাস করিতেছি। ষ্টিয়ারফোর্থের দেখা নাই। মনে হইল, সম্ভবতঃ তাহার অসুখ করিয়া থাকিবে। তৃতীয় দিবসে 'কমন্স' হইতে সকাল সকাল বাহির হইয়া আমি হাইগেটে গেলাম। মিসেস্ ষ্টিয়ারফোর্থ আমাকে দেখিয়া ভারী খুসী হইলেন। তিনি বলিলেন, ষ্টিয়ারফোর্থ তাহার অক্সফোর্ডের কোন বন্ধুর সহিত আর এক বন্ধুকে দেখিবার জন্য সেণ্ট আল্‌বান্‌সে গিয়াছে। সম্ভবতঃ আগামী কল্য সে ফিরিয়া আসিবে। এ সংবাদে সেই অক্সফোর্ড-বন্ধুটির উপর আমার ঈর্ষা হইল।

রাত্রি-ভোজের জন্য ষ্টিয়ারফোর্থ-জননী আমাকে থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। এড়াইতে পারিলাম না। সমস্তক্ষণ ষ্টিয়ারফোর্থের কথাই আমরা আলোচনা করিলাম। ইয়ারমাউথের সকলে তাহাকে কিরূপ ভালবাসিয়াছিল, সে কথা জানাইয়া দিলাম। মিস্ ডার্টল আমাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া সমস্ত কথা বাহির করিয়া লইলেন। সেখানে কেমন ভাবে আমাদের দিন কাটিয়াছিল, কি কি ঘটিয়াছিল, সব কথা যতদূর সম্ভব আমার সঙ্গে আলোচনায় তিনি জানিয়া লইলেন। দুইটি মহিলারই সঙ্গ আমার খুব প্রীতিপ্রদ বোধ হইল। বিশেষতঃ, মিস্ ডার্টলের সঙ্গ আরও প্রীতিপ্রদ অনুমান করিলাম। বোধ হইল, তাঁহার সহিত আমি হয় ত প্রেমে পড়িয়া গিয়াছি। যাহা হউক, আমি অবশেষে বিদায় লইয়া নিজ স্থানে ফিরিলাম।

আমি কফিপান করিতেছি এবং কমন্সে যাইবার জন্য কাজের ব্যবস্থা করিতেছি, এমন সময় ষ্টিয়ারফোর্থ আসিয়া হাজির। তাহাকে দেখিয়া আমি আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলাম।

"প্রিয় ষ্টিয়ারফোর্থ, ভেবেছিলাম, তোমার দেখা বুঝি আর পাব না?"

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "আমাকে জোর ক'রে ঠেলে নিয়ে গেল, তা আমি কি করব। বাড়ীতে ফিরবার পরদিনই এই ব্যাপার। বাঃ, ডেজি, তুমি চমৎকার ঘর ঠিক করেছ!"

আমি তাহাকে সব ঘর দেখাইলাম। সে সব দেখিয়া খুবই প্রশংসা করিল। সে বলিল, "দেখ, বন্ধু, ঘর দেখে আমার এমন পছন্দ হয়েছে যে, আমি এখানে এসেই থাক্‌ব। তার পর তুমি আমাকে না তাড়ালে আর যাব না।"

আমি শুনিয়া ভারী আনন্দিত হইলাম। বলিলাম যে, আমি তাহাকে তাড়াইয়া দিব, এই প্রত্যাশায় থাকিলে তাহাকে অনন্তকাল ধরিয়া এখানে থাকিতে হইবে।

তার পর বলিলাম, "এখন প্রাতরাশ কিছু কর। মিসেস্ ক্রুপ কফি ও কিছু মাংস-ভাজা এনে দেবে।" বলিয়া ঘণ্টার রজ্জুতে হাত দিলাম।

ষ্টিয়ারফোর্থ বাধা দিয়া বলিল, "না, না, ঘণ্টা বাজিও না। আমি এখন কিছু খেতে পারব না। কভেণ্ট গার্ডেনে, পিয়াজা হোটেলে এখন আমার প্রাতরাশের নিমন্ত্রণ আছে।"

আমি বলিলাম, "তা হ'লে ডিনারে তোমার নেমন্তন্ন এখানে রৈল।"

"তা হ'তে পারে না। অবশ্য তোমার এখানে খাওয়া আমার বিশেষ প্রার্থনীয়। তবে আমার দুই সহপাঠীর সঙ্গে আমাকে থাক্‌তেই হবে। কাল সকালে আমরা তিন জনই চ'লে যাব।"

"তবে তোমার বন্ধু দুটিকেও এখানে নিয়ে এস। তারা কি এখানে আসবে না ব'লে তোমার মনে হয়?"

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "নিশ্চয় তারা আস্‌বে। কিন্তু তাতে তোমাকে অসুবিধায় ফেলা হবে। তার চেয়ে বরং তুমিই আমাদের সঙ্গে কোন জায়গায় গেলেই ভাল হয়।"

আমি তাহাতে কোনমতেই সম্মত হইলাম না। নিজের ঘর-বাড়ীতে একটু আমোদ করিবার ইচ্ছা আমার হইয়াছিল। সুতরাং এমন সুযোগ ত্যাগ করা যাইতে পারে না। সুতরাং ষ্টিয়ারফোর্থকে রাজি করাইলাম। তাহার দুই বন্ধুকে লইয়া আজই রাত্রিতে এখানে আহারে আসিবে। সন্ধ্যা ৬টার সময় ডিনারের সময় নির্দ্দিষ্ট হইল।

ষ্টিয়ারফোর্থ চলিয়া গেলে আমি মিসেস্ ক্রুপকে ডাকাইলাম এবং তাঁহাকে আমার অভিপ্রায় জানাইলাম। মিসেস্ ক্রুপ বলিলেন যে, আহারের সময় তিনি পরিবেষণ করিতে পারিবেন না, তবে তাঁহার পরিচিত এক জন যুবক আছে, তাহার দ্বারা এ কার্য্য চলিতে পারিবে। তাহাকে স্বীকার করানও কঠিন কাজ হইবে না। তবে পারিশ্রমিকস্বরূপ তাহাকে ৫ শিলিং দিতে হইবে। বকশিস আমি দেই অথবা না দেই, সে স্বতন্ত্র কথা। আমি তাহাতেই সম্মত হইলাম। তার পর মিসেস্ ক্রুপ বলিলেন, রান্না ও জিনিষপত্র ধোয়া সাজান এক জনের কাজ নয়। এজন্য তিনি একটি যুবতীকে সে কাজের ভার দিতে চাহেন। তবে সে জন্য ১৮ পেন্স তাহাকে পারিশ্রমিক দিতে হইবে। আমি তাহাতেও সম্মত হইলাম। তার পর ডিনারের ব্যাপার।

মিসেস্ ক্রুপ যেরূপ ফর্দ্দ দিলেন, তদনুসারে ব্যবস্থা করিতে বলিলাম। খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে বোতল বোতল সুরাও

আনিবার অর্ডার দিলাম। বৈকালে যখন বাসায় ফিরিলাম, দেখিলাম, তাকের উপর অনেকগুলি বোতল সাজান রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া সত্যই আমার ভয় হইল।

ষ্টিয়ারফোর্থের এক জন বন্ধুর নাম গ্রেন্‌গার, অপরটির নাম মার্কহাম। উভয়েই ভারী আমুদে ও মিশুক। গ্রেন্‌গার ষ্টিয়ারফোর্থ অপেক্ষা কিছু বড়। মার্কহামের বয়স বিশ বৎসরের অধিক নহে। সে নিজেকে "মানুষ" বলিয়া উল্লেখ করিত, উত্তম পুরুষের প্রয়োগ করিত না।

সে বলিল, মিঃ কপারফিল্ড, মানুষের এ জায়গাটায় বেশ ভালই কাটে।"

আমি বলিলাম, "মন্দ নয়। ঘরগুলি যেমন বড়, তেমনই সুবিধাজনক।"

ষ্টিয়ারফোর্থ বন্ধুযুগলকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "তোমাদের বেশ ক্ষিদে আছে বোধ হয়?"

মার্কহাম বলিল, "সহরে এলে ক্ষিদে বেড়ে যায় দেখ্‌ছি। সমস্ত দিনই ক্ষুধার আগুন জ্বল্‌ছে। মানুষ দিনরাতই খেয়ে চলেছে।"

আমার বয়স অল্প, এজন্য আমি ষ্টিয়ারফোর্থকেই ভোজন-টেবলে অগ্রণী করিয়া দিলাম। আমি ঠিক তাহার বিপরীত দিকে বসিলাম। আহার চলিতে লাগিল। আহার্য্যাদি সবই ভাল হইয়াছিল। সুরার বোতলগুলির প্রতিও আমরা বিশেষ দৃষ্টিপাত করিলাম। ষ্টিয়ারফোর্থ সকলকেই বেশ আনন্দ দিতে লাগিল। যে যুবকটি পরিবেষণের ভার লইয়াছিল, তাহাকে প্রায় বোতল লইয়া তাহার মুখবিবরে ঢালিয়া দিতে লক্ষ্য করিতেছিলাম।

যাহা হউক, ঐ সকল বিষয়ে দৃষ্টিপাত করায় তখন সময় আমার ছিল না; ইচ্ছাও ছিল না। প্রথম দফা আহার শেষ হইলে তখন টেবলের উপর ফলমূল প্রভৃতি সাজাইয়া দেওয়া হইল।

আজ আমি অসম্ভবরূপে আনন্দ বোধ করিতেছিলাম। আমার সমস্ত হৃদয় যেন অত্যন্ত লঘু হইয়া গিয়াছিল। কত কথাই আমার আজ মনে পড়িতেছিল। আমি যা তা বকিয়া চলিয়াছিলাম। নিজের কথায় নিজেই অসম্ভবরূপে হাসিয়া উঠিতেছিলাম, অন্যের কথায়ও হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেছিলাম না।

সুরার গেলাস পুনঃ পুনঃ হাত ফিরিয়া আসিতেছিল। বোতলের পর বোতলের ছিপি খুলিয়া ফেলা হইতেছিল। আমি ষ্টিয়ারফোর্থের স্বাস্থ্যকামনা করিয়া সুরাপান করিলাম। একবার নহে—তিনবার। ক্রমে আমি মুক্তকণ্ঠে ষ্টিয়ারফোর্থের উচ্চ-প্রশংসায় অধীর হইয়া উঠিলাম। তাহার করকম্পন করিতে গিয়া হাতের গ্লাসটা ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম। কথা যে আমার জড়াইয়া আসিয়াছিল, তাহা বুঝিলাম। কিন্তু কথার স্রোত রুদ্ধ হইল না।

মার্কহাম গান গাহিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সে গানের এক স্থানে "নারী" শব্দ প্রয়োগ করায় আমি আপত্তি তুলিলাম। না, নারী নহে—মহিলা বলিতে হইবে। উভয়ের মধ্যে কথা চলিতে লাগিল। কথা ক্রমে তর্কে পরিণত হইল। ষ্টিয়ারফোর্থ আমাদের অবস্থা দেখিয়া হাসিতে লাগিল।

ক্রমে আমরা ধূমপান করিতে লাগিলাম, প্রচুর ধূমপান চলিল। দর্পণে চাহিয়া দেখিলাম, আমার দৃষ্টি শূন্য, আনন বিবর্ণ, কেশরাজি বিশৃঙ্খল। আমি মাতাল হইয়াছি।

কেহ প্রস্তাব করিল, চল, থিয়েটারে যাওয়া যাক্। হাঁ, থিয়েটারেই যাইতে হইবে। চারি জনে প্রস্তুত হইলাম। অন্ধকারে দরজা খুঁজিয়া পাই না, পা টলিতেছে। আমার অবস্থা দেখিয়া ষ্টিয়ারফোর্থ আমাকে বাহুলগ্ন করিয়া বাহিরে আসিল। পদস্খলিত হইয়া আমিই পড়িয়া গেলাম।

রাত্রিটা কুয়াসাচ্ছন্ন ছিল। ষ্টিয়ারফোর্থ আমার গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া দিল, টুপীটা যথাযথভাবে মাথায় বসাইয়া দিল।

টিকিট কিনিয়া থিয়েটারে গেলাম। চারিদিকে তখন কি হইতেছিল, আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম না। পুরুষ ও মহিলার ভিড়—রঙ্গমঞ্চে আলো জ্বলিতেছে। মনে হইল, সমগ্র বাড়ীটা ঘুরিতেছে, একটা বক্সে গিয়া বসিলাম। আমার মুখ দিয়া কতকগুলি কথা বাহির হইতেই চারিদিক হইতেই শব্দ উঠিল—"চুপ কর!"

মহিলারা আমার দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে চাহিলেন। কিন্তু ও কি? আগনেস্ না? ঠিক আমার সম্মুখস্থ আসনেই সে উপবিষ্টা। তাহার সহিত এক জন মহিলা ও এক জন ভদ্রলোক রহিয়াছেন। আমি তাঁহাদিগকে চিনি না।

"আগনেস্! আগনেস্!"

সে বলিল, "চুপ কর। তুমি সকলের বিরক্তি উৎপাদন কচ্ছ। এখন রঙ্গমঞ্চের দিকে তাকাও!"

আমি চাহিতে চেষ্টা করিলাম—শুনিবার প্রয়াস পাইলাম; কিন্তু সবই ব্যর্থ হইল। আবার আমি তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিলাম। দেখিলাম, সে যেন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছে। ললাটে করপল্লব রাখিয়া কি যেন ভাবিতেছে!

"আগনেস্! তুমি—ভা—ল—আছ?" আমার কণ্ঠস্বর গাঢ় ও স্খলিত।

সে বলিল, "হাঁ, আমি! ট্রটউড, তুমি এখনই ফিরে যাচ্ছ ত?"

জড়িত স্বরে বলিলাম, "আ—মি—ফির—রে যা—চ্ছি!"

"হাঁ, তাই যাও।"

বলিতে যাইতেছিলাম যে, তাহাকে নীচে নামাইয়া দিবার জন্য আমি অপেক্ষা করিব। কোন রকমে হয় ত সে কথাটা প্রকাশ করিয়াও থাকিব। সে কিয়ৎকাল আমার দিকে নির্বিষ্টমনে তাকাইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আমি জানি, আমি যা বল্‌ব, তুমি তা করবে। আমি বল্‌ছি, তুমি বাসায়

ফিরে যাও। তোমার বন্ধুদের বল, তোমাকে বাসায় নিয়ে যাক্।"

আমি তাহার উপর রাগ করিলাম বটে, কিন্তু আমি নিজের ব্যবহারে লজ্জিত হইলাম। বিদায় লইয়া টলিতে টলিতে আমি বন্ধুবর্গের সহিত থিয়েটার-ঘর পরিত্যাগ করিলাম। তার পর বাসায় আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম।

পরদিবস প্রভাতে লজ্জায় দুঃখে অভিভূত হইলাম। এ কি করিয়াছি আমি! সুরাপানে মত্ত হইয়া আমি আগ্‌নেসকে পর্য্যন্ত দুঃখ দিয়াছি—লজ্জা দিয়াছি। আমি জানিতাম না, আগ্‌নেস্ লণ্ডনে আসিয়াছে। কোথায় সে আছে, তাহাও জানি না। সমস্ত দিন আমি শয্যায় পড়িয়া রহিলাম। কোথাও গেলাম না। অনুশোচনায় আমার অন্তর পূর্ণ হইল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

পরদিবস আমি ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, এমন সময় এক জন পত্রবাহক আমাকে দেখিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে আসিল। সে সেলাম করিয়া বলিল যে, মিঃ কপারফিল্ড স্কোয়ারের একখানি পত্র আছে। আমি পত্রখানা লইয়া বুঝিলাম, উহা আগনেস্ লিখিয়াছে। পত্রবাহক বলিল, সে জবাব লইয়া যাইবে। আমি তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। পত্র খুলিলাম।

উহাতে লেখা ছিল, "প্রিয় ট্রটউড, বাবার এজেন্ট মিঃ ওয়াটারব্রুকের হলবরণস্থিত ভবনে আমি আপাততঃ আছি। আজ যে কোন সময়ে তুমি আসিলে আমি সুখী হইব। কখন্ আসিবে, লিখিয়া দিও। ইতি, তোমার স্নেহাস্পদা আগনেস্।"

পত্রের উত্তর লিখিতে আমি তিন চারিখানি চিঠির কাগজ নষ্ট করিয়া ফেলিলাম। তার পর লিখিলাম, "প্রিয় আগনেস্, তোমার পত্র ঠিক তোমারই মত। আমি বেলা ৪টার সময় যাইব। ইতি, ট্রটউড্ কপারফিল্ড।"

আপিস হইতে বেলা সাড়ে ৩টায় বাহির হইয়া মিঃ ওয়াটারব্রুকের ভবনের দিকে চলিলাম। তথায় পৌছিয়া ঘণ্টাধ্বনি করিলাম।

একটি ছোট বসিবার ঘরে নীত হইলাম, সেখানে আগনেস্ বসিয়াছিল।

সে রাত্রির অবস্থা সর্ব্বক্ষণ আমার স্মৃতিপথে ছিল, তাই বলিলাম, "আগ্‌নেস্, তুমি না হয়ে আর কেউ হ'লে আমার এত অনুতাপ হ'ত না। কিন্তু যখনি মনে হয়, তুমি আমাকে সেই অবস্থায় দেখেছিলে, তখনই মনে হয়, আমার মৃত্যু হওয়া ভাল ছিল।"

সে আমার বাহুমূলে তাহার করপল্লব রক্ষা করিল। এমন বন্ধুত্বের মাধুর্য্যপূর্ণ স্পর্শ আর কেহ দিতে পারে না! আমি তাহার করপল্লব ধারণ করিয়া কৃতজ্ঞভাবে চুম্বন করিলাম।

প্রসন্নকণ্ঠে আগ্‌নেস্ বলিল, "ব'স তুমি, ব'স। দুঃখ করো না, ট্রটউড। যদি আমার উপর তোমার বিশ্বাস না থাকে, তবে আর কার ওপর থাক্‌বে?"

"আগনেস্, তুমি আমার কল্যাণময়ী দেবকন্যা।

বিষণ্ণভাবে সে ঈষৎ হাস্য করিল, ইহা আমার অনুমিত হইল।

"হাঁ, আগনেস্, আমার কল্যাণময়ী ধ্রুবতারা—চিরদিনই তুমি আমার কল্যাণময়ীরূপে আছ।"

আগনেস্ বলিল, "যদি তাই হয়, তা হ'লে একটা কথা তোমাকে বল্‌ব।"

আমি তাহার দিকে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিলাম।

সে বলিল, "তোমাকে সতর্ক ক'রে দিচ্ছি, তোমার মন্দ দেবদূতের বিরুদ্ধে।"

আমি বলিলাম, "প্রিয় আগনেস্, তুমি যদি ষ্টিয়ারফোর্থের—"

"হ্যাঁ, আমি তারই কথা বলছি, ট্রটউড!"

"আগনেস্, তুমি তার সম্বন্ধে বড় অবিচার করছো। সে আমার অনিষ্টকারী? সে আমায় ভাল পথ দেখিয়ে দিয়েছে, উপদেশ দিয়েছে, সাহায্য করেছে। সে আমার পরম বন্ধু! প্রিয় আগনেস্, সে দিন রাত্রিতে আমার অবস্থা দেখে তার সম্বন্ধে যদি তুমি বিচার ক'রে থাক, তবে তা সঙ্গত হবে না, আগনেস্।"

শান্তভাবে আগনেস্ বলিল, "সে দিন রাত্রির ঘটনা নিয়ে আমি তার সম্বন্ধে বিচার করিনি।"

"তবে কি থেকে করলে?"

"অনেক জিনিষ থেকে—সামান্য সামান্য ব্যাপার থেকে। আমি বিচার ক'রে দেখেছি, সে তোমার উপর যে প্রভাব বিস্তার ক'রে রেখেছে, তাই থেকে। তোমার চরিত্র আমি জানি। তার প্রভাব কি রকম, তাও আমি বুঝেছি।"

তাহার সহজ কণ্ঠস্বরে এমন একটি ভাব ছিল, যাহা সকল সময়েই আমার হৃদয়ে কোন না কোন তন্ত্রীতে স্পর্শানুভূতি জাগাইয়া তুলিত। সকল সময়েই আগনেসের কথায় একটা আন্তরিকতা ছিল। যখন আন্তরিকতা চরম সীমায় উঠিত, তখন আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিত। আজ তাহার কণ্ঠে সেরূপ একটা চরম আন্তরিকতা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল। আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। ষ্টিয়ারফোর্থের প্রতি আমার সহস্র আকর্ষণ সত্ত্বেও, আগনেসের কণ্ঠস্বরে ষ্টিয়ারফোর্থ যেন মলিন হইয়া গেল।

আমার দিকে চাহিয়া আগনেস্ বলিল, "অবশ্য আমি চিরদিন লোকসম্পর্কবর্জ্জিত হয়ে আছি। সমাজে

মেলা-মেশা নাই। এ অবস্থায় আমার পক্ষে এ রকম মন্তব্য প্রকাশ করা খুব সাহসিকতার পরিচায়ক হয় ত,কিন্তু ট্রট্‌উড, আমরা দু'জনে ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে বড় হয়েছি, সুতরাং তোমাকে আমি যেমন বুঝি, এমন আর কেউ বুঝবে না। তাই আমি ও কথা সাহস ক'রে বলেছি। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, আমি যা বলেছি, তা সত্য। এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আমি যখন তোমাকে বলছিলাম, তুমি বিপজ্জনক বন্ধু হ'তে সতর্ক হও, তখন আর কেউ যেন আমার মুখ দিয়ে ও কথা বের ক'রে দিয়েছে।”

আমি পুনরায় তাহার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তাহার কথা শুনিতে লাগিলাম। সে কথায়, ষ্টিয়ারফোর্থের যে মূর্ত্তি আমার মানসপটে আঁকা ছিল, তাহা যেন আরও ম্লান হইয়া গেল।

আগনেস্ বলিল, “আমি অবুঝ নই। এত দিন ধ'রে যাকে তুমি হৃদয়ে স্থান দিয়ে এসেছ, যাকে বন্ধু ব'লে মনে করেছ, তাকে এক দিনেই যে হৃদয় থেকে উৎপাটিত করতে পারবে, তা আমি বলি না। তাড়াতাড়ি দরকার নেই। আমি শুধু তোমাকে এই কথাটাই বল্‌তে চাই যে, ট্রট্‌উড, তুমি সকল সময়ে আমার কথা মনে ক'রে থাক ব'লে, তাই বলছি, যদি তাই হয়, আমার কথাটা মনে ক'রে রেখ। এ সব কথা বলুলুম, তার জন্য আমাকে ক্ষমা করো।”

বলিলাম, “আগনেস্, তোমাকে ক্ষমা করবো, যখন তুমি ষ্টিয়ারফোর্থের সম্বন্ধে ন্যায়বিচার করবে এবং আমি যেমন তাকে পছন্দ করি, তুমিও তাকে তেম্‌নি পছন্দ করবে।”

আগনেস্ বলিল, “তার আগে নয়?”

আমি যখন তাহাকে ঐ কথা বলিতেছিলাম, তখন তাহার আননের উপর দিয়া যেন ছায়া সরিয়া যাইতেছিল। কিন্তু সে হাসিয়া আমার হাস্যের উত্তর প্রদান করিল। আমরা আবার পূর্ব্বের ন্যায় পরস্পরের উপর নির্ভর করিয়া অসঙ্কোচে আলাপ করিতে লাগিলাম।

“তার পর, আগনেস্, সেই রাত্রির ঘটনার জন্য তুমি কবে আমায় ক্ষমা করবে?”

“আবার যখন ঐ কথা উঠবে, তখন।”

সে ঐ প্রসঙ্গের আর আলোচনা করিতে চাহিল না। কিন্তু আমি তাহাতে রাজি হইলাম না। আমি সে দিনের সমস্ত ঘটনা আগনেস্‌কে খুলিয়া বলিলাম। কেমন করিয়া আমি নিজেকে লাঞ্ছিত করিয়াছি, তাহার কোন কথাই আমি আর গোপন রাখিলাম না।

কথার মোড় ঘুরাইয়া দিয়া আগনেস্ বলিল, “তোমার যে রকম বিপদ-আপদ যখনই আসুক না কেন, সে কথা যেমন আমার জানা দরকার, সেই সঙ্গে তুমি কখন্ কার প্রেমে পড়, সে খবরও আমায় জানিও। মিস্ লার্কিন্সের পর তোমার প্রণয়পাত্রী কে হয়েছে, ট্রট্‌উড?”

“কেউ নয়, আগনেস্।”

অঙ্গুলি তুলিয়া হাসিতে হাসিতে আগনেস্ বলিল, “কেউ নিশ্চয় হয়েছে।”

“আমার কথা বিশ্বাস কর, আগনেস্। কেউ নয়। মিসেস্ ষ্টিয়ারফোর্থের বাড়ী এক জন মহিলা আছেন বটে, তিনি খুব চতুর, তাঁর সঙ্গে কথা বলবার আগ্রহ আমার আছে—মিস্ ডার্টল তাঁর নাম; কিন্তু আমি তাঁর পূজা করিনে।”

আগনেস্ আবার হাসিতে লাগিল। সে আমাকে বলিল যে, আমি যদি তাহাকে বিশ্বাস করিয়া আমার মনের কথা প্রকাশ করি, তাহা হইলে সে একখানা খাতায় আমার প্রণয়-পাত্রীদিগের নাম-ধাম ও ভীষণ প্রেমের স্থিতিকালের একটা তালিকা লিখিয়া রাখিবে। ইংলণ্ডের ইতিহাসের রাজাদের যেমন ধারাবাহিক তালিকা আছে, সেই রকম আর কি।

ইহার পরই সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, উড়িয়ার সহিত আমার দেখা হইয়াছে কি না।

বলিলাম, “উড়িয়া হিপ? না, দেখা হয় নি। সে কি লণ্ডনে আছে?”

আগনেস্ বলিল, “নীচের আপিস-ঘরে সে রোজই আসে। আমার আসবার এক সপ্তাহ আগে সে এখানে এসেছে। ট্রট্‌উড, আমার আশঙ্কা হচ্ছে, তার মতলব ভাল নয়।”

আমি বলিলাম, “সে এমন কাজে এসেছে, যা তোমার মনকে উৎকণ্ঠিত করেছে, আগনেস্। সে কাজটা কি বল ত?”

আগনেস্ তাহার হাতের কাজ এক পাশে রাখিয়া আমার দিকে বিমর্ষভাবে চাহিল। তার পর বলিল, “আমার সন্দেহ হচ্ছে, সে বাবার কারবারে অংশীদার হয়ে ঢুকতে চায়।”

ক্রোধে অধীর হইয়া আমি বলিলাম, “কি? উড়িয়ার এমন দুঃসাহস? ঐ হতভাগা ছোঁড়ার এমন দুরভিসন্ধি? আগনেস্, তুমি এতে কেন আপত্তি করনি? ভেবে দেখ দেখি, এর পরিণাম কি দাঁড়াবে। না, না, তোমার প্রতিবাদ করা দরকার। তোমার বাবা পাগলের মত এ কাজ করবেন, তা হ'তেই পারে না। বাধা দিতেই হবে, আগনেস্। সময় থাকতে বাধা দেওয়া চাই।”

আমার উত্তেজনা দেখিয়া ম্লান হাস্যে সে বলিল, “বাবার সম্বন্ধে তোমাতে আমাতে যে শেষ আলোচনা হয়েছিল, সে কথা তোমার মনে আছে? তার দু'তিন দিন পরেই তিনি আমাকে এ বিষয়ে প্রথম আভাস দেন। তিনি আমাকে ব্যাপারটা এমনভাবে বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, ইচ্ছা ক'রেই তিনি ওকে কারবারের অংশ দিচ্ছেন। কিন্তু এজন্য তাঁকে যে বাধ্য হতে হয়েছে, তা জানতে না চাইলেও তিনি আমার নিকট গোপন রাখতে পারেন নাই। এতে আমি ভারী দুঃখিত হয়ে পড়ি।”

"আগনেস্, তাঁকে বাধ্য করা হয়েছে! কে তাঁকে বাধ্য করলে?"

মুহূর্ত ইতস্ততঃ করিয়া আগনেস্ বলিল, "উড়িয়া বাবার কাজে অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছে। সে ভারী চতুর, সতর্ক। বাবার দুর্ব্বলতার সুযোগ সে নিয়েছে। সে প্রতীক্ষা ক'রে থেকে থেকে এমনভাবে তাঁকে মুঠোর মধ্যে এনে ফেলেছে যে, বাবা তাকে ভয় করেন।"

বুঝিলাম, আগনেস্ যাহা বলিতেছে, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী সে জানে, অনেক বেশী সে সন্দেহ করে। বিষয়টা কি, তাহা আমি জানিতে চাহিলাম না। কারণ, পিতাকে রক্ষা করিবার জন্য সে সকল কথা প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিতেছে না। আমিও তাহার মনে দুঃখ দিবার জন্য সে বিষয়ে প্রশ্ন করিলাম না। বুঝিলাম, অনেক দিন হইতেই এই ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে। কাজেই চুপ করিয়া রহিলাম।

আগনেস্ বলিল, "বাবার উপর তার প্রভাব অসামান্য। সে মুখে বিনয় প্রকাশ করে, আপনাকে হীন ব'লে ঘোষণা করে, কৃতজ্ঞতার দোহাই দেয়, সে কথা হয় ত সত্য; কিন্তু আমি জানি, তার শক্তি প্রবল এবং বাবার বিরুদ্ধে সে শক্তি প্রয়োগ ক'রে আসছে।"

আমি বলিলাম, "সে একটা কুকুর।" ইহাতে আমার মনে যেন অনেকটা তৃপ্তি জন্মিল।

আগনেস্ বলিল, "যে সময়ের কথা আমি বলছি, সে সময় উড়িয়া বাবাকে এসে বললে যে, সে অন্যত্র চ'লে যাচ্ছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে যেতে হচ্ছে, কারণ, তার উন্নতির আশা সেখানে আছে। বাবা ভারী মনমরা হয়ে পড়লেন! আমরা আগে তাঁকে যে রকম দেখেছিলাম, তার চেয়েও বেশী মনমরা হয়ে পড়লেন। কিন্তু ব্যবসার অংশীদার হবার কথা তোলবার পর তাঁর দুর্ভাবনা অনেকটা কমেছে বটে, তবে তিনি এ ব্যাপারে যে মনে আঘাত পেয়েছেন এবং লজ্জাও হয়েছে, তাও বুঝতে পারছি।"

"তুমি এ ব্যাপারে কি মনে করেছ, আগনেস্?"

সে বলিল, "বাবার মনে শান্তি আসবে ব'লে এ ত্যাগস্বীকারের জন্য আমিই তাঁকে অনুরোধ জানিয়েছি। এতে তাঁর জীবনের বোঝা হাল্কা হয়ে যাবে। আমি তাঁর কাছে কাছে বেশী থাকতে পাব—এই সুযোগ দেখে আমি আপত্তি করিনি। ট্রটউড—" আগনেস্ কাঁদিয়া ফেলিল! সে বলিল, "আমিই বাবার শত্রু। আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে ভেবেই তিনি এমন হয়ে গেছেন। শুধু আমার জন্যই বাবা সংসারের সকল রকম সুখ-সম্ভোগ ত্যাগ করেছেন, তা আমি জানি তাঁর সমস্ত মন আমার উপর কেন্দ্রগত হয়ে আছে। শুধু আমার জন্যই ভেবে ভেবে বাবা এত দুর্ব্বলচিত্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁর পতনের কারণ আমি। তাই আমার মনে ক্ষোভ হয়। যদি আমি তাঁর অতীত গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারতাম!"

আগনেস্‌কে আগে আমি কোনও দিন কাঁদিতে দেখি নাই। অবশ্য আমি যখন বিদ্যালয়ে ভাল ছেলে হইয়া পুরস্কার বা প্রশংসা অর্জ্জন করিতাম, তখন আগনেস্ ভাবাবেগে অধীর হইয়া পড়িত—তাহার চোখে আনন্দের অশ্রুবিন্দু মুক্তার মত জ্বলিয়া উঠিত, দেখিয়াছি। কিন্তু কখনও তাহাকে এমনভাবে শোক করিতে দেখি নাই।

আমি এত বিচলিত, এত দুঃখিত হইয়া পড়িলাম যে, নির্বোধের ন্যায় বলিয়া ফেলিলাম, "না, না, অমন ক'র না! বোন্ আমার, অমন ক'র না!"

কিন্তু আমার অপেক্ষা আগনেস্ চরিত্রবলে দৃঢ়। সে বলিল, "আমরা আর বেশীক্ষণ নির্জ্জনে থাকবার সুবিধা পাব না। এই সুযোগে আমি তোমাকে আন্তরিকভাবে অনুরোধ করছি, উড়িয়ার সঙ্গে তুমি বন্ধুভাব বজায় রেখো। তাকে ঘৃণা ক'রে সরিয়ে দিও না। জানি, তুমি তাকে সহ্য করতে পারবে না। তবু বাবার কথা স্মরণ ক'রে আমার কথা মনে রেখো। তুমি তাকে সেইমত ব্যবহার করো।"

আগনেস্ আর বেশী কথা বলিবার সময় পাইল না! কারণ, সেই সময়েই ঘরের দরজা খুলিয়া গেল এবং মিসেস্ ওয়াটারব্রুক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমি তাঁহাকে থিয়েটারে দেখিয়াছিলাম বলিয়া মনে পড়িল। তিনিও আমাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। এখনও আমার মত্ততা আছে, এমন একটা সন্দেহ তাঁহার মনে আছে যেন অনুমান করিলাম।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে তিনি যখন বুঝিলেন যে, আমি মত্ত নহি, বরং লাজুক ছোকরা, তখন তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন ব্যবহার করিতে লাগিলেন। প্রশ্ন করিলেন, প্রমোদ-উদ্যানে, অথবা সমাজে আমার গতিবিধি কেমন আছে। আমি যখন বলিলাম যে, ঐ দুইটি বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা নাই, তখন তিনি আমার সম্বন্ধে ভাল ধারণা করিয়া লইলেন বুঝিলাম। তিনি খুসী হইয়া আমাকে পরদিবস রাত্রির ভোজে নিমন্ত্রণ করিলেন। আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। বিদায় লইয়া আসিবার সময় নীচে উড়িয়ার সন্ধান লইলাম এবং আমার নামের কার্ড তাহার জন্য রাখিয়া আসিলাম।

পরদিবস নিমন্ত্রণ রাখিতে আসিয়া বুঝিলাম, আরও অনেকে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। চিঠিওয়ালা লোকটাকে সেখানে দেখিলাম। সে আমাদের কার্ড লইয়া উপরে যাইতেছিল। কিন্তু সে আমাকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়াছে, এমন ভাব প্রকাশ করিল না।

মিঃ ওয়াটারব্রুকের সঙ্গে পরিচয় হইল। তিনি মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। আমার সহিত পরিচিত হইয়া তিনি সুখী হইয়াছেন, সে কথাটা তিনি প্রকাশ করিলেন। মিসেস্ ওয়াটারব্রুক আমাকে মিসেস্ হেন্‌রী স্পাইকার নামক

এক জন ভীষণদর্শনা মহিলার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাঁহার স্বামী মিঃ হেন্‌রী স্পাইকারের সহিতও পরিচয় হইল।

দলের মধ্যে উড়িয়া হিপকেও দেখিলাম। তাহার সহিত করকম্পন করিবামাত্র সে পূর্ব্ববৎ বিনীতভাবে বলিল যে, আমি তাহাকে চিনিতে পারিয়াছি বলিয়া সে গর্ব্ব অনুভব করিতেছে। সমস্ত সময়ই সে তাহার অতিরিক্ত বিনয় প্রকাশ করিতে লাগিল। আগনেসের সঙ্গে যখনই আমি কোন কথা বলিয়াছি, সে আমাদের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছে।

নিমন্ত্রিতগণের মধ্যে 'মিঃ ট্রাডেল্‌স্' এই নাম শুনিবামাত্র আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া নবাগতের দিকে চাহিলাম। আমার মন তখন সালেম হাউসের দিকে ছুটিয়া গেল। এই কি সেই টমি ট্রাডেলস্?

আমি কৌতূহলভরে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে এমনই একটি কোণে গিয়া বসিল যে, আমি তাহার চেহারা ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না। খানিক পরে তাহার দিকে চাহিতে চাহিতে মনে হইল—সেই টমিই বটে, নয় ত আমি স্বপ্ন দেখিতেছি।

মিঃ ওয়াটারব্রুকের কাছে গিয়া বলিলাম যে, এখানে আমার এক সতীর্থের সাক্ষাৎ পাইয়াছি।

তিনি বলিলেন, "তাই না কি! আপনার যে রকম বয়স, তাতে ত মিঃ হেন্‌রী স্পাইকারের সঙ্গে একসঙ্গে পড়তে পারেন না।"

আমি বলিলাম, "আমি তাঁর কথা বলছি না। আমি ট্রাডেলস্ নামধারী ভদ্রলোকের কথা বল্‌ছি।"

তিনি বলিলেন, "ও, তা হবে!"

আমি বলিলাম যে, সালেম হাউসে ট্রাডেল্‌স্‌এর সঙ্গে একত্র পড়িয়াছি। ট্রাডেল্‌স্ খুব ভাল ছেলে ছিল।

তাঁহার নিকট শুনিলাম, ট্রাডেলস্ এখন ব্যবহারাজীবের পড়া পড়িতেছে। তাহার প্রতিভা আছে। কাজকর্ম্মও মিঃ ওয়াটারব্রুক কিছু কিছু তাহাকে প্রদান করেন।

এমন সময় আহারের ডাক আসিল। আমরা সকলেই খাবারের ঘরে সমবেত হইলাম। ট্রাডেল্‌স্ আমাকে চিনিতে পারিল।

আহারের পর আমি আগনেসের সঙ্গে ট্রাডেল্‌স্‌এর পরিচয় করাইয়া দিলাম। এখনও ট্রাডেল্‌স্ সেই একই প্রকৃতির আছে। ট্রাডেল্‌স্ আগামী কল্য সকালেই এক মাসের জন্য অন্যত্র যাইতেছে, একজন্য আমাদের আলাপ ভাল করিয়া জমিল না। যাহাই হউক, আমরা পরস্পরের ঠিকানা জানিয়া লইলাম। পরে অবশ্য দেখা হইবে স্থির থাকিল। ষ্টিয়ারফোর্থের সহিত আমার বন্ধুত্ব এখনও আছে জানিয়া ট্রাডেল্‌স্ কৌতূহলাক্রান্ত হইল। আগনেস্‌কে শুনাইয়া দিবার জন্য ট্রাডেল্‌স্‌কে বলিলাম, সে কিরূপ লোক, তাহা সে ব্যক্ত করুক। কিন্তু আগনেস্ সে সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করিতে চাহিল না।

নিমন্ত্রিতরা প্রায় সকলেই চলিয়া গেলেন। আমি আগনেসের সাহচর্য্যলাভের জন্য আরও খানিকক্ষণ রহিয়া গেলাম। তাহার গান শুনিলাম, কিন্তু ক্রমে যখন [illegible] আলোক নির্ব্বাপিত হইতে লাগিল, তখন [illegible] থাকা ভদ্রতা-সঙ্গত নহে। মনে মনে বুঝিলাম, আগনেস্ সত্যই আমার জীবনের ধ্রুবতারা—কল্যাণদায়িনী দেবকন্যা।

আমি ভাবিয়াছিলাম, নিমন্ত্রিতগণের সকলেই চলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু উড়িয়া যায় নাই। সে আমাদের চারিদিকেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। আমি নীচে নামিতেই সে আমার সঙ্গে আসিল।

তাহার সঙ্গ তখন আমার ভাল লাগিতেছিল না। কিন্তু আগনেসের সতর্কবাণী মনে ছিল। তাই আমি তাহাকে বলিলাম যে, সে আমার বাসায় গিয়া এক পাত্র কাফিপান করিবে কি?

সে বলিল, "নিশ্চয়, মাষ্টার কপারফিল্ড—না, না, মিঃ কপারফিল্ড! কিন্তু প্রথমটা এত সহজেই জিহ্বায় এসে পড়ে! আপনি কি আমার মত মানুষকে আপনার বাড়ীতে যেতে দেবেন?"

"এতে বাধা কি? তুমি আসবে কি?"

"আমার খুব ইচ্ছে আছে।"

"তবে এস আমার সঙ্গে।"

সোজা পথে আমার বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম। অন্ধকার সোপান বাহিয়া তাহাকে উপরের ঘরে লইয়া গেলাম।

উড়িয়া আসন গ্রহণ করিলে, আমি কাফি তৈয়ার করিতে লাগিলাম। সে বলিল, "আপনি আমার জন্য কাফি তৈয়ার করবেন, এ আমার স্বপ্নেরও অতীত। আমার জীবনে চারিদিক থেকে এমন সৌভাগ্য-ধারা বর্ষিত হচ্ছে যে, আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ছি। মাষ্টার কপারফিল্ড—না, না, মিঃ কপারফিল্ড, আমার অদৃষ্টে যে নূতন সৌভাগ্যের উদয় হচ্ছে, তা কি আপনি শুনেছেন?"

অতিকষ্টে আত্মদমন করিয়া বলিলাম, "হাঁ, কিছু কিছু শুনেছি।"

"ওঃ! মিস্ আগনেস্ জানেন! তিনিই বোধ হয় বলেছেন। তিনি এটা জানেন, এ জন্য আমি খুশী।"

আমি হয় ত তাহাকে জুতা খুলিয়া তখন মারিতাম! কিন্তু আগনেসের অনুরোধ আমাকে নিরস্ত রাখিল।

উড়িয়া বলিল, "আপনি দৈবজ্ঞের মত এক দিন বলেছিলেন যে, 'উইক্‌ফিল্ড এণ্ড হিপ' কোম্পানীর নাম হবে। আপনার কথা ফল্‌তে চলেছে। একজন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।"

আমি সংক্ষেপে বলিলাম, "হাঁ, সে কথা আমার মনে আছে।"

"মাষ্টার—না না, মিঃ কপারফিল্ড। আমি মিঃ উইক্‌ফিল্ডের উপকারে লেগেছি, এতেই আমি ধন্য হয়ে গেছি। আরও তাঁর কাজে লাগতে পারব, এমন আশাও রাখি। মিঃ উইক্‌ফিল্ড খুব যোগ্য লোক, কিন্তু বড় অবিবেচক।"

বলিলাম, "এ কথা শুনে বড় কষ্ট হচ্ছে। সব দিকেই কি তিনি অবিবেচক ?"

"হ্যাঁ, মিঃ কপারফিল্ড। সকল ব্যাপারেই। বিশেষতঃ মিস্ আগনেসের ব্যাপারে আরও বেশী। আপনি হয় ত ভুলে গেছেন, কিন্তু আমি ভুলিনি, আপনি মিস্ আগনেসের কি রকম সুখ্যাতি করেছিলেন।"

শুষ্ককণ্ঠে আমি বলিলাম, "না, আমি ভুলিনি।"

"ভারি আনন্দ পেলাম, মিঃ কপারফিল্ড! আপনিই আমার বুকে উচ্চাকাঙ্ক্ষার আগুন জ্বেলে দিয়েছিলেন। সেজন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। আর এক পেয়ালা কাফি পেতে পারি কি ?"

আমি তাহাকে আর এক পেয়ালা কাফি দিয়া বলিলাম, "আচ্ছা, মিঃ উইক্‌ফিল্ড তোমার আমার তুলনায় ৫ শত গুণ মূল্য যার বেশী, তিনি বোকার কাজ করেছেন, মিঃ হিপ ?"

"হ্যাঁ, মিঃ কপারফিল্ড, ভারী নির্ব্বোধের কাজ করেছেন, তবে আপনি আমাকে উড়িয়া বলেই ডাকবেন। মিঃ হিপ ভাল শোনায় না।"

"বেশ, তাই হবে, উড়িয়া!"

"ধন্যবাদ। এতক্ষণে মনে আনন্দ হলো। পুরান অবস্থা ফিরে এসেছে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, আমি কি বলছিলাম যেন ?"

"মিঃ উইক্‌ফিল্ডের কথা হচ্ছিল।"

উড়িয়া বলিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। ভারী অবিবেচকের মত কাজ তিনি করেছেন। এ বিষয়ে আমি অন্য কারও কাছে আলোচনা করতাম না। শুধু আপনি বলেই একটু আলোচনা আমি করছি। আমার বদলে অন্য কেউ যদি তাঁর কাজ করত, তা হ'লে এত দিনে সে তাঁকে মুঠোর ভেতর পুরে ফেলত!" বলিয়াই সে টেবলের উপর তাহার নিষ্ঠুর কর-পল্লব বিস্তৃত করিয়া তাহার উপর অপর হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ জোরে আঘাত করিল। এত জোরে যে, টেবল এবং ঘরটাও যেন কাঁপিয়া উঠিল।

লোকটা যদি তখন মিঃ উইক্‌ফিল্ডের মাথার উপর তাহার কদর্য্য চরণ স্থাপন করিত, তাহা হইলেও আমি তাহাকে অধিক ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতে পারিতাম না।

"হ্যাঁ, মাষ্টার কপারফিল্ড! সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তা হ'লে তাঁর সর্ব্বনাশ হ'ত, অপমান-লাঞ্ছনার সীমা থাকত না। মিঃ উইক্‌ফিল্ড তা জানেন। আমার মত সামান্য লোক তাঁর উদ্ধারের যন্ত্রস্বরূপ হয়েছে বলেই তিনি আমাকে সম্মানের আসন দিয়েছেন। এজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।"

আমার বুকের মধ্যে তখন ক্রোধ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু অতি সন্তর্পণে আমি তাহা দমন করিলাম।

সে বলিল, "আমি বোধ হয় আপনাকে আটকে রেখেছি, মিঃ কপারফিল্ড!"

আমি বলিলাম, "না, আমি আরও দেরীতে শয়ন করি।"

সে বলিল, "আমি অতি হীন। এখন মান পেলেও আমি সেই হীনই থাকব! আমি আপনাকে বিশ্বাস করি, তাই এত কথা বল্‌ছি। আপনি কি তাতে রাগ করছেন ?"

"না, না, তুমি ব'লে যাও।"

"ধন্যবাদ! মাষ্টার কপারফিল্ড—মিস্ আগনেস্—"

"বল, উড়িয়া কি বলছিলে ?"

"আপনি তাঁকে আজ খুব সুন্দর দেখেছিলেন, নয় কি মাষ্টার কপারফিল্ড ?"

"তিনি চিরদিনই সুন্দর। তাঁর মত সুন্দর আর কেউ নেই।"

"ধন্যবাদ! এ কথা এত সত্য। ধন্যবাদ—এজন্য শত ধন্যবাদ!"

আমি বলিলাম, "কিন্তু এজন্য আমাকে ধন্যবাদ দেবার তোমার কোনও প্রয়োজন নেই, উড়িয়া!"

উড়িয়া বলিল, "আমি সামান্য লোক, আমার মাও তাই। মিস্ আগনেস্—আপনাকে সে গোপন কথা জানাতে দোষ নেই—তাঁর মূর্ত্তি বহু দিন থেকে আমার বুক জুড়ে আছে। আমার আগনেস্ যেখান দিয়ে চ'লে যান, আমি সেখানে বুক পেতে দিতে পারি।"

আমার মনে হইল, তখনই অগ্নিকুণ্ডের লৌহদণ্ড উত্তপ্ত করিয়া তাহার দেহের মধ্যে বিদ্ধ করিয়া দেই। কিন্তু আগনেসের সেই কাতর অনুনয় আমার মনে পড়িল। তখন অতিকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া আমি উড়িয়াকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার এই মনোভাবের কথা সে কি আগনেস্‌কে প্রকাশ করিয়াছে ?

"না, না। আপনি ছাড়া কাকেও আমি এ কথা বলিনি। আমি সবে হীন অবস্থা থেকে উন্নত অবস্থায় যাচ্ছি। আমি তাঁর পিতাকে নানাপ্রকার বিপদ থেকে রক্ষা ক'রে আসছি। কালে তিনি যখন সব জানবেন, তখন পিতৃভক্ত মেয়ে নিশ্চয় আমার উপর সদয় হবেন।"

আমি এই পাজী রাস্কেলের উদ্দেশ্য এবং কার্য্যপদ্ধতির ধারা তখন বুঝিতে পারিলাম। কেন সে যে আমার কাছে কথাটা প্রকাশ করিল, তাহাও বুঝিলাম।

"আপনি যদি আমার গোপন-কথা গোপন রাখেন, এবং আমার বিরুদ্ধে না যান, তা হ'লে অপ্রীতিকর কিছু ঘটবে না। আপনি হয় ত আমার বিরুদ্ধে যেতে পারেন, তাই ব্যাপারটা আপনাকে জানিয়ে রাখলাম। আগনেস্‌কে

আমার ব'লে উল্লেখ করলাম। আমার বিরুদ্ধে গেলে, তারই অপকার করা হবে, তাই আপনাকে মোটামুটি সব জানিয়ে রাখলাম।"

আমার আগনেস্! সত্যই কি সেই স্নেহপ্রবণা, মহৎ-হৃদয়া নারীর এমনই অদৃষ্ট যে, সে এই হতভাগা মনুষ্যাধমের পত্নী হইবে!

সে বলিল, "মাষ্টার কপারফিল্ড, এখন তাড়াতাড়ির কোন প্রয়োজন নেই। আমার আগনেস্ এখনও বালিকা বললেই চলে। মাকে ও আমাকে আরও উপরের দিকে উঠবার চেষ্টা করতে হবে। অনেক নতুন বন্দোবস্ত করাও দরকার। এ সব না হ'লে বিয়ে করার সুবিধা হবে না। কাজেই আমি সময় পাব—আগনেস্‌কে আমার আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে পরিচিত করবার সময়ও হবে। আপনাকে এই গোপন কথা জানাতে পেরে আমি যে, কতখানি উপকৃত হলুম, তা আর ব'লে জানাতে পারছিনে! এখন সমস্ত অবস্থা বুঝে, আপনিও আমার বিরুদ্ধাচরণ করবেন না!"

সে তাহার ঘড়ী বাহির করিয়া দেখিয়া বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! একটা বেজে গেছে। সময় এত তাড়াতাড়ি চ'লে যায়! বিশেষতঃ পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে পুরাতন কথার আলোচনার সময় যে কি রকম ক'রে যায়, বোঝাই যায় না। এখন প্রায় দেড়টার কাছাকাছি।"

আমি বলিলাম যে, আমারও ঐরূপ অনুমান হইয়াছিল।

সে একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "মাষ্টার কপারফিল্ড, আমি যেখানে আছি, সেটা এক জন গৃহস্থের বাড়ী, ঠিক হোটেল নয়। বাড়ীর লোক-জন এত রাত্রে জেগে নেই। তারা ২ ঘণ্টার উপর নিদ্রাগত।"

আমি বলিলাম, "বড়ই দুঃখের বিষয়, এখানে একটা ছাড়া বিছানা নেই। কাজেই—"

"মাষ্টার কপারফিল্ড, বিছানার কথা ছেড়ে দিন। আমি যদি এই অগ্নিকুণ্ডের পাশে শুয়ে পড়ি, তাতে আপনার আপত্তি আছে কি?"

"তাই যদি হয়, তুমি আমার বিছানায় গিয়ে শোও। আমি অগ্নিকুণ্ডের পাশে শয়ন করব।"

সে তাহাতে প্রচণ্ড বাধা তুলিল। আমাকে কোনমতেই অগ্নিকুণ্ডের ধারে শয়ন করিতে দিবে না। অবশেষে সে একখানা সোফা টানিয়া লইয়া তাহারই উপর রাত্রি কাটাইয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

এই রাত্রির কথা আমি জীবনে কখনও বিস্মৃত হইব না। এই জীবটা এবং আগনেসের কথাই আমি পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিলাম। আমি কি করিব, কি উপায় অবলম্বন করিব, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। তাহার শান্তি অব্যাহত রাখিতে হইলে চুপ করিয়া থাকাই কর্ত্তব্য, যাহা শুনিলাম, তাহা প্রকাশ না করাই সঙ্গত। নিদ্রা আসিল না, শুধু আগ্‌নেস্ ও তাহার পিতার মূর্ত্তি ক্রমাগত আমার মানসদৃষ্টির সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। তার পর অল্পক্ষণের জন্য একটু তন্দ্রা আসিল।

যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন মনে পড়িল, পাশের ঘরে উড়িয়া শুইয়া আছে। এই চিন্তা দুর্ব্বহ বোঝার মত আমার বুকের উপর চাপিয়া বসিল। আমি একবার গোপনে পাশের ঘরে উঁকি মারিয়া দেখিলাম। সে তখন মুখ হাঁ করিয়া—ডাক-ঘরের মত হাঁ করিয়া ঘুমাইতেছে। তখন তাহার কদাকার চেহারা আরও ভীষণ দেখাইতেছিল।

আমি ঘৃণাভরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া আবার শয্যায় শয়ন করিলাম। কিন্তু নিদ্রা আসিল না। আবার অর্দ্ধঘণ্টা পরে উড়িয়াকে দেখিয়া আসিলাম, এই রাত্রি যেন কোনও মতে প্রভাত হইতে চাহিতেছে না।

তার পর সকালবেলা সে যখন নীচে নামিয়া গেল—আমি প্রাতরাশের কথা বলায় সে তাহা গ্রহণে অসম্মত হইল। (সে যে আমার সঙ্গে প্রাতরাশের জন্য অপেক্ষা করে নাই, এজন্য ভগবানকে ধন্যবাদ!) তখন আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। বোধ হইল, স্বয়ং রাত্রি যেন ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে। আমি কমন্সএ যাইবার সময় মিসেস্ ক্রুপকে বিশেষভাবে বলিয়া দিলাম, তিনি যেন সমস্ত জানালা মুক্ত করিয়া দেন। আমার বসিবার ঘরে সে রাত্রিবাস করিয়াছিল, তাহার উপস্থিতির কোনও গন্ধ যাহাতে আমার ঘরে না থাকে, ইহাই আমার অভিপ্রেত ছিল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

আগনেস্ যে দিন সহর ত্যাগ করিয়াছিল, তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উড়িয়া হিপের সহিত আমার দেখাই হয় নাই। গাড়ীর আড্ডার আপিসে আমি আগনেস্‌কে তুলিয়া দিতে গেলাম। দেখিলাম, উড়িয়া হিপ সেখানে রহিয়াছে। সেও ক্যান্টারবারিতে ফিরিয়া যাইতেছে—একই গাড়ীতে। তাহাকে দেখিয়া যে আমি সন্তুষ্ট হই নাই, এ কথা বলাই বাহুল্য। আগনেস্ ভিতরে বসিয়াছিল, হিপ উপরে। তথাপি আমি মনে মনে ঘোর বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। তাহার সহিত কোনও মতেই বন্ধুত্বের অভিনয় ভাল করিয়া দেখাইতে পারিলাম না।

সকল সময়েই আগনেসের সেই কথাটা আমার মনে পড়িল। "আমি যাহা হওয়া উচিত, তাহা করিয়াছিলাম। বাবার মনের শান্তির জন্য প্রয়োজন ভাবিয়াই আমি ত্যাগ-স্বীকারে সম্মত হইয়াছিলাম এবং তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম, তিনিও যেন তাহা করেন।" সেই কথাগুলি শুনিয়া অবধি এবং উড়িয়া হিপের গোপন-কথা জানিবার পর হইতে আমি কোনও মতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারি নাই। কেন আগনেস্ এমন কার্য্য করিল। এ ত্যাগস্বীকারে কি

প্রয়োজন ছিল? কিন্তু যখনই মনে হইত, আগনেস্ তাহার পিতাকে কিরূপ স্নেহ-ভক্তি করে, তাহার ভক্তিপ্রবণ, ভালবাসাপূর্ণ প্রকৃতির কথা যখন মনে পড়িত, যখন ভাবিতাম, আগনেস্ জানে, তাহারই জন্য পিতার স্নেহকাতর মনের দুর্ব্বলতার জন্যই আজ তাঁহার এই অবস্থা—তখন সে তাহার এই ঋণ-শোধের জন্য প্রাণপণ করিবে না?

কিন্তু তথাপি মনে শান্তি নাই। আগনেসের স্বার্থ-ত্যাগের অবকাশ লইবার জন্য এই পাষণ্ড, স্বার্থপর কিরূপ নীচ উপায় অবলম্বন করিয়াছে, ইহা চিন্তা করিতেই আমার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিত। আগনেস্ এখনও অনুমান করিতে পারে নাই, তাহার আত্মোৎসর্গের পরিণাম কত দূর গড়াইবে। এখনও সে ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করে নাই, উড়িয়া হিপ্ তাহার সম্বন্ধে কিরূপ আশা পোষণ করে। এ কথা জানিতে পারিলেই আগনেসের মনের সুখ অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। সে দুর্দ্দিনের এখনও বিলম্ব আছে, সুতরাং এখনই একবার আভাস দিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া কোন লাভ নাই। না, এখনই তাহার মনে অশান্তির ছায়াপাত করিব না। কাজেই আগনেস্‌কে কোন কথাই জানাইলাম না। হাসিমুখে তাহার নিকট বিদায় লইলাম। সে গাড়ীর বাতায়নপথে তাহার করপল্লব আন্দোলিত করিতে লাগিল। তাহার মুখে প্রসন্ন হাস্য। ছাদের উপর সেই পাষণ্ড, আগনেসের শনিগ্রহ বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল, সে তাহাকে কবলিত করিয়াছে—আর মুক্তির উপায় নাই।

বহু দিন এই বিদায়-দৃশ্য আমি ভুলিতে পারি নাই। আগনেস্ যখন পত্র লিখিয়া জানাইল যে, সে নিরাপদে পৌঁছিয়াছে, তখনও আমি বিন্দুমাত্র শান্তি পাইলাম না। যখনই মনে চিন্তা আসিত, আগনেসের কথাই ভাবিতাম। এক মুহূর্ত্তও এই দুশ্চিন্তার আক্রমণ হইতে মুক্ত হইতে পারিতাম না। প্রতিদিন রাত্রিতে এই বিষয়ে দুঃস্বপ্ন দেখিতাম। এই ঘটনাটা আমার জীবনের একটা অংশ হইয়া রহিল—ঐ চিন্তা হইতে আমার মস্তিষ্কের বিরাম ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিলাম না।

ষ্টিয়ারফোর্থ অক্সফোর্ডে গিয়াছিল বলিয়া তাহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ হইত না। কমন্সএও যে দিন যাইতাম না, একা থাকিতাম। নির্জ্জনতার অবকাশে আমার মন চিন্তায় অভিভূত হইত। এই সময়ে ষ্টিয়ারফোর্থের উপরও যেন অবিশ্বাস আমার মনে ছায়াপাত করিতে লাগিল। তাহার পত্রের উত্তর দিয়াও আমি এইটুকু তৃপ্তি পাইলাম, সে লণ্ডনে আসিতে পারিল না, তাহা যেন ভালই হইল। বুঝিলাম, আগনেসের প্রভাব আমার মনে কার্য্য করিতেছে, তাই ষ্টিয়ারফোর্থকে এড়াইতে পারিলে আমি বাঁচিতাম। সে এখন অনুপস্থিত থাকায়, আগনেসের সতর্কবাণী আমার মনকে তাহার সম্বন্ধে বিরূপ করিয়া তুলিয়াছিল।

ইতিমধ্যে আমি স্পেনলো এণ্ড জর্কিন্সের কার্য্যালয়ে আর্টিকেল-ক্লার্করূপে কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলাম। পিতামহী আমার খরচের জন্য বাৎসরিক প্রায় দেড় হাজার টাকা বরাদ্দ করিয়াছিলেন। অবশ্য বাড়ীভাড়ার টাকা তিনি স্বতন্ত্র দিবেন। এক বৎসরের জন্য বাড়ী লওয়া হইয়াছিল। বাসায় আমি সাধারণতঃ একা থাকিতাম, এজন্য মন বড় অপ্রসন্ন থাকিত। কফিপান করিয়াই আমি সময় কাটাইতাম।

যে দিন আমি আর্টিকেল-ক্লার্ক হইলাম, সে দিন বিশেষ কোন উৎসবের আয়োজন হয় নাই। কেরাণীরা শুধু স্যাণ্ডউইচ ও সেরী পাইয়াছিল। আর আমি একাকী থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলাম। মিঃ স্পেন্‌লো বলিয়াছিলেন যে, উপস্থিত তিনি আমাকে তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখিত। তাঁহার একমাত্র কন্যা প্যারী নগরীতে আছে। সে ফিরিয়া আসিলে এক দিন তিনি আমায় পান-ভোজনে আপ্যায়িত করিবেন। মিঃ স্পেন্‌লো বিপত্নীক, তাঁহার একটিমাত্র সন্তান ঐ কন্যা, তাহাও আমি জানিতাম।

দুই সপ্তাহ পরে মিঃ স্পেন্‌লো তাঁহার প্রতিশ্রুতি পালন করিলেন। তাঁহার কন্যা ফিরিয়া আসিয়াছে। আগামী শনিবারে তাঁহার গৃহে আমার নিমন্ত্রণ; সোমবার সকাল পর্য্যন্ত যদি আমি তাঁহার বাড়ী থাকি, তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত সুখী হইবেন। ফিটন গাড়ীতে তিনি আমাকে লইয়া যাইবেন, আবার সেই গাড়ীতেই তিনি সহরে পৌঁছাইয়া দিবেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে ফিটনে চড়িয়া আমি মিঃ স্পেন্‌লোর সহিত যাত্রা করিলাম। তিনি পথে আমাকে বলিতে লাগিলেন, যে ব্যবসা আমি গ্রহণ করিয়াছি, তাহা খুবই ভাল—ইহাতে মানও আছে, অর্থও আছে। তবে সলিসিটরদিগের সহিত আমাদের এই ব্যবসায়ের তুলনা হয় না। তাহারা এই ব্যবসায়ীদিগের অপেক্ষা হেয়।

এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে আমরা মিঃ স্পেন্‌লোর গৃহে আসিয়া পৌঁছিলাম। তাঁহার বাড়ীর বাগানটি সুন্দর দেখিলাম। সবুজ তৃণাচ্ছাদিত ক্ষেত্র এবং ফল ও ফুলের গাছ আমার মনকে আকৃষ্ট করিল।

গৃহে প্রবেশ করিয়াই মিঃ স্পেন্‌লো পরিচারককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিস্ ডোরা কোথায়?" নামটি কি মিষ্ট—ডোরা!

সন্নিহিত কক্ষে প্রবেশ করিতেই শুনিলাম, মিঃ স্পেন্‌লো বলিতেছেন—"মিঃ কপারফিল্ড, আমার মেয়ে ডোরা এবং ইনি আমার কন্যার বিশ্বস্তা বান্ধবী!"

ডোরাকে দেখিয়াই আমি মুগ্ধ হইলাম। সে যেন স্বর্গকন্যা! সেই মুহূর্ত্তেই আমি যেন তাহার প্রেমে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইলাম।

ঠিক এই সময়ে আর একটি কণ্ঠস্বর কাণে গেল—সে কণ্ঠস্বর আমার সুপরিচিত—"আমি মিঃ কপারফিল্ডকে আগে দেখেছি।"

ডোরার কণ্ঠ নহে। তাহার বিশ্বস্তা বান্ধবীর কণ্ঠস্বর। তিনি মিস্ মর্ডষ্টোন!

আমি খুব বিস্মিত হইয়াছিলাম, তাহা মনে হইল না। তখন বিস্ময়াভিভূত হইবার মত অবস্থা আমার ছিল না। শুধু ডোরা স্পেন্‌লোই আমার কাছে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়। আমি বলিলাম, "মিস্ মর্ডষ্টোন, আপনি কেমন আছেন?'

তিনি বলিলেন, "খুব ভাল আছি।"

আমি বলিলাম, "মিঃ মর্ডষ্টোন কেমন আছেন?"

"আমার ভাই খুবই সুস্থ আছেন, ধন্যবাদ!"

মিঃ স্পেন্‌লো আমাদের পূর্ব্ব-পরিচয় আছে জানিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "কপারফিল্ড, তোমার সঙ্গে মিস্ মর্ডষ্টোনের পরিচয় আছে জেনে আমি খুসী হলুম।"

মিস্ মর্ডষ্টোন গম্ভীরভাবে বলিলেন, "মিঃ কপারফিল্ডের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা আছে। পূর্ব্বে পরস্পরের মধ্যে আলাপ-পরিচয়ও ছিল। ওর বাল্যকালে আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হই। পরিচয় না পেলে আমি অবশ্য চিন্‌তে পারতাম না।"

আমি বলিলাম, কিন্তু তাঁহাকে আমি ভুলি নাই। যে কোনও স্থানে, যে কোনও অবস্থায় তাঁহাকে দেখিলেই আমি চিনিতে পারিতাম।

মিঃ স্পেন্‌লো বলিলেন, "মিস্ মর্ডষ্টোন অনুগ্রহ ক'রে আমার মেয়ের বিশ্বস্তা বান্ধবীর কার্য্যভার নিয়েছেন। আমার মেয়ে ডোরার মা নেই, সেটা তার দুর্ভাগ্য। মিস্ মর্ডষ্টোন তার সঙ্গিনী এবং রক্ষয়িত্রী।"

হঠাৎ আমার মনে হইল, মিস্ মর্ডষ্টোন কাহারও জীবনরক্ষক না হইয়া তাহার আক্রমণকারিণী বরং হইতে পারেন। ডোরার দিকে চাহিয়া, তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল না, সে এই বিশ্বস্তা সঙ্গিনীর প্রতি আকৃষ্ট। এই সময় ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ইহা ডিনারের প্রথম ঘণ্টা। আমি বেশ-পরিবর্ত্তন করিতে গেলাম।

কিন্তু বেশ-পরিবর্ত্তন করিব কি, আমি ডোরাময় হইয়া কেবল ভাবিতে লাগিলাম। কি সুন্দর তাহার নয়নযুগল, কি মধুর তাহার মুখশ্রী! তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেন লাবণ্য ঝরিয়া পড়িতেছে।

পুনরায় ঘণ্টা বাজিতেই আমি তাড়াতাড়ি বস্ত্র-পরিবর্ত্তন করিয়া লইলাম। মনোমত প্রসাধন করিতে পারিলাম না। নীচে আসিলাম। আরও দুই চারি জন লোক দেখিলাম। ডোরা এক জন পককেশ বৃদ্ধের সহিত গল্প করিতেছিল।

আমার মনে তখন ঈর্ষার জোয়ার বহিতেছিল। মিঃ স্পেন্‌লোর সহিত পরিচয়ে আমার অপেক্ষা কেহ ঘনিষ্ঠ আছে, ইহা মনে করিতেই আমার মনে আঘাত লাগিতেছিল।

আহারে বসিয়া কি খাইতেছিলাম, সে দিকেও আমার দৃষ্টি ছিল না। কোন্ কোন্ লোক আহার করিতেছে, তাহাও আমার খেয়াল ছিল না। খালি ডোরা—ডোরার কথাই আমার মনে জাগিতেছিল।

ডোরার পাশেই আমি বসিয়াছিলাম। তাহার সহিত গল্পও করিতেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রকার খাদ্য আমি স্পর্শ না করিয়া ফিরাইয়া দিলাম। ডোরার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মিষ্ট। তাহার হাস্য সরল এবং তরল। তাহার আকার অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব, ইহাতে তাহাকে আমার কাছে আরও সুন্দর দেখাইতেছিল।

আহার-শেষে ডোরা, মিস্ মর্ডষ্টোনের সঙ্গে অন্য কক্ষে চলিয়া গেল। মিঃ স্পেনলো তাঁহার বাগানের কথা আমায় গল্প করিতে থাকিলেন। কিন্তু সে সব কথা আমার এক কাণ দিয়া প্রবেশ করিয়া অন্য কাণ দিয়া বাহির হইয়া গেল।

তার পর আমরা ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিতেই মিস্ মর্ডষ্টোন আমাকে হাতছানি দিয়া ডাকিলেন। বলিলেন, "একটা কথা আছে, ডেভিড কপারফিল্ড।"

একান্তে দাঁড়াইয়া কথা হইতেছিল।

তিনি বলিলেন, "ডেভিড কপারফিল্ড, পারিবারিক ঘটনার আলোচনায় প্রয়োজন নেই। উহা কাহারও পক্ষে শোভনীয় নয়।"

বলিলাম, "নিশ্চয়, নিশ্চয়!"

মিস্ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "অতীতে আমাদের মতবিরোধ বা অত্যাচার অনাচারের স্মৃতি ভুলে যেতে হবে। আমি এক জন নারীর কাছ থেকে লাঞ্ছনা পেয়েছি, তাঁর কথা আলোচনার প্রয়োজন নেই। সে কথা না তোলাই ভাল।"

পিতামহীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইবামাত্র আমি রাগে জ্বলিয়া উঠিলাম। কিন্তু আমি মিস্ মর্ডষ্টোনকে জানাইলাম যে, পূর্ব্ব-আলোচনার প্রয়োজন নাই। তবে তাঁহার সম্বন্ধে অসম্মানজনকভাবে কেহ উল্লেখ করিলে, তাহাতে আমার বিরক্ত হইবার যথেষ্ট হেতু আছে।

মিস্ মর্ডষ্টোন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া বলিলেন, "ডেভিড কপারফিল্ড, আমি এ কথা গোপন করব না যে, ছেলেবেলা তোমার উপর আমার বিরুদ্ধমত হয়েছিল। হ'তে পারে সেটা আমার ভুল, অথবা তুমি বদলে গেছ। সে প্রশ্ন এখন নিরর্থক। আমার যে বংশে জন্ম, তাতে দৃঢ়তা রক্ষা করাই আমাদের প্রকৃতিসিদ্ধ। সুতরাং আমি সেই পথেই চল্‌তে বাধ্য। তোমার সম্বন্ধে আমার একটা মত থাক্‌তে পারে। আমার সম্বন্ধেও তোমার অভিমত থাকা সম্ভব।"

আমি তাহাতে সায় দিলাম।

মিস্ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "কিন্তু আমাদের পরস্পরের মতামত যাই থাক্ না কেন, তা নিয়ে এখানে আমাদের সংঘর্ষ না হওয়াই ভাল। ঘটনাক্রমে আমরা আবার পরস্পরের সংস্রবে এসে পড়েছি। এখন এমন ব্যবহার করা দরকার যে, আমরা পূর্ব্বপরিচিত মাত্র। তার বেশী কিছু নয়। সুতরাং আমার সম্বন্ধেও তুমি কিছু আলোচনা করো না, আমিও করব না। এটা তোমার পছন্দ হয় ?"

আমি বলিলাম, "মিস্ মর্ডষ্টোন, আপনি ও মিঃ মর্ডষ্টোন আমার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছিলেন। আমার মার সঙ্গেও ভাল ব্যবহার করেন নি। যত দিন আমি বাঁচব, সে কথা ভুলব না। কিন্তু এখন আপনি যে প্রস্তাব করলেন, তাতে আমার মত আছে।"

মিস্ মর্ডষ্টোন আমার করপল্লবের পৃষ্ঠদেশ অঙ্গুলির দ্বারা স্পর্শ করিয়া অন্য দিকে চলিয়া গেলেন।

তার পর আমার হৃদয়হারিণীর গান শুনিলাম। সে কি সুন্দর গান ! আমি যেন স্বপ্নরাজ্যে ভাসিতে লাগিলাম। তার পর অনেক রাত্রিতে শয্যায় শয়ন করিলাম।

প্রভাতে উঠিয়া বাগানে বেড়াইবার ইচ্ছা হইল। ঘরের মধ্যে ডোরার ছোট কুকুরটিকে দেখিলাম। তাহার সহিত ভাব করিতে গেলাম। কিন্তু সে আমাকে তাহার দাঁত দেখাইল—আমার ঘনিষ্ঠতা সে পছন্দ করিল না।

বাগানটি যেমন স্নিগ্ধ, তেমনই নির্জ্জন। ভাবিতেছিলাম, যদি এই রমণীরত্নকে পাই, তাহা হইলে আমার জীবন সার্থক হইবে। নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে আমি বেড়াইতে লাগিলাম। একটা বৃক্ষবীথির মোড় ঘুরিতেই আমি ডোরার দেখা পাইলাম। আমার সর্ব্বশরীর আনন্দবেগে যেন শিহরিয়া উঠিল।

আমি বলিলাম, "মিস্ স্পেনলো, আপনি এত সকালে উঠেছেন ?"

সে বলিল, "বাড়ী মোটে ভাল লাগ্‌ল না। মিস্ মর্ডষ্টোনের সঙ্গও বিশ্রী লাগ্‌ল। রবিবারের সকালে আমি বেড়াতে ভালবাসি। বাবাকে বলেছিলাম, আমি ভোরবেলা বেড়াব। দেখুন ত, কেমন সুন্দর প্রভাত !"

আমি সাহস করিয়া বলিয়া ফেলিলাম যে, এতক্ষণ প্রভাতটা তেমন মনোরম বোধ হয় নাই, এখন হইতেছে।

ডোরা বলিল, "এটা কি আমার তারিফ, না সত্যই পরিবর্ত্তন ঘটেছে ?"

আমি স্খলিতকণ্ঠে বলিলাম যে, তারিফ নহে, আমার মনে যাহা উদিত হইয়াছে, আমি তাহাই বলিয়াছি।

ডোরা তাহার কুঞ্চিত অলকদাম দুলাইয়া তাহার গণ্ডদেশের আরক্তিম আভাস আচ্ছাদিত করিতে চাহিল।

আমি বলিলাম, "আপনি এত দিন প্যারীতে ছিলেন ?"

"হাঁ। আপনি সেখানে কখন যাননি বুঝি ?"

"না।"

"আহা! একবার যদি আপনি সেখানে যান! বড় ভাল লাগবে সে জায়গা।"

এমন সময় কুকুরটা সেখানে ছুটিয়া আসিল। সে আমাকে দেখিয়া ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল। ডোরা তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। কিন্তু তবু সে ডাকিতে লাগিল। আমি তাহার গায় হাত দিতে গেলে, সে কোনওমতেই তাহাকে স্পর্শ করিতে দিল না। ইহাতে ডোরা তাহাকে প্রহার করিল। সে তাহার হাত চাটিতে লাগিল। তার পর কুকুরটা শান্ত হইল।

ডোরা বলিল, "আপনি মিস্ মর্ডষ্টোনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত নন, বোধ হয়।"

"না, তেমন ঘনিষ্ঠতা নেই।"

ডোরা স্ফীত ওষ্ঠাধরে বলিল, "উনি বড় বিরক্তিকর। বাবা কেন যে ওঁকে আমার সঙ্গিনী ঠিক করেছেন, তা বুঝিনে। আমি কোন রক্ষাকারিণী চাইনে। জিপ্ আমাকে বেশ রক্ষা করতে পারবে। মিস্ মর্ডষ্টোনের চেয়ে বরং ভালই পারবে! কেমন জিপ, পারবে না ?"

কুকুর চক্ষু মিটিমিটি করিয়া তাকাইল। ডোরা তাহার শিরোদেশ আঘ্রাণ করিল।

"বাবা বলেন, উনি আমার বিশ্বস্তা বান্ধবী। কিন্তু আমি জানি, উনি তা নন। কি বল জিপ্? এমন গোমড়ামুখো লোককে আমি বিশ্বাস ক'রে কোন কথাই বলতে পারব না। কার সঙ্গে মনের কথা বল্‌তে হবে, সে নিজেরাই খুঁজে নেব, কি বল, জিপ ?"

জিপ তাহার স্বভাবসিদ্ধ একটা শব্দ করিয়া চুপ করিল।

ডোরা বলিল, "মা নেই, তাই বড় দুঃখ। সে জায়গায় মিস্ মর্ডষ্টোনের মত বুড়ী—চব্বিশ ঘণ্টা মুখ আঁধার ক'রে রয়েছে, এমন এক বুড়ী সব সময় আমার কাছে ঘুরবে, আমার মোটেই ভাল লাগে না। যাক্, ওকে বাদ দিয়েই আমাদের চল্‌বে, জিপ! কেমন নয়? এখন থেকে ওকে খুসী না ক'রে খালি বিরক্ত করা যাবে, কি বল, জিপ ?"

আরও কিছুক্ষণ এইভাবে চলিলে হয় ত আমি জানু পাতিয়া বসিয়া এমন কাণ্ড ঘটাইয়া ফেলিতাম, তাহার ফলে বাড়ী হইতে নির্ব্বাসিত হইতে হইত। কিন্তু ঠিক এই সময়ে আমরা একটা উদ্যান-গৃহের সমীপবর্ত্তী হইলাম।

এই ঘরের মধ্যে নানাজাতীয় দুষ্প্রাপ্য লতা ও ফুল বিদ্যমান ছিল। আমরা ফুলগুলি পরীক্ষা করিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময় মিস্ মর্ডষ্টোন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডোরার হাত ধরিয়া তিনি প্রাতরাশের জন্য বাড়ীর দিকে চলিলেন।

ডোরার স্বহস্তে প্রস্তুত কয় পেয়ালা চা আমি পান করিয়াছিলাম, তাহা আমি গণিয়া রাখি নাই। তার পর আমরা গির্জ্জায় গেলাম। মিস্ মর্ডষ্টোন ডোরা ও আমার মাঝখানে রহিলেন।

সমস্ত দিনটা শান্তিতে কাটিল। লোকজনের গোলমাল নাই। শুধু আমরা চারি জন প্রাণী। মিস্ মর্ডষ্টোন্ আমাদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন—সতর্কভাবে তিনি পাহারা দিতেছিলেন। আমি কতবার মনে ভাবিয়াছি, মিঃ স্পেন্‌লো আমার ভাবী শ্বশুর হইবেন। কতবার কল্পনায় আমি তাঁহার কাছে ডোরার পাণিপ্রার্থনা করিলাম। আমরা বাগ্‌দত্ত হইলাম, এ কথা জানাইবার আগ্রহ কিরূপ প্রবল হইয়াছিল, তাহা মিঃ স্পেন্‌লোও কল্পনা করিতে পারেন নাই।

পরদিবস সকালে আমাদের বিদায়ের দিন। ডোরা প্রাতরাশের টেবলে চা প্রস্তুত করিতে বসিল। প্রাতরাশের পর গাড়ীতে উঠিয়া আমি বিষণ্ণ-মনে ডোরার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। সে জিপকে কোলে লইয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়াছিল।

কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া আসিলাম, কিন্তু ডোরার চিন্তা আমার সমগ্র চিত্তক্ষেত্রে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ঐ একই চিন্তা লইয়া আমি ফিরিতে ঘুরিতে লাগিলাম।

মিসেস্ ক্রুপ বোধ হয় আমার মনের রোগ টের পাইয়াছিলেন। এক দিন তিনি বলিলেন, "আপনি কেমন মনমরা হয়ে যাচ্ছেন, সার। নিশ্চয় ভেতরে কোন তরুণী মহিলা আছেন।"

আরক্ত-বদনে আমি বলিলাম, মিসেস্ ক্রুপ ?"

"ভগবান্ আপনার ভাল করবেন। মন স্থির রাখুন। মরবার কথা মনে আন্‌বেন না। যদি তিনি আপনার উপর প্রসন্ন হাস্যে না চেয়ে থাকেন, অন্য ঢের মেয়ে আছে, যাঁরা চাইবেন। আপনার মত তরুণ যুবককে অনেকেই চায়, মিঃ কুপারফুল। কাজেই নিজের মর্য্যাদা ভুলবেন না।"

মিসেস্ ক্রুপ আমাকে মিঃ কুপারফুল বলিয়া ডাকিতেন।

"মিসেস্ ক্রুপ, আপনি কেমন ক'রে জান্‌লেন, এ ব্যাপারে এক তরুণী মহিলা আছেন ?"

মিসেস্ ক্রুপ বলিলেন, "আমি যে মা হয়েছি, তাই জানি।"

তিনি আবার বলিলেন, "আপনি ভাল ক'রে খান না, পানও করেন না।"

"তাই কি আপনি ঐ রকম অনুমান ক'রে নিয়েছেন ?"

মিসেস্ ক্রুপ বলিলেন, "আপনি ছাড়াও অনেক যুবকের আমি পরিচর্য্যা ক'রে এসেছি। আমি জানি, এ রকম ব্যাপারে মেয়েমানুষ আছেই।"

তিনি এমন ভাবে ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন যে, আমি তাঁহাকে আর ঘাঁটাইতে সাহস করিলাম না।

মিসেস্ ক্রুপ বলিলেন, "আপনার আগে এখানে যিনি ছিলেন, তিনি মদের দোকানের এক যুবতীর প্রেমে প'ড়ে, মদ খেয়েই মারা গেলেন।"

আমি বলিলাম, "মিসেস্ ক্রুপ, আমার সম্বন্ধে এ রকম বাজারে মেয়েমানুষের সম্বন্ধ কল্পনা করবেন না।"

মিসেস্ ক্রুপ বলিলেন, "আপনি আমায় মাপ করবেন। আমি অনধিকার-চর্চ্চা করবো না। তবে একটা কথা ব'লে রাখি; এমন উন্মনা হবেন না। খুব প্রফুল্ল থাকুন, নিজের দাম বুঝবার চেষ্টা করুন।"

এই কথা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। তাঁহার সহিত আলোচনায় আমরা একটা লাভ হইল। মনের কথা যাহাতে ঘৃণাক্ষরেও প্রকাশ না পায়, সে চেষ্টা আমাকে করিতে হইবে, স্থির করিলাম।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

পরদিবস হঠাৎ মনে হইল, ট্রাডেলস্‌এর সঙ্গে দেখা করিয়া আসিতে হইবে। তাহার ঠিকানা আমার কাছে ছিল। কামডেন সহরের পশু-চিকিৎসালয়ের কলেজের কাছে তাহার বাসা। আমি তাহার বাসার অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। যে পথের উপর তাহার বাসা, সেই পথটা তেমন ভাল নহে। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা তেমন পরিচ্ছন্ন নহে। পথের উপর আবর্জ্জনা স্তূপীকৃত থাকে। এই পথের সাধারণ অবস্থা দেখিয়া আমার মনে হইল, মিকবার-দম্পতির সহিত যখন বাস করিতাম, যে রাস্তার উপর আমাদের বাসা ছিল, সেই রাস্তার কথা মনে পড়িয়া গেল। হঠাৎ কেন যে মিকবার-দম্পতির কথা মনে পড়িল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

নির্দ্দিষ্ট বাড়ীর দরজায় আসিয়া দেখিলাম, গোয়ালা দুগ্ধের দাম লইয়া এক পরিচারিকার সহিত বচসা করিতেছে। গোয়ালা দাম চাহিতেছে, পরিচারিকা বলিতেছে, দাম শীঘ্রই পাইবে। গোয়ালা গোলমাল করিতে করিতে দুগ্ধ ঢালিয়া দিয়া চলিয়া গেল। আমি তখন কণ্ঠস্বর তুলিয়া বলিলাম, "মিঃ ট্রাডেলস্ এখানে থাকেন ?"

গলিপথের অপর প্রান্ত হইতে কোন রহস্যময় কণ্ঠ বলিয়া উঠিল, "হাঁ।" তরুণী পরিচারিকাটিও সেই সঙ্গে বলিল, "হাঁ।"

আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, "তিনি এখন বাসায় আছেন ?"

আবার সেইরূপ উত্তর আসিল, "হাঁ।"

তখন পরিচারিকার নির্দ্দেশ অনুসারে আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম। সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিতেছি, এমন সময় ট্রাডেলস্‌এর সহিত দেখা হইল। সে আমাকে দেখিয়া আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার ছোট ঘরটির মধ্যে সে সাদরে আমাকে লইয়া গিয়া বসাইল। ঘরের মধ্যে আসবাব-পত্রের তেমন বাহুল্য নাই।

আমি বলিলাম, "ট্রাডেল্‌স্, তোমাকে দেখে আমার আজ বড় আনন্দ হচ্ছে।

সেও বলিল, "আমারও সেই রকম আনন্দ হচ্ছে, কপারফিল্ড। তোমাকে আমার বাসার ঠিকানা দিয়েছিলাম। সহরে আমার আলাদা ঘর ভাড়াও আছে। এখানে আমি সকলকে আন্‌তে চাই না। এখনও আমাকে জীবনসংগ্রামে বিব্রত হয়ে থাক্‌তে হয়েছে।"

বলিলাম, "তুমি এখন ব্যারিষ্টার হবার জন্য পড়ছ না?"

"হাঁ, তাই করতে হচ্ছে। একশ পাউণ্ড এ জন্য আমাকে সংগ্রহ ক'রে দিতে হয়েছে। কত কষ্টে যে সে টাকাটা সংগ্রহ করেছি, তা আমি জানি।"

তার পর বাল্যের সালেম হাউসের কত কথা আলোচনা করিতে লাগিলাম। সে আমাকে বলিল, তাহার এক খুল্লতাত তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিতেছিলেন। কিন্তু অবশেষে তিনি তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া বুড়া বয়সে বিবাহ করেন। কিছু দিন পরে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় সে বিদ্যালয় ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়।

আমি বলিলাম, "তোমার খুড়া তোমাকে কিছু দিয়া যান নাই?"

ট্রাডেল্‌স্ বলিল, "কিছু পেয়েছিলাম বৈ কি—৫০ পাউণ্ড আমার ভাগে পড়েছিল। তার পর কত কষ্ট ক'রে আমি একশ পাউণ্ড জমিয়ে, সেই টাকাটা জমা দিয়ে ব্যারিষ্টারী পড়ছি।"

তার পর সংবাদপত্রে লিখিয়া এবং নানা উপায়ে সে কিরূপে অর্থোপার্জ্জন করিতেছে, তাহার ইতিহাস আমাকে বিবৃত করিল।

তাহার পরিশ্রমের ইতিহাস শুনিয়া আমি তাহাকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

অবশেষে সে বলিল, "কপারফিল্ড, আমি এক মহিলার পাণিগ্রহণ করব ব'লে বাগ্‌দত্ত আছি।"

তাহার সে কথা শুনিয়া আমার ডোরার কথা মনে পড়িল।

ট্রাডেল্‌স্ বলিল, "তিনি এক জন ধর্ম্মযাজকের মেয়ে। মেয়েটি এত ভাল যে, তার গুণের কথা আমি ব'লে শেষ করতে পারি না। বয়সে আমার চেয়ে সামান্য বড়। অনেক দিন আমরা বাগ্‌দত্ত হয়েছি। কিন্তু তাড়াতাড়ি নেই। আমরা দু'জনেই জানি, আমাদের অপেক্ষা ক'রে থাক্‌তে হবে। সে আমার প্রতীক্ষায় ৬০ বৎসরও থাক্‌তে রাজি।"

শুনিয়া পুলকিত হইয়া উঠিলাম।

আমার বাল্যবন্ধু বলিতে লাগিল, "অতি সামান্য ব্যয়ে আমার খাওয়া-পরা চলে। নীচে এক দম্পতি আছেন, তাঁদের ঘরেই আমি দুবেলা খাই। মিঃ ও মিসেস্ মিক্‌বার দুজনেই খুব ভাল লোক।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "প্রিয় ট্রাডেলস্, কি বলছ তুমি?"

ট্রাডেল্‌স্ সবিস্ময়ে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

আমি বলিলাম, "মিঃ ও মিসেস্ মিক্‌বার! আমি যে ওঁদের দু'জনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত।"

ঠিক এই সময়ে রুদ্ধদ্বারে দুইবার করাঘাত হইল। আমি সে করাঘাত যে চিনি। মিঃ মিক্‌বার ব্যতীত এমনভাবে কেহ দ্বারে করাঘাত করিতে পারে না।"

দরজা খুলিয়া দেওয়া হইলে মিঃ মিক্‌বার ঘরের মধ্যে আসিয়া বলিলেন, "মিঃ ট্রাডেল্‌স্, মাপ করবেন, আমি জানতাম না, আপনি অন্য ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বল্‌ছেন।"

আমার দিকে লক্ষ্য না করিয়াই তিনি আমাকে অভিবাদন করিলেন।

"কেমন আছেন, মিঃ মিক্‌বার?"

তিনি বলিলেন, "ধন্যবাদ, আমি ভাল আছি।"

"মিসেস্ মিক্‌বার ভাল আছেন ত?"

"ভগবানের অনুগ্রহে তিনিও ভাল আছেন।"

"ছেলে-মেয়েরা?"

মিঃ মিক্‌বার বলিলেন, "আমি সানন্দে জ্ঞাপন করছি, তারাও খুব ভাল আছে।"

এতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি যে আমাকে চিনিতে পারেন নাই, তাহা বুঝিলাম। কিন্তু আমাকে হাসিতে দেখিয়া তিনি আমার মুখোমুখী দাঁড়াইয়া আমার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। তার পর সহসা বলিয়া উঠিলেন, "এ কি সম্ভব! আমি কি কপারফিল্ডকে দেখ্‌ছি!" বলিয়াই তিনি দুই হাতে আমাকে ধরিয়া নাড়া দিলেন।

মিঃ মিক্‌বার বলিলেন, "হা ভগবান্! মিঃ ট্রাডেল্‌স্! আমার যৌবনের বন্ধু—পূর্ব্বজীবনের সুপরিচিত বন্ধুর সহিত আপনার পরিচয় আছে, এ কথা আমি ভাব্‌তেও পারিনি!"

বাতায়নের কাছে দাঁড়াইয়া তিনি কণ্ঠস্বর উচ্চে তুলিয়া বলিলেন, "ওগো, মিঃ ট্রাডেল্‌স্‌এর ঘরে এক জন ভদ্রলোক এসেছেন, তার সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিতে চাই—শীঘ্র এস!"

তার পর আমার কাছে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বলিলেন, "আমাদের বন্ধু ডাক্তার কেমন আছেন? কাণ্টারবেরির বন্ধুরা সব ভাল ত?"

আমি বলিলাম যে, সকলেই ভাল আছেন।

মিঃ মিক্‌বার বলিলেন, "কপারফিল্ড, এক রকম ক'রে এখন সংসার চালান যাচ্ছে। তুমি ত জান, আমার জীবনে দুরতিক্রম্য অসুবিধা কত এসেছে। সব অতিক্রমও করেছি। এখনও অবস্থা সেই রকম, তবে আবার আমি লাফিয়ে উঠে বিপদ পার হবার চেষ্টা করছি।"

এমন সময় মিসেস্ মিক্‌বার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি আমাকে দেখিয়া খুসী হইলেন। আহারের জন্য মিঃ মিক্‌বার আমায় পীড়াপীড়ি করিলেন, কিন্তু আর এক দিন হইবে বলিয়া আমি উহা এড়াইলাম। তবে আমার বাসায় এক দিন তাঁহাদের রাত্রির আহারের নিমন্ত্রণ

করিলাম। ট্রাডেলস্‌কে লইয়া মিকবার-দম্পতি আমার বাসায় যাইবেন স্থির হইল।

আমি বিদায় লইলাম। মিঃ মিকবার আমার সঙ্গে বাহিরে আসিয়া একান্তে আমাকে বলিলেন, ট্রাডেলসের সাহায্যে তাঁহারা সুখে আছেন। শস্য বিক্রয় করিয়া তিনি অতি সামান্য অর্থই পান। তাহাতে সংসার চলা কঠিন। তবে তিনি প্রত্যাশা করিতেছেন, ভগবানের আশীর্ব্বাদে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিবে।

মিঃ মিকবার আমার করকম্পন করিয়া বিদায় লইলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

আমার বন্ধুবর্গকে যে দিন আহারে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম, সে দিন না আসা পর্য্যন্ত আমি ডোরার চিন্তা লইয়াই দিন কাটাইতেছিলাম। ইহাতে আমার ক্ষুধামান্দ্য হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

মিকবার-দম্পতি ও ট্রাডেলস্‌কে খাওয়াইবার জন্য এবার পূর্ব্ববারের মত ব্যবস্থা করিলাম না। মিসেস্ ক্রুপ এবং এক জন বোবা লোককে কাজের জন্য রাখিলাম; পূর্ব্বের ছেলেটির উপর আমি বিরক্ত হইয়াছিলাম।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে বন্ধুরা আসিলেন। আমার বাসা দেখিয়া সকলেই খুসী হইলেন। আহার্য্য পরিবেষিত হইল। আমরা মনের আনন্দে আহার করিতে আরম্ভ করিলাম। উৎসাহের আতিশয্যে ডোরার কথাও তখন ভুলিয়া গেলাম।

হাস্য-পরিহাসে ভোজনকার্য্য চলিতেছে, এমন সময় দেখিলাম, লিটিমার টুপী হাতে ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপার কি?"

সে বলিল, "আমার মনিব কি এখানে এসেছেন?"

আমি বলিলাম, "না।"

"আপনি তাঁর দেখা পেয়েছেন?"

"না! তুমি কি তার কাছ থেকে আস্‌ছ না?"

"না, মশাই, তাঁর কাছ থেকে সরাসরি আস্‌ছি না।"

"এখানে তার দেখা পাওয়া যাবে, এ কথা কি সে তোমাকে ব'লে দিয়েছে?"

"না, তা ঠিক বলেননি। তবে আমার মনে হয়, আসছে কাল তিনি এখানে আস্‌বেন—আজ যখন এখনও আসেননি।"

"অক্সফোর্ড থেকে সোজা আস্‌ছে কি?"

সে কথার উত্তর না দিয়া সে একটা বোতলের ছিপি খুলিবার ভার স্বয়ং গ্রহণ করিল। কারণ, আমরা উহা পারিতেছিলাম না।

তার পর লিটিমার আধার হইতে কিছু কিছু মাংসও আমাদের পাত্রে নিপুণ-হস্তে পরিবেষণ করিতে লাগিল। কার্য্য শেষ হইলে আমি তাহাকে আহারে বসিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। সে সবিনয়ে জানাইল যে, তাহার আহারে এখন স্পৃহা নাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ষ্টিয়ারফোর্থ কি সোজা অক্স-ফোর্ড থেকে আস্‌ছে?"

উত্তরে সে বলিল, "কাল তিনি এখানে এসে পড়বেন। আমি ভেবেছিলাম, আজই এসে গেছেন। কিন্তু দেখছি, আমারই ভুল।"

"তার সঙ্গে দেখা হ'লে তুমি বলো—"

"আজ্ঞে, আপনার সঙ্গেই আগে তাঁর দেখা হবে, আমার সঙ্গে হবে না!

"যাই হোক্, তাকে বলো, তার ছেলেবেলার এক জন সহপাঠী আজ এখানে এসেছে।"

লিটিমার ট্রাডেলস্‌এর দিকে তাকাইয়া বলিল, "তাই না কি!"

সে চলিয়া যাইতে উদ্যত দেখিয়া আমি বলিলাম, "লিটিমার! তুমি সেবার ইয়ারমাউথে বেশী দিন ছিলে?"

"খুব বেশী দিন নয়।"

"নৌকাখানার মেরামতী কাজ হ'তে অবশ্য দেখেছিলে?"

"হাঁ, সার! নৌকার কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি সেখানে ছিলাম।"

আমি বলিলাম, "মিঃ ষ্টিয়ারফোর্থ সেটা দেখেনি?"

"তা আমি বল্‌তে পারিনে। আচ্ছা, এখন তা হ'লে আসি।"

আমি যেন স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিলাম। ষ্টিয়ার-ফোর্থকে আমি পূর্ব্ববৎ বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না। এই কথাটা যদি আমার বাক্য বা ব্যাপারে পাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে, এজন্য লিটিমারের সান্নিধ্য আমার প্রীতিকর বোধ হয় নাই!

আবার আমাদের পান-ভোজন চলিতে লাগিল। মিসেস্ মিকবার আমায় বলিলেন যে, শস্যবিক্রয়ের দালালী হইতে দুই সপ্তাহে ২ শিলিং ৯ পেন্স প্রাপ্তি আদৌ সুবিধার নহে। ইহাতে সংসার চলে না।

সে কথা আমরা সকলেই স্বীকার করিলাম।

মিসেস্ মিকবার বলিলেন, "শস্যবিক্রয়ের উপর যদি নির্ভর করা না চলে, তবে আর কিসের উপর নির্ভর করা চল্‌বে? কয়লার উপর চলে কি? তাও চলে না। তবে কি করা যাবে?"

খুবই সত্য কথা। মিঃ মিকবারের সংসার ত চলা চাই। এমন অনিশ্চিতভাবে তাঁহার সংসার চলিতে পারে না। ট্রাডেল্‌স্ ও আমি উভয়েই এ বিষয়ে একমত।

রাত্রি দশটা ও এগারটার মধ্যে নিমন্ত্রিতরা বিদায় লইলেন। আমি ট্রাডেলস্‌কে এক পার্শ্বে ডাকিয়া লইয়া বলিলাম, "ট্রাডেলস্, আমি মিঃ মিকবারের কোন অনিষ্ট

কামনা করিনে। তবে একটা কথা ব'লে দেই, তুমি তাঁকে টাকা ধার ব'লে দিও না।"

ট্রাডেলস্ বলিল, "প্রিয় কপারফিল্ড, আমার ধার দিবার মত টাকা নাই।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু তোমার নামের একটা মূল্য আছে।"

"ওঃ! তুমি ভাবছ, ওটাই ধার দেওয়ার মত হবে?"

আমি বলিলাম, "নিশ্চয়।"

ট্রাডেলস্ বলিল, "সে কথা ঠিক। তোমার এ সতর্কবাণীতে আমি উপকৃত হলাম। কিন্তু আমার সে নামটা আগেই ধার দিয়ে বসেছি।"

আমি বলিলাম, "যাক্, যা হবার হয়ে গেছে। ওতে হয় ত অনিষ্ট কিছু হবে না।"

ট্রাডেলস্ চলিয়া গেল। আমি ঘরে ফিরিয়া আসিয়া অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসিলাম। সহসা মনে হইল, কেহ দ্রুত-পদক্ষেপে সোপান অতিক্রম করিতেছে। আমি ভাবিলাম, কে আসিতেছে, ট্রাডেলস্ নয় ত? কিন্তু পদশব্দ নিকটে আসিতেই আমি তাহা চিনিতে পারিলাম। আমার বক্ষঃস্থল দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। কারণ, সে পদশব্দ ষ্টিয়ার-ফোর্থের।

আমি আগনেসের কথায় কখনও অমনোযোগ প্রদান করি নাই। তাহার চিন্তা মুহূর্তের জন্যও আমার মানসপট হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। আমার মনোমন্দিরে আগ্‌নেসের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু ষ্টিয়ারফোর্থ যখন বাহুবিস্তার করিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইল, তখন তাহার উপর যে আঁধার-যবনিকা পড়িয়াছিল, তাহা যেন আলোকিত হইয়া উঠিল। তাহাকে সন্দেহ করিয়াছিলাম, ইহা ভাবিয়া আমি যেন লজ্জিত হইলাম। আমি আগনেস্‌কে সত্যই ভালবাসি। সত্যই তখনই তাহার কল্যাণদায়িনী মূর্ত্তি আমার দৃষ্টিপথে ভাসিয়া উঠিল। কিন্তু তথাপি ষ্টিয়ারফোর্থকে আমি সাদরে গ্রহণ না করিয়া পারিলাম না।

আমার কর সাগ্রহে কম্পিত করিয়া ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "ডেজি, ভাই, অবাক্ হয়ে গেছ? আজ কি আর একটা ভোজের আয়োজন হয়েছিল না কি? ডক্টর কমন্সএর লোকরা ভারী আমুদে। আমাদের মত পরিমিত পানকারীদের তারা হারিয়ে দেছে দেখছি।" এই বলিয়া মিসেস্ মিক্‌বারের পরিত্যক্ত আসন সে গ্রহণ করিল।

আমি সাদরে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলাম, "প্রথমে এত চমক লেগেছিল যে, হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। তাই তোমাকে অভ্যর্থনা করতে পারিনি।"

"কেমন আছ এখন বল ত, ডেজি?"

"আমি ত ভালই আছি। মদ আজ বেশী খাইনি। তবে তিন জন নিমন্ত্রিত আজ ছিলেন।"

"তাদের সঙ্গে পথে আমার দেখা হয়েছে। যে লোকটি টল্‌ছে, সে কে হে?"

আমি মিঃ মিক্‌বারের পরিচয় দিলাম। ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল যে, মিঃ মিক্‌বার জানিবার মত লোক। এক সময়ে সে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া লইবে।

আমি বলিলাম,"আর এক জন কে বল ত, ষ্টিয়ারফোর্থ?"

সে বলিল, "ভগবান জানেন। তবে লোকটা ভদ্র বলেই মনে হ'ল।"

আমি বলিলাম, "চিন্‌তে পারলে না, ও ট্রাডেলস্।"

উপেক্ষাভরে সে বলিল, "কে সে?"

"ট্রাডেলস্‌কে ভুলে গেলে? আমাদের ঘরে সালেম হাউসে থাক্‌ত—ট্রাডেলস্।"

"সেই ট্রাডেলস্! ও কি এখনও সেই রকম নরম প্রকৃতির আছে? ওকে তুমি কোথায় পেলে?"

আমি তখন ট্রাডেলস্‌এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইলাম। কারণ, ষ্টিয়ারফোর্থ তাহাকে উপেক্ষা করায় আমি একটু ব্যথিত হইয়াছিলাম। ষ্টিয়ারফোর্থ মৃদু হাসিয়া তাহার আলোচনা স্থগিত রাখিল। তার পর সে বলিল যে, তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে, কিছু খাবার আছে কি না।

আমি পরিবেষণের যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা হইতে কিছু কিছু জিনিষ তুলিয়া আনিয়া তাহাকে খাইতে দিলাম। ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "অনেক জিনিষ আছে ত! ভারী ক্ষিধে পেয়েছে। আমি সোজা ইয়ারমাউথ থেকে আস্‌ছি।"

"আমি ভেবেছিলাম, তুমি অক্সফোর্ড থেকে আসছ?"

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "না। আমি সেখানে সমুদ্রে বেড়াচ্ছিলাম। ভাল কাজেই লেগেছিলাম।"

আমি বলিলাম, "লিটিমার আজ এখানে এসেছিল—তোমার সন্ধানে। আমি ভেবেছিলাম, তুমি অক্সফোর্ডে আছ। অবশ্য সে কথা সে আমায় বলেনি।"

"লিটিমার একটা নিরেট গাধা। এত বোকা সে, তা আমি জান্‌তাম না। আমার সম্বন্ধে খোঁজ করবার কোন দরকার তার ছিল না।" বলিতে বলিতে প্রফুল্লচিত্তে ষ্টিয়ারফোর্থ এক গ্লাস সুরা ঢালিয়া লইল। তার পর বলিল, "তাকে আমাদের সকলের চেয়ে তুমি ভাল বুঝতে পার, ডেজি।"

আমি চেয়ার ঘুরাইয়া লইয়া বলিলাম, "সে কথা ঠিক, ষ্টিয়ারফোর্থ। তা হ'লে তুমি ইয়ারমাউথে গিয়েছিলে? বেশী দিন ছিলে না কি সেখানে?"

"না, মাত্র এক সপ্তাহ ছিলাম, তাও হঠাৎ গিয়ে পড়েছিলাম।"

"তারা সব কেমন আছে? সম্ভবতঃ এম্লির বিয়ে এখনও হয়নি?"

"না, এখনও হয়নি। শীঘ্র হবে, কয়েক সপ্তাহমধ্যেই হবে শুনেছি। আমি ওদের সঙ্গে বড় একটা দেখা করিনি।

ভাল কথা, তোমার নামে একখানা চিঠি আছে।" বলিয়া সে কাঁটা-চামচ রাখিয়া দিয়া পকেট হাতড়াইতে লাগিল।

"কে লিখেছে?"

"তোমার ধাত্রী। এই যে বার করছি।" বলিয়া সে পকেটের কাগজপত্র সবই টানিয়া বাহির করিল। তার পর বলিল, "কি ভাল নাম তার। সেই বুড়ো, তার শরীর সম্বন্ধেই চিঠি।"

আমি বলিলাম, "বার্কিস্এর কথা বলছ?"

"হ্যাঁ! সে বেচারার বুঝি সব শেষ হয়ে এসেছে। সেখানে এক জন ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হ'ল। তোমার জন্মের সময় তিনি ছিলেন। লোকটা এই রোগীর সব খবর রাখেন। তিনি বললেন, বার্কিস্ অতিক্রুত অনন্তযাত্রার পথে এগিয়ে চলেছে। আমার ওভার-কোটের বুকের পকেটটা খুঁজে দেখ ত, ওখানেই চিঠিটা আছে।"

তাহার নির্দেশমত খুঁজিতেই চিঠিখানা পাইলাম। হাঁ, চিঠিখানা পেগটীর লেখা। পড়া যায় না, এমনই লেখা, কিন্তু সংক্ষিপ্ত। সে আমাকে বার্কিসের সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখিয়াছে—অবস্থা খুবই খারাপ। নিজের ক্লান্তি বা শ্রান্তির বিন্দুমাত্র উল্লেখ সে করে নাই। সোজা কথায়, গ্রাম্য ভাষায় প্রাণের অনেক কথা ব্যক্ত করিয়া শেষে লিখিয়াছে, "আমার প্রিয়পাত্রের প্রতি কর্ত্তব্যবোধ" অর্থাৎ আমাকে সে সব কথা জানাইল।

ষ্টিয়ারফোর্থ আহার করিয়া চলিয়াছিল। সে বলিল, "ব্যাপারটা খুবই দুঃখের। তবে রোজই সূর্য্য উঠে, রোজই মানুষ মরে। কাজেই আমাদের এই সাধারণ ব্যাপারে ব্যস্ত হওয়া উচিত নয়। এই সব ব্যাপার দেখে যদি ঘাবড়ে যেতে হয়—নিজের প্রাপ্যকে ধ'রে রাখা না যায়, তা হ'লে সবই চ'লে যাবে। না, আমার তা মত নয়। যখন যাত্রা করা গেছে, চলতেই হবে। সব বাধা-বিঘ্ন ঠেলে এগিয়ে গিয়ে বাজি জিততে হবে।"

আমি বলিলাম, "কোন্ বাজি জিতবার কথা বলছ?"

"যে বাজির দৌড় আরম্ভ হয়েছে, সেই বাজি! এগিয়ে চল!"

আমি লক্ষ্য করিলাম, তাহার প্রফুল্ল আননে, নয়নে যেন একটা প্রচণ্ড চেষ্টার অবসাদ রহিয়াছে। এরূপ লক্ষণ পূর্ব্বে তাহাতে দেখি নাই। আমি বলিলাম, "ষ্টিয়ারফোর্থ, একটা কথা আছে, যদি শুনতে চাও, বলি।"

সে বলিল, "বল, শুনি।"

আমি বলিলাম, "আমার ধাইমার কাছে আমি যাব ঠিক করেছি। অবশ্য আমি গিয়ে তার কোন উপকারে লাগব না, সেটা ঠিক। কিন্তু সে আমাকে এত ভালবাসে যে, এ সময় আমাকে দেখলে, তার মনে একটা প্রভাব-বিস্তার হবে। সে আমার গমনে শান্তি পাবে। সে আমার যে রকম বন্ধু, তাতে এ কাজ করা আমার পক্ষে বেশী কিছু নয়। তুমি হ'লে কি আমার মত করতে না?"

তাহার মুখে চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিল; খানিক চিন্তার পর সে বলিল, "বেশ! তুমি যাও, তাতে কোন ক্ষতি হবে না।"

আমি বলিলাম, "তুমি এইমাত্র ফিরে আসছ। সুতরাং তোমাকে আমার সঙ্গে যাবার কথা বলা বৃথা।"

সে বলিল, "খুব ঠিক কথা। আমি আজ রাত্রিতেই হাইগেটএ যাচ্ছি। মাকে অনেক দিন দেখি না। তিনি তাঁর এই ছেলেটাকে বড় ভালবাসেন। তুমি কি কাল সকালেই যাচ্ছ?"

আমি বলিলাম, "তাই ত ভাবছি।"

সে বলিল, "তা হ'লে কাল যেও না। পরশু যেও। আমি ভেবেছিলাম, তোমাকে কয় দিন আমাদের ওখানে নিয়ে যাব। দু'জনে একসঙ্গে থাকা যাবে। আমি তাই মনে ক'রে এখানে এলাম, আর তুমি ইয়ারমাউথে পালাচ্ছ!"

"বাঃ ষ্টিয়ারফোর্থ! তুমি চমৎকার লোক ত! তুমিই এখানে সেখানে ক'রে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ, আর দোষ দেবে আমাদের! তোমার পাত্তাই ত কেউ পায় না!"

সে কয়েক মুহূর্ত্ত আমার দিকে নীরবে চাহিয়া রহিল। তার পর বলিল, "চল, আমাদের বাড়ী থাকবে। কাল যতক্ষণ পার, আমার ওখানে থাকতে হবে। কে জানে, আবার কবে আমাদের দেখা হবে? কাল যাবে আমাদের ওখানে নিশ্চয়? রোজা ডার্টল ও আমার মধ্যে তুমি থেকে দু'জনকে পৃথক ক'রে রাখবে, এই আমার ইচ্ছে।"

"তোমরা দু'জন দু'জনকে খুব ভালবাস না কি? তাই আমাকে দরকার?"

হাসিয়া ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "হ্যাঁ—ভালবাসা বা ঘৃণা যা ইচ্ছে বলতে পার। কেমন, তা হ'লে কথা ঠিক রইল?"

আমি কথা দিলাম। সে গায় কোট চড়াইয়া বাড়ীর দিকে চলিল। আমিও খানিকটা পথ তাহাকে আগাইয়া দিতে চলিলাম। পথে তাহার স্ফূর্ত্তির অভাব দেখিলাম না। আমরা পথের মাঝখানে বিদায় লইলাম। সে বাড়ীর দিকে উৎসাহভরে চলিয়াছে দেখিলাম। তাহার কথাটা তখন মনে পড়িল—"বাধাবিঘ্ন ঠেলে এগিয়ে যেতে হবে। বাজি জিততে হবে!" আমি ভাবিলাম, সে যে বাজি খেলিতে নামিয়াছে, তাহা যেন ভাল কাজের জন্যই হয় এবং সে যেন তাহাতে সাফল্য লাভ করে।

আমি বাসায় আসিয়া পোষাক ছাড়িতেছি, এমন সময় একখানা পত্র মাটীতে পড়িয়া গেল। মিঃ মিক্বার যাইবার সময় আমার হাতে একখানা পত্র দিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, অবসরমত আমি যেন উহা পাঠ করি। ইহা সেই পত্র। খুলিয়া পড়িলাম।

"মহাশয়, এবার আমি প্রিয় কপারফিল্ড সম্বোধন করিতে পারিলাম না। এবার আর আমার আশা নাই। সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ হইয়াছি। আজই সব আমার সমাপ্তি ঘটিয়াছে।

"যে বাসায় বাস করিতেছি, বাড়ীওয়ালা বাড়ী-ভাড়ার জন্য সিল করিয়াছে। শুধু আমার জিনিষ নহে, মিঃ টমাস্ ট্রাডেলস্-এর সকল জিনিষই সিল করিয়াছে।

"পাওনার পরিমাণ ২৩ পাউণ্ড, ৪ শিলিং ৯½ পেন্স। ৬ মাসের মধ্যে টাকা শোধ দিতে না পারিলে টাকার পরিমাণ ত্রিশ পাউণ্ডে গিয়া পৌঁছিবে।

"কাজেই ধূলা ও ভস্ম স্তূপীকৃত হইতেই থাকিবে, নিম্নলিখিত হতভাগ্য উইলকিন্স মিকবারের মাথার উপর।"

আমি মিঃ মিকবারকে জানি, তিনি এ বিপদের আঘাত সহ্য করিতে পারিবেন। কিন্তু বেচারা ট্রাডেলস্! তাহার জন্যই আমি সারারাত্রি দুশ্চিন্তায় বিব্রত হইলাম। তাহার বাগ্‌দত্তা মিলনের প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ ঘটিতে থাকিলে সত্যই ৬০ বৎসর প্রতীক্ষা করিতে হইবে না কে বলিল?

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পরদিবস আমি মিঃ স্পেন্‌লোকে জানাইলাম যে, আমি কয়েক দিন অনুপস্থিত থাকিব। আমি কোন বেতন পাইতাম না, কাজেই আমার অনুপস্থিতির জন্য কাহারও কাছে জবাবদিহির প্রয়োজন নাই। মিস্ স্পেন্‌লো কেমন আছে জিজ্ঞাসা করায় মিঃ স্পেন্‌লো জানাইলেন, সে ভালই আছে।

বেলা দুইটায় আমি হাইগেট অভিমুখে চলিলাম। মিসেস্ ষ্টিয়ারফোর্থ আমাকে দেখিয়া খুসী হইলেন। রোজা ডার্টলও দেখিলাম সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমি দেখিলাম, লিটিমার সেখানে উপস্থিত নাই। আর এক জন পরিচারিকা আমাকে পরিবেষণকার্য্য করিল।

আমি দেখিলাম, মিস্ ডার্টল আমার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। দেখিলাম, তিনি আমার মুখভাবের সহিত ষ্টিয়ারফোর্থের মুখের ভাব পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিলেন। তাঁহার এই তীক্ষ্ণদৃষ্টিপাতের অর্থ বুঝিলাম না। আমার মনে কোনও দোষ বা পাপ ছিল না, তথাপি তাঁহার এই তীক্ষ্ণদৃষ্টি আমি যেন সহ্য করিতে পারিতেছিলাম না।

সমস্তক্ষণই মিস্ ডার্টল বাড়ীর চারিদিকেই ঘুরিতেছিলেন। আমরা দুই বন্ধু যখন যে ঘরে যাইতেছিলাম, তিনিও সেই ঘরে আসিতেছিলেন। বৈকালে আমরা ৪ জন বেড়াইতে বাহির হইলে, মিস্ ডার্টল আমার হাত চাপিয়া ধরিলেন, ষ্টিয়ারফোর্থ ও তাহার মাতা আগাইয়া গেলে, তিনি আমায় বলিলেন, "এবার তুমি এখানে আসতে বড় দেরী করেছ—অনেক দিন পরে এসেছ। যে ব্যবসা করছ, তা কি এতই চমৎকার যে, সব বিষয় ভুলিয়ে দেয়? আমি বল্‌ছি, মানে আমি কিছু জানিনে কি না—জানবার জন্য। সত্য কি তাই?"

আমি বলিলাম যে, আমার ব্যবসায় আমি পছন্দ করি, এইমাত্র বলিতে পারি।

রোজা ডার্টল বলিলেন, "তবে কিছু নীরস বোধ হয়?"

বলিলাম, বোধ হয় তাই।

"তাই বুঝি তুমি মাঝে মাঝে উত্তেজনা, শান্তি, বিশ্রাম চাও? খুব সত্যি কথা। কিন্তু ওর ব্যাপারে কি বলা যায়, তোমার কথা বল্‌ছি না।"

বুঝিলাম, ষ্টিয়ারফোর্থের কথাই বলিতেছেন।

আমি বুঝিলাম। বলিলাম, "দেখুন, এটা ঠিক জান্‌বেন, ষ্টিয়ারফোর্থ বাড়ী থেকে দূরে স'রে থাকে, এর জন্য আমি আদৌ দায়ী নই। কেন যে সে দূরে স'রে থাকে, তা বরং আপনার কাছ থেকেই আমি শুনতে চাই। আমি অনেক দিন তাকে দেখিনি। সবে কাল রাত্রে দেখা হয়েছে।"

"তাই না কি?"

"হাঁ, মিস্ ডার্টল, তাই।"

আমি দেখিলাম, তাঁহার আনন আরও পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। তাঁহার অতীতের ক্ষতচিহ্ন যেন আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। তিনি আমার দিকে নিবিষ্টভাবে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সে তা হ'লে কি ক'রে বেড়াচ্ছে? ঐ লোকটা কোন্ বিষয়ে তাকে সাহায্য করেছে? তোমাকে অবশ্য আমি বল্‌তে পারি না যে, বন্ধুর গোপন-কথা আমার কাছে প্রকাশ করে ব'ল। কারণ, যার সম্মানজ্ঞান আছে, সে কখনও বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। আমি শুধু এই কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি যে, রাগ, ঘৃণা, অহঙ্কার, অধীরতা, দুরকল্পনা বা প্রেম—কিসের জন্য সে এমন ক'রে বেড়াচ্ছে, তাই আমি শুধু জান্‌তে চাই।"

আমি বলিলাম, "মিস্ ডার্টল্, আপনি আমার কথা বিশ্বাস করুন, ষ্টিয়ারফোর্থ সম্বন্ধে সত্যি আমি নতুন কিছু জানি না। প্রথমবারে তার সম্বন্ধে আমার যে অভিজ্ঞতা ছিল, তার বেশী আমি কিছু জানিনে। আমার বিশ্বাস—দৃঢ়বিশ্বাস, তার কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। আপনি কি বল্‌ছেন, আমি বুঝতে পারছি না।"

তিনি আমার দিকে চাহিলেন—দৃঢ়ভাবে চাহিয়া রহিলেন। তার পর বলিলেন, "এ সব কথা গোপন রাখবে, অঙ্গীকার কর!" বলিয়াই তিনি নীরব হইলেন।

দেখিলাম, মিসেস্ ষ্টিয়ারফোর্থ পুত্রের সাহচর্য্যে বিশেষ প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। ষ্টিয়ারফোর্থও এবার যেন মাতার প্রতি বেশী শ্রদ্ধা ও মনোযোগ প্রকাশ করিতেছে। আমি

আগ্রহভরে মাতা-পুত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করিতেছিলাম। আমার খুব ভাল লাগিতেছিল।

আহারের সময় মিস্ ডার্টল্ বলিলেন, "সারা দিন আমি কেবল ভাবছি। তোমরা কেউ ব'লে দাও, আমি যা জান্‌তে চাই, ব'লে দাও।"

মিসেস্ ষ্টিয়ারফোর্থ বলিলেন, "রোজা, কি তুমি জানতে চাও? বল রোজা, সোজা কথায় বল—হেঁয়ালী ক'রে বলো না।"

তিনি বলিলেন, "হেঁয়ালীর কথা বল্‌ছি, আপনি সত্যি বিশ্বাস করেন?"

"আমি তোমাকে সোজাভাবে কথা বলতে বলি। স্বাভাবিকভাবে কথা বল্‌লেই পার।"

রোজা বলিলেন, "আমি কি স্বাভাবিকভাবে বল্‌ছি না? আপনি আমাকে সহ্য করুন—আমি শুধু খবর জান্‌তে চাইছি। আমরা ত কিছুই জানিনে।"

"প্রিয় রোজা, তুমি কি জান্‌তে চাও, তাই বল না। এখনও ত তা শুনিনি।"

রোজা বলিলেন, "আমি কি জান্‌তে চাই? যে সকল লোকের নীতিজ্ঞান সমান পর্য্যায়ে আছে, তাদের ভেতর যদি মতভেদ ঘটে, তা হ'লে কি পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে গভীর ক্রোধে বিচ্ছিন্ন হয়?"

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "আমি বলব, হাঁ।"

মিস্ ডার্টল্ বলিলেন, "তাই বল্‌বে তুমি? হা ভগবান্! আচ্ছা ধর, তোমার ও তোমার মার মধ্যে ভীষণ ঝগড়া বেধেছে।"

মিসেস্ ষ্টিয়ারফোর্থ বাধা দিয়া বলিলেন, "প্রিয় রোজা, অন্য রকম কল্পনা কর। কারণ, জেম্‌স ও আমার পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য কি, তা আমরা বুঝি। ভাল রকমই বুঝি!"

মিস্ ডার্টল্ বলিলেন, "ও! তাই না কি! তাতে বাধা দেওয়া চল্‌বে? হাঁ, তা হয় ত হবে। ঠিক তাই। যাক্, আমি বোকার মত দৃষ্টান্ত দিচ্ছিলাম, তা আর দেব না। কারণ, আপনারা আপনাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সজাগ আছেন। কাজেই মতান্তর থেকে মনান্তর হ'তে পারবে না! ধন্যবাদ!"

আর একটা বিষয় লক্ষ্য করিলাম। ষ্টিয়ারফোর্থ মিস্ ডার্টল্‌কে খুসী করিবার জন্য বেশ চেষ্টা করিতে লাগিল। সে ক্ষমতা ষ্টিয়ারফোর্থের অসাধারণ। বুঝিলাম, মিস্ ডার্টল্ ষ্টিয়ারফোর্থের প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু অবশেষে দেখিলাম, রোজার মুখের অপ্রসন্ন ভাব অন্তর্হিত হইল। তাঁহার আননে প্রসন্ন হাস্য, শান্ত শ্রী সমুদ্ভাসিত হইল।

আহারের পর মিস্ ডার্টল্ সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন। ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "আজ তিন বছর পরে রোজা বীণ বাজাচ্ছেন। মা ছাড়া ওঁর বাজনা আর কেউ শুন্‌তে পায়নি।"

আমরা বৈঠকখানা-ঘরে প্রবেশ করিতেই রোজাকে একা দেখিলাম।

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "প্রিয় রোজা, উঠো না। দয়া ক'রে ব'স—একটা আইরিস গান শোনাও।"

তিনি বলিলেন, "আইরিস গান শুন্‌তে তোমার ইচ্ছে হয়?"

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "খুব। ঐ গান আমার খুব ভাল লাগে। ডেজিও উপস্থিত। ও গান শুন্‌তে খুব ভালবাসে। রোজা, গান শোনাও! আমি আগের মত ব'সে ব'সে তোমার গান শুন্‌ব।"

সে তাঁহাকে স্পর্শ করিল না। শুধু বীণার কাছে গিয়া বসিল। মিস্ ডার্টল্ কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া তার পর বীণা বাজাইয়া গাহিতে লাগিলেন। এমন গান আমি শুনি নাই। যেন সমগ্র অন্তর মথিত করিয়া গান সুরের আবেগে বাহির হইতেছিল!

ষ্টিয়ারফোর্থ রোজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। হাসিতে হাসিতে তাহার বাহু দিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বলিল, "এস, রোজা। ভবিষ্যতে আমরা পরস্পরকে খুব ভালবাস্‌ব!"

ইহাতে ক্রুদ্ধ মার্জ্জারীর ন্যায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মিস্ ডার্টল্ ষ্টিয়ারফোর্থকে বলপূর্ব্বক ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিলেন। পর-মুহূর্ত্তে ঝড়ের বেগে তিনি চলিয়া গেলেন।

মিসেস্ ষ্টিয়ারফোর্থ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "রোজার কি হয়েছে?"

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিলেন, "মা, খানিকক্ষণ দেবকন্যার মত বেশ ছিল; তার পর হঠাৎ ঠিক বিপরীত ব্যাভার আরম্ভ করলে।"

"জেম্‌স, ওকে তোমরা কেউ বিরক্ত করো না। ও মন কি রকম তিক্ত হয়ে আছে, তা ত তুমি জান। সুতরাং ওকে বিরক্ত করা উচিত নয়।"

রোজা কিন্তু আর ফিরিয়া আসিলেন না। তাঁহার সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা হইল না। অবশেষে বিদায় লইবার জন্য যখন ষ্টিয়ারফোর্থের ঘরে প্রবেশ করিলাম, তখন সে রোজার সম্বন্ধে হাসিয়া বলিল যে, এমন অদ্ভুত মেয়েমানুষ আমি কখনও দেখিয়াছি কি না।

আমি সত্যই রোজার ব্যবহারে বিস্মিত হইয়াছিলাম। তাই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন এমন হইল? হঠাৎ রোজা অমন ক্ষেপিয়া গেলেন কেন?

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "ভগবান জানেন। হয় ত ভেতরে কিছু আছে, নয় ত কিছুই নয়! আমি ত তোমায় গোড়ায় বলেছিলাম যে, সকল বিষয়েই নিজের মনে একটা কিছু ভেবে ঠিক ক'রে রাখে। এ রকম লোকের সঙ্গে ব্যবহার করা বড় কঠিন। আচ্ছা শুভরাত্রি!"

আমি বলিলাম, "সকালবেলা তুমি যখন ঘুম থেকে জেগে উঠবে, তখন আমি চ'লে যাব। বিদায়।"

সে আমাকে ছাড়িয়া দিতে যেন রাজি নহে, আমার হাত ধরিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। আমাকে ছাড়িতে যেন তাহার ইচ্ছা নাই।

মৃদু হাসিয়া সে বলিল, "ডেজি—অবশ্য এ নাম আমারই দেওয়া—তোমাকে অন্য কেহ এ নাম দেয় নি। আমার কি সাধ জান? আমার মনে হয়, তুমি আমায় ঐ নাম দাও।"

বলিলাম, "তা আমি পারি।"

"ডেজি, যদি কোন ব্যাপারে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটে, ভাই, তা হ'লে আমার যা কিছু ভাল ছিল, তাই মনে ক'রে আমার কথা ভেবে দেখো। আমার ভাল গুণগুলোর কথাই মনে ক'রে রেখো, ভাই!"

আমি বলিলাম, "ষ্টিয়ারফোর্থ, আমার কাছে তোমার ভাল বা মন্দ নেই। আমি সকল সময়েই সমানভাবে তোমাকে আমার বুকে বসিয়ে ভালবেসে এসেছি।"

এক দিন তাহার সম্বন্ধে মন্দ ধারণা করিয়া, তাহার বিষয়ে বিরুদ্ধ ভাব মনে জাগিয়াছিল, সে কথাটা আমার জিহ্বাগ্রে আসিয়াছিল। কিন্তু আমি তাহা প্রকাশ করিলাম না। আগনেস্ আমাকে বিশ্বাস করিয়া যে কথা বলিয়াছে, তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হইবে ভাবিয়া আমি থামিয়া গেলাম।

ষ্টিয়ারফোর্থ বলিল, "ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, ডেজি। বিদায়!"

আমরা পরস্পরের করকম্পন করিয়া বিদায় লইলাম।

উষাকালে আমি শয্যাত্যাগ করিলাম। নিঃশব্দে বেশ-ভূষা করিয়া আমি তাহার শয়নগৃহে দৃষ্টিপাত করিলাম। সে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। তাহার বাহুর উপর মাথা রাখিয়া সে ঘুমাইতেছে। বিদ্যালয়ে তাহাকে যে ভাবে ঘুমাইতে দেখিতাম, ঠিক সেই ভাবেই ঘুমাইতেছে।

এমন নিশ্চিন্তভাবে শুধু সেই নিদ্রা যাইতে পারে। কিছুতেই তাহার শান্তি ব্যাহত হয় না। ছেলেবেলা বিদ্যালয়ে যেমন নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে সে ঘুমাইত, আজও ঠিক তেমনই নির্বিকারভাবে সে ঘুমাইতেছে। তদবস্থায় আমি নিঃশব্দে তাহার নিকট হইতে চলিয়া আসিলাম।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অপরাহ্ণে আমি ইয়ারমাউথে পৌঁছিয়া পান্থশালায় প্রবেশ করিলাম। পেগটীর বাকি ঘরখানি আমার জন্য সজ্জিত থাকিত জানিতাম, কিন্তু প্রসিদ্ধ অতিথি যদি এখনও সে বাড়ীতে না আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে সে ঘর যে খালি নাই, তাহা আমি বুঝিয়াছিলাম। তাই পান্থনিবাসে ঘর ভাড়া করিয়া সেখানে আহার সারিয়া লইলাম।

রাত্রি দশটায় আমি বাহির হইলাম। অনেক দোকান তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সহর তখন অবসাদগ্রস্ত। আমি যখন "ওমার ও জোরাম"এর দোকানে আসিলাম, তখন দেখিলাম, চারিদিক বন্ধ হইলেও দোকানের বড় দরজাটা খোলা আছে। দ্বারপথে মিঃ ওমারকে দেখিয়া আমি ভিতরে গিয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলাম।

মিঃ ওমার বলিলেন, "আপনি হঠাৎ কোথা থেকে এলেন? বসুন, বসুন। ধূমপান ইচ্ছে করেন? আপত্তি নেই ত?"

বলিলাম, "অন্যের খরচে যদি হয়, ধূমপানে অনিচ্ছা নেই।"

মিঃ ওমার বলিলেন, "নিজের খরচে নয়? ভালই। বসুন আপনি। আমি হাঁপানির জন্য ধূমপান করি।"

আসন লইয়া আমি বলিলাম, "মিঃ বার্কিসের অবস্থা খারাপ শুনে আমি বড়ই দুঃখিত।"

মিঃ ওমার স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িলেন।

আমি বলিলাম, "আজ সে কেমন আছে, আপনি জানেন?"

মিঃ ওমার বলিলেন, "আমি নিজেই আপনাকে ঐ কথাটা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সঙ্কোচ হচ্ছিল। আমাদের ব্যবসার ঐ একটা মস্ত অসুবিধা। কারও পীড়া হ'লে, আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি না, তিনি কেমন আছেন।"

আমি এ অসুবিধার কথাটা সত্যই ভাবিয়া দেখি নাই।

মিঃ ওমার বলিলেন, "আমি বার্কিস্‌কে আজ ৪০ বৎসর চিনি। কিন্তু তবু আমি তার খবর নিতে যেতে পারি না। আমার এই ব্যবসাই তার প্রতিবন্ধক।"

আমি সে সত্যকে অস্বীকার করিতে পারিলাম না। বাস্তবিকই মিঃ ওমারের এ সম্বন্ধে করিবার কিছু নাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এমিলি কেমন আছে?"

মিঃ ওমার বলিলেন, "দেখুন, মশাই! আমি সত্যি কথা বলছি। তার বিয়ে সত্যি সত্যি হয়ে গেলে, আমি খুসী হব।"

আমি বলিলাম, "কেন বলুন ত?"

মিঃ ওমার বলিলেন, "আপাততঃ তার মতের কোন স্থিরতা নেই। অবশ্য সুন্দর সে আগের চেয়েও দেখতে হয়েছে। সে কথা বলছি না। আগের মত কাজও যে সে করে না, তা বলছি না। বরং ভাল কাজই করে। কিন্তু কথা হচ্ছে, তার হৃদয় ব'লে বস্তুটির যেন অভাব দেখা যাচ্ছে। আমার কথা বুঝতে পাচ্ছেন ত? অর্থাৎ ধূমপানের ইচ্ছে থাকলে যেমন ক'সে টান দিতে হয়—খুব জোরে টানতে হয়, আমি তাই বলছি। এমিলিতে যেন সেই ক'সে টান দেওয়ার প্রকৃতির অভাব দেখতে পাচ্ছি।"

মিঃ ওমারের কথাটা আমি প্রণিধান করিতে পারিয়াছি দেখিয়া তিনি খুশী হইলেন। তার পর বলিলেন, "এমিলি এখনও ঠিক মনস্থির করতে পারেনি। এ বিষয়ে আমরা অনেক আলোচনা করেছি। তার মামা ও আমি, তার প্রণয়পাত্র ও আমি, এ বিষয় নিয়ে অনেক আলোচনা ক'রে দেখেছি। তাতেই বলছি, এমিলি এখনও মনস্থির করতে পারেনি। আপনি ত তাকে জানেন, তার মন ভারী স্নেহ-প্রবণ। নৌকা-বাড়ীতে বাস ক'রে তার এমন স্বভাব হয়ে গেছে যে, ওখান থেকে আর কোথাও সে যেন যেতে চায় না।"

আমি বলিলাম, "সে কথা সত্য।"

মিঃ ওমার বলিলেন, "মামার কাছ-ছাড়া হ'তে এমিলি মোটে চায় না। সে যেমন ক'রে মামাকে আঁকড়ে থাকে, বিশেষতঃ আজকাল সে যে রকম আরম্ভ করেছে, সে একটা দৃশ্য, মশাই। এ থেকেই বোঝা যায় যে, তার মনের মধ্যে একটা সংগ্রাম চলেছে। কিন্তু এত দীর্ঘকাল কেন এ সংগ্রাম চল্‌বে, তা বোঝা যায় না।"

আমি মিঃ ওমারের যুক্তিসঙ্গত কথাগুলি কাণ দিয়া শুনিলাম। আমার হৃদয় এ কথায় অভিভূত হইল।

মিঃ ওমার বলিলেন, "তাই আমি তাদের বলেছিলাম, কবে বিয়ে হবে, সে জন্য এমিলির উপর নির্ভর না ক'রে, তোমরাই দিনস্থির ক'রে ফেলো। অবশ্য আমাদের ব্যবসায়ে এমিলির সেবা অপরিহার্য্য। তার মত কাজ কেউ করতে পারে না। তবু আমরা তার উন্নতির পথে বাধা দেব না। সে যখন ইচ্ছে চ'লে যেতে পারে। তার পর বাড়ী ব'সে আমাদের কাজের একটু সাহায্য করতে ইচ্ছে করে, তাতেও আমাদের আপত্তি নেই। ভাল কথা, এমিলির মামাত ভাইয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে, তা জানেন ত?"

বলিলাম, "হাঁ, তা জানি বৈ কি। তার সঙ্গে আমার খুব জানা-শোনা আছে।"

মিঃ ওমার বলিলেন, "তা আপনি ত জান্‌বেনই। এমিলির বাগ্‌দত্ত স্বামী বেশ ভাল কাজ করছে—টাকা-পয়সা বেশ রোজগার করছে। তার উপর আমার খুব বড় ধারণা আছে। সে একটা ভাল বাড়ী ঠিক করেছে। সেখানে এমিলিকে বিয়ের পর নিয়ে গিয়ে রাখ্‌বে। বার্কিসের পীড়া না বাড়লে এত দিন ওরা স্বামিস্ত্রী হ'তে পারত। কিন্তু ব্যায়রামের জন্য এখন বিয়ে বন্ধ আছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এমিলির মন এখন বেশ স্থির হয়েছে ত?"

মিঃ ওমার তাঁহার চিবুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "সেটা অবশ্য আশা করা চলে না। এত দিন যে জীবনযাত্রা চ'লে আসছিল, তা থেকে স্বতন্ত্র জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে গেলেই মনটা কেমন হয়ে ওঠে। এটা স্বাভাবিক। বার্কিস্ যদি এখন ম'রে যায়, তা হ'লে বিয়েটা ঘটবে। কিন্তু যদি এখন বেশী দিন বার্কিসের পীড়া চল্‌তে থাকে, তা হ'লে বিয়েতে বিলম্ব ঘ'টে যাবে। কাজেই নিশ্চয়তা কিছু দেখা যাচ্ছে না।"

আমি বলিলাম, "বটে!"

মিঃ ওমার বলিয়া চলিলেন, "কাজেই এমিলির মনটা ভাল নেই। যত দিন যাচ্ছে, সে তার মামার বেশী অনুরক্ত হয়ে পড়ছে। আমাদের ছেড়ে যেতে হবে, এর জন্য তার ভারী দুঃখ। একটা যদি মিষ্ট কথা বলি, অমনি তার চোখে জল এসে পড়ে। আমার নাতনীর কাছে যদি আপনি এমিলিকে দেখেন, তা হ'লে আপনি কখনও সে দৃশ্য ভুল্‌তে পারবেন না। আমার নাতনীকে এমিলি যে কি রকম ভালবাসে, তা আমি ব'লে বোঝাতে পারব না।"

সুযোগ পাইয়া আমি মিঃ ওমারকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, মার্থার সম্বন্ধে তিনি কিছু জানেন কি না।

অত্যন্ত ক্লান্তি প্রদর্শন করিয়া মিঃ ওমার বলিলেন, "ভাল খবর তার সম্বন্ধে নেই। তার সম্বন্ধে বড় শোচনীয় গল্পই শুন্‌বেন। আমি আগে কখনও ভাবিনি, মেয়েটা এত খারাপ হয়ে গেছে। তার কথা আমার মেয়ের কাছে পর্য্যন্ত উত্থাপন করি না। তার আলোচনা আমাদের বাড়ীতে হয় না।"

এই সময়ে তাঁহার কন্যার পদধ্বনি শুনিয়া তিনি আমাকে ইঙ্গিতে সতর্ক হইতে অনুরোধ করিলেন। মিনি ও তাহার স্বামী সেই সময় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

সংবাদ পাইলাম যে, বার্কিসের অবস্থা খুবই খারাপ। সে সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থায় রহিয়াছে। ডাক্তার চিলিপ বিদায়কালে রান্নাঘরে বলিয়া গিয়াছেন যে, যদি দেশের সকল ডাক্তারও সমবেত হইয়া চিকিৎসা করেন, তাহাকে বাঁচাইতে পারিবেন না। বার্কিস্ এখন সকল চিকিৎসার অতীত।

এই সংবাদ পাইয়া এবং মিঃ পেগটী সেখানে আছে জানিয়া আমি তখনই সেখানে যাইবার জন্য সংকল্প করিলাম। আমি মিঃ ওমার ও তাঁহার কন্যা-জামাতার কাছে বিদায় লইয়া অগ্রসর হইলাম। আমার মন সত্যই তখন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত।

দরজায় মৃদু শব্দ করিতেই মিঃ পেগটী দ্বার খুলিয়া দিল। আমাকে দেখিয়া সে বিস্মিত হইল না। আমি কিন্তু ভাবিয়াছিলাম যে, সে বিস্মিত হইবে। পেগটীতেও সেই ভাব দেখিলাম।

মিঃ পেগটীর সহিত করকম্পন করিয়া আমি রন্ধনাগারের দিকে গেলাম। সে নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। এমিলি অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসিয়াছিল। হ্যাম্ তাহার কাছে দণ্ডায়মান।

আমরা সকলেই অস্ফুট শব্দে কথা আরম্ভ করিলাম। উপরের ঘরে কোন শব্দ হইতেছে কি না, তাহাও শুনিতেছিলাম। গতবারে যখন আসিয়াছিলাম, তখন এমন বিষয়ের কল্পনাও করি নাই। মিঃ বার্কিস্‌কে রন্ধনাগারে

পাইব না, এমন কথা চিন্তা করিতেও আমার কষ্ট হইতে লাগিল।

মিঃ পেগটী বলিল, "মাষ্টার ডেভি, এ তোমার বড় দয়া।"

হ্যাম বলিল, "অসাধারণ দয়া।"

মিঃ পেগটী বলিল, "এমিলি, দেখ, দেখ! মাষ্টার ডেভি এসেছেন! ও কি, অত মুষড়ে পড়েছ কেন, মা! মাষ্টার ডেভির সঙ্গে একটা কথাও বল্‌বে না?"

দেখিলাম, একটা শিহরণ যেন এমিলির সর্ব্বদেহে ছড়াইয়া পড়িল। আমি যখন তাহার করপল্লব স্পর্শ করিলাম, বোধ হইল, তাহা শীতল—উষ্ণতাবর্জ্জিত। এখনও সে স্পর্শ আমি ভুলিতে পারি নাই। আমার নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে পারিলে সে নিশ্চিন্ত হয়, এমনই একটা ভাব যেন তাহার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিলাম। সে চেয়ার ছাড়িয়া তাহার মাতুলের অপর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল—সে এখনও থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

মিঃ পেগটী বলিল, "ভারী সরল মন। এ রকম ব্যাপার ও মেয়েটে সহ্য করতেই পারে না। মাষ্টার ডেভি, এটা ওদের মত মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক।"

এমিলি তাহার মাতুলের আরও কাছ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সে মুখও তুলিল না, একটা কথাও বলিল না।

মিঃ পেগটী বলিল, "রাত্রি বেশী হয়ে যাচ্ছে। হ্যাম তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাবার জন্য এসেছে। ওর সঙ্গে তুমি এগিয়ে যাও। কি বলছ, মা আমার?"

এমিলির কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম না। মিঃ পেগটী নত হইয়া তাহার মুখের কাছে কাণ লইয়া গেল।

"কি বল্‌ছ? আমার কাছে এখন থাকবে? তোমার ভাবী স্বামী তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য এসেছে, তার সঙ্গে না গিয়ে তুমি আমার কাছে থাকবে?"

হ্যাম বলিল, "এমিলি ঠিকই বলেছে, মাষ্টার ডেভি! এমিলির যখন সাধ, তখন সে এখানে থাকুক, আমিও এখানে থাকি!"

মিঃ পেগটী বলিল, "না, না, তোমার থাকবার দরকার নেই। শুধু শুধু এক দিন কাজ কামাই করবে কেন? তুমি বাড়ী যাও। আমি যখন আছি, এমিলির ভাবনা আমি ভাবব।"

হ্যাম এ কথায় আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না। সে তাহার টুপী লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। আমি দেখিলাম, এমিলি তাহার মাতুলের কাছ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার ভাবী স্বামীর নিকট হইতে দূরে থাকিবার জন্য তাহার প্রচেষ্টাই যেন বেশী।

হ্যাম চলিয়া গেলে আমি দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলাম। তার পর ফিরিয়া দেখিলাম, মিঃ পেগটী তাহার ভাগিনেয়ীর সহিত কথা বলিতেছে।

"দেখ, আমি এখন ওপরে যাচ্ছি, তোমার মাসীমাকে ব'লে আসি, মাষ্টার ডেভি এসেছেন। তাতে সে একটু খুসী হবে। তুমি এখানে ততক্ষণ আগুনের ধারে ব'সে থাক। তোমার হাত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে—গরম ক'রে নাও। কি বলছ? তুমি আমার সঙ্গে যাবে? বেশ! তাই আয়, মা! ওর মামাকে কেউ যদি আজ ঘর থেকে বার ক'রে দেয়, আর তাকে জলের ধারে শুয়ে দিন কাটাতে হয়, এমিলি মা, তাতেও মামার সঙ্গিনী হ'তে পেছু-পা হবে না, দেখছি। কিন্তু শীঘ্র ত আর এক জন আসছে। তখন, তখন কি হবে এমিলি।"

ইহার পর আমি যখন দ্বিতলে গিয়াছিলাম, তখন আমি যে ছোট ঘরটিতে শুইতাম, তাহার পাশ দিয়া যাইবার সময় অন্ধকারে বোধ হইল, এমিলি যেন ভূমিতলে লুটাইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সেটা আমার অনুমান মাত্র। হয় ত ছায়া ও আলোকের মায়ায় আমি ভুল দেখিয়া থাকিব।

এ দিকে আমি রন্ধনাগারের অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বসিয়া সুন্দরী এমিলির মৃত্যুভীতির কথা ভাবিতে লাগিলাম। মিঃ ওমার আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও আমার চিন্তার সহিত জড়িত হইল। সব জড়াইয়া ব্যাপারটা আমার কাছে তেমন স্পষ্ট হইয়া উঠিল না। এমিলির এই দুর্ব্বলতার সম্বন্ধে আমি যথাসাধ্য অনুকূলভাবে চিন্তা করিয়া স্থির করিলাম যে, এমিলি যে ভাবে ব্যবহার করিতেছে, তাহা তাহার স্বভাবানুযায়ী নহে সত্য, কিন্তু মৃত্যুভীতিই তাহাকে এমন দুর্ব্বল করিয়া তুলিয়াছে। ইতিমধ্যে সংবাদ পাইয়া পেগটী নামিয়া আসিল। সে আমাকে বাহুপাশে বদ্ধ করিয়া, আমি যে এ দুঃসময়ে আসিয়াছি, সে জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। সে তার পর আমাকে উপরে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল। মিঃ বার্কিস্ আমাকে কিরূপ ভালবাসিত, সে কথা বলিতে গিয়া পেগটীর কণ্ঠ উচ্ছ্বাসে রুদ্ধ হইয়া আসিল। মিঃ বার্কিস্ কেবল আমার কথা বলিয়াছে। কথা বন্ধ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বার্কিস্ আমার কথা আলোচনা করিতে ক্ষান্ত হয় নাই। যদি তাহার জীবনীশক্তি থাকে, তাহা হইলে আমাকে দেখিবামাত্র তাহার সে শক্তি উদ্দাম হইয়া উঠিবে—তাহার প্রাণে নবীন উদ্দীপনার সঞ্চার হইবে।

আমি মিঃ বার্কিস্‌কে দেখিয়া বুঝিলাম, এবার তাহার সারিয়া উঠিবার কোন সম্ভাবনা নাই। শয্যা হইতে তাহার মস্তক ও স্কন্ধদেশ সরিয়া গিয়াছে। যে বাক্সটার কথা বলিয়াছি, তাহার উপর বার্কিসের দেহ অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় রহিয়াছে। যখন বাক্সের কাছে কোনক্রমে তাহার যাইবার সামর্থ্য ছিল না, সেই সময় বাক্সটিকে তাহার মাথার ধারে আনিয়া রাখা হইয়াছিল। দিবারাত্রি সকল সময়েই সে বাক্সটিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া থাকিত। এখনও তাহার বাহু বাক্সের উপর সংস্থাপিত দেখিলাম। সময় এবং জগৎ তাহার

নিকট হইতে অন্তর্হিত হইতেছিল, কিন্তু বাক্সটি যথাস্থানেই রহিয়াছে।

মিঃ পেগটী ও আমি শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইলাম। পেগটী নত হইয়া ঈষৎ প্রফুল্লকণ্ঠে ডাকিল, "বার্কিস্, প্রিয়তম, এই দেখ, আমার ছেলে, আমার প্রাণের মাষ্টার ডেভি এসেছে। সেই তোমায় ও আমায় মিলিয়ে দিয়াছিল। দেখ, দেখ, বার্কিস্! তুমি তাকে সংবাদ দিয়েছিলে। এখন কি মাষ্টার ডেভির সঙ্গে তুমি কথা বলবে না?"

বাক্সের স্থায়ই সে মূক এবং চৈতন্যবিবর্জ্জিত।

মিঃ পেগটী আমাকে চুপি চুপি বলিল, "সে ভাটার সঙ্গে সঙ্গেই চ'লে যাচ্ছে।"

আমার চক্ষু ঝাপসা হইয়া আসিল। মিঃ পেগটীরও সেই অবস্থা দেখিলাম। আমি অস্ফুট স্বরে বলিলাম—"ভাটার টানে!"

আমরা তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার উপস্থিতি তাহার উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা জানি না। কিন্তু অস্ফুট স্বরে সে যে কথা বলিতেছিল, তাহা আমার বিদ্যালয়ে লইয়া যাওয়া সংক্রান্ত।

পেগটী বলিল, "এবার বুঝি জ্ঞান ফিরে আস্‌ছে।"

মিঃ পেগটী আমাকে স্পর্শ করিয়া শঙ্কাগম্ভীর মুখে বলিল, "খুব দ্রুত চ'লে যাচ্ছে।"

পেগটী ডাকিল, "বার্কিস্, প্রিয়তম!"

সে অস্ফুট স্বরে বলিল, "সি, পি, বার্কিস্। এমন ভাল মেয়ে কোথাও নেই!"

পেগটী বলিল, "চেয়ে দেখ, মাষ্টার ডেভি দাঁড়িয়ে।"

এ সময় বার্কিস্ নয়ন উন্মীলিত করিয়াছিল।

আমি তাহাকে বলিতে যাইতেছিলাম যে, সে আমাকে চিনিতে পারিয়াছে কি না, সেই সময় সে হাত বাড়াইতে চেষ্টা করিয়া, মৃদু হাস্যসহকারে সুস্পষ্ট বলিয়া উঠিল—

"বার্কিস্ রাজি আছে।"

তখন ভাটার চরম অবস্থা। সেই অবস্থায় সে চলিয়া গেল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পেগটীর আন্তরিক অনুরোধে আমি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত রহিয়া গেলাম। আমার জননীর দেহ যেখানে সমাহিত হইয়াছিল, ব্লনডারষ্টোনের সমাধিক্ষেত্রের এক পার্শ্বে পেগটী তাহার সঞ্চিত অর্থ-সাহায্যে এক খণ্ড ভূমি বহু পূর্ব্বেই কিনিয়া রাখিয়াছিল। সেই জমীতেই সে তাহার স্বামীর সমাধি দিবে স্থির করিয়াছিল।

পেগটীর সান্নিধ্য আমি ত্যাগ করিতাম না। মিঃ বার্কিসের উইলের ভার আমি আইনজ্ঞ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলাম। ইহাতে আমার মনে একটা তৃপ্তি জন্মিল। আমারই নির্দ্দেশক্রমে বাক্সের মধ্যে উইল খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছিল। বাক্সের তলদেশে একটি মুদ্রাধারের মধ্যে উহা সযত্নে রক্ষিত ছিল। সেই বাক্সে একটি পুরাতন [illegible]ার ঘড়িও ছিল। বাক্সের মধ্যে ৮৭টি গিনি ও অর্দ্ধ-গি[illegible] গেল। দুই শত দশ পাউণ্ডের টাটকা ব্যাঙ্ক নোট, [illegible] অব-ইংলণ্ডের ষ্টকের রসিদ প্রভৃতিও বাহির হইল।

দীর্ঘকাল ধরিয়া মিঃ বার্কিস্ অর্থসঞ্চয় ক[illegible]য়াছিল। তাহার সমস্ত সম্পত্তির দাম ৩ হাজার পাউ[illegible]। এই তিন হাজারের মধ্যে এক হাজার পাউণ্ডের সুদ সে [illegible] অনুসারে মিঃ পেগটীকে দিয়া গিয়াছে। যত দিন [illegible]চিবে, ঐ টাকার সুদ সে পাইবে। তাহার মৃত্যুর পর অ[illegible]টাকাটা পেগটী, এমিলি ও আমি সমান ভাগে পাইব [illegible] অথবা আমাদের ওয়ারিশানরা পাইবে। ইহা ছাড়া [illegible] সব পেগটী পাইবে। স্ত্রীকেই সে তাহার সমস্ত সম্পত্তি[illegible] ও বাড়ীর মালিক করিয়া গিয়াছে। আমি প্রো[illegible] হিসাবে উইল পড়িয়া সকলকে শুনাইলাম—বুঝাইয়া দিল[illegible]। বিশেষ যত্নসহকারে উইলখানা পড়িলাম। আইনজ্ঞের দৃষ্টিতে উহা পরীক্ষা করিলাম। তার পর বলিলাম, উইল ঠিক আছে, কোন দোষ উহাতে নাই।

পেগটীর তরফে আমি তাহার সমস্ত সম্পত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিলাম এইরূপে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহ কাটিয়া গেল। এই কয় দিন আমি এমিলিকে দেখি নাই। তবে সকলের কাছে শুনিলাম, এক পক্ষমধ্যে তাহার বিবাহ নিঃশব্দে সম্পন্ন হইবে।

আমি শোকবস্ত্র পরি নাই, তবে ব্লনডারষ্টোন সমা[illegible]ক্ষেত্রে সকালবেলাই আমি গিয়াছিলাম, তখনও শব [illegible] আসে নাই। পেগটী এবং তাহার ভ্রাতা শবাধারের [illegible] আসিল। মিঃ ওমার অবশ্য হাজির ছিলেন। কার্য্য শেষ হইলে ঘণ্টাখানেক ধরিয়া আমি সমাধিক্ষেত্রে ঘুরিয়া বেড়াইলাম। মার সমাধিস্তম্ভের উপর যে গাছ আসিয়া ছায়া-বিস্তার করিয়াছিল, তাহার কয়েকটা কচি পাতা আমি ছিঁড়িয়া লইলাম।

পেগটী পরদিবস আমার সহিত লণ্ডনে যাইবে স্থির হইয়াছিল, উইলসংক্রান্ত কার্য্যের জন্য তাহার যাওয়া দরকার। এমিলি সে দিন মিঃ ওমারের বাড়ী ছিল। সেই রাত্রিতে আমরা সকলেই নৌ-ভবনে মিলিত হইব, এইরূপ কথা আছে। হাম এমিলিকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেখানে লইয়া যাইবে। আমি সুবিধামত সেখানে হাজির হইব। ভ্রাতা-ভগিনী যেমন একসঙ্গে আসিয়াছে, তেমনই তাহারা একসঙ্গে ফিরিয়া যাইবে।

আমি তাহাদের নিকট বিদায় লইয়া লোয়েষ্টফ্ অভিমুখে চলিলাম। সেখান হইতে ইয়ারমাউথের দিকে গতি ফিরাইলাম। পারানী-ঘাটের দুই তিন মাইল দূরবর্ত্তী একটি

রেস্তোরাঁয় আমি আহার সারিয়া লইলাম। দিনের আলো নিভিয়া আসিল, আমি তখন পার-ঘাটায় পৌঁছিলাম। সে সময় বেশ বৃষ্টি পড়িতেছিল। রাত্রিটা উন্মাদিনী, কিন্তু মেঘের ফাঁকে চাঁদ দেখা যাইতেছিল, সে জন্য তেমন অন্ধকার ছিল না।

মিঃ পেগটীর নৌ-ভবন দেখা যাইতে লাগিল। বাতায়ন-পথে আলোক-রেখা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আমি গৃহের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিলাম। ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

মিঃ পেগটী তখন ধূমপান করিতেছিল। নৈশভোজের আয়োজন হইতে দেখিলাম। অগ্নিকুণ্ডের আগুন বেশ জ্বলিতেছিল। আমার ধাই-মা পেগটী তাহার পুরাতন আসনে বসিয়াছিল। মিসেস্ গমিজ নির্দ্দিষ্ট গৃহকোণে উপবিষ্টা। শুধু এমিলির আসন এখন শূন্য রহিয়াছে।

আমাকে দেখিয়াই মিঃ পেগটী বলিয়া উঠিল, "মাষ্টার ডেভি, তুমিই প্রথম এসেছ। কোট যদি ভিজে গিয়ে থাকে, খুলে ফেল। ভিজে জামা প'রে থেক না।"

আমি উপরের কোট খুলিয়া টানাইয়া রাখিবার জন্য তাহার হাতে দিয়া বলিলাম, "না, ভেজেনি—শুকই আছে।"

"এস, মাষ্টার ডেভি, তোমার সঙ্গে লৌকিকতার দরকার নেই। তুমি আমাদেরই এক জন।"

"ধন্যবাদ, মিঃ পেগটী, সত্যই আমি তাই। পেগটী, তুমি কেমন আছ?"

মিঃ পেগটী বলিল, "ওর মত মেয়ে জগতে নেই। যে ম'রে গেছে, তার সম্বন্ধে যা কিছু করবার, ও তার কিছু বাকি রাখে নি। সে কথা বার্কিস্ মনে-প্রাণে জেনে গেছে।"

তার পর আমাদের মধ্যে প্রাসঙ্গিক অনেক কথার আলোচনা চলিতে লাগিল। সহসা মিঃ পেগটী বলিয়া উঠিল, "এইবার ওরা আসছে—পায়ের শব্দ পাচ্ছি। এমিলি ও হ্যাম্ এলো ব'লে।"

দরজা খুলিয়া গেল। হ্যামের মূর্ত্তি দেখা গেল। সে দ্বারপ্রান্ত ত্যাগ না করিয়া বলিল, "মাষ্টার ডেভি, তুমি একটু বাইরে আসবে? এমিলি ও আমি তোমাকে কি দেখাতে চাই—দেখ্‌বে এস।"

আমরা বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম, হ্যামের মুখ অত্যন্ত বিবর্ণ। সে তাড়াতাড়ি আমাকে বাহিরে ঠেলিয়া লইয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

আমি বলিলাম, "কি ব্যাপার, হ্যাম্?"

কাঁদিতে কাঁদিতে ভগ্নস্বরে সে বলিল, "মাষ্টার ডেভি!—"

তাহার গভীর শোক দেখিয়া আমি স্তব্ধ হইলাম। কোন কথা আমি বলিতে পারিলাম না। পরে অতিকষ্টে বলিলাম, "হ্যাম্! ভগবানের দোহাই, কি হয়েছে বল।"

"মাষ্টার ডেভি! আমার গর্ব্ব, আশা—আমার সর্ব্বস্ব—যার জন্য আমি এ প্রাণ দিতে পারি, সে চ'লে গেছে!"

"চ'লে গেছে!"

"এমিলি পালিয়েছে! ওঃ মাষ্টার ডেভি! সে পালিয়ে গেছে! এমন ক'রে নিজের সর্ব্বনাশ ক'রে সে পালিয়েছে!"

মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে সে মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার সর্ব্বদেহে ভীষণ দুঃখের নৈরাশ্য আমি অনুভব করিলাম।

সে বলিল, "তুমি পণ্ডিত লোক। কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, তুমি বোঝ ভাল। আমি ভেতরে গিয়ে কি বলব? মাষ্টার ডেভি, আমি কি ক'রে এ কথা প্রকাশ ক'রে বলব, বল?"

দেখিলাম, বন্ধদ্বার নড়িতেছে। সময় লইবার জন্য আমি বাহির হইতে তাহার কড়া টানিয়া ধরিতে গেলাম। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই মিঃ পেগটী মুখ বাড়াইয়া দিল। আমাদিগকে তদবস্থায় দেখিয়া তাহার মুখের যে পরিবর্ত্তন দেখিলাম, তাহা ৬ শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিলেও আমি কখনও ভুলিতে পারিতাম না।

মনে পড়িতেছে, আমি একটা আর্ত্ত-চীৎকার শুনিলাম। মেয়েরা তাহার চারিদিকে উদ্বিগ্নভাবে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা তখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি। আমার হাতে একখানা কাগজ—হ্যাম উহা আমাকে দিয়াছিল। মিঃ পেগটীর বুকের জামা ছিন্নভিন্ন, তাহার চুল অবিন্যস্ত—মুখে রক্তোচ্ছ্বাস! আমার দিকে নিবদ্ধদৃষ্টিতে সে চাহিল!

কম্পিতকণ্ঠে সে বলিল, "পড়, আস্তে আস্তে পড়!"

গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে আমি পড়িলাম—

"তোমরা যাহারা আমাকে ভালবাস—সে ভালবাসার যোগ্য আমি নই—এ পত্র যখন পাইবে, তখন আমি বহু দূরে চলিয়া যাইব।"

মিঃ পেগটী বলিল, "'আমি অনেক দূরে চলিয়া যাইব'। থাম! এমিলি অনেক দূরে চ'লে যাবে? ভাল, তার পর?"

"আমি যখন আমার সাধের বাড়ী—আমার প্রাণের প্রিয় গৃহ ছাড়িয়া সকালবেলা"—

পত্রে গতরাত্রির তারিখ ছিল।

"যখন চলিয়া যাইব, আর ফিরিয়া আসিব না। যত দিন ভদ্রমহিলা না হইতে পারিব, তত দিন ফিরিতে পারিব না। এই পত্র রাত্রিকালে অনেক বিলম্বে তোমরা পাইবে। তখন আমি থাকিব না। আমার হৃদয় কি ভাবে বিদীর্ণ হইতেছে, যদি তোমরা তাহা জানিতে! এমন কি, শুধু তুমি—যাহার প্রতি আমি সর্ব্বাপেক্ষা অন্যায় করিয়াছি—সে অন্যায় এমনই ভীষণ যে, সীমার অতীত,—তুমিও যদি জানিতে, আমি কি কষ্ট পাইতেছি! নিজের সম্বন্ধে কোন কথা আমি বলিবার অধিকারী নই, এত মন্দ আমি। আমি এত মন্দ, এই কথা ভাবিয়া তোমার মনে একটু সন্তোষ জাগুক। মামাকে বলিও, তাঁহাকে আমি কত ভালবাসি, এখন তাহা বুঝিতেছি। তোমরা সকলে আমাকে কত ভালবাসিতে, সে কথা আর ভাবিও না। আমাদের বিবাহ হইবার কথা ছিল, সে কথাও

মনে রাখিও না। মনে করিও, শৈশবেই তোমাদের এমিলি মারা গিয়াছে। তাহাকে কোনও এক স্থানে সমাহিত করা হইয়াছে। আমি চলিয়া যাইতেছি, সে জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিও, আমার মামার প্রতি দয়া করিও। তাঁহাকে বলিও, আমি কখনও তাঁহাকে এত ভালবাসি নাই। তুমি তাঁহাকে সুখী করিও। কোনও ভাল মেয়েকে ভালবাসিও। সে আমারই মত মামার প্রিয়পাত্রী হইবে এবং তোমার কাছে বিশ্বস্তা থাকিবে—তোমার যোগ্য হইবে। আমার মত লজ্জাজনক কাজ সে কখনও করিবে না। ভগবান সকলকে আশীর্বাদ করুন। আমি নতজানু হইয়া সকলের কল্যাণ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিব। তাহার সঙ্গে সে যদি আমাকে ভদ্রমহিলারূপে ফিরাইয়া লইয়া না আসে, আমার জন্য প্রার্থনা করিব না, শুধু সকলের জন্যই প্রার্থনা করিব। মামাকে আমার বিদায় ভালবাসা জানাইও। আমার শেষ অশ্রু, শেষ ধন্যবাদ মামার জন্যই রহিল।"

ইহাই সব।

আমার পাঠ সাঙ্গ হইলেও, আমার দিকে চাহিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে আমি তাহার একখানি হাত সাহস করিয়া ধারণ করিলাম এবং তাহাকে প্রকৃতিস্থ হইবার জন্য অনুরোধ করিলাম। সে বলিল, "ধন্যবাদ, ধন্যবাদ!" কিন্তু সে এতটুকু নড়িল না।

হ্যাম্ তাহাকে কি বলিল। মিঃ পেগটী শুধু মাঝে মাঝে হাতে হাত ঘর্ষণ করিতেছিল, তাহা ছাড়া একইভাবে সে দাঁড়াইয়াছিল। কেহ তাহাকে বিরক্ত করিতে সাহস করিল না।

অবশেষে ধীরে ধীরে আমার দিক হইতে সে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। যেন সে স্বপ্ন দেখিবার পর জাগিয়া উঠিতেছে। গৃহের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সে মৃদুস্বরে বলিল, "কে সে লোকটা? আমি তার নাম জান্‌তে চাই।"

হ্যাম্ আমার দিকে চাহিল। ইহাতে আমার বুকে অকস্মাৎ একটা আঘাত অনুভব করিলাম।

মিঃ পেগটী বলিল, "এর ভেতর একটা পুরুষ আছেই। কে সে লোকটা?"

হ্যাম্ অনুনয়পূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "মাষ্টার ডেভি! একটু বাইরে যাও। আমি ওঁকে নামটা বলি। তুমি সে নাম শুনো না।"

আবার আমার বক্ষোদেশে আঘাত অনুভব করিলাম। একখানা আসনে বসিয়া পড়িলাম। কি কথা বলিতে গেলাম, কিন্তু আমার কণ্ঠ হইতে শব্দ বাহির হইল না।

শুনিলাম, মিঃ পেগটী বলিতেছে, "আমি তার নাম চাই!"

হ্যাম্ স্খলিতকণ্ঠে বলিল, "কিছু দিন আগে থেকেই এক জন ভদ্রলোকের একটা চাকর, যখন তখন এখানে ঘুরে বেড়াত। এক জন ভদ্রলোকও মাঝে মাঝে দেখা দিতেন। উভয়ের সঙ্গে উভয়ের শুধু পরিচয় নয়, বাধ্যবাধকতা ছিল।"

মিঃ পেগটী এইবার হ্যামের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল।

হ্যাম্ বলিয়া চলিল, "সেই চাকরটিকে কাল সন্ধ্যাবেলা আমাদের বেচারা মেয়েটির সঙ্গে কথা বল্‌তে দেখা গিয়েছিল। সে লোকটা এক সপ্তাহ বা তারও বেশী দিন ধ'রে এখানে কোথায় লুকিয়ে বেড়াচ্ছিল। সে চ'লে গেছে, এইটাই আমরা জানতাম। কিন্তু তা নয়, সে এখানেই ছিল। মাষ্টার ডেভি, তুমি এখানে থেক না, বাইরে যাও।"

পেগটীর বাহু আমার কণ্ঠসংলগ্ন হইল! কিন্তু তাহা না হইয়া যদি তখন বাড়ীটা ভাঙ্গিয়া আমার উপর পড়িবার উপক্রম হইত, তথাপি আমি সে স্থান হইতে নড়িতাম না।

"সংবাদ পাওয়া গেছে, আজ খুব ভোরে একখানা গাড়ী ও একজোড়া ঘোড়া নরউইচ রোডের উপর অপেক্ষা ক'রেছিল। ঐ চাকরটা সেই গাড়ীর কাছে গিয়েছিল। আবার সেই গাড়ী হ'তে বেরিয়েছিল, আবার সেখানে গিয়েছিল। পরে সে যখন ঐ গাড়ীর কাছে যায়, এমিলি তার সন্নিধানেই ছিল। দু'জনে ভেতরে ছিল। সেই হচ্ছে লোক।"

মিঃ পেগটী আপনাকে পতন হইতে রক্ষা করিয়া যেন সভয়ে বলিয়া উঠিল, "তার নাম ষ্টিয়ারফোর্থ!"

হ্যাম্ স্খলিত-কণ্ঠে বলিল, "মাষ্টার ডেভি! এতে তোমার কোন দোষ নেই। আমি তোমার উপর কোন দোষ দিচ্ছি না। কিন্তু তার নাম ষ্টিয়ারফোর্থ। লোকটা পাজি, শয়তান।"

মিঃ পেগটী একটি শব্দও উচ্চারণ করিল না। এক বিন্দু অশ্রুও তাহার নয়নকোণে দেখা গেল না। সে ধীরে ধীরে তাহার গায়ের ওভার-কোটের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল, "কেউ আমার কোটটা এগিয়ে দাও। ঐ টুপীটাও নিয়ে এস।"

হ্যাম্ জিজ্ঞাসা করিল যে, মিঃ পেগটী কোথায় যাইতেছে?

"আমার ভাগনীকে আমি আন্‌তে যাচ্ছি। আমি তাকে খুঁজে বের করতে যাচ্ছি। আমার এমিলিকে ফিরিয়ে আন্‌তে যাচ্ছি। প্রথমে ঐ নৌকাখানা ডুবিয়ে দেব। তার পর লোকটাকে ডুবিয়ে মারব। আমার ভাগনীকে আমার চাই।"

বাধা দিয়া হ্যাম্ বলিল, "কোথায় তাকে পাবে?"

"যেখানে হোক্। আমি তাকে এই জগৎ খুঁজে বার করব। আমার বেচারা ভাগনী—লজ্জায়, অপমানে যেমন অবস্থায় থাকুক, আমি তাকে খুঁজে বার ক'রে এখানে নিয়ে আস্‌ব। আমায় কেউ বাধা দিও না! আমি তাকে আন্‌তে যাচ্ছি!"

মিসেস্ গমিজ বাধা দিয়া বলিল, "না, না! এ অবস্থায় তুমি যেতে পার না! পরে তাকে খুঁজে দেখ, কিন্তু এ

অবস্থায় নয়। ব'স, স্থির হও। এস, এমিলির ছেলেবেলার গল্প তোমায় শোনাই। সে গল্প শুনে তোমার মন নরম হয়ে যাবে। এ দুঃখ সহ্য করবার ক্ষমতা তোমার হবে।”

মিঃ পেগটী এখন শান্ত হইল। সে যখন কাঁদিতে লাগিল, তখন আমার মনে হইল, আমি নতজানু হইয়া তাহাদের কাছে বলি যে, আমার জন্যই আজ তাহাদের পরিবারে এই ভীষণ ব্যাপার ঘটিল। তাহারা যেন আমায় ক্ষমা করে। আমি ষ্টিয়ারফোর্থকে মনে মনে অভিসম্পাত করিতে লাগিলাম। আমার দুই চক্ষু বহিয়া অজস্রধারে অশ্রুপাত হইতে লাগিল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

যাহা আমার পক্ষে স্বাভাবিক, তাহা বহু ব্যক্তির পক্ষেও স্বাভাবিক, এইরূপ আমার ধারণা। সুতরাং আমি আজ এ কথা নির্ভয়ে বলিতে পারি যে, যখন ষ্টিয়ারফোর্থের সহিত আমার বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল, তখন আমি তাহাকে যেরূপ ভালবাসিয়া ফেলিলাম, এমন পূর্ব্বে কখন অনুভব করি নাই। তাহার অযোগ্যতার পরিচয় পাইবামাত্র তাহার কার্য্যে যে সকল প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাহার কথাই বেশী করিয়া আমার মনে পড়িতে লাগিল। সুতরাং তাহার চরিত্রের ভাল জিনিষগুলির সম্বন্ধে আমি স্নেহভরে ভাবিতে লাগিলাম। যে সকল গুণের প্রকাশ তাহার চরিত্রে দেখিয়াছিলাম, তাহার ফলে সে মহৎ মানুষ হইয়া জগতে নাম রাখিতে পারিত। ইহা মনে করিয়া আমার চিত্ত তাহার প্রতি কোমল হইল। একটি সচ্চরিত্র পরিবারকে সে কলুষিত করিয়াছে—ইহার সহিত আমি অজ্ঞাতসারে সংশ্লিষ্ট ছিলাম, এ কথা মনে করিয়া আমি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেও, যদি আজ তাহার মুখামুখি আমি দাঁড়াইতে পারিতাম, তাহা হইলে কখনই একটি তিরস্কারের বাণী আমার মুখ হইতে বাহির হইতে পারিত না। তাহাকে আমি ভালবাসিতে পারিতাম—যদিও এখন তাহার প্রভাব আমার উপর আর ছিল না—তাহার প্রতি আমার স্নেহ একবারে অন্তর্হিত হয় নাই—তবে তাহার সহিত আমার পুনর্মিলন আর সম্ভবপর ছিল না। আমি স্থির করিয়াছিলাম, আর মিলন হইতে পারে না। আমার সম্বন্ধে তাহার কি ধারণা, তাহা আমি জানি না। তবে আমি ভাবিতাম, আমার প্রিয়বন্ধু মরিয়া গিয়াছে, আমি তাহার স্মৃতি উদ্‌যাপিত করিয়া রাখিয়াছি।

হাঁ, ষ্টিয়ারফোর্থ, আমার জীবনের ইতিহাস হইতে তুমি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছ। হাঁ, শেষ বিচারের দিন, আমার গভীর দুঃখ তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবে, তবে আমার ক্রোধ বা আমার তিরস্কারবাণী কখনও উচ্চারিত হইবে না, তাহা জানি।

ঘটনার কথা অতি দ্রুত সমগ্র সহরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পরদিবস সকালে আমি যখন রাজপথ দিয়া চলিতেছিলাম, তখন গৃহস্থরা দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ঐ কথারই আলোচনা করিতেছে, আমি শুনিলাম। বেশীর ভাগ লোক এমিলির উপর কঠোর সমালোচনা-বিষ ঢালিতেছিল, অল্প ব্যক্তিই ষ্টিয়ারফোর্থকে দোষ দিতেছিল। কিন্তু এমিলির পিতৃতুল্য মাতুল এবং তাহার বাগ্‌দত্ত স্বামীর সম্বন্ধে সকলেরই একই প্রকার মনোভাব দেখিলাম। সকল শ্রেণীর লোকই তাহাদের সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধাপূর্ণ দুঃখ পোষণ করিতেছে বুঝিলাম। সমুদ্রচর ব্যক্তিরা উহাদিগকে দেখিবামাত্র দলে দলে বিভক্ত হইয়া সশ্রদ্ধভাবে নীরবে দাঁড়াইয়া তাহাদের জন্য পথ করিয়া দিতেছিল।

মিঃ পেগটী ও হ্যামকে আমি সমুদ্রতটেই দেখিলাম। তাহারা সারা রাত্রি ঘুমায় নাই দেখিলাম, এক রাত্রিতেই মিঃ পেগটীর উন্নতশির যেন নত হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সমুদ্রের মতই উভয়ে স্থির ও গম্ভীর।

মিঃ পেগটী আমাকে দেখিয়া বলিল,—“আমাদের কথা হচ্ছিল যে, আমরা এখন কি করব বা করব না। কিন্তু এখন আমরা পথ ঠিক ক'রে নিয়েছি।”

আমি একবার হ্যামের দিকে চাহিলাম। সে তখন সমুদ্রের দিকে বহুদূরে কি দেখিতেছিল। তাহার মুখে ক্রোধের কোনও চিহ্ন দেখিলাম না। তবে আমার মনে একটা আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল। মনে হইল, তাহার মুখে যেন একটা ভীষণ প্রতিজ্ঞার ছায়া দেখিলাম। মনে হইল, কখনও যদি সে ষ্টিয়ারফোর্থের দেখা পায়, সে তাহাকে নিশ্চয়ই হত্যা করিবে।

মিঃ পেগটী বলিল,—“আমার এখানকার কাজ শেষ হইয়াছে। আমি তাকে খুঁজতে যাচ্ছি। তাকে খোঁজাই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য।”

আমি যখন জিজ্ঞাসা করিলাম, সে কোথায় তাহাকে খুঁজিতে যাইবে? সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, আমি কালই লণ্ডনে ফিরিয়া যাইতেছি কি না? আমি তাহাকে বলিলাম যে, আজ আমি যাইতাম, কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই যাই নাই। কারণ, তাহার কোনও কাজে আমি লাগিতে পারি বলিয়া। তবে সে যখনই ইচ্ছা করিবে, আমি যাইতে প্রস্তুত।

সে বলিল, “আমি তোমারই সঙ্গে যাব, মাষ্টার ডেভি! কালই যদি যেতে চাও, আমি রাজি।”

আমরা নীরবে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলাম।

মিঃ পেগটী বলিল,—“হ্যাম তার বর্ত্তমান কাজ ক'রে যাবে। আমার বোনের ওখানেই থাকবে। ঐ পুরোনো বোট—”

আমি বাধা দিয়া বলিলাম,—“মিঃ পেগটী, তুমি কি বোটখানা ছেড়ে দেবে?”

"মাষ্টার ডেভি, আর ত ওখানে আমার থাকা হবে না। একবার যদি নৌকা চড়ায় ঠেকে যায়, সমুদ্রের বুক কালো হয়ে ওঠে। তখন নৌকা ডুবেই যায়। কিন্তু, তা আমি বল্‌তে চাইনে। আমি ঐ নৌকাবাড়ী ত্যাগ ক'রে যাব না। বরং ঠিক তার উল্টো।"

আবার নীরবে আমরা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলাম।

মিঃ পেগটী বলিয়া চলিল, "আমার কি ইচ্ছা শুনবে? ঐ বাড়ীর দরজা দিনরাত্রি—শীত, গ্রীষ্ম সকল সময়েই খোলা থাক্‌বে। তার ছেলেবেলা থেকে যেমন খোলা ছিল। যদি দৈবাৎ কখনও সে ভুলেও এ দিকে এসে পড়ে, ঐ বাড়ী তাকে যেন পরিত্যাগ না করে। বুঝতে পারছ আমার কথা? বরং সে যেন ঐ পুরানো ঘরে নিজে ইচ্ছে ক'রেই ঢুকে পড়ে। ঘরের মধ্যে ঢুকে সে আর কাউকে দেখতে পাবে না। দেখবে শুধু মিসেস্ গমিজকে। তখন সে কাঁপতে কাঁপতে সাহস ক'রে ঘরের মধ্যে এগিয়ে যাবে। হয় ত তার পুরোনো বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়বে। এক সময়ে যেখানে আনন্দে শুয়ে থাক্‌ত, সেখানে সেই উপধানে সে তার ক্লান্ত মাথা এলিয়ে দেবে।"

আমি সত্যই তাহার এ কথায় কোনও উত্তর দিতে পারিলাম না। চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কণ্ঠস্বর ফুটিল না।

মিঃ পেগটী বলিল, "প্রত্যেক রাতে, যেমন বাতী জ্ব'লে থাকে, তেমনি ভাবেই বাতী জ্বল্‌তে থাক্‌বে। সেই পুরোনো জায়গায় বাতি জ্বল্‌তে থাকবে। সে যখন দেখ্‌তে পাবে, তখন বাতীর আলো তাকে ডেকে যেন বল্‌তে থাকবে—ফিরে আয়! বাছা, ফিরে আয়! হ্যাম, যদি তোমার পিসীর বাড়ীর দরজায় কখনও মৃদু করাঘাত শুন্‌তে পাও, অবশ্য অন্ধকার হবার পর, তুমি যেন শব্দ শুনে দরজার কাছে যেও না। তুমি নয়—তোমার পিসীই প্রথমে আমার পদস্খলিত সন্তানের কাছে যাবে।"

মিঃ পেগটী আমাদের আগে কয়েক পদ চলিয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত আমাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়াই সে চলিতে লাগিল। এই সময়ের মধ্যে আমি পুনরায় হ্যামের দিকে চাহিলাম। তখনও তাহার মুখে সেই একই ভাব দেখিলাম। সে তখনও দূর-সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। আমি তাহার বাহুমূল স্পর্শ করিলাম।

দুইবার আমি তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলাম। সে ডাকে ঘুমন্ত ব্যক্তিরও নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাইত। অনেক কষ্টে আমি তাহার মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, সে কি ভাবিতেছে?

সে বলিল, "মাষ্টার ডেভি, আমার সাম্‌নে যা দেখ্‌ছি, তার কথাই ভাবছি।"

আমি বলিলাম, "অতঃপর তুমি কি ভাবে চল্‌বে, তার কথাই ভাবছ?"

"মাষ্টার ডেভি, আমি ঠিক বুঝিয়ে বল্‌তে পারব না তবে ঐ ওখান থেকে যা ভেসে আস্‌ছে, তাই বোধ হয় শেষ!"

আমি বলিলাম, "কিসের শেষ?"

"তা বল্‌তে পারিনে, মাষ্টার ডেভি। তবে এর আরম্ভ এখানেই হয়েছিল, তার পর শেষ। কিন্তু মাষ্টার ডেভি, সব শেষ হয়ে গেছে! তবে আপনি আমার সম্বন্ধে ভয় পাবেন না। কিন্তু কেমন যেন হয়ে গেছে, কিছু বুঝতে পারছি না।"

মিঃ পেগটী আমাদের জন্য দাঁড়াইয়াছিল। আমরা তাহার সহিত মিলিত হইলাম। আর কোন কথা কহিলাম না।

আমরা তখন নৌভবনের দিকেই অজ্ঞাতসারে অগ্রসর হইতেছিলাম। ক্রমে উহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। মিসেস্ গমিজ তখন প্রাতরাশের যোগাড়ে ব্যস্ত। মিঃ পেগটীর টুপী লইয়া সে যথাস্থানে রাখিয়া দিল। সে এমন ভাবে কথা কহিতে লাগিল যে, আমি তাহার পরিবর্ত্তনে বিস্মিত হইলাম।

মিঃ পেগটীকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিল, "তুমি নিশ্চয় খাবে, পান করবে। না হ'লে শরীরে বল থাক্‌বে কেন? বল না থাক্‌লে তুমি কিছুই করতে পারবে না। নেও, খাও। আমি যদি বাজে কথা ব'লে বিরক্ত ক'রে থাকি, আমায় ব'লে দাও, তার পর আর সে রকম আমি করব না।"

আমাদিগকে খাবার দিয়া সে জানালার ধারে সরিয়া গেল। দেখিলাম, মিঃ পেগটীর জামা সে মেরামত করিয়া দিতেছে। তার পর জামা প্রভৃতি একটা ব্যাগের মধ্যে সে ভাঁজ করিয়া গুছাইতে লাগিল।

মিসেস্ গমিজ বলিল, "সব সময়ে আমি এখানে থাক্‌ব। তোমার ইচ্ছা ও আদেশ আমি পালন ক'রে চল্‌ব। আমি ভাল লিখ্‌তে জানিনে, তবু সব তোমাকে লিখে জানাব। তুমি বিদেশে গেলে, মাষ্টার ডেভিকে লিখে জানাব। তুমিও হয় ত আমায় পত্র লিখবে। তাতে লিখে জানিও, তুমি কি ক'রে বিদেশে দিন কাটাচ্ছ।"

মিঃ পেগটী বলিল, "কিন্তু একা তুমি এখানে থাক্‌বে কি ক'রে?"

মিসেস্ গমিজ বলিল, "না, না, সে জন্য চিন্তা করতে হবে না। এখানে অনেক কাজ তোমার থাক্‌বে। এই বাড়ী ঠিক রাখা মস্ত কাজ। বাইরে এসে দরজার কাছে ব'সে থাকা—তাও আমায় করতে হবে। কেউ যদি আসে, সে দেখতে পাবে, বাড়ীর দরজা খোলা আছে—সে আর ফিরে যেতে পারবে না।"

বাস্তবিক মিসেস্ গমিজের এরূপ পরিবর্ত্তন আমি কল্পনাও করি নাই। মিঃ পেগটীর প্রতি তাহার শ্রদ্ধা-ভক্তির পরিমাণ দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। সমুদ্রতীর হইতে

অনেক জিনিষ বহিয়া আনিবার ছিল—দাঁড়, হাল, জাল কত জিনিষ। মিসেস্ গমিজ একবার ক্লান্তি বোধ করিল না।

ক্লান্তদেহে মিঃ পেগটী যখন ঘুমাইয়া পড়িল, তখন মিসেস্ গমিজ আমাকে মৃদুস্বরে বলিল, "মাষ্টার ডেভি, ওর বন্ধু হয়েই তুমি থেকো, ভগবান্ তোমার ভাল করবেন।" বলিয়াই সে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার ক্রন্দনচিহ্ন গোপন করিবার জন্য সে ছুটিয়া গেল।

রাত্রি নটা হইতে দশটার সময় বিষণ্ণভাবে বেড়াইতে বেড়াইতে আমি মিঃ ওমারের বাড়ীর কাছে দাঁড়াইলাম। মিঃ ওমারের কন্যা মিনি আমাকে বলিল যে, তাহার পিতা এই ব্যাপারে অত্যন্ত মুসড়িয়া পড়িয়াছেন। তাই ধূমপান না করিয়াই শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন।"

মিসেস্ জোরাম বলিল, "কি খারাপ মেয়ে সে। ওর মধ্যে এতটুকু ভাল জিনিষ কোন দিন ছিল না।"

আমি বলিলাম, "ও কথা বল্‌বেন না। আপনার মনের কথা ওটা নয়।"

ক্রোধভরে মিসেস্ জোরাম বলিল, "নিশ্চয় বলব।"

আমি বলিলাম, "না, না!"

মিসেস্ জোরাম মাথা তুলিয়া অত্যন্ত ক্রোধের ভাণ করিল। কিন্তু সে আপনার কোমল অন্তঃকরণকে চাপিয়া রাখিতে পারিল না। সে কাঁদিতে লাগিল।

মিনি বলিল, "সে এর পর কি করবে? কোথায় সে যাবে? তার পরিণাম কি হবে? হায়! সে কি ক'রে এত নিষ্ঠুর হ'তে পার্‌ল? কি ক'রে তার ও নিজের সর্ব্বনাশ করলে?"

মিনি নিজে যখন ছোট ছিল, অল্পবয়স ছিল, সে কথা আমার মনে পড়িল। সে যে বাল্যকথা স্মরণ করিয়াছে, তাহাতে আমার মনে আনন্দ হইল।

মিসেস্ জোরাম বলিল, "আমার ছোট মেয়ে এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও সে এমিলির জন্য কাঁদছে। সারাদিন ধ'রে সে এমিলির নাম ক'রে কেঁদেছে। সে আমায় বলেছে, এমিলি বড় দুষ্টু, তাই সে পালিয়েছে। এমিলি কাল তার নিজের গলা থেকে ফিতেফুল নিয়ে আমার মেয়ের গলায় পরিয়ে দিয়েছিল। যতক্ষণ খুকী ঘুমোয়নি, সে তার পাশে শুয়েছিল। এখনও খুকীর গলায় সেই ফিতে আছে। আমি তা খুলে নিতে পারিনি। এমিলি খুবই খারাপ, কিন্তু সে খুকীকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত—খুকীও তার অনুগত ছিল। সে ত কিছুই জানে না।"

মিঃ জোরাম আসিয়া তাহার পত্নীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য ভিতরে লইয়া গেল। আমি সেখান হইতে বাহির হইলাম। পেগটীর বাড়ী গেলাম। সেও অত্যন্ত মুসড়িয়া পড়িয়াছে। একে স্বামিবিয়োগ, তাহার উপর এমিলির পলায়ন। পেগটী তাহার ভ্রাতার বাড়ী গিয়াছে। আজ রাত্রিতে সেইখানেই থাকিবে। বাড়ীতে একটি বৃদ্ধা পরিচারিকা ছিল। তখন সে ও আমি ছাড়া আর কেহ নাই। আমি তাহাকে শয়ন করিতে পাঠাইয়া দিলাম। রান্নাঘরের অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে আমি একা বসিয়া রহিলাম।

বসিয়া বসিয়া কত কি ভাবিতেছি, এমন সময় বাহিরে কে যেন করাঘাত করিল। আমি দরজা খুলিলাম। চাহিয়া দেখিলাম—কিন্তু প্রথমতঃ কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। একটু নিরীক্ষণ করিতেই মনে হইল, একটা বৃহৎ ছত্র যেন অগ্রসর হইতেছে। ভাল করিয়া চাহিতেই বুঝিলাম, ছাতার নীচে মিস্ মাউচার।

এই বামনাকার নারীকে আমি প্রথমতঃ আমল দিতে চাহিলাম না। কিন্তু সে আমার দিকে চাহিতেই তাহার মুখে এমন একটা আন্তরিক আগ্রহের ছাপ দেখিলাম যে, তাহাকে ভিতরে আহ্বান না করিয়া পারিলাম না।

আমি বলিলাম, "মিস্ মাউচার! আপনি এখানে কোথা থেকে এলেন? কি হয়েছে—ব্যাপার কি?"

আমাকে ছাতাটি বন্ধ করিবার অনুরোধ জানাইয়া মিস্ মাউচার ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহাকে রান্নাঘরে অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে লইয়া গেলাম।

এ অবস্থায় একা তাহার সহিত কথা কহিতে আমার শঙ্কা হইতেছিল। আমি তাই বলিলাম, "কি হয়েছে বলুন ত মিস্ মাউচার? অসময়ে আপনি এখানে এলেন কেন? অসুখ হয়েছে না কি?"

মিস্ মাউচার বলিল, "প্রিয় যুবক, আমার অসুখ, এখানে।" বলিয়া তাহার বক্ষোদেশ দেখাইয়া দিল। তার পর বলিল, "সত্যি আমার বড় অসুখ। ব্যাপারটা এ রকম দাঁড়াবে জান্‌লে, আমি বাধা দিতে পারতাম। কি বোকা আমি!"

আমি বলিলাম, "আপনাকে এমন বিচলিত দেখে আমি ভারী আশ্চর্য্য হচ্ছি।"

বাধা দিয়া মিস্ মাউচার বলিল, "হাঁ, তাই হয়ে থাকে। যারা যুবক, যারা বিচারবুদ্ধিহীন, তারা আমার মত ক্ষুদে মানুষের এই রকম স্বাভাবিক বিচলিত ভাব দেখে ঐ কথাই ব'লে থাকে। তারা আমাকে নিয়ে বিদ্রূপ করে, খেলা করে। তার পর আমাকে ছুড়ে ফেলে দেয়। যখন আমোদ পায় না, আমার দিকে ফিরেও তাকায় না। হাঁ, এই রকম ব্যবহারই পেয়ে আসছি।"

আমি বলিলাম, "অন্যে হয় ত তাই করে, কিন্তু আমার সম্বন্ধে তা ভাববেন না। আপনাকে এ অবস্থায় দেখে আমার বিস্ময় বোধ হচ্ছে না। আপনার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানিনে। আমি যা বলেছি, না ভেবে-চিন্তেই বলেছি। তাতে মনে কিছু করবেন না।"

"আমি কি করব, বলুন, মিঃ কপারফিল্ড! আমাকে দেখুন, আমি বামন। আমার বাবা তাই, বোন তাই, আমার ভাইও তাই। ভাই-বোনের জন্য আমি সারা জীবন ধ'রে পরিশ্রম

ক'রে আসছি। আমাদের ত বাঁচতে হবে। কিন্তু কারও কোনও ক্ষতি কখনও করিনি। তবে পৃথিবীর যে সকল লোক আমাকে নিয়ে বিদ্রূপ করে, ঠাট্টা করে, আমাকেও তাদের সঙ্গে সেই রকম করা ছাড়া উপায় কি? তাতে আমার অপরাধ কোথায়?"

বুঝিলাম, ইহাতে মিস্ মাউচারের কোন অপরাধ নাই।

সে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনার শনিরূপী বন্ধুর সঙ্গে বামন হয়ে যদি আমি আবেগ প্রকাশ ক'রে থাকি, তার ফলে সে আমার কতটুকু উপকার করেছে?"

মিস্ মাউচার একটা ছোট টুলের উপর বসিল। তার পর বলিল, "আমি পথে আপনাকে দেখতে পেয়েছিলাম। কিন্তু আপনার সঙ্গে হেঁটে উঠতে পারিনি। তবে বুঝেছিলাম আপনি এখানে আসছেন। তাই পেছনে পেছনে এসে আপনাকে ডেকেছি। আগে আর একবার এখানে এসেছিলাম, কিন্তু বাড়ীর মালিক সেই ভাল মেয়েটি বাড়ী ছিল না।"

"তাকে আপনি জানেন?"

"হাঁ, তার সম্বন্ধে আমি অনেক কিছু জানি— ওমার ও জোরামদের ওখান থেকে সব শুনে নিয়েছি। আমি আজ ৭টার সময় সেখানে গিয়েছিলাম। আপনার মনে আছে কি, ষ্টিয়ারফোর্থ এই হতভাগিনী মেয়েটির সম্বন্ধে সেবার কি বলেছিল?"

সে প্রসঙ্গ আমি ভুলি নাই। কতবার সে কথা আমার মনে হইয়াছে। আমি মিস্ মাউচারকে সে কথা বলিলাম।

"তার সর্বনাশ হক! সেই বদমাস্ চাকরটার দশগুণ সর্বনাশ হোক! তবে আমার বিশ্বাস ছিল, ঐ মেয়েটার প্রতি আপনার ছেলে-মানুষী আকর্ষণ ছিল!"

"আমার?"

মিস্ মাউচার অধীরভাবে বলিয়া উঠিল, "খোকা! খোকা! আপনি কেন অমন ক'রে তার প্রশংসা করেছিলেন—মুখ রাঙ্গা হয়ে উঠেছিল—বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন?"

আমি তাহাকে বলিলাম যে, সত্যই সে সময় আমার ভাববিপর্য্যয় হইয়াছিল, কিন্তু তাহার স্বতন্ত্র হেতু ছিল।

মিস্ মাউচার বলিল, "কিন্তু আমি ত তা জানতাম না। ষ্টিয়ারফোর্থ তোমাকে খেলিয়ে বেড়াচ্ছিল। তার হাতে তুমি নরম মোম ছিলে। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আসবামাত্র, তার সেই চাকরটা আপনাকে উদ্দেশ ক'রে বলেছিল, বোকা খোকা। আপনিই ষ্টিয়ারফোর্থের মনে ঐ মেয়েটি সম্বন্ধে লোভ জাগিয়ে তুলেছিলেন। তবে তারা আমাকে বুঝিয়েছিল যে, আপনার জন্যেই মেয়েটার কোন অনিষ্ট হবে না। আমিও তাই বিশ্বাস করেছিলাম। তারা আসল ব্যাপার আমার কাছে গোপন রেখেছিল। কারণ, তারা জানত, আমি বোকা নই, আমি চেষ্টা করলেই ভেতরের খবর জানতে পারব। তাই তারা আমায় বুঝিয়েছিল, আপনিই মেয়েটাকে ভালবাসেন। তাদের কথায় ভুলে মেয়েটাকে আমিই একখানা পত্র নিয়ে গিয়ে দেই। তার আগে লিটিমারের সঙ্গে তার কোন কথাই হয় নি। ইচ্ছে ক'রেই লিটিমারকে এখানে রেখে যাবার ব্যবস্থা হয়েছিল।"

এতক্ষণে শয়তানী লীলার পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইলাম।

সে বলিয়া চলিল, "ঘুরতে ঘুরতে আমি নরউইচে এসে পড়ি, পরশু রাত্রিতে। সেখানে তাদের গোপন গতায়াত আমি দেখ্তে পেলুম। কিন্তু আপনাকে দেখ্‌লুম না। তাইতে ভাবলুম, এ কি হ'ল! আমার মনে সন্দেহ হ'ল। কাল রাত্রিতে গাড়ীতে লণ্ডন থেকে এলুম। আজ সকালে এসে পৌঁছেছি। কিন্তু হায়! বড় বিলম্ব হয়ে গেছে!"

আমি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম।

সে বলিল, "এখন আমি যাচ্ছি, বড় রাত হয়ে গেছে। কিন্তু আপনি আমাকে অবিশ্বাস করছেন না ত?"

তাড়াতাড়ি আমি উত্তর দিয়া উঠিতে পারিলাম না।

সে বলিল, "আমাকে অবিশ্বাস করবেন না, আমি বামন ব'লে আমার উপর বিশ্বাস হারাবেন না।"

আমি বুঝিলাম, এ কথায় সত্য আছে। আমার লজ্জা যে হইল না, তাহাও নহে।

যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া সে বলিল, "একটা কথা জেনে রাখুন। আমি যতদূর জান্‌তে পেরেছি, তারা এ দেশে নেই—বাইরে চ'লে গেছে। যদি তারা কখনও ফিরে আসে— তাদের এক জনও যদি ফিরে আসে, আমি খোঁজ পাব। আমার চোখ তাদের কেউ এড়াতে পারবে না। আমি জান্‌তে পারলেই আপনি জান্‌তে পারবেন। ভগবানের আশীর্বাদে আমি সেই অত্যাচারিতা মেয়ের কোন না কোন সাহায্য করব।"

তাহার এ কথায় আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল।

"পূর্ণাঙ্গ নারীকে আপনি যতটা বিশ্বাস করতে পারেন, আমাকে ততটা বিশ্বাস করবেন, তার বেশীও নয়, কমও নয়। আচ্ছা বিদায়!"

আমি এত দিন মিস্ মাউচার সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করিয়া আসিয়াছিলাম, এখন তাহা পরিবর্তিত হইয়া গেল! আন্তরিক শ্রদ্ধাভরে আমি তাহার করকম্পন করিলাম। বৃহৎ ছাতা খুলিয়া খর্ব্বাকার মিস্ মাউচার পথে অবতরণ করিল। তখনও বারিপাত হইতেছিল। সে বৃষ্টির মধ্যেই ছাতা মাথায় দিয়া চলিতে লাগিল। আমি দ্বার বন্ধ করিয়া শয্যায় আসিয়া শয়ন করিলাম।

সকালবেলা আমি মিঃ পেগটীর ও আমার ধাত্রীর কাছে গমন করিলাম। সেখান হইতে গাড়ীর আপিসে গেলাম। দেখিলাম, হ্যাম ও মিসেস্ গমিজ সেখানে আমাদের জন্য দাঁড়াইয়া আছে।

হ্যাম আমাকে একান্তে ডাকিয়া লইয়া বলিল, "মাষ্টার ডেভি, ওঁর বুক ভেঙ্গে গেছে! কোথায় যাচ্ছেন, তাও ওঁর খেয়াল নেই। ভবিষ্যতে কি হবে, তাও উনি জানেন না। যত দিন বাঁচবেন, উনি এখানে সেখানে ঘুরে ঘুরেই বেড়াবেন। যতক্ষণ উনি সন্ধান না পাবেন, উনি থামবেন না। মাষ্টার ডেভি, তুমি ওঁর বন্ধুর মতই থাক্‌বে ?"

বলিলাম, "বিশ্বাস কর, আমি সকল সময়েই ওকে সাহায্য করব।"

"ধন্যবাদ, শত ধন্যবাদ তোমাকে। আর এক কথা। আমার এখন ভাল রোজগার আছে। আমি যে টাকা পাই, তা ব্যয় করব কি রকমে, তা আমি জানিনে। টাকার প্রয়োজন আমার ফুরিয়ে গেছে। শুধু বেঁচে থাকবার জন্য যে কটা টাকা দরকার, তার বেশী আমার প্রয়োজন নেই। যখন টাকার দরকার হবে, আমি দিতে পারব। আমি কাজ ছেড়ে দেব না। মানুষের মত পরিশ্রম করেই যাব, তাতে আমার ত্রুটি হবে না।"

আমি তাহাকে বলিলাম যে, এমন ভাবে ত চিরদিন চলিবে না। ভবিষ্যতে তাহাকে গৃহী হইতে হইবে।

মস্তক আন্দোলিত করিয়া হ্যাম বলিল, "না মশাই, আমার সব শেষ হয়ে গেছে। যে জায়গা খালি হয়ে গেছে, সেখানে আর কারও স্থান হবে না। তুমি টাকার কথাটা মনে রেখ, মাষ্টার ডেভি। দরকার হলেই আমি টাকা খরচ করব।"

আমি তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম যে, মিঃ পেগটীর টাকার প্রয়োজন হইবে না। মিঃ বার্কিস্ তাহাকে যে টাকা দিয়া গিয়াছে, তাহার সুদে মিঃ পেগটীর বেশ চলিয়া যাইবে। সে টাকা বেশী নহে বটে, কিন্তু তাহাতে কাজ চলিয়া যাইবে। তবে যদি দরকার হয়, আমি তাহাকে জানাইব। আমরা বিদায় লইলাম। কিন্তু হ্যামকে আমি ভুলিতে পারিলাম না। বিরাট দুঃখেও তাহার অবিচলিত ধৈর্য্য আমাকে অভিভূত করিয়াছিল। মিসেস্ গমিজ গাড়ীর পাশে পাশে খানিক দৌড়িয়াছিল, তাহার অন্য কোন দিকে লক্ষ্য ছিল না। শুধু সে মিঃ পেগটীকেই দেখিতেছিল।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিয়া আগে পেগটীর জন্য একটা বাসা স্থির করিলাম। সেখানে তাহার ভ্রাতারও শয়নস্থানের ব্যবস্থা করিলাম। আমার বাসার নিকটেই এই বাসা পাওয়া গিয়াছিল। তার পর আমার বাসায় তাহাদিগকে লইয়া গেলাম।

পথে আসিবার সময় মিঃ পেগটী আমার কাছে প্রস্তাব করিয়াছিল যে, সে ষ্টিয়ারফোর্থের জননীর সহিত দেখা করিবে। আমি তাহাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিতে বাধ্য। পুত্রের ব্যবহারে মাতার হৃদয়ে যে আঘাত লাগিবে, তাহা অনুমান করিয়া আমি যথাসাধ্য তাহা হ্রাসকল্পে গুছাইয়া মিসেস্ ষ্টিয়ারফোর্থকে একখানি পত্র লিখিলাম। ষ্টিয়ারফোর্থ কতদূর অন্যায় করিয়াছে এবং এই ব্যাপারে আমার কতদূর যোগাযোগ আছে, সবই তাঁহাকে লিখিয়া জানাইলাম। মিঃ পেগটী কিরূপ ব্যথা পাইয়াছে, তাহাও লিখিলাম। এ অবস্থায় তাহার সহিত তিনি দেখা করিবেন, এরূপ আশা করা যায়, তাহাও তাঁহাকে জানাইলাম। আমরা পরদিবস বেলা ২টার সময় তাঁহার সহিত দেখা করিব, সে কথাও লিখিয়া দিলাম। স্বয়ং এই পত্র ডাকগাড়ীতে দিয়া আসিলাম।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমরা সেই গৃহের দ্বারপথে দাঁড়াইলাম। কয়েক দিন পূর্ব্বে এই গৃহদ্বার হইতে কত আনন্দেই না বিদায় লইয়াছিলাম! আজ সেখানে প্রবেশ করিতে মন সরিতেছিল না।

লিটিমার আসিল না। আর এক জন আসিয়া আমাদিগকে বৈঠকখানা-ঘরে লইয়া গেল। মিসেস্ ষ্টিয়ারফোর্থ সেখানে বসিয়াছিলেন। রোজা ডার্টল অন্য ঘর হইতে নিঃশব্দে আসিয়া তাঁহার চেয়ারের পশ্চাতে দাঁড়াইলেন।

আমি মিসেস্ ষ্টিয়ারফোর্থের আনন দেখিয়া বুঝিলাম যে, তিনি পুত্রের নিকট হইতে তাহার কীর্ত্তির কথা শুনিয়াছেন। তাঁহার মুখ অত্যন্ত মলিন। শুধু আমার পত্র পড়িয়া তাঁহার এমন ভাবান্তর হইতে পারিত না। দেখিলাম, তাঁহার মনের মধ্যে যে ভীষণ ঝড় বহিয়া গিয়াছে, আননে তাহার চিহ্ন বিদ্যমান।

তিনি চেয়ারে সোজাভাবে বসিয়াছিলেন। অবিচলিত স্থৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য সহকারে তিনি বসিয়াছিলেন। কিছুতেই তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল না, তাঁহার ভাব দেখিয়া তাহাই বোধ হইতেছিল। মিঃ পেগটী তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতেই তিনি স্থিরদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন। মিঃ পেগটীও স্থিরদৃষ্টিতে চাহিল। রোজা ডার্টল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাহিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ কেহই কোনও কথা কহিল না।

মিসেস্ ষ্টিয়ারফোর্থ মিঃ পেগটীকে আসন গ্রহণের জন্য ইঙ্গিত করিলেন। সে বলিল, "এ বাড়ীতে বসা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়, ম্যাডাম। আমি বরং দাঁড়িয়ে থাকি।"

আবার নিস্তব্ধতা। এবার মিসেস্ ষ্টিয়ারফোর্থ বলিলেন, "আমি জানি, কি গভীর দুঃখে আপনি এখানে এসেছেন। আমাকে কি করতে বলেন? কি চান আপনি আমার কাছে?"

টুপীটা বগলে রাখিয়া মিঃ পেগটী বুকপকেট হইতে এমিলির পত্রখানা বাহির করিল। ভাঁজ খুলিয়া সে উহা মিসেস্ ষ্টিয়ারফোর্থের হাতে অর্পণ করিল।

"চিঠিখানা প'ড়ে দেখুন, ম্যাডাম। আমার ভাগনীর হাতের লেখা।"

তেমনই গম্ভীরভাবে, অবিচলিত ধৈর্য্যের সহিত তিনি উহা পড়িলেন। বোধ হইল; পত্র পড়িয়া তাঁহার হৃদয় অভিভূত হয় নাই। তিনি পত্রখানা ফিরাইয়া দিলেন।

মিঃ পেগটী বলিল, "'তিনি আমাকে ভদ্রমহিলার মত ফিরাইয়া না আনিলে'—এই কথাটা তিনি রাখবেন কি না, আমি তাই জানতে এসেছি।"

তিনি বলিলেন, "না।"

মিঃ পেগটী বলিল, "কেন নয়?"

"তা অসম্ভব। তাতে বংশের মর্য্যাদা-হানি হবে। আপনার ভাগিনেয়ী তার অনেক নীচে, এটা অবশ্য আপনি অনুমান করতে ভুলবেন না।"

মিঃ পেগটী বলিল, "তাকে ওপরে তুলে নিন।"

"সে লেখাপড়া জানে না, অশিক্ষিতা।"

"হ'তে পারে সে মূর্খ, আবার না-ও হ'তে পারে। আমি অবশ্য সে বিচার করছি না। তাকে ভাল ক'রে শিখিয়ে পড়িয়ে নিন।"

"আপনি যখন আমাকে বলতে বাধ্য করেছেন, তখন আমি স্পষ্ট ক'রেই বলছি—অবশ্য আমার ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও—তার নীচ-ঘরের সম্বন্ধ বশতঃ তাকে ঘরে নেওয়া অসম্ভব।"

শান্তভাবে মিঃ পেগটী বলিল, "কথাটা শুনুন, ম্যাডাম। আপনি জানেন, আপনার সন্তানকে ভালবাসা কি রকম জিনিষ। আমিও তা জানি। আমার নিজের মেয়ে হলেও আমি তাকে এর চেয়ে বেশী ভালবাসতে পারতাম না। সন্তান হারান কি ভীষণ, তা আপনি জানেন না। আমি জানি। পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্যের যদি আমি মালিক হতুম, আমি তার বিনিময়ে আমার মেয়েকে ফিরিয়ে আনতে বিলম্ব করতাম না। তাকে এই কলঙ্ক থেকে রক্ষা করুন, আমরা তার অপমানের কারণ হব না। যেখানে সে বড় হয়েছে, যাদের সঙ্গে লালিত হয়েছে, তাদের কেউ জীবনে তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে না, সম্পর্ক পাতাতে আসবে না। সে সুখে আছে জেনে আমরা তৃপ্তি পাব। তার চাঁদমুখ দেখবার লোভ আমরা সংবরণ করব। ভাবব, অন্য সূর্য্যালোকিত দেশে সে আছে। তার স্বামীর কাছে রেখে আমরা সন্তুষ্ট থাকব—যদি ছেলে-মেয়ে হয়, তাদেরও দেখতে আসব না। শুধু মৃত্যুর পর ভগবানের চরণে আমরা মিলিত হব, এই আমাদের আশা থাকবে।"

তাহার গ্রাম্য বাকচাতুর্য্য বা প্রাণের ভাষা একবারে ব্যর্থ হইল না। কিন্তু তথাপি মহিলাটির গর্ব্বিত ব্যবহার অটুট হইয়া রহিল। শুধু ঈষৎ কোমল কণ্ঠে তিনি বলিলেন,—"আমি কোন যুক্তি দিতে চাই না। আমি কারও উপর অপরাধ চাপাতে চাই না। কিন্তু আমি দুঃখের সঙ্গে আবার বলছি, এ অসম্ভব। এখন বিয়ে হ'লে আমার ছেলের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে। তার উন্নতির পথ বন্ধ হবে। এ বিয়ে যে হ'তে পারে না। এর চেয়ে স্থির জিনিষ কিছু নেই। না, তা কোনমতেই হবে না। এ ছাড়া যদি অন্য কোনপ্রকার ক্ষতিপূরণ—"

মিঃ পেগটী বাধা দিয়া বলিল,—"আমি দু'জনের মুখের সাদৃশ্য দেখ্‌ছি। সে আমার দিকে এমনি ভাবে আমার বাড়ীতে চেয়ে দেখ্‌ত, আমার ঘরের অগ্নিকুণ্ডের পাশে ব'সে ঠিক এমনই ভাবে চাইত; হাসিমুখে বন্ধুত্বের ভাণ ক'রে। কিন্তু ভেতরে ছিল বিশ্বাসঘাতকতা। সে কথা ভাবলেও আমায় পাগল ক'রে তোলে। আমার সন্তানের সর্ব্বনাশের পর টাকা দিয়ে তার ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব—এর চেয়ে মন্দ জিনিষ আর কি হতে পারে। ভদ্রমহিলার মুখে এমন কথা—আশ্চর্য্য!"

মুহূর্ত্তমধ্যে ষ্টিয়ারফোর্থ-জননীর ব্যবহারের পরিবর্ত্তন হইল। তাঁহার মুখভঙ্গীতে ক্রোধের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। চেয়ারের হাতল দৃঢ়ভাবে ধরিয়া অধীর কণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"আমারও ছেলের মধ্যে এমন অন্ধকারময় ব্যবধান সৃষ্টি ক'রে আমার ক্ষতিপূরণ তুমি কি করতে পার? আমার ভালবাসার কাছে তোমার ভালবাসা? আমাদের এই বিচ্ছেদের সঙ্গে তোমাদের বিচ্ছেদের তুলনা?"

মিস্ ডার্টল কোমলভাবে তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া কাণে কাণে তাঁহাকে কি যেন বলিলেন। কিন্তু তিনি কোন কথায় কাণ দিলেন না।

"না, রোজা—একটা কথাও শুনব না। লোকটা শুনুক—আমার যা বলবার আছে, তা শুনুক। আমার ছেলে আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তাকে মানুষ গ'ড়ে তুলবার জন্য সারা জীবন ধ'রে আমি কি না করেছি। তার সকল সাধ, সব আহ্লাদ আমি মিটিয়েছি। তার জন্ম থেকে আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। আর সে কি না একটা কোথাকার মেয়েকে নিয়ে আমায় ছেড়ে চ'লে গেল! আমার স্নেহের বিনিময়ে সে কি না একটা মেয়ের জন্য আমার সঙ্গে মিথ্যা ব্যবহার করলে, আমাকে বঞ্চনা করলে! তার জন্য আমাকে ছেড়ে চ'লে গেল। মার দাবী, মার স্নেহ, ভালবাসা, মার প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভক্তি জলাঞ্জলি দিয়া সে চ'লে গেল! এটা আমার পক্ষে অনিষ্ট নয়?"

রোজা ডার্টল পুনরায় তাঁহাকে শান্ত হইতে বলিলেন। কিন্তু কোনও ফল হইল না। তিনি বলিলেন,—"রোজা, কোন কথা আমি শুনব না। একটা সামান্য বিষয়ের জন্য যদি সে সব ছাড়তে পারে, তবে বৃহত্তর উদ্দেশ্যের জন্য আমি সব বিষয় ত্যাগ করতে পারি। যেখানে ইচ্ছা, সে চ'লে যাক্‌। সে কি ভেবেছে, দীর্ঘকাল তার অদর্শনে আমি কাবু হয়ে পড়ব? সে যদি তাই ভেবে থাকে, তা হ'লে সে তার মার পরিচয় পায় নি। তার খেয়াল সে ত্যাগ করুক, আমি তাকে সাদরে গ্রহণ করব। সে যদি মেয়েটাকে ত্যাগ না করে, আমার কাছে সে জীবনে আসতে পাবে না। জীবিতই হ'ক, বা মৃত অবস্থাতেই হ'ক। আমার কাছে ক্ষমা না চাইলে আমার বাড়ীতে তার স্থান নেই। এটা

আমার নিজস্ব অধিকার—মায়ের অধিকার। আমাদের মধ্যে এই ভাবের বিচ্ছেদ হয়ে গেল। এটা আমার ক্ষতি নয়?"

আমার দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, আর তিনি এ বিষয়ে কিছু শুনিতে চাহেন না। এখন এ সাক্ষাৎকারের এখানেই শেষ। এই বলিয়া তিনি উঠিবার চেষ্টা করিতেই মিঃ পেগটী বলিল,—"আমি আপনাকে আর বাধা দেব না। আর কিছুই আমার বলবার নাই, ম্যাডাম্। কোন আশা নিয়ে আমি এখানে আসিনি। কোন আশা নিয়েও আমি যাচ্ছি না। যা করা উচিত ব'লে ভেবেছিলাম, তাই আমি ক'রে গেলাম। এখানে দাঁড়িয়ে থাকাও চলে না। এ বাড়ী আমার পক্ষে শয়তানের জায়গা।"

আমরা বিদায় লইয়া চলিলাম। বাগানের কাছে আসিবামাত্র রোজা ডার্টল নিঃশব্দে আসিয়া আমাকে বলিলেন, "এ লোকটাকে এখানে এনে আপনি বড় ভাল কাজ করেছেন!"

তাহার সমগ্র আননে ক্রোধে এবং ঘৃণা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল।

তিনি বলিলেন,—"এই লোকটার সঙ্গে আপনি এসেছেন, চমৎকার লোক আপনি!"

আমি বলিলাম,—"মিস্ ডার্টল, আমাকে দোষ দেবেন, এমন অবিবেচক আপনি নন!"

"এই দু'জন পাগলের মাঝখানে এসে দাঁড়াবার কি দরকার ছিল? আপনি কি জানেন না, দু'জনেই নিজেদের গর্ব্ব ও স্বেচ্ছাচারিতা নিয়ে ক্ষেপে আছে?"

"সেটা ত আমার জন্য হয় নি।"

"আপনার জন্য হয় নি! ও লোকটাকে আপনি কেন এখানে আন্‌লেন?"

"মিস ডার্টল, এঁর কি রকম সাংঘাতিক ক্ষতি হয়েছে, তা কি আপনি বুঝছেন না?"

"আমি জানি, জেমস্ ষ্টিয়ারওয়ার্থ ভণ্ড, দুষ্টচরিত্র। সে যে বিশ্বাসঘাতক, তাও জানি। কিন্তু এ লোকটার সম্বন্ধে আমার জানবার কি দরকার। ওর ভাগিনেয়ীটির কি হ'ল না হ'ল, তাতেই বা আমার কি?"

আমি বলিলাম, "মিস্ ডার্টল, আপনি কাটা ঘায়ে নুণের ছিটে দিচ্ছেন। ক্ষতির পরিমাণ অত্যন্ত বেশীই হয়েছে। যাবার সময় আমি ব'লে যাচ্ছি, আপনি এঁর প্রতি অত্যন্ত অবিচার করছেন।"

তিনি বলিলেন, "না, আমি ওর প্রতি কিছুই অন্যায় বল্‌ছি না। ওরা অতি হীনচরিত্র, যাচ্ছেতাই লোক। আমি মেয়েটাকে দেখ্‌তে পেলে চাবুক-পেটা করতাম।"

মিঃ পেগটী আগাইয়া গেল, একটি কথাও বলিল না। সে দরজার বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল।

ক্রোধভরে আমি বলিলাম, "ছিঃ ছিঃ! মিস্ ডার্টল। ধিক্ আপনাকে! কি ক'রে আপনি এমন কথা বল্‌লেন? লোকটার এমন সর্ব্বনাশ হয়ে গেল, আর আপনি তার ব্যথার উপর পা মাড়াচ্ছেন!"

"হাঁ, আমি ওদের সকলকে পা দিয়ে মাড়াতে চাই। ওর বাড়ী ভেঙ্গে-চুরে মাটীতে ফেলে দিতে চাই। আমি মেয়েটার মুখ মাটীতে ঘষে দিতে চাই। ছেঁড়া নেকড়া পরিয়ে ছুঁড়ীটাকে পথে বের ক'রে দিতে চাই—যেন সে না খেতে পেয়ে ম'রে যায়। আমার যদি বিচার করবার অধিকার থাক্‌ত, তা হ'লে আমি এই সব করতাম। আমি তাকে ঘৃণা করি। তার এই জঘন্য কাজের জন্য আমি সব জায়গায় গিয়ে তাকে গালাগালি দিতে পারি। তার মৃত্যু হলেও গোরস্থানে গিয়ে তাকে আমি অভিশাপ দিয়ে আসতে পারি। মৃত্যুকালে যদি কোন একটা কথা শুন্‌তে পেলে তার আত্মার তৃপ্তি হয়, তবে আমি সে কথা কখনো তাকে শোনাতে চাই না—শুন্‌তে দেব না!"

আমি অনেকের অনেক প্রকার ক্রোধ, উত্তেজনা দেখিয়াছি, এই নারী আজ যেরূপ উত্তেজনার সহিত ক্রোধ-প্রকাশ করিতেছিল, এমন আমি কখনও দেখি নাই। ভাষায় আমি তাহার এই ক্রোধের বর্ণনা করিতে পারিব না।

আমি যখন মিঃ পেগটীর কাছে গেলাম, তখন সে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। সে বলিল, এইবার সে দেশে দেশে ঘুরিবে। এখানকার কার্য্য তাহার শেষ হইয়াছে। আমি প্রশ্ন করিলাম, সে কোথায় যাইতে চাহে। সে বলিল, "আমি তাকে খুঁজতে চল্লাম।"

বাসায় আসিয়া পেগটীকে তাহার দাদার সব কথা বলিলাম। সে বলিল যে, সেও তাহার দাদাকে ঐ ভাবের কথা বলিতে সকালে শুনিয়াছে। কিন্তু কোথায় যাইবে, তাহা সেও জানে না।

এ অবস্থায় আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম না। তিন জনে একসঙ্গে আহার করিলাম। তার পর মিঃ পেগটী ব্যাগ ও মোটা লাঠিটা আনিয়া টেবলের উপর রাখিল।

সহোদরার নিকট হইতে সে তাহার অংশের প্রাপ্য টাকার কিছু গ্রহণ করিল। এক মাস তাহাতে কোনমতে চলিতে পারে। সে অঙ্গীকার করিল যে, আমাকে পত্র লিখিয়া সে সব কথাই জানাইবে। তার পর ব্যাগটি ঝুলাইয়া লাঠি লইয়া সে বিদায় লইল।

"তোমাদের ভাল হোক্" বলিয়া মিঃ পেগটী ভগিনীকে আলিঙ্গন করিল। "আমি তাকে খোঁজবার জন্য যাচ্ছি। এর মধ্যে সে যদি ফিরে আসে—তা হবে না জানি—আর আমি যদি তাকে সঙ্গে ক'রে আন্‌তে পারি, তা হ'লে আমি ও সে এমন জায়গায় থাক্‌ব, যেখানে কেউ গিয়ে তাকে গালাগালি দিতে পারবে না। যদি আমার কোন বিপদ ঘটে, মনে রেখ, তাকে আমি সমান স্নেহ করি, ভালবাসি—তার অপরাধ আমি ক্ষমা করেছি!"

মাথায় টুপী পরিয়া সে ধীরে ধীরে সোপান বাহিয়া নীচে নামিয়া গেল। আমরা দ্বার পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে গেলাম। সে দিন অত্যন্ত গরম পড়িয়াছিল, জোরে বাতাস বহিতেছিল। সে দিন পথে তখন বেশী লোক ছিল না। আমরা তাহার দীর্ঘ দেহের দিকে চাহিয়া রহিলাম। পথের বাঁকে তাহার মূর্ত্তি অদৃশ্য হইল।

আমি সে দিনের স্মৃতি কখনও ভুলিতে পারি নাই। রাত্রিকালে প্রত্যহই আমার অনুমান হইত, সে চলিয়াছে—দীর্ঘ পথ চলিয়াছে! আমি আকাশে চাঁদের দিকে—নক্ষত্র-পুঞ্জের দিকে চাহিয়া থাকিতাম, অথবা বৃষ্টিধারার দিকে চাহিতাম, বাতাসের গর্জ্জন শুনিতাম। সকল সময়েই মনে হইত এই দরিদ্র যাত্রী তাহার সন্ধানে চলিয়াছে! তাহার চলার বিরাম নাই!

আর তাহার শেষ কথা মনে পড়িত—"যদি আমার বিপদ ঘটে, যদি আমি ফিরে না আসি, তাকে বলো—আমি তাকে সমানভাবে স্নেহ করি—আমার ভালবাসার পরিবর্ত্তন হয়নি। তাকে বলো আমি তাকে ক্ষমা করেছি!"

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

এত দিন ধরিয়া আমি ডোরাকে ভালবাসিয়াই চলিয়াছিলাম। সে ভালবাসা ক্রমেই গভীর হইতেছিল। বন্ধুকে হারাইবার দুঃখ আমি ডোরার স্মৃতিতে অনেকটা ভুলিয়াছিলাম। সংসারে যতই প্রতারণার পরিচয় পাইতেছিলাম, ততই ডোরার পবিত্র ভালবাসার স্মৃতি আমাকে সান্ত্বনা দিতেছিল।

ডোরার প্রেমে আমি শুধু আকণ্ঠ নিমজ্জিত হই নাই—আমার দেহ তখন ডোরায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আমি তাহার স্মৃতিতে পরিপূর্ণ হইয়া থাকিতাম।

সহরে ফিরিয়া আসিবার পর এক দিন রাত্রিকালে আমি পদব্রজে নরউডে বেড়াইতে গেলাম। ডোরার কথা ভাবিতে ভাবিতে আমি তাহাদের বাড়ী ও উদ্যানের চারি পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়াইলাম—জানালার দিকে চাহিয়া প্রার্থনা জানাইলাম, ডোরা যেন নিরাপদে থাকে; কোন বিপদ হইতে তাহার রক্ষার কামনা করিলাম, তাহা ঠিক জানি না। হয় ত বা আগুনের ভয়, নয় ত বা মূষিকের ভয়। আমি জানিতাম, মূষিক দেখিলে ডোরা ভয় পায়।

ডোরার প্রতি আমার এই প্রেমের কথা অবশেষে আমি পেগটীকে জানাইলাম। অবশ্য সোজাভাবে বলিলাম না, একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিলাম। পেগটী বিশেষ আগ্রহ-ভরে আমার কথা শ্রবণ করিল। সে আমার সম্বন্ধে এত অধিক উচ্চাশা পোষণ করে যে, ডোরার সহিত আমার বিবাহে কোন বাধা থাকিতে পারে, ইহা মনের প্রান্তেও স্থান দিতে পারিল না। তাহার মনের ভাব এইরূপ যে, আমার মত সুপাত্র ডোরার বাবা সহজে কোথায় পাইবেন?

পেগটীর উইলের প্রবেট এবং সমস্ত ব্যাপারের সুমীমাংসা আমিই প্রোক্টর হিসাবে সম্পন্ন করিলাম। তাহাতে আমার অনেকটা আত্মপ্রসাদলাভও হইল।

পেগটীকে লইয়া আমি মিঃ স্পেন্‌লোর সহিত দেখা করিতে গেলাম। সেখানে গিয়া দেখিলাম, মিঃ মর্ডষ্টোন বসিয়া আছেন। তাঁহার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখিলাম না। পূর্ব্বের ন্যায় ঘন কৃষ্ণবর্ণ কেশরাজি এখনও দেখিলাম। চোখের দৃষ্টিও পূর্ব্ববৎ—বিশ্বাস করা চলে না।

মিঃ স্পেন্‌লো বলিলেন, "কপারফিল্ড, এই ভদ্র-লোকটিকে তুমি চেন বোধ হয়?"

আমি মর্ডষ্টোন্‌কে নতি জানাইলাম, পেগটী [illegible]কে চিনিতে পারিয়াছে, এমন ভাব প্রকাশ করি[illegible]। আমাদিগকে—আমাকে ও পেগটীকে দেখিয়া প্রথমে তিনি যেন একটু বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া তিনি আমার কাছে আসিলেন। বলিলেন, "আশা করি, তুমি ভাল আছ?"

আমি বলিলাম, "আমার ভাল-মন্দে আপনার কোনও আগ্রহ আছে ব'লে মনে হয় না। তবে আপনি যদি জান্‌তে চান, তা হ'লে বলব, ভাল আছি।"

আমরা পরস্পরের দিকে চাহিলাম। তিনি পেগটীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "আর তুমি? তোমার স্বামিবিয়োগ হয়েছে শুনে আমি দুঃখিত হলুম।"

পেগটীর পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত কম্পিত হইতেছিল। সে বলিল, "আমার জীবনে এই প্রথম শোক নয়, মিঃ মর্ডষ্টোন! তবে আমার এইটুকু এ বিষয়ে আনন্দ যে, এই শোক, এই ক্ষতির জন্য কারও কোন দায়িত্ব নেই।"

তিনি বলিলেন, "এ চিন্তায় সুখ আছে বটে! তোমার কর্ত্তব্য পালন করেছিলে ত?"

পেগটী বলিল, "আমি কারও জীবনক্ষয়ের [illegible] হইনি। এ চিন্তায় আমি নিশ্চিন্ত আছি। না, মিঃ মর্ডষ্টোন, আমি কোনও স্নেহপ্রবণ মধুর চরিত্রের লোককে ভয় দেখিয়ে বিরক্ত ক'রে তাড়াতাড়ি কবরে পাঠাইনি। এ আমার মনের শান্তি।"

তিনি তাহার দিকে অপ্রসন্নভাবে খানিক তাকাইয়া, আমার দিকে ফিরিলেন। কিন্তু আমার মুখের দিকে না চাহিয়া, পায়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তিনি বলিলেন, "শীঘ্র হয় ত আমাদের আর দেখা হবে না। অবশ্য তাতে আমরা উভয়েই সন্তোষ লাভ করব। কারণ, এ রকম মিলন আনন্দের হ'তে পারে না। আমি তোমার সংশোধনের জন্য, তোমার কল্যাণের জন্য যে ব্যবস্থা করেছিলাম, সেই ন্যায়সঙ্গত অধিকারের বিরুদ্ধে তুমি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলে। সুতরাং তুমি আমার সম্বন্ধে সদিচ্ছা পোষণ করবে, এ আমি আশা করি না। আমারও মধ্যে একটা বিদ্বেষ, বিতৃষ্ণা—"

আমি বলিলাম, "সেটা পুরাতন অবশ্য ?"

তিনি হাসিয়া আমার দিকে যে দৃষ্টিপাত করিলেন, াহাতে শুধু অমঙ্গল চিন্তারই ছাপ আছে, ভাল কিছু নাই।

তিনি বলিলেন, "তোমার শিশুচিত্তে ওটা জন্মেছিল। ার জন্য তোমার বেচারা মার জীবন তেতো হয়ে গিয়েছিল। তামার কথাই ঠিক। এখনও তোমার স্বভাব শোধরাতে ার। আশা করি, নিজেকে তুমি সংশোধন ক'রে নেবে।"

এতক্ষণ তিনি নিম্নস্বরেই কথা কহিতেছিলেন। এইবার তিনি কণ্ঠস্বর উচ্চে তুলিয়া বলিলেন, "মিঃ স্পেনলোর ্যবসায়ে যে সকল ভদ্রলোক সংশ্লিষ্ট, তাঁরা জানেন, পারি- ারিক মতবিরোধ কত জটিল!"

এই কথা বলিয়া তিনি লাইসেন্সের জন্য টাকা দিলেন। াইসেন্স লইয়া উহা ভাঁজ করিলেন। তার পর অভিবাদন রিয়া আপিস হইতে বিদায় লইলেন।

তাঁহার কথায় আমার ক্রোধ হইয়াছিল, কিন্তু অতিকষ্টে ামি তাহা সংবরণ করিয়া উপযুক্ত প্রত্যুত্তরদানে বিরত ইলাম। অন্যত্র হইলে আমি চুপ করিয়া থাকিতাম না। কন্তু এখানে বাদানুবাদ চলে না। পেগটীও খুব রাগিয়া ঠিয়াছিল। আমি তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে ইঙ্গিত রিয়াছিলাম। এইরূপে মিঃ স্পেনলো ও কেরাণীদিগের ুখে আমরা আত্মসংবরণ করিলাম।

মিঃ স্পেনলো জানিতেন না, আমার সঙ্গে মিঃ র্ডষ্টোনের কি সম্বন্ধ। সে জন্য আমি খুসী ছিলাম। আমি কানওমতেই মিঃ মর্ডষ্টোনের সম্বন্ধ স্বীকার করতে রাজি ছলাম না। আমার মার জীবনের কাহিনী স্মরণ করিয়া ামি মিঃ মর্ডষ্টোনকে আত্মীয় বলিয়া স্বীকার করিতে াহিতাম না। কোনও মতেই নহে। মিঃ স্পেনলো কি াবিয়াছিলেন, জানি না। তবে হয় ত এইরকম মনে রিয়াছিলেন যে, আমার পিতামহীই আমাদের পরিবারের নতা। একটা বিরুদ্ধ দলও আছে, তাহারও এক জন নতা আছে। তাঁহার কথার আভাসে এইরকমই ঝিলাম।

তিনি বলিলেন, "মিস্ ট্রটউড্ ভারী দৃঢ়চেতা। তিনি ারও বাধা-নিষেধ মানেন না। আমি তাঁর চরিত্রের বশিষ্ট্য দেখে তাঁকে শ্রদ্ধা করি। তুমি তাঁর দলে আছ, জন্য আমি তোমাকে বাহবা দেই। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে তের বিরোধ বড়ই খারাপ, তবে না হয়েও যায় না। সব ায়গাতেই মতবিরোধ দেখতে পাওয়া যায়। তবে ন্যায় ় পক্ষে, সেই দিকে থাকাই বাঞ্ছনীয়।"

আমি এ কথার কোন উত্তর করিলাম না।

মিঃ স্পেনলো বলিলেন, "এ বিয়েটা বোধ হয় ভালই চ্ছে ?"

আমি বলিলাম যে, এ বিষয়ে আমি কোন সংবাদই াখি না।

"তাই না কি ? মিঃ মর্ডষ্টোন ও তাঁর বোনের কাছ থেকে অল্পস্বল্প যে কথা শুন্‌তে পেয়েছি, তাতে মনে হয়, বিয়েটা ভালই হচ্ছে।"

আমি বলিলাম, "অর্থাৎ আপনি বলতে চান যে, এ বিয়েতে অর্থের সঙ্কেত আছে ?"

"হাঁ, টাকা ত আছেই, সৌন্দর্য্যও আছে।"

"বটে ? ওঁর এই পত্নীটি কি তরুণী ?"

"সবে প্রাপ্তবয়স্কা হয়েছেন। এ থেকে মনে হয় যে, তারা এই সুযোগের প্রতীক্ষাতেই যেন ছিল।"

পেগটী বলিল, "ভগবান সেই মেয়েটিকে রক্ষা করুন!" সে এমন উত্তেজনার সহিত কথাটা বলিল যে, আমরা সকলেই বিচলিত হইয়া পড়িলাম।

পেগটীর যে কাজ বাকি ছিল, তাহা শেষ হইলে টাকাকড়ি সব চুকাইয়া দিলাম। পেগটী তাহার বাসায় চলিয়া গেল।

সে দিন আদালতে একটা বিবাহবিচ্ছেদের মামলা ছিল। মোকদ্দমাটা এইরূপ—টমাস বেঞ্জামিন একটা বিবাহের লাইসেন্স-পত্র লইয়াছিল। তাহাতে শুধু 'টমাস' এই নাম লেখা ছিল। বেঞ্জামিন নামটা ছিল না। বনিবনাও না হইলে বিবাহ-বিচ্ছেদ করা যাইবে, এই অভিপ্রায়েই ঐ প্রকার সতর্কতা। বিবাহের দুই বৎসরের মধ্যেই দেখি- লাম, লোকটার স্ত্রীর সহিত বনিবনাও হইতেছে না। তখন সে এক বন্ধুর সাহায্যে এই মোকদ্দমা আনিয়াছে। তাহার নাম টমাস বেঞ্জামিন, শুধু টমাস নহে, এই যুক্তি দেখাইয়া মোকদ্দমা করিয়াছে। আদালত তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছেন—বিবাহ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

এই ব্যাপারে ন্যায়বিচার সম্বন্ধে আমার বিশেষ সন্দেহ হইল। মিঃ স্পেন্‌লো এ বিষয় লইয়া আমার সঙ্গে তর্ক- বিতর্ক করিলেন। ইহার সার্থকতা আমায় বুঝাইতে গেলেন, কিন্তু মন আমার কিছুতেই ইহাতে সায় দিল না।

মিঃ স্পেন্‌লোর সঙ্গে দেশের আইনসংক্রান্ত ব্যাপারের আলোচনা চলিতে চলিতে সহসা তিনি আমায় বলিলেন যে, ডোরার জন্মদিন এই সপ্তাহে। আমি যদি তদুপলক্ষে বনভোজনে যোগদান করি, তিনি খুবই খুসী হইবেন। এ সংবাদে আমার যেন চৈতন্যলোপের সম্ভাবনা ঘটিল।

পরদিবস ডোরার একখানি সংক্ষিপ্ত নিমন্ত্রণ-পত্র পাই- লাম। উহা স্মারকলিপিস্বরূপ আমাকে কথাটা মনে করাইয়া দিবার জন্য।

ইহার পর ধৈর্য্যধারণ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। বাকি দিনগুলি কি ভাবে কাটিয়া গেল, তাহা আমার মনে নাই। নূতন জুতা কিনিলাম। একটা ঘোড়া ভাড়া লইলাম। নির্দ্দিষ্ট দিনে একটা সুন্দর ফুলের তোড়া ডোরার জন্য কিনিয়া লইলাম। তার পর অশ্বারোহণে নরউডের দিকে চলিলাম।

উদ্যানে ডোরা বসিয়াছিল। নীলবর্ণ পোষাকে তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত। তাহার পার্শ্বে আর এক জন তরুণীকে দেখিলাম। পরিচয়ে জানিলাম, তাহার নাম মিস্ মিলস্। ডোরা তাহাকে জুলিয়া বলিয়া ডাকিল। এই তরুণী ডোরার অন্তরঙ্গ বন্ধু।

জিপকেও সেখানে দেখিলাম। সে আমাকে দেখিয়া আবার ঘেউ ঘেউ করিতে লাগিল। আমি ফুলের তোড়াটা ডোরার হাতে দিতেই সে যেন দাঁতে দাঁত ঘষিতে লাগিল।

ডোরা বলিল, "ধন্যবাদ, মিঃ কপারফিল্ড! কি চমৎকার ফুল।"

আমি কি কথা বলিব, তাহা তিন মাইল পথ ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছিলাম। ফুলগুলিকে প্রথম সুন্দর ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার পার্শ্বে এই ফুলগুলির জ্যোতি ম্লান হইয়া গিয়াছে, এমনই সব কথা বলিব ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু সে যখন তাহার নাকের সান্নিধ্যে ফুলের তোড়াটা রাখিল, তখন আমার ভাষা স্তব্ধ হইয়া গেল। ভাগ্যে তখন বলি নাই—"মিস্ মিলস্, যদি প্রাণে দয়া থাকে, আমায় মেরে ফেলুন! আমায় এখানে ম'রে যেতে দিন!"

ডোরা ফুলের তোড়াটা জিপের নাসারন্ধ্রের কাছে ধরিল। সে মাথা সরাইয়া লইল। পুনরায় তাহার কাছে ধরিতে সে একটা ফুলের পাপড়ি দাঁত দিয়া ছিন্ন করিয়া ফেলিল। ইহাতে ডোরা তাহাকে প্রহার করিল।

তার পর ডোরা বলিল, "মিঃ কপারফিল্ড, আপনি শুনে খুশী হবেন যে, মিস্ মর্ডষ্টোন এখানে নাই। তাঁর ভায়ের বিয়ে, তাই তিনি চ'লে গেছেন। তিন সপ্তাহ তিনি এখানে আস্‌বেন না। এটা ভাল খবর নয় কি?"

আমি বলিলাম, যাহা তাঁহার কাছে প্রীতিপ্রদ, তাহা আমারও প্রীতিপ্রদ। মিস্ মিলস্, আমাদের কথায় হাসিতে লাগিল।

ডোরা বলিল, "এমন বিশ্রী লোক আমি দেখিনি। জুলিয়া, তুমি জান না, সে কি বিশ্রী প্রকৃতির মেয়েমানুষ!"

জুলিয়া বলিল, "আমি জানি।"

মিঃ স্পেন্‌লো বাড়ীর মধ্য হইতে বাহির হইলেন। ডোরা তাঁহার কাছে গিয়া বলিল, "বাবা, কি সুন্দর ফুল দেখুন।"

একখানা ফিটনে চড়িয়া তাঁহারা ও অশ্বারোহণে আমি আমরা এই চারি জন বনভোজনে চলিলাম।

কতক্ষণ গাড়ী চলিয়াছিল, জানি না। মনে হইতেছিল, যেন আরব্যোপন্যাসের যাদুকর তাহার ইন্দ্রজালপ্রভাবে এই দিনটি শুধু আমাদের জন্য সংরক্ষিত রাখিয়াছিল। একটা পাহাড়ের ধারে তৃণ-শ্যামল ক্ষেত্রে আসিয়া পৌঁছিলাম।

বৃক্ষতলে আরও কয়েক জন নর-নারী অপেক্ষা করিতেছিল। আমরা সেখানে গিয়া ঝুড়ি, বাক্স খুলিয়া ফেলিতে লাগিলাম। নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য বাহির হইল। আমার অপেক্ষা কয়েক বৎসরের বড় এক জন যুবককে সে দলে দেখিলাম। সে ক্রমাগত ডোরার সহিত আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আহারাদি সমাপ্ত হইলে আমার মন বড় বিমর্ষ হইয়া পড়িল। শরীর অসুস্থ, এই অজুহাতে আমি সরিয়া পড়িব কি না, ভাবিতেছিলাম।

ঠিক এমন সময়ে ডোরা ও মিস্ মিলস্ আমার কাছে আসিল।

মিস্ মিলস্ বলিল, "মিঃ কপারফিল্ড, আপনাকে এমন অন্যমনস্ক এবং নিরুৎসাহ দেখাচ্ছে কেন?"

আমি বলিলাম যে, না, আমি ভালই আছি।

"ডোরা, তুমিও কি মনমরা হয়ে আছ?"

না, না সে তাহা হয় নাই।

মিস্ মিলস্ বলিল, "মিঃ কপারফিল্ড ও ডোরা, ঢের হয়েছে। সামান্য কারণে আজকের এমন সুন্দর দিনটাকে ম্লান ক'রে দিও না। যে ঝরণার জল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, তাকে বন্ধ ক'রে সাহারায় পরিণত করাতে পাবে না।"

আমি কি করিয়াছিলাম, সে সম্বন্ধে আমার চেতনা ছিল না। তবে আমি ডোরার ক্ষুদ্র করপল্লব গ্রহণ করিয়া তাহা চুম্বন করিয়াছিলাম। সে তাহাতে বাধা দেয় নাই। মিস্ মিলসেরও করপল্লব চুম্বন করিলাম। তখন মনে হইল, যেন সপ্তম স্বর্গে আমি যাত্রা করিয়াছি।

আমরা তিন জনে চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ডোরার বাহু আমার বাহুতে আবদ্ধ করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, এইভাবে বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। তার পর ডোরার খোঁজ পড়িল। "ডোরা কোথায়।" এই কথা কাণে যাইবামাত্র আমরা সে দিকে অগ্রসর হইলাম। সকলে ডোরার গান শুনিতে চাহিল, বাদ্য-যন্ত্রটির খোঁজ পড়িল। আমিই উহা আনিয়া ডোরার সম্মুখে স্থাপন করিলাম। তাহার পাশে আমি আসন গ্রহণ করিলাম। সেই ছোকরাটি আসন পাইল না।

ডোরা গান গাহিল, মিস্ মিলস্ গান করিল। আরও অনেকে গান গাহিল! মহানন্দে সময় কাটিতে লাগিল। মনে হইল, আমার মত সুখী কেহ নাই। অবশেষে আমাদের সভাভঙ্গ হইল। যে যাহার স্থানে একে একে চলিয়া গেল। আমরাও আমাদের গন্তব্যপথে বাহির হইলাম। শ্যাম্পেনপানে মিঃ স্পেন্‌লো একটু তন্দ্রাভিভূতের মত হইয়া পড়িয়াছিলেন। গাড়ীর এক কোণে পড়িয়া তিনি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। আমি অশ্বপৃষ্ঠে ডোরার পাশে পাশে চলিলাম। সে আমার ঘোড়াটির গায় হাত দিয়া তাহার খুব প্রশংসা করিল। ডোরার গায়ের শাল মাঝে মাঝে স্থানভ্রষ্ট হইতেছিল, আমি উহা যথাস্থানে বিন্যস্ত করিয়া দিতেছিলাম। জিপ এখন বোধ হয় ব্যাপার কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিল, তাই সে আমার সহিত বন্ধুত্ব করিবার প্রত্যাশী, মনে হইল।

মিস্ মিলস্ বলিল, "মিঃ কপারফিল্ড, একবার গাড়ীর এপাশে আসুন না, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

আমি তাহার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইতেই সে বলিল, "ডোরা আমাদের বাড়ী দিনকয়েক থাকবে। পরশু দিন আমাদের বাড়ী ওকে নিয়ে যাব। আপনি যদি আমাদের ওখানে যান, বাবা আপনাকে দেখে ভারী খুশী হবেন।"

আমি মনে মনে মিস্ মিলসের শুভ-কামনা করিলাম। আমি তাহাকে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিলাম। তাহার এই বন্ধুত্ব আমি জীবনে বিস্মৃত হইব না।

আমাকে পুনরায় ডোরার পার্শ্বে যাইবার জন্য বলিল। সমগ্র পথ আমি ডোরার সহিত গল্প করিতে করিতে চলিলাম।

নরউডে পৌছিতে বিলম্ব হইল। মিঃ স্পেন্‌লোর নিদ্রাঘোর তখন অন্তর্হিত হইয়াছিল। বাড়ী পৌছিলে তিনি বলিলেন, "কপারফিল্ড, তুমি ভেতরে এস, তোমার বিশ্রাম করা দরকার।"

সাগ্রহে আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। আমরা সকলেই স্যাণ্ডউইচ এবং সুরা গ্রহণ করিলাম। ডোরার মুখের সলজ্জ ভাবে আজ তাহাকে চমৎকার দেখাইতেছিল। তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে বড় কষ্টবোধ হইতেছিল। কিন্তু আর বিলম্ব করা শোভন নহে, মিঃ স্পেন্‌লোর নাসিকা-ধ্বনি হইতেছে। সুতরাং বিদায় লইলাম।

পরদিবস নিদ্রাভঙ্গের পর আমার মনে দৃঢ় সংকল্প হইল যে, আমার এই প্রণয়াবেগের কথা ডোরার কাছে প্রকাশ করিব। সুখ অথবা দুঃখ, আমার অদৃষ্টে কি আছে, তাহাই এখন প্রশ্ন দাঁড়াইল। পৃথিবীর আর কোনও প্রশ্ন এখন আমার মনে স্থান পায় নাই। ডোরাই এখন আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। কয়দিন চিন্তার পর আমি মিস্ মিলসের সঙ্গে দেখা করিয়া কথাটা পাড়িব ঠিক করিলাম।

বাড়ীতে গিয়া দ্বারে আঘাত করিলাম। জানিলাম, মিঃ মিল্‌স বাড়ী নাই। তাঁহাকে আমার প্রয়োজন ছিল না। মিস্ মিলস্ বাড়ী আছে। দ্বিতলের একটি কক্ষে আমি নীত হইলাম। সেই ঘরে ডোরা এবং মিলস্ বসিয়াছিল, জিপকেও দেখিলাম। সে দিন আমি যে ফুলের তোড়া উপহার দিয়াছিলাম, দেখিলাম, আজও তাহা ডোরার সম্মুখে টেবলের উপর রক্ষিত আছে।

আমাকে দেখিয়া মিস্ মিলস্ সুখী হইল। তাহার বাবা বাড়ী নাই, এজন্য সে দুঃখপ্রকাশও করিল। খানিক গল্প করার পর কি একটা কাজে মিস্ মিলস্ সে ঘর হইতে উঠিয়া গেল। আমরা দুই জনে মুখোমুখী বসিয়া।

ডোরা বলিল, "আপনার ঘোড়াটা সে দিন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েনি বোধ হয়?"

আমি ভাবিলাম, কথাটা আজই প্রকাশ করিয়া ফেলি। ভাবিয়াই বলিলাম, "অনেকটা পথ, পথে দেখবার মত কিছু ছিল না, কাজেই ক্লান্ত হয়েছিল বৈ কি।"

"তাকে ভাল ক'রে খেতে দেননি কেন?"

"তা দিয়েছিলাম, কিন্তু আমার যেমন আনন্দের বস্তু সঙ্গে ছিল, তার ত তা ছিল না।"

ডোরা মাথা নত করিল। তার পর খানিক পরে বলিল, "সে সুখ যেন সব সময় আপনার ছিল না। মাঝে একবার যেন বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিলেন।"

ভাবিলাম, এখনই সুযোগ। এইবার মনের কথা প্রকাশ করিতে পারি। আমি তখনই ডোরাকে বাহুপাশে বন্দী করিয়া বলিলাম, আমি তাহাকে কত ভালবাসি। আমি তাহাকে মনে মনে পূজা করি।

জিপ এই সময় ভীষণ ঘেউ ঘেউ করিতে লাগিল।

ডোরা মাথা নত করিল, তাহার সর্ব্বদেহ কম্পিত হইতে লাগিল। ডোরা বিহনে আমার জীবন অন্ধকার, তাহাকে না হইলে আমার চলিবে না, এই সকল কথা আবেগভরে বলিয়া চলিলাম।

ক্রমে উভয়ে অনেকটা শান্তভাবে পাশাপাশি বসিলাম। আমার মন তখন স্বর্গরাজ্যে ভ্রমণ করিতেছিল। আমরা পরস্পরের বাগ্‌দত্ত হইলাম। অবশ্য এই মিলন বিবাহে পর্য্যবসিত হইবে, তাহার একটা মোটামুটি ধারণা আমার ছিল। ডোরা অবশ্য বলিল যে, তাহার পিতার অনুমোদন ব্যতীত বিবাহ সম্ভবপর নহে। আপাততঃ আমাদের প্রণয়-কাহিনী গোপন রাখিতে হইবে। মিঃ স্পেন্‌লোকে এখন জানান হইবে না। কিন্তু আমি সত্যই বলিব, এই গোপন করাটা যে অসঙ্গত, তাহা আদৌ আমার মস্তিষ্কে স্থান পায় নাই।

মিস্ মিলস্ আমাদিগকে শুভাশিস জ্ঞাপন করিল। আমাদের বন্ধুত্ব অটুট থাকিবে, তাহাও জানাইল।

আমি ডোরার অঙ্গুলির মাপ লইলাম। আমার আনন্দ রাখিবার স্থান ছিল না।

আমাদের বাগ্‌দান-ব্যাপারের এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের মধ্যে কলহ দেখা দিল। ডোরা আমার প্রদত্ত অঙ্গুরীয় আমায় ফেরৎ দিল।

আমি ভগ্নহৃদয়ে মিস্ মিলস্‌এর বাড়ী দৌড়িলাম। তাহার দৌত্যে আবার আমাদের মধ্যে মিলনের সুর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। এইভাবে আমাদের প্রথম যৌবনারম্ভের প্রণয়লীলা চলিতে লাগিল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ডোরার সহিত আমার বাগ্‌দান-ব্যাপারের পরই আমি আগনেস্‌কে সকল কথা খুলিয়া লিখিলাম। সেই দীর্ঘ-পত্রে আমি তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, আমি ডোরাকে কত ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি। সে পত্রে আমি ষ্টিয়ারফোর্থের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখিলাম না। শুধু এমিলির পলায়নে ইয়ারমাউথে যে শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাই আগনেস্‌কে জানাইলাম। আমি জানিতাম, বুদ্ধিমতী আগনেস্ ইহা হইতেই আসল ব্যাপারটি বুঝিয়া লইবে।

আমি সে পত্রের উত্তর শীঘ্রই পাইলাম। তাহার পত্র পড়িয়া মনে হইতে লাগিল, সে যেন আমার সম্মুখে বসিয়া কথা বলিতেছে।

আমি যখন বাসায় ছিলাম না, ট্রাডেল্‌স্ আসিয়াছিল। পেগটী আমার ধাত্রী-জননী, এ কথা অবগত হইয়া সে তাহার সহিত খুব আলাপ জমাইয়া লইয়াছিল।

পেগটী আসার পর হইতে মিসেস্ ক্রুপ অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। সে পেগটীকে নানা প্রকারে অসুবিধায় ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু আমরা তাহা অগ্রাহ্য করিয়াই চলিয়াছিলাম।

ট্রাডেল্‌স্ এক দিন আসিবে বলিয়া গিয়াছিল। ঠিক সময়ে সে আসিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ, ভাই?"

আমি বলিলাম, "তোমাকে দেখে খুসী হয়েছি। মাঝে তুমি এসেছিলে, আমি বাসায় ছিলাম না, দেখা হয়নি। ভারী ব্যস্ত ছিলাম।"

ট্রাডেল্‌স্ বলিল, "তা আমি জানি। তোমার প্রণয়িনী লণ্ডনে থাকেন।"

বলিলাম, "হাঁ, লণ্ডনের কাছেই থাকেন।"

ট্রাডেল্‌স্ বলিল, "আমারটি থাকেন ডিভনসায়ারে। কাজেই তোমার মত ব্যস্ত থাকা আমার দ্বারা হয় না।"

আমি বলিলাম, "তুমি কি ক'রে সহ্য কর?"

ট্রাডেল্‌স্ বলিল, "উপায় নেই ব'লে সহ্য করতে হয়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার প্রণয়িনীর মা আছেন?"

"হ্যা, ভাই, আছেন। কিন্তু বাতে তাঁর সকল অঙ্গ পঙ্গু।"

"বাস্তবিক বড় দুঃখের কথা।"

ট্রাডেল্‌স্ বলিল, "কিন্তু সোফী মার সব কাজ করেন। ছোট ছোট ভাইবোন্‌দের সেবা, মায়ের সেবা সবই তাঁর ঘাড়ে।"

আমার মন শ্রদ্ধায় পূর্ণ হইল। এই তরুণী নারী এমনই-ভাবে সেবাধর্ম্ম পালন করিয়া চলিয়াছেন।

মিঃ মিক্‌বারের কথা ট্রাডেল্‌স্‌কে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল যে, মিক্‌বার-দম্পতি এখন তাহার সঙ্গে থাকেন না। তবে তাঁহারা ভাল আছেন।

তার পর ট্রাডেল্‌স্ নিম্নস্বরে বলিল, "মিঃ মিক্‌বার নাম বদ্‌লে ফেলেছেন। মর্টিমার নাম নিয়ে তিনি রয়েছেন। পাওনাদারের তাগাদায় সন্ধ্যা না হ'লে ঘরের বার হন না। তাও চোখে চস্‌মা প'রে। বাড়ীভাড়া নিয়ে হাঙ্গামা হয়। বাধ্য হয়ে আমি সেই ব্যাপারে আমার নাম দেই। ব্যাপারটা অবশ্য চুকে যায়। কিন্তু আবার একটা ডিগ্রী এসে হাজির হ'ল—সাত দিন পরে। সে বাসা আমি ছেড়ে দিলাম। মর্টিমার-দম্পতি খুব গোপন আছেন। আমার অনেকগুলো জিনিষ পাওনাদাররা নীলাম ক'রে নিয়েছে।"

আমি বলিলাম, "কি সর্ব্বনাশ!"

ট্রাডেল্‌স্ বলিল, "জিনিষগুলি আমি সোফীর জন্য কিনেছিলাম। কাজেই সেগুলো পুনরায় কিনে নেবার আমার ইচ্ছে আছে। তবে হাতে টাকা নেই, আর আমার আগ্রহ দেখে, যে দোকানদার সেগুলো কিনেছে, সে বেশী ক'রে দাম হাঁকছে। আমি কিন্তু আশা ছাড়িনি। তার দোকানে লক্ষ্য রেখেছি। আজ দেখলাম যে, এখনও জিনিষগুলি আছে। টাকাও আমি যোগাড় করেছি। তবে আমি কিন্‌তে গেলে বেশী দাম হাঁক্‌বে। তাই তোমার ধাইমাকে দিয়ে কেনাব। আমি দূর থেকে জিনিষগুলো দেখিয়ে দেব, তিনি গিয়ে দর ক'রে কিন্‌বেন।"

আমি এ প্রস্তাবে খুব খুসী হইলাম। পেগটী যে এ বিষয়ে সাগ্রহে সাহায্য করিবে, তাহাকে আমি সে কথা বলিলাম। তার পর বলিলাম যে, মিঃ মিক্‌বারকে সে যেন আর কোন রকমে ধার না দেয়, বিশেষতঃ তাঁহার দেনা যেন ঘাড়ে করিয়া না লয়।

ট্রাডেল্‌স্ বলিল যে, সে কথা এখন সে ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে। তবে মিঃ মিক্‌বারের উদ্দেশ্য যে মন্দ, এ কথা তাহার মনে হয় না। তিনি পারেন নাই, তাই দেনা শোধ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। আমি সে সম্বন্ধে আর বিশেষ আলোচনা করা সঙ্গত মনে করিলাম না।

তার পর আমাদের শিক্ষামত পেগটী নির্দ্দিষ্ট দোকানে গিয়া জিনিষগুলি সস্তা দরে কিনিয়া লইয়া আসিল। ট্রাডেল্‌স্ তাহাতে ভারী খুসী হইল।

বাসায় ফিরিয়া আসিয়া আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম, আমার ঘরে পিতামহী ও মিঃ ডিক্ বসিয়া আছেন। পিতামহী অনেক জিনিষ-পত্র আনিয়াছেন। তাঁহার পাখী, খাঁচা, চেয়ার সঙ্গে আনিয়াছেন। একখানা চেয়ারে তিনি বসিয়া আছেন। সে চেয়ারখানা তাঁহারই।

আনন্দে উল্লসিত হইয়া আমি বলিলাম, "ঠাকুরমা, আপনি কখন্ এলেন? এ কি আনন্দ!"

পরস্পরের অভিবাদন-ক্রিয়া শেষ হইলে, পিতামহী পেগটীকে বলিলেন, "তুমি কেমন আছ?"

আমি বলিলাম, "পেগটী, ঠাকুরমাকে তোমার মনে আছে?"

পিতামহী বলিলেন, "ট্রট্, ও নাম ছেড়ে দাও। স্বামীর পদবী দিয়ে ত ওকে ডাকা যেতে পারে! এখন তোমার কি নাম, পি?"

পেগটী বলিল, "বার্কিস্।"

"এ নাম ভাল। কেমন আছ, বার্কিস্? আশা করি, ভাল আছ?"

পিতামহীর প্রসারিত কর গ্রহণ করিয়া পেগটী অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। আমি একখানা সোফায় তাঁহাকে আরাম করিয়া বসিতে বলিলাম। তিনি অসম্মত হইলেন।

ঠাকুরমা বলিলেন, "আগের চেয়ে আমরা আরও বুড়ো হয়ে গেছি। তখন আমরা কি ভাল কাজই করেছিলুম। ট্রট্, এক পেয়ালা চা দাও।"

চা-পর্ব্ব আরম্ভ হইয়াছিল। আমি পেয়ালায় চা ঢালিয়া দিলাম।

মিসেস্ ক্রুপ টেবলের ধারে দাঁড়াইয়াছিল। ঠাকুরমা তাহাকে বলিলেন, "তোমাকে আর দাঁড়াতে হবে না, যেতে পার।"

মিসেস্ ক্রুপ বলিল, "যাবার আগে পাত্রে কি আরও চা ঢেলে দেব?"

"না, ধন্যবাদ! আর দরকার হবে না।"

মিসেস্ ক্রুপ চলিয়া গেল। ঠাকুরমা পেগটীকে বলিলেন, "বার্কিস্, তুমি আমাকে এক পেয়ালা চা দাও।"

আমি বুঝিয়াছিলাম, ঠাকুরমা যখন আসিয়াছেন, বিশেষ কোন প্রয়োজন আছেই। নহিলে হঠাৎ এমন ভাবে কখনই আসিতেন না। তিনি পুনঃ পুনঃ আমার দিকে চাহিতে-ছিলেন। কি যেন বলিবার আছে, অথচ ইতস্ততঃ করিতেছেন, এমনই যেন আমার বোধ হইল। ভাবিলাম, আমি এমন কোন কাজ করিয়া ফেলিয়াছি, যাহাতে তিনি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। নচেৎ অমন করিয়া আমার দিকে কেন চাহিতেছেন?

চা-পান শেষ হইলে পিতামহী তাঁহার বস্ত্র সমান করিয়া লইয়া বলিলেন, "বার্কিস্, তুমি যেও না। ট্রট্, তোমার মনের বল খুব আছে?"

"হাঁ, ঠাকুরমা।"

তিনি বলিলেন, "তুমি কি ভাবছ বল ত?"

"এমনি ভাব্‌ছি, তেমন কিছু নয়।"

আমার মুখের দিকে আগ্রহভরে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "আমি আমার চেয়ারে কেন ব'সে আছি বল ত, ট্রট্?"

আমি মাথা নাড়িয়া জানাইলাম, উহা আমার অনুমানের অতীত।

তিনি বলিলেন, "আমার সর্ব্বস্ব আমি এখানে এনেছি। এ ছাড়া আমার আর কিছু নেই। আমার সব গেছে।"

যদি সমস্ত বাড়ীটা তখন আমার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িত, আমি তাহাতে এত বিস্মিত হইতাম না।

পিতামহী বলিলেন, "ডিক্ সব জানেন।" তিনি আমার স্কন্ধদেশে তাঁহার হাত প্রশান্তভাবে রক্ষা করিলেন। তার পর বলিলেন, "ট্রট্, প্রাণাধিক, আমি আজ সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি। আমার যা কিছু সব এই ঘরে। শুধু বাড়ীখানা আছে। আমি জেনেটকে সে বাড়ী ভাড়া দেবার ভার দিয়ে এসেছি। বার্কিস্, এই ভদ্রলোকের জন্য আজ রাত্রিতে একটা বিছানা চাই। খরচা বাঁচাবার জন্য আমারও বিছানা এখানে ক'রে নিতে হবে। যা কিছু হলেই হবে। শুধু আজকের রাত্রির জন্য। কাল এ বিষয়ে অন্য ব্যবস্থা করা যাবে।"

আমি তখনই ঝাড়া দিয়া উঠিলাম। আজ তিনি আমার ঘাড়ে পড়িয়াছেন, ইহাতে আমার ক্ষোভের সীমা নাই। বলিলাম যে, আমার জন্যই আজ তাঁহার এ দুর্দ্দশা।

পিতামহী প্রফুল্লভাবে বলিলেন, "আমরা সাহস সহকারে সকল অবস্থাকে বরণ ক'রে যেন নিতে পারি। দুর্দ্দশায় অভিভূত হ'লে চল্‌বে না। যে খেলা চলেছে, তা শেষ করতে হবে। ট্রট্, দুঃখ-কষ্টকে জয় করতে হবে।"

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আমি একটু আশ্বস্ত হইবামাত্র মিঃ ডিক্‌কে হাঙ্গারফোর্ড মার্কেটে লইয়া গেলাম। এইখানে মিঃ পেগটীর জন্য যে কক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলাম, তাহাতেই তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা হইল। ঘর দেখিয়া মিঃ ডিক্ সুখী হইলেন।

আমি মিঃ ডিক্‌কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আমার পিতামহীর এই প্রকার আকস্মিক ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কারণ তিনি জানেন কি না। তিনি বলিলেন যে, কিছুই তিনি অবগত নহেন। গত পরশ্ব তিনি সহসা মিঃ ডিক্‌কে বলেন যে, তাঁহার সর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়াছে। ইহার অধিক পিতামহী তাঁহাকে কিছুই বলেন নাই। তার পর তাঁহারা উভয়ে আমার এখানে আসিয়াছেন।

ঠাকুরমার অসাধারণ সহিষ্ণুতা দেখিলাম। এমন অবস্থান্তর ঘটিয়াছে, অথচ তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত নহেন। ইহা আমাদের পক্ষে বিশেষভাবে শিক্ষণীয় ব্যাপার।

তিনি রাত্রিতে শয়নকালে প্রত্যহ যে পানীয় ব্যবহার করিতেন, আমি তাহা তৈয়ার করিতে উদ্যত হইলে, ঠাকুরমা বলিলেন, "না, ওর প্রয়োজন নেই।"

"কিছু খাবেন না, ঠাকুরমা?"

"সুরা নয়—তবে এল্ একটু দিতে পার।"

বলিলাম, "আপনি এতে অভ্যস্ত। না খেলে আপনার কষ্ট হবে।"

পিতামহী বলিলেন, "অসুখ-বিসুখের সময় খেলে হবে। এখন এলুই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

আমি নিজে গিয়া তাঁহার জন্য এলু মদ্য কিনিয়া আনিলাম।

পিতামহী বলিলেন, "ট্রট্, বৎস! যদি এমন দিন আসে, এলুও পাব না, তাতেও আমাদের চ'লে যাবে।"

খানিক পরে তিনি বলিলেন, "ট্রট্, এই বার্কিস্ (পেগটী) তোমার খুব ভালবাসে দেখছি।"

আমি বলিলাম, "সে আমার জন্য না পারে, এমন কাজ নেই, ঠাকুরমা।"

"ঠিক কথা। খানিক আগে সে আমাকে বল্‌ছিল, তার কাছে অনেক টাকা আছে। সে টাকা সে আমায় দিতে চাচ্ছিল। ভারী সরল লোক সে।"

দেখিলাম, বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল।

"বার্কিসের সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়েছে। আমি সব কথাই শুনেছি। এই সব বোকা মেয়ের পরিণাম যে কি হবে, আমি বুঝতে পারিনে।"

আমি বলিলাম, "বেচারা এমিলি।"

"না, না, বেচারা বলো না। তার গোড়াতেই ভেবে দেখা উচিত ছিল। ট্রট্, আমাকে একটা চুমা দেও। তোমার এই বয়সে যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে, সেই জন্য আমি বাস্তবিক দুঃখিত।"

আমি পিতামহীকে চুমা দিবার পর তিনি বলিলেন, "ট্রট্, তুমি প্রেমে পড়েছ না কি?"

আমি বলিলাম, "আমি তাকে সারা প্রাণ দিয়ে পূজো করি, ঠাকুরমা।"

"তার নাম ডোরা না? তোমার ধারণা, সে ভারী সুন্দরী?"

"সে কি রকম চমৎকার, তা ধারণা করবার শক্তি সকলের নেই।"

পিতামহী বলিলেন, "সে নির্ব্বোধ নয় ত?"

"নির্ব্বোধ!"

"অর্থাৎ চপলমতি নয় ত?"

"চপলমতি, ঠাকুরমা!"

"না, না, আমি তা বল্‌ছি না। শুধু তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি। আমি তার অমর্য্যাদা করছি না। তোমরা ভেবেছ যে, তার জন্য তুমি এবং তোমার জন্য সে পৃথিবীতে এসেছ?"

পিতামহী বেশ দরদের সহিত কথাটা বলিলেন, তাহাতে আমার অন্তর আর্দ্র হইল।

আমি বলিলাম, "এ কথা ঠিক, আমরা সংসার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। এ কথাও সত্য যে, আমরা অর্থহীন অনেক কথা ভাবি এবং কাজও করি। কিন্তু তা হলেও আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসি, ঠাকুরমা। আমি আর কাকেও ভালবাসতে পারব না। তার প্রতিও আমার প্রেমের গভীরতা হ্রাস পাবে না।"

মাথা আন্দোলিত করিয়া পিতামহী গম্ভীরভাবে হাসিলেন, বলিলেন, "হায় ট্রট্!—অন্ধ, অন্ধ, অন্ধ!"

আমি বলিলাম, "ডোরা কিরূপ আন্তরিকভাবে আমায় ভালবাসে, আপনি যদি তা জান্‌তেন, ঠাকুরমা!"

তিনি আবার বলিলেন, "ট্রট্, অন্ধ, অন্ধ!"

কথাটা যেন একটা মেঘের সঞ্চার করিল।

পিতামহী বলিলেন, "যাক্, আমি তোমাদের মিলনে বাধা দিতে চাই না, তবে তোমরা এখনও বালক-বালিকা-মাত্র। তা হলেও এক সময়ে তোমাদের মিলন যাতে হয়, তা করা যাবে। তবে এখন বিলম্ব আছে।"

অবশ্য আমার মত প্রেমান্ধ যুবকের পক্ষে এরূপ উক্তি বিশেষ সুখকর না হইলেও, আমি পিতামহীকে আমার মনের কথা জানাইতে পারিয়াছি বলিয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম।

পিতামহী ক্লান্ত, সুতরাং তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আমিও শয়ন করিলাম। কিন্তু কোনমতেই নিদ্রা আসিল না। ডোরার চিন্তাই আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। তাহার সম্বন্ধে কত রকম স্বপ্ন দেখিলাম।

পরদিবস সকালবেলা স্নানান্তে আমি পথে বাহির হইলাম। মিঃ স্পেন্‌লোর সঙ্গে দেখা করিয়া আমার শিক্ষানবিশীর জন্য যে হাজার পাউণ্ড জমা দেওয়া আছে, তাহা হইতে কিছু টাকা ফিরিয়া পাওয়া যায় কি না, তাহা জিজ্ঞাসা করিব। আমার প্রোক্‌টর হওয়ার আশা ছাড়িয়া দিতে হইবে।

সকালেই মিঃ স্পেন্‌লোর আপিসে গিয়া তাঁহার দেখা পাইলাম। তিনি বলিলেন, "সুপ্রভাত, কপারফিল্ড! কেমন আছ?"

আমি বলিলাম, "আপনার সহিত একটা জরুরী কথা আছে।"

"এস, ঘরের মধ্যে যাই।"

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমি বলিলাম, "ঠাকুরমার কাছ থেকে যে খবর এসেছে, সেটা ভাল নয়।"

"কি রকম? তাঁর পক্ষাঘাত হয়েছে না কি?"

আমি বলিলাম, "স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নয়। তাঁর অর্থসম্পদ হঠাৎ সবই নষ্ট হয়ে গেছে, খবর পেলুম।"

মিঃ স্পেন্‌লো বলিলেন, "তুমি আমায় অবাক্ করলে, কপারফিল্ড!"

আমি বলিলাম, "কথা কিন্তু সত্য। ঠাকুরমার আর্থিক অবস্থার এমন পরিবর্ত্তন ঘটেছে যে, আমার জন্য যে প্রিমিয়ামের টাকা জমা দেওয়া আছে, তা থেকে কিছু ফেরত পেলে ভাল হয়। আমার আর্টিকেল হওয়া রদ ক'রে দিতে হবে।"

"বল কি কপারফিল্ড, তোমার আর্টিকেল হওয়া রহিত করতে হবে ?"

আমি তাঁহাকে কথাটা বুঝাইয়া বলিলাম। অবস্থা যেরূপ দাড়াইয়াছে, তাহাতে আমাকে অর্থোপার্জ্জন না করিলে গ্রাসাচ্ছাদন বন্ধ হইয়া যাইবে। সুতরাং এখন যদি কিছু ফেরত পাওয়া যায়, আমাদের বিশেষ উপকার হইবে।

মিঃ স্পেন্‌লো বলিলেন, "বড়ই দুঃখিত হচ্ছি, কপারফিল্ড, কিন্তু তা হবার নয়। এ রকম রীতি ত নেই যে, টাকা ফেরত দিতে হবে। বিশেষতঃ আমার ভাগীদার মিঃ জরকিন্‌স্ এতে মোটেই রাজী হবেন না।"

আমার সকল আশা ধূলিসাৎ হইল। তথাপি বলিলাম যে, আমি যদি মিঃ জরকিন্‌সকে রাজী করাইতে পারি, তাহাতে তাঁহার অনুমোদন আছে ত ?

তিনি বলিলেন, "তাতে কোন ফল হবে না। মিঃ জরকিন্‌সকে আমি জানি, তিনি রাজী হবেন না।"

তথাপি আমি চেষ্টা করিয়া দেখিলাম। কিন্তু মিঃ জরকিন্‌স আমার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। কাজের ছুতা করিয়া তিনি অন্য দিকে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন।

নিরুৎসাহ হইয়া আমি বাসার দিকে ফিরিলাম।

বাসার কাছে আসিতেই দেখিলাম, একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী সঙ্গে সঙ্গেই গৃহদ্বারে থামিল। একখানি সুন্দর মুখ আমার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে।

সানন্দে বলিয়া উঠিলাম, "আগনেস্, প্রাণাধিকা আগনেস্। তুমি, তুমি এসেছ !"

সে বলিল, "হাঁ, আমি।"

আমি বলিলাম, "তোমার সঙ্গে আমার এত কথা আছে, আগনেস্! তোমাকে দেখলেই আমার বুক হাল্‌কা হয়ে ওঠে। আমি এখনই তোমার কথাই ভাবছিলাম। তোমার মুখই মনে পড়ছিল।"

"কি বলছ ?"

ঈষৎ লজ্জিতভাবে বলিলাম, "অবশ্য ডোরাই প্রথম।"

আগনেস্ হাসিয়া বলিল, "নিশ্চয়, ডোরাই প্রথম।"

"কিন্তু তার পরেই তুমি। কিন্তু তুমি যাচ্ছ কোথায় ?"

সে আমার ঘরে ঠাকুরমার সহিত দেখা করিতে যাইতেছিল। আমার বাহুতে ভর দিয়া সে চলিতে লাগিল। সে যেন আমার কাছে মূর্ত্তিমতী আশা। আমার পার্শ্বে আগনেস্‌কে পাইয়া আমি যেন নূতন মানুষ হইয়াছি।

পিতামহী তাহাকে সংক্ষিপ্ত পত্র লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। এ জন্য চিরকালের নিমিত্ত ডোভার ত্যাগ করিয়া আসিতেছেন। আগনেস্ তাঁহার পত্র পাইয়া লণ্ডনে আসিয়াছে। বহুদিন হইতেই আগনেস্ ও পিতামহীর মধ্যে নিবিড় অন্তরঙ্গতা বর্দ্ধিত হইতেছিল। উভয়েই উভয়কে ভালবাসিতেন, ইহা আমি জানিতাম। আগনেস্ বলিল যে, সে একা আসে নাই। তাহার পিতা আসিয়াছেন, সঙ্গে উড়িয়া হিপও আসিয়াছে।

"উড়িয়া এখন তোমার বাবার ব্যবসায়ের অংশীদার। চুলোয় যাক্ সে!"

আগনেস্ বলিল, "হাঁ, তাই ঠিক। সহরে তাদের কি প্রয়োজন আছে। আমিও সেই সুযোগে এই সঙ্গে চ'লে এলাম। ট্রট্‌উড, আমার এতে স্বার্থ আছে। বাবা ওর সঙ্গে একা আসেন, আমি তা ভালবাসি না। ওকে আমি বিশ্বাস করতে পারি না।"

"আগনেস্, এখনও কি উড়িয়া মিঃ উইক্‌ফিল্ডের উপর প্রভাব বিস্তার করবার চেষ্টা করে ?"

আগনেস্ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, তাহা সত্য। তার পর বলিল, "বাড়ীর ব্যাপারে এমন পরিবর্ত্তন হয়েছে যে, তুমি দেখলে আর চিন্‌তে পারবে না। ওরা আমাদের বাড়ীতেই এখন থাকে।"

"ওরা ?"

"মিঃ হিপ ও তার মা। উড়িয়া তোমার ঘরে শোয়।"

আমি বলিলাম, "আমার যদি শক্তি থাক্‌ত, আমি তার স্বপ্ন দেখা ঘুচিয়ে দিতাম। ওখানে সে আর ঘুমুতে পারবে না।"

"আমার সেই ছোট ঘরেই আমি থাকি। মনে আছে তোমার সে ঘর ?"

"মনে নাই, আগনেস্? প্রথম তোমায় চাবীর গোছা নিয়ে ঘর থেকে বেরুতে দেখেছিলাম, সে দৃশ্য চিরদিন আমার মনে থাক্‌বে।"

"সে কথা তোমার মনে আছে শুনে আমার আনন্দ হচ্ছে। তখন কি সুখেই আমরা ছিলাম !"

"হাঁ, সত্যই আমরা সুখে-শান্তিতে ছিলাম !"

"সেই ঘরেই আমি থাকি। কিন্তু মিসেস্ হিপকে ত এড়িয়ে চলা যায় না। কাজেই বাধ্য হয়ে তার সঙ্গ আমায় করতে হয়। সকল সময়েই সে তার ছেলের গুণগান করতে থাকে। সেটা অবশ্য স্বাভাবিক। সে তার মাকে খুব ভালবাসে।"

আমি আগনেসের দিকে চাহিলাম। না, তাহার মুখে কোন পরিবর্ত্তন দেখিলাম না।

আগনেস্ বলিল, "তারা বাড়ী থাকায়, আমি বাবাকে নিরালায় মোটে পাইনে। এইটাই সব চেয়ে খারাপ ব্যাপার। আমার ও বাবার মধ্যে উড়িয়া হিপ্ সকল সময়েই থাকে, তাই আমি তাঁর উপর ঠিক লক্ষ্য রাখতে পারি না। যদি কোন জুয়াচুরী বা জালিয়াতি তাঁর বিরুদ্ধে হয়, আমার বিশ্বাস, আমার স্নেহ, ভালবাসা পরিণামে সব ব্যর্থ ক'রে দেবে। প্রকৃত প্রেম, প্রকৃত সত্য পরিণামে জয়লাভ করে। কোন দুর্ভাগ্য তার ক্ষতি করতে পারে না।"

এমন দীপ্ত হাস্য আমি আর কাহারও মুখে কখনও উদ্ভাসিত হইতে দেখি নাই। সে তখনই আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার পিতামহীর অবস্থা-বিপর্যয়ের ইতিহাস আমি জানি কি না। আমি বলিলাম যে, আমি তাহা জানি না। আগনেস্ একটু চিন্তা করিল। বুঝিলাম, তাহার শরীর ঈষৎ স্পন্দিত হইতেছে।

ঠাকুরমা তখন ঘরে একাই ছিলেন। তাঁহাকে কিছু উত্তেজিত দেখিলাম। মিসেস্ ক্রুপের সহিত তাঁহার মতদ্বৈধ ঘটিয়া থাকিবে। পিতামহী তাহাকে ঘর হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন শুনিলাম।

আগনেস্কে পাইয়া তিনি ভারী খুসী হইলেন। আমি পিতামহীকে আমার উদ্যমের কথা বলিলাম। কিন্তু কোন ফল হয় নাই, তাহাও জানাইলাম।

তিনি বলিলেন, "ট্রট্, কাজটা বুদ্ধিমানের মত হয়নি। তবে তোমার উদ্দেশ্য যে ভাল, তা আমি স্বীকার করছি। তোমার মন খুব ভাল, তোমার জন্য আমি গর্ব্ব অনুভব করছি। এখন তোমরা এস, বেটসি ট্রট্উডের ব্যাপারটা আলোচনা করা যাক।"

দেখিলাম, আগনেসের মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঠাকুরমা তাঁহার পোষা মার্জ্জারীর গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে আগনেসের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

পিতামহী বলিলেন, "বেট্সি ট্রটউড তার সব টাকার ব্যবস্থা নিজেই করবে। ট্রটউড, আমি নিজের কথাই বলছি। তোমার ভাবী বোনের কথা নয়। আমার একটা সম্পত্তি ছিল, সে সম্পত্তির পরিমাণ কত, তা জানবার দরকার নেই। তবে তাতে যা আয় ছিল, তাতে জীবিকা-নির্ব্বাহ সুখেই হ'ত। সেই সম্পত্তির টাকায় অন্য জমী বন্ধক রাখা হ'ত। সুদ মোটাই পাওয়া যেত। তার পর বেট্সি ঐ টাকাটা অন্য রকমে খাটাবার চেষ্টা করল। সে নিজেকে খুব বুদ্ধিমতী মনে করেছিল। তার পরামর্শদাতার বুদ্ধি না নিয়ে এবার নিজেই সে অন্য রকমে টাকা লাগাবার মত করলে। আগনেস্, তোমার বাবার কথাই বল্‌ছি। তিনি ইদানীং পাকা ব্যবসায়ীর মত কায করতে পাচ্ছিলেন না, আমি জান্‌তাম। তাই তাঁর পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন মনে করিনি। তাই বিদেশের বাজারে টাকাটা খাটাতে দিয়েছিলাম। খনির কাজে প্রথম অনেকটা টাকা নষ্ট হয়ে যায়। তার পর সমুদ্র থেকে রত্ন তুল্‌বার কারবারেও অনেক টাকা বরবাদ হয়ে যায়। তার পর খনির কাযে আবার অনেক টাকা নষ্ট হয়। সব শেষে ব্যাঙ্কের কাযে যা বাকি ছিল, তাও গেল। ব্যাঙ্কে অন্য দেশে শতকরা এক শত টাকা লাভ হলেও ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে গেল। এখন শতকরা ৬ পয়সাও পাবার উপায় নেই। আমার সব টাকা বিদেশের ব্যাঙ্কে। ব্যস, সব শেষ!"

পিতামহী যতক্ষণ কথা বলিতেছিলেন, তাঁহার দৃষ্টি আগনেসের উপরেই ন্যস্ত ছিল। আগনেসের মুখের বিবর্ণতা ক্রমেই যেন দূরীভূত হইতেছিল। সে বলিল, "প্রিয় মিস ট্রটউড্, সব ইতিহাস কি বলেছেন, না আরও আছে?"

পিতামহী বলিলেন, "যা বলেছি, তা যথেষ্ট, বৎসে! আরও যদি বেশী টাকা লোকসান দেবার মত থাকত, তা হলেও সব ইতিহাস বলা হ'ত না। বেট্সি নিশ্চয় সে সব টাকা ঐভাবেই জলে ফেলে দিত। কিন্তু আর টাকা ছিল না, কাজেই গল্পের ঐখানেই শেষ।"

আগনেসের আনন তখনও ক্ষণে বিবর্ণ, ক্ষণে লোহিতাভ হইতেছিল; কিন্তু সে এখন অপেক্ষাকৃত সহজে শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। আমি বুঝিয়াছিলাম, তাহার এই ভাবান্তরের হেতু কি। আমার মনে হইল, আগনেস্ ভাবিয়াছিল, ঠাকুরমার এই অবস্থা-বিপর্য্যয়ের সঙ্গে তাহার পিতার কোন না কোন সম্বন্ধ হয় ত আছে। পিতামহী তাহার করপল্লব স্বহস্তে চাপিয়া ধরিয়া হাসিলেন।

"এই কি সব? হাঁ, সবই বটে। তার পর সে অনেক দিন সুখেই জীবন কাটিয়েছিল। এই কথাটাও আমি যোগ ক'রে দিতে চাই। আচ্ছা আগনেস্, তোমার বেশ বুদ্ধি আছে। ট্রট্, তোমারও কোন কোন বিষয়ে মাথা বেশ খেলে—অবশ্য সব সময়ে তোমার বুদ্ধির তারিপ আমি করতে পারিনে। এখন বল দেখি, কি করা যায়? আমার যে বাড়ীটা আছে, ভাড়া দিলে বছরে ৭০ পাউণ্ড পাওয়া যাবে। বাস্, ঐ টাকাই কিন্তু আমার সর্ব্বস্ব।"

কিয়ৎকাল নীরব থাকিবার পর তিনি বলিলেন, "তার পর ডিক্ আছেন। তাঁর আয় বছরে একশো পাউণ্ড। তবে সে টাকাটা তাঁর পেছনেই ব্যয় করতে হবে। এখন ট্রট ও আমি—আমাদের আয় থেকে কি ক'রে আমাদের চল্‌বে, তাই বল? তোমার এ বিষয়ে কি মত, আগনেস্?"

আমি বলিলাম, "ঠাকুরমা, আমাকে কিছু উপা[য়] করতেই হবে।"

ভীতকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "তুমি কি সমরবিভাগে চাকরী নিতে চাও না কি? অথবা সমুদ্রে নাবিকগিরি করবে? ও সব কথা আমি শুনব না। তোমাকে প্রোক্টর হতেই হবে। তা ছাড়া আমি অন্য কিছু হতেই দেব না।"

আমি বলিতে যাইতেছিলাম যে, আমার সে রকম কো[ন] অভিপ্রায় নাই। এই সময় আগনেস্ জিজ্ঞাসা করিল যে, এই বাড়ী দীর্ঘকালের জন্য ভাড়া লওয়া হইয়াছে কি না।

পিতামহী বলিলেন, "এইবার ঠিক ধরেছ। ছ'মাসের মধ্যে এ বাড়ী ছাড়বার উপায় নেই। তবে অন্য লোককে ভাড়া দেওয়া যেতে পারে। তবে সেটা সম্ভবপর ব'লে আমার মনে হয় না। শেষ লোকটা এই ঘরে মরেছে। ৬ জনের মধ্যে ৫ জন মরবে। আমার কাছে কিছু নগদ টাকা আছে। সুতরাং আমার মনে হয়, এখানেই সময়টা কাটিয়ে দেওয়া ভাল। তবে ডিকের জন্য কাছে-ভিতে কোথাও একটা শোবার ঘর যোগাড় ক'রে নিতে হবে।"

আগনেস্ বলিল, "আমি ভাবছি কি, ট্রটউড, তোমার যদি সময় থাকে—অর্থাৎ তুমি যদি অবসর ক'রে নিতে পার—"

বাধা দিয়া আমি বলিলাম, "আমার যথেষ্ট অবসর আছে, আগনেস্। বেলা ৪টা ৫টার পর এবং সকালবেলা আমার যথেষ্ট সময় আছে।"

আগনেস্ আমার কাছে অগ্রসর হইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আমি জানি, তুমি মনে কিছু দুঃখ করবে না, যদি তোমাকে কারও সেক্রেটারীর কাজ করতে হয়।"

"সে কি কথা, আগনেস্, আমি মনে দুঃখ করব কেন ?"

আগনেস্ বলিল, "ডাক্তার ষ্ট্রং অবকাশ নিচ্ছেন, তাই তিনি লণ্ডনে এসেছেন। তিনি বাবাকে বল্‌ছিলেন, তিনি কোন লোককে ঠিক ক'রে দিতে পারেন কি না। তাঁর প্রিয় পুরাতন ছাত্রকে পেলে তিনি কি খুসী হবেন না মনে কর ?"

"প্রিয় আগনেস্, তুমি না থাক্‌লে আমার কি দুর্দ্দশা হ'ত ? সব সময়েই তুমি দেবকন্যার মত আমায় পথ দেখিয়ে দিচ্ছ। এ কথা আমি তোমায় বলেছি। এ ছাড়া আমি অন্য রকমে তোমার কল্পনাই করতে পারি না।"

আগনেস্ মধুর হাস্যসহকারে বলিল যে, এক জন দেবকন্যাই (ডোরা) যথেষ্ট। তার পর সে আমাকে স্মরণ করাইয়া দিল যে, সকালবেলা ডাক্তার তাঁহার পাঠাগারে থাকেন। অপরাহ্নেও তাই থাকেন। সুতরাং আমার অবকাশকাল তাঁহার পক্ষে সুবিধাজনকই হইবে। আমি নিজের অন্নসংস্থান আমার পুরাতন শিক্ষকের অধীনে করিব, ইহাতে আমার মনে কোন দ্বিধা আসিল না। আগনেসের উপদেশ অনুসারে তখনই ডাক্তার ষ্ট্রংকে আমার উদ্দেশ্যের বিষয় লিখিয়া জানাইলাম। আগামী কল্য বেলা ১০টার সময় আমি গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব, সে কথাও লিখিয়া দিলাম। তিনি হাইগেটে থাকেন। সে স্থান আমার সুপরিচিত। তখনই পত্র ডাকে পাঠাইয়া দিলাম।

আগনেস্ যেখানেই যায়, সেইখানে নিঃশব্দে সে তাহার আগমনের স্মরণ-চিহ্ন রাখিয়া যায়। আমার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গ্রন্থগুলিকে সাজাইয়া রাখা যে তাহারই কীর্ত্তি, তাহা সে শত মাইল দূরে থাকিলেও আমি তাহা বুঝিতে পারি। অল্পক্ষণের জন্য আগনেস্ আসিয়া আমার ঘরের শৃঙ্খলা নিঃশব্দে সম্পাদন করিল।

আমরা কথা বলিতেছি, এমন সময় দ্বারে করাঘাত হইল।

বিবর্ণমুখে আগনেস্ বলিল, "বাবা এসেছেন বোধ হয় ! তিনি বলেছিলেন যে, এখানে তিনি আসবেন।"

আমি দরজা খুলিয়া দিলাম। মিঃ উইক্‌ফিল্ড এবং তৎসঙ্গে উড়িয়া হিপ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি অনেক দিন তাঁহাকে দেখি নাই। আগনেসের মুখে যেরূপ বর্ণনা শুনিয়াছি, তাহাতে তাঁহার যথেষ্ট শারীরিক পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু আমি তাঁহার চেহারা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

তাঁহার বয়স কিছু বাড়িয়াছে বলিয়া নহে, যদিও তাঁহার বেশভূষার পরিচ্ছন্নতা পূর্ব্ববৎই আছে ; অথবা তাঁহার মুখাবয়বে অস্বাস্থ্যকর ছায়া পড়িয়াছে বলিয়াও নহে ; কিংবা তাঁহার চক্ষুযুগল রক্তাক্ত বলিয়াও নহে ; তাঁহার হাত-পা কাঁপিতেছিল, তাহাও নহে ; তাঁহার পূর্ব্বের প্রিয়দর্শন আকৃতি তিনি হারান নাই। ভদ্রজনোচিত শিষ্টাচার প্রভৃতির অভাবও তাঁহাতে পরিস্ফুট হয় নাই ; আমি দেখিলাম, উড়িয়া হিপের নীচতার প্রভাবে তিনি আপনাকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। ইহা দেখিয়াই আমার মনে তীব্র আঘাত লাগিল। উড়িয়া হিপ যেন কর্ত্তা, আর তিনি যেন তাহার আজ্ঞাবহ, এই দৃশ্য দেখিয়াই আমার সমগ্র অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

আগ্‌নেস্ তাঁহাকে দেখিয়াই কোমল কণ্ঠে বলিল, "বাবা, মিস্ ট্রটউড এসেছেন ! ট্রটউডকেও আপনি অনেক দিন দেখেন নি।" মিঃ উইক্‌ফিল্ড আমার পিতামহীর করকম্পন করিয়া আমারও করকম্পন করিলেন। সেই সময় দেখিলাম, উড়িয়ার মুখে হাসি ফুটিয়াছে—সে হাসি প্রসন্নতার দ্যোতক নহে। আগ্‌নেস্‌ও তাহা লক্ষ্য করিল। কারণ, সে তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

আমার পিতামহী উহা দেখিয়াছিলেন কি না, তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া তাহা অনুমান করিবার শক্তি আমার ছিল না। খানিক পরে তিনি বলিলেন, "উইক্‌ফিল্ড, আমি তোমার মেয়েকে বলছিলাম যে, তোমাকে বিশ্বাস না ক'রে, আমার টাকার ব্যবস্থা আমি নিজেই করেছি। কারণ, তোমার ব্যবসায় এখন মরচে পড়ে এসেছে। এর আগে তোমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যখন কাজ করতাম, তখন কাজ ভালই চল্‌ছিল। আমার মতে আগনেসের পরামর্শ নিয়ে চল্‌লে তোমার ব্যবসার মঙ্গল হবে।"

উড়িয়া হিপ বলিল, "আমার মন্তব্য করবার যদি অধিকার থাকে, তা হ'লে আমি বলব, মিস্ বেট্‌সি ট্রটউড যা বলেছেন, আমি তার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। মিস্ আগনেস্ যদি অংশীদার হন, আমি খুব সুখী হব।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "তুমি ত এখন নিজেই এক জন অংশীদার। তাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। এখন কি রকম বোধ হচ্ছে ?"

সে উত্তর দিল, তাহার এখন ভালই চলিতেছে। তার পর আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, "মাষ্টার—না, না, মিষ্টার কপারফিল্ড, আপনি বোধ হয় ভাল আছেন, আপনার সঙ্গে সাক্ষাতে আমি সুখী হইয়াছি।"

এই বলিয়া সে দূর হইতেই আমার করকম্পন করিল।

তার পর বলিল, "আচ্ছা, বলুন ত, আমরা এখন কি রকম আছি ? মিঃ উইক্‌ফিল্ডের চেহারা ভাল হয় নি ? আমাদের

ফার্মে বয়স দিয়ে কিছু বোঝা যায় না। তবে আমি ও আমার মার কথা স্বতন্ত্র। সুন্দরী মিস্ আগ্নেস্ও বেশ উন্নতিলাভ করেছেন।"

এই বলিয়া সে এমন একটা ভঙ্গী করিল যে, আমার পিতামহীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল; তিনি বলিয়া উঠিলেন, "লোকটার হলো কি! কি করছে ও লোকটা? ওহে, অত হাত-পা ছুড়ো না!"

উড়িয়া বলিল, "মিস্ ট্রটউড, ক্ষমা করুন। আমি জানি, আপনি সহজেই বিচলিত হয়ে ওঠেন!"

বিন্দুমাত্র সন্তুষ্ট না হইয়াই পিতামহী বলিলেন, "ও সব বাজে কথা বলো না! আমার ও রকম স্বভাব নয়। তুমি যদি মানুষ হও, মানুষের মত হাত-পাগুলোকে নিজের বশে রেখো।"

উড়িয়া হিপ একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল। তার পর আমার কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আমি জানি, মিস্ বেট্সির রাগটা খুব বেশী। আমি অনেক দিন থেকে তাঁকে দেখে আস্‌ছি।"

মিঃ উইক্‌ফিল্ড বলিলেন, "ট্রট্উড্, উড়িয়া হিপ কাজ-কর্ম্মে খুব দড়। ওর কথা আমি বিশ্বাস করি।"

উড়িয়া ইহাতে উল্লাসে যেন অধীর হইয়া বলিল, "কি পুরস্কার! আমি ওঁর বিশ্বাসভাজন, এর মত পুরস্কার আর নেই।"

মিঃ উইক্‌ফিল্ড আবার বলিলেন, "উড়িয়া হিপ আমার অনেক দুর্ভাবনা দূর করেছে। এমন ভাগীদার পেয়ে আমার মুস্কিলের আসান হয়েছে।"

আগনেস্ উৎকণ্ঠাভরে বলিল, "বাবা, আপনি চলে যাচ্ছেন না ত? আপনি কি ট্রট্উড্ ও আমার সঙ্গে ফিরে যাবেন না?"

তিনি উড়িয়া হিপের দিকে হয় ত ফিরিয়া চাহিতেন, কিন্তু উড়িয়া তাহার আগেই বলিয়া বসিল, "আমার অন্য জায়গায় কাজ আছে। না হ'লে বন্ধুগণের জন্য আমি থেকে যেতাম। তবে আমার ভাগীদারকে এখানে রেখে যাচ্ছি। তিনিই আমাদের কারবারের প্রতিনিধি হিসাবে থাকবেন। মিস্ আগ্নেস্, আমি চিরকালই আপনাদের। মাষ্টার কপারফিল্ড, তা হ'লে এখন আসি। মিস্ বেট্সির কাছেও আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাচ্ছি।"

এই বলিয়া সে আমাদের কাছ হইতে বিদায় লইল।

আমরা সেইখানে বসিয়া রহিলাম। ছেলেবেলার কত গল্প হইতে লাগিল। মিঃ উইক্‌ফিল্ড যেন অনেকটা পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন মনে হইল। আগনেসের প্রভাবের ফলে উহা সম্ভবপর হইল, ইহাই আমার ধারণা। আগনেস্ যে অসাধ্যসাধন করিতে পারে, তাহা আমি জানিতাম।

পিতামহী—তিনি এতক্ষণ গৃহান্তরে পেগটীর সহিত অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন—বলিলেন যে, তিনি আমাদের সহিত মিঃ উইক্‌ফিল্ডের বাসায় যাইবেন না, তবে আমাকে যাইবার জন্য আদেশ দিলেন। আমি তাহাই করিলাম।

একসঙ্গে আহারাদি হইল। আগ্নেস পূর্ব্বকালের মত তাঁহাকে সুরা ঢালিয়া দিল। সে যতটুকু দিল, তাহার অধিক তিনি চাহিলেন না। আমরা তিন জন বাতায়নের ধারে বসিয়া গল্প করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিলে মিঃ উইক্‌ফিল্ড একখানি সোফার উপর শুইয়া পড়িলেন। আগ্নেস্ তাঁহার শিয়রে একটা বালিশ দিল। সে যখন জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন দেখিলাম, তাহার চোখে জল।

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আমার স্নেহের পাত্রী আগ্নেসকে যেন কখনও না বিস্মৃত হই। সে ভালবাসার প্রতীক, সত্যের প্রতিমূর্ত্তি। সে আমার হৃদয়ে শক্তির সঞ্চার করে, আমার দুর্ব্বলতাকে সরাইয়া দেয়।

সে ডোরার কথা আমার কাছে কত রকমে উত্থাপন করিল। আমি ডোরার প্রশংসা করিতে থাকিলে, সে তাহা শুনিতে লাগিল। তার পর বিদায় লইলাম।

পথে এক জন ভিক্ষুক চলিতেছিল। আমি নীচে নামিয়া তাহার কাছে আসিলাম। বাতায়নের দিকে চাহিলাম, তখন সহসা আমার মনে আসিল—সকালে পিতামহীর সেই শব্দ—অন্ধ, অন্ধ, অন্ধ!

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রভাতে স্নানশেষে আমি "হাইগেট" অভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এখন আমি প্রমাণ করিতে চাই যে, আমি অপদার্থ নহি; আমি অর্থোপার্জ্জন করিয়া তাঁহার ভার লাঘব করিতে চাই—আমার পিতামহীকে আমি সাহায্য করিতে অভিলাষী। কাঠুরিয়ার ন্যায় কুঠার-হস্তে আমি অরণ্যের মধ্যে পথ কাটিয়া লইতে প্রস্তুত—ভাগ্যকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। এইরূপে পথ পরিষ্কার করিয়া আমি ডোরার কাছে উপস্থিত হইতে চাই।

ডাক্তারের বাসভবন খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ছোট সহরের যে অংশে ষ্টিয়ারফোর্থের বাড়ী, তাহার বিপরীত দিকে ডাক্তার থাকেন। এই সন্ধান পাইবামাত্র আমি যে রাস্তায় ষ্টিয়ারফোর্থের বাড়ী, সেই দিকে চলিলাম। বাড়ীর কাছে গিয়া দেখিলাম, যে ঘরে ষ্টিয়ারফোর্থ থাকিত, তাহার বাতায়ন রুদ্ধ। উদ্যানের দ্বার মুক্ত। রোজা ডার্টল খোলা মাথায় উদ্যানপথে বিচরণ করিতেছেন।

আমি গুপ্ত স্থান হইতে বাহিরে আসিলাম। তার পর সন্তর্পণে সে অঞ্চল ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলাম ডাক্তারের বাড়ীর দিকে চলিলাম। তাঁহার বাড়ীটি বে

সুন্দর দেখিলাম। ফটক খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ডাক্তার উদ্যানে পাদচারণ করিতেছিলেন।

আমাকে দেখিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত আমার দিকে চাহিয়া তিনি আগাইয়া আসিলেন। তার পর তাঁহার মুখ হাস্য-প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। দুই হাতে আমাকে ধরিয়া তিনি বলিলেন, "স্নেহের কপারফিল্ড, তুমি এখন বেশ বড়-সড় হয়েছ! কেমন আছ তুমি? তোমাকে দেখে ভারী খুসী হলুম। প্রিয় কপারফিল্ড, তোমার অনেক উন্নতি হয়েছে দেখ্‌ছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি এবং মিসেস্ ষ্ট্রং ভাল আছেন ত?

ডাক্তার বলিলেন, "হাঁ, আমি ভাল আছি, এনিও ভাল আছেন। তিনি তোমাকে দেখে খুসী হবেন। তুমি সকল সময়েই তাঁর প্রিয়পাত্র ছিলে। কাল রাত্রিতেও তিনি সে কথা বল্‌ছিলেন। আমি তোমার চিঠি তাঁকে দেখিয়েছিলাম। ভাল কথা, তোমার জ্যাক্ ম্যালডনের কথা মনে আছে ত?"

"সম্পূর্ণ, স্যার।"

"থাকাই ত উচিত। হাঁ, তিনিও ভাল আছেন।"

"তিনি কি দেশে ফিরে এসেছেন, মাষ্টার মশাই?"

"ভারতবর্ষ থেকে ত? হ্যাঁ, মিঃ জ্যাক্ ম্যালডন সেখানকার জল-বাতাস সহ্য করতে পারলেন না। মিসেস্ মার্কেলহাম—তাঁকে তুমি নিশ্চয় ভুলে যাওনি?"

এত অল্পদিনে তাঁহাকে ভুলিয়া যাইব?

ডাক্তার বলিলেন, "মিসেস্ মার্কেলহাম, তাঁর সম্বন্ধে ভারী অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কাজেই জ্যাককে বাড়ীতে ফিরিয়ে আন্‌তে হয়েছে। একটা ভাল জায়গায় বাসা ক'রে দিয়েছি! এখানে তিনি বেশ ভাল আছেন।"

মিঃ জ্যাক্ ম্যালডন সম্বন্ধে যে জ্ঞান আমার ছিল, তাহাতে আমি জানিতাম, যেখানে তিনি আছেন, সেখানে কাজকর্ম্ম তিনি কিছুই করেন না।

ডাক্তার বলিলেন, "প্রিয় কপারফিল্ড, এখন তোমার প্রস্তাবের কথা আরম্ভ করা যাক্। তুমি যদি কাজ কর, আমার পক্ষে বিশেষ সুখকর হবে, কিন্তু অন্য কাজ করলে কি তোমার পক্ষে ভাল হ'ত না? তুমি যখন আমার ছাত্র ছিলে, তোমার বিশেষ উন্নতি হবার লক্ষণ ছিল। অনেক ভাল কাজের যোগ্যতা তোমার আছে। তোমার শিক্ষার যে ভিত্তি, তার উপর যে কোন প্রাসাদ গড়ে তোলা যেতে পারে। সুতরাং তোমার জীবনের এই বসন্তকালে, আমার সামান্য কাজ ক'রে কেন ব্যর্থ ক'রে দেবে?"

ডাক্তারকে আমি জানাইলাম যে, আমার অন্য ব্যবসায় আছে। তাহা ছাড়া অবসরকালে এই কাজ করিবার অসুবিধা আমার হইবে না। আমি সানন্দে এ কার্য্য করিতে পারিব।

ডাক্তার বলিলেন, "সে কথা সত্য। তোমার অন্য ব্যবসায় শিক্ষাও হচ্ছে, কিন্তু ছাব্ ৭০ পাউণ্ড, এতে তোমার কি হবে?"

আমি বলিলাম, "এতে আমার যা আয় আছে, তা দ্বিগুণ হবে।"

ডাক্তার বলিলেন, "বেশ, তুমি যদি এত পরিশ্রম ক'রে ঐ কটা টাকা পেয়েই সন্তুষ্ট থাক, তাই হবে।" এই বলিয়া তিনি আমার স্কন্ধদেশে হাত রাখিলেন।

আমি বলিলাম, "মাষ্টার মশাই, যদি অভিধানের কাজের ভার আমায় দেন, তা হ'লে আমি বিশগুণ খুসী হব।"

ডাক্তার আমার পৃষ্ঠদেশে মৃদু করাঘাত করিয়া সহাস্যে বলিলেন, "তরুণ বন্ধু, তুমি ঠিক অনুমান করেছ—অভিধানই বটে।"

কথা ঠিক হইল যে, আগামী কল্য সকাল ৭টা হইতে আমাদের কার্য্যারম্ভ হইবে। প্রতিদিন সকালবেলা আমরা ২ ঘণ্টা কাজ করিব। রাত্রির দিকেও দুই হইতে তিন ঘণ্টা পরিশ্রম করা যাইবে। শুধু শনিবারটা বাদ যাইবে। সে দিন বিশ্রাম। রবিবার দিনও অবশ্য আমার বিশ্রাম-কাল। কাজেই এ ব্যবস্থা খুবই ভাল বলিয়া আমার মনে হইল।

কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গেলে, ডাক্তার আমাকে মিসেস্ ষ্ট্রংএর কাছে লইয়া গেলেন। তিনি তখন ডাক্তারের বইগুলি ঝাড়িয়া মুছিয়া রাখিতেছিলেন। এ কার্য্যের ভার ডাক্তার কিন্তু অন্য কাহাকেও দিতে চাহিতেন না।

আমারই জন্য এতক্ষণ তাঁহারা প্রাতরাশ করেন নাই। এখন আমরা প্রাতরাশে বসিলাম। ইতিমধ্যে ঘরের মধ্যে এক ব্যক্তি প্রবেশ করিলেন। অশ্বারোহীর বেশ; তিনি মিঃ জ্যাক্ ম্যালডন। ভারতবর্ষে থাকার ফলে কোনও উন্নতি তাঁহার হয় নাই, ইহা আমি মনে করিলাম।

ডাক্তার বলিলেন, "মিঃ জ্যাক্! চিন্‌তে পারছ? কপারফিল্ড!"

তিনি আমার করকম্পন করিলেন, কিন্তু বিশেষ আগ্রহ তাহাতে প্রকাশ পাইল না। বিশেষতঃ আমার প্রতি অনেকটা মুরুব্বী-আনার ভাব তিনি প্রকাশ করিলেন।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিঃ জ্যাক্, তুমি কি প্রাতরাশ করেছ?"

"সকালবেলা আমার খাওয়াই হয় না, মশাই! এতে আমার বিশ্রী লাগে।"

ডাক্তার প্রশ্ন করিলেন, "আজ কোন খবর আছে?"

মিঃ ম্যালডন বলিলেন, "কিছুই না।"

তার পর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জ্যাক্ ম্যালডন বলিলেন, "আমি জান্‌তে এসেছিলাম, এনি আজ রাত্রে থিয়েটার দেখ্‌তে যাবে কি না। আজ শেষ অভিনয়। এক জন ভাল গায়িকার গান আছে। এনির যাওয়া উচিত।"

ডাক্তার তাঁহার পত্নীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তোমার যাওয়া দরকার, এনি। তোমাকে যেতেই হবে।"

এনি ডাক্তারকে বলিলেন, "আমি যাব না, বাড়ী থাকতেই ভালবাসি।' তাই আমি থাকব।"

তার পর তাঁহার ভ্রাতার দিকে না চাহিয়া ডাক্তার-গৃহিণী আমাকে আগনেসের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার সহিত আগনেস্ দেখা করিতে আসিবে কি না, আজই আসিবে কি না, এই সব কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তিনি এত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন যে, ডাক্তার কি করিয়া পত্নীর এই চাঞ্চল্যকে লক্ষ্য করিতেছেন না, তাহা বুঝিলাম না। যাহা সহজবোধ্য, তাহা না বুঝিবার হেতু কি?

কিন্তু ডাক্তার কিছুই লক্ষ্য করিলেন না। তিনি সহজ সরলভাবে বলিলেন যে, তাঁহার এখন তরুণ যৌবন, সুতরাং ডাক্তারের ন্যায় বৃদ্ধের নীরস সঙ্গলাভে তাঁহার তৃপ্তি হইতে পারে না—কাজেই অভিনয়দর্শনে যাওয়া উচিত। বিশেষতঃ মিসেস্ ষ্ট্রং যাহাতে প্রত্যেক নূতন সুগায়িকার গান শুনিয়া তাহা আয়ত্ত করিতে পারেন, ইহা ডাক্তারের অভিপ্রেত। কারণ, সেই গান আবার মিসেস্ ষ্ট্রং তাঁহার স্বামীকে শুনাইতে পারিবেন। অতএব তিনি নিজে যদি না যান, তাহা হইলে এই নূতন গায়িকার গান শুনিবেন কিরূপে? তাই ডাক্তার জিদ ধরিলেন যে, মিঃ জ্যাক্ ম্যালডন ডিনার এখান হইতে খাইয়া, ডাক্তার-গৃহিণীকে লইয়া থিয়েটার দেখিতে যাইবেন। ব্যবস্থা স্থির হইলে জ্যাক্ ম্যালডন অশ্বপৃষ্ঠে চলিয়া গেলেন।

মিসেস্ ষ্ট্রং থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলেন কি না, ইহা জানিবার আগ্রহ আমার বিশেষভাবে হইয়াছিল। তাই পরদিবস সকালে সে বিষয়ে সন্ধান লইলাম। না, তিনি যান নাই। তাঁহার ভ্রাতা যাহাতে না আসেন, সে জন্য লণ্ডনে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। অপরাহ্নে তিনি আগনেসের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। ডাক্তারকেও সঙ্গে লইয়াছিলেন। উভয়ে মাঠের ভিতর দিয়া হাঁটিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সে কথা ডাক্তারই আমার কাছে বলেন। আগনেস না থাকিলে ডাক্তার-গৃহিণী থিয়েটারে যাইতেন কি না, আমি তাহাই ভাবিতেছিলাম। আমার মনে হইতেছিল, আগনেস ডাক্তার-গৃহিণীর উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে কি না!

ডাক্তার-গৃহিণীকে বিশেষ খুসী বলিয়া মনে হইল না। তবে হয় তিনি ভিতরে ভিতরে মন্দ, নয় ত ভাল। আমি কাজ করিতে করিতে প্রায়ই বাতায়নধারে উপবিষ্টা ডাক্তার-গৃহিণীর প্রতি চাহিয়া দেখিতাম। বেলা ৯টার সময় কাজ সারিয়া আমি যখন বিদায় লইতাম, তখন দেখিতাম, মিসেস্ ষ্ট্রং নতজানু হইয়া স্বামীর পায় জুতা পরাইয়া দিতেছেন। তাঁহার আননে একটা কোমল শান্তশ্রী তখন উদ্ভাসিত হইতে দেখিতাম।

আমার কাজ বাড়িয়া গেল! ভোর ৫টায় শয্যাত্যাগ করিতাম। রাত্রি ৯টা হইতে ১০টার মধ্যে বাসায় আসিতাম। কাজের চাপে আমার মন প্রসন্ন হইতেছিল। ধীরে ধীরে চলার অভ্যাস চলিয়া গেল। যতই কাজ বাড়িতে লাগিল, আমার মনে হইতে লাগিল যে, ডোরা-লাভের যোগ্যতা আমি অর্জ্জন করিতেছি। এখনও পর্য্যন্ত ডোরাকে আমার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কথা জানাই নাই। মিস্ মিলসের বাড়ী সে শীঘ্র আসিবে, তখনই তাহাকে সব কথা জানাইব ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম। ইদানীং মিস্ মিল্‌সের মধ্যবর্ত্তিতায় আমাদের মধ্যে পত্রের আদান-প্রদান চলিতেছিল। তাহাতে শুধু এইটুকুই আমি জানাইয়াছিলাম যে, তাহাকে আমার বলিবার অনেক কথা আছে। ইতিমধ্যে আমি সাবান ও ল্যাভেণ্ডার ব্যবহার ত্যাগ করিয়াছিলাম। তিনটি ভাল ওয়েষ্টকোটও বেচিয়া ফেলিয়াছিলাম।

কর্ম্মপ্রেরণায় অধীর হইয়া এক দিন মিঃ ডিক্‌কে লইয়া ট্রাডেল্‌স্‌এর সহিত দেখা করিতে গেলাম। তাহাকে আমি সকল কথাই পত্রযোগে জানাইয়াছিলাম। মিঃ ডিক্ কাজের অভাবে কেমন হইয়া যাইতেছিলেন। পাছে তাঁহার পুরাতন ব্যাধি তাঁহাকে আক্রমণ করে, এজন্য মিঃ ডিক্‌কে উৎসাহিত করা দরকার। এ বিষয়ে ট্রাডেল্‌স্ যদি কোন সুবিধা করিতে পারে, তাই মিঃ ডিক্‌কে লইয়া তাহার কাছে চলিলাম। ট্রাডেল্‌স্‌কে সব কথাই জানাইয়াছিলাম।

আমাদিগকে, দেখিয়া ট্রাডেল্‌স্ সমাদরে অভ্যর্থনা করিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই মিঃ ডিকের সহিত তাহার আলাপ জমিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন যে, ট্রাডেল্‌স্‌কে পূর্ব্বে দেখিয়াছেন। আমরাও তাহাতে সায় দিলাম।

ট্রাডেল্‌স্‌কে আমার আরও অনেক জিজ্ঞাস্য ছিল। পার্লামেণ্টের তর্ক-বিতর্কের সংবাদ, সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতে পারিলে অর্থাগম হয় শুনিয়াছিলাম। ট্রাডেল্‌স্ ইতিপূর্ব্বে আমার কাছে সংবাদপত্রের কথা বলিয়াছিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কিরূপে আমি এই কার্য্যের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারিব? সে আমায় জানাইল যে, সর্টহ্যাণ্ড—সাঙ্কেতিক অক্ষরে বিষয় লিপিবদ্ধ করিবার দ্রুত দক্ষতা থাকা চাই, ছয়টি ভাষায় অভিজ্ঞতা থাকাও অবশ্য প্রয়োজনীয়। কয়েক বৎসর পরিশ্রম করিলেই ইহাতে দক্ষতা লাভ করা যায়। আমি ডোরা-লাভের জন্য এখনই সে কার্য্য আরম্ভ করিতে প্রস্তুত। আমি ট্রাডেল্‌স্‌কে সে কথা বলিলাম।

তাহাকে বলিলাম, "ভাই ট্রাডেল্‌স্, আমি কাল থেকেই কাজ সুরু করব।"

ট্রাডেল্‌স্ ইহাতে বিস্ময়বোধ করিল। সে ত আমার মনের অবস্থা জানিত না।

বলিলাম, "আমি ঐ সংক্রান্ত একখানা বই কিনে ফেলব। কমন্সএ ব'সে শিখতে থাকব—পড়ব। আদালতের

বক্তৃতাগুলো সর্টহ্যাণ্ডে লিখবার চেষ্টা করব। ক্রমে দক্ষতা লাভ করা যাবে।"

ট্রাডেল্‌স্‌ বলিল, "আমি জানতাম না, তোমার এমন দৃঢ়তা আছে। তুমি আমাকে অবাক্‌ ক'রে দিলে।"

সে কথা আর না তুলিয়া তার পর মিঃ ডিকের জন্য কি ব্যবস্থা করা যায়, তাহার আলোচনা করিলাম।

ট্রাডেল্‌স্‌ বলিল, "কপারফিল্ড, তুমি না বলেছিলে, ওঁর হাতের লেখা খুব ভাল?"

সত্যই মিঃ ডিকের হস্তাক্ষর যেমন পরিষ্কার, তেমনই পরিচ্ছন্ন। আমি বলিলাম, "ওঁর হাতের লেখা চমৎকার।"

ট্রাডেল্‌স্‌ বলিল, "আমি যদি কাপি এনে দেই, তা হ'লে সেগুলো নকল ক'রে দিতে আপনি কি পারবেন না?"

আমার দিকে চাহিয়া ডিক্‌ বলিলেন, "কি বল, ট্রট্‌উড?"

আমি মাথা নাড়িয়া বলিলাম যে, লিখিতে গেলেই রাজা চার্লসের কথা লেখার মধ্যে আসিয়া পড়ে! পাণ্ডুলিপির মধ্যে উহা থাকিবেই।

ট্রাডেল্‌স্‌ বলিল, "কিন্তু আমি যে লেখা এনে দেব, সে ত শেষ করা লেখা। নতুন ক'রে লিখতে হবে না ত। শুধু দেখে দেখে নকল করতে হবে। মিঃ ডিক্‌কে আর কিছু করতে হবে না ত। বেশ ত, চেষ্টা ক'রে দেখতে ক্ষতি কি?"

ইহাতে যেন মনে কিছু আশার সঞ্চার হইল। ট্রাডেলস্‌ ও আমি উভয়ে মাথা ঘামাইয়া একটা পথ বাহির করিলাম। তাহার ফলে পরদিবস হইতে তিনি লেখা সুরু করিলেন।

একটা টেবলের উপর দলিল ও নকল করিবার কাগজ রাখা হইল। মিঃ ডিক্‌ যথাযথভাবে দলিল নকল করিয়া যাইবেন। আর একটা টেবলের উপর তাঁহার অসমাপ্ত মেমোরিয়ালের পাণ্ডুলিপি রাখা হইল। তাঁহাকে বলিয়া দিলাম, নকল করিতে করিতে যদি রাজা চার্লসের সম্বন্ধে কিছু লিখিবার ইচ্ছা হয়, অমনই তিনি দ্বিতীয় টেবলের কাছে গিয়া তাঁহার পাণ্ডুলিপিতে উহা লিখিয়া ফেলিবেন।

বাসায় এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়া পিতামহীকে তাঁহার কাজ লক্ষ্য করিবার জন্য বলিয়া দিলাম। এইভাবে কার্য্যারম্ভ করার পর দেখা গেল, মিঃ ডিক্‌ প্রথম সপ্তাহে দশ শিলিং নয় পেন্স উপার্জ্জন করিয়াছেন। ইহার পর হইতে মিঃ ডিকের উৎসাহ বাড়িয়া গেল। প্রতি সপ্তাহের শনিবারে অর্থোর্জ্জন করিয়া মিঃ ডিকের মনে নূতন উৎসাহের সঞ্চার হইল। এক দিন ডিক্‌ তাঁহার দুই হস্তের দশ অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে তুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ট্রটউড্‌, আর অনশনে মরতে হবে না। আমি ওঁর (আমার ঠাকুরমার) খাবারের টাকার যোগাড় করেছি!"

এই কথায় আমি অথবা ট্রাডেলস্‌কে বেশী সুখী হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। সহসা পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া ট্রাডেল্‌স্‌ বলিল, "কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। মিঃ মিক্‌বার তোমায় পত্র লিখেছেন।"

"পত্রে লেখা ছিল—

"প্রিয় কপারফিল্ড,

"তুমি হয় ত শুনিয়া সুখী হইবে, কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন আমার অদৃষ্টে ঘটিয়াছে। আমি ইহারই প্রত্যাশায় ছিলাম।

"আমি এ দেশেই কোনও পল্লী-সহরে একটা কাজ পাইতেছি। কোনও ভাল ব্যবসায়ের কাজে যোগ দিতেছি। আমার স্ত্রী ও সন্তানগণ আমার সঙ্গেই যাইবে।

"আধুনিক ব্যাবিলন হইতে বিদায় লইবার সময় আমি ও মিসেস্‌ মিক্‌বার এ কথা গোপন করিতে পারিতেছি না যে, হয় ত দীর্ঘকাল আর আমাদের দেখা হইবে না, হয় ত ইহজীবনে দেখা হইবে না। অতএব যদি তুমি বন্ধুবর ট্রাডেলস্‌এর সঙ্গে বিদায়ের পূর্ব্বে আমাদের বাসায় আগমন কর, তাহা হইলে তুমি বর দান করিবে

তোমারই

চিরপরিচিত

উইলকিন্স মিক্‌বারকে।"

এত দিন পরে তাঁহার যে একটা চাকরী হইয়াছে, ইহা জানিতে পারিয়া সত্যই আমি আনন্দ লাভ করিলাম। আমি মিক্‌বার-দম্পতির সহিত দেখা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। গ্রেজ ইন্‌ রোডে মর্টিমার নাম ধারণ করিয়া তিনি বাস করিতেছিলেন। সেই বাসায় আমি ও ট্রাডেল্‌স্‌ গমন করিলাম।

বাড়ী অতি ছোট, তাহারই মধ্যে সন্তানাদি লইয়া মিক্‌বার-দম্পতি কোনওরূপে বাস করিতেছিলেন। মাষ্টার মিক্‌বার এখন বার-তের বৎসরের বালক। মিস্‌ মিক্‌বার তাহার মাতার মতই দেখিতে হইয়াছে।

আমাকে পাইয়া মিঃ মিক্‌বার বলিলেন, "প্রিয় কপারফিল্ড, তুমি ও ট্রাডেলস্‌ দেখছ ত, আমরা দেশ ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি। সুতরাং অসুবিধাগুলো তোমরা গ্রাহ্য করো না।"

চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম যে, বাক্স-পেটরা সবই বাঁধা হইয়া গিয়াছে। অবশ্য লগেজের পরিমাণ খুব অধিক নহে। তাঁহাদের জীবনে পরিবর্ত্তন আসিতেছে, এজন্য আমি আনন্দ অনুভব করিতেছি, সে কথাও জানাইলাম।

মিসেস্‌ মিক্‌বার বলিলেন, "প্রিয় মিঃ কপারফিল্ড, তুমি আমাদের ভালবাস, তাই আমাদের ভাল দেখলে তোমার আনন্দ। ছেলেমেয়েরা ভাবছে, তারা নির্ব্বাসিত হচ্ছে। কিন্তু আমি মিঃ মিক্‌বারকে কোন দিনই ত্যাগ করব না।"

আমি বলিলাম যে, মিসেস্‌ মিক্‌বার ঠিক কাজই করিতেছেন।

মিসেস্‌ মিকবার বলিলেন, "গীর্জ্জাবহুল পল্লীসহরে বাস করার অর্থ ত্যাগস্বীকার। কিন্তু মিঃ কপারফিল্ড, এতে যদি আমার ত্যাগস্বীকার হয়, তা হ'লে মিঃ মিক্‌বারের পক্ষেও কম ত্যাগস্বীকার নয়।"

আমি বলিলাম, "আপনারা গীর্জ্জাবহুল সহরে যাচ্ছেন না কি ?"

মিঃ মিক্‌বার বলিলেন, "হ্যাঁ, ক্যান্টারবেরিতেই যাচ্ছি। সত্যি কথা বলতে কি, কপারফিল্ড, আমাদের বন্ধু হিপের সঙ্গে আমার সর্ত্ত হয়েছে যে, আমি তার বিশ্বাস-ভাজন কেরাণী হয়ে কাজ করব। আমি তা করবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি।"

আমার বিস্ময় দেখিয়া মিঃ মিক্‌বার বেশ কৌতুক বোধ করিলেন।

তিনি বলিলেন, "মিসেস্ মিক্‌বারের নির্দ্দেশ অনুসারে চলেছি বলেই এ কাজ আমি নিয়েছি। আমি কার্য্যপ্রার্থী আছি ব'লে যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, তা দেখে হিপ আমার কাছে এসে প্রস্তাব করে। লোকটা অসাধারণ চতুর। আমার পারিশ্রমিক খুব বেশী সে দিতে চায়নি। কিন্তু যা দিতে চেয়েছে, তাতে আমার অন্ন-বস্ত্রের অভাব আর থাকবে না। আমি তার কাজ করব ব'লে স্বীকার করেছি। কিছু কিছু আইনজ্ঞান আমার হয়েছে। কোন বিখ্যাত বিচারপতির কাছে আমার আইনজ্ঞান সম্বন্ধে দরখাস্তও করব।"

মিসেস্ মিক্‌বার বলিলেন যে, আইনজ্ঞান সম্বন্ধে মিঃ মিক্‌বার এক দিন দক্ষতা দেখাইতে পারিবেন, এ বিশ্বাস তাঁহার আছে। এই বিষয়ে যদি তিনি লাগিয়া পড়িয়া থাকিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি অনেক কৃতিত্ব দেখাইতে পারিতেন। কিন্তু জীবন-সংগ্রামে মিঃ মিক্‌বার আইনচর্চ্চা করিতে পারেন নাই। এখন যে কাজ পাইতেছেন, তাহাতে সে সুযোগ তাঁহার হইবে। কিন্তু নিম্নস্তরে পড়িয়া না থাকিয়া উচ্চস্তরে তাঁহাকে উঠিতে হইবে।

ট্রাডেলস্ বলিল, "আইনজ্ঞান লাভ করতে হ'লে কোন আদালতে পাঁচ বছর ছাত্রহিসাবে না থাক্‌লে ব্যারিষ্টার হ'তে পারে না। ব্যারিষ্টার না হ'লে আইনের উচ্চতর অধিকার-লাভও হয় না।"

মিসেস্ মিক্‌বার বলিলেন, "আচ্ছা, ৫ বৎসর যদি উনি ঐ ভাবে কাজ করেন, তা হ'লে বিচারক বা চ্যান্সেলরের যোগ্যতা অর্জ্জন করবার অধিকারী হবেন ত ?"

ট্রাডেলস্ বলিল, "নিশ্চয় !"

মিসেস্ মিক্‌বার বলিলেন, "ধন্যবাদ, মিঃ ট্রাডেলস্ ! যে কাজ তিনি আরম্ভ করতে চলেছেন, এখানে সে সুযোগ ঘটবে।"

আহার শেষ হইলে মিঃ মিক্‌বার বলিলেন, "এখান থেকে চ'লে যাবার আগে আমার একটা বিশেষ কাজ আছে। আমার বন্ধু মিঃ ট্রাডেলস্ দুটো ব্যাপারে আমার জন্য বিলে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। একটা বিলের টাকার পরিমাণ ছিল ২৩ পাউণ্ড, ৪ শিলিং সাড়ে ৯'পেন্স। দ্বিতীয় দফায়—১৮ পাউণ্ড, ৬ শিলিং ২'পেন্স। দুটো বিলের টাকা যোগ করলে দাঁড়ায় ৪১ পাউণ্ড, ১০ শিলিং সাড়ে ১১ পেন্স। বন্ধু কপারফিল্ড, একবার হিসাবটা চেক্ ক'রে দেখ ত।"

আমি হিসাব করিয়া বলিলাম যে, হিসাব ঠিকই আছে।

মিঃ মিক্‌বার বলিলেন, "রাজধানী থেকে যাবার আগে আমি বন্ধু ট্রাডেলসএর ঋণের ব্যবস্থা না ক'রে যেতে পারিনে। তাই আমি ঐ টাকার একটা খৎ লিখে মিঃ ট্রাডেলস্‌কে দিয়ে যাচ্ছি।"

ট্রাডেলস্ ঐ খৎখানা লইয়া পকেটে রাখিল। মিঃ মিক্‌বার উন্নতশিরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি যে কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন, ইহার গৌরবানন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। ঋণ নগদ শোধ দিলে যেরূপ প্রসন্নতা মনে আসে, মিঃ মিক্‌বারের মনে যেন সেইরূপ নির্ম্মল প্রসন্নতা বিরাজ করিতেছিল। তিনি লঘুগতিতে আমাদিগকে আগাইয়া দিতে আসিলেন।

আমরা পরস্পরের নিকট প্রসন্নচিত্তে বিদায় গ্রহণ করিলাম। ট্রাডেলস্ তাহার বাসার দিকে চলিয়া গেল। আমিও নিজের বাসার দিকে চলিলাম। মিক্‌বার-দম্পতির কথা আমার চিত্তক্ষেত্রে বিরাজ করিতে লাগিল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আমার কর্ম্মময় নূতন জীবনধারা এক সপ্তাহেরও অধিককাল চলিল। আমি মাংস ত্যাগ করিয়া নিরামিষ আহার আরম্ভ করিয়াছিলাম। স্বল্পব্যয়ে থাকিতে হইবে—অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে ডোরা-লাভ হইবে না।

আমার এই দৃঢ়তার কথা ডোরাকে এখনও জানান হয় নাই। এইরূপে আবার শনিবার আসিল। এই শনিবারে মিস্ মিলসের গৃহে ডোরা আসিবে। তার পর মিঃ মিলস্ যখন ক্লাবে খেলিতে যাইবেন, সেই অবকাশে আমি সেখানে চা-পানের জন্য যাইব, এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল।

ইতিমধ্যে বকিম্‌হাম ষ্ট্রীটের বাসায় বেশ স্থায়ী হইয়া বসিয়াছিলাম। মিঃ ডিক্ নকল কার্য্যে বেশ দক্ষতা ও অনুরাগ দেখাইতে লাগিলেন। মিসেস্ ক্রুপকে পিতামহী পরাজিত করিয়াছিলেন। তাহাকে কার্য্য হইতে তিনি বরখাস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। মিসেস্ ক্রুপ পিতামহীর ব্যবহারে ভীত হইয়া নিজের রান্নাঘরেই আবদ্ধ থাকিত। তাঁহার ছায়া মাড়াইত না।

ঠাকুরমা নিজে অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিলেন। তাঁহার শুচিতা এবং পরিচ্ছন্নতার প্রভাবে আমার বাসার শ্রী ফিরিয়া গেল। ঠাকুরমা আমাকে সুখে রাখিবার জন্য এমন যত্ন করিতে লাগিলেন যে, আমার মা থাকিলেও তাহার অধিক কিছু করিতে পারিতেন না।

পেগটী ঠাকুরমাকে সাহায্য করিতে পারিয়া কৃতার্থ হইয়া গেল। ঠাকুরমার সম্বন্ধে তাহার পূর্ব্ব-মনোভাব

সম্পূর্ণ তিরোহিত না হইলেও দুই জনের মধ্যে বেশ মিত্রতার উদ্ভব হইয়াছিল। মিস্ মিলসের গৃহে যে শনিবারে আমার চা-পানের নিমন্ত্রণ ছিল, সেই দিন পেগটীকে দেশে ফিরিয়া যাইতে হইবে স্থির হইয়াছিল। হ্যামের সম্বন্ধে সে যে ভার গ্রহণ করিয়াছিল, সে দায়িত্ব প্রতিপালন তাহাকে করিতেই হইবে। ঠাকুরমা পেগটীকে বিদায়দানকালে বলিলেন, "তবে বিদায়, বার্কিস! খুব সাবধানে থেক। তোমা-হারা হয়ে আমার যে এত কষ্ট হবে, আগে তা কখনও ভাবিনি।"

পেগটীকে গাড়ীর আপিসে লইয়া গিয়া আমি তাহাকে গাড়ীতে চড়াইয়া দিলাম। যাইবার সময় সে কাঁদিতে লাগিল এবং হ্যামের ন্যায় আগ্রহভরে সে তাহার ভ্রাতার ভার আমার উপরেই অর্পণ করিয়া গেল।

বিদায়কালে সে বলিল, "স্নেহের ডেভি, যদি টাকার দরকার হয়, তোমার মা'র এই বোকা সঙ্গিনীকে তখন খোঁজ করো—আমার কাছে লজ্জা করো না, ডেভিড।"

নিশ্চয়! অর্থাভাব হইলে আমি তাহারই কাছে হাত পাতিব। তাহার মত স্নেহময়ী ধাত্রী আমি কোথায় পাইব!

তার পর আমার কাণে কাণে বলিল, "তাকে বলো, আমি তাকে এক মিনিটের চোখের দেখা দেখতে পেলে ধন্য হতাম। আমার বাছার সঙ্গে তার বিয়ে হবার আগে সে যেন আমাকে স্মরণ করে। কারণ, আমি গেরস্থালীর জন্য ঘর-বাড়ী সুন্দর ক'রে সাজিয়ে দেব।"

আমি তাহাকে বলিলাম, সে অধিবার আর কেহই পাইবে না। এই কথায় পেগটী অত্যন্ত আনন্দিত হইল। সে খুসী-মনে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

সমস্ত দিন কমন্সএ আমি কাজে ব্যাপৃত রহিলাম। নির্দ্দিষ্ট সময়ে মিস্ মিল্‌সের ভবনে উপনীত হইলাম। মিঃ মিল্‌স তখনও ক্লাবে যান নাই। কাজেই আমাকে পথে প্রতীক্ষা করিতে হইল। অনেক পরে তিনি ক্লাবে চলিয়া গেলেন, তখন আমি বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। ডোরা আমাকে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইল।

বৈঠকখানা-ঘরে ডোরা জিপ সহ আসিল। খানিক পরে আমি ডোরাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, সে ভিক্ষুককে ভালবাসিতে পারে কি না?

ডোরা বলিয়া উঠিল, "এমন কথা তুমি আমাকে বল্‌লে? ভিখারীকে ভালবাসা!"

আমি বলিলাম, "প্রাণাধিকা ডোরা, আমি আজ সত্যি ভিখারী!"

ডোরা সংক্ষেপে বলিল, "এমন বোকার মত কথা তুমি বল্‌ছ? তুমি ওখানে ব'সে ঐ রকম গল্প যদি বানিয়ে বানিয়ে বল্‌তে থাক, আমি জিপকে এখনি বলব, সে তোমায় কামড়ে দেবে।"

আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম, "সত্য বল্‌ছি, ডোরা, আমি আজ সর্ব্বহারা তোমারই ডেভিড!"

তাহার অলকগুচ্ছ দুলাইয়া ডোরা বলিল, "ফের যদি ঐ সব কথা বল্‌বে, আমি এখনই জিপকে বলব, সে তোমাকে কামড়ে দেবে।"

কিন্তু আমাকে পুনরায় গম্ভীর হইতে দেখিয়া, ডোরা হয় ত ভাবিল যে, আমি উপহাস করিতেছি না। তখন সে আমার স্কন্ধে হাত রাখিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে আমার দিকে চাহিল—তার পর কাঁদিতে লাগিল। ইহাতে আমি বড় বিপদ্‌গ্রস্ত হইলাম! আমি নতজানু হইয়া তাহার সোফার ধারে বসিলাম, তাহাকে আদর করিতে লাগিলাম। বলিলাম, সে যদি এমন বিচলিত হয়, তাহা হইলে আমার বুক ফাটিয়া যাইবে। কিন্তু কিছুক্ষণ ধরিয়া সে শুধু হায়, হায় করিতে লাগিল। সে অত্যন্ত ভীত হইয়াছে বুঝিলাম। এ সময়ে মিস্ মিলস্ কোথায়? এখন যদি জুলিয়া মিল্‌সের কাছে ডোরাকে লইয়া যাইতে পারিতাম!

অনেক কাকুতি-মিনতি করিবার পর ডোরা আমার দিকে চাহিল। তাহার মুখ তখন এমন বিবর্ণ! আমি অনেক করিয়া আদর করিতে তাহার মুখে কোমল প্রসন্নতার দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। তাহার গণ্ডদেশ আমার গণ্ডদেশে স্থাপিত হইল। আমি তাহাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া বলিলাম, আমি তাহাকে কত ভালবাসি। আমি এখন দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া তাহাকে বাগ্‌দান-ব্যাপার হইতে আমি রেহাই দিতে চাই। অবশ্য ইহাতে আমার বুক ভাঙ্গিয়া যাইবে, আমার সর্ব্বনাশ হইবে। আমি দারিদ্র্যকে ভয় করি না। সে যদি আমার সহায় হয়, আমি আরও উৎসাহের সঙ্গে আমার ভাগ্যগঠনে নিযুক্ত হইব। এখন হইতেই আমি সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছি। এই বলিয়া ঠাকুরমার কথা তাহাকে জানাইলাম।

সে আমার দেহে তাহার দেহ মিশাইয়া বসিয়াছিল, তাহাতে আমি তাহার মনের ভাব বুঝিয়াছিলাম। তথাপি বলিলাম, "এ কথা শুনবার পর, ডোরা, তোমার মনে আমার স্থান আছে ত?"

ডোরা বলিল, "নিশ্চয়, নিশ্চয়, আমার এ মন তোমারই।"

"প্রাণাধিকা ডোরা! যা সামান্য খুদকুঁড়া আমি উপার্জ্জন করব—"

"কিন্তু ও সব কথা আমি শুন্‌তে চাই না। খুদ-কুড়ার কথা আমি শুন্‌বো না! জিপ দুপুরবেলা মটন-চপ খায়, তাকে রোজ তা দিতে হবে। না হ'লে সে ম'রে যাবে!"

আমি তাহার শিশুসুলভ সারল্যে মুগ্ধ হইলাম। ডোরাকে বলিলাম যে, জিপের মটন-চপের অভাব কোন দিন হইবে না। তার পর আমাদের সাধাসিধা

গার্হস্থ্য-জীবনের ছবি আঁকিয়া আমি তাহার সম্মুখে ধরিলাম। ঠাকুরমার কথাও বলিলাম।

ডোরা বলিল, "তোমার ঠাকুরমা নিজের ঘরেই বেশী থাকবেন তো?" তিনি বোধ হয় ঝগড়াটে বুড়ী নন!"

আমি ডোরাকে আরও পরীক্ষা করিবার মানসে বলিলাম, "কিন্তু দরিদ্রের সঙ্গে তোমার বাগ্‌দান হয়েছে, এজন্য তুমি মনে দুঃখ করবে না ত?"

"না, না, ও কথা বলো না। ও সব শুনলে আমি ভয় পাই!"

আমি দরিদ্রের ঘরকর্ণার কথা বুঝাইয়া বলিতে লাগিলাম। সে হিসাবপত্র রাখিতে শিখিবে; গৃহস্থালীর কাজ আয়ত্ত করিবে, এই সকল কথা বলিতে বলিতে চাহিয়া দেখিলাম, ডোরা মূর্চ্ছা গিয়াছে।

ভয়ে বিহ্বল হইয়া কোমলমতি ডোরা চৈতন্য হারাইয়াছে দেখিয়া আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। আমি তাহার মুখে জলের ছিটা দিতে লাগিলাম। হায়! এ সময় জুলিয়া কোথায়?

অবস্থা দেখিয়া জিপ ভীষণ ডাকিতে লাগিল। মিস্ মিল্‌স্ তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে আসিল। সে বলিল, "কে এ কাজ করলে?"

বলিলাম, "আমি করেছি, মিস্ মিল্‌স্। আমি বুঝি ওকে মেরে ফেল্‌লাম।"

মিস মিল্‌স্ ভাবিয়াছিল, আমরা উভয়ে কলহ করিয়া এমন করিতেছি, কিন্তু তার পর আমার কাছে সব কথা শুনিয়া মিস্ মিল্‌স্ তাহাকে বুঝাইল যে, আমি মুটে-মজুর নহি। তখন ডোরা প্রকৃতিস্থ হইল। আবার আমাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল।

মিস্ মিল্‌স্ বুঝাইল, কুটীরে থাকিয়া যদি সন্তোষ ও তৃপ্তি পাওয়া যায়, রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা তাহাও প্রার্থনীয়। কারণ, প্রেম যেখানে নাই, সেখানে কিছুই নাই।

তার পর মিস্ মিলস্ আমাকে বলিল যে, ডোরার যেরূপ প্রকৃতি, তাহাতে তাহাকে এ সকল বস্তুতান্ত্রিক কথা এখন বলা ঠিক হয় নাই। সে প্রকৃতির দুলালী কন্যা—সে আনন্দের নির্ঝর। এ সকল সাংসারিক বিষয়ের কথা তাহাকে বলিতে গিয়া আমি অন্যায় করিয়াছি।

অবশেষে মিস্ মিলস্ আমায় আশ্বাস দিল যে, সে ডোরাকে রন্ধনাদি গৃহস্থালীর ব্যাপারে ক্রমে আকৃষ্ট করিবে। ধীরে সুস্থে তাহার কাছে এ সকল বিষয়ে প্রস্তাব করিয়া তাহাকে এ বিষয়ে পারদর্শিনী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিবে। তবে সে আমাকে সম্পূর্ণভাবে আশ্বাস দিতে পারিল না।

চা-পানের পর ডোরা বাদ্যযন্ত্র লইয়া বাজাইতে বসিল, সঙ্গে সঙ্গে গানও চলিল। গান শেষ হইলে, সকালবেলা শয্যাত্যাগের কথা উঠিল। আমি যে ইদানীং ভোর ৪টায় গাত্রোত্থান করি, সে কথাটা বলিয়া দেখিলাম।

ডোরা বলিল, "দুষ্ট ছেলে, অত ভোরে তোমার উঠতে হবে না।"

আমি বলিলাম, 'প্রাণাধিকা ডোরা, আমার যে কাজ করতে হয়।"

ডোরা বলিল, "না, তোমাকে কাজ করতে হবে না। কেন তুমি কাজ করবে?"

কিন্তু তাহাকে বুঝাইতে হইল যে, কাজ না করিলে সংসার চলিবে কিরূপে?

সে বলিল, "বাঃ, এ ত বড় মজার কথা!"

আমি বলিলাম, "কাজ না করিলে খাব কি?"

সে বলিল, "যেমন ক'রে হোক চ'লে যাবে।"

কথার সঙ্গে সঙ্গে সে এমনভাবে আমায় চুমা দিল, যেন সংসারে দুঃখ-কষ্ট অভাব-অভিযোগের কোন বালাই নাই।

আমি তাহাকে আর কোন কথা না বলিয়া চলিয়া আসিলাম। কিন্তু আরও দৃঢ়তার সহিত আমি জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলাম।

অষ্টাত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

পার্লামেন্টের আলোচনার বিবরণ সংবাদপত্রে প্রেরণ করার চিন্তা আমি ত্যাগ করিলাম না। কিরূপে এ কার্য্যে দক্ষতা লাভ করিতে হইবে, তাহার ব্যবস্থা করিলাম। ষ্টেনোগ্রাফার হইবার জন্য আমি ভাল বই ক্রয় করিলাম। সর্টহ্যাণ্ড শিখিবার প্রবল আগ্রহে আমি উন্মত্ত হইয়া উঠিলাম। কিন্তু কার্য্য সহজ নহে। সাঙ্কেতিক বর্ণমালা আয়ত্ত করা অত্যন্ত কঠিন মনে হইতে লাগিল। যাহা শিখিতে লাগিলাম, তাহা আবার বিস্মৃত হইতে লাগিলাম। মনে হইল, আমি অগাধ সমুদ্রমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি।

আমি অবশেষে ট্রাডেলস্‌এর শরণ লইলাম। সে আমার দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া আমাকে সাহায্যার্থ অগ্রসর হইল। প্রতি রাত্রিতে সে বক্তৃতা করিত, আমি লিখিতাম। সে তাহা পরীক্ষা করিয়া সংশোধন করিত। ডাক্তারের কাজ সারিয়া বাসায় আসিবার পর এই কার্য্য করিতাম। পিতামহী, মিঃ ডিক্‌ও এ বিষয়ে আমাদের দলে ভর্ত্তি হইলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত এইভাবে পরিশ্রম করিতে লাগিলাম। অতি মন্থরগতিতে আমার শিক্ষাকার্য্য অগ্রসর হইতে লাগিল।

এক দিন কমন্সএ যথারীতি যাইবার পর দেখিলাম, মিঃ স্পেন্‌লো অত্যন্ত গম্ভীর হইয়াছেন। আমার অভিবাদনের প্রত্যুত্তরে তিনি আজ যেন তেমন আন্তরিকতা প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার ব্যবহার দর্শনে মনে হইল যে, তিনি ডোরার সহিত আমার প্রণয়ঘটিত ব্যাপারের সন্ধান হয় ত পাইয়াছেন।

তিনি আমাকে তাঁহার সহিত একটা কফিখানায় যাইবার জন্য বলিলেন। আমি তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলাম। নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, মিস্ মর্ডষ্টোন সেখানে বসিয়া আছেন।

আমরা উপবিষ্ট হইলে মিঃ স্পেন্‌লো বলিলেন, "মিস্ মর্ডষ্টোন, আপনার যা কিছু দেখাবার আছে, মিঃ কপারফিল্ডকে দেখান।"

মিঃ মর্ডষ্টোন তাঁহার ব্যাগ খুলিয়া একখানা পত্র বাহির করিলেন। বুঝিলাম, আমি সে দিন ডোরাকে যে শেষ পত্র লিখিয়াছি, উহা তাহাই।

মিঃ স্পেন্‌লো বলিলেন, "চিঠিখানা বোধ হয় তোমার লেখা, মিঃ কপারফিল্ড?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, মহাশয়!"

মিস্ মর্ডষ্টোন একতাড়া চিঠি বাহির করিলে পর মিঃ স্পেন্‌লো বলিলেন, "এ চিঠিগুলি বোধ হয় সবই তোমার লেখা।"

আমি বিমর্ষভাবে তাড়াটি লইয়া খুলিয়া দেখিলাম, প্রত্যেকখানি আমারই লিখিত পত্র। সুতরাং মাথা নাড়িয়া বলিলাম যে, সবই আমার লেখা।

পত্রগুলি তাঁহার হাতে প্রত্যর্পণ করিতে উদ্যত হইলে, তিনি বলিলেন, "না, ধন্যবাদ। আমি তোমাকে ঐ চিঠিগুলি হ'তে বঞ্চিত করতে চাই না। মিস্ মর্ডষ্টোন, এইবার বলুন।"

মিস্ মর্ডষ্টোন বলিলেন, "ডেভিড কপারফিল্ড সম্বন্ধে মিস্ স্পেনলোর মনের ভাব কি রকম, তা অনেক দিন হ'তে আমি সন্দেহ করছিলুম। ওঁদের দু'জনের প্রথম সাক্ষাতের সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। সে সময় পরস্পর পরস্পরের সম্বন্ধে যেরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছিল, তা আমার কাছে ভাল লাগে নি। মনুষ্য-চরিত্রের কদর্য্যতা—"

মিঃ স্পেন্‌লো বাধা দিয়া বলিলেন, "আপনি শুধু ঘটনার কথা বলুন, মন্তব্যের প্রয়োজন নেই।"

এইরূপে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া মিস্ মর্ডষ্টোন একটু ভ্রূকুটি করিলেন, তার পর বলিয়া চলিলেন, "যদি শুধু ঘটনার কথাই আমাকে বলতে হয়, তা হ'লে আমি যথাসম্ভব নীরসভাবেই ব'লে যাচ্ছি। আমি আগেই বলেছি যে, আমার সন্দেহ হয়েছিল। তবে সন্দেহের সমর্থক প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টায় আমি ছিলুম। কিন্তু তা পাই নি। তাই মিস্ স্পেনলোর পিতাকে সে কথা জানাতে পারি নি। কারণ, এ রকম ব্যাপারে প্রমাণ না দেখিয়ে কোন কথা বলা চলে না—তাতে কর্ত্তব্যপালন হয় না।"

মিঃ স্পেনলো এ কথায় যেন একটু মুসড়িয়া পড়িলেন।

মিস্ মর্ডষ্টোন বলিয়া চলিলেন, "আমি নরউডে ফিরে আস্‌বার পর অর্থাৎ আমার ভাইয়ের বিয়ে হবার পর আমি যখন ফিরে এলাম এবং মিস্ স্পেনলো যখন মিস মিলস্‌এর বাড়ী থেকে ফিরে এল, তখন তার ব্যবহার দেখে আমার সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। তখন আমি সন্ধান নিতে আরম্ভ করলুম।"

হায় ডোরা! কি রকম শয়তানের পাল্লায় তুমি পড়িয়াছিলে, তাহা তুমি জানিতে না!

তিনি বলিয়া চলিলেন, "কিন্তু আমি কোন প্রমাণই পেলাম না। আমার মনে হ'ল, মিস্ মিলসের কাছ থেকে মিস্ স্পেন্‌লো বড় বেশী চিঠিপত্র পাচ্ছে। কিন্তু মিস্ মিল্‌স মিস্ স্পেন্‌লোর বন্ধু, পিতার জ্ঞাতসারেই বন্ধু। কাজেই আমি বাধা দেবার কে? আমি যদি মানব-চরিত্রের কদর্য্যতার কথা বলবার অধিকার না পাই, তবু এ কথা বলব যে, অযোগ্যপাত্রে বিশ্বাস ন্যস্ত করতে নেই।"

মিঃ স্পেন্‌লো আম্‌তা আম্‌তা করিয়া নিজের ত্রুটি স্বীকার করিলেন।

"কাল সন্ধ্যার পর চা-পান হয়ে গেলে, দেখলাম, কুকুরটা বৈঠকখানা-ঘরের মধ্যে কি একটা নিয়ে খেলা কচ্ছে। আমি বললাম, ডোরা, দেখ ত কুকুরের মুখের মধ্যে কি রয়েছে? বোধ হচ্ছে, একখানা কাগজ। ডোরা তখনই তার জামার পকেটে হাত দিলে, তার পর চীৎকার ক'রে দৌড়ে গেল। আমি তাকে বাধা দিয়া বললাম, ডোরা, আমি দেখছি। মিস্ স্পেন্‌লো আমাকে চুমো দিয়ে ভোলাবার অনেক চেষ্টা করলে। ছোটখাট গহনা দিয়েও আমার মুখবন্ধের অনেক চেষ্টা করলে। আমি অনেক কষ্টে কুকুরের মুখ থেকে কাগজটা বের ক'রে নিলাম। সেটা একটা চিঠি—এঁর কাছ থেকেই সে চিঠি এসেছে। চিঠিখানা প'ড়ে আমি ডোরাকে চেপে ধরলাম। তখন জান্‌তে পারলাম যে, এ রকম অনেক পত্র সে পেয়েছে। তার পর অনেক কষ্টে চিঠির তাড়াটা আদায় করেছি। ঐ সেই তাড়া।"

মিস মর্ডষ্টোন নীরব হইলেন।

মিঃ স্পেন্‌লো বলিলেন, "সব কথা ত শুনলে, এখন তোমার কি বলবার আছে, মিঃ কপারফিল্ড?"

আমার নয়ন-সমক্ষে ডোরার চিত্র ফুটিয়া উঠিল। সে ধরা পড়িয়া কিরূপ দুঃখ ও লজ্জা পাইয়াছে, তাহা আমি অনুমান করিয়া দেখিলাম। তাহার জন্য আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু আমি বহুকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলাম, "আমার বলবার কিছু নেই। শুধু এইটুকু বলব যে, দোষ সব আমার। ডোরা—"

গর্ব্বভরে মিঃ স্পেন্‌লো বলিলেন, "মিস্ স্পেন্‌লো বল।"

আমি বলিলাম, "তাঁকে আমিই লইয়েছিলাম। আমি সব গোপন রাখতে তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম। সে জন্য আজ আমি অত্যন্ত অনুতপ্ত।"

মিঃ স্পেন্‌লো কক্ষমধ্যে পরিক্রমণ করিতে করিতে বলিলেন, "তুমি ভারী অন্যায় কাজ করেছ। এমন গোপন

কাজ করা ভারী অন্যায় হয়েছে, মিঃ কপারফিল্ড। কোন ভদ্রলোককে আমার বাড়ীতে যখন আমি এনেছি, তখন তাঁর বয়স উনিশ হউক, উনত্রিশ হউক, বা নব্বই হউক, আমি তাঁকে বিশ্বাস ক'রেই ঘরে এনেছি বুঝতে হবে। আমার সে বিশ্বাস যদি তিনি ভঙ্গ করেন, তা হ'লে তিনি অতি গর্হিত অভদ্রোচিত কাজ করেছেন বলতে হবে।"

আমি বলিলাম, "আমি সে কথা এখন বুঝতে পারছি। কিন্তু আগে এ সব কথা আমার মনে হয়নি। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বলছি, যথার্থ বলছি, মিঃ স্পেন্‌লো, আগে আমার এ কথা মনে হয়নি। আমি মিস্ স্পেন্‌লোকে যত ভালবেসেছিলাম"—

"থাম। আমার মুখের সামনে বলো না, আমার মেয়েকে তুমি ভালবেসেছ।

"তা যদি না হ'ত, তা হ'লে কি আমার ব্যবহারের সমর্থনযোগ্য কিছু থাকতে পারে ?"

"তোমার ব্যবহারকে কি ক'রে তুমি সমর্থন করতে পার বল ত ?" তোমার বয়স, আমার কন্যার বয়স বিবেচনা ক'রে দেখেছ ? আমার ও আমার কন্যার মধ্যে যে বিশ্বাস বিদ্যমান থাকা উচিত, সেটা লক্ষ্য করার অর্থ কি, তা কি তুমি বিবেচনা ক'রে দেখেছ ? আমার মেয়ের পদমর্য্যাদার কথা ভেবে দেখেছ ? তার কি রকম ঘর-বরে বিয়ে দেবার ইচ্ছে আমার আছে, তাও কি তুমি বিবেচনা ক'রে দেখেছিলে কোন দিন ?"

অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত শ্রদ্ধাপূর্ণভাবে আমি বলিলাম, "না, মশাই, সত্যই অত বিচার ক'রে দেখিনি। তবে আমার সাংসারিক অবস্থাটা কি, তা আমি বিচার ক'রে দেখেছিলাম। আমি সে কথা যখন আপনাকে বলেছিলাম, তখন আমরা পরস্পর বাগ্‌দানে আবদ্ধ"—

গভীর উত্তেজনাভরে বাধা দিয়া তিনি বলিলেন, "মিঃ কপারফিল্ড, বাগ্‌দানের কথা আমার কাছে অনুগ্রহ ক'রে বলো না।"

এতক্ষণ মিস্ মর্ডষ্টোন নীরব ছিলেন, এখন তিনিও বিদ্রূপভরে হাসিয়া উঠিলেন।

আমি বলিলাম, "আমার অবস্থা-বিপর্য্যয়ের কথা যখন আপনাকে জানিয়েছিলাম, তার আগে লুকোচুরী ব্যাপার আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমার অবস্থা-বিপর্য্যয়ের পর আমি প্রাণপণে নিজের অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করছি। আমার বিশ্বাস, সময়ে আমি উন্নতি করবই। আপনি আমাকে সে জন্য অবকাশ—যত দিন আপনি ইচ্ছা করেন—সময় দেবেন ? আমরা দুজনেই এখন ছেলেমানুষ"—

মিঃ স্পেনলো মাথা আন্দোলিত করিয়া বলিলেন, "সে কথা ঠিক। তোমরা দুজনেই ছেলেমানুষ। তোমাদের প্রেম বাজে কথা। এমন বাজে ব্যাপার এখনই বন্ধ ক'রে দিতে হবে। ওসব চিঠি নিয়ে গিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দেও। মিস্ স্পেন্‌লো তোমায় যে সব চিঠি লিখেছে, তা আমায় ফিরিয়ে দাও, আমিও পুড়িয়ে ফেলব। ভবিষ্যতে তোমার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ, সে কমন্স পর্য্যন্তই থাকবে, তার বাইরে নয়। অতীতের কোন আলোচনা চলবে না। মিঃ কপারফিল্ড, তোমার বুদ্ধি নেই, এমন মনে হয় না। সুতরাং ঐ রকম ভাবেই চলা দরকার।"

আমি কিন্তু এরূপ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলাম না। আমি বলিলাম, জ্ঞানের বা বুদ্ধির অপেক্ষাও উচ্চতর অবস্থা আছে। পৃথিবীর যাবতীয় ব্যাপারের মধ্যে প্রেম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমি ডোরাকে দেবীর ন্যায় ভালবাসি, পূজা করি। ডোরাও আমাকে ভালবাসে। এ বিষয়ে আমি দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ।

মিঃ স্পেন্‌লো বলিলেন, "আচ্ছা মিঃ কপারফিল্ড, আমি আমার মেয়েকে বোঝাতে চেষ্টা করব।"

মিস্ মর্ডষ্টোন দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন যে, গোড়া হইতে সে চেষ্টাই করা উচিত ছিল।

মিঃ স্পেন্‌লো জোর পাইয়া বলিলেন, "আমি নিশ্চয় চেষ্টা ক'রে দেখ্‌ব। মেয়ের উপর আমার জোর আছে, আমি তার ওপর প্রভাব বিস্তার করব। ঐ চিঠিগুলো তুমি নিতে রাজি নও ত ?"

নিশ্চয়ই। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, তিনি ইহাতে অসঙ্গত কিছু যেন লক্ষ্য না করেন। আমি মিস্ মর্ডষ্টোনের নিকট হইতে প্রাপ্ত পত্রগুলি কখনই লইতে পারি না।

"আমার কাছ থেকেও নয় ?"

অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে আমি বলিলাম যে, তাঁহার নিকট হইতেও লইতে পারি না।

মিঃ স্পেন্‌লো বলিলেন, "আচ্ছা, বেশ !"

সব চুপচাপ। আমি ভাবিলাম, এখন আমি বিদায় লইব কি না। অবশেষে দরজার দিকে আমি পা বাড়াইলাম এমন সময় তিনি আমায় ডাকিয়া বলিলেন, "মিঃ কপারফিল্ড, তুমি বোধ হয় জান যে, আমি একবারে হতভাগা নই। আমার কিছু সংস্থান আছে। এ কথাও বোধ হয় জান যে, আমার মেয়েই আমার একমাত্র ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় ?"

আমিও তাঁহাকে বলিলাম যে, আমি টাকার দিক দিয়া ডোরাকে ভালবাসি নাই।

মিঃ স্পেন্‌লো বলিলেন, "আমি সে দিক দিয়ে ও কথা বলিনি। তুমি যদি টাকার দিক্‌টা দেখ্‌তে, তা হ'লে সকলের পক্ষেই ভাল হ'ত। অর্থাৎ এই বাজে কল্পনায়—তরুণ-যৌবনের বাজে কল্পনায় প্রভাবিত যদি না হ'তে, তা হ'লে ভাল হ'ত। তুমি বোধ হয় জান যে, আমার মেয়েকে আমি কিছু সম্পত্তি দিয়ে যাব ?"

আমি বলিলাম যে, সে কথা জানা স্বাভাবিক।

মিঃ স্পেন্‌লো বলিলেন, "আমার মেয়ের জন্য আমি যে ব্যবস্থা ক'রে যাব, সেই সম্পত্তি তরুণ-যৌবনের খাম

খেয়ালীতে নষ্ট হয়ে যাবে, এ ব্যবস্থা আমি হ'তে দেব না। এটা নির্বুদ্ধিতা, খালি বাজে কল্পনা। যদি এ কল্পনা পরিত্যক্ত না হয়, তা হ'লে আমি আমার মেয়ের সম্পত্তি রক্ষার জন্য অন্যরকম ব্যবস্থা ক'রে যাব। যাতে সে নির্বোধের মত বিয়ে ক'রে না বসে। মিঃ কপারফিল্ড, সুতরাং বুঝে দেখ, তুমি যদি এখনও সতর্ক না হয়ে কাজ কর, তা হ'লে আমি যা স্থির ক'রে রেখেছি, তা বদলে ফেল্‌তে হবে। বুঝেছ?"

কিন্তু আমি কি করিব? কখনই ডোরাকে ত্যাগ করিতে পারি না—তাহার আশা ত্যাগ করা অসম্ভব। মিঃ স্পেন্‌লো আমায় বলিলেন, আরও এক সপ্তাহকাল আমি যেন বিবেচনা করিয়া দেখি।

"ইতিমধ্যে মিস্ ট্রট্‌উডের কাছে তুমি সব কথা ব'লে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ কর। অথবা সাংসারিক বিষয়ে যাদের জ্ঞান আছে, এমন কোন লোকের উপদেশ লও। এক সপ্তাহকাল বিবেচনার জন্য দিলাম।"

আমি অগত্যা সম্মত হইয়া চলিয়া আসিলাম। আপিসে আসিয়া আমি কাজে বসিলাম; কিন্তু মন আমার অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। মিস্ মর্ডষ্টোনের ব্যবহার এবং বাড়ীতে গিয়া মিঃ স্পেন্‌লো কন্যার প্রতি কিরূপ কঠোর ব্যবহার করিবেন, ইহা চিন্তা করিয়া আমি বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলাম। ডোরার সে অসহায় অবস্থা কল্পনানেত্রে দর্শন করিয়া আমার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

আমি মিঃ স্পেনলোকে একখানা চিঠি লিখিলাম। তাহাতে আমি লিখিলাম যে, তিনি যেন সেই নিষ্পাপ এবং সরলা ডোরার উপর কঠোরতা প্রকাশ না করেন—তাহাকে যেন চূর্ণ না করেন, সেই অনবদ্য পুষ্পটিকে যেন পিষ্ট করিয়া না ফেলেন। এই চিঠি শীলমোহর করিয়া তাঁহার টেবলের উপর রাখিয়া দিলাম। তিনি যথাসময়ে আপিস-ঘরে ফিরিয়া আসিয়া আমার পত্র পড়িলেন, দেখিলাম। সারা দিন তিনি আমাকে কোন কথা বলিলেন না। অপরাহ্ণে বাড়ী যাইবার পূর্ব্বে আমাকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন যে, তিনি তাঁহার কন্যাকে এ বিষয়ে এখন কোন কথাই বলিবেন না। তিনি কন্যাকে ভালবাসেন, সুতরাং তাহার সম্বন্ধে আমার উদ্বিগ্ন হইবার কোন কারণই নাই।

"তুমি যদি নির্ব্বোধের মত কাজ কর, তা হ'লে বাধ্য হয়ে তাকে আবার বিদেশে পাঠাতে হবে। আশা করি, তুমি তা করবে না। মিস্ মর্ডষ্টোনকে আমি ব'লে দিয়েছি, তিনি এ বিষয়ে কোন আলোচনা করবেন না। তবে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমি পছন্দ করি, তাঁকে আমি বিশ্বাসও করি। তুমি এ কথা ভুলে যাও, আমরাও সব ভুলে যাব।"

মিস্ মিলস্‌কে আমি পত্রযোগে সব জানাইয়া লিখিলাম যে, একবার গোপনে আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে চাই। রান্নাঘরে আমার সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিবার ব্যবস্থা করিলে, অনুগৃহীত হইব।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমি তাঁহার সহিত দেখা করিয়া সব কথা বলিলাম। তিনি দুঃখিত হইয়া বলিলেন যে, ডোরা ও আমার মধ্যে সমুদ্রের ব্যবধান ঘটিয়া গেল। শুধু প্রেমই ইহার উপর সেতু নির্ম্মাণ করিতে পারিবে। চিরদিনই প্রেম এইরূপে বাধা পাইয়া আসিতেছে।

পিতামহীর কাছে আমি সকল কথা বলিলাম। তিনি কোন কথা বলিলেন না। ইহাতে আমি আরও নৈরাশ্য অনুভব করিলাম। চারিদিকেই যেন নৈরাশ্যের অন্ধকার গাঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল। পরদিবস শনিবার। যথা সময়ে আমি কমন্সএ গমন করিলাম।

আপিসে গিয়া দেখিলাম, কেরাণীরা কেহই কাজ করিতেছে না। বড় কেরাণী টিফি আর এক জনের টুলের উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। কারণ, এমনভাবে চুপ করিয়া তাহাকে অন্যের আসনে কখনও বসিয়া থাকিতে দেখি নাই।

আমি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে টিফি বলিয়া উঠিল, "মিঃ কপারফিল্ড, ভয়ানক সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।"

সবিস্ময়ে আমি বলিলাম, "কি হয়েছে?"

টিফি বলিল, "আপনি শোনেননি?"

তখন অন্য কেরাণীরা আমায় চারিদিক হইতে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

আমি সকলের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলাম, "না।"

টিফি বলিয়া উঠিল, "মিঃ স্পেন্‌লো"—

"কি হয়েছে তাঁর?"

"মারা গেছেন!"

আমার মনে হইল, সমস্ত ঘরটি যেন বন্‌বন্ করিয়া ঘুরিতেছে। এক জন কেরাণী আমাকে ধরিয়া ফেলিল। তাহারা আমায় একখানা চেয়ারে বসাইয়া দিল। আমার গলাবন্ধ, কোট খুলিয়া দিল। কেহ আমাকে জল আনিয়া দিল। কতক্ষণ এ ভাবে ছিলাম, জানি না।

তার পর অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলাম, "মারা গেছেন?"

"কাল সকালে তিনি সহরে আহার ক'রে ফিটন-গাড়ী হাঁকিয়ে বাড়ীর দিকে চ'লে যান। সহিসটাকে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। নিজেই গাড়ী হাঁকাতে থাকেন।"

"তার পর?"

"ফিটন-গাড়ী বাড়ী পৌঁছেছিল, কিন্তু তিনি তাতে ছিলেন না। ঘোড়া ছুটো, আস্তাবলের দরজার কাছে এসে, থেমে পড়েছিল। সহিসটা একটা লণ্ঠন নিয়ে বাইরে আসে; কিন্তু গাড়ীতে কাকেও দেখতে পায়নি।"

"ঘোড়াগুলো কি ক্ষেপে গিয়েছিল?"

"না, তারা সাধারণ গতিতে দৌড়ে এসেছিল বলেই মনে হয়। লাগাম ছিঁড়ে গিয়েছিল। বাড়ীর লোক তখন জেগে উঠে সন্ধান আরম্ভ করে। মাইলখানেক দূরে তাঁর দেহ আবিষ্কৃত হয়। তিনি মুখ থুবড়ে মাটীর উপর পড়েছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁর মূর্চ্ছা হয়েছিল, সে মূর্চ্ছা ভাঙেনি। ডাক্তার দেখান হয়েছিল, কিন্তু বৃথা।"

আমার মনের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইল, তাহা অনুভব-যোগ্য।

আমি সন্ধ্যার পর নরউডে গেলাম। এক জন ভৃত্যের কাছে শুনিলাম যে, মিস্ মিল্‌স্ সেখানে আসিয়াছে। বাড়ী গিয়া আমি ঠাকুরমাকে দিয়া তাহার কাছে একখানা পত্র লিখাইলাম, উহা আমারই লেখা। মিঃ স্পেন্‌লোর অকাল-মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া লিখিলাম। আমি মিস্ মিল্‌সকে অনুরোধ করিলাম যে, ডোরার যদি শুনিবার মত অবস্থা হইয়া থাকে, সে যেন তাহাকে বলে যে, মিঃ স্পেন্‌লো আমার সহিত বিশেষ সহৃদয়তার সহিত কথা বলিয়াছিলেন। তাহার নাম লইয়া আমাকে তিরস্কার করেন নাই।

পরদিবস চিঠির উত্তর আসিল, উপরে ঠাকুরমার নাম, ভিতরে আমার। ডোরা মহাশোকে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার বন্ধু যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, আমার কাছে তাহার পক্ষ হইতে কোন স্নেহ-সম্ভাষণ জানাইবে কি না, তাহাতে ডোরা শুধু কাঁদিয়াছিল, বলিয়াছিল, "বেচারা বাবা আমার!" ইহা ছাড়া আর কোন কথা বলে নাই।

মিঃ জর্কিন্স নরউডে গিয়াছিলেন। কয়েক দিন পরে তিনি আপিসে আসিলেন। আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমরা মিঃ স্পেন্‌লোর টেবল ড্রয়ার সব খুঁজে দেখব—তাঁর উইল আছে কি না। বে-সরকারী ব্যক্তিগত কাগজপত্র সব শীলমোহর ক'রে রাখব। তুমি এসে আমাদের সাহায্য কর।"

টিফির সহিত আমি তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলাম। কি অবস্থায় ডোরাকে তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা জানা দরকার। কে তাহার অভিভাবক, তাহা জানা দরকার।

কিন্তু বহু সন্ধানেও তাঁহার কোনও উইল বা দানপত্র কিছুই পাওয়া গেল না। মিঃ জর্কিন্স বলিলেন যে, যত দূর তিনি জানেন, মিঃ স্পেন্‌লো কোন দলিল সম্পন্ন করেন নাই। সে রকম উদ্দেশ্য তাঁহার ছিল না।

আমি বলিলাম, "কিন্তু আমি জানি, তিনি উইল ক'রে গেছেন।"

মিঃ জর্কিন্স ও টিফি সবিস্ময়ে আমার দিকে চাহিলেন।

আমি বলিলাম, "যে দিন তিনি মারা যান, সে দিন সকালবেলা তিনি আমায় বলেছিলেন যে, বহুদিন পূর্ব্বেই তাঁহার যাবতীয় বিষয়ের ব্যবস্থা তিনি ক'রে রেখেছেন।"

কিন্তু উভয়েই আমার কথায় আস্থা স্থাপন করিলেন না। উভয়েই মত প্রকাশ করিলেন, উহা অসম্ভব।

বৃদ্ধ টিফি আমার স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিলেন, "আমি যত দিন কমন্সএ আছি, তুমি যদি তত দিন থাকতে, তা হ'লে জানতে পারতে, এ বিষয়ে মানুষ মুখে যা বলে, কাজে তা করে না। সুতরাং মুখের কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে।"

আমি বলিলাম, "ঠিক এই ভাবের কথা তিনিও আমায় বলেছিলেন।"

টিফি বলিল, "আমার মত—তিনি উইল করেননি।"

বিস্ময়জনক হইলেও পরিণামে দেখা গেল, কোনও উইল নাই। এমন কি, উইল করিবার চেষ্টাও তিনি কোন দিন করেন নাই। তাঁহার বৈষয়িক ব্যাপারেও শৃঙ্খলার অভাব দেখা গেল। তিনি কত টাকা ঋণ করিয়াছেন, কত ব্যয় করিয়াছেন বা কি পরিমাণ তাঁহার সঞ্চয়, তাহার কোনও সুস্পষ্ট হিসাব নাই। বরং দেখা গেল, আয় অপেক্ষা তিনি বরাবরই বেশী ব্যয় করিয়া আসিয়াছেন। আয়ও তাঁহার অধিক ছিল না।

তাঁহার আসবাবপত্র নীলামে চড়িল, নরউডের খাজনা-করা বাড়ীও বিক্রয় হইয়া গেল। ঋণ-শোধের পর দেখা গেল, এক হাজার পাউণ্ডের অধিক তাঁহার অংশে থাকিবে না।

মিঃ স্পেন্‌লোর মৃত্যুর ছয় সপ্তাহের মধ্যে এই সব ব্যবস্থা হইয়া গেল। আমি মিস্ মিলসএর নিকট হইতে সংবাদ পাইতেছিলাম। ডোরা এখনও শোকাচ্ছন্ন রহিয়াছে। তাহার মুখে শুধু একটিমাত্র কথা "বেচারী বাবা আমার!"

ডোরার দুই জন চিরকুমারী পিসীমা আছেন। এত দিন মিঃ স্পেন্‌লোর সহিত তাঁহাদের বনিবনাও ছিল না। এখন তাঁহারা ডোরাকে পুটনীতে তাহাকে লইয়া যাইতেছেন। ডোরাও তাঁহাদের সহিত যাইতে প্রস্তুত।

মিস্ মিল্‌সও ডোরার সহিত সেখানে কিছু দিন থাকিবে।

আমি প্রায়ই ডোরার সংবাদ মিস্ মিল্‌সের পত্রে পাইতে লাগিলাম। উহাতেই আমি কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিলাম।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

আমাকে দীর্ঘকাল মর্ম্মাহত অবস্থায় থাকিতে দেখিয়া পিতামহী প্রস্তাব করিলেন যে, আমি ডোভারে গিয়া আমাদের যে বাড়ীটা ভাড়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা ভাল অবস্থায় আছে কি না, তাহা যেন আমি দেখিয়া আসি। যিনি বাড়ীটা ভাড়া লইয়াছেন, আরও বেশী দিন যদি তিনি উহা ভাড়া লয়েন, তাহারও যেন ব্যবস্থা করিয়া আসি। জেনেট ইদানীং মিসেস্ ষ্ট্রংএর কাছে কাজ পাইয়াছিল। পিতামহী তাহাকে ঐ কাজ করিয়া দিয়াছিলেন। সেখানে আমি প্রত্যহ তাহাকে দেখিতাম।

মিস্ মিল্‌সের সংস্রব ত্যাগ করিয়া যাওয়া আমার পক্ষে তখন কষ্টকর হইলেও পিতামহীর আদেশ আমি পালন করিতে প্রস্তুত হইলাম। আমি আগনেসের কাছে কয়েক

দিন শান্তিতে থাকিতে পাইব, ইহা মনে করিয়াই ঠাকুরমা আমাকে যে পাঠাইতেছেন, তাহা আমি বুঝিলাম।

ডাক্তারের কাছে আমি তিন দিন ছুটী লইলাম। তিনি স্বতঃপরবশ হইয়া আরও কয়েক দিন বেশী ছুটী দিতে চাহিলেন, কিন্তু আমি তাহাতে রাজি হইলাম না।

কমন্স এ কাজ তখন ভাল চলিতেছিল না। কাজেই কয় দিনের ছুটীতে কিছু পরিবর্তন হইবে না ভাবিয়া আমিও ডোভার অভিমুখে চলিলাম।

বাড়ীর ভাড়াটিয়া ঠাকুরমার মতই গর্দ্দভকুলকে তৃণক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়া দিতেছেন, বাড়ীও ভাল ভাবে রাখিয়াছেন, দেখিলাম। সেখানকার কাজকর্ম্ম সারিয়া এক রাত্রি তথায় বাস করিলাম। ঠাকুরমাকে সব কথা লিখিয়া দিয়া আমি ক্যাণ্টারবেরিতে চলিলাম। সেই পুরাতন পথ, পুরাতন দৃশ্য চোখে পড়িল। বাল্যকালে দৃষ্ট দৃশ্যের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তনই হয় নাই, সবই তেমনই আছে। শুধু আমি নিজেই বদলাইয়া গিয়াছি।

মিঃ উইক্‌ফিল্ডের বাড়ী পৌছিয়া দেখিলাম, যে ঘরে উড়িয়া হিপ বসিয়া কাজ করিত, মিঃ মিক্‌বার নিম্নতলের সেই ঘরে বসিয়া কলম চালাইতেছেন। তিনি আইন-ব্যবসায়ীর কালো পোষাক পরিয়া রহিয়াছেন।

আমাকে দেখিয়া মিঃ মিক্‌বার খুব আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু একটু যেন কুণ্ঠিত হইলেন বলিয়া মনে হইল। তখনই তিনি আমাকে উড়িয়া হিপের কাছে লইয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু আমি তাহাতে সম্মত হইলাম না।

আমি বলিলাম, "এ বাড়ীর সবই আমার নখদর্পণে আছে। আমি নিজেই চিনে যেতে পারব। আইন কেমন লাগছে, মিঃ মি বার?"

"প্রিয় কপারফিল্ড, যাদের কল্পনা-শক্তির দৌড় বেশী, তাদের কাছে আইনের মার-পেঁচ তত সুবিধার নয়। চিঠিপত্র লিখ্‌বার সময় কল্পনাকে সংযত ক'রে রাখ্‌তে হয়। তবু জিনিষটা মন্দ নয়।"

তিনি তার পর জানাইলেন যে, উড়িয়া হিপ যে বাড়ীতে পূর্ব্বে থাকিত, এখন তিনি সেই বাড়ী ভাড়া লইয়াছেন। মিসেস্ মিক্‌বার আমাকে সে বাড়ীতে অভ্যর্থনা করিবার সুযোগ পাইলে কৃতার্থ হইবেন।

মিঃ মিক্‌বার বলিলেন, "বন্ধু হিপের প্রিয় উক্তির পুনরুচ্চারণ ক'রে বল্‌ছি, বাড়ীটা সামান্য বটে, কিন্তু ছোট থেকে বড় হওয়া যায়, তার সুযোগ আছে।"

আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তাঁহার বন্ধু হিপের ব্যবহারে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারিয়াছেন ত? উত্তর দিবার পূর্ব্বে তিনি অগ্রে ভাল করিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিলেন। তার পর অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "প্রিয় কপারফিল্ড, যাদের সর্ব্বদা অর্থের টানাটানি সহ্য করতে হয়, তাদের অনেক অসুবিধা। সে অসুবিধা অবশ্য যায়নি।"

আমি বলিলাম, "টাকার ব্যাপারে লোকটা মুক্তহস্ত নয়, তা আমি জানি।"

একটু চাপা গলায় তিনি বলিলেন, "আমি বন্ধু হিপের যে পরিচয় পেয়েছি, তাই বল্‌ছি।"

"যাক্, আপনার পক্ষে সুবিধাজনক হয়ে থাকে, তাতেই আমি খুসী।"

"কপারফিল্ড, তোমার এ কথায় আমি খুসী হলুম।"

কথার মোড় ফিরাইয়া বলিলাম, "মিঃ উইক্‌ফিল্ডের সঙ্গে আপনার বেশী দেখা হয়?"

"না, তা হয় না। তাঁর উদ্দেশ্য খুব ভাল, কিন্তু বড় দুর্লভ-দর্শন হয়ে পড়েছেন।"

আমি বলিলাম, "তাঁর ভাগীদারই তাঁকে এ অবস্থায় এনেছে।"

মিঃ মিক্‌বার বলিলেন, "আমি একটা কথা বল্‌তে চাই এখানে আমার চাকরী হচ্ছে, আমি বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী। এ ফার্ম্মের সম্বন্ধে কোন কথা আমি মিসেস্ মিক্‌বারের সঙ্গে আলোচনা করতেও পারি না। সুতরাং এখানকার বিষয় আমার বহুদিনের পুরাতন বন্ধুর সঙ্গেও আলোচনা করা আমার উচিত নয়। সুতরাং আমার প্রিয় বন্ধু আমার অবস্থা বুঝে আমার অপরাধ নেবেন না।"

বুঝিলাম, মিক্‌বার এ কার্য্যের ভার লইয়া বড়ই বিপদে পড়িয়াছেন। কাজেই তাঁহার কথায় আমি অসন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। সে কথা আমি বলায় মিঃ মিক্‌বার অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। উভয়ে পুনরায় করকম্পন করিলাম।

"কপারফিল্ড, মিস্ উইকফিল্ডের সম্বন্ধে আমার ভারী উচ্চধারণা। তিনি অতি উচ্চদরের মহিলা, কথাবার্ত্তা, চাল-চলন এবং ব্যবহারে সকল বিষয়েই তিনি মহীয়সী মহিলা। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি।"

আমি বলিলাম, "এ কথা শুনে আমি ভারী খুসী হলুম।"

"কপারফিল্ড, তুমি আমাদের বিদায়ের দিনে বলেছিলে, 'ডি' অক্ষরটি তোমার বড় প্রিয়। তা যদি না বল্‌তে, আমি আজ বল্‌তাম, 'এ' অক্ষরটি তোমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়।"

মিঃ মিক্‌বারের নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় আমি বুঝিলাম যে, তাঁহার সহিত এত দিন আমার যে অসঙ্কোচ আলাপ-ব্যবহার ছিল, তাহার মাঝে একটা ব্যবধান আসিয়াছে।

আগ্‌নেসের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সে সহসা মুখ তুলিয়া চাহিল। আমাকে দেখিয়াই তাহার মুখে আনন্দের বিমল দীপ্তি বিকশিত হইয়া উঠিল।

আসন গ্রহণ করিয়া আমি বলিলাম, "আগ্‌নেস, সম্প্রতি তোমার অভাব এমন তীব্রভাবে অনুভব করেছি!"

সে বলিল, "বটে! এত শীঘ্র?"

আমি বলিলাম, "আগ্‌নেস, কি ক'রে কি হ'ল, তা আমি জানিনে। আগে এখানে যখন ছিলুম, পরামর্শের দরকার

হলেই তোমার কাছে উপদেশ পাবার জন্ম ছুটে আস্তেম। এখন আমার সে অভাব বড় তীব্র হয়ে উঠেছে।”

আগ্নেস প্রফুল্লভাবে বলিল, “ব্যাপার কি?”

“তা জানি না। তবে তোমার কাছে এলেই মনে হয়, আমি যেন পরমাশ্রয় লাভ করেছি। যখনই কোন বিপদে পড়ি, তোমার কাছে এলে তা লঘু হয়ে যায়। এইমাত্র এই ঘরে এসে, তোমার সান্নিধ্য পেয়ে আমার মনে হচ্ছে, আর আমার কোন চিন্তা নেই। কেন এমন হয়, আগ্নেস, কি মন্ত্র তুমি জান?”

সে নতমস্তকে অগ্নিকুণ্ডের দিকে চাহিয়া রহিল।

“সেই পুরানো গল্প। তুমি হেস না, আগ্নেস। এখানে এসেই মনে হচ্ছে, শ্রান্ত-ক্লান্ত-দেহে যেন আমি বাড়ী ফিরে এসেছি—পরিশ্রান্ত পথিক এখানে এসে যেন শান্তিলাভ করেছে।”

বলিতে বলিতে আমার নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল। আগনেসের পার্শ্বে আসিয়া সত্যই আমার এমন শান্তিবোধ হইল।

সে তার পর কথায় কথায় আমার সমস্ত ব্যাপার জানিয়া লইল। তাহার সহিত সাক্ষাতের পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, আমি সবই তাহাকে বলিলাম।

আমি বলিলাম, “সব কথাই তোমাকে বলেছি। আর কিছু বাকি নেই। বিশ্বাস ও নির্ভরতা তোমার উপরেই রইল।”

মধুর হাসিয়া আগনেস্ বলিল, “কিন্তু আমার উপর বিশ্বাস বা নির্ভরতা চাপালে ত হবে না। অন্যের উপর ওটার দরকার।”

আমি বলিলাম, “কার—ডোরার?”

“নিশ্চয়।”

আমি তাহাকে তখন ডোরার কথা সব খুলিয়া বলিলাম। দারিদ্র্যের কথা উল্লেখ করিয়া ডোরাকে সব বুঝাইয়া দিবার পরিণাম কি দাঁড়াইয়াছিল, তাহাও আগনেস্‌কে জানাইলাম।

প্রশান্ত হাস্যসহকারে সে বলিল, “ট্রটউড্, সেই পুরানো স্বভাব তোমার এক রকমই আছে। তুমি তার মত অনভিজ্ঞ ছোট মেয়ের কাছে তোমার জীবন-সংগ্রামের কথা না ব'লে চেপে রাখাই উচিত ছিল। আহা বেচারা ডোরা!”

আগনেসের কণ্ঠে কি দরদ, কি সহানুভূতি, কি অপরিসীম স্নেহ ফুটিয়া উঠিল! এ জন্য আমার মন কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইল।

আমি বলিলাম, “তা হ'লে আমার কি করা উচিত, আগনেস্?”

আগনেস্ বলিল, “দু'জন মহিলার কাছে তোমার খোলাখুলি চিঠি লেখাই উচিত। তাই সঙ্গত ও সম্মানজনক পথ। কেমন নয় কি?”

“হাঁ, তুমি যদি বল, তবে নিশ্চয়ই তাই।”

“আমার এ সব বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা বা দূরদর্শিতা নেই। তবে আমার মনে হয় যে, গোপনে কোন কাজ করা তোমার উপযুক্ত নয়।”

“আমার উপযুক্ত নয়, এ কথা ব'লে তুমি আমায় বাড়িয়ে দিচ্ছ।”

“তোমার প্রকৃতি যেমন সরল, তাতে তাই তোমার উপযুক্ত। এখন আমি ইচ্ছা করি, সেই দু'জন মহিলার কাছে, সব কথা খুলে লিখে দিতে হবে। সরল ভাষায় স্পষ্ট ক'রে সব কথা তাদের জানাতে হবে। মাঝে মাঝে দেখা করবার অনুমতি চেয়ে নিতে হবে। তুমি এখন ছেলেমানুষ, জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা করছ, সুতরাং তাঁরা যে সকল সর্ত্ত করবেন, তা মেনে তোমায় চলতে হবে। আমি তাঁদের কাছে এই অনুরোধ করতে বলি যে, ডোরাকে না জানিয়ে তাঁরা তোমার অনুরোধ যেন অগ্রাহ্য না করেন। তার পর যখন সুবিধা মনে করবেন, ডোরার সঙ্গে তাঁরা এ বিষয়ে আলোচনা যেন করেন।”

আমি বলিলাম, “ডোরার পিসীমারা যদি তাকে বেশী ভয় দেখান। আর ভয়ে যদি ডোরা আমায় কোন কথা না বলে, আগনেস্?”

তেমনই মধুর ভাবে আগনেস্ বলিল, “তা কি সম্ভবপর?”

আমি বলিলাম, “ডোরা যে রকম সহজে ভয় পায়, তা কি সম্ভব নয়? আর দু'জন চিরকুমারী বৃদ্ধা, তাঁরা হয় ত যে ভাবে বলা উচিত, তা বলবেনও না।”

আগনেস্ তাহার নয়নের কোমল দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, “আমি তা মনে করি নে, ট্রটউড। আমি হ'লে বিবেচনা ক'রে দেখি। কি করা উচিত, তা আগে ভেবে দেখে তবে কাজ করতে হয়। উচিত মনে হ'লে আমি কাজ করি।”

আর আমার কোনও সন্দেহ রহিল না। আমার হইতে তখন ভার যেন নামিয়া গেল। আগনেসের নির্দ্দেশমতে আমি পত্র লিখিলাম। আগনেস্ তাহার ডেস্ক ছাড়িয়া দিল। কিন্তু চিঠি লিখিবার পূর্ব্বে আমি মিঃ উইকৃফিল্ড ও উড়িয়া হিপের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য নীচে নামিয়া গেলাম।

আমি উড়িয়া হিপের ঘরে গেলাম। সে আমায় যেমন ভাবে অভ্যর্থনা করিতে অভ্যস্ত, সেই ভাবেই অভ্যর্থনা করিল। মিঃ মিক্‌বারের নিকট হইতে আমার আগমন সংবাদ যে সে পূর্ব্বে পাইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিল না। অবশ্য তাহার এ ভাব আমি বিশ্বাস করিলাম না। মিঃ উইকৃফিল্ডের ঘরে সে আমার সহিত গমন করিল।

মিঃ উইকৃফিল্ড আমাকে বলিলেন, “ট্রটউড, যে ক'দিন ক্যাণ্টারবেরিতে থাক্‌বে, নিশ্চয় আমাদের কাছে থাক্‌বে?” সঙ্গে সঙ্গে তিনি উড়িয়া হিপের দিকে চাহিলেন।

আমি বলিলাম, “এখানে থাকবার ঘর আছে ত?”

উড়িয়া হিপ বলিল, "আপনার আগের ঘরই আছে, যদি ...ন ত সেই ঘরটাই মাষ্টার—না, না, মিষ্টার কপার-ন্ডকে ছেড়ে দেব।"

উইক্‌ফিল্ড বলিলেন, "না, না, অসুবিধা ক'রে ঘর ড়ে দেবার তোমার প্রয়োজন নেই। আরও ঘর আছে, য ঘর আছে।"

উড়িয়া বলিল, "কিন্তু আপনি ত জানেন, আমি নিজেই ঘর ছেড়ে দিতে আনন্দবোধ করব।"

আমি বাদানুবাদ বন্ধ করিবার জন্য বলিলাম যে, অন্য রই আমি থাকিব, নহিলে আমার ঘরেরই প্রয়োজন নাই। ই কথা বলিয়া আমি আবার উপরে উঠিয়া গেলাম।

ভাবিয়াছিলাম, সেখানে আগনেস্ ব্যতীত আর কেহ কিবে না। কিন্তু উড়িয়ার মাতা অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসিয়া লাই-কার্য্যে নিরত রহিয়াছে দেখিলাম। বাতের কষ্ট গুনের উত্তাপে কম থাকিবে, এই অছিলায় সে তথায় সিয়াছে।

আমি তাহাকে লৌকিক শিষ্টাচার দেখাইবার জন্য ভিবাদন করিলাম। সে আমাকে যথেষ্ট বিনয় সহকারে ভিবাদন করিয়া বলিল যে, "আমার গর্ব্ব করবার আর কিছু নেই, শুধু উড়িয়াকে ভালভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ রতে দেখতে পেলেই আমি ধন্য হয়ে যাব। আমার ড়িয়াকে কেমন দেখলেন, মশাই?"

যদিও তাহাকে পূর্ব্বের তুলনায় পাকা শয়তানই দেখিতেছি, কিন্তু মুখে বলিলাম যে, তাহার কোন পরিবর্ত্তন য় নাই।

"কোন পরিবর্ত্তন দেখছেন না? এ বিষয়ে আপনার ঙ্গে আমি একমত হ'তে পারলাম না। সে আরও রোগা য়ে গেছে দেখেন নি?"

আমি বলিলাম, "তেমন বিশেষ রোগা কোথায়?"

"আপনি ত মায়ের চোখ দিয়ে দেখেন নি, তাই ধরতে পারেন নি।"

তাহার মাতার চোখের দৃষ্টিতে শয়তানের ছাপ আছে। সে আমার দিকে চাহিবার পর আগনেসের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল, "মিস্ উইক্‌ফিল্ড, আপনি কি লক্ষ্য করেন নি, আগের চেয়ে রোগা হয়ে গেছে?"

আপনার কাজ করিতে করিতে আগ্‌নেস্ বলিল, "না। আপনি অতিমাত্রায় ওর সম্বন্ধে ব্যস্ত বলেই ও রকম ভাবেন। কিন্তু সে ভালই আছে।"

মিসেস্ হিপ্ বিনা বাক্যব্যয়ে নিজের কাজে মন দিল।

এক মুহূর্ত্তের জন্যও সে স্থান ত্যাগ করিল না। ডিনারের তখনও তিন চারি ঘণ্টা বাকি ছিল। সে সমানভাবে অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসিয়া রহিল। অগ্নিকুণ্ডের অপর পার্শ্বে ডেস্কের কাছে আমি বসিলাম। আমার অনতিদূরে আগ্‌নেস্। মিসেস্ হিপ পুনঃ পুনঃ মুখ তুলিয়া আমাদের উভয়কে দেখিতেছিল। আমি চিঠি লিখিতে লাগিলাম।

আহারের সময় সে আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। আহার-শেষে তাহার পুত্র আসিয়া চৌকি দিতে লাগিল। মিঃ উইক্‌ফিল্ড ও আমি যখন ঘরে রহিলাম, তখনও উড়িয়া হিপ আশে-পাশে ঘুরিতে লাগিল। আগনেস যখন গান করিল, তখন উড়িয়া-মাতা আগনেসকে জানাইল, তাহার পুত্র আগনেসের গান শুনিয়া মুগ্ধ।

এইরূপ ভাবে শয়নকাল পর্য্যন্ত গোয়েন্দাগিরি চলিল। মাতা-পুত্র দুইটি বাদুড়ের মত সমস্ত বাড়ীটার চারিদিকে ঝুলিয়া ঝুলিয়া বেড়াইতেছিল। তাহাদের কুৎসিত আকৃতি সমস্ত বাড়ীর বাতাসকে যেন ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সমস্ত রাত্রি এই বিষয় চিন্তা করিয়া আমার নিদ্রা হইল না। পরদিবসও এই ভাবে গোয়েন্দাকার্য্য চলিতে লাগিল।

দশ মিনিটের মধ্যে আগনেসের সঙ্গে একটি কথা বলার নির্জ্জন অবকাশ মিলিল না। তাহাকে পত্রখানা দেখাইবারই সুযোগ পাইলাম না। অবশেষে আমি আগনেস্‌কে বেড়াইতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলাম। কিন্তু উড়িয়ার মাতা ক্রমাগত বলিতে লাগিল, তাহার অসুখ বাড়িয়াছে, কাজেই আগনেস্ দয়াপরবশ হইয়া বাড়ীতেই রহিয়া গেল। প্রদোষকালে আমি বাহির হইয়া পড়িলাম। উড়িয়া হিপ আমার কাছে যে গোপন-কথা বলিয়াছিল, তাহা আগনেস্‌কে জানাইব কি না, ইহা ভাবিয়া আমি স্থির করিতে পারিলাম না।

খানিক দূর গিয়াছি, এমন সময় কে আমার নাম ধরিয়া ডাকিল। আমি দাঁড়াইয়া পড়িলাম। দেখিলাম, উড়িয়া হিপ আসিতেছে।

আমি বলিলাম, "কি?"

সে বলিল, "আপনি কি জোরেই চলেন! আমার পা খুব লম্বা বটে, কিন্তু আপনি আমাকে হারিয়েছেন।"

বলিলাম, "তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

"আমি আপনার সঙ্গেই বেড়াতে যাচ্ছি।"

আমি যথাসাধ্য ভদ্রভাবে বলিলাম, "উড়িয়া!"

সে বলিল, "মাষ্টার কপারফিল্ড!"

"দেখ, একটা কথা সোজাভাবে বলি, রাগ করো না, আমি সঙ্গের উপদ্রবে এখন একটু একা বেড়াতে চাই।"

সে অপাঙ্গে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আপনি মার কথা বলছেন?"

"হাঁ, তাই বলছি।"

"কিন্তু আপনি ত জানেন, আমরা অতি হীন লোক। আমাদের সেই হীনতার জন্য আমরা চেষ্টা করি—যাতে আমরা কোণঠেসা না হয়ে পড়ি। প্রেমের ব্যাপারে সব রকম কৌশলই যুক্তিসঙ্গত।"

খানিক আমার দিকে চাহিয়া সে আবার বলিল, "আপনি বড় সাংঘাতিক প্রতিদ্বন্দ্বী, মাষ্টার কপারফিল্ড। বরাবরই আপনি তাই, তা ত জানেন।"

আমি বলিলাম, "তুমি আমার জন্য মিস্ উইক্‌ফিল্ডের উপর গোয়েন্দাগিরি চালিয়ে তাঁর জীবন দুর্ব্বহ ক'রে তুলছ? তাঁর বাড়ীতে থেকে শান্তি নেই, সেই ব্যবস্থা করছ?"

"মাষ্টার কপারফিল্ড, কথাগুলো বড় কঠোর!"

"আমার কথা যেমনই হোক্, আমি যা বলছি, তার মানে তোমার কাছে অস্পষ্ট নয়—তা তুমি ভাল ক'রেই জান।"

"না, না!—আপনি স্পষ্ট ক'রে বলুন, আমি বুঝতে পারছি না।"

আমি আগনেসের কথা মনে করিয়া বেশ ধীরভাবে বলিলাম, "তুমি কি মনে করেছ, আমি মিস্ উইক্‌ফিল্ডকে আমার প্রিয় ভগিনী ছাড়া অন্যভাবে দেখে থাকি?"

"এ কথার উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই। হয় ত আপনার মনে সে ভাব নেই। কিন্তু হ'তে ত পারে।"

আমি বলিলাম, "তবে শোন! মিস্ উইক্‌ফিল্ডের জন্যই বলছি—"

সে বলিয়া উঠিল, "আমার আগনেস্! মাষ্টার কপারফিল্ড, আপনি তাকে আগনেস্ ব'লে বলুন।"

আমি বলিলাম, "আমার যা বলা উচিত, তোমাকে বলছি, জ্যাক্ কেচ্!"

"কার কথা বলছেন?"

"সেই জল্লাদের কথা বলছি। শোন, আমি অন্য যুবতীর সঙ্গে বাগ্‌দানে আবদ্ধ। এতে তুমি নিশ্চয় খুসী হবে।"

উড়িয়া বলিল, "সত্য বলছেন?"

তার পর আমায় বলিবার অবকাশ না দিয়াই সে বলিল, "আপনার কাছে আমি যখন বিশ্বাস ক'রে আমার মনের কথা বলেছিলাম, তখন যদি এ কথা আমায় জানাতেন, তা' হ'লে আমি কখনও আপনাকে অবিশ্বাস করতাম না। এখন আমি মাকে সারিয়ে নেব। স্নেহবশে মা যা করেছেন, তার জন্য আপনি অপরাধ নেবেন না। আপনি আমাকে গোড়া থেকেই পছন্দ করেননি, কিন্তু আমি বরাবরই আপনাকে ভালবেসেছি!"

আমি বলিলাম, "দেখ, এ বিষয়ের আলোচনা শেষ করবার আগে আমি তোমাকে একটা কথা ব'লে রাখি। আমার বিশ্বাস, আগনেস্ উইক্‌ফিল্ড তোমার চেয়ে অনেক উচ্চে অবস্থিত। তুমি বামন, আর তিনি চাঁদ!"

উড়িয়া তাহার পিতামাতার হীনতাময় জীবনকথা বলিয়া চলিল। নম্রভাবে থাকাই তাহার পিতার জীবনের আদর্শ ছিল। সে তাহাই করিয়া আসিয়াছে। যাহারা বড় হইতে চাহে, তাহাদের নম্রভাবে থাকাই কর্ত্তব্য। এই সকল কথা বিবৃত করিয়া সে বলিল, "আমি ভারী হীন, এখনও তাই। কিন্তু আমার কিছু ক্ষমতা আছে।"

আমি চন্দ্রালোকে তাহার মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিলাম, সে তাহার শক্তি প্রয়োগ করিয়া বড় হইতে চাহে এবং তাহা করিবেই। আমি তাহাকে ইতর, নীচ, কৌশলী বলিয়া জানিতাম, কিন্তু সে যে কিরূপ ভীষণ শয়তান এবং এত দিন নম্রতার আবরণে প্রতিশোধ লইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাহা বুঝি নাই। এখন বুঝিলাম।

আমি তার পর তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া একা বেড়াইয়া বাসায় ফিরিলাম। আহারের সময় সে যে ভাবে আগনেসের দিকে চাহিল, তাহাতে আমার এমন মনে হইয়াছিল যে, তাহাকে প্রহার করিয়া মাটীতে ফেলিয়া দেই।

আমরা তিন জন পুরুষ যখন ঘরে রহিলাম—মেয়েরা চলিয়া গেল—তখন দেখিলাম, হিপ বেশী পরিমাণ সুরা পান করিল না। আমি গতকল্য লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, সে মিঃ উইক্‌ফিল্ডকে অধিক পরিমাণে সুরাপানে উত্তেজিত করিয়াছিল। আগনেস্ গতকল্য গৃহত্যাগকালে দৃষ্টি দ্বারা এমন ইঙ্গিত করিয়াছিল, যেন আমি এক গ্লাসের অধিক সুরাপান না করি। তার পরই তাহার অনুবর্ত্তী হইবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিল। আজও আমি সেইরূপই করিতাম, কিন্তু উড়িয়া আমার অপেক্ষা চতুর।

সে বলিল, "আমাদের এই অতিথি এখানে ত আসেন না, স্যার, তাই আমি প্রস্তাব করছি, আরও দুই তিন গ্লাস সুরা এঁর উদ্দেশে পান করা যাক্, অবশ্য আপনি যদি আপত্তি না করেন। মিঃ কপারফিল্ড, আপনার স্বাস্থ্য ও সুখের জন্য।"

আমি বাধ্য হইয়া গ্লাস হাত বাড়াইয়া লইলাম।

উড়িয়া তার পর বলিল, "আসুন ভাগীদার, আপনিও কপারফিল্ডের জন্য কিছু নিন।"

তার পর একে একে আমার পিতামহী, মিঃ ডিক, কমন্স প্রভৃতির কল্যাণে পান চলিল। নানা অজুহতে পান চলিতে লাগিল।

তার পর উড়িয়া বলিল, "আগনেস্ উইক্‌ফিল্ডের কল্যাণ কামনায় পান করুন। তাঁর মত নারী আমি দেখিনি। তাঁকে আমি পূজা করি। তাঁর পিতা হওয়া গর্ব্বের বিষয়, কিন্তু তাঁর স্বামী—"

মিঃ উইক্‌ফিল্ড যেরূপ চীৎকার করিয়া টেবল ত্যাগ করিলেন, সেরূপ মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ আমি শুনি নাই।

উড়িয়া বিবর্ণ মুখে বলিয়া উঠিল, "কি হ'ল আপনার? মিঃ উইক্‌ফিল্ড, আপনি নিশ্চয় পাগল হননি? আমার যদি এমন উচ্চাশা থাকে, আপনার আগনেসকে আমার আগনেস্ ক'রে নেই, তাতে আমার যথেষ্ট অধিকার আছে। অন্য লোকের তুলনায় আমার দাবী বেশী!"

আমি মিঃ উইক্‌ফিল্ডের দেহ বাহুতে আবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে শান্ত হইবার জন্য মিনতি জানাইতে লাগিলাম। তিনি তখন ক্ষেপিয়া গিয়াছেন। চুল টানিয়া আমাকে

ঠেলিয়া দিয়া তিনি কেবল জোর করিয়া আমার বন্ধন ছাড়াইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একটা কথাও তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। তিনি যেন অন্ধের মত হাত-পা ছুঁড়িতে লাগিলেন।

আমি তাঁহাকে মিষ্ট-বচনে শান্ত হইতে বলিলাম। আমি ও আগনেস্ একত্র বড় হইয়াছি, একসঙ্গে তাঁহার কাছে লালিত-পালিত হইয়াছি, আমি আগনেসকে কত স্নেহ করি, সম্মান করি, সে তাঁহার নয়নের মণি—গর্কের সামগ্রী, এই প্রকার নানা কথা বলিয়া তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ হইবার জন্য মিনতি করিতে লাগিলাম।

ক্রমে তাঁহার শক্তি মন্দীভূত হইতে লাগিল। তার পর তিনি আমার দিকে চাহিয়া আমাকে যেন চিনিতে পারিলেন। তিনি অবশেষে কথা কহিলেন, "আমি জানি, ট্রট্উড! আমার প্রাণাধিকা কন্যা ও তুমি কি, তা জানি। কিন্তু ওর দিকে চেয়ে দেখ!"

তিনি উড়িয়াকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন। সে এক কোণে দাঁড়াইয়া স্তম্ভিতভাবে ছিল। যেন মাত্রা ঠিক রাখিতে না পারিয়া সে একটা অপকর্ম্ম করিয়া ফেলিয়াছে।

তিনি বলিলেন, "আমার শাস্তিদাতার দিকে চেয় দেখ। আমি তার কাছে একে একে আমার নাম, সম্ভ্রম, শান্তি, শ্রেয়ঃ-প্রেয়, গৃহসুখ—সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছি।"

উড়িয়া বলিল, "আমি আপনার নাম, সম্মান, সুখ-শান্তি, গৃহ, গৃহসুখ—সব আপনার জন্য বজায় রেখেছি। বোকার মত কথা বল্‌বেন না, মিঃ উইক্‌ফিল্ড। আমি যদি আপনার সহ্য করবার বেশী কথা ব'লে থাকি, আমি সে কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। কোন ক্ষতি ত হয়নি।"

মিঃ উইক্‌ফিল্ড বলিলেন, "আমি সকলের কাজে একটা উদ্দেশ্যই দেখে এসেছি। আমি ওকে স্বার্থের অনুরোধে বেঁধে রেখে সন্তুষ্ট ছিলাম। কিন্তু দেখ, লোকটা কি রকম। দেখ, কি রকম লোক!"

আমার দিকে দীর্ঘ তর্জ্জনী উদ্যত করিয়া উড়িয়া বলিল, "কপারফিল্ড, আপনি যদি পারেন, ওঁর কথা বলা বন্ধ করুন। এখনই এম্‌নি কথা হয় ত ব'লে ফেলবেন, যার জন্য ভবিষ্যতে দুঃখবোধ করতে হবে। আপনিও সে কথা শুনে দুঃখ পাবেন।"

মিঃ উইক্‌ফিল্ড চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আমি যা খুসী, তাই বল্‌ব। তোমার হাতে যদি আমায় থাকতে হয়, তবে জগতের শক্তির দ্বারাই বা চালিত না হব কেন?"

আমাকে পুনরায় সতর্ক করিয়া দিয়া উড়িয়া বলিল, "আমি আপনাকে বল্‌ছি, মনে রাখবেন, আপনি যদি ওঁর কথা বন্ধ না করেন, আপনি কখনো ওঁর বন্ধু নন! মিঃ উইক্‌ফিল্ড, আপনি পৃথিবীর শক্তির অন্তর্গত থাক্‌বেন নাই বা কেন? আপনার একটি কন্যা আছেন ব'লে। আপনিও জানেন, আমিও জানি, আমরা কি জানি না জানি। তাই নয় কি? ঘুমন্ত কুকুরকে ঘুমুতে দেওয়াই উচিত—কে তাকে জাগাতে চায়? আমি ত চাই না। আপনি কি দেখ্‌তে পাচ্ছেন না, আমি কি রকম সামান্য লোক, কত দীনতা আমার? আমি গতিসীমা অতিক্রম ক'রে গেছি, সে জন্য আমি দুঃখিত। আর আপনি কি চান, মশাই?"

হস্তে হস্ত ঘর্ষণ করিয়া মিঃ উইক্‌ফিল্ড বলিলেন, "ট্রট্উড! ট্রট্উড! এ বাড়ীতে তুমি আস্‌বার পর আমি কোথায় নেমে গেছি, দেখেছ! তখন সবে আমার পতন আরম্ভ হয়েছে। দুর্ব্বলতার জন্য আস্কারা দিয়েই আমার সর্ব্বনাশ হ'ল। স্মরণে আস্কারা, বিস্মৃতিতে আস্কারা। আমার কন্যার গর্ভধারিণীর বিয়োগ-শোক স্বাভাবিক হলেও, তা ক্রমশঃ ব্যাধিতে পরিণত হ'ল। কন্যার প্রতি আমার স্বাভাবিক স্নেহ রোগে রূপান্তরিত হয়ে গেল। আমি যা স্পর্শ করেছি, তাতেই ব্যাধির সংক্রমণ ক'রে দিয়েছি। যা প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছি, তার ওপরই দুঃখের বোঝা চাপিয়েছি। আমি জানি, তুমি তা জান। আমি ভেবেছিলাম যে, জগতে শুধু আমি এক জনকে প্রকৃত ভালবাস্‌তে পারি। আর কাউকে না। আমি ভেবেছিলাম, শোক শুধু এক জনের জন্যই আমি করতে পারি, আর কারও জন্য নয়। এতেই আমার জীবনের শিক্ষা বিকৃত আকার ধারণ করেছিল! তারই ফলে আমি দুর্ব্বলচেতা কাপুরুষ হয়ে পড়েছিলাম। দেখ, কেমন ক'রে আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে। এজন্য আমায় ঘৃণা কর, আমার সংস্রব ত্যাগ কর সকলে।"

তিনি ক্লান্তভাবে একখানি আসনে বসিয়া পড়িলেন এবং ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। গৃহকোণ হইতে উড়িয়া বাহির হইল।

মিঃ উইক্‌ফিল্ড পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "আমার এইরূপ মানসিক অবস্থায় আমি যা করেছি, সব বিষয় মনে নেই।" তার পর উড়িয়াকে দেখাইয়া বলিলেন, "ও সব চাইতে ভাল জানে। কারণ, সব সময়েই ও আমার পেছু পেছু ঘুরেছে—কাণে মন্ত্র দিয়েছে। ও আমার গলায় জগদ্দল পাথরের মত ঝুল্‌ছে। আমার বাড়ীতেও আছে, ব্যবসাতেও আছে। সে কথা তুমি নিজের কাণে শুনেছ, ওর মুখেই শুনেছ। এ বিষয়ে আমার বলবার প্রয়োজনই নেই।"

উড়িয়া বলিল, "আপনার এত কথা বলবার কোন দরকারই ছিল না—এর অর্দ্ধেক বলারও প্রয়োজন দেখি না। মদের নেশার ঝোঁকে আজ এত কথা বল্‌ছেন, নইলে বল্‌তেন না। কাল যখন নেশা থাক্‌বে না, তখন ব্যাপারটা ভাল ক'রে বুঝতে পারবেন। আমি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু ব'লে ফেলেছি, তাতে হয়েছে কি? আমি ত তা দাবী করছি না।"

দরজা খুলিয়া গেল। আগ্‌নেস ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার আননে বর্ণানুলেপের অভাব দেখিয়া মনে

ব্যথা জন্মিল। সে তাহার পিতার কণ্ঠদেশ বাহুলতায় আবদ্ধ করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "বাবা, তোমার শরীর ভাল নেই। আমার সঙ্গে এস, বাবা।"

তিনি কন্যার স্কন্ধে মস্তক রক্ষা করিয়া তাহার সহিত কক্ষ ত্যাগ করিলেন। আগনেসের সহিত আমার দৃষ্টি মিলিত হইল—মুহূর্ত্তের জন্য। তাহাতেই আমি বুঝিলাম, সে অনেক কথাই শুনিয়াছে।

উড়িয়া বলিল, "মাষ্টার কপারফিল্ড, উনি এত রাগ করবেন, আগে ভাবিনি। কিন্তু ও সব কিছু না। কাল আবার আমার সঙ্গে ওঁর বন্ধুত্ব হবে। ওঁর তাতে মঙ্গল। আমি ওঁর মঙ্গলের জন্যই উৎকণ্ঠিত।"

আমি তাহার কথায় কোন উত্তর দিলাম না। উপরের তলায় আমার শয়নকক্ষে গমন করিলাম। এই ঘরে আগে আগনেস্ কতবার আসিয়াছে। আজ অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কেহ আসিল না। আমি একখানা বই লইয়া পড়িতে লাগিলাম। ঘড়ীতে ১২টা বাজিল, আমি এখনও পড়িয়া চলিয়াছি; কিন্তু আমি কি পড়িতেছিলাম, তাহা আমি নিজেই জানি না। এমন সময় আগনেস্ আমাকে স্পর্শ করিল।

"ট্রটউড, তুমি খুব ভোরে চ'লে যাবে, তাই এখন বিদায় নিতে এলাম।"

বুঝিলাম, সে বহু অশ্রুপাত করিয়াছে, কিন্তু এখন তাহার আনন প্রশান্ত এবং অপূর্ব্বশ্রীমণ্ডিত!

আমার দিকে কর প্রসারিত করিয়া সে বলিল, "ভগবান্ তোমার কল্যাণ করুন!"

আমি বলিলাম, "প্রাণাধিকা আগনেস! আমি দেখছি, আজ রাত্রিতে তুমি আমায় কোন কথা বল্‌তে দিতে চাও না—কিন্তু কিছুই কি করবার নেই?"

সে বলিল, "শুধু ভগবানের উপর নির্ভর!"

"আমি কি কিছু করতে পারি না? আমি তোমার কাছে নিজের সামান্য দুঃখ নিয়ে এসেছি—আমার দ্বারা কিছু কি হ'তে পারে না?"

সে বলিল, "এবং আমার দুঃখকে তরল ক'রে দিতে চাও? না প্রিয় ট্রটউড্, তা হ'তে পারে না।"

আমি বলিলাম, "প্রাণাধিকা আগনেস্, আমি তোমাকে উপদেশ দেব, এটা আমার ধৃষ্টতা। আমি জানি, সব বিষয়েই তুমি আমার চেয়ে বড়—দৃঢ়তা, মহত্ত্ব, সবতাতেই তুমি বড়। কিন্তু তুমি ত জান, আমি তোমাকে কতখানি ভালবাসি, আমি তোমার কাছে কত ঋণী, তাও জান। আগনেস্, ভ্রান্ত কর্ত্তব্যের প্রেরণায়, তুমি আত্মোৎসর্গ করবে না, বল?"

আমি তাহাকে এত উত্তেজিত হইতে দেখি নাই। কিন্তু তাহা মুহূর্ত্তের জন্য। সে আমার করবন্ধন হইতে তাহার করপল্লব খুলিয়া লইয়া এক পা পিছাইয়া গেল।

"বল আগনেস্, এমন চিন্তা তোমার মনে নেই! আমার ভগিনীর অপেক্ষাও প্রাণাধিকা তুমি! তোমার হৃদয়ের ন্যায় অমূল্য হৃদয় নেই, তোমার ভালবাসার ন্যায় পবিত্র মহামূল্য আর কিছু নেই। এ কথাটা মনে রেখ।"

তাহার আননে অতি মনোহারিণী হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সেই হাসি দেখিয়া আমি বুঝিলাম, তাহার নিজের সম্বন্ধে কোন আশঙ্কা নাই, আমিও যেন তাহার সম্বন্ধে কোনও আশঙ্কা না করি। ভাই বলিয়া সে আমাকে ডাকিয়া বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

আমি যখন গাড়ীর আপিসে গিয়া আসন গ্রহণ করিলাম, তখন অন্ধকার দূরীভূত হয় নাই! সবে উষার উদয় দেখা দিয়াছে, এমন সময় গাড়ী ছাড়িবার উপক্রম করিল। আমি আগ্‌নেসের কথা ভাবিতেছি, এমন সময় দেখিলাম, গাড়ীর পাশে উড়িয়ার মাথা দেখা দিয়াছে।

সে তাহার কর্কশ ভাঙ্গা কণ্ঠে বলিল, "কপারফিল্ড! যাত্রার পূর্ব্বে আপনি জেনে যান, আমাদের মধ্যে আবার সদ্ভাব স্থাপিত হয়েছে। আমি এর মধ্যেই তাঁর ঘরে গিয়েছিলুম। এখন সব সরল হয়ে গেছে। আমি হীন হ'তে পারি, কিন্তু আমি তাঁর কাজে লাগি। যখন নেশার ঝোঁক থাকে না, তখন তিনিও বোঝেন, আমাকে তাঁর কতখানি দরকার। কি চমৎকার ভাল লোক তিনি, মাষ্টার কপারফিল্ড!"

আমি বলিতে বাধ্য হইলাম যে, এ ব্যাপারে আমি খুসী হইয়াছি। সে যে ক্ষমা চাহিয়াছে, তজ্জন্য আমি সন্তুষ্ট।

উড়িয়া বলিল, "মানুষ যখন নত হয়েই থাকে, তখন ক্ষমা চাওয়া তার পক্ষে বড় কথা নয়। ভারী সহজ! মাষ্টার কপারফিল্ড, আপনি কখনো কাঁচা আপেল তুলেছেন—পাকবার আগে তুলেছেন?"

বলিলাম, "বোধ হয় তুলেছি।"

উড়িয়া বলিল, "কাল রাত্রে আমিও তাই ক'রে ফেলেছি। তা হোক্। এখন আমি পাকবার আশায় রইলুম! একটু নজর রাখ্‌লেই হবে। আমি প্রতীক্ষা করতে জানি!"

প্রচুর বিদায়-সম্ভাষণ জানাইয়া উড়িয়া গাড়ী হইতে নামিল। শকট-চালক তখন গাড়ীর উপর উঠিল। উড়িয়া এমনভাবে মুখভঙ্গী করিতেছিল, যেন ইতিমধ্যেই সে পাকা আপেলের স্বাদ গ্রহণ করিতেছে।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সে রাত্রিতে বাকিংহাম ষ্ট্রীটের বাসায় পিতামহীর সহিত গত অধ্যায়ে বর্ণিত পারিবারিক ঘটনার আলোচনা করিতেছিলাম। ঠাকুরমা বিশেষ আগ্রহের সহিত সকল কথা শুনিতেছিলেন। ইহার পর দেখিলাম, ঠাকুরমা দুই বাহু যুক্ত করিয়া কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিয়া বেড়াইতেছেন—প্রায় দুই ঘণ্টাকাল সমভাবেই পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন

যখনই তাঁহার মানসিক স্থৈর্য্য বিচলিত হইত, তিনি এমনই ভাবে পাদচারণা করিয়া বেড়াইতেন। কতখানি তিনি বিচলিত হইয়াছেন, তাহা পরিক্রমণের দীর্ঘতার দ্বারা নির্ণীত হইত। আমি ও মিঃ ডিক্ অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসিয়া লক্ষ্য করিলাম, তিনি ঘড়ীর দোলনযন্ত্রের মত সমান তালে পা ফেলিয়া ঘরের মধ্যে পাদচারণা করিতেছেন।

মিঃ ডিক্ শয্যা গ্রহণ করিলে আমি ও পিতামহী ঘরের মধ্যে রহিলাম। তখন আমি ডোরার দুই পিসীমার কাছে পত্র লিখিতে বসিলাম। পিতামহী এতক্ষণে ক্লান্ত হইয়াছিলেন। তিনি অগ্নিকুণ্ডের ধারে উপবেশন করিলেন। রাত্রিতে তিনি যে পানীয় গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা গ্লাসে ঢালিয়া দিয়াছিলাম। পত্র লিখিতে লিখিতে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলাম, পানীয়পূর্ণ গ্লাস হাতে করিয়া তিনি বসিয়া আছেন।

তার পর তিনি শয়ন করিতে গেলেন। কাজ শেষ করিয়া উঠিতেই দেখিলাম, ঠাকুরমার পানীয়পূর্ণ পাত্র যথাযথভাবেই অগ্নিকুণ্ডের উপরিস্থিত তাকে রহিয়াছে—তিনি উহা স্পর্শও করেন নাই। আমি ঠাকুরমার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া সে কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন, "উঁহু, আজ রাত্রে আমি ওটা খেতে পারছি না।"

পরদিবস প্রভাতে পিতামহী আমার লিখিত পত্রখানি পড়িলেন। ডোরার দুই পরিণতবয়স্কা পিসীর নিকট আমি উহা লিখিয়াছিলাম। পত্র পাঠ করিয়া তিনি উহা অনুমোদন করিলেন। চিঠিখানা ডাকে দিবার পর আমার আর কোন কাজ রহিল না। আমি পত্রের উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

প্রায় এক সপ্তাহ অতীত হইতে চলিল, তখনও উত্তর আসিল না। কিন্তু আমি আশা ত্যাগ করিলাম না। এক দিন ডাক্তারের সহিত কাজ করিবার পর রাত্রিতে ফিরিতেছি, তখন তুষারপাত হইতেছিল।

সকাল হইতে প্রবল শীতের বাতাস বহিতেছিল। অপরাহ্ণে বাতাসের গতিবেগ হ্রাস পাওয়ায় তুষারপাত আরম্ভ হইয়াছিল।

সোজাপথে আমি বাসায় ফিরিতেছিলাম। সেণ্ট মার্টিন লেন দিয়া আমি চলিতেছিলাম। গলির একটা মোড় ফিরিয়াছি, এমন সময় কোণে একটি নারীমূর্ত্তিকে দেখিলাম। সে আমার দিকে চাহিল। তার পরই অপ্রশস্ত গলিপথে অদৃশ্য হইয়া গেল! দেখিবামাত্র সে মুখ পরিচিত মনে হইল। এ মুখ যেন আমি কোথায় দেখিয়াছি। কিন্তু কোথায় দেখিয়াছি, তাহা মনে করিতে পারিলাম না।

সেণ্ট মার্টিন গির্জ্জার সোপানের উপর আর একটি মূর্ত্তি দেখিলাম। বোঝাটা নামাইয়া লোকটা তাহা ঠিক করিয়া লইতেছিল। আমি তাহাকে দেখিলাম, সেও ঠিক একই সময়ে আমাকে দেখিল। দেখিলাম, সে মিঃ পেগটী।

অমনই পূর্ব্বদৃষ্ট নারীমূর্ত্তির কথা মনে হইল। বুঝিলাম, সে নারী অপর কেহ নহে—মার্থা। কিছুকাল পূর্ব্বে এই তরুণীকেই এমিলি অর্থ-সাহায্য করিয়াছিল।

আমরা সাগ্রহে পরস্পর পরস্পরের করকম্পন করিলাম।

দৃঢ়ভাবে আমার কর ধারণ করিয়া মিঃ পেগটী বলিল, "ডেভি, তোমাকে দেখে আমার প্রাণে আনন্দ হ'ল! বেশ দেখা হয়ে গেল!"

আমিও ঐ একই কথা উচ্চারণ করিলাম।

"আমি ভেবেছিলাম যে, আজ রাত্তিরেই তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে খবর জান্‌ব। আমি ইয়ারমাউথে গিয়েছিলুম। সেখানে শুনলাম, তোমার ঠাকুরমা তোমার বাসাতেই আছেন। আজ বেশী রাত হয়েছে ভেবে আজ আর গেলাম না। আমি আবার চ'লে যাবার আগে কাল তোমার সঙ্গে দেখা করব।"

আমি বলিলাম, "আবার যাবে?"

ধীরভাবে মাথা নাড়িয়া সে বলিল, "হাঁ, আমি কাল সকালেই আবার বেরিয়ে পড়ছি।"

আমি প্রশ্ন করিলাম, "এখন তুমি কোথায় যাচ্ছিলে?"

কোটের উপর হইতে তুষারকণাগুলি ঝাড়িয়া ফেলিতে ফেলিতে সে বলিল, "যে কোন একটা জায়গায়।"

গোল্ডেন ক্রশ নামক পান্থশালার আস্তাবলে প্রবেশ করিবার জন্য একটি দরজা গলির মধ্যে অবস্থিত ছিল। সেই পথের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমি মিঃ পেগটীর বাহু ধরিয়া সেই দিকে চলিলাম। একটি ঘর খালি দেখিয়া আমরা তথায় প্রবেশ করিলাম।

তাহাকে কক্ষস্থ আলোকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলাম। মাথার কেশ দীর্ঘতর ও অযত্নবিন্যস্ত দেখিলাম। রৌদ্রতাপে মুখমণ্ডল দগ্ধ হইয়া কালো হইয়া গিয়াছে। মাথার কেশ শুভ্র এবং ললাটের রেখাবলী গাঢ়তর হইয়াছে। সে যে পথে পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, তাহার চিহ্ন মিঃ পেগটীর দেহে বিদ্যমান। কিন্তু তাহার দেহ বেশ বলিষ্ঠই আছে। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সে যে এখন প্রভূত পরিশ্রম করিতে সমর্থ, তাহার ব্যবহারে তাহা বিশেষভাবে প্রকট হইল।

মিঃ পেগটী বলিল, "মাষ্টার ডেভি, আমি কোথায় কোথায় ঘুরেছি, সব তোমাকে বল্‌ছি।"

ঘণ্টাধ্বনি করিয়া ওয়েটারকে কিছু খাদ্য ও পানীয় আনিতে বলিলাম।

মিঃ পেগটী বলিল, "যখন সে এতটুকু মেয়ে ছিল, সে প্রায় সাগরের কথা বল্‌ত। আমি সময় সময় ভাবতাম, তার বাবা সমুদ্রে ডুবে মারা গেছে ব'লে সে বুঝি সাগর ও সাগরতটের কথাই ভাবে।"

আমি বলিলাম, "ছেলেমানুষের কল্পনাবশেই সে অমন ভাবত।"

"সে যখন হারিয়ে গেল, আমি ভেবেছিলাম, সে সমুদ্র পার হয়ে ঐ সকল দেশে নিশ্চয় গেছে। তাই আমি ফ্রান্সে গিয়ে তাঁর খোঁজ নেব স্থির করেছিলাম।"

এমন সময় দরজা খুলিয়া গেল, তুষারকণা মুক্ত দ্বারপথে প্রবেশ করিতে লাগিল। একখানি হাত দরজার কপাট খুলিয়া ধরিল।

"সেখানে গিয়ে আমি আমার ভাগিনেয়ীর খোঁজ করতে লাগলাম। প্রত্যেক সহর ও গ্রামের সরাইখানায় গিয়ে খোঁজ নিতে লাগলাম।"

আমি বলিলাম, "তুমি হাঁটা পথে গিয়েছিলে ?"

"প্রায়ই হাঁটা পথে। কোন কোন সময় গাড়ী চড়েছি। প্রত্যেক হোটেল-সরাই আমি খুঁজে দেখেছি। সব জায়গার লোকই আমাকে স্নেহ দেখিয়েছে, খাবার দিয়েছে। আমি কি জন্য এসেছি, সকলেই তা জেনে ফেলেছিল। সে জন্য সকলেই আমায় দয়া করত।"

দ্বারপথে চাহিয়া দেখিলাম, মার্থা দাঁড়াইয়া আছে। সে আমাদের কথা শুনিতেছিল। তাহার চেহারা বিশ্রী হইয়া গিয়াছে। আমার আশঙ্কা হইতেছিল, পাছে মিঃ পেগটী তাহাকে দেখিয়া ফেলে।

"অনেক সময় গেরস্থ বাড়ীর ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আমার কোলে বসিয়েছি। মনে হয়েছে, এই শিশুরা বুঝি আমার এমিলির সন্তান।"

অসহ্য শোকে বিমূঢ় হইয়া সে ফুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আমি কম্পিত হস্ত তাহার বাহুর উপর রক্ষা করিলাম। সে বলিল, "ধন্যবাদ, ও সব লক্ষ্য করো না, মাষ্টার ডেভি।"

তাহার হাত সরাইয়া লইয়া সে বক্ষোদেশে স্থাপন করিল। তার পর বলিয়া চলিল, "তার পর আমি ইটালীতে গেলাম। সেখানকার লোকরাও আমাকে যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাতে লাগলেন। আমি সহরে সহরে ঘুরে বেড়াতাম, কিন্তু খবর পেলাম যে, সুইস্ পাহাড়ের দিকে তারা না কি আছে। তার সেই চাকরটাও সঙ্গে আছে, খবর পেলাম। আমি পর্ব্বতের দিকে গেলাম। দিনরাত হেঁটে পাহাড়ে পৌছুলুম। যেখানে তারা আছে ব'লে খবর পেলাম, তার কাছে এসে ভাবলাম, তাকে দেখে আমি কি করব ?"

যে মূর্ত্তি দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল, সে আমাকে করযোড়ে নীরবে জানাইল, আমি যেন বাধা না দেই।

মিঃ পেগটী বলিয়া চলিল, "তার ওপর আমার সন্দেহ ছিল না। একটুও না। একবার সে আমায় দেখলে, একবার আমার গলার স্বর শুনতে পেলে, সে যদি রাজার স্ত্রীও হয়ে থাকে, তখনি ছুটে এসে আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে, এ আমি জানতুম। অনেক সময় রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতাম, সে যেন ডাক ছেড়ে বলছে—'মামা!' দেখতাম, সে আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছে। অনেক সময় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি দেখতাম, আমি যেন তাকে হাত ধ'রে তুলে, তার কাণে কাণে বলছি, 'প্রাণাধিকা এমিলি, আমি তোমাকে ক্ষমা ক'রে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি'।"

মিঃ পেগটী থামিল, মাথা আন্দোলিত করিল, তার পর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিয়া চলিল, "সে আমার কেউ নয়। এমিলিই আমার সর্ব্বস্ব। আমি দেশ থেকে এমিলির জন্য একটা পোষাক এনেছিলাম। আমি জানতাম, তাকে দেখতে পেলেই, সে আমার পাশে এসে দাঁড়াবে—পাহাড়ে পথে হেঁটে যেতেও কুণ্ঠিত হবে না। আমি যেখানে যাব, সে আমার সঙ্গেই যাবে। কিন্তু মাষ্টার ডেভি, তা হলো না। আমি সেখানে পৌছুবার আগেই তারা সেখান থেকে চ'লে গেছে, জানতে পারলাম। কোথায়, তা খবর পাইনি। কেউ বলেছে এখানে, কেউ সেখানে। আমি আবার এখানে ফিরে এসেছি।"

আমি বলিলাম, "সে কত দিন আগের কথা ?"

"বেশী দিন নয়। আমি বাড়ী ফিরে গিয়ে মিসেস্ গমিজকে ঘরের মধ্যে ব'সে থাকতে দেখি।"

মিঃ পেগটী তাহার কোটের পকেট হইতে কতকগুলি কাগজ সযত্নে বাহির করিল। সেগুলি টেবলের উপর রাখিয়া সে বলিল, "এই চিঠিখানা প্রথমে আসে। আমি চ'লে যাবার এক সপ্তাহ পরে। সঙ্গে ৫০ পাউণ্ডের একখানা নোট—আমারই নামে চিঠি। রাত্রিবেলা দরজার নীচে চাপা দেওয়া ছিল। সে তার হাতের লেখা গোপন করবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি।"

তার পর আর একখানা পত্র লইয়া বলিল, "এখানা মিসেস্ গমিজের কাছে আসে, দু-তিন মাস আগে।"

মিঃ পেগটী পত্রখানি আমাকে পড়িতে দিল। আমি পড়িলাম—

"এ চিঠি যখন পাইবে, পড়িবার সময় তোমরা মনে করিবে, ইহা আমার কলঙ্কিত হাতের লেখা! কিন্তু আমার জন্য নহে, মামার কথা মনে করিয়া আমার সম্বন্ধে তোমাদের মনের কঠোরতা এতটুকু হ্রাস করিও। চেষ্টা করিয়া এই হতভাগিনীর সম্বন্ধে একটু অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া এক ছত্র লিখিও, মামা কেমন আছেন! আমার নাম উচ্চারণ করা মহাপাপ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে তিনি আমার সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, তাহা আমাকে জানাইও। আমার অপরাধের জন্য তোমরা বেশী নির্দ্দয় না হইয়া, একটু কোমলভাবে আমার কথা ভাবিও। আমার নাম লইও না, আমি তোমাদের উঁচু মাথা হেঁট করিয়া দিয়াছি। আমার প্রাণের যন্ত্রণার কথা একটু ভাবিয়া দেখিও। আমার মামার কথা আমি জানিবার জন্য পাগল।

"আমার প্রতি তোমরা বিরূপ, তাহা জানি। হওয়াই উচিত। যাঁর স্ত্রী হইবার কথা ছিল, তাঁহার প্রতি আমি ঘোর অন্যায় করিয়াছি। তাঁহাকে বলিলে তিনি দয়াপরবশ

হইয়া আমাকে মামার কথা লিখিয়া জানাইতে পারেন। আমি জানি, তাঁহাকে বলিলেই তিনি তাহা করিবেন। যখন বাতাসের গর্জ্জন শুনি, আমার মনে হয়, তাঁহাকে ও মামাকে দেখিয়া বাতাস ক্রুদ্ধগর্জ্জনে ভগবানের কাছে গিয়া আমার বিরুদ্ধে নালিশ করিতেছে। তাঁহাকে এবং মামাকে বলিও, কাল যদি আমার মৃত্যু হয় (দরকার হইলে আমি মরিতেও প্রস্তুত), আমি সে সময় শুধু তাঁহার ও মামার কল্যাণকামনা করিয়া মরিব—উহাই আমার শেষ কথা হইবে।"

এই পত্রের মধ্যেও পাঁচ পাউণ্ডের একখানা নোট ছিল। পূর্ব্বের নোটের মত এই নোটও কাগজে মোড়া রহিয়াছে। কোথায় উত্তর দিতে হইবে, সে ঠিকানাও পত্রে লেখা আছে।

আমি বলিলাম, "এ পত্রের কি উত্তর দেওয়া হয়েছে?"

মিঃ পেগটী বলিল, "মিসেস্ গমিজ ভাল লেখাপড়া জানে না। তাই হ্যাম্ চিঠি লিখে দিয়েছিল। মিসেস্ গমিজ সেটা নকল ক'রে পাঠিয়ে দেয়। তাতে লেখা ছিল যে, আমি তার সন্ধানে গেছি। আমার বিদায়-বাণীও লিখে দিয়েছিল।"

"ওখানা কি, মিঃ পেগটী? আর একখানা পত্র?"

"না, দশ পাউণ্ডের আর একখানা নোট। ওর ভেতর একখানা চিরকুট আছে। তাতে লেখা আছে, কোন বন্ধুর কাছ হ'তে এসেছে! এটা কিন্তু ডাকে এসেছে। ডাকঘরের ছাপ দেখে আমি তার সন্ধানে যাচ্ছি।"

আমি পড়িয়া দেখিলাম, রাইন নদীর ধারে কোন সহর হইতে আসিয়াছে। সেই দেশের এক জন ব্যবসায়ীর নিকট হইতে একটা নক্সা করিয়া লইয়া মিঃ পেগটী সেখানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "হ্যাম্ কেমন আছে?"

"সে কাজ ক'রে চলেছে। সে সকলকে সাহায্য ক'রে বেড়ায়। কারও কোন কিছু দরকার হ'লে, হ্যাম্ তার সাহায্যের জন্য এগিয়ে যায়। বাইরে সে ভালই আছে। কিন্তু আমার বোন্ বলে, আঘাতটা তার বুকে গভীরভাবে ক্ষত করেছে।"

মিঃ পেগটী পত্রগুলি ভাঁজ করিয়া তাহার পকেটে রাখিল। আমি দেখিলাম, দ্বারপথ হইতে মূর্ত্তি সরিয়া দাঁড়াইল।

মিঃ পেগটী বলিল, "তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, মাষ্টার ডেভি। কাল ভোরেই আমি চ'লে যাব। টাকাগুলো সঙ্গে রেখেছি, দেখা হলেই ফেরৎ দেব।"

সে উঠিয়া দাঁড়াইল। আমার দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "দশ হাজার মাইল হলেও আমি তত দূর যাব। আমি ম'রে না যাওয়া পর্য্যন্ত তার সন্ধানে ফিরব। সেই লোকটাকে তার দেওয়া টাকা ফেরৎ দিতেই হবে। আমি যদি তা পারি, আর এমিলিকে পাই, আমি তৃপ্ত হব। যদি না পাই, সে হয় ত এক দিন জানতে পারবে, তার মামা তার সন্ধানেই দেহত্যাগ করেছে। আমি তাঁকে যত দূর জানি, সে খবর পেয়ে সে নিশ্চয় ঘরে ফিরে আসবে।"

আমরা উভয়ে পান্থশালা হইতে বাহির হইলাম। দেখিলাম, অগ্রে অগ্রে একটি মূর্ত্তি দ্রুত চলিয়া যাইতেছে। আমি মিঃ পেগটীকে কথায় ব্যাপৃত রাখিলাম—মূর্ত্তি অদৃশ্য হইল।

ডোভার রোডের ধারে একটি হোটেলে মিঃ পেগটী রাত্রিতে শয়ন করিবে স্থির করিয়া আসিয়াছে। তাহাকে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার সেতুর ধারে বিদায় দিয়া আমি বাসার দিকে ফিরিলাম। মার্থার সন্ধান করিলাম, কিন্তু আর তাহার দেখা মিলিল না।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

দুই বর্ষীয়সী নারীর নিকট হইতে অবশেষে উত্তর আসিল। নানা ভনিতার পর তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, পত্রে এ সকল বিষয়ের আলোচনা সম্ভবপর নহে। তবে যদি মিঃ কপারফিল্ড অনুগ্রহ করিয়া কোন বিশ্বস্ত বান্ধবসহ তাঁহাদের সহিত কোন এক নির্দ্দিষ্ট দিনে দেখা করেন, তাহা হইলে এ বিষয়ের আলোচনা হইবে। মিঃ কপারফিল্ডও তাঁহাদের নির্দ্দেশমত, তাহার বন্ধু ইনার টেম্পেলের মিঃ টমাস্ ট্রাডেলস্এর সহিত দেখা করিতে যাইবে।

মিস্ জুলিয়া মিলসকে এ সময়ে আমার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাহার পিতা তাহাকে লইয়া ভারতবর্ষে যাত্রা করিতেছেন। এ সংবাদ আমার কাছে আসিবামাত্র আমি মুসড়িয়া পড়িলাম।

যাহা হউক, নির্দ্দিষ্ট দিনে ট্রাডেলস্কে লইয়া আমি পুটনীর অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

ট্রাডেলস্ বলিল, "কপারফিল্ড, আমার এই চুল কিন্তু গোল বাধাবে।"

সত্যই তাহার সজারুর ন্যায় খাড়া চুল কিছুতেই নম্র হইতে চাহিতেছিল না।

ট্রাডেলস্ বলিল যে, এই চুলের জন্য তাহার ভাবী পত্নীর ভগিনীদিগের নিকট তাহাকে অনেক লজ্জা পাইতে হইয়াছিল। তাহারা সর্ব্বদাই তাহার চুল লইয়া হাসাহাসি করিয়া থাকে।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়া আমরা একটু তাজা হইবার জন্য এক দোকানে বসিয়া 'এল্' সুরা পান করিলাম। তার পর কম্পিতপদে মিস্ স্পেন্লোর ভবনে প্রবেশ করিলাম। পরিচারিকা দ্বার খুলিয়া দিল।

বৈঠকখানা-ঘরে দুই কৃষ্ণবসনা মূর্ত্তি বসিয়াছিল। উভয়েই বৃদ্ধা। মিঃ স্পেন্লোর অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা।

দুই জনের মধ্যে এক জন আমাদিগকে বসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। উভয় ভগিনীর মধ্যে বয়সের

৮ বৎসরের পার্থক্য। বয়ঃকনিষ্ঠা অপেক্ষাকৃত আধুনিক বেশে সজ্জিত।

বয়ঃকনিষ্ঠার হাতে আমার চিঠিখানা দেখিলাম। তিনি ট্রাডেল্‌স্‌এর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি মিঃ কপারফিল্ড?"

ট্রাডেল্‌স্‌ আমাকে দেখাইয়া দিল। আমিও সে কথা স্বীকার করিলাম।

জ্যেষ্ঠা বলিলেন, "আমার ছোট বোন লাভিনিয়া আপনাদের সঙ্গে কথা বলবেন। উনি এ সব বিষয় ভাল বোঝেন।"

মিস্‌ লাভিনিয়া বলিলেন, "এ ব্যাপারের পূর্ব্ব-ইতিহাসের আলোচনার প্রয়োজন নেই। আমাদের বেচারা ভ্রাতা ফ্রান্সিসের মৃত্যুতে সে সব ব্যাপারের সম্বন্ধ চুকে গেছে।"

জ্যেষ্ঠা বলিলেন, "ফ্রান্সিস তার নিজের পথে চলেছিল, আমরাও নিজের পথে চলেছিলাম। দুই দলের সুখের জন্য তা দরকার হয়েছিল।"

মিস্‌ লাভিনিয়া বলিলেন, "আমাদের ভাইঝির অবস্থা, আমাদের ভায়ের মৃত্যুতে বদলে গেছে। সুতরাং তার এ বিষয়ে কি মতামত ছিল, তা এখন ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। মিঃ কপারফিল্ড, আপনি এক জন ভদ্রসন্তান, যুবক এবং অনেক সদ্‌গুণ আপনার আছে, এতে আমাদের সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই। আমাদের ভাইঝিকে আপনি ভালবাসেন বা ভালবাসেন ব'লে মনে করেন, এতেও সন্দেহ করা নিরর্থক।"

আমি সোৎসাহে আমার ভালবাসার গভীরতা প্রকাশের চেষ্টা করিলাম।

মিস্‌ লাভিনিয়া বলিলেন, "আপনি আমার ও আমার দিদি ক্লারিসার কাছে অনুমতি চেয়েছেন—আমার ভাইঝির ভাবী স্বামী হবার দাবী নিয়ে এখানে যাওয়া-আসা করতে চান।"

আমরা তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম।

কনিষ্ঠা বলিয়া চলিলেন, "মিঃ কপারফিল্ড, আমরা দুই বোনে এ বিষয়ে বিশেষ চিন্তা ক'রে দেখেছি। আমার ভাইঝিকে পত্রখানা দেখিয়েছি। আমাদের সন্দেহ নেই যে, তাকে আপনি খুব ভালবাসেন।"

আমি আবার উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে আমার ভালবাসার গভীরতা প্রকাশ করিতে যাইতেছিলাম, তিনি বাধা দিয়া বলিলেন, "প্রকৃত ভালবাসা, পরিপুষ্ট প্রেম সহসা আত্মপ্রকাশ করে না। তাহার কণ্ঠস্বর মৃদু। সে সহজভাবে আত্মগোপন ক'রে থাকে। সে প্রতীক্ষা ক'রে থাকে। এই প্রতীক্ষার ফলে একটা জীবনই হয় ত এ জগৎ থেকে স'রে যায়—অন্তরালে থেকে প্রেম-ভালবাসা পরিপক্ব হয়ে ওঠে।"

জ্যেষ্ঠা ভগিনী কনিষ্ঠাকে বলিলেন, "তুমি একবার স্মেলিংসল্‌টটা শুঁকে নাও, বোন।"

দিদির আদেশ পালন করিয়া কনিষ্ঠা আরম্ভ করিলেন, "মিঃ ট্রাডেল্‌স্‌, আপনি শুনুন। এই আবেগ কত দূর প্রকৃত, আমরা তা পরীক্ষা করে দেখতে চাই। তাই আমরা স্থির করেছি, মিঃ কপারফিল্ডকে আমরা আসবার সুযোগ দিতে চাই—"

ট্রাডেল্‌স্‌ আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, "এ অতি সঙ্গত প্রস্তাব।"

আমি বলিয়া উঠিলাম, "নিশ্চয়!"

"কিন্তু আমরা মিঃ কপারফিল্ডের কাছে একটা প্রতিশ্রুতি চাই যে, আমাদের অগোচরে আমাদের ভাইঝির সঙ্গে তাঁর কোন রকম পত্র-ব্যবহার হবে না। যা কিছু হবে, আমাদের সাক্ষাতে, আমাদের জানিয়ে।"

জ্যেষ্ঠা বলিলেন, "আমাদের নয়, শুধু তোমার।"

মিস্‌ লাভিনিয়া বলিলেন, "বেশ, তাই। আমাকে সব জানাতে হবে। এ প্রতিশ্রুতি কোনমতেই ভঙ্গ করা চলবে না। এই জন্যই মিঃ কপারফিল্ডকে লিখেছিলাম, তিনি যেন কোন বিশ্বস্ত বন্ধুকে সঙ্গে ক'রে আনেন। পাছে কোন রকম ভুল বোঝার ব্যাপার না ঘটে, তাই এই ব্যবস্থা। আচ্ছা, আমি পনের মিনিট সময় দিলাম, আপনারা পরামর্শ ক'রে দেখুন। আমরা এখন অন্য ঘরে যাচ্ছি।"

আমি উত্তেজিত-কণ্ঠে বলিলাম যে, পরামর্শ করিয়া দেখা বা বিচার-বিবেচনার কোন প্রয়োজন নাই। আমি এই সর্ত্তে সম্পূর্ণ রাজি। কিন্তু তাঁহারা শুনিলেন না। দুই ভগিনীই আমাদিগকে রাখিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন।

ট্রাডেল্‌স্‌ আমার সাফল্যের জন্য আমাকে অভিনন্দিত করিল।

পনের মিনিট পরে তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন। আমি সর্ত্তপালনের প্রতিশ্রুতি সানন্দে জ্ঞাপন করিলাম।

মিস্‌ লাভিনিয়া বলিলেন, "দিদি, বাকি কাজ তোমার।"

মিস্‌ ক্লারিসা বলিলেন, "প্রতি রবিবার মিঃ কপারফিল্ড আমাদের এখানে ডিনারে যোগ দেবেন। এ জন্য তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে রাখ্‌লাম। আমরা ৩টায় ডিনারে বসি।"

আমি অবনতভাবে সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম।

মিস্‌ ক্লারিসা পুনরায় বলিলেন, "সপ্তাহে এক দিন মিঃ কপারফিল্ড এখানে চা-পান করবেন। সাড়ে ৬টায় আমরা চা-পান করি।"

আমি আবার অভিবাদন করিলাম।

মিস্‌ ক্লারিসা বলিলেন, "তা হ'লে সপ্তাহে দু'দিন আপনি এখানে আসবেন। তার বেশী নয়।"

আমি তাহাও স্বীকার করিয়া লইলাম।

মিস্ ক্লারিসা বলিলেন, "মিস্ ট্রটউড মাঝে মাঝে আমাদের এখানে এলে আমরা খুসী হব। আমরাও যাব। এই রকমে আমাদের আত্মীয়তা যাতে বাড়ে, তা করা উচিত।"

আমি বলিলাম যে, আমার পিতামহী সানন্দে এখানে আসিবেন। যদিও আমি জানিতাম না, ঠাকুরমা প্রকৃত-প্রস্তাবে কি ভাবে এ ব্যাপারটা দেখিবেন।

মিস্ লাভিনিয়া তার পর ট্রাডেলস্কে অপেক্ষা করিতে বলিয়া আমাকে তাঁহার অনুগামী হইতে অনুরোধ করিলেন। আমি স্পন্দিতবক্ষে, কম্পিতপদে তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলাম। আর একটি ঘরে আমার প্রিয়তমা প্রাচীরের দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিল। জিপের মাথায় একখানি তোয়ালে বাঁধা।

কৃষ্ণ পরিচ্ছদে তাহাকে কি সুন্দরই দেখাইতেছিল।

আমি বলিলাম, "প্রাণাধিকা ডোরা! এখন তুমি আমারই।"

ডোরা বলিল, "ও কথা বলো না।"

"ডোরা, তুমি কি আমার নও?"

"নিশ্চয়, আমি তোমারই। কিন্তু আমি এত ভয় পেয়েছি!"

"ভয় পেয়েছ? কেন, প্রাণাধিকা?"

"হাঁ, আমি ওঁকে পছন্দ করি না। উনি চ'লে গেলেন না কেন?"

"কে, ডোরা?"

"তোমার বন্ধু। ওঁর আসবার কোন দরকার ছিল না। লোকটা কি নির্ব্বোধ!"

আমি বলিলাম, "কিন্তু ও বড় ভাল লোক।"

"কিন্তু ভাল লোকের আমাদের প্রয়োজন নেই।"

"প্রিয় ডোরা, পরে তুমি জানবে, ট্রাডেলস্ কত ভাল! তুমিও পরে ওকে পছন্দ করবে। আমার ঠাকুরমাও এখানে আস্বেন। তাঁর পরিচয় পেলে তুমিও খুসী হবে।"

"না, না, তুমি তাঁকে এখানে এনো না।" সে আমাকে একটা চুমা দিল। তার পর বলিল, "তিনি হয় ত ভারী কড়া মেজাজের লোক। না, না, তাঁকে তুমি এনো না।"

আমি ডোরাকে ট্রাডেলস্এর কাছে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সে কোনমতেই স্বীকার করিল না। অন্য ঘরে পলাইয়া গেল।

অবশেষে আমরা বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলাম।

পথে আসিয়া ট্রাডেলস্ বলিল, "বেশ ভাল ভাবেই কাজটা হয়ে গেল। দু'জন মহিলাই ভাল লোক। দেখ কপারফিল্ড, আমার আগে তোমার বিয়ে হয়ে যাবে।"

বাসায় আসিয়া আমি পিতামহীকে সকল কথা জানাইলাম। কিছুই গোপন করিলাম না। আমাকে সুখী দেখিয়া তিনিও সুখী হইলেন। ডোরার পিসীমাদিগের সহিত তিনি দেখা করিতে যাইবার অঙ্গীকার করিলেন। কিন্তু সে দিন আমি আগ্নেস্কে যখন দীর্ঘ পত্র লিখিতে বসিলাম, তখন তিনি ঘরের মধ্যে ক্রমাগত পাদচারণাই করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আমার মনে হইল, এই পাদচারণার কখনও শেষ হইবে না বোধ হয়।

আগনেস্কে আমি যে পত্র লিখিলাম, তাহাতে কৃতজ্ঞতা এবং আবেগের বাহুল্য ছিল। তাহার উপদেশ পালন করিয়া কি সুফল পাইয়াছি, তাহার সমস্ত বিবরণই তাহাকে লিখিয়া দিলাম। ফেরত ডাকে সে উত্তর দিল। তাহার পত্রে আশা, আগ্রহ ও আনন্দের উচ্ছ্বাস ছিল। সেই সময় হইতে তাহার পত্রে আনন্দের পূর্ণ আধিক্য লক্ষ্য করিতাম।

আমার কাজের এখন আর অন্ত ছিল না। হাইগেটে প্রত্যহ গতায়াত, তার পর পুটনীতে সপ্তাহে দুই দিন গমন—তাহার দূরত্বও কম নহে। ক্রমে দুই দিনের স্থানে বেশী দিন, অর্থাৎ আমার যখন ইচ্ছা, তখনই যাইতে পারিতাম। রবিবার ত যাইতামই, তাহা ছাড়া মিস্ লাভিনিয়ার অনুমতিক্রমে শনিবারও আমি তথায় যাইতাম। দিনগুলি আমার পরমানন্দে কাটিয়া যাইত।

পিতামহী এবং ডোরার পিসীমারা পরস্পর দেখা-সাক্ষাতের পর ব্যাপারটা আরও সরল করিয়া তুলিলেন। ক্রমশঃ তাঁহাদের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ়তর হইতে লাগিল। ঠাকুরমার কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল, তিনি আমার সুখের জন্য সে সকল বিশেষত্ব প্রকাশ করিতেন না। কাজেই উভয় পরিবারের মধ্যে একটা অন্তরঙ্গতা পরিপুষ্ট হইতে লাগিল।

শুধু জিপই একটু গোল বাধাইয়াছিল। সে ঠাকুরমাকে দেখিলেই গর্জ্জন করিত, দাঁত দেখাইত। এজন্য ঠাকুরমা আসিলেই ডোরা তাহাকে তোয়ালে চাপা দিয়া ঢাকিয়া রাখিত।

ডোরাকে তাহার পিসীমারা যেন পুতুলের মত সাজাইয়া গুছাইয়া আদর করিতেন, ইহা আমার ভাল লাগিত না। এক দিন বেড়াইতে গিয়া সে কথা ডোরাকে বলিলাম। ইদানীং মিস্ লাভিনিয়া আমাদিগকে ভ্রমণে যাইতে অনুমতি দিয়াছিলেন।

এক দিন ডোরাকে বলিলাম, "প্রাণাধিকা ডোরা, তুমি ত এখন খুকী নেই।"

ডোরা বলিল, "তুমি আমার উপর রাগ করছ কেন?"

"আমি রাগ করছি?"

ডোরা বলিল, "তাঁরা আমায় ভালবাসেন, তাই ও রকম করেন, আমিও তাতে খুসী হই।"

আমি বলিলাম, "সে ত ভাল কথা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক বুদ্ধির পরিচয় দেওয়াও ত দরকার।"

সে আমার দিকে তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া ক্রন্দনরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে লাগিল যে, আমি যদি তাহাকে পছন্দই না করিয়া থাকি, তাহা হইলে তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য বাগ্দানে আবদ্ধ হইলাম কেন? যদি তাহাকে ভালই না

লাগে, আমি এখনই সব বন্ধন টানিয়া ছিঁড়িয়া চলিয়া যাইতে পারি।

এ সব কথার উত্তরে আমি আর কি বলিব। অবশেষে চুম্বনে চুম্বনে তাহার অশ্রুরাশি মুছিয়া দিলাম।

ডোরা বলিল, "আমি তোমাকে সত্যি ভালবাসি। তুমি আমার প্রতি নির্দ্দয় হয়ো না, ডোয়েডি!"

সে ডেভিডের পরিবর্ত্তে আমাকে ডোয়েডি বলিত।

"আমি তোমার উপর নির্দ্দয় হব, প্রিয়তমে? জগতের কোন কিছুর বিনিময়ে আমি তোমার উপর কি নির্দ্দয় হ'তে পারি?"

ডোরা মুখে রক্ত-গোলাপ ফুটাইয়া বলিয়া উঠিল, "তবে আমার দোষ খুঁজে বেড়িও না। আমি ভালই থাকব।"

তার পর সে আমার কাছে রন্ধনোপযোগী একখানি বই চাহিল। আমি পাকপ্রণালীর একখানি ভাল সংস্করণ কিনিয়া, মনোজ্ঞভাবে বাঁধাইয়া তাহাকে আনিয়া দিলাম। একখানি হিসাবশিক্ষার বই আনিলাম। কিন্তু কার্য্যকালে বইগুলি দেখিলে ডোরার মাথা ধরিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে বইগুলির উপর জিপ আসন গ্রহণ করিতে লাগিল।

আমি ডোরাকে মৌখিক শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তাহার মাথায় কিছুই প্রবেশ করিত না।

এক দিন কশাইখানার পাশ দিয়া যাইবার সময় ডোরাকে বলিলাম, "আচ্ছা, ধর ডোরা, আমাদের বিয়ের পর তুমি ডিনারের জন্য খানিক ভেড়ার মাংস কিনিতে গেলে। কিন্তু কি ক'রে কিনবে বল ত?"

ডোরার মুখ এতটুকু হইয়া গেল। আবার গণ্ডে গোলাপ ফুটাইয়া সে আমার মুখে চুমা দিয়া কথা বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিল।

আমি তথাপি বলিলাম, "বল প্রিয়তমে, কি ক'রে মাংস কিনবে?"

একটু থামিয়া ডোরা হাসিয়া বলিল, "কেন, কশাই ত জানে কি ক'রে বেচতে হয়। আমার জানবার দরকার কি? কি বোকা তুমি!"

আর এক দিন জিজ্ঞাসা করিলাম যে, যদি কোন দিন আইরিশ ষ্টু খাইবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে সে কিরূপে উহা রন্ধন করিবে? সে তাহার ক্ষুদ্র করপল্লবযুগলে তালি দিয়া বলিল যে, সে ভৃত্যকে উহা তৈয়ার করিতে বলিয়া দিবে। এই বলিয়া সে আমার বাহুতে বাহু সন্নিবিষ্ট করিয়া এমন মধুর হাস্য করিল যে, আমি আর কোন কথা বলিতে পারিলাম না।

ডোরা শুধু হাসিয়া খেলিয়া নাচিয়া গাহিয়া আনন্দে কাটাইতে লাগিল, তাহার রন্ধনবিদ্যা শিক্ষা অথবা হিসাব রাখিবার জ্ঞানলাভের কোন ব্যবস্থাই করিতে পারিলাম না। আমিও তাহাকে তাহার পিসীমাদের ন্যায় সজ্জিত পুত্তলিকার ন্যায় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলাম।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

আমি চতুর্গুণ উৎসাহে কার্য্যারম্ভ করিয়াছিলাম। [illegible] শিখিবার জন্য আমার পরিশ্রম ও চেষ্টার সীমা ছিল না। ডোরা এবং তাহার পিসীমাদের প্রতি দায়িত্বপালন করিবার প্রেরণায় আমি দ্রুত উন্নতিলাভও করিয়াছিলাম। আমার এ বিষয়ে দৃঢ়তা অত্যন্ত অধিক ছিল। যাহা করিব বলিয়া ধরিতাম, তাহা না করিয়া আমি নিরস্ত হইতাম না। অনেকে আমার অপেক্ষাও কঠোর পরিশ্রম হয় ত করিয়া থাকে বা করে, কিন্তু আমি যেরূপ সাফল্যলাভ করিলাম, তাহা হয় ত সকলের হয় না। আমার নিয়মানুবর্ত্তিতা, কার্য্য-শৃঙ্খলা এবং একনিষ্ঠ পরিশ্রম না থাকিলে আমি কখনই সাফল্যলাভ করিতে পারিতাম না। আমি আত্মপ্রশংসা করিতেছি না, আমি যাহা, তাহাই লিখিতেছি। আমার একটা তৃপ্তি এই ছিল যে, আমি কোনও সুযোগের অপব্যবহার করি নাই। অর্থাৎ যাহা করণীয় কার্য্য, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাহা করিয়াছি—ফাঁকি দেই নাই। ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কোন ব্যাপারেই আমি আন্তরিকতা-বর্জ্জিত পরিশ্রম করি নাই। আমি জীবনে এমন কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি নাই, যাহাতে আমি সমস্ত অন্তর না নিয়োগ করিয়াছি।

কিন্তু এই নীতিগুলি কার্য্যে প্রয়োগ করিতে আমি আগনেসের কাছে কতখানি ঋণী, তাহা আমি এখানে বলিব না।

ডাক্তারের গৃহে আগনেস্ পক্ষকালের জন্য বেড়াইতে আসিল। মিঃ উইক্‌ফিল্ড ডাক্তারের পুরাতন বন্ধু। ডাক্তার তাঁহার কল্যাণ-কামনায় তাঁহার সহিত কিছু আলোচনা করিতে চাহিয়াছিলেন। তাই তিনি কন্যাসহ আসিয়াছেন। আগনেস্ ইতিপূর্ব্বে যখন সহরে আসিয়াছিল, সেই সময় আলোচনা উপলক্ষে ডাক্তার যাহা জানিয়াছিলেন, তাহারই ফলে এবার সকন্যা উইক্‌ফিল্ডকে সহরে আসিতে হইয়াছে। আগনেসের কাছে শুনিলাম, সে মিসেস্ হিপের জন্য ডাক্তারের বাড়ীর কাছাকাছি বাড়ী ভাড়া করিয়াছে। এ কথায় আমি বিস্মিত হইলাম না। বাতের যন্ত্রণা বাড়িয়াছে বলিয়াই মিসেস্ হিপ্ সহরে বায়ুপরিবর্ত্তন করিতে আসিয়াছে। ডাক্তার-দম্পতির সাহচর্য্যে সে না কি ভাল থাকিবে। পরদিবস মাতৃভক্ত সন্তানের ন্যায় উড়িয়া তাহার মাতাকে লইয়া সেই বাসায় উঠিল, ইহাতেও আমি বিস্মিত হইলাম না।

ডাক্তারের প্রাঙ্গণস্থ উদ্যানে উড়িয়ার সহিত দেখা হইল। আমি তাহার সঙ্গ এড়াইতে পারিলে বাঁচি, কিন্তু সে কোনও মতেই আমার সঙ্গ ত্যাগ করিল না। গায়ে পড়িয়া সে আমাকে বলিল, "মাষ্টার কপারফিল্ড, যেখানে প্রেমের কথা, সেখানে যে ব্যক্তি ভালবাসে, সে একটু ঈর্ষাও অনুভব করে—অন্ততঃ যাকে ভালবাসে, তার ওপর চোখ রাখে।"

আমি বলিলাম, "এখন কার উপর তোমার ঈর্ষা হচ্ছে?"

"না, মাষ্টার কপারফিল্ড, কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির উপর ঈর্ষা নেই—অর্থাৎ কোন পুরুষের ওপর আপাততঃ আমার ঈর্ষা নেই।"

"তবে কি তুমি বল্‌তে চাও, কোন মেয়েমানুষের ওপর তোমার ঈর্ষা হয়েছে?"

সে অপাঙ্গে আমার উপর দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিল; বলিল, "সত্যি বলছি, মাষ্টার কপারফিল্ড, আমার এ অভ্যাসটা আপনি ক্ষমা করবেন। আপনি আমার পেট থেকে কথা টেনে বার না ক'রে ছাড়বেন না দেখছি। অবশ্য আপনাকে বল্‌তে আমার কোন বাধা নেই। কোন মহিলা আমাকে এ পর্য্যন্ত সুনজরে দেখেননি—বিশেষতঃ মিসেস্ ষ্ট্রং ত ননই।"

আমি বলিলাম, "তোমার কথার অর্থ কি?"

সে বলিল, "আমি আইনজ্ঞ হলেও, আমি যা বল্‌ছি, তার মানেও তাই।"

সে এমনভাবে আমার দিকে চাহিল যে, তাহাতে ধূর্ত্ততা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

আমি বলিলাম, "তোমার ঐ দৃষ্টির অর্থ কি?"

"আমার দৃষ্টি? কি বল্‌ছেন আপনি, কপারফিল্ড? আমার দৃষ্টির আবার অর্থ কি?"

"যা বল্‌ছি, ঠিকই। তোমার ঐ রকম চাহনির মানে কি?"

সে যেন ভারী মজা পাইয়াছে, এমনই ভাবে হাসিতে লাগিল। সে তাহার চিবুকে হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে, ভূমিলগ্ন দৃষ্টিতে বলিল, "আমি যখন সামান্য কেরাণী ছিলাম, মিসেস্ ষ্ট্রং আমাকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। আমার আগনেস্ তাঁর কাছে বরাবরই যাতায়াত ক'রে থাকে, তিনি বরাবরই আপনার বন্ধু। কিন্তু আমার দিকে দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন তাঁর নেই।"

আমি বলিলাম, "বেশ ত, তাই না হয় ধ'রে নিলাম।"

উড়িয়া বলিল, "আর তাঁরও (পুরুষ) দৃষ্টির বাইরে আমি!"

আমি বলিলাম, "তুমি কি ডাক্তারকে ভাল ক'রে জান না? তুমি তাঁর সামনে না গেলে তোমার কথা তিনি মনে ক'রে রাখবেন, এটা কি সম্ভবপর?"

আমার দিকে পুনরায় অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া সে বলিল, "আমি ডাক্তারের কথা বল্‌ছি না। আহা, সে বেচারীর কথা নয়! আমি বল্‌ছি মিঃ ম্যাল্‌ডনের কথা!"

আমি স্তম্ভিত হইলাম। আমার সন্দেহ বা অনুমান—এ বিষয়ে সম্ভাব্য অসম্ভাব্য সব বিষয়—দোষহীনতা অথবা একটা যুক্তি, যাহার কোনও মীমাংসা বা রহস্যের সমাধান এ যাবৎ আমি করিতে পারি নাই, আমি দেখিলাম, এই লোকটার কথার মারপ্যাঁচে তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

উড়িয়া বলিল, "তিনি যখনই আপিসে আসেন, আমার উপর হুকুম চালান, আমাকে দূরে হাঁকিয়ে দেন! কি চমৎকার ভদ্রলোক তিনি। আমি সামান্য লোক, হীন আমার অবস্থা হলেও, আমি ও সব পছন্দ করিনে।"

সে আমার দিকে পুনঃ পুনঃ অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

তার পর সে বলিল, "মিসেস্ ষ্ট্রং আপনাদের এক জন সুন্দরী মহিলা। তিনি আমার মত লোককে বন্ধুর দৃষ্টিতে দেখতে রাজি নন, তা আমি জানি। আমার আগনেস্‌কে তিনি বড় ধরণের শিকার খেলার জন্য ঠিক ক'রে রেখেছেন। আমি মহিলাদের প্রিয়পাত্র নই, কিন্তু আমার চোখ আছে, আমি দেখতে পাই, দেখেও থাকি।"

আমি যে বিন্দুমাত্র বিচলিত হই নাই, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু তাহার মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিলাম, আমি তাহাকে প্রতারিত করিতে সমর্থ হই নাই।

সে বলিল, "দেখুন, কপারফিল্ড, এমন ভাবে আমি হেরে যাব, সে বান্দা আমি নই। এ রকম বন্ধুত্ব যাতে বন্ধ হয়ে যায়, তা আমি নিশ্চয় করব। এটা আমি মোটেই পছন্দ করিনে। আমি আপনার কাছে স্বীকার করছি যে, আমার যথেষ্ট আপত্তি এতে আছে, আর যারা অনধিকার-প্রবেশ করতে চাইবে, তাদের হটিয়ে দিতে চাই। এ বিষয়ে যা কিছু চক্রান্ত করা দরকার, তা আমি করবই।"

আমি বলিলাম, "তুমি নিজে চক্রান্তবাজ, তাই মনে কর, সকলেই তোমার মত চক্রান্ত ক'রে বেড়ায়।"

সে বলিল, "তা হ'তে পারে; তবে আমার ভাগীদার যে প্রায় ব'লে থাকেন যে, আমি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করি, সেটা ঠিক। এতেও আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব। আমি সামান্য লোক ব'লে যে আমায় হটিয়ে দেবে, সেটি হচ্ছে না। কেউ এসে আমার উদ্দেশ্য পণ্ড ক'রে দেবে, সে আমি হ'তে দেবো না। ওরা গাড়ীর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসুক, তাই আমি চাই।"

আমি বলিলাম, "তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না।"

"পাচ্ছেন না? আপনি এমন বুদ্ধিমান্, অথচ এটা বুঝতে পারছেন না, ভারী আশ্চর্য্য ত। আচ্ছা, আমি সহজে বুঝিয়ে দেব, আর এক সময়। ঘোড়ায় চ'ড়ে গেটের কাছে ঘণ্টা বাজাচ্ছেন, উনি মিঃ ম্যাল্‌ডন্ না?"

উপেক্ষার ভাণ করিয়া আমি বলিলাম, "সেই রকমই মনে হচ্ছে।"

উড়িয়া সহসা নীরব হইল। তার পর উভয় জানুর উপর বাঁকিয়া হাত রাখিয়া হাসিল। সে হাস্য নীরব—একটি শব্দও বাহির হইল না। তাহার এই ব্যবহার আমার এমনই বিরক্তিকর মনে হইল যে, কোন কথা না

বলিয়া আমি তাহার সঙ্গ এড়াইয়া চলিয়া আসিলাম। সে সমানভাবে তদবস্থায় রহিল।

সে দিন নহে, পরদিবস অপরাহ্নে আমি ডোরাকে দেখিবার জন্য আগ্নেস্ সমভিব্যাহারে গমন করিলাম। মিস্ লাভিনিয়ার সহিত পূর্ব্ব হইতেই এ বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম। তাঁহারা আগনেসের প্রতীক্ষায় ছিলেন।

আমার মনে গর্ব্ব ও উৎকণ্ঠা দুই ছিল। গর্ব্ব ডোরার জন্য; উৎকণ্ঠা আগ্নেস্ ডোরাকে দেখিয়া কি ভাবে, তাহা জানিবার জন্য। পুটনীতে যাইবার সময় আগনেস্ গাড়ীর মধ্যে ছিল, আমি বাহিরে ছিলাম।

ডোরার পিসীমাতাদিগের নিকট যখন আগনেস্কে লইয়া গেলাম, তখন ডোরা সেখানে ছিল না। সে কোথায় আছে, তাহা আমি জানিতাম। তাহাকে আনিবার জন্য গেলাম।

প্রথমতঃ সে কোনমতেই আগনেসের কাছে আসিতে রাজি হইল না। সে আগ্নেস্কে ভয় করিতেছিল। ডোরা তাহাকে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ভাবিয়া তাহাকে এড়াইয়া চলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। অনেক কষ্টে তাহাকে লইয়া আসিলাম। আগনেস্কে দেখিয়া, তাহার শান্ত সুন্দর মুখমণ্ডলে আনন্দের হাস্যকিরণ সমুদ্ভাসিত দেখিয়া ডোরার মনের কুণ্ঠা অপগত হইল।

দেখিলাম, উভয় তরুণী উভয়কে গাঢ় আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিল। একের গণ্ড অপরের গণ্ডদেশে আশ্রয় পাইল। সে দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে আমার হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। উভয়ে যখন পাশাপাশি উপবেশন করিল, তখন আমার মনের উল্লাস যেন বাঁধভাঙ্গা নদীর মত বহিয়া চলিল।

চা-পানের আয়োজন হইয়াছিল, আমরা সকলে উপবেশন করিলাম। আগনেসের স্নিগ্ধ আনন্দদীপ্তি যেন সকলেরই মধ্যেই সংক্রামিত হইয়া প্রত্যেকের আনন উদ্ভাসিত করিয়াছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ডোরা যেন আগনেস্কে আপনার জনের মত ভাবিতে লাগিল, তাহার ব্যবহারে আমি ইহা বুঝিতে পারিলাম।

চা-পর্ব্ব শেষ হইবার পর ডোরা আগনেস্কে বলিল, "তুমি আমাকে পছন্দ করেছ, এতে আমার কি যে আনন্দ, ভাই! আমি ভাবিনি, আমাকে তোমার ভাল লাগবে। তোমায় ভালবাসা আমার বড় দরকার, বিশেষতঃ এখন জুলিয়া মিল্স্ এখানে নেই।"

জুলিয়া মিল্স্ তাহার পিতার সহিত ভারতবর্ষযাত্রা করিয়াছিল।

আগ্নেস্ বলিল যে, আমি হয় ত তাহার সম্বন্ধে এমন বর্ণনা করিয়াছি, যাহাতে ডোরা তাহাকে অন্য প্রকৃতির ভাবিয়াছে। ডোরা তখনই বলিয়া উঠিল, "না, না! উনি খালি তোমার প্রশংসাই করেছেন। তোমার মতের উপর উনি এত নির্ভর করেন যে, তাতেই আমার ভয় হয়েছিল।"

আগ্নেস্ হাসিয়া বলিল, "উনি যাঁকে জানেন, তাঁর প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি করবার পক্ষে আমার ভাল অভিমতের কোন মূল্য নেই। আর তার প্রয়োজনও নেই।"

"কিন্তু সেটা যে আমার দরকার। আমাকে দেওয়া দরকার।" বলিয়া ডোরা আগ্নেস্কে জড়াইয়া ধরিল।

গাড়ী তখনও আসে নাই। আমি ডোরার কাছে নিভৃতে বিদায় লইতে গেলাম। সে আমাকে আমার প্রাপ্য চুমা দিবার জন্য নিঃশব্দে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

আমার কোটের একটা বোতাম লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে ডোরা বলিল, "ডোয়েডি, আরও আগে যদি ওকে আমার বন্ধুভাবে পেতাম, তা হ'লে আমি আরও চালাক হ'তে পারতাম, তাই নয় কি?"

"কি বোকার মত কথা বলছ, প্রাণাধিকা?"

আমার দিকে চাহিয়াই সে বলিল, "বোকার মত কথা বল্‌ছি ব'লে তোমার মনে হয়? সত্য বলছ?"

"নিশ্চয়!"

বোতামটি বার বার ঘুরাইতে ঘুরাইতে সে বলিল, "আমি ভুলে গেছি। তোমার সঙ্গে আগ্নেসের কি সম্বন্ধ বল ত?"

"রক্তের কোন সম্বন্ধ নেই। কিন্তু আমরা দু'জনে ভাই-বোনের মত লালিত-পালিত হয়েছি।"

আমার কোটের আর একটা বোতাম নাড়া-চাড়া করিতে করিতে ডোরা বলিল, "তুমি কি ক'রে আমাকে ভালবাস্‌লে, তাই ভেবে আমি বিস্মিত হচ্ছি।"

"যেহেতু তোমাকে আগে দেখিনি, আগে ভালবেসে ফেলিনি, ডোরা!"

আর একটি বোতাম নাড়া-চাড়া করিতে করিতে সে বলিল, "আচ্ছা, যদি আমার সঙ্গে তোমার কোন কালে দেখা না-ই হ'ত?"

আমি সহাস্যে বলিলাম, "ধর, যদি আমাদের জন্মই না হ'ত!"

বাস্তবিক সে তখন কি ভাবিতেছিল, আমি জানি না। সে পুনঃ পুনঃ বোতামগুলির উপর তাহার কোমল করাঙ্গুলি বুলাইয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার অলকগুচ্ছ আমার বুকের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। তার পর সে তাহার নয়নযুগল তুলিয়া আমার মুখের উপর ন্যস্ত করিল। পায়ের অঙ্গুলির উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া চিন্তান্বিতভাবে আমাকে চুমা দিল—এক, দুই, তিনবার। তার পর ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আগ্নেস্কে লইয়া আমি গাড়ীতে উঠিলাম। ডোরা আগনেস্কে পত্র লিখিবে জানাইল, আগনেস্ও লিখিবে বলিল। ডোরার পিসীমারাও বিদায়কালে গাড়ীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

গাড়ী নির্দ্দিষ্ট স্থানে থামিলে আমরা পদব্রজে চলিলাম। চন্দ্রা ...কিন্তু রাজপথ নির্জ্জন। ডাক্তারের বাড়ীর পথে জনসমাগম থাকিত না।

আমি আগনেস্‌কে বলিলাম, "তুমি যখন ডোরার পাশে বসেছিলে, তখন মনে হচ্ছিল, তুমি যেমন আমার কল্যাণময়ী দেবকন্যা, তেমনই তারও। এখন আমার তাই মনে হচ্ছে, আগনেস্।"

"সামান্য এঞ্জেল, তবে বিশ্বস্তা বটে।"

তাহার সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর সোজা আমার বুকে গিয়া পৌঁছিল।

আমি বলিলাম, "তোমাতে যে প্রফুল্লতা দেখি, আজ পর্য্যন্ত আর কোন নারীতে তা দেখিনি। তা দেখে মনে হয়েছে, গৃহে তুমি পূর্ব্বাপেক্ষা সুখী আছ সত্য কি?"

সে বলিল, "আমি আমাতেই সুখী। আনন্দ ও লঘু-হৃদয় আমার আছে।"

তাহার প্রশান্ত দৃষ্টি তখন উর্দ্ধদিকে স্থাপিত। মনে হইল, নক্ষত্রপুঞ্জের স্নিগ্ধ-দীপ্তি তাহার মুখমণ্ডলকে মহত্তর করিয়া তুলিয়াছে।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে আগনেস্ বলিল, "বাড়ীতে কোন পরিবর্ত্তন ঘটেনি"

আমি বলিলাম, "নূতন কোন আলোচনা—আগনেস্, আমি তোমাকে বিপন্ন করতে চাইনে—কিন্তু আমি না জিজ্ঞাসা করেও পারছি না। আমাদের বিদায়কালে আমি যে কথাটা বলেছিলাম, সেই কথাটার বিষয়ই জিজ্ঞাসা করছি। কি হ'ল তার?"

"কিছুই হয়নি।"

"কিন্তু ও বিষয়ে আমার বড় দুশ্চিন্তা ছিল।

"কিন্তু ও বিষয় নিয়ে তুমি কোন চিন্তা করো না। আমার জন্য কোন দুর্ভাবনা নেই, ট্রটউড।" মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া সে কথাটা শেষ করিল, "যে পথ আমি নেব ব'লে তুমি শঙ্কিত হয়েছ, জীবনে সে পথে আমি চল্‌ব না।"

অবশ্য আমি জানিতাম, সে তাহা করিবে না। তথাপি তাহার কথায় আমি সত্যই অত্যন্ত আশ্বস্ত হইলাম। তাহার মুখে মিথ্যাভাষণ বাহির হয় না, তাহা আমি ভাল করিয়াই জানিতাম। সে কথা আমি তাহাকে বলিলাম।

আমি বলিলাম, "এখান থেকে যখন তোমরা চ'লে যাবে, দীর্ঘকাল তোমার সঙ্গে নির্জ্জনে দেখা পাবার সুযোগ হয় ত ঘটবে না। আচ্ছা, আবার কত কাল পরে তুমি লণ্ডনে আসবে, আগনেস্?"

"হয় ত দীর্ঘকাল পরে। বাবার স্বার্থের জন্য আমার বাড়ীতে থাকার দরকার। সম্ভবতঃ অনেক দিন আমাদের আর দেখা হবে না। কিন্তু ডোরার সঙ্গে আমার চিঠি লেখা চলবে, তাতেই আমরা পরস্পর পরস্পরের খবর পাব।"

আমরা ডাক্তারের গৃহসংলগ্ন প্রাঙ্গণে পৌঁছিলাম। তখন রাত্রি হইয়াছিল। মিসেস্ ষ্ট্রংএর বাতায়নপথে আলো জ্বলিতেছে দেখিলাম। সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আগনেস্ বিদায় লইল।

তাহার হাত বাড়াইয়া দিয়া আগনেস্ বলিল, "আমাদের দুর্ভাগ্য ও উৎকণ্ঠায় তুমি দুর্ভাবনা করো না। তোমার সুখেই আমি সুখী হব। যদি কখনো তোমার সাহায্য দরকার হয়, বিশ্বাস করো, আমি তোমার কাছে তা চাইব। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন!"

তাহার মধুরোজ্জ্বল হাস্য এবং স্নিগ্ধপ্রফুল্ল কণ্ঠস্বরে আমার মনে হইল, আমি যেন ডোরাকে আগনেসের মধ্যে দেখিতে পাইলাম। কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া আমি আকাশের দিকে চাহিলাম। কৃতজ্ঞতা ও প্রেমে আমার হৃদয় তখন পরিপূর্ণ। আমি ধীরে ধীরে চলিলাম। নিকটেরই একটি সরাইখানায় আমার শয়নের বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। আমি ফটক পার হইতে যাইতেছি, এমন সময় মুখ ফিরাইয়া দেখিতে পাইলাম, ডাক্তারের পড়িবার ঘরে আলো জ্বলিতেছে। মনে অনুতাপ হইল যে, আমার অভাবে আজ তিনি একাই অভিধানের কাজ করিয়া চলিয়াছেন। উহা দেখিবার জন্য এবং বিদায় লইবার সংকল্প করিয়া আমি গতির মোড় ফিরাইলাম। আমি লঘুগতিতে হলঘর পার হইয়া ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করিলাম।

প্রথমে দেখিলাম, ঘরের মধ্যে উড়িয়া রহিয়াছে। এক হাত ডাক্তারের টেবলের উপর রাখিয়া অপর হাত সে তাহার মুখের উপর রাখিয়াছে। ডাক্তার তাঁহার আসনে বসিয়া উভয় করপুটে মুখ ঢাকিয়া রহিয়াছেন। মিঃ উইক্‌ফিল্ড অত্যন্ত বিরস ও বিষণ্ণভাবে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাক্তারের বাহুর উপর নিজের এক হাত রাখিয়াছেন।

মুহূর্ত্তমধ্যে মনে হইল, ডাক্তার অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। এইরূপ অনুমান করিয়া তাড়াতাড়ি আমি অগ্রসর হইলাম। সেই সময় উড়িয়ার নয়নে দৃষ্টি মিলিতেই বুঝিলাম, ব্যাপার কি। আমি তখনই সরিয়া যাইতাম, কিন্তু সেই সময় ডাক্তার আমাকে দেখিতে পাইয়া ইঙ্গিতে আমাকে থামিতে বলিলেন। আমি দাঁড়াইলাম।

উড়িয়া বলিল, "যাই-হোক, দরজা বন্ধ ক'রে দেওয়া উচিত। সহরময় এটা রাষ্ট্র করার প্রয়োজন নেই।"

সে পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া দরজা সবলে বন্ধ করিয়া দিল। সে নিজের স্থানে পুনরায় ফিরিয়া আসিল। তাহার কণ্ঠস্বরে যেন দরদ ঝরিয়া পড়িতেছিল। এরূপ অভিনয় আমার কাছে অসহ্য বোধ হইল।

উড়িয়া বলিল, "মাষ্টার কপারফিল্ড, আপনাতে আমাতে যে আলোচনা হয়েছিল, সেটা, ওঁকে আমি জানান কর্ত্তব্য ব'লে মনে করেছি। যদিও আপনি তখন আমার কথাটা বুঝতে পারেন নি।"

করবার অবকাশ পাব, ততই আমি তা ক'রে ফেল্‌তে পারব। তার পর ভগবান যদি দয়া করেন, শীঘ্র সে দয়া তিনি করুন, আমার মৃত্যু তাঁকে বন্ধন থেকে মুক্তি দেবে। তাঁর গৌরবোজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে আমি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করব। আমার প্রেম, বিশ্বাস ও নিষ্ঠা তাঁর প্রতি অবিচলিতই থাকবে।"

আমার নয়নে ধারা বহিতেছিল—চারিদিক ঝাপ্‌সা দেখাইতেছিল—তাঁহার মূর্ত্তি আমি ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছিলাম না। তিনি দরজা খুলিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "আপনারা আমার হৃদয়ের পরিচয় পেলেন। আশা করি, আপনারা আমার অন্তরের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবেন। আজ রাত্রিতে আমাদের যে কথা হ'ল, সে বিষয়ের একটি কথাও যেন আর আলোচনা না হয়। উইক্‌ফিল্ড, আমাকে উপরে নিয়ে চল।"

মিঃ উইক্‌ফিল্ড তাড়াতাড়ি বন্ধুর সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইলেন। কেহ কাহারও সহিত দ্বিতীয় বাক্যালাপ না করিয়া চলিয়া গেলেন। উড়িয়া তাঁহাদের গমনশীল মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আমার দিকে ফিরিয়া সে বলিল, "মাষ্টার কপারফিল্ড, যে রকম ভেবেছিলাম, তা ত হ'ল না। বৃদ্ধ পণ্ডিত—চমৎকার লোক বটেন—গোঁড়া অন্ধ! কিন্তু এই পরিবারটিকে গাড়ীর ভেতর থেকে টেনে বার করা গেছে।"

বারুদের স্তূপের মত আমার মন প্রস্তুত হইয়াই ছিল। তাহার একটি কথায় আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

আমি বলিয়া উঠিলাম, "শয়তান! আমাকে ষড়যন্ত্রের ফাঁদে ফেলে তোমার কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে ভেবেছ? আবার এখনি তুমি আমার কাছে এ সব কথা বলছ? মিথ্যাবাদী, ভণ্ড, আমরা যোগাযোগ ক'রে এটা ঘটিয়েছি, এই কথা বলছ?"

সে আমার মুখোমুখী দাঁড়াইয়াছিল। দেখিলাম, তাহার আননে বিজয়গর্ব্ব যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে জোর করিয়া আমাকে দলে আনিয়া আমাকে দুঃখভোগ করাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল—ইচ্ছা করিয়া এই ফাঁদে সে আমাকে ফেলিয়াছে। ইহা মনে করিবামাত্র আমার মাথায় আগুন জ্বলিয়া উঠিল। আমি আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলাম না। তাহার গণ্ডদেশ আমার সম্মুখে প্রসারিত। আমি প্রচণ্ডবেগে তাহার গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিলাম—এত জোরে যে, আমার অঙ্গুলিগুলি যেন ব্যথিত হইল।

সে আমার হাত ধরিয়া ফেলিয়া, আমার দিকে চাহিয়া রহিল। আমিও তাহার দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলাম। আমার অঙ্গুলির সাদা দাগ ক্রমে তাহার আরক্ত গণ্ডে মিলাইয়া গেল।

রুদ্ধনিশ্বাসে সে বলিল, "কপারফিল্ড, আপনার বুদ্ধি কি হরে গেছে?"

আমি বলপূর্ব্বক হস্ত মুক্ত করিয়া বলিলাম, "তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক আর নেই। কুকুর! আর তোর সঙ্গে কোন কথা নেই।"

আহত গণ্ডদেশে হাত বুলাইয়া সে বলিল, "তা আপনি পারবেন না। এখন যা কল্লেন, সেটা কি অকৃতজ্ঞের কাজ নয়?"

আমি বলিলাম, "আমি অনেকবার প্রমাণ দিয়েছি, তোকে আমি ঘৃণা করি। এখন ভাল ক'রে সেটা হাতে-কলমে বুঝিয়ে দিলাম। তোর যা ক্ষতি করবার শক্তি থাকে, তা তুই কর। আর তুই কি করতে পারিস?"

সে এখন বুঝিতে পারিল, কেন এত দিন আমি তাহাকে সহ্য করিয়া আসিয়াছি। আজ আগ্‌নেসের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি পাইয়া আমি যে নিশ্চিন্তভাবে এই কুকুরটাকে শাস্তি দিতে পারিয়াছি, তাহা খুবই সত্য।

আবার খানিকক্ষণ নীরবে কাটিল। তাহার নয়নে নানা প্রকার বর্ণ-পরিবর্ত্তন দেখিলাম। ইহাতে তাহাকে আরও কুৎসিত দেখাইতে লাগিল।

গণ্ডদেশ হইতে হাত সরাইয়া লইয়া সে বলিল, "কপারফিল্ড, আপনি বরাবরই আমার বিরুদ্ধাচরণ ক'রে এসেছেন। আমি জানি, মিঃ উইক্‌ফিল্ডের বাড়ীতে আপনি সকল সময়েই আমার বিরুদ্ধে ছিলেন।"

ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে আমি বলিলাম, "তুই যা ইচ্ছে ভাবতে পারিস্।"

সে বলিল, "কিন্তু আপনাকে আমি বরাবরই পছন্দ করতাম।"

উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া আমি টুপী তুলিয়া লইলাম। এখন ঘুমাইতে যাইব। সে দরজা রোধ করিয়া দাঁড়াইল।

"কপারফিল্ড, ঝগড়া হলেই দুটো দল থাকবে। আমি কোন দলে নেই।"

আমি বলিলাম, "তুমি জাহান্নমে যাও!"

সে বলিল, "ও কথা বল্‌বেন না। আমি জানি, পরে আপনি এ জন্য দুঃখবোধ করবেন। আপনি এমন মন্দ ব্যবহার ক'রে আমার অপেক্ষা হীন কেন হবেন? যাক্‌, আমি আপনাকে ক্ষমা কর্‌লাম।"

ঘৃণাভরে বলিলাম, "তুই আমাকে ক্ষমা করবি!"

উড়িয়া বলিল, "হাঁ, তাতে আপনার বল্‌বার কিছু নেই। আমি বরাবর আপনার বন্ধু, আর আপনি আমাকে আক্রমণ করলেন! কিন্তু দুটো দল না হলে ত ঝগড়া বাধে না, আমি কোন দলে নেই। আপনি চান বা নাই চান, আমি আপনার বন্ধুই থাকলাম; সুতরাং আপনি আমার কাছে কি পাবেন, তা বুঝে রাখুন।"

আমার ক্রোধ এতক্ষণে অনেকটা উপশমিত হইয়াছিল। মৃদুকণ্ঠে এমন বিষয়ের আলোচনা চলিতে পারে না। আমি

তাহাকে এইটুকু বলিলাম, তাহার কাছে যাহা পাওয়া সঙ্গত, এতাবৎ তাহাই পাইয়া আসিয়াছি। কখনও হতাশ হইতে হয় নাই। এই বলিয়া দরজা খুলিয়া আমি বাহির হইয়া পড়িলাম। সেও সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইল। একটু দূর অগ্রসর হইতেই সে আমার কাছে আসিয়া পড়িল।

সে আমার কাণের কাছে মুখ আনিয়া বলিল, "আপনি ঠিক জানেন, কপারফিল্ড, যে আপনি অন্যায় করেছেন। আপনি খুব বীরের কাজ করেন নি, তাই আপনাকে ক্ষমা করা দরকার। এ ব্যাপারটা আমি মাকে জানাব না। অন্য কোন লোকেও জানতে পারবে না। আপনাকে ক্ষমা করতে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু আমি বিস্মিত হচ্ছি, যে লোক অতি হীন, অতি দীন, তার গায় আপনি হাত তুললেন কি ক'রে?"

মনে হইল, সত্যই আমি তাহার অপেক্ষা হীন। আমি নিজেকে যতটা জানি, বুঝিলাম, সে আমার পরিচয় তাহার তুলনায় অনেক বেশী জানে। সে যদি প্রকাশ্যভাবে আমাকে বিদ্রূপ করিত বা আমার সহিত কলহ করিত, তাহাতে আমার মনে একটা সান্ত্বনা থাকিত যে, আমি ঠিক কাজই করিয়াছি। কিন্তু সে তাহা না করিয়া আমাকে মৃদু অগ্নিতে নিক্ষেপ করিল। সমস্ত রাত্রি আমার নিদ্রা হইল না।

সকালে শয্যাত্যাগ করিয়া আমি যখন বাহিরে আসিলাম, দেখিলাম, উড়িয়া তাহার মাতার সহিত গির্জ্জার প্রাঙ্গণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সে আমাকে এমনভাবে সম্বোধন করিল, যেন কিছুই হয় নাই। বাধ্য হইয়া আমাকে উত্তর দিতে হইল। আমি তাহাকে যেভাবে চপেটাঘাত করিয়াছিলাম, তাহাতে তাহার দাঁত নড়িয়া গিয়া থাকিবে। তাহার মুখমণ্ডল একখানি কৃষ্ণবর্ণ রেশমী রুমালে বাঁধা ছিল। ইহাতে তাহার কুৎসিত চেহারা আরও কুৎসিত দেখাইতেছিল। পরে শুনিয়াছিলাম যে, সোমবার সকালে সে লণ্ডনের কোন দন্তচিকিৎসকের কাছে গিয়া একটা দাঁত তুলাইয়া আনিয়াছে।

ডাক্তারের শরীর ভাল নহে বলিয়া তিনি একা রহিলেন। কয়েক দিন এইভাবে চলিল। আগনেস্ ও তাহার পিতা চলিয়া যাইবার এক সপ্তাহ পরে আমরা কার্য্যারম্ভ করিলাম। ডাক্তার আমাকে একখানি চিঠি লিখিয়া জানাইয়া দিলেন যে, ভবিষ্যতে উক্ত বিষয়ের কোনও আলোচনা যেন আমি না করি। কথাটা আমি শুধু পিতামহীর নিকট বলিয়াছিলাম, আর কোনও প্রাণীকে জানাই নাই। এ বিষয় আগনেস্‌কে জানান কর্ত্তব্য নহে। আর সে-ও এ ব্যাপার লইয়া যাহা ঘটিয়াছিল, সে সম্বন্ধে কিছুই জানে নাই, কোনও সন্দেহও করে নাই।

মিসেস্ ষ্ট্রংও এ বিষয়ের কোন আভাস পাইয়াছেন বলিয়া আমার অনুমান হয় নাই। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তাঁহার ব্যবহারে কোনও পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু ক্রমশঃ বুঝিলাম যে, ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন আসিতেছে। দূর চক্রবালে যেন একখণ্ড মেঘ দেখা যাইতেছিল। ডাক্তার যেরূপ কোমল স্নিগ্ধ অনুকম্পার সহিত তাঁহার সহিত কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাতে, যেন তিনি বিস্মিত হইতেছিলেন। তার পর ডাক্তার প্রায় বলিতেন যে, মিসেস্ ষ্ট্রং সর্ব্বদা তাঁহার মাতার সংস্রবে থাকিলে গৃহের একঘেয়ে ভাব আর তাহাকে সহ্য করিতে হইবে না। আমরা উভয়ে যখন কাজ করিতাম, তখন দেখিতাম, তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহার নয়নে অশ্রু! তদবস্থায় তিনি ঘরের বাহিরে যাইতেন। ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, তাঁহার যৌবনপুষ্পিত সুন্দর দেহে যে লাবণ্য-বন্যা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত, তাহাতে যেন ম্লান ছায়া পড়িয়াছে। দিন দিন উহা গাঢ়তর হইতে লাগিল। সে সময়ে মিসেস্ মার্কেলহ্যাম্ কন্যার গৃহে স্থায়িভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। বৃদ্ধা কেবল বকিয়াই যাইতেন, কিন্তু এ সকল পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পারিলেন না।

ডাক্তারের গৃহে এনি যেন সূর্য্যালোক বিতরণ করিতেন। কিন্তু তাঁহার দেহে এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া ডাক্তারের বার্দ্ধক্য যেন দ্রুত বাড়িয়া চলিল। এক দিন সকালে—সে দিন এনির জন্মবাসর—এনি বাতায়নের ধারে বসিয়াছেন। ইহা তাঁহার নিত্যকর্ম্মের মধ্যে ছিল। আজ যে ভাবে বসিলেন, তাহাতে আমার মন অভিভূত হইল। ডাক্তার তাঁহার পত্নীর কাছে গিয়া দুই করপুটে তাঁহার ললাটদেশ তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চলিয়া গেলেন। আমি দেখিলাম, মিসেস্ ষ্ট্রং সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন—যেন প্রস্তরে ক্ষোদিত মূর্ত্তি! তার পর উভয় বাহু সংযুক্ত করিয়া নতমস্তকে কাঁদিতে লাগিলেন। সে ক্রন্দন কত দুঃখের পরিণতি, তাহা বলিতে পারি না।

তার পর আমার বোধ হইল যে, তিনি যেন আমার সহিত কথা বলিতে চাহেন। কাজ করিতে করিতে ডাক্তার কোথাও গেলে, সেই অবকাশে আমাকে নিরালায় পাইয়া তিনি যেন আমাকে কি বলিতে চাহিতেন। কিন্তু কোন দিন তিনি একটি কথাও আমাকে বলেন নাই। ডাক্তার সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন—যাহাতে মিসেস্ ষ্ট্রং তাঁহার মাতার সহিত কোন না কোন প্রকার আমোদে যোগ দিতে পারেন। মিসেস্ মার্কেলহ্যাম্ আমোদ না পাইলেই অসন্তুষ্ট হইতেন। কিন্তু এনির আমোদে অত্যন্ত অনাসক্ত ভাব দেখিতাম। শুধু যাইতে হয়, তাই সঙ্গে যাইতেন—কোনও উৎসাহ তিনি অনুভব করিতেন না।

আমি এই সকল দেখিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। আমার পিতামহীও সেইরূপ—কোনও হেতু নির্ণয় তিনিও করিতে পারিলেন না। শুধু দেখিলাম, মিঃ ডিক্‌এর সাহায্যেই যেন এই পরিবারের দুঃখ কিছু হ্রাস পাইত। বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার কিন্তু।

অবশ্য এ সকল ব্যাপার দেখিয়া মিঃ ডিকের কি ধারণা হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারি নাই। ডাক্তারের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধার পরিচয় আমার ছাত্রাবস্থাতেই আমি অনেক পাইয়াছি। মিঃ ডিক্ অবসরকালে ডাক্তারের উদ্যানে তাঁহার সহিত ঘুরিয়া বেড়াইতেন। সেই অবসরকালকে তিনি ক্রমশঃ দীর্ঘতর করিয়া লইলেন, তাহাও দেখিলাম। অভিধান সম্বন্ধেও ডিক্ ডাক্তারের বিশিষ্ট শ্রোতা হইয়া দাঁড়াইলেন। আমি ও ডাক্তার যখন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতাম, সেই সময় মিঃ ডিক্ মিসেস্ ষ্ট্রংএর সহিত উদ্যানে বেড়াইতেন, গাছের পরিচর্য্যা ও কেয়ারীতে মন দিতেন। আমি জানি, এক ঘণ্টার মধ্যে তিনি এক ডজন শব্দও প্রয়োগ করিতেন না। কিন্তু আমি লক্ষ্য করিলাম, মিঃ ডিকের নীরব আগ্রহ, এবং শান্ত আননের মধুর দীপ্তিতে ডাক্তার-দম্পতির হৃদয় যেন অনুকূলভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত।

পিতামহী শুধু মাঝে মাঝে আমাকে বলিতেন, "ট্রট্, আমি ওঁকে জানি, আর কেউ ওঁকে চিন্‌তে পারেনি। আমি বল্‌ছি, ডিক্ এক দিন প্রতিষ্ঠালাভ করবেন।"

একটা কথার উল্লেখ এখানে প্রয়োজন। যখন ডাক্তারের গৃহে অতিথি, সেই সময় উড়িয়া হিপের কাছে প্রত্যহ সকালে দুই তিনখানা পত্র আসিত। আগনেস্ ও তাহার পিতা চলিয়া যাওয়ার পরও উড়িয়া হিপ্ হাইগেটে কয়েক দিন ছিল। আমি সেই সকল পত্রে হাতের লেখা দেখিয়া বুঝিতাম যে, মিঃ মিক্‌বারই সেই সকল পত্রের লেখক। সেই হস্তাক্ষর দেখিয়া আমি বুঝিয়াছিলাম যে, মিঃ মিক্‌বার ভালভাবেই কাজ চালাইয়া চলিয়াছেন। ইহাতে আমার আনন্দ হইয়াছিল।

এক দিন আমি মিসেস্ মিক্‌বারের নিকট হইতে নিম্নলিখিত পত্র পাইলাম :—

"ক্যাণ্টারবেরি, সোমবার সায়াহ্ন।

"প্রিয় কপারফিল্ড, তুমি নিঃসন্দেহ এই পত্র পাইয়া বিস্মিত হইবে। পত্রের মর্ম্ম পড়িয়া আরও বিস্ময় বৃদ্ধি পাইবে। আমি পত্নী, আমি জননী, আমার মনের শান্তির প্রয়োজন আছে। আমার আত্মীয়স্বজনের কাছে এ বিষয় আমি প্রকাশ করিতে পারি না, তাহাদের উপদেশও আমি চাহি না। আমি শুধু তোমার উপর ছাড়া আর কাহারও উপর এ বিষয়ে নির্ভর করিতে পারি না।

"তুমি বোধ হয় জান যে, আমার ও আমার স্বামীর মধ্যে গোপনতা বলিয়া কিছু নাই। পরস্পর পরস্পরের কাছে সব কথাই প্রকাশ করিয়া থাকি। মিঃ মিক্‌বার আমার সহিত পরামর্শ না করিয়া টাকা ধার করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু সে কথা আমার কাছে কখনও গোপন করেন নাই, কিন্তু সাধারণতঃ তাঁহার এমন কোন কাজ নাই, যাহা আমার কাছে গোপন করিয়াছেন।

"কিন্তু তুমি বিস্মিত হইবে, ইদানীং আমার স্বামীর ব্যবহার সম্পূর্ণ বিপরীত—তাঁহার ব্যবহারে বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখিতেছি। এখন তিনি আমাকে কোন কথা বলেন না, গোপন করিয়া থাকেন। তাঁহার বর্ত্তমান ব্যবহার তাঁহার জীবনসঙ্গিনীর কাছে একটা প্রহেলিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার দুঃখ-কষ্টের অংশ এত দিন ভোগ করিয়াছি, এখন তিনি আমাকে উহা হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আপিসে তিনি কি কাজ করেন, সে কথা আমার কাছে আদৌ প্রকাশ করেন না।

"কিন্তু ইহাই চরম নহে। মিঃ মিক্‌বার দিন দিন যেন অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহার মেজাজ কড়া হইয়াছে। তাঁহার স্নেহের পুত্রকন্যাকে এখন তিনি দেখিতে পারেন না। টাকা-পয়সাও এখন তাঁহার কাছে চাহিয়া চাহিয়া পাওয়া যায় না—খরচ ত অসম্ভব কমাইয়াছি, কিন্তু যাহা নহিলে নহে, সে টাকাও তিনি দিতে চাহেন না। কেন তিনি এমন করিতেছেন, তাহার কারণও তিনি বলিবেন না।

"ইহা সম্পূর্ণ অসহ্য। আমার বুক ইহাতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় আমি কি করিব, সে সম্বন্ধে তোমার উপদেশ কি? বহুবার তোমার উপদেশ পাইয়াছি, এবারও আমার কর্ত্তব্যপথ তুমি স্থির করিয়া দিও। ছেলেমেয়েদের স্নেহ-সম্ভাষণ গ্রহণ কর, আমার আশীর্ব্বাদ লও। ইতি

বিপন্না

ইমা মিক্‌বার।"

আমি কি উত্তর দিব। শুধু লিখিলাম যে, ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকুন, তাহারই ফলে তিনি স্বামীকে ফিরাইয়া পাইবেন। কিন্তু সত্য বলিতে কি, এই পত্রখানা আমাকে ভাবাইয়া তুলিয়াছিল।

ত্রিচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

ইতিমধ্যে আমি একবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিলাম, এখন আমি আর নাবালক নহি—সাবালক। আমি আরও একাদশ জনের সহিত পার্লামেণ্টের বিতর্ক সংবাদপত্রে প্রেরণ করিয়া থাকি। ইহাতে অর্থোপার্জ্জন মন্দ হইতেছে না।

তার পর আমি এখন গ্রন্থকার। গোপনে কিছু লিখিয়া কোন সাময়িক পত্রে পাঠাইয়াছিলাম, উহা মুদ্রিত হয়, কিছু অর্থও তাহাতে পাই। তদবধি আমি সাময়িক পত্রে প্রায়ই লিখিয়া থাকি। ইহাতে পয়সাও বেশ ঘরে আসিতেছে। এখন বৎসরে ১৪ শত পাউণ্ড অনায়াসে উপার্জ্জন করিয়া থাকি।

সে বাসা ত্যাগ করিয়া নূতন বাসা ভাড়া লইয়াছি। পিতামহী সে বাসায় থাকিবেন না। তিনি পার্শ্বস্থ আর

টি ছোট কুটীর ভাড়া লইলেন। ইহার অর্থ স্পষ্ট। আমার াহের দিন সমাগত।

হাঁ, ডোরার সহিত আমার বিবাহ। মিস্ লাভিনিয়া ও ক্লারিসা অনুমতি দিয়াছেন। বিবাহের উদ্যোগ-আয়োজন তেছে।

পিতামহী ও মিস্ ক্লারিসা সমগ্র সহর ঘুরিয়া আমাদের স্থালীর আসবাব-পত্র ক্রয় করিতে লাগিলেন।

পেগটী আসিল। সে-ও কাজে লাগিয়া গিয়াছিল। বাড়ী ন হইতে লাগিল। তাহার নিজের বিভাগ লইয়া সে ল। মাজিয়া ঘসিয়া সে প্রত্যেক দ্রব্য সমুজ্জ্বল করিয়া ল। মিঃ পেগটীকে রাত্রিকালে লণ্ডনের পথে পথে য়া বেড়াইতে দেখি, আমি তাহাকে এরূপ সময়ে কোনও করি না। আমি জানি, সে কাহাকে খুঁজিতেছে।

ট্রাডেলস্ আমাদের বিবাহের লাইসেন্স-পত্র ঠিক করিয়া ল। সোফী ভারতবর্ষ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। সে রার পিসীর ভবনে আসিয়াছিল।

আমি আগনেস্‌কে ক্যাণ্টারবেরী হইতে আনিয়াছি। হার আনন্দোৎফুল্ল আনন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। ডেলস্-এর সহিত আগনেসের আলাপ করিয়া দিয়া-লাম। উভয়েই উভয়কে শ্রদ্ধা করিত।

মিঃ ডিক্ ডোরাকে আমার হাতে সমর্পণ করিবেন। ডেলস্ আমার সাহায্য করিবে। নির্দ্দিষ্ট দিনে পেগটী, কুরমা প্রভৃতি সকলকে লইয়া গির্জ্জার দিকে গেলাম। তামহী বলিলেন, ট্রট্, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। মার নিজের ছেলে থাকলেও সে তোমার অপেক্ষা আমার হের পাত্র হ'তে পারত না। আজ তোমার সরলা মার থাই আমার মনে হচ্ছে।"

"আমারও তাই হচ্ছে, সেই সঙ্গে আপনার কথা—আজ মার এ সৌভাগ্য যাঁর জন্য হল, সেই আপনার কথাও ন পড়ছে।"

ধর্ম্মমন্দিরে সকলে প্রবেশ করিলাম। ডোরারাও সকলেই াসিয়াছেন, পাদরী আসিলেন। আমরা নতজানু হইলাম। বাহের কার্য্য চলিতে লাগিল।

আমার পার্শ্বে আমার বালিকা পত্নী—আজ তাহার রলোকগত পিতার জন্য কাঁদিতে লাগিল। তাহার প্রাণের থা আজ অনুভবযোগ্য।

বিবাহ-শেষে পত্নীর হাত ধরিয়া বাহির হইলাম। অনেকেই স্ফুট ধ্বনিসহকারে আমার বালিকা পত্নীর সৌন্দর্য্যের াশংসা করিতেছিল।

বিবাহের পর ভোজ। প্রচুর আয়োজন হইয়াছিল। ভোজে আজ কি তৃপ্তি, কি আনন্দ! আজ যেন স্বপ্ন-স্বমায় চারিদিক আচ্ছন্ন।

তদবস্থায় আমি একটা বক্তৃতা করিলাম। কি বলিতেছি, বিষয়ে আমার কোন জ্ঞানই যেন ছিল না।

ভাড়া-করা জুড়ি-গাড়ী প্রস্তুত ছিল। ডোরা বেশ-পরিবর্ত্তন করিতে গিয়াছিল। পিতামহী ও ডোরার পিসী-মাতা আমাদের কাছে ছিলেন। আমরা বাগানে বেড়াইতে লাগিলাম। ঠাকুরমা একটা বক্তৃতা করিলেন—ডোরার পিসীমাদের সম্বন্ধে।

ডোরা বস্ত্রত্যাগ করিয়া আসিল। সকলেই ডোরাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সে সকলের নিকট বিদায় লইতে লাগিল। ফুলের ভারে আমার প্রিয়তমা আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। সে কখনও কাঁদিতেছিল, কখনও হাসিতেছিল। এইভাবে সে আমার বাহুর মধ্যে আসিয়া আশ্রয় লইল।

জিপ আমাদের সঙ্গী হইবে। ডোরা তাহাকে কোলে লইবে, আমাকে কোলে লইতে দিবে না। পরস্পর বাহুলগ্ন হইয়া অগ্রসর হইলাম। ডোরা বলিল, "আমি যদি রাগ ক'রে কারও মনে কোন কষ্ট দিয়ে থাকি, কেউ তা মনে করবেন না—ভুলে যাবেন।" বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল।

আমরা গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। ডোরা বলিল, "কেমন, এখন খুসী হয়েছ? অনুতাপ হচ্ছে না ত?"

এইভাবে আমাদের দাম্পত্য-জীবন আরম্ভ হইল।

চতুশ্চত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

মধুচন্দ্র শেষ হইলে ডোরার সহিত আমি নিজ ভবনে জীবন-যাত্রা আরম্ভ করিলাম। কয়েক দিন প্রেমের স্বপ্নে কাটাইয়া তার পর গৃহস্থালীর কাজে মন দিতে হইল।

আমরা উভয়ে কপোত-কপোতীর ন্যায় থাকিতাম। আমাদের যে পরিচারিকা ছিল, তাহার নাম মেরী এমি। সে আমাদেরই মত গৃহস্থালীতে দক্ষ দেখিলাম! তাহার জন্যই আমার ও ডোরার মধ্যে প্রথম কলহের সৃষ্টি হইল।

এক দিন আমি বলিলাম, "প্রাণাধিকা, আমাদের এই মেরী এমির কি সময়ের জ্ঞান আছে?"

ডোরা বলিল, "কেন, ডোয়েডি?"

আমি বলিলাম, "এখন পাঁচটা বেজেছে, অথচ চারটায় আমাদের ডিনার খাবার সময়।"

ঘড়ীটার দিকে চাহিয়া ডোরা বলিল যে, তাহার ধারণা, ঘড়ীটা বড় দ্রুত চলিতেছে।

আমি আমার ঘড়ী দেখাইয়া বলিলাম যে, ঘড়ীটা বরং কয়েক মিনিট শ্লো।

ডোরা আমার উৎসঙ্গে বসিয়া আমাকে খুসী করিবার চেষ্টা করিল।

আমি বলিলাম, "শোন প্রিয়তমে, আমার মনে হয়, মেরীকে তুমি এ জন্য একটু তিরস্কার করবে।"

ডোরা বলিল, "না, না, সে আমি পারব না, ডোয়েডি!"

আমি বলিলাম, "কেন পারবে না, প্রিয়তমে?"

সে বলিল, "আমি কিছু জানিনে, সে তা জানে।"

আমি দেখিলাম, এ ভাবে চলিলে মেরী এদিকে সায়েস্তা করা কঠিন। এ জন্য আমার আননে ভ্রূকুটি ফুটিয়া উঠিল।

ডোরা বলিল, "তোমার আননে ভ্রূকুটি কেন? ওটা ত ভাল নয়।"

আমি তাহার সরলতায় মুগ্ধ হইয়া গেলাম।

ডোরা বলিল, "দেখ, তোমার মুখ গম্ভীর হইলে আমার ভাল লাগে না।"

আমি বলিলাম, "দেখ, সময়ে সময়ে আমাদের কড়া হওয়া দরকার। নইলে ওরা আস্কারা পেয়ে যাবে। দেখ, আমার কাজ আছে, সময়ে আহার না পেলে আমায় না খেয়ে যেতে হবে। সেটা কি সুখকর হবে?"

"ওগো, তুমি কি আমায় তিরস্কার করছ?"

"না, না, প্রিয়তমে, আমি তোমাকে বোঝাচ্ছি।"

"বোঝান, তিরস্কারের চাইতেও খারাপ। তুমি আমাকে বুঝিয়ে দেবে ব'লে আমি বিয়ে করিনি। এ যদি তোমার ইচ্ছা ছিল, তা হ'লে আগেই তোমার বলা উচিত ছিল।"

আমি ডোরাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সে মুখ ফিরাইয়া রহিল। মাথা দুলাইয়া বলিল, "কি নিষ্ঠুর তুমি, কি নিষ্ঠুর!"

কি করিব ভাবিয়া না পাইয়া খানিক ঘরের মধ্যে পদচারণ করিয়া ডোরাকে বলিলাম, "ডোরা—প্রিয়তমে!"

"না, আমি তোমার প্রিয়তমা নই। তুমি আমায় বিয়ে ক'রে অসুখী হয়েছ। তুমি আমায় বোঝাতে যাচ্ছ—যুক্তি দিতে যাচ্ছ!"

আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম, "ডোরা, তুমি বড় ছেলেমানুষ। যা তা তুমি বকছ। তোমার মনে থাকতে পারে, কাল আমি অর্দ্ধেক খেতে খেতে চ'লে গিয়েছিলুম। তার আগের দিনও প্রায় না খেয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলুম। আজও আমার খাওয়া হ'ল না। আজ প্রাতরাশের জন্য আমাদের কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল, তাও তুমি জান। আমি তোমাকে এ জন্য মন্দ বলছি না; কিন্তু বুঝে দেখ, এ রকম ব্যবস্থা কি সুখকর হ'তে পারে?"

ডোরা কাঁদিয়া ফেলিল, "নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর! তুমি বলতে চাইছ, আমি কি রকম অবাঞ্ছনীয় স্ত্রী!"

"কই ডোরা, এ কথা ত আমি বলিনি।"

"এই ত বললে যে, আমি সুখদায়িনী নই।"

"আমি বলেছি, ব্যবস্থা সুখকর নয়।"

"ও একই কথা।" বলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, "তোমার দোষ দিচ্ছি না, ডোরা। আমরা দু'জনেই কিছু জানিনে—আমাদের সব শিখে নিতে হবে। তাই আমি তোমাকে বলছিলাম যে, মেরীকে একটু তাড়া দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হবে।"

এইরূপ প্রায়ই আমাদের চলিতে লাগিল।

সে দিন রাত্রি প্রায় ২টায় বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম, ঠাকুরমা আমার প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন।

সভয়ে বলিলাম, "কি ব্যাপার, ঠাকুরমা?"

"কিছু না, ট্রট্। তুমি ব'স। ছোট ফুলটি (ডোরাকে তিনি ঐ নামে অভিহিত করিতেন) বড় মনমরা হয়েছে, তাই তার কাছে ছিলুম। আর কিছু না।"

বুঝিলাম, পিতামহী কি কথা বলিতেছেন। আমি তাঁহাকে সব বুঝাইয়া বলিলাম।

তিনি বলিলেন, "ট্রট্, ধৈর্য্য ধরা চাই। অধীর হ'লে হবে না।"

আমি বলিলাম, "সে কথা ঠিক। আমি অবুঝ নই, ঠাকুরমা।"

"না, তা আমি বলছি না। তবে ছোট ফুলটি বড় কোমল, সুতরাং বাতাস জোরে বইলে চলবে না।"

আমার স্ত্রীর প্রতি তাঁহার এই দরদ-বোধের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইলাম। তার পর বলিলাম, "ঠাকুরমা, আপনি তাকে একটু একটু উপদেশ দেবেন।"

তিনি বলিলেন, "ট্রট্, এ কথা আমায় বলো না। আমি জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, ওটা আমি পারব না। যারা স্বর্গে গেছে, আজ তাদের কথা মনে হচ্ছে। তাদের সঙ্গে আরও মধুর ব্যবহার করা আমার উচিত ছিল। আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদের ব্যবধান যাতে না আসে, তাই করতে হবে।"

"বিচ্ছেদের ব্যবধান, ঠাকুরমা?"

"বৎস! বুঝে দেখ, আমি যদি কোন কথা বলতে যাই, ছোট ফুলটি অসুখী হবে। আমি চাই, সে আমাকে ভালবাসবে। তোমার ছেলেবেলায় বাড়ীর কথা মনে ক'রে দেখ, দ্বিতীয়বার বিয়ের পর তোমাদের বাড়ীর অবস্থা কি হয়েছিল, স্মরণ কর।"

সত্য কথা। তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহা যথার্থ। বুঝিলাম, ঠাকুরমা কিরূপ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও উদার।

"ট্রট্, সব প্রথম আরম্ভ। রোম এক দিনে তৈরী হয় নি। তুমি নিজে পছন্দ ক'রে ঘরে এনেছ! খুব সুন্দর ও মধুর ফুলটি তুমি বেছে নিয়ে এসেছ। তার যা গুণ আছে, তাই নিয়ে বিচার করতে হবে, যা থাকা উচিত, তা ভাবলে চলবে না। ধীরে ধীরে তার চরিত্র গ'ড়ে তুলতে হবে। ট্রট্, এটা বিবাহ, ছেলে-খেলা নয়। তোমরা শিশু, ভগবান তোমাদের সুখী করবেন।"

তিনি চলিয়া গেলেন।

এক দিন ডোরা বলিল, "ডোয়েডি, তুমি আমাকে শিখিয়ে নেবে?"

"আমি নিজে আগে শিখে নেই, তবে ত শেখাব। আমি তোমারও অধম।"

"কিন্তু তুমি শিখতে পার, তোমার মাথা আছে।"

আমি বলিলাম, "কি বলছ তুমি, ডোরা!"

খানিক নীরব থাকিয়া সে বলিল, "আমার কি ইচ্ছে হয় জান? বছরখানেক পল্লীতে গিয়ে আগনেসের কাছে থাকি।"

আমি বলিলাম, "কেন?"

"সে আমাকে তৈরী ক'রে দিতে পারবে—আমার উন্নতি হবে।"

বলিলাম, "সময়ে সব হবে, প্রাণাধিকা। আগনেস্ তার বাবাকে নিয়ে ব্যস্ত। ছেলেবেলা থেকেই সে আগনেস্।"

"তুমি আমার একটা নাম ক'রে দাও।"

"কি নাম বল ত?"

"তুমি আমার নাম রাখ, খুকী-স্ত্রী!"

আমি হাসিতে লাগিলাম।

ইহার পর ডোরা গৃহস্থালীর কাজ শিখিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই হইল না। তবে তাহার উৎসাহের সীমা ছিল না।

আমি যখন লিখিতে বসিতাম, সে আমার পাশে বসিত। আমার কলম পেনসিল আগাইয়া দিয়া সে তৃপ্তি পাইত। যে দিন তাহাকে খুসী করিবার জন্য দুই এক পাতা নকল করিতে দিতাম, সে দিন তাহার আনন্দের সীমা থাকিত না।

আমার ঠাকুরমার প্রতি ডোরার স্নেহ দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

ডাক্তারের গৃহে তাঁহার শাশুড়ী কায়েম মোকাম হইয়াছিলেন। কন্যার অপেক্ষা আমোদ-প্রমোদেরই তিনি অধিক পক্ষপাতিনী ছিলেন। এই বৃদ্ধা ডাক্তারের মনের আঘাত কতকটা অনুমান করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হইল। অথচ আসল ব্যাপারটা কি, তাহা তিনি জানিতেন না। বৃদ্ধা ভাবিয়াছিলেন যে, ডাক্তার নিজে বৃদ্ধ, এ কথা স্মরণ করিয়া স্ত্রীকে সর্ব্বদা আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত রাখিতে চাহেন।

কথাপ্রসঙ্গে বৃদ্ধা এক দিন ডাক্তারকে বলিলেন, "এনিকে সর্ব্বদা এখানে আবদ্ধ রাখলে তার মন খারাপ হয়ে যাবে।"

ডাক্তার তাহা স্বীকার করিলেন।

বৃদ্ধা বলিলেন, "মনে কর, তুমি যে অভিধান তৈরী করছ, সেটা দরকারী কাজ, কিন্তু এনির কি ও বিষয়ে কোন কৌতূহল থাকৃতে পারে?"

ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া তাহা মানিয়া লইলেন।

মিসেস্ মার্কেলহাম বলিলেন, "তাই আমি তোমার কথামত এনিকে নিয়ে থিয়েটার, প্রদর্শনী, গান-বাজনার আসর—সব জায়গায় যাই।"

কিন্তু এনি এ সকল আমোদ-প্রমোদে যোগ দিতে রাজি হইতেন না। তাঁহার উহাতে ক্লান্তিবোধ হইত। তাঁহার মাতা এক দিন রাগ করিয়া বলিলেন, "এনি, এ তোমার অন্যায়। ডাক্তার তোমার সম্বন্ধে এমন সদয় ও উদার, অথচ তুমি তার বিনিময়ে কিছুই কর না।"

পিতামহী এ সকল কথা শুনিয়া চুপ করিয়া থাকিতেন। এক দিন তিনি আমায় বলিলেন যে, মিঃ ডিক্ কিন্তু সকল সমস্যার এক দিন সমাধান করিবেন। কেন তিনি এ কথা বলিলেন, তাহা বুঝিলাম না!

মিঃ ডিক্ ডাক্তার ষ্ট্রং ও তাঁহার পত্নীর সহিত সমানভাবে ব্যবহার করিয়া চলিয়াছিলেন।

বিবাহের কয়েক মাস পরে আমি ঘরে বসিয়া লিখিতেছিলাম। ডোরা ঠাকুরমার সহিত কোথায় বেড়াইতে গিয়াছিল, এমন সময় ডিক্ ঘরের মধ্যে আসিলেন।

"ট্রট্উড, আমার সঙ্গে কথা বল্‌বার অবকাশ হবে কি?"

"নিশ্চয়, মিঃ ডিক্।"

ডিক্ বলিলেন, "তোমার ঠাকুরমাকে তুমি ভাল ক'রেই জান?"

"কিছু জানি বৈ কি।"

"এমন চমৎকার নারী আমি দেখেনি।"

তার পর থামিয়া মিঃ ডিক্ বলিলেন, "আচ্ছা, আমাকে তুমি কি মনে কর?"

"আমাদের পরম বন্ধুজন।"

"ধন্যবাদ। কিন্তু ও কথা আমি শুন্‌তে চাচ্ছি না। এ বিষয়ে কি রকম মনে কর?" বলিয়া ললাটে হাত দিলেন।

আমি কি উত্তর দিব ভাবিতেছি। তিনি বলিলেন, "মাথাটা দুর্ব্বল, কেমন নয় কি?"

বলিলাম, "হয় ত হবে।"

"ঠিক তাই। আমার মাথার গোলমাল হয়ে গিয়েছিল।"

আমি ঘাড় নাড়িলাম।

মিঃ ডিক কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া বলিলেন, "সংক্ষেপে বল্‌ছি, আমি সোজা মানুষ। কিন্তু তোমার ঠাকুরমা তা মানেন না। থাক্ সে কথা। তুমি ত পণ্ডিত লোক। তুমি জান, ডাক্তার কি রকম বিদ্বান লোক। তাঁর স্ত্রী একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। আমি তাঁকে দীপ্তি দিতে দেখেছি। কিন্তু—মেঘ, চারিদিকে মেঘ জমেছে।"

আমি কোন কথা কহিলাম না।

তিনি বলিলেন, "কিসের মেঘ বল ত?"

আমি বলিলাম, "দুর্ভাগ্যক্রমে উভয়ের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর গ'ড়ে উঠ্‌ছে। হয় ত বয়সের পার্থক্যে, অথবা অন্য কোন বাজে ব্যাপার নিয়ে।"

তিনি বলিলেন, "ডাক্তার তাঁর ওপর রাগ করেন নি?"

"না, তিনি স্ত্রীর অত্যন্ত অনুরাগী।"

মিঃ ডিক্ বলিলেন, "তা হ'লে আমি মেরে দিয়েছি!"

তাঁহার আনন্দের এই আতিশয্য দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। সহসা ডিক্ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "বড় অদ্ভুত এই মহিলা। তিনি কেন ব্যাপারটার সমাধান ক'রে ফেলেন নি?"

আমি বলিলাম, "এমন ব্যাপার, যা নিয়ে কোন কথা বলা যায় না।"

"চমৎকার পণ্ডিত তুমি! আচ্ছা, ডাক্তার নিজে কিছু করেন নি কেন?"

বলিলাম, "একই কারণ।"

ডিক্ আবার বলিলেন, "কেল্লা ফতে!"

সগর্ব্বে তিনি আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মাথা নাড়িতে লাগিলেন।

"বৎস, ট্রটউড, আমি সাধাসিধে মানুষ, বোকা। কিন্তু মহারথরা যা করতে পারেন না, আমি সামান্য মানুষ তা করব। আমি এঁদের দুজনকে মিলিয়ে দেব। তাঁরা আমাকে দোষ দেবেন না। আমি সামান্য লোক। কেউ আমায় দোষ দেবে না।"

এমন সময় গাড়ীর শব্দ শোনা গেল। ডিক্ বলিলেন, "কাকেও কিছু বলো না, ট্রটউড্। অনেক দিন ধ'রে আমি ভাবছিলাম। আজ হদিশ পেয়েছি। তোমার কথা থেকে আমি সব সন্ধান পেয়েছি। বেশ।"

ইহার পর দুই তিন সপ্তাহ সমানভাবেই চলিয়া গেল।

এক দিন আমি ও ঠাকুরমা ডাক্তারের ওখানে বেড়াইতে গেলাম। ডোরা বাড়ীতেই থাকিতে চাহিল। তখন হেমন্ত কাল। প্রদোষান্ধকারে আমরা ডাক্তারের বাড়ী গেলাম। বাগানে মিঃ ডিক্ ও মিসেস্ ষ্ট্রং ছিলেন। আমাদিগকে দেখিয়া ডাক্তার-গৃহিণী বাড়ীর দিকে আসিলেন, মিঃ ডিক্ বাগানেই রহিলেন।

পড়িবার ঘরে ডাক্তার কাহাদের সহিত কাজে ব্যস্ত ছিলেন। যাঁহারা আসিয়াছিলেন, শীঘ্রই তাঁহারা চলিয়া যাইবেন, এ জন্য ডাক্তার-গৃহিণী আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন।

আমরা অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় ডাক্তারের শ্বশ্রুমাতা সেখানে আসিলেন। তিনি বলিলেন, "এনি, তুমি বলনি কেন, ওঘরে লোক আছে?"

"আমি তা কেমন ক'রে জানব, বল?"

"কেমন ক'রে জানবে? এরকম কথা আমি জীবনে কখন শুনিনি।"

"তুমি কি পড়বার ঘরে গিয়েছিলে?"

"নিশ্চয়! দেখলাম, ডাক্তার তাঁর উইল করছেন।"

ডাক্তার-গৃহিণী বাতায়নের দিক হইতে তাড়াতাড়ি আমাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া চাহিলেন।

মিসেস্ মার্কেলহাম বলিলেন, "সত্যি এনি, তিনি উইল করছেন। আশ্চর্য্য তাঁর দূরদর্শিতা ও ভালবাসা বল্‌তে হবে! আমি কাগজ পড়বার জন্য পড়বার ঘরে গিয়েছিলাম। দেখি, সেখানে আলো জ্বলছে। দরজা খুল্‌তেই চোখে পড়ল, ডাক্তার দুজন উকীলকে নিয়ে কি করছেন। ডাক্তার বলছেন শুনলাম—'তা হবে, এতে এই কথা ঠিক বুঝাচ্ছে ত যে সর্ব্বস্ব মিসেস্ ষ্ট্রংকে দেওয়া হ'ল—বিনা সর্ত্তে' 'এবং তাঁর উপর আমার অখণ্ড বিশ্বাস আছে, এ কথাও বোঝাচ্ছে ত?' উত্তরে এক জন উকীল বললেন, হ্যাঁ, তাঁকে বিনা সর্ত্তে সব দেওয়া হ'ল। মার মনে এতে কি হয়, তা ত বুঝতে পারছেন, মিস্ ট্রটউড। আমি অমনি নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে চ'লে এলুম।"

মিসেস্ ষ্ট্রং দরজা খুলিয়া বারান্দায় গিয়া একটা থাম অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইলেন।

মিসেস্ মার্কেলহ্যাম বলিয়া চলিলেন, "মিস ট্রটউড, ডেভিড, এতে কি মনে উৎসাহ আসে না? ডাক্তার ষ্ট্রংএর ন্যায় লোক জীবনের এই অবস্থায় এমন মনের জোর দেখাতে পারেন, এর মত উৎসাহ-উদ্দীপক ব্যাপার আর কি হ'তে পারে? আমি বরাবরই জান্‌তাম, আমার জামাই এমনই ধরণের কাজ করবেন।"

এমন সময় ঘণ্টার ধ্বনি শোনা গেল। আগন্তুকদিগের পদধ্বনি শুনিয়া বুঝিলাম, তাঁহারা চলিয়া যাইতেছেন।

বৃদ্ধা বলিলেন, "সব শেষ হয়ে গেছে। ডাক্তার উইলে সই করেছেন। তাঁর মন এখন নিশ্চিন্ত হয়েছে। এনি, মা আমার! আমি এখন পড়বার ঘরে যাচ্ছি। ডেভিড্, মিস ট্রটউড, আপনারা ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করবেন আসুন!"

আমি বুঝিয়াছিলাম, মিঃ ডিক্ তখন ঘরের অন্ধকারে দাঁড়াইয়া হাতের ছুরী সাফ করিতেছেন। আমরা পাঠাগারে প্রবেশ করিলাম। পিতামহী তখন পুনঃ পুনঃ তাঁহার নাসিকা ঘর্ষণ করিতেছিলেন। ইহাতে বুঝিলাম, তাঁহার সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে। মিসেস্ মার্কেলহ্যামের ব্যবহার যেন তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।

দেখিলাম, ডাক্তার তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার মস্তক বাম করতলের উপর ন্যস্ত। সেই সময় মিসেস্ ষ্ট্রং নিঃশব্দে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মুখ বিবর্ণ এবং তাঁহার দেহ যেন কম্পিত হইতেছে। মিঃ ডিক্ তাঁহাকে নিজ বাহুর সাহায্যে ধরিয়া রাখিয়াছেন। মিঃ ডিক্ অন্য বাহুর দ্বারা ডাক্তারকে স্পর্শ করিলেন। ডাক্তার নিমগ্ন দৃষ্টিতে মাথা তুলিয়া চাহিলেন।

দেখিলাম, মিসেস্ ষ্ট্রং জানু পাতিয়া স্বামীর পদতলে বসিয়া পড়িলেন। দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া পত্নী যে ভাবে স্বামীর দিকে চাহিলেন, তেমন দৃষ্টি কখনও দেখি নাই—সে দৃশ্য কখনও ভুলিব না। বৃদ্ধা মাতার হাত হইতে কাগজ পড়িয়া গেল। তিনি সবিস্ময়ে কন্যার দিকে চাহিলেন।

মিঃ ডিক্ বলিলেন, "ডাক্তার! কি হারিয়েছে? এ দিকে ফের।"

ডাক্তার বলিলেন, "এনি, এ কি, তোমার স্থান আমার চরণে নয়, প্রিয়তমে!

তিনি বলিলেন, "হাঁ! এখানেই আমার স্থান। এই ঘরের কেহ যেন এখন এখান থেকে না যান, এই আমার অনুরোধ। আমার স্বামী, আমার পিতা, এই দীর্ঘকালের নীরবতা ভেঙ্গে দাও। আমাকে বল, তোমার আমার মধ্যে কিসের জন্য ব্যবধানের প্রাচীর উঠেছে।"

শ্রীমতী মার্কেলহ্যাম্ যেন বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পাইলেন। তিনি যেন বংশমর্য্যাদা ও মাতৃত্বের ক্রোধে পূর্ণ হইয়া বলিলেন, "এনি, এখনই উঠে দাঁড়াও। অমন ভাবে তোমার আত্মীয়স্বজন সকলকে হেয় করবার অধিকার তোমার নেই। এ রকম যদি কর, আমি পাগল হয়ে যাব।"

এনি বলিলেন, "মা, বাজে কথা এখন বলো না। আমি আমার স্বামীর কাছে আমার আবেদন জানাচ্ছি। এখানে তোমার পর্য্যন্ত কোন মূল্য নেই।"

মাতা বলিলেন, "কোন মূল্য নেই? আমি কেউ নই? বাছা আমার পাগল হয়েছে দেখছি। শীঘ্র আমায় এক গ্লাস জল দাও!"

সকলেই তখন ডাক্তারের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি। বৃদ্ধাকে জল দিবার প্রয়োজন কেহ অনুভব করিল না। তিনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাতাস খাইতে লাগিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে বিস্ময়, আতঙ্ক।

ডাক্তার পত্নীকে বাহুর দ্বারা ধারণ করিয়া কোমলকণ্ঠে বলিলেন, "এনি! প্রিয়তমে! আমাদের বিবাহিত জীবনে যদি অনিবার্য্য কারণে কোন পরিবর্ত্তন এসে থাকে, তার জন্য তোমার কোন দোষ নেই। সে দোষ আমার, শুধু আমারই। তোমার প্রতি আমার যে স্নেহ, শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আছে, তার কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। আমি তোমাকে সুখী করতে চাই। সত্যই আমি তোমাকে ভালবাসি, সম্মান করি। ওঠ, এনি, ওঠ।"

কিন্তু তিনি উঠিলেন না। কিয়ৎকাল তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া, তিনি আরও তাঁহার সন্নিহিত হইয়া, জানুর উপর মাথা রাখিয়া বলিলেন—

"এখানে যদি আমার বন্ধুজন কেউ থাকেন, তিনি আমার বা আমার স্বামীর পক্ষে কথা বল্‌তে পারেন। যে সন্দেহ আমার বুকে কিছুদিন থেকে উঁকি মারছে, আমার সেই বন্ধু সেই সন্দেহের স্বরূপ আজ প্রকাশ করে, আমার প্রতি বন্ধুত্বের নিদর্শন দেখাতে পারেন। এখানে এমন কোন বন্ধু যদি থাকেন, যিনি আমার স্বামীকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করেন, কিংবা কখনও আমার প্রতি দরদ প্রকাশ ক'রে থাকেন, আর তাঁর যদি জানা থাকে, তবে যাই হোক্ না কেন, তিনি সব ঘটনা প্রকাশ ক'রে বলুন—আমাদের দু'জনের ভেতরের ব্যবধান তিনি দূর ক'রে দিন। আমি সেই বন্ধুকে অনুনয় ক'রে বল্‌ছি, তিনি কথা বলুন।"

গভীর নিস্তব্ধতায় কক্ষতল পূর্ণ হইল। কয়েক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিয়া আমি সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিলাম।

আমি বলিলাম, "মিসেস্ ষ্ট্রং, আমি কিছু কিছু জানি, ডাক্তার ষ্ট্রংএর আন্তরিক অনুরোধে সে কথা আমি গোপন করতে বাধ্য হয়েছিলুম। আজ পর্য্যন্ত আমি সে কথা গোপন ক'রে রেখেছি। কিন্তু এখন যে সময় এসেছে, তাতে সে কথা গোপন রাখা অন্যায়, অসঙ্গত হবে। বিশেষতঃ আপনার আবেদনের পর আর আমি চুপ ক'রে থাক্‌তে পারছি না।"

তিনি মুহূর্ত্তের জন্য আমার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। তাহাতেই বুঝিলাম যে, আমার এখন প্রকাশ করাই সঙ্গত। আমি আর সে প্রস্তাবে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলাম না।

ডাক্তারগৃহিণী বলিলেন, "আমাদের জীবনের ভবিষ্যৎ শান্তি তোমার হাতেই নির্ভর করছে। তুমি কোন কথা গোপন ক'রে রেখো না। আমার স্বামীর মহৎ হৃদয়কে আমি জানি, তোমরা যা কেন বল না, তাঁহার হৃদয়ে শুধু একটা আলোই জ্বলতে থাকবে। তুমি ইতস্ততঃ করো না। তোমার কথার পর আমি আমার কথা আমার স্বামীকে এবং ভগবান্‌কে জানাব।"

ডাক্তারের আদেশের প্রতীক্ষা না করিয়া মোটামুটিভাবে সে দিন এই ঘরে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, আমি বলিয়া গেলাম। কথা শুনিয়া মিসেস্ মার্কেলহ্যাম্ নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। মাঝে মাঝে তিনি তারস্বরে এক একটা শব্দ উচ্চারণ করিতেছিলেন।

আমার কথা শেষ হইলে, এনি কয়েক মুহূর্ত্ত নতশিরে চুপ করিয়া রহিলেন। তার পর স্বামীর হস্ত লইয়া নিজের বক্ষোদেশে রাখিয়া উহা চুম্বন করিলেন। মিঃ ডিক্ অতি সন্তর্পণে তাঁহাকে তুলিয়া ধরিলেন। উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "আমার বিয়ের পর আমার মনে যা হয়েছিল, আজ সব কথা খুলে বল্‌ব—সব তোমাকে জানাব।"

ডাক্তার বলিলেন, "এনি, আমি কখনও তোমাকে সন্দেহ করিনি। সুতরাং কোন কথা বলবার প্রয়োজন নেই, প্রিয়তমে!"

স্বামীর দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া তিনি বলিলেন, "আছে, বিশেষ প্রয়োজন আছে। যাঁকে আমি সমগ্র অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি, পূজা করি, তাঁর কাছে আজ হৃদয়দ্বার মুক্ত ক'রে সব কথা বলা দরকার। ভগবান তা জানেন!"

মিসেস্ মার্কেলহ্যাম্ বলিলেন, "আমার যদি একটু হিতাহিত বিবেচনা থাকে, তা হ'লে সত্যি বল্‌ছি"—

বাধা দিয়া আমার পিতামহী সক্রোধে মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "তোমার যখন তা নেই, চুপ ক'রেই থাক না।"

মাতা বলিলেন, "আমি বল্‌ছি, এ সব কথা খোলাখুলিভাবে বলবার কোন প্রয়োজন নেই।"

স্বামীর দিক হইতে দৃষ্টি না ফিরাইয়াই এনি বলিলেন, "মা, তার বিচার আমার স্বামী ছাড়া আর কারও করবার অধিকার নেই। আমার কথা তিনি শুন্‌বেন। বল্‌তে গিয়ে কোন কথায় তুমি যদি ব্যথা পাও, আমাকে ক্ষমা করো, মা! আমি অনেক দিন থেকেই ব্যথা পেয়েই আস্‌ছি।"

মিসেস্ মার্কেলহ্যাম্ বলিয়া উঠিলেন, "ওরে বাবা, এ কি কথা!"

ডাক্তারগৃহিণী বলিয়া চলিলেন, "ছেলেবেলার কথা আমার যতদূর মনে পড়ে, আমার স্মৃতিতে পিতৃবন্ধুর, আমার শিক্ষকের কথা বিজড়িত—সে স্মৃতি হ'তে আমি কোন দিন বিচ্যুত হব না। বরাবরই তিনি আমার পরম প্রিয়। আমার যা কিছু স্মরণ-যোগ্য, সবতাতেই তিনি আছেন। আমার মনে রত্ন দিয়ে তিনি ভ'রে দিয়েছেন এবং তাঁর চরিত্রের প্রভাব তাতে ক্ষোদিত হয়ে রয়েছে। অন্যের হাত থেকে সে সব পেলে এত ভালভাবে আমি কখনই পেতাম না।"

মাতা বলিলেন, "মা ওর কাছে কিছুই নয়!"

এনি বলিলেন, "না, মা, সে কথা বলো না। তিনি আমার কাছে যা, তাই আমি বল্‌ছি। সে আমাকে বল্‌তেই হবে। আমি বড় হ'তে লাগলাম, আমার মনে তিনি সেই স্থান অধিকার ক'রে রইলেন। তিনি আমার প্রতি যত্ন নিতেন, এতে আমি গৌরব অনুভব কর্‌তাম। আমি গভীর-ভাবে, একান্তভাবে, কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলুম। আমি তাঁকে দেখ্‌তাম—ভাষায় আমি তা প্রকাশ ক'রে বল্‌তে পারব না—তিনি আমার উপদেষ্টা, মন্ত্রদ্রষ্টা, গুরু, পিতা। তাঁর প্রশংসা অন্যের প্রশংসাকে নিষ্প্রভ ক'রে দিত। সমগ্র জগৎকে আমি সন্দেহ করতে পারি, কিন্তু ওঁকে পারিনে। এত বিশ্বাস, এত নির্ভরতা আমি জগতের কোন লোকের উপর করিনি। তুমি ত জান মা, তুমি যখন ওঁকে আমার পরিণয়প্রার্থী স্বামিরূপে আমার কাছে নিয়ে এসেছিলে, তখন আমি কত ছোট, কত অনভিজ্ঞ ছিলাম।"

মাতা বলিলেন, "সে কথা আমি এখানে সকলের কাছে অন্ততঃ পঞ্চাশবার বলেছি।"

পিতামহী অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "ভগবানের দোহাই, তুমি কথা বলো না, চুপ ক'রে থাক। ও কথা আর বলবার দরকার নেই।"

"প্রথমতঃ আমার মনে হয়েছিল, আমি একটা বড় জিনিষ হারালাম। প্রথমতঃ উত্তেজিত হয়েছিলাম, দুঃখ বোধ করেছিলাম। তখন আমি বালিকামাত্র। পরিবর্ত্তন যখন এল, তখন আমার দুঃখই হয়েছিল। কিন্তু তিনি আমাকে তাঁর যোগ্যা পত্নী ব'লে নির্ব্বাচন করায় আমি গৌরব বোধ করেছিলাম। আমাদের বিয়ে হয়ে গেল।"

"কান্টারবেরির সেন্ট আলফেজ মন্দিরে।"

পিতামহী বলিয়া উঠিলেন, "মেয়েমানুষটা থামবে না, না কি!"

এনি বলিয়া চলিলেন, "আমি কখনো ভাবিনি, সাংসারিক কোন লাভ উনি আমাকে দিতে পারবেন। সে সময়ে আমার মনে সে সবের কোন স্থানই ছিল না। মা, তুমি আমাকে ক্ষমা করো, তুমিই প্রথমে আমার মনে তা জাগিয়ে দিয়েছিলে, তুমিই লাভ-লোকসানের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলে।"

মাতা বলিলেন, "আমি?"

ঠাকুরমা বলিলেন, "হাঁ, তুমি ছাড়া আবার কে? এখন অস্বীকার করলে চল্‌বে কেন?"

এনি বলিলেন, "আমার নূতন জীবনে সেই প্রথম অশান্তি তুমি এনেছিলে। ইদানীং সেই অশান্তির পরিমাণ আরও বেড়েছে। কিন্তু আমার সদাশয় স্বামী, তুমি যা মনে করেছ, সে কারণে নয়। আমার অন্তরে এমন চিন্তা, এমন স্মৃতি বা আশার রেখামাত্র নেই, যা তোমাকে আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিতে পারে, স্বামি!"

তিনি হাতে হাত চাপিয়া নয়নযুগল তুলিলেন। সে দৃষ্টি কি সুন্দর! কি সত্যনিষ্ঠাপূর্ণ! ডাক্তারও এখন পত্নীর দিকে তেমনই একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

ডাক্তার-গৃহিণী বলিয়া চলিলেন, "মার কোন দোষ নেই। তাঁর নিজের জন্য কখনও কিছু বলেন নি, তাঁর উদ্দেশ্য নিন্দনীয় ছিল না। কিন্তু তিনি যখন বার বার আমার দোহাই দিয়ে তোমার কাছে দাবী জানাতেন, আমার নামে দাবীর ব্যবস্থা আরম্ভ করেছিলেন, আর তুমি তখনই তা পূর্ণ করতে, আর তোমার বন্ধু মিঃ উইক্‌ফিল্ড মনে মনে রেগে যেতেন, তখন আমার তা ভাল লাগত না। তবু বাধ্য হয়ে সে ব্যাপারে আমাকে যোগ দিতে হ'ত। কিন্তু আমার মন অপ্রসন্ন, অস্থির হয়ে থাকৃত—সকল সময় আমার মনে তার প্রভাব থাকৃত। কিন্তু বিয়ের দিন থেকে আমি আমার দাম্পত্য জীবনকে প্রেমে সম্মানে বরণ ক'রে নিয়েছিলুম, সে কথাটা জেনে রাখ।"

মিসেস্ মার্কেলহ্যাম অশ্রুসিক্ত-নয়নে বলিলেন, "কি ধন্যবাদই আমার প্রাপ্য! নিজের পরিবারের লোকজনের জন্য যত্ন নেওয়ার পুরস্কার বটে!"

এনি বলিয়া চলিলেন, "সেই সময় মা আমার মাসতুতো ভাই ম্যাল্‌ডনের জন্য ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। আমি অবশ্য তাকে পছন্দ করতাম। ভালই বাসতাম। এক সময়ে উভয়ে উভয়ের প্রতি প্রণয়াস্পদের মত ব্যবহার কিছু করেছিলাম। যদি ঘটনার পরিবর্ত্তন না হ'ত, হয় ত আমি নিজেকে বোঝাতে পারতাম যে, সত্যি আমি তাকে ভালবাসি। হয় ত তাকে বিয়েও করতে পারতাম। তা হ'লে আমার সর্ব্বনাশই হ'ত। পরস্পরের মতের পার্থক্য,

উদ্দেশ্যের পার্থক্য বিবাহিত জীবনের সকল শান্তি-সুখ হরণ করে।"

ডাক্তার-গৃহিণীর এই মূল্যবান্ কথাটা আমার বুকের মধ্যে ধ্বনিত হইতে লাগিল—"বিবাহিত জীবনে স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের মধ্যে যদি মতের মিল না থাকে, উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা থাকে, তবে সে বিবাহে অশান্তি অনিবার্য্য।"

এনি বলিয়া চলিলেন, "আমাদের উভয়ের মধ্যে এমন কিছু ছিল না, যাহাতে পরস্পরের মতের ও উদ্দেশ্যের বিন্দু-মাত্র সামঞ্জস্য আছে। অনেক দিন আগেই আমি বুঝেছিলাম সে কথা। আমি স্বামীর কাছে আর কোন বিষয়ের জন্য যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিতে পারি, তিনি যে আমাকে ম্যাল্ডনের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন, এ জন্য কৃতজ্ঞ থাকব।"

কিছুক্ষণ তিনি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার প্রত্যেকটি কথা আমার হৃদয়ে স্পন্দন জাগাইতেছিল, অথচ তিনি অতি শান্তভাবেই কথা বলিতেছিলেন।

"তোমার দয়া ও সাহায্য পেয়ে তার মানুষ হওয়া উচিত ছিল! অন্ততঃ আমি যদি তার স্থলাভিষিক্ত হতুম, তা হ'লে তোমার সদয় ব্যবহারের সদ্ব্যবহার করতুম। কিন্তু ভারতবর্ষে যাবার দিন আমি টের পেলাম, সে কি ভণ্ড, তার হৃদয় কি রকম কৃতজ্ঞতাবর্জ্জিত। তখন মিঃ উইক্‌ফিল্ড আমার প্রতি লক্ষ্য করছিলেন, তা থেকে দুরকম অর্থ ক'রে নিয়েছিলুম। সে দিন প্রথম আমার মনে হয়েছিল, আমার উপর লোকের কি রকম সন্দেহের উদয় হয়েছে।"

ডাক্তার বলিলেন, "সন্দেহ, এনি? না, না, না।"

"তোমার মনে জাগেনি, তা আমি জানি, স্বামি! আমি তোমার কাছে সেই রাত্রিতে এসে অনেক কথা বল্‌তে চেয়েছিলুম। আমার এক জন আত্মীয় আমার উপর দাবীর ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে, তার অন্তরালে কতখানি নীচতা, ইতরতা আছে, তা আমি তোমাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তখন মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোয়নি। কথাগুলো আমার ওষ্ঠে এসে থেমে গিয়েছিল। সেই সময় থেকে আমি নীরব।"

মিসেস্ মার্কেলহ্যাম চেয়ারের উপর হেলান দিয়া পাখার আড়ালে মুখ লুকাইলেন।

"তোমার সম্মুখে ছাড়া, তার সঙ্গে কোন দিন আমি একটা কথাও বলিনি। বহু বৎসর চ'লে গেছে, সে বুঝে নিয়েছে, এ বাড়ীতে তার স্থান কোথায়? তুমি যখন আমাকে গোপন ক'রে তার উন্নতির চেষ্টা করেছ, তার পর আমাকে সে কথা বলেছ, তখন আমার গোপন দুঃখের বোঝা কত ভারী হয়েছে, তা জানাতে পারি না।"

তিনি স্বামীর পদতলে আবার বসিয়া পড়িলেন। ডাক্তার বাধা দিতে গেলেন, কিন্তু সবই ব্যর্থ হইল। অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে স্বামীর দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "এখন তুমি কিছু বলো না, আমাকে আরও বলতে দাও। ভাল হোক্, মন্দ হোক্, যদি দয়া করা হয়, আমি ঠিক এই রকমই করব। তুমি জান না, তোমায় ভক্তি করার অর্থ কি। আমি ছেলেমানুষ ছিলুম, কোন পরামর্শদাতা তখন ছিল না। মা ও আমার মধ্যে বিরাট ব্যবধান ছিল। আমি যে অপমান সহ্য করেছি, তা লুকিয়ে রেখেছিলুম তার অর্থ, আমি তোমায় এত বেশী সম্মান করি যে, তুমিও আমার সম্মান করবে।"

ডাক্তার বলিলেন, "এনি, শুদ্ধচেতা প্রণয়িনী আমার!"

"আর একটু বল্‌তে দাও—আর গোটাকয়েক কথা! তুমি যদি আমার বদলে আর কাউকে বিয়ে কর্‌তে, তার দ্বারা এ সব হাঙ্গামা হ'ত না, সে তোমাকে সুখী করতে পারত। আবার মনে হ'ত, তোমার ছাত্রী, তোমার কন্যারূপে থাকাই আমার পক্ষে হয় ত ভাল ছিল। তোমার বিদ্যা-বুদ্ধির যোগ্য আমি নই, সে ভয়ও আমার ছিল। এই সব কারণে আমি মনে মনে কুণ্ঠিত হয়ে পড়তাম—তাই তোমাকে কোন কথা বল্‌তে পারিনি। তা ছাড়া তোমায় আমি সম্মান করি, এক দিন তুমিও আমার সম্মান করবে, এটাও আমার আশা ছিল।"

ডাক্তার বলিলেন, "এত দিন ধ'রে সে দিন এসেছে, এনি?"

"আর একটা কথা! আমি তোমাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করি, তুমি আমার স্বামী, তোমায় আমি ভালবাসি। তোমার দিকে চেয়ে আমি এ কথা অসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, ভ্রমেও আমি তোমার কাছে অন্যায় করিনি, তোমার প্রতি আমার প্রেম ও বিশ্বাস অবিচলিত আছে।"

ডাক্তারের কণ্ঠলগ্ন হইয়া সাধ্বী পত্নী অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

"স্বামি! আমাকে তোমার বুকের ভেতর টেনে নেও! আমাকে ত্যাগ করো না। আমাদের বয়সের পার্থক্যের কথা কখনো বলো না—কারণ, তা নেই। তবে আমার ভেতর অনেক ত্রুটি আছে। তুমি আমায় বুকে টেনে নেও, স্বামি! আমার প্রেম পাহাড়ে লগ্ন হয়ে আছে, সে সহ্য করতে জানে।"

নীরবতার মধ্যে পিতামহী মিঃ ডিকের কাছে গিয়া তাঁহার ললাটে চুমা দিলেন। বলিলেন, "ডিক্, তুমি চমৎকার লোক!"

তিনি আমাকে ইঙ্গিত করিলেন। আমি, মিঃ ডিক্ ও পিতামহী, তিন জনে নিঃশব্দে কক্ষ ত্যাগ করিলাম।

পথে যাইতে যাইতে ঠাকুরমা বলিলেন, "লড়ায়ে মেয়েমানুষটির দফা রফা হয়েছে। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে পারব।"

ডিক্ বলিলেন, "তিনি বড় বিচলিত হয়ে পড়েছেন।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "ঐ মেয়েমানুষটিই যত নষ্টের গোড়া। মেয়ের বিয়ে দিয়ে যার তফাতে থাকাই উচিত, তার এত দরদ দেখানও উচিত নয়। ট্রট্, তুমি কি ভাবছ ?"

আমি তখন • ভাবিতেছিলাম ডাক্তার-গৃহিণীর কথাগুলি। "মতের ও উদ্দেশ্যের অসামঞ্জস্যের মত দাম্পত্য-জীবনের দুঃখ আর নেই।" "অশিক্ষিত অন্তরের প্রথম ভ্রমাত্মক উত্তেজনা।" "আমার প্রেম পাহাড়ে সংলগ্ন।" সে কথা আর বলিলাম না। বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম।

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

বিবাহের প্রায় এক বৎসর পরে একদা সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিতেছিলাম। আমি তখন উপন্যাসখানায় হাত দিয়াছি। সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে ফিরিতেছিলাম। মিসেস্ ষ্টিয়ারফোর্থের বাড়ীর পাশ দিয়া আসিতেছি, এমন সময় একটি নারীকণ্ঠের আহ্বান শুনিলাম। দেখিলাম, মিসেস্ ষ্টিয়ারফোর্থের পরিচারিকা আমায় ডাকিতেছে।

সে আমাকে বলিল, "মিস্ ডার্টল আপনাকে ডাকছেন, অনুগ্রহ ক'রে আস্‌বেন কি ?"

"তিনি কি তোমায় আমায় ডাকতে পাঠিয়েছেন ?"

"আজ পাঠাননি। তবে তিনি এখান দিয়ে আপনাকে যেতে দেখেন, বলেছিলেন, দেখা হলেই যেন তাঁর কাছে আপনাকে নিয়ে যাই।"

আমি ফিরিলাম। কথায় কথায় শুনিলাম, মিসেস্ ষ্টিয়ারফোর্থের শরীর ভাল নাই। তিনি বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও যান না।

বাগানে মিস্ ডার্টলের সঙ্গে দেখা হইল। তাঁহার সহিত কলহ করিয়া বিদায় লইয়াছিলাম। সে কথা তিনিও বিস্মৃত হন নাই, আমিও ভুলি নাই।

বসিবার অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া আমি বলিলাম, "আপনি আমার সঙ্গে কথা বল্‌তে চান, মিস্ ডার্টল ?"

"হাঁ। সে মেয়েটিকে পাওয়া গেছে ?"

"না।"

"অথচ সে পালিয়ে এসেছে !"

বলিলাম, "কি রকম ? পালিয়ে এসেছে ?"

"হাঁ, তার কাছ থেকে পালিয়ে এসেছে। এখনও যদি তার খোঁজ না পাওয়া গিয়ে থাকে, তাকে আর পাওয়া যাবে না। সে ম'রে গেছে।"

বলিলাম, "এক জন নারী আর এক জন নারীর মৃত্যু কামনা করে, এর মত দয়ার ব্যাপার আর কি হ'তে পারে ? আমি ভেবেছিলাম, এত দিনে আপনার মন নরম হয়েছে।"

তিনি বলিলেন, "এই যুবতীর বন্ধুরা আপনারও বন্ধু। আপনি তাদের দলপতি। তার কি হয়েছে, শুনতে চান ?"

বলিলাম, "নিশ্চয় !"

তিনি উঠিয়া গিয়া কাহাকে আহ্বান করিলেন।

"মিঃ কপারফিল্ড, এখানে আপনার সর্দারগিরি কিন্তু চালাবেন না। নিজেকে সংযত রাখবেন।"

এই বলিয়া তিনি আবার ডাকিলেন, "এ দিকে এস।" দেখিলাম, লিটিমার আসিতেছে। মিস্ ডার্টল বলিলেন, "মিঃ কপারফিল্ডকে পলায়নবৃত্তান্ত বল।"

"মিঃ জেমস্ ও আমি, ম্যাডাম—"

"আমাকে লক্ষ্য ক'রে বলো না।"

"মিঃ জেমস্ ও আমি, মশাই—"

আমি বলিলাম, "আমাকেও লক্ষ্য ক'রে বল্‌বে না।"

লিটিমার বলিল, "মিঃ জেমস্ ও আমি এই যুবতীকে নিয়ে বিদেশে গিয়েছিলাম। নানা স্থানে আমরা যাই—ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, ইটালী, সব দেশেই।"

আমরা নীরবে শুনিতে লাগিলাম।

সে বলিল, "যুবতীটির প্রতি মিঃ জেমস্‌এর আসক্তি অসাধারণ ছিল। কিছুদিন ভালই কেটেছিল। যুবতীটি নানা ভাষাও শিখে ফেলেছিল। যেখানে সে যেত, সকলেই তার প্রশংসা করত।"

দেখিলাম, মিস্ ডার্টলএর দিকে সে অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিতেছে।

"কিছু দিন এই ভাবে গেল। সময় সময় যুবতী মনমরা হয়ে থাকত। তার পর মনে হ'ল, মিঃ জেমস্ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তখন অশান্তি দেখা দিল। মিঃ জেমস্‌ও অস্থির হয়ে উঠতে লাগ্‌লেন। তাঁর যত অস্থিরতা বাড়তে লাগল, যুবতীর অবস্থা ততই খারাপ হ'তে লাগ্‌ল। দু'জনকে নিয়ে সত্যি তখন আমার বিপদ হ'ল। যা' হোক্, ষোড়া-তাড়া দিয়ে আরও কিছু দিন কাট্‌ল। তার পর এক দিন সকলে নেপ্‌লস্‌এর দিকে যাত্রা করলেম। সেখানে আমাদের একটা কুটীর ছিল। যুবতীটি সমুদ্র বড় ভাল-বাস্‌ত। সেখানে গিয়ে মিঃ জেমস্ দুই এক দিনের মধ্যে ফিরে আস্‌বেন, এ কথা জানিয়ে চ'লে গেলেন। আমায় ব'লে গেলেন, আমি যেন যুবতীটিকে জানিয়ে দেই যে, সকলের সুখের জন্যই তিনি চ'লে গেছেন। কিন্তু মিঃ জেম্‌স্ ভারী বিবেচক, তাঁর ধর্ম্মজ্ঞানও টনটনে। তিনি প্রস্তাব করে-ছিলেন, যদি কোন ভদ্রলোক পূর্ব্বকথা ভুলে গিয়ে যুবতীটিকে বিয়ে করেন, তিনি সে ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারেন।"

ধূর্ত্ত লিটিমার খানিক নীরব থাকিয়া আবার আরম্ভ করিল, "কথাটা যখন আমি যুবতীটিকে বল্‌লাম, তখন তার আসল রূপ দেখ্‌তে পেলাম। এমন ভীষণ ক্রোধ আমি আর কারও দেখিনি। তার ব্যবহার ভারী খারাপ দেখ্‌লাম। কোন কৃতজ্ঞতা নেই, কোন অনুভূতি নেই, ধৈর্য্য নেই, বুদ্ধিও যেন তার হ'রে গিয়েছিল। সে যেন পাথরের স্তূপ। আমি যদি সতর্ক না থাক্‌তাম, সে হয় ত আমার রক্ত দর্শন করত।"

আমি সক্রোধে বলিলাম, "এতে আমি তার প্রশংসাই করি।"

লিটিমার বলিল, "সত্যি কি তাই? কিন্তু আপনি ছেলেমানুষ!"

তার পর সে বলিয়া চলিল, "তার কাছে যাতে কোন জিনিষ না থাকে, সে ব্যবস্থা করতে হ'ল। কারও কোন ক্ষতি না করতে পারে, এজন্য তাকে ঘরে বন্ধ ক'রে রাখলাম। তবু সে রাত্রিবেলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যে জানলা পেরেক দিয়ে বন্ধ করে রেখেছিলাম, তা ভেঙ্গে ফেলে বেরিয়ে আসে। তার পর আর তার কোন পাত্তা নেই।"

মিস্ ডার্টল বলিলেন, "সে বোধ হয় মারা গেছে।"

লিটিমার বলিল, "হয় ত জলে ডুবে মরেছে, মিস্। খুবই সম্ভব! অথবা নৌকার মাঝি-মাল্লাদের সাহায্য পেয়ে থাকবে। সর্ব্বদা নীচ-সংস্পর্শে থাকত ব'লে সে অভ্যাস তার ছিল। প্রায় জেলেদের সঙ্গে মিশত। মিঃ জেমস্ যখন সারা দিন বাইরে থাকতেন, সে জেলেদের সঙ্গে মিশে গল্প করত। মিঃ জেমস্ এটা মোটেই পছন্দ করতেন না।"

এমিলির কথায় আমার অন্তর তখন পূর্ণ হইয়াছিল। এ জীবনে আর তাহাকে দেখিব না।

লিটিমার বলিল, "যখন দেখা গেল, তার কোন পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না, আমি মিঃ জেমস্‌এর কাছে ফিরে গেলাম। কোথায় তার দেখা পাওয়া যাবে, আমি জানতাম। তিনি আমায় তিরস্কার করলেন। তখন তাঁর কাজ ছেড়ে দিয়ে চ'লে এলাম। তিনি আমার যথেষ্ট অপমান করেছেন, আমায় প্রহার করেছেন। আমি ফিরে এসে সব জানালাম। এখন আমার চাকরী নেই। একটা ভাল চাকরী পেলে ভাল হয়।"

আমি বলিলাম, "এই জীবটার কাছে আমি জানতে চাই যে, সেই মেয়েটির নামে তার বাড়ী থেকে যে চিঠি এসেছিল, তা ওরা গাপ করেছিল কি না? অথবা সে পত্র সে পেয়েছিল?"

লিটিমার চুপ করিয়া রহিল। তার পর বলিল, "মিঃ কপারফিল্ড যদি কোন কথা জানতে চান, আমাকে জিজ্ঞাসা করুন। আমার চরিত্তির ত বজায় রাখতে হবে।"

আমি ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম, "তুমি আমার প্রশ্ন শুনেছ, সেটা তোমাকে লক্ষ্য করেই বলেছি। এর কি উত্তর তুমি দেবে?"

লিটিমার বলিল, "মিঃ জেমস্ পছন্দ করতেন না যে, কোন পত্র পেয়ে যুবতীর মন আরও খারাপ হয়, আরও অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটে। এর বেশী কোন কথা আমার বলবার ইচ্ছে নেই।"

মিস্ ডার্টল বলিলেন, "আর কোন প্রশ্ন আছে?"

বলিলাম, "না। তবে বুঝছি, এই লোকটার নষ্টামী ব্যাপারে কতখানি হাত আছে। আমি মেয়েটির আত্মীয়-স্বজনকে সে কথা জানাব। আমি সাবধান ক'রে দিচ্ছি, মেয়েটির পিতৃতুল্য মামার সম্মুখে যেন সে না পড়ে।"

"ধন্যবাদ মশাই! কিন্তু আমাকে ক্ষমা করবেন, এ দেশে দাস-ব্যবসায় নেই। কেউ নিজের হাতে আইন গ্রহণ করবে, এ ব্যবস্থাও এ দেশের নয়। কেউ যদি তা করে, তাতে নিজেরই বিপদ। সুতরাং আমি যেখানে খুসী যেতে পারি।"

সে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

রোজা বলিলেন, "আমি আরও শুনেছি যে, লোকটার মনিব স্পেনে জলবিহার ক'রে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু সে কথায় আপনার কোন আগ্রহ নেই। মা ও ছেলে দু'জনেই ঘোর অহঙ্কারী, দু'জনের মিলন ঘটা অসম্ভব। কিন্তু তাতে আপনার কোন স্বার্থ নেই। দু'জনের মধ্যে ভেদ বেড়েই চলেছে। কিন্তু তাতে আপনার স্বার্থ থাকতে পারে না। এই শয়তানী মেয়েটা, যাকে আপনি স্বর্গকন্যা ব'লে মনে করেন, আমি সেই ছোটলোক মেয়েটার কথা বলছি, যাকে কাদা থেকে কুড়িয়ে নেওয়া হয়েছিল—যদি সে বেঁচে থাকে, কারণ, মরা বড় শক্ত ব্যাপার, তা হ'লে আপনি তাকে মুক্তোর মালা মনে ক'রে যত্ন ক'রে রাখবেন। আমাদের ইচ্ছে যে, পুরুষটির সঙ্গে মেয়েটির আর যেন দেখা না হয়। আবার যেন মেয়েটা তাকে শিকার ক'রে না বসে। এ বিষয়ে মিসেস্ ষ্টিয়ারফোর্থ ও আমার একই লক্ষ্য। সেই কথাটা জানাবার জন্যই আপনার সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন হয়েছিল।"

এমন সময় আর এক জনের পদশব্দ পাইলাম। দেখিলাম, মিসেস্ ষ্টিয়ারফোর্থ আসিতেছেন। তিনি দূরত্ব-জ্ঞাপকভাবে হাত বাড়াইয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমার সত্যই দুঃখ হইল। তাঁহার কেশ শুভ্র এবং আননে গভীর মনোবেদনার রেখা সুস্পষ্ট। তিনি বলিলেন, "মিঃ কপারফিল্ড সব শুনেছেন, রোজা?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি বড় ভাল মেয়ে। তোমার পূর্ব্বতন বন্ধুর সঙ্গে আমি কিছু পত্রব্যবহার করেছিলাম। কিন্তু স্বাভাবিক কর্ত্তব্যবোধ তার ফিরে আসেনি। সে আর যদি কাঁদে পা না দেয়, তা হলেই হয় ত কালে তার মঙ্গল হ'তে পারে।"

আমি বলিলাম, "ম্যাডাম্, আপনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমি কোন কথা বলব না। আমি ছেলেবেলা থেকে এই পরিবারকে জানি। মেয়েটির প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে, তার তুলনা নেই। সে শতবার মরবে, তবু আপনার ছেলের হাত থেকে বাঁচবার জন্য এক ফোঁটা জল চাইবে না। যদি সে ধারণা আপনার না থাকে, তবে বলব, আপনার ধারণা অত্যন্ত ভ্রান্ত।"

"ভাল কথা, তোমার বিয়ে হয়েছে শুনলাম।"

বলিলাম যে, কিছুদিন পূর্ব্বে আমি বিবাহ করিয়াছি।

"কাজকর্ম্মও বেশ করছ। আমি কোথাও যাই না, তবু শুনেছি, তুমি এর মধ্যে প্রসিদ্ধিলাভ করেছ।"

বলিলাম, "সে সৌভাগ্য আমার হয়েছে।"

কোমলকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "তোমার মা নেই?"

"না।"

"বড় দুঃখের কথা। থাকলে আজ তিনি তোমার জন্য গর্ব্ব অনুভব করতেন। আচ্ছা, বিদায়!"

সম্ভাষণ জানাইয়া আমি চলিয়া আসিলাম। পথে চলিতে চলিতে ভাবিলাম, মিঃ পেগটীকে সংবাদটি জানাইতে হইবে। সে কোথায় বাসা লইয়াছিল, তাহা আমি জানিতাম। পর্য্যটনের পর সেই বাসায় আসিয়া সে বিশ্রাম করিত।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিয়া জানিলাম যে, মিঃ পেগটী তাহার ঘরেই আছে। আমি উপরে চলিয়া গেলাম। একটি বাতায়নের ধারে সে বসিয়াছিল। ঘরটি যেমন পরিষ্কার, তেমনই পরিচ্ছন্ন। দেখিয়াই বুঝিলাম, এমিলির অভ্যর্থনার জন্য ঘরখানিকে সর্ব্বক্ষণই যেন প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে। মিঃ পেগটী প্রত্যহই বাহির হইবার সময় এইরূপ আশা করিয়া থাকে, যেন সে এমিলির দেখা পাইবেই। আমি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেও সে আমার উপস্থিতি বুঝিতে পারিল না। তাহার স্কন্ধদেশে হাত রাখিতেই সে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, "মাষ্টার ডেভি, তুমি! ধন্যবাদ। তুমি এসেছ, এজন্য ধন্যবাদ! ব'স, এখানে। তোমাকে সানন্দে অভ্যর্থনা করছি।"

আসন গ্রহণ করিয়া বলিলাম, "মিঃ পেগটী, বেশী কিছু আশা করো না। তবে তার খবর আমি পেয়েছি।"

"এমিলির?"

সে তাহার মুখের উপর কম্পিত হস্ত রক্ষা করিয়া যেন বিবর্ণ হইয়া গেল।

"সে কোথায় আছে, সে খবর পাইনি বটে, তবে তার সঙ্গে সে এখন নেই।"

আমি সকল কথা তাহাকে বিবৃত করিলাম। সে নীরবে শুনিতে লাগিল। আমার কথা শেষ হইবামাত্র সে হাত দিয়া তাহার মুখ আবৃত করিল। আমি নীরবে বসিয়া রহিলাম।

"মাষ্টার ডেভি, এ খবর পেয়ে তোমার মনে কি হচ্ছে?"

বলিলাম, "আমার মনে হয়, সে বেঁচে আছে।"

"আমি জানিনে। প্রথম আঘাতের ব্যথা সইতে না পেরে সে যদি হঠাৎ—! সমুদ্রের নীল জলকে সে ভালবাসে, যদি নিজের কবর সেখানে দেবার ইচ্ছে হয়ে থাকে তার!"

সে ঘরের মধ্যে খানিক ঘুরিয়া বেড়াইল। তার পর বলিল, "মাষ্টার ডেভি, সে বেঁচে আছে, এটা আমার মনের দৃঢ় ধারণা। সে জেগে থাকুক বা ঘুমিয়ে থাকুক, তাকে আমি পাবই, এ কথা এত দিন ভেবে এসেছি। এখন অন্য রকম ভাবতে পারি না। না! এমিলি বেঁচেই আছে। কে যেন আমায় বলছে, সে বেঁচে আছে।"

আমি বলিলাম, "প্রিয় বন্ধু, সে হয় ত লণ্ডনে এসেছে—সম্ভব তাহাই, কারণ, এখানে সে ভীষণ জনারণ্যের মধ্যে সহজে আত্মগোপন করতে পারবে।"

মিঃ পেগটী বলিল, "সে বাড়ী যাবে না। সে যদি নিজে ইচ্ছে ক'রে বাড়ী ছেড়ে আসত, তা হ'লে হয় ত যেতে পারত; কিন্তু তা ত নয়।"

আমি বলিলাম, "এখানে যদি সে এসে থাকে, তা' হ'লে আজ এক জন তাকে খুঁজে বার করবে—আর কেউ পারবে না। শোন আমার কথা, মার্থার কথা তোমার মনে আছে?"

"আমাদের সহরের?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, তুমি কি জান যে, সে লণ্ডনে আছে?"

"আমি তাকে পথে মাঝে মাঝে দেখতে পাই।"

"তুমি জান না, এমিলি তার অনেক উপকার করেছিল। বাড়ী থেকে পালাবার আগে হ্যামের সাহায্যে এমিলি মার্থার অনেক উপকার করেছিল। তার পর যে দিন তোমার সঙ্গে আমার এমিলির কথা হয়, সে দিন মার্থা দরজার পাশে লুকিয়ে থেকে আমাদের কথা শুনেছিল।"

বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া মিঃ পেগটী বলিল, "যে দিন খুব বরফ পড়ছিল, সেই রাত্রিতে?"

"হাঁ, সেই রাত্রিতে। তার পর থেকে আমি আর তার দেখা পাইনি। এখন তাকে খুঁজে বের করতে হবে। তুমি তাকে পথে দেখেছ। এখন তাকে কি তুমি খুঁজে বের করতে পারবে? যদি দৈবাৎ দেখা হয়, ভরসা আমার ঐটুকু।"

"মাষ্টার ডেভি, কোথায় তার খোঁজ পাওয়া যেতে পারে, আমি জানি।"

"এখন অন্ধকার। চল, আমরা দুজনে এখনই তার সন্ধানে বেরুই।"

সে রাজি হইল। তার পর শয্যাটি ভাল করিয়া ঝাড়িয়া বাতী জ্বালিয়া টেবলের উপর রাখিল। ড্রয়ার হইতে এমিলির একটি পাট করা পোষাক ও টুপী বাহির করিয়া সে চেয়ারের উপর রক্ষা করিল।

আমরা নীচে নামিয়া আসিলাম। হ্যামের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সে একই ভাবে জীবন কাটাইতেছে। ষ্টিয়ারফোর্থের সহিত ঘটনাচক্রে যদি তাহার সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে হ্যাম্ কি করিবে, সে প্রশ্ন করিলে পেগটী আমায় বলিল যে, তাহার যেরূপ ভাবগতি দেখা যাইতেছে, তাহাতে উভয়ের সাক্ষাৎ না হওয়াই মঙ্গল। দেখা হইলে হ্যাম কি করিয়া বসিবে, তাহা বলা যায় না।

আমরা টেম্পলবার অতিক্রম করিয়া সহরের কেন্দ্রস্থলে আসিলাম। এখন আর আমরা কোন কথার আলোচনা করিতেছিলাম না। উভয়ে পাশাপাশি চলিতেছিলাম। ক্রমে আমরা ব্লাকফ্রায়ারস্ সেতুর সন্নিহিত হইলাম। এমন সময়

মিঃ পেগটী একটি মূর্ত্তির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। পথের অপর পার্শ্ব দিয়া সে একা দ্রুতপদে চলিতেছিল। দেখিয়াই চিনিলাম যে, তাহাকেই আমরা খুঁজিতেছি।

রাস্তা পার হইয়া আমরা তাহার অনুসরণ করিলাম। আমার মনে হইল, নারীর ব্যথা নারী যেমন বুঝিবে, অপরে তাহা বুঝিবে না। সুতরাং নির্জ্জন স্থানে তাহাকে কথাটা বলিতে হইবে। তাই আমি সঙ্গীকে বলিলাম, এখনই কোন কথা বলা হইবে না। যেখানে কেহ আমাদিগকে লক্ষ্য করিবে না, এমন স্থানে গিয়া তাহার সহিত এ বিষয়ের আলোচনা করিব। তাহা ছাড়া আরও একটা কথা ভাবিয়াছিলাম, সে কোথায় যাইতেছে, তাহা দেখিতে হইবে।

তাহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার অবকাশ না দিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম। দীর্ঘপথ সে অতিক্রম করিল, তথাপি সে থামিল না। মনে হইল, সে কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থান লক্ষ্য করিয়াই চলিয়াছে।

অবশেষে সে একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ অবলম্বন করিল। সে পথে জনতা বা কোলাহল ছিল না। আমি তখন মনে করিলাম যে, এইবার তাহার সহিত কথা বলিবার সুযোগ আসিয়াছে। এই ভাবিয়া আমরা গতিবেগ বর্দ্ধিত করিলাম।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

আমরা তখন ওয়েষ্টমিনিষ্টারে আসিয়াছি। সে বোধ হয় পশ্চাতে পদশব্দ পাইয়াছিল। তাই পশ্চাতে না চাহিয়াই সে পথ অতিক্রম করিয়া আরও দ্রুত চলিতে লাগিল।

দূরে নদীর জলের রেখা দেখিতে পাইলাম। সঙ্গীর দেহ স্পর্শ করিয়া ইঙ্গিত করিলাম। তার পর যথাসম্ভব নিঃশব্দে আমরা তাহাকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে লাগিলাম।

এতক্ষণ ভাবিয়াছিলাম যে, মার্থা বোধ হয় কাহারও বাড়ী লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছে। এমনও অস্পষ্ট ধারণা হইতেছিল যে, আমাদের অপহৃতা এমিলির সন্ধানও হয় ত সেই বাড়ীতে পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু নদীর কৃষ্ণ জলরাশি দেখিবামাত্র বুঝিলাম যে, ঐ পর্য্যন্ত মার্থার গতির দৌড়। সুতরাং আমরা সতর্ক হইয়া রহিলাম।

মার্থা নদীর তীরে দাঁড়াইল। তাহার দৃষ্টি জলরাশির দিকে। আশেপাশে দুই চারিখানা নৌকা কাদায় আটকাইয়া রহিয়াছে। উহার অন্তরাল দিয়া আমরা মার্থার অত্যন্ত কাছে আসিতে পারিলাম। মিঃ পেগটীকে স্থিরভাবে প্রতীক্ষা করিতে বলিয়া আমি তাহার সহিত কথা বলিবার জন্য অগ্রসর হইলাম।

আমি তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া বুঝিলাম যে, সে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যার সংকল্প করিয়াছে। তখন নদীতে জোয়ার পূর্ণবেগে চলিয়াছে। মার্থা ঝম্পপ্রদানের উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় আমি পশ্চাৎ হইতে দৃঢ়হস্তে তাহার কর মুষ্টিবদ্ধ করিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে ডাকিলাম, "মার্থা!"

সে একটা ভীতিব্যঞ্জক শব্দ করিয়া আমার হাত ছাড়াইবার জন্য ধস্তাধস্তি করিতে লাগিল। আমার মনে হইল, বুঝি বা আমি তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিব না। কিন্তু সহসা অধিকতর বলশালী আর একটি বাহু তাহার দেহকে আবদ্ধ করিল। কে তাহাকে ধরিয়াছে, ইহা দেখিবার জন্য নয়ন তুলিতেই, সে আর চেষ্টা করিল না—থপ্ করিয়া মাটীতে বসিয়া পড়িল।

আমরা তাহাকে অপেক্ষাকৃত শুষ্কস্থানে লইয়া আসিলাম। সে তখন কাঁদিতেছিল। তার পর দুই করে মাথা চাপিয়া সে বসিয়া পড়িল।

আবেগভরে সে বলিয়া উঠিল, "নদী! নদী!"

আমি বলিলাম, "অধীর হয়ো না, চুপ কর!"

সে বলিল, "আমি জানি, নদী আমারই মত। আমি জানি, ওখানেই আমার স্থান! আমার মত লোকের নদীই একমাত্র বন্ধু! জানি, পল্লীপ্রান্ত চুম্বন ক'রে নদী সহরের পঙ্কিলতা আবর্জ্জনা বহন ক'রে ছুটে চলেছে। ঠিক আমারই জীবন-স্রোতের মত। লক্ষ্য তার সমুদ্র। নদীর বুকে খালি আবর্ত্ত। আমি ওর সঙ্গে ভেসে যাব।"

এমন নৈরাশ্যের কাতর আর্ত্তনাদ আমি পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই।

"নদীর ডাক আমি সর্ব্বদা শুনতে পাই, ভুলতে পারি না, তার আহ্বান। দিনরাত সে আমাকে ডাকছে। এ জগতে আর কোথাও আমার স্থান নেই। হায়, নদী!"

আমার সঙ্গীর মুখের দিকে চাহিয়া আমি বুঝিলাম, তাহারও মনে তাহার ভাগিনেয়ীর ইতিহাস যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহা যেন ঠিক ইহারই অনুরূপ। তাহার মুখে শঙ্কা ও অনুকম্পার মিশ্রিত যে ভাবতরঙ্গের প্রকাশ দেখিয়াছিলাম, কোনও চিত্রে তাহার অনুরূপ বিকাশ দেখি নাই। মনে হইল, সে যেন এখনই ভূমিতলে পড়িয়া যাইবে। আমি তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম, "ও এখন পাগলের মত হয়েছে, তাই ঐ রকম করছে। এখুনি অন্য রকম কথা বলবে।"

মার্থা তখন ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িয়াছিল। মিঃ পেগটী তখন তাহাকে ধরিয়া তুলিতে গেল। আমি বাধা দিলাম—এখন নহে।

তার পর ডাকিলাম, "মার্থা, আমার সঙ্গে কে এসেছে, একে চেন?"

ক্ষীণকণ্ঠে সে বলিল, "হাঁ।"

"তুমি কি জান যে, আজ রাত্রে আমরা তোমার পেছনে পেছনে অনেক দূর থেকে আসছি?"

সে মাথা নাড়িল। আমাদের কাহারও দিকে না চাহিয়া সে যেন নতভাবে চাহিয়া রহিল। আমি বলিলাম, "এখন একটু শান্ত হয়েছ কি? সে দিন যে বিষয় জানার আগ্রহ তোমার হয়েছিল, সে বিষয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করব, তোমার শুন্‌বার ইচ্ছে আছে কি? সেই তুষার-পাতের কথা আমি বল্‌ছি।"

সে বলিল, "আমার নিজের কোন কথা আমি বল্‌তে চাই না। আমি বদ মেয়ে, আমার সর্ব্বস্ব গেছে। কোন আশাই আমার নেই। কিন্তু মশাই, আপনি ওঁকে বলুন যে, ওঁর দুর্ভাগ্যের ব্যাপারে আমার কোন যোগাযোগই ছিল না।"

আমি বলিলাম, "তোমার উপর দোষারোপ ত কেউ করেনি।"

"সে দিন রান্নাঘরে সে আমার দুঃখে যখন বিগলিত হয়েছিল, তখন সেখানে আপনিই ছিলেন। আর সকলে আমাকে ত্যাগ করেছিল, কিন্তু সে তা করেনি। সে দিন কি আপনিই ছিলেন, মশাই?"

আমি বলিলাম, "হ্যাঁ, মার্থা।"

"যদি আমি তার কোন অনিষ্ট করতাম, তবে অনেক আগেই নদীর বুকে আমার স্থান হ'ত। একাকীও আমি সে দুষ্কর্ম্মের স্মৃতি বহন করতে পারতাম না।"

আমি বলিলাম, "তার পলায়নের কারণ আমরা সবাই ভালই জানি। তোমার তাতে কোন দোষই নেই। এ কথা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি।"

"সে আমাকে বড় ভালবাস্‌ত। কোন দিন একটি কঠিন কথা আমায় বলেনি। যে পথে চ'লে আজ আমি ভীষণ শাস্তি পাচ্ছি, আমি তাকে সেই পথে যাবার পরামর্শ দিতে পারি? আমি সর্ব্বহারা হবার পর শুধু এই কথাই ভেবেছি যে, তার সংস্রব থেকে দূরে থাকাই আমার উচিত।"

মিঃ পেগটী তাহার এক হাত মুখের উপর চাপা দিল।

"সে দিন আমি আমাদের গ্রামের এক জনের কাছে শুনলাম, তার অদৃষ্টে কি ঘটেছে, তখন আমার মনে হয়েছিল যে, সকলেই বলবে, আমার সঙ্গে বেড়াত বলেই সে এমন কাজ করেছে। আমি তাকে মন্দপথে নিয়ে গিয়েছি। কিন্তু ভগবান জানেন, তার সুনাম ফিরিয়ে আনবার জন্য আমি মরতেও প্রস্তুত।"

তার পর সে আবেগভরে মিঃ পেগটীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আমাকে মেরে ফেল, পা দিয়ে মাড়িয়ে দাও! সে তোমার চোখের মণি, গর্ব্বের রত্ন ছিল, আমার ছায়া লাগলে সে খারাপ হয়ে যাবে ব'লে তোমরা মনে করতে। কিন্তু জেনে রাখ, তার সঙ্গে আমার একটা কথাও আর হয়নি: আমি তার কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ, ঋণী। আমাকে মেরে ফেল, কিন্তু এ কথা ভেব না, আমার দ্বারা তার বিন্দুমাত্র অনিষ্ট হয়েছে।"

মিঃ পেগটী তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "মার্থা, তোমার বিচার করবার অধিকার আমার নেই। বৎসে! আমার মত লোকের পক্ষে সে কাজ অসম্ভব! এই ভদ্রলোক এবং আমি আজ তোমাকে কি কথা বল্‌তে চাই, সেটা তুমি এখনও বুঝতে পার নি। কেমন?"

তাহার এই কথায় মার্থার ব্যবহারের বহু পরিবর্ত্তন হইল।

মিঃ পেগটী বলিল, "আমার মাকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। এখন সে আমার কাছে আগের অপেক্ষাও প্রিয়তমা, মার্থা।"

মার্থা দুই হাতে তাহার মুখমণ্ডল আবৃত করিল।

মিঃ পেগটী বলিল, "সে একবার আমার দেখা পেলে জগতের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে যাবে, তা আমি জানি। আমার দেখা পাবার জন্য সে যেখানে খুশী আমার সন্ধানে যাবে। আমার স্নেহে তার সন্দেহ নেই। তাই বলছি, তুমি তাকে ভালবাস, শ্রদ্ধা কর। যদি তুমি তার দেখা পাও—আমাদের ধারণা, সে লণ্ডনে ফিরে আসবে—তা হ'লে তুমি তার সন্ধান পেলে আমাদের জানিও, ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।"

বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া মার্থা বলিল, "আমাকে বিশ্বাস হয়?"

মিঃ পেগটী বলিল, "ষোল আনা।"

"আমি যদি তার দেখা পাই, তাকে আশ্রয় দেব। আমার সামান্য আশ্রয়ে তাকে স্থান দেব। তার পর তাকে না জানিয়ে তোমায় খবর দেব। কেমন, এই কথা ত?"

আমরা উভয়েই বলিলাম, "হাঁ।"

সে গাঢ়স্বরে বলিল, প্রাণপাত করিয়াও সে কাজ করিবে।

তখন আমরা এমিলি সম্বন্ধে যতটুকু জানিতাম, সমস্তই মার্থাকে খুলিয়া বলিলাম। সে গভীর মনোযোগের সহিত সকল কথা শুনিল। সময়ে সময়ে তাহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল, কিন্তু সে সযত্নে তাহা মুছিয়া ফেলিল।

সব কথা শুনিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় সে আমাদিগকে সংবাদ দিবে? আমি একটি ল্যাম্পপোষ্টের নীচে দাঁড়াইয়া আমাদের ঠিকানা তাহাকে লিখিয়া দিলাম। তার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, সে কোথায় থাকে। একটু নীরব থাকিয়া সে বলিল যে, সে স্থানের পরিচয় না পাওয়াই ভাল।

মিঃ পেগটী ও আমি পরামর্শ করিয়া তাহাকে অর্থ-সাহায্য করিবার প্রস্তাব করিলাম। কিন্তু এ বিষয়ে সে দৃঢ়তার সহিত আপত্তি জানাইল। সে কোন অর্থই লইবে না। মিঃ পেগটীর অনুনয়-বিনয় কোনমতে তাহাকে টলাইতে পারিল না।

সে বলিল, "আমি কাজ খুঁজে নেব। সে চেষ্টা আমি করব।"

আমি বলিলাম, "যতক্ষণ কোন কাজ না পাও, ততক্ষণের জন্য কিছু অর্থ নেও।"

"আমি যা অঙ্গীকার করেছি, টাকা নিলে তা করতে পারব না। আমি অনাহারে থাক্‌লেও তা নিতে পারব না। টাকা দিলে, বিশ্বাস চ'লে যাবে। যে কাজের ভার আপনারা আমায় দিলেন, টাকা নিলে তা হবে না। আর সে উদ্দেশ্য যদি আমি সিদ্ধ করতে না পারি, তা হ'লে আমার স্থান নদীর বুক ছাড়া কোথাও নেই।"

আমি বলিলাম, "সেই মহাবিচারকের নাম নিয়ে আমি বল্‌ছি, মার্থা, তুমি আত্মহত্যার সঙ্কল্প ছেড়ে দাও। ইচ্ছা থাকলে আমরা সকলেই কোন না কোন ভাল কাজ করতে পারি।"

মার্থা বলিল, "অনুতাপ করবার অবকাশ দেবার জন্য আপনি এক জন মূঢ়া নারীকে রক্ষা করেছেন। যদি কোন ভাল কাজ আমার দ্বারা হয়, তা হ'লে আমার অনেক করবার কিছু উপায় হ'তে পারে। এ পর্য্যন্ত আমার সব কাজের ফলই খারাপ হয়েছে। দীর্ঘকাল পরে আপনারাই প্রথম আমাকে বিশ্বাস করলেন।"

সে আবার অশ্রুবেগ সংবরণ করিল। সে তার পর অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। বোধ হয়, সে অনেক দিন রোগ ভোগ করিয়াছিল। তাহার চেহারা খুবই মলিন ও শীর্ণ হইয়াছে। তাহার কোটরগত চক্ষু দেখিয়া মনে হয়, অনশন-ক্লেশও তাহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে।

আমরাও নিজের নিজের বাসার দিকে ফিরিলাম। বাড়ী পৌঁছিতে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইল। আমি দেখিলাম, ঠাকুরমার বাড়ীর দরজা খোলা। দ্বারপথে মৃদু আলোক দেখা যাইতেছে। আমি তাঁহার সহিত দুই চারিটা কথা বলিবার জন্য সে দিকে অগ্রসর হইলাম। আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম, একটা লোক বাগানে দাঁড়াইয়া আছে।

তাহার এক হাতে বোতল, অপর হাতে গেলাস। সে তখন পানরত ছিল। বাগানে সে খাবার খাইতেছিল, পানও করিতেছিল। গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, ঠাকুরমা ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া তাহার হাতে কিছু অর্থ প্রদান করিলেন।

লোকটা বলিল, "এতে আমার কি হবে?"

ঠাকুরমা বলিলেন, "আর আমার নেই।"

"তা হ'লে আমি যাব না, এগুলো ফিরিয়ে নাও।"

"বদ মানুষ! এ রকম করছ কেন তুমি? আমার দুর্ব্বলতা দেখেই তোমার এত সাহস বেড়ে গেছে। কি করলে আর তোমার মুখ আমার দেখতে হয় না!"

"তাই করলেই পার—আমার অদৃষ্টে যা আছে, তাই হোক।"

"কি পাষাণ হৃদয় তোমার।"

লোকটা টাকা বাজাইতে বাজাইতে বলিল, "এ ছাড়া তুমি আর কিছু আমায় দেবে না?"

"না, ও ছাড়া আর কিছু দেবার নেই। তুমি ত জান, আমার সর্ব্বস্ব নষ্ট হয়ে গেছে। এখন আমি গরীব। তুমি কেন এখানে দাঁড়িয়ে আছ? তুমি যা হয়েছ, তাতে তোমার দিকে চেয়ে দেখাও যন্ত্রণাদায়ক।"

"আমি বাঁদর সেজেছি। আমি নিশাচর—দিনের বেলা মুখ দেখাতে পারি না।"

"সারা জীবন ধ'রে তুমি আমার অর্থের বেশীর ভাগ লুঠে নিয়েছ। তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছ। যাও, সে জন্য অনুতাপ কর গে। আর আমাকে দাগা দিও না।"

সে বলিল, "বাঃ! চমৎকার কথা বল্‌ছ! আচ্ছা, আপাততঃ এতেই চলবে।"

লোকটা যেন ঠাকুরমার নয়নে ক্রোধের অশ্রু দর্শনে একটু লজ্জা পাইয়া তাড়াতাড়ি বাগান হইতে বাহির হইয়া পড়িল। গেটের কাছে তাহার সহিত আমার দেখা হইল। উভয়েই উভয়কে অপ্রসন্নভাবে লক্ষ্য করিলাম।

তাড়াতাড়ি ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিলাম, "ঠাকুরমা! লোকটা আবার আপনাকে ভয় দেখাতে এসেছে। এবার আমাকে তার সঙ্গে কথা বলবার অনুমতি দিন। কে ও লোকটা?"

আমার বাহু অবলম্বন করিয়া তিনি বলিলেন, "বৎস, আমার সঙ্গে এস, দশ মিনিট আমার সঙ্গে কোন কথা বলো না।"

তাঁহার ছোট বসিবার ঘরে উভয়ে উপবেশন করিলাম। খানিক চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া তিনি আমার কাছে উঠিয়া আসিলেন।

প্রশান্তভাবে পিতামহী বলিলেন, "ট্রট্, উনি আমার স্বামী।"

"আপনার স্বামী? আমি ভেবেছিলাম, অনেক দিন আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।"

"আমার কাছে মৃত বটে, কিন্তু সশরীরে বেঁচে আছেন।"

আমি স্তব্ধ বিস্ময়ে বসিয়া রহিলাম।

স্থিরকণ্ঠে পিতামহী বলিলেন, "বেটসি ট্রটউড্ কোমল মনোবৃত্তির বিনিময়ে সত্যকে ভোলে না। কিন্তু এক দিন ছিল, যখন সে লোকটাকে সত্যি প্রাণ দিয়ে ভালবাস্‌ত। তখন স্বামীকে অদেয় তার কিছুই ছিল না। কিন্তু সে তার ঐশ্বর্য্য নষ্ট ক'রে দিয়েছিল, তার বুক ভেঙ্গে দিয়েছিল। তখন সে ভাবপ্রবণতার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিতে বাধ্য হয়েছিল। সব মনোবৃত্তিকে সমাহিত ক'রে উপরে সে পাথর চাপা দিয়েছে।"

"আমার স্নেহময়ী ঠাকুরমা!"

আমার পৃষ্ঠদেশে অভ্যাসমত হাত রাখিয়া তিনি বলিলেন, "আমি ওকে ত্যাগ ক'রে চ'লে আসি। তবে যথেষ্ট

অর্থ দিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে ও এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করত যে, সহজে আমি বিবাহ-বিচ্ছেদ ক'রে নিতে পারতাম, কিন্তু আমি তা করিনি। আমি যে টাকা দিয়েছিলাম, দুদিনেই তা মদ খেয়ে উড়িয়ে দিয়ে লোকটা আবার আর একটি মেয়েমানুষকে বিয়ে করেছে। আমার বিশ্বাস, জুয়া খেলে সব টাকা নষ্ট করেছে, এখন হয় ত লোক-ঠকান ব্যবসা ধরেছে। এখন ওর অবস্থা কি, তা ত তুমি নিজের চোখেই দেখলে। কিন্তু এক সময়ে চেহারা ওর খুব ভাল ছিল। আমি তখন ওকে বিশ্বাস করেছিলুম। কি বোকাই আমি তখন ছিলুম!"

তিনি আমার বাহুতে একটু চাপ দিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "এখন আমার কাছে ও কেউ নয়। সত্যি বলছি ট্রট্, কোন সম্বন্ধই নেই। তবু আমি ওকে ওর অপরাধের জন্য শাস্তি না দিয়ে আমার সাধ্যের অতীত টাকা ওকে দিয়ে এসেছি। ওকে বিয়ে করাই আমার ভুল হয়েছিল। কিন্তু সে সময় আমার আগ্রহের অন্ত ছিল না, ট্রট্!"

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি উক্ত আলোচনা বন্ধ করিলেন। তার পর বলিলেন, "এখন ট্রট্, তুমি আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত সব জান্‌লে। এ বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে আর যেন আলোচনা না হয়, অন্য কারও কাছে এ সব কথা বলো না। আমাদের কাহিনী শুধু আমাদের মধ্যেই নিবদ্ধ থাক্‌বে।"

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

আমার উপন্যাসখানি লইয়া খুবই পরিশ্রম করিতেছিলাম। তবে এ কাজের জন্য আমার সাংবাদিক জীবনের কাজও বন্ধ ছিল না। এ ব্যাপারেও আমি সাফল্যলাভ করিতেছিলাম। চারিদিকে আমার প্রশংসা হইতে লাগিল, কিন্তু সে প্রশংসায় আমি আত্মবিস্মৃত হইলাম না। প্রশংসা যতই বাড়িতে লাগিল, আমি ততই সে বিষয়ে গম্ভীর হইয়া থাকিতাম।

আমার বিবাহের দেড় বৎসর পরের ঘটনা। অনেক প্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও আমরা গৃহস্থালীর কাজে উন্নতি করিতে না পারিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। বাড়ীর কাজ আপনা হইতেই চলিত। এক জন বালক ভৃত্য নিযুক্ত করিয়াছিলাম। পাচিকার সহিত সেই ঝগড়া করিত। তাহার জন্য বৎসরে ৬ পাউণ্ড দশ শিলিং ব্যয় করিতে হইত।

ছোকরাকে লইয়া বিপদও বাড়িয়াছিল। অথচ তাহাকে তাড়াইতেও পারিতাম না। সে এক দিন ডোরার সোণার ঘড়ী চুরি করিল। ঘড়ী যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিত, কাজেই সুযোগ পাইয়া সে আত্মসাৎ করিয়াছিল।

গৃহস্থালীর কাজে কোন শৃঙ্খলা নাই দেখিয়া এক দিন ডোরাকে সে কথা বলিলাম। ডোরা বলিল যে, এত দিন আমি বেশ চুপ করিয়াছিলাম, আবার তাহার সহিত ঝগড়া আরম্ভ করিয়াছি। আমি তাহাকে বুঝাইলাম যে, আমাদের অসাবধানতার জন্য যাহারা আমাদের কাছে থাকে, তাহারাও বিগড়াইয়া যাইতেছে।

আমি বলিলাম, "প্রিয়তমে ডোরা, তুমি ভুল বুঝেছ। আমাদের কাছে যারা থাকে, যদি তাদের সম্বন্ধে আমরা কর্ত্তব্য পালন করতে না পারি, তবে তারাও আমাদের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য পালন করবে না। এই কথাটাই তোমায় আমি বোঝাতে চাই।"

ডোরা আমার কথা বুঝিতে চাহিল না। সে অভিমান-ভরে রুমালে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিল।

ডোরার পরিবর্ত্তনসাধন আমার পক্ষে অসাধ্য। আমি সে চেষ্টা অবশেষে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিলাম।

আমি ডোরাকে পরিপূর্ণভাবে ভালবাসিতাম, কিন্তু ভালবাসা হইতে যে তৃপ্তি ও সুখ, তাহা যেন পূর্ণ-মাত্রায় পাইতেছিলাম না।

মাঝে মাঝে মনে হইত, যদি আমার সহিত ডোরার কোন দিন পরিচয় না হইত, তাহা হইলে কি হইত? কিন্তু আমার জীবনের সহিত সে এমন অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত ছিল যে, এ প্রশ্নের মীমাংসা করা অসম্ভব।

সে আমাকে প্রকৃত ভালবাসিত, আমার গৌরবে গরবিণী ছিল, তাহা আমি জানিতাম। আগ্‌নেস যখন তাহাকে পত্র লিখিত, এবং আমার গ্রন্থের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিত, তখন ডোরা অশ্রুপূর্ণনেত্রে, উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে সে পত্র পড়িয়া আমায় শুনাইত।

ডাক্তারগৃহিণীর কথা—"অকর্ষিত বা শৃঙ্খলাহীন অন্তরের প্রথম আবেগ-উচ্ছ্বাসের ভ্রমাত্মক ধারণা," সকল সময়েই আমার মনে জাগ্রত ছিল। রাত্রিকালে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে কথাটা মনে পড়িত। স্বপ্নেও যেন আমি ঐ কথাটা পড়িতাম। কারণ, আমি জানিতাম, ডোরাকে যখন আমি ভালবাসি, তখন আমার হৃদয়ই শৃঙ্খলাযুক্ত ছিল না। তার পর যদি শৃঙ্খলা আসিয়া থাকে, আমাদের বিবাহের সময় তাহা অনুভূত হয় নাই—গোপন অভিজ্ঞতায় হৃদয় কি অনুভব করিয়াছিল, তাহারও প্রকাশ ছিল না।

পরস্পরের মনের ও আদর্শের সমতা না থাকিলে, সেরূপ বিবাহের ফল শুভ হয় না, এ কথাটাও আমি সর্ব্বদা মনে করিতাম। আমি ডোরাকে আমার মতে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় নাই। তাহার মতের সহিত আমি নিজেকে পরে খাপ খাওয়াইবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহাতে যতটুকু সুখ ও শান্তি পাওয়া যায়, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে চেষ্টা করিয়াছি। তাহার ফলে বিবাহের দ্বিতীয় বৎসর, প্রথম বৎসরের তুলনায় সুখে কাটিতেছে।

কিন্তু দ্বিতীয় বৎসরে ডোরা দুর্বল হইয়া পড়িল। আমি ভাবিয়াছিলাম, আমার অপেক্ষা লঘু ও কোমল হস্ত তাহার চরিত্রের গঠনে সাহায্য করিবে, শিশুর হাস্য তাহার বুকের উপর উজ্জ্বল হইয়া উঠিলে আমার বালিকা পত্নী নারীত্বে উপনীত হইবে। কিন্তু তাহা হইবার নহে। যে আত্মা মুহূর্তের জন্য তাহার ক্ষুদ্র কারাগৃহের দ্বারে ডানা ঝটপট্ করিল, সে ডানা মেলিয়া উড়িয়া গেল।

ডোরা বলিল, "ঠাকুরমা, আমি আবার যখন দৌড়ুতে পারব, আমি জিপের সঙ্গে দৌড়ুব। সে বড় জখম হয়ে পড়েছে।"

পিতামহী বলিলেন, "তা ত নয় বাছা, তার যে বয়স হচ্ছে!"

ডোরা বিস্মিত হইয়া বলিল, "সে কি বুড়ো হয়ে পড়েছে? কি আশ্চর্য্য, জিপ বুড়ো হয়েছে?"

পিতামহী বলিলেন, "আমাদের সকলেই বুড়ো হবে এক দিন। আমিও বুড়ো হয়েছি।"

"কিন্তু জিপ, ছোট জিপ পর্য্যন্ত বুড়ো হয়ে পড়ছে!"

পিতামহী বলিলেন, "কিন্তু সে এখনও অনেক দিন বাঁচবে।"

ডোরা জিপকে সোফায় শোয়াইয়া দিল। তার পর তাহার গায়ে হাত দিয়া বলিল, "তাই ত, জিপও শেষে বুড়ো হয়ে গেল।"

পিতামহী বলিলেন, "তা'হলেও সে অনেক দিন বাঁচবে।"

ডোরা বলিল, "আমি কিন্তু জিপ ছাড়া অন্য কুকুর পুষবো না। অন্য কাকেও ভালবাস্‌তে পারব না।"

পিতামহী বলিলেন, "সে ঠিক কথা।"

"দেখুন ঠাকুরমা, জিপ আমার জীবনের সঙ্গে জড়িত। আমার বিয়ের আগে থেকে সে আমার কাছে আছে। আমার জীবনের সব ঘটনা সে দেখেছে। ওকে কেউ উপেক্ষা করলে তা আমি সহ্য করতে পারব না। কেমন জিপ, আমি তা পারি কি?"

জিপ তাহার মনিবের হাত চাটিতে লাগিল।

ডোরা বলিল, "তুমি এত বুড়ো হওনি, জিপ যে, তোমার মনিবকে ছেড়ে যাবে। আরও কিছুদিন আমরা একসঙ্গে কাটাতে পারব।"

আমার মনোমোহিনী ডোরা! পরবর্ত্তী রবিবারে সে যখন নীচে নামিয়া আহারে যোগ দিল, তখন আমাদের মনে হইল, সে শীঘ্রই দৌড়ঝাঁপ করিয়া বেড়াইবে। কিন্তু সকলেই বলিল, আরও কিছুদিন অপেক্ষা কর। কিন্তু সে দৌড়ান ত দূরের কথা, হাঁটিতেই পারিল না। তাহাকে খুব সুন্দর ও অত্যন্ত প্রফুল্ল দেখাইত। কিন্তু তাহার কোমল ও ক্ষুদ্র চরণযুগল জিপের পার্শ্বে চঞ্চল আগ্রহে আর নৃত্য করিতে পারিল না।

প্রত্যহ সকালে আমি তাহাকে নীচে নামাইয়া আনিতাম। প্রতি রাত্রিতে ধরিয়া ধরিয়া উপরে লইয়া যাইতাম। সে আমার কণ্ঠলগ্ন হইয়া হাস্য করিত। জিপ ডাকিতে ডাকিতে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইত, তার পর মুখ ফিরাইয়া দেখিত, আমরা আসিতেছি কি না।

কোন কোন দিন মনে হইত, ডোরার শরীর লঘুতার হইয়া পড়িতেছে। ইহাতে আমার বুকের রক্ত জমিয়া যেন তুষারে পরিণত হইত—বুকের স্পন্দন স্তব্ধ হইয়া যাইত। আমি অনেক সময় টেবলের ধারে বসিয়া ভাবিতাম, এই অনবদ্য পুষ্প কি অকালে শুকাইয়া যাইতেছে! ভাবিতে ভাবিতে আমার অন্তর বিমূঢ় হইয়া পড়িত।

উনপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

এক দিন সকালে ডাকযোগে কমন্সএ একখানি পত্র পাইলাম। সবিস্ময়ে এই পত্র পাঠ করিলাম—

"প্রিয় মহাশয়,

ঘটনার পারম্পর্য্যে, যাহার উপর আমার কোন হাত নাই, পুরাতন বন্ধুদের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি। কার্য্যব্যপদেশে, কর্ত্তব্যের প্রেরণায় এমন বিব্রত থাকিতে হয় যে, অতীতের দৃশ্য ও ঘটনাবলী সম্বন্ধে শুধু চিন্তা করা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না। স্মৃতির বর্ণরাগে মনের আবেগগুলি এমন অনুরঞ্জিত হইয়া উঠে যে, বর্ণনায় তাহা ব্যক্ত করা অসম্ভব। মহাশয় বর্ত্তমানে যেরূপ উচ্চ প্রশংসা ও সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন, তাহাতে আমার যৌবনের পরিচিত জনকে এখন কপারফিল্ড বলিয়া অভিহিত করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। যে নামকে আমি সম্মান করি, তাঁহার স্মৃতি আমার মানসপটে সমুজ্জ্বল আছে, ব্যক্তিগত-ভাবে তাঁহাকে আমি বিশেষ স্নেহ করিয়া থাকি।

"এখন যে লেখনী ধারণ করিয়াছে, তাহার পক্ষে ইহা সঙ্গত নহে যে, সে আপনাকে সম্বোধন করিয়া আপনার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতে পারে। আপনার সম্বন্ধে প্রশংসাকীর্ত্তন করিবার অধিকার যোগ্যতর এবং পবিত্রতর ব্যক্তির হস্তেই ন্যস্ত হওয়া সঙ্গত।

"তবে যদি আপনার মনে এমন প্রশ্ন উদিত হয় যে, তবে এত কথা আমি লিখিতেছি কেন, তাহা হইলে আমি এইটুকু বলিব যে, অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া আমি আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি না।

"আমার যোগ্যতার সম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ না করিয়া—আমার মধ্যে যোগ্যতার শক্তি প্রচ্ছন্ন আছে, এ কথার আভাস না দিয়া আমি এ কথা স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি যে, আমার জীবনের উজ্জ্বলতম স্বপ্ন-সমূহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমার মনের শান্তি, আমার আনন্দ উপভোগ করিবার শক্তি—মানুষের সম্মুখে উন্নতশিরে দাঁড়াইবার ক্ষমতা বিলুপ্ত

হইয়া গিয়াছে। পুষ্পে কীট প্রবেশ করিয়াছে। আমার পানপাত্র তিক্ততায় ভরিয়া উঠিয়াছে, কীট তাহার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে, শীঘ্রই ফুল কীটদষ্ট হইয়া শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িবে। যত শীঘ্র তাহা হয়, ততই মঙ্গল।

"বিচিত্র বেদনায় মানসিক অবস্থার যে পরিণতি ঘটিয়াছে—মিসেস্ মিক্‌বারের সান্ত্বনা বাণীও তাহার কাছে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। মাতা, পত্নী ও স্ত্রী হিসাবে তিনি আমার মানসিক অবস্থার কাছে ব্যর্থ হইয়াছেন। সেজন্য ৪৮ ঘণ্টার অবকাশ লইয়া আমি অতীব আনন্দের দৃশ্যের কাছে ফিরিয়া আসিয়াছি। কিংসবেঞ্চ কারাগারের সেই পুরাতন বাটীতে আমি আসিয়া উঠিয়াছি। আগামী কল্য এখানকার কার্য্য আমার শেষ হইবে।

"আমার পূর্ব্বতন বন্ধু মিঃ কপারফিল্ড বা বন্ধু মিঃ টমাস্ ট্রাডেল্‌স্‌কে এই স্থানে আসিবার জন্য আমন্ত্রণ করিতেছি। তাঁহারা আসিলে আমাদের পূর্ব্ব-বন্ধুত্বের স্মৃতি উজ্জীবিত হইবে বলিয়া আশা করি। সন্ধ্যা ৭টার সময় নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাহার কিছু ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইবেন।

তত্তটুকু—
ভগ্নাবশেষ—
পতিত দুর্গ—
সেই উইলকিন্স মিক্‌বার।

"পুনশ্চ।—এ কথাও এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি যে, মিসেস্ মিক্‌বার আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছুই জানেন না।"

বার বার পত্রখানি পড়িলাম। মিঃ মিক্‌বারের উচ্চ শ্রেণীর ভাষায় লিখিত পত্রের অন্তরালে কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ আছে, তাহা বুঝিলাম। কিন্তু ব্যাপারটি কি, তাহা এই পত্র পাঠে বুঝা গেল না। আমি চিন্তা করিতেছি, এমন সময় ট্রাডেল্‌স্ আসিয়া উপস্থিত হইল।

আমি বলিলাম, "ভাই, তোমায় দেখে আমি সত্যি ভারী খুসী হয়েছি। এ সময়ে তোমার ধীর বুদ্ধির সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমি মিঃ মিক্‌বারের নিকট হতে একখানা বিচিত্র চিঠি পেয়েছি।"

"আমিও মিসেস্ মিক্‌বারের কাছ থেকে একখানা পত্র পেয়েছি।"

মিসেস্ মিক্‌বারের পত্র সে আমায় পড়িতে দিল।

"মিঃ টমাস্ ট্রাডেল্‌স্ যদি এখনও আমার কথা মনে করিয়া রাখিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার এই পত্রখানা তিনি পড়িবেন।

"মিঃ মিক্‌বারের ব্যবহারে বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। এমন কি, তিনি ক্রোধপ্রবণ হইয়াও উঠিয়াছেন। রোজই তাঁহার সহিত কলহ বাধিয়া থাকে। কিছুদিন হইতে তিনি রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছেন—তাঁহার চরিত্রে গোপনতা প্রবেশ করিয়াছে। সামান্য ব্যাপারে তিনি বিচ্ছেদের কথা বলিয়া থাকেন। কাল রাত্রিতে ছেলেমেয়েরা একটা জিনিষ খাইতে চাহিয়াছিল বলিয়া তিনি ছুরী তুলিয়াছিলেন।

"মিঃ টি, ব্যাপারটা একটু তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিবেন। তিনি আমার দুঃসময় অবস্থার কথা প্রণিধান করিবেন।

"মিঃ মিক্‌বার লণ্ডনে যাইতেছেন। যদিও তিনি আমার কাছে লুকাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি বাক্সের উপর শিরোনামা ও ঠিকানা দেখিয়া ফেলিয়াছি। মিঃ টি আমার স্বামীর সহিত দেখা করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলে আনন্দিত হইব।

"মিঃ কপারফিল্ড যদি অজ্ঞাতযশার নাম মনে করিয়া রাখিয়া থাকেন, তাঁহাকে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করিবেন। যাহাই হউক, আমার এই পত্র গোপন রাখিবেন। মিঃ মিক্‌বার যেন এই পত্রের কথা জানিতে না পারেন।

ইমা মিক্‌বার।"

ট্রাডেল্‌স্ আমার পত্র পড়িয়াছিল। আমিও তাহার পত্র পড়িলাম। তার পর ট্রাডেল্‌স্ বলিল, "চিঠি প'ড়ে কি মনে হচ্ছে?"

আমি বলিলাম, "ওখানা প'ড়ে তোমার কি মনে হ'ল?"

ট্রাডেল্‌স্ বলিল, "দু'খানা পত্র মিলিয়ে পড়লে মনে হয়, তাঁরা যা বল্‌তে চেয়েছেন, তার চেয়ে বেশী জিনিষ ওতে আছে। কিন্তু কি, তা বোঝা যাচ্ছে না। যা হোক্, মিসেস মিক্‌বারকে চিঠি লেখা যাক্ যে, আমরা মিঃ মিক্‌বারের সঙ্গে নিশ্চয় দেখা করবো।"

যাহা হউক, আমি মিসেস্ মিক্‌বারকে সান্ত্বনা দিয়া একখানা পত্র লিখিলাম। তাহাতে উভয়ে স্বাক্ষর করিলাম।

তার পর উভয়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে মিঃ মিক্‌বারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম।

অভিনন্দন উভয় পক্ষের শেষ হইলে মিঃ মিক্‌বার বলিলেন, "আপনারা প্রয়োজনের সময় বন্ধু, সে জন্য আপনারাই প্রকৃত বন্ধু। প্রথমতঃ জিজ্ঞাসা করছি, মিসেস কপারফিল্ড কেমন আছেন? মিঃ ট্রাডেল্‌স্ ত এখনও পত্নী গ্রহণ করেন নি।"

আমরা যথাযোগ্য উত্তর দিলাম। বলিলাম, পূর্ব্বের ন্যায় তিনি যেন আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করেন। বাহিরের শিষ্টাচারের প্রয়োজন নাই।

"প্রিয় কপারফিল্ড, তোমার আন্তরিকতা প্রশংসনীয়, আমি অভিভূত হয়ে পড়েছি। যে লোক দুর্গের শিখরের মত মাথা খাড়া করেছিল, আজ তার পতন হয়েছে।"

আমি বলিলাম যে, মিসেস্ মিক্‌বার নিশ্চয় ভাল আছেন?

তাঁহার আনন মুহূর্ত্তের জন্য ছায়াচ্ছন্ন হইল। তিনি বলিলেন, "ধন্যবাদ। তিনি অমনি একরকম আছেন।

বন্ধুগণ, কথা বল্‌তে বল্‌তে আমার দুর্ব্বলতা যদি প্রকাশ পায়, তোমরা আমায় মার্জ্জনা করো।”

ট্রাডেল্‌স্ বলিল, “আপনার মনটা আজ ভাল নেই দেখ্‌ছি।”

“সে কথা সত্য।”

আমি বলিলাম, “আমাদের বন্ধু হিপ্ কেমন আছে?”

বিবর্ণ-মুখে উত্তেজিত-কণ্ঠে তিনি বলিলেন, “তুমি যদি এ কথা বল যে, আমার নিয়োগকারীকে বন্ধু ব'লে উল্লেখ করেছ, তা হ'লে সে জন্য আমি দুঃখিত। তুমি যদি তাকে আমার বন্ধু বল, তা হ'লে আমি বিদ্রূপের হাসি হাস্‌ব। সে যাই হোক্, আমার চাকরীদাতার স্বাস্থ্য যেমনই থাক্, সে শেয়ালের ন্যায় ধূর্ত্ত, শয়তান, এ কথাটা নাই বললাম। সে আমাকে চাকরীর ক্ষেত্রে যে অবস্থায় এনে ফেলেছে, তাতে তার কথা আলোচনা করবার বাসনা আমার মোটেই নেই।”

আমি বলিলাম, “মিঃ ও মিস্ উইক্‌ফিল্ড কেমন আছেন?”

“মিস্ উইক্‌ফিল্ড? আগের মতই তিনি আছেন—যেমন উজ্জ্বল, তেমনই মধুর। কপারফিল্ড, আমার অভিশপ্ত জীবনে তিনিই একমাত্র আলোকিত নক্ষত্র। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি, ভক্তি করি। পিতার প্রতি তিনি ভক্তিমতী। সত্যে তিনি অবিচলিতা, প্রেমে তাঁর হৃদয় পূর্ণ। এমন মহিমময়ী আমি আর কাকেও দেখিনি।”

আমরা মিঃ মিকবারকে লইয়া সরু রাস্তার মধ্যে গেলাম। সেখানে তিনি পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন।

মিঃ মিক্‌বার বলিলেন, “আমার অদৃষ্ট, ভদ্রমহোদয়গণ, এটা আমার অদৃষ্ট যে, অন্তরের সূক্ষ্মতম বৃত্তিগুলি আমার পরিহাসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে—তিরস্কারস্বরূপ হয়েছে। মিঃ উইক্‌ফিল্ডের প্রতি আমার এই শ্রদ্ধাবুদ্ধি আমার বুকে তীর বিদ্ধ করছে। আমাকে ভবঘুরের মত পৃথিবীতে চল্‌তে যদি দাও, সে তোমাদের ইচ্ছে। কীট অতি শীঘ্রই আমার সব শেষ ক'রে দেবে।”

আমি মিঃ মিক্‌বারকে বলিলাম যে, তিনি যদি আমার সঙ্গে হাইগেটে যান, ঠাকুরমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করাইয়া দিব এবং শয়নের শয্যাও মিলিবে।

তিনি বলিলেন, “যা তোমাদের ইচ্ছে হয়, আমাকে নিয়ে করতে পার। আমি সমুদ্র-তরঙ্গে প'ড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি।”

আমরা গাড়ী চড়িয়া হাইগেটে পৌঁছিলাম। ট্রাডেল্‌স্ ও আমি ভাবিয়া পাইতেছিলাম না, আমরা কি করিব। মিঃ মিক্‌বার অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে রহিলেন। যদিও তিনি মাঝে মাঝে প্রফুল্ল হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে তাহাতে তাঁহার বিষণ্ণতা আরও বাড়িতেছিল।

আমার বাসায় না গিয়া মিঃ মিক্‌বারকে লইয়া পিতামহীর বাসায় গেলাম। আমার বাড়ীতে গেলাম না, তাহার কারণ, ডোরার অসুস্থতা। পিতামহী মিঃ মিক্‌বারকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন।

মিঃ ডিক বাড়ীতেই ছিলেন। তিনি মিঃ মিক্‌বারের সহিত বিশেষ আনন্দের সহিত করকম্পন করিলেন। উভয়ের মধ্যে অল্পক্ষণেই বেশ হৃদ্যতা জন্মিল।

মিঃ ডিক্ মিঃ মিক্‌বারকে বলিলেন, “আপনার মনের অবস্থা এখন কি রকম?”

মিঃ মিক্‌বার দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “তেমন ভাল নয়।”

মিঃ ডিক্ বলিলেন, “আপনার মন ভাল রাখুন, প্রফুল্ল হন্।”

মিঃ মিক্‌বার এরূপ সাদর ব্যবহারে বিচলিত হইলেন, বলিলেন, “আমার এই জীবন-মরুভূমিতে মাঝে মাঝে কল্লোদ্যান জুটে যায়। কিন্তু আজ যে রকম তৃণশ্যামল উদ্যান পেলাম, এমন কখনও হয় নি।”

অন্যসময় হইলে হয় ত মিঃ মিক্‌বারের এই কথায় অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করিতাম; কিন্তু আজ তাঁহার মনের ভাব দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম। ভাবে বোধ হইতেছিল, তিনি কোন কথা বলিতে চাহিতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না। ট্রাডেলস্ তীক্ষ্নদৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়াছিল। পিতামহী নিবিষ্টভাবে মিঃ মিক্‌বারকে দেখিতেছিলেন।

ঠাকুরমা বলিলেন, “আপনি আমার এই নাতিটির অনেক দিনের বন্ধু, মিঃ মিক্‌বার। এর আগে আপনার দেখা পেলে আমি খুসী হতুম।”

মিঃ মিক্‌বার বলিলেন, “ম্যাডাম্, আপনার সঙ্গে আরও আগে পরিচয়ের সুযোগ ঘটলে আমিও ভাগ্য ব'লে মানতাম। এখন আমাকে যে রকম দেখছেন, আগে তা ছিলাম না।”

ঠাকুরমা বলিলেন, “আশা করি, আপনার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরা ভাল আছে।”

ঘাড় বাঁকাইয়া মিঃ মিক্‌বার বলিলেন, “ম্যাডাম্, যারা জাতিচ্যুত, তারা যেমন ভাল থাকে, সেই রকম ভাল আছে।”

পিতামহী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, “ভগবান আপনার মঙ্গল করুন, কিন্তু এ আপনি কি বল্‌ছেন?”

মিঃ মিক্‌বার বলিলেন, “আমার পরিবারবর্গের ভাগ্য দাঁড়িপাল্লায় ওজন হচ্ছে। আমার চাকরীদাতা—”

সহসা তিনি থামিয়া গেলেন।

মিঃ ডিক্ যেন তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য বলিলেন, “আপনার চাকরীদাতাকে আপনি জানেন?”

মিঃ মিক্‌বার বলিলেন, “মশাই, আপনি কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে ভাল করেছেন। এজন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। ম্যাডাম, আমার চাকরীদাতা মিঃ হিপ একবার অনুগ্রহ ক'রে বলেছিলেন, তাঁর সঙ্গে কাজের যে সর্ত্ত আছে, তা আমি যদি পালন করতে না পারি, তা হ'লে জলবাতাস খেয়েই আমার ছেলেমেয়েদের থাক্‌তে হবে।”

বুঝিলাম, মিঃ মিক্‌বারকে চাপ না দিলে কোন কথা তিনি আপনা হইতে বলিবেন না। তাই আমি বলিলাম, "মিঃ মিক্‌বার, কি ব্যাপার, খোলসা ক'রে বলুন। এখানে সকলেই বন্ধুজন।"

মিঃ মিক্‌বার বলিলেন, "কি হয়েছে বলছ? কি হয়নি, তাই বল? আগাগোড়া বজ্জাতি; নীচতা, প্রতারণা, জোচ্চুরি, ষড়যন্ত্র—এই হচ্ছে ব্যাপার। আর তার মূল্য—একটা নাম—হিপ।"

পিতামহী করতালি দিয়া উঠিলেন। আমরা সকলেই যেন ভূতাবিষ্টের মত চমকিয়া উঠিলাম।

মিঃ মিক্‌বার পুনঃ পুনঃ বাহুর তাড়নায় যেন জলনিমগ্ন ব্যক্তির ন্যায় নিশ্বাস গ্রহণের চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "যুদ্ধ—সংগ্রাম শেষ হয়ে গেছে। এ রকম জীবন আমি চালাতে পারব না। জীবনকে কোন রকমে চালাবার যা কিছু প্রয়োজন, আমি সব থেকে বঞ্চিত হয়েছি। শয়তানের কাছে চাকরী নিয়ে আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়েই ছিলুম। আমার স্ত্রীকে সবাই ফিরিয়ে দাও; আমার ছেলেমেয়েদের ফিরিয়ে দাও, সেই হতভাগা, যে মিক্‌বারের নামে, মিক্‌বারের বেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে ফিরিয়ে আনো। তার পর কাল অকালে তরবারি গিলতে বললেও আমি পেছোবো না। বেশ ক্ষুধিত হয়েই তা গিলে ফেলবো।"

কোনও পুরুষকে আমি জীবনে এমন উত্তেজিত হইতে দেখি নাই। আমি মিঃ মিক্‌বারকে শান্ত হইতে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু তিনি ক্রমশই আরও উত্তেজিত হইতে লাগিলেন।

তিনি বলিলেন, "যতক্ষণ সেই ঘৃণিত সাপের মত খল হিপকে চূর্ণ করতে না পারছি, আমি কোন মানুষের হাত স্পর্শ করবো না। সেই বদমাস, পাজী হিপের মাথার উপর বিসুবিয়সের অগ্ন্যুৎপাত না ক'রে কারও বাড়ীতে জলগ্রহণ করবো না। মিথ্যাবাদী, ভণ্ড, প্রতারক হিপের কণ্ঠরোধ না ক'রে, চোখ উপড়ে না দিয়ে আমি এ বাড়ীর সুরাও গলা দিয়ে নামতে দেবো না। জুয়াচোর জালিয়াৎ হিপের সমস্ত দেহ অণুপরমাণুতে পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত আমি কারও গৃহে বাস করবো না, কারও সঙ্গে কথা বল্‌বো না।"

সত্যই আমার আশঙ্কা হইল, মিঃ মিক্‌বার উত্তেজনার আতিশয্যে এখনই মারা না যান! হিপের নামোচ্চারণের সময় মিঃ মিক্‌বার যে রকম উত্তেজনা প্রকাশ করিতেছিলেন, তাহাতে সেইরূপই আশঙ্কা হইল।

তিনি বলিলেন, "না, কপারফিল্ড, যতক্ষণ পর্য্যন্ত মিস্ উইক্‌ফিল্ডের প্রতি ভীষণ অন্যায়ের প্রতীকার না হচ্ছে, কারও সঙ্গে আমি সংস্রব রাখবো না। পাষণ্ড, বদমাস হিপ্ তাঁর সর্ব্বনাশ করেছে। গুপ্ত কথা আমি প্রকাশ করবো—সমগ্র জগৎকে শোনাবো। আজ থেকে এক সপ্তাহ পরে এই দিনে প্রাতরাশের সময় সকলের সামনে সব কথা জানাব। আজ এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন, আর ঠাকুমা, মিঃ ডিক্ সবাই উপস্থিত থাকবেন। আজ আর নয়। বিশ্বাসঘাতক হিপের শ্রাদ্ধ সে দিন হবে।"

বলিতে বলিতে মিঃ মিক্‌বার তীরবৎ বেগে উঠিয়া বাহির হইয়া গেলেন। আমরা সকলেই উত্তেজিত হইয়া রহিলাম। আমরা অনেকক্ষণ ধরিয়া এ বিষয়ের আলোচনা করিতেছি, এমন সময় হোটেলের এক জন পত্রবাহক একখানা চিঠি লইয়া আসিল। তাহাতে লিখিত ছিল—

"বিশেষ গোপনীয়।

"প্রিয় মহাশয়,

"আমি উত্তেজনার আতিশয্যে আপনার পিতামহীর কাছে বিদায় লইয়া আসিতে পারি নাই, আমার সে অপরাধ ক্ষমা করিবেন। বহুদিন হইতে হৃদয়ে এই আগুন চাপিয়া রাখিয়াছিলাম, আজ তাহার লাভ-প্রবাহ প্রবল উদ্যমে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

"আশা করি, আমি যে প্রস্তাব করিয়াছি, তাহা আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন। যে বাড়ীতে—ক্যান্টারবেরীর যে হোটেলে মিসেস্ মিক্‌বারের সহিত আপনি আমাদের প্রীতির সম্মেলনে গান গাহিয়াছিলেন, সেইখানে প্রাতরাশের সময় আজ হইতে এক সপ্তাহ পরে এমনই দিনে সকলে মিলিত হইব।

"কর্ত্তব্যপালনের পর আমি আর ইহজগতে মুখ দেখাইব না। ইতি

উইল্‌কিন্‌স্ মিক্‌বার।"

পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

মার্থার সহিত দেখা হইবার পর কয়েক মাস চলিয়া গিয়াছে। তাহার পর আর তাহার সহিত আমার দেখা হয় নাই; কিন্তু মিঃ পেগটীর সহিত সে কয়েকবার পত্র-ব্যবহার করিয়াছিল। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও এমিলির কোনও সংবাদ এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই। সত্য বলিতে কি, তাহার সম্বন্ধে আমি হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম। মনে দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছিল যে, সে বাঁচিয়া নাই।

কিন্তু মিঃ পেগটীর ধারণা পরিবর্ত্তিত হয় নাই। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এমিলিকে আবার পাওয়া যাইবে। তাহার ধৈর্য্য অসাধারণ, এতটুকু ক্লান্তি সে অনুভব করিত না। অন্ধকার ঝড়বৃষ্টিভরা রাত্রিতে সে ৫০।৬০ মাইল ঘুরিয়া আসিত। নেপল্‌সে সে গিয়াছিল, সেখানে সন্ধান লইয়াছিল। এমিলির জন্য অর্থ-সঞ্চয়ের দিকেও তাহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। তাহার দৃঢ়তা, পরিশ্রমসহিষ্ণুতা ও ঈশ্বর-নিষ্ঠা দেখিয়া আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইতাম।

বিবাহের পর তোরা তাহাকে প্রায়ই দেখিতে পাইত। সে এই বৃদ্ধের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল।

এক দিন অপরাহ্ণে মিঃ পেগটী আমাকে বলিল যে, মার্থার সহিত তাহার দেখা হইয়াছিল। সে তাহাকে বলিয়াছে যে, মিঃ পেগটী যেন এখন কোনমতেই লণ্ডন ছাড়িয়া অন্যত্র না যায়।

আমি বলিলাম, "কেন সে এ কথা বলিয়াছে, তা জিজ্ঞাসা করেছিলে?"

"করেছিলাম, মাষ্টার ডেভি, কিন্তু কথা সে অল্প ব'লে থাকে, তাই বিশেষ কিছু সে ভাঙ্গেনি।"

"কখন আবার তার সঙ্গে তোমার দেখা হবে, সে কথা বলেছে?"

"না মাষ্টার ডেভি। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম, কিন্তু তাও সে বলেনি।"

উক্ত ঘটনার একপক্ষকাল পরে, আমি একা বাগানে বেড়াইতেছিলাম। সে দিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। সমস্ত দিন বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল, বাতাস তখন ভারাক্রান্ত। আকাশে তখনও মেঘ ছিল, তবে বৃষ্টি পড়িতেছিল না। আমি বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে মাঝে মাঝে পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলাম। সহসা দেখিলাম, একটি নারীমূর্ত্তি আমার দিকে আসিতেছে এবং হাতছানি দিয়া আমাকে আহ্বান করিতেছে।

তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলাম, "মার্থা, তুমি!"

উত্তেজিত হইয়া সে আমাকে বলিল, "আপনি আমার সঙ্গে আসবেন? তাঁর কাছে গিয়েছিলুম, তিনি বাড়ী নেই। আমি পত্র লিখে রেখে এসেছি—কোথায় যেতে হবে, সে ঠিকানাও দিয়েছি। শুনলাম, বেশীক্ষণ তিনি বাইরে থাকবেন না। খবর আছে। আপনি এখনই আসতে পারেন কি?"

আমি তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিলাম। একখানা খালি গাড়ী যাইতেছিল, আমি মার্থাকে তাহাতে উঠিতে বলিলাম, আমিও উঠিলাম। গাড়ী কোথায় যাইবে জিজ্ঞাসা করায় মার্থা বলিল, গোল্ডেন স্কোয়ারে যেখানে হউক নামাইয়া দিবে। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি গাড়ী হাঁকাইতে বলিল।

সে গাড়ীর এক পাশে নীরবে বসিয়া রহিল। জিজ্ঞাসা করিয়াও কোনও উত্তর পাইলাম না। আমিও বেশী পীড়াপীড়ি করিলাম না। তখন সম্ভাবনা ও আশঙ্কায় আমার বুকের মধ্যে তুমুল আলোড়ন চলিতেছিল।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়া গাড়ী হইতে নামিলাম। গাড়োয়ানকে তথায় প্রতীক্ষা করিতে বলিলাম, কারণ, যদি কোনও বিষয়ে প্রয়োজন হয়। মার্থা আমার হাত ধরিয়া দ্রুতগতিতে সম্মুখের একটা গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। পল্লীটি দরিদ্রদিগের আবাসস্থান। একটা বাড়ীর দরজা খোলা ছিল, মার্থা তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে পশ্চাতে আসিতে অনুরোধ করিল।

বাড়ীটির সকল ঘরেই লোক দেখিলাম। সিঁড়িতে অনেক লোকের সঙ্গে দেখা হইল। সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় দেখিলাম, আমাদের অগ্রে অগ্রে আর এক নারীমূর্ত্তি উঠিতেছে, কিন্তু মূর্ত্তি কাহার, দেখিতে পাইলাম না। উপর-তলে উঠিয়া দেখিলাম, সেই নারীমূর্ত্তি একটি ঘরের দরজার হাতল ঘুরাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

ফিস্ ফিস্ করিয়া মার্থা বলিল, "এ কি! মেয়েমানুষটি আমার ঘরে ঢুকল কেন? ওকে ত আমি চিনি না!"

আমি চিনিতে পারিয়াছিলাম। তিনি মিস্ ডার্টল।

আমি বলিলাম যে, এই মহিলাটিকে আমি চিনি। কথা বলিতেছি, এমন সময় ঘরের মধ্যে তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিলাম। কিন্তু কথা বুঝিতে পারিলাম না। মার্থা আমাকে লইয়া উপরে উঠিয়া একটা পাশের দরজা খুলিয়া আর একটি ছোট ঘরে লইয়া গেল। সেই ঘর হইতে অপর ঘরে যাইবার দরজা আছে। এখান হইতে মিস্ ডার্টলকে দেখা যাইতেছিল না।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল। তার পর মিস্ ডার্টলের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তিনি বলিতেছিলেন—কণ্ঠস্বরে গর্ব্বের ব্যঞ্জনা—"সে বাড়ী আছে কি না, তা জানবার দরকার নেই। আমি তোমাকে দেখতেই এসেছি।"

কোমলকণ্ঠে উত্তর হইল, "আমাকে?"

আমার সমস্ত দেহ সে কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিল। আমার দেহের মধ্যে সে ধ্বনির প্রবাহ যেন বহিয়া চলিল। সে কণ্ঠস্বর এমিলির।

মিস্ ডার্টল বলিলেন, "হ্যাঁ, আমি তোমাকেই দেখতে এসেছি। কি? যে এমন ব্যাপার করেছে, তার মুখ দেখাতে লজ্জা করছে না?"

তাঁহার কণ্ঠস্বরে যেন ঘৃণা মূর্ত্ত হইয়া উঠিল।

"হ্যাঁ, জেম্‌স্ ষ্টিয়ারফোর্থ যার জন্য পাগল হয়েছিল, তাকে দেখতে এসেছি। দেশের সকল লোকের মুখে যার কথা, সেই মেয়ে—যে গৃহত্যাগ ক'রে পালিয়েছিল, তাকেই দেখবার জন্য এসেছি। আমি জানতে চাই, কি রকম মেয়ে সে!"

বস্ত্রের খস্‌খস্ ধ্বনি শুনিলাম। বোধ হইল, এমিলি ঘর হইতে পলায়নের চেষ্টায় দরজার দিকে ধাবিত হইয়াছিল, মিস্ ডার্টল তাহাকে বাধা দিলেন।

মিস্ ডার্টল যখন কথা কহিলেন, বোধ হইল, তিনি দাঁতে দাঁত ঘষিতেছেন।

"দাঁড়াও ওখানে। নইলে বাড়ীর সকলের কাছে তোমার গুণের কথা প্রকাশ ক'রে দেব। পথে পথে তোমার কীর্ত্তির কথা খোলসা করব! আমাকে এড়াতে গেলে তোমার বাধা দেব। চুলের মুঠি ধ'রে মারব। বাড়ীর ইটপাথরগুলো পর্য্যন্ত তোমার বিরুদ্ধাচরণ করবে!"

আমি তখন কি করিব ভাবিয়া পাইলাম না। এই আলোচনা বন্ধ করার জন্য আমি ব্যস্ত হইলেও সেখানে আমার যাইবার কোন অধিকার ছিল না। মিঃ পেগটী ছাড়া কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। সে কি আসিবে না? আমি অধীর হইয়া উঠিলাম।

ঘৃণাভরে কাসিয়া রোজা ডার্টল বলিলেন, "এইবার দেখা পেলাম! এই মেয়ের লজ্জার ভাণ; নত শিরের মোহে পুরুষটা ভুলেছিল কি ক'রে?"

এমিলি বলিল, "ভগবানের দোহাই, আমাকে রেহাই দিন! আপনি যেই হোন্, আমার দুঃখের অবস্থার কথা আপনি হয় ত জানেন। যদি আপনি রেহাই পেতে চান, আমাকে রেহাই দিন্।"

"আমি রেহাই পেতে যদি চাই! তোমাতে আমাতে মিল কোথায়?"

"কিছু মিল নেই, শুধু উভয়েই নারী।"

এমিলি কাঁদিতে লাগিল।

রোজা ডার্টল বলিলেন, "যে পতিতা, সে এই নারীত্বের দাবী করে? তুমি আমাদের জাতের গৌরব বাড়িয়ে দিয়েছ।"

এমিলি বলিল, "এ অপমান আমার প্রাপ্য। কিন্তু তবু ভয়ানক! ওগো ভদ্রমহিলা! আপনি ভেবে দেখুন, আমি কি কষ্ট পেয়েছি! কেমন ক'রে আমি ধূলায় লুটিয়ে পড়েছি! মার্থা এস। বাড়ী, বাড়ী!"

মিস্ ডার্টল একখানা আসনে বসিয়া পড়িলেন। আমি তাঁহার মূর্ত্তি এখন দেখিতে পাইতেছিলাম। তাঁহার ওষ্ঠাধর স্ফুরিত, ঘৃণা ও বিদ্বেষ তাহাতে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

তিনি বলিলেন, "আমি যা বলি, তা শোন! যারা তোমাতে মজতে চায়, তাদের জন্য তোমার নষ্টামি রেখে দাও। তোমার কান্না দেখে আমি ভুলব ভেবেছ? হাসি দেখিয়ে তোমার দাসকে ভুলিয়েছিলে, কান্না দেখিয়ে আমায় ভোলাবে?"

এমিলি আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, "একটু দয়া করুন। নইলে আমি পাগল হয়ে ম'রে যাব!"

"তাতে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। তুমি কি করেছ জান? বাড়ী শ্মশান ক'রে দিয়েছ, তা জান?"

এমিলি কাতরকণ্ঠে বলিল, "এমন রাত এমন দিন ছিল না, যখন আমি এ কথা ভাবিনি।"

এমিলির নতজানু মূর্ত্তি এখন আমি দেখিতে পাইতে-ছিলাম। "এমন সময় ছিল না। যখন না আমি এ কথা ভেবেছি—ঘুমিয়ে জেগে, সব সময়েই ভেবেছি "বাড়ীর কথা, আমার বড় আদরের মামার কথা সবই ভেবে দেখেছি। ভালপথ থেকে প'ড়ে গিয়ে আমার মনে কি অনুতাপ জেগেছে, মামা, তুমি তা বুঝতে পারবে না। পৃথিবীতে এখন আমার কোন সুখ নেই। সকলেই আমায় কত ভালবাসত!"

রোজা ডার্টল অবিচলিতভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার ওষ্ঠে ওষ্ঠ সম্মিলিত। অতি দৃঢ়তা সহকারে তিনি আপনাকে সংযত করিয়া রাখিয়াছিলেন। হায়! এখনও কি মিঃ পেগটী আসিবে না?

রোজা ডার্টল বলিলেন, "এই সকল মাটীর পোকার আবার দম্ভ দেখ। তোমার বাড়ী? তুমি কি ভাব্‌ছ যে, তোমার বাড়ীর কথা আমি ভাবছিলাম—একবারও সে দিক দিয়ে চিন্তা ক'রে দেখেছি? সেই হীন বাড়ীর তুমি কি ক্ষতি করতে পেরেছ? তার দাম কি? তোমার বাড়ী! তুমি তোমার বাড়ীর লোকের টাকা রোজগারের বস্তু। তারা অন্য জিনিষ যেমন বেচে ফেলে, তোমাকেও টাকার জন্য সেই রকম বেচে দিয়েছে!"

এমিলি বলিল, "ও কথা বল্‌বেন না। আমাকে যা ইচ্ছে বল্‌তে পারেন, কিন্তু আমার বাড়ীর লোকদের বিষয় ও কথা বল্‌বেন না। তারা আপনার মতই সজ্জন। তাদের প্রতি একটু শ্রদ্ধা দেখাবেন। আপনি ভদ্রমহিলা, সে কথা ভুল্‌বেন না।"

"আমি তার—সেই পুরুষের বাড়ীর কথা বল্‌ছি। যেখানে আমি থাকি। ভদ্রমহিলা মাতা ও ভদ্রসন্তান পুত্রের মাঝে বিচ্ছেদ ঘ'টে গেছে। সে বাড়ীতে তোমার মত মেয়ে রান্নাঘরের চাকরাণীর কাজেরও যোগ্য নয়। রাগ ক'রে, মাথা খুঁড়ে মরলেও সে বাড়ীতে তোমার প্রবেশাধিকার হ'ত না। সমুদ্রধার থেকে তোমাকে তুলে আবার কয়েক ঘণ্টা পরে সেখানেই ফেলে দিয়েছে।"

এমিলি উভয় কর যুক্ত করিয়া বলিল, "সে যখন আমার পথে এসে পড়েনি, তখন আমি আপনার মত যে কোন ভদ্রমহিলার মতই ধর্ম্মপরায়ণা ছিলাম, পবিত্র ছিলাম। যাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হবার কথা ছিল, তাঁর সঙ্গে আপনার মত ভদ্রমহিলার বিয়ে হওয়া অসম্ভব ছিল না আমি নিজেকে বাঁচাবার জন্য নিজের পক্ষে কোন কথা বল্‌ব না, কিন্তু সেই ভদ্রলোকটি আমাকে প্রতারিত করবার জন্য কি চেষ্টাই-না করেছিলেন। আমি তাঁর কথা বিশ্বাস করেছিলাম, তাঁর উপর নির্ভর করেছিলাম, ভালও বেসেছিলাম। সে কথা তিনি জানতেন। মরবার সময় সে কথা তাঁকে স্বীকারও করতে হবে।"

রোজা ডার্টল আসন ত্যাগ করিয়া লাফাইয়া উঠিলেন। তাহাকে আঘাত করিতে গেলেন, কিন্তু সে আঘাত বাতাসে গিয়া পড়িল। আমি বাধা দিতে যাইতেছিলাম। দেখিলাম, তাঁহার আননে কি ভীষণ ঘৃণা ও বিদ্বেষ! আমি এমন দৃশ্য কখনও দেখি নাই।

তিনি হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া দাঁতে দাঁতে চাপিয়া বলিলেন, "তুমি তাকে ভালবাস? তুমি?"

এমিলি আমার দৃষ্টি-পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কোন উত্তর সে দিল না।

"আবার সে কথা আমার সাম্‌নে বলছ? এই সব জীবকে কেন বেত মারা হয় না? আমার যদি ক্ষমতা থাকত, বেত মেরে ওকে মেরে ফেলতাম।"

তিনি তাহা পারেন, আমি তাহা বিশ্বাস করি।

তার পর ধীরে ধীরে তিনি হাসিয়া উঠিলেন। তার পর এমিলির দিকে এমনভাবে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন যে, মানুষ ও ভগবানের কাছে সে যেন একটা পাপের প্রতিচ্ছবি।

"ও আবার ভালবাসতে পারে! ঐ বেশ্যার জন্য তার মনে ভালবাসা জেগেছিল, আমার মুখের সাম্‌নে এই মেয়ে-মানুষটা সে কথা বলছে! হা! হা! কি মিথ্যাবাদী এই ব্যবসায়ীরা!"

তাঁহার প্রকাশ্য ক্রোধ অপেক্ষা বিদ্রূপ আরও ভয়ঙ্কর। আমি তাঁহার ক্রোধকে যত ভয় করি, তদপেক্ষা তাঁহার বিদ্রূপকে আমার বেশী ভয়। মিস্ ডার্টল কিন্তু তাঁহার বিদ্রূপগতির বেগ সংবরণ করিয়া লইলেন।

তিনি বলিলেন, "ওগো প্রেমের—পবিত্র প্রণয়ের নির্ঝর! আমি তোমাকে দেখতে এসেছি; আর তোমায় বলতে এসেছি যে, তুমি কি চিজ। আমার কৌতূহল ছিল, তা চরিতার্থ হয়েছে। তার পর তোমাকে আমার এই উপদেশ, তুমি শীঘ্র তোমার দেশে ফিরে যাও। সেই সব ভাল লোকের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে ফেল গে, তারা তোমার প্রতীক্ষায় আছে। তুমি যে টাকা রোজগার করেছ, তাতে তাদের মনে সান্ত্বনা আসবে। তার পর যখন তোমার উপার্জ্জনের টাকা ফুরিয়ে যাবে, আবার তুমি অন্যকে বিশ্বাস করবে, নির্ভর করবে এবং ভালও বাসবে। আমি তোমাকে ভাঙ্গা খেলনার মতই মনে করি। খেলার সাধ মিটে গেছে, এখন তোমাকে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তুমি দেখাচ্ছ তুমি খাঁটি সোণা, ভদ্রমহিলার আদর্শ, তোমার দোষ ছিল না, তোমার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা হয়েছে—তোমার তাজা প্রাণ—প্রেমে ডগমগ, বিশ্বস্ততায় ভরা, এমনি ভাব তুমি দেখাচ্ছ। যদি তাই হয়, তোমাকে আমার কিছু বলবার আছে। শোন। আমি যা বলছি, তা আমি করবো। আমার কথা কাণে যাচ্ছে, সুন্দরি?"

আবার তিনি ক্রোধে আত্মহারা হইলেন। কিন্তু আত্ম-দমন করিয়া হাসিমুখে তিনি বলিলেন, "বাড়ীতে যদি না পার, আর কোন জায়গায় গিয়ে লুকিয়ে থাক। কেউ যেন তোমার নাগাল না পায়, এমন দেশে চ'লে যাও। তা যদি না পার, নাম-গোত্রহীন হয়ে ম'রে যাও।"

এমিলি তখন নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল। রোজা যেন গান শুনিতেছেন, এমনই ভাবে কাণ পাতিয়া রহিলেন।

তার পর রোজা বলিয়া চলিলেন, "হয় ত আমার প্রকৃতি স্বতন্ত্র। কিন্তু এ কথা ঠিক, তুমি যে দেশে থাকবে, সেখানকার বাতাসে আমার নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে। সে বাতাস দূষিত। কাজেই সে বাতাসকে পবিত্র করতেই হবে। তোমাকে সেখান থেকে না তাড়ালে বাতাস বিশুদ্ধ হবে না। কাল যদি তুমি এখানে থাক, তোমার কথা আমি সিঁড়িতে দাঁড়ায়ে সকলকে শুনিয়ে দেব। এ বাড়ীতে ভদ্র মেয়েছেলে অনেক আছে। তাদের মধ্যে তোমার মত চরিত্রের মেয়েকে স্থান দেওয়া অসম্ভব। সহরে থেকে যদি তুমি তোমার প্রকৃত স্বরূপ ছাড়া অন্য মূর্ত্তিতে দেখা দেবার চেষ্টা কর, তা হ'লে তোমার পরিচয় সমাজে জানিয়ে দেব।"

আমি ভাবিতেছিলাম, এখনও কি মিঃ পেগটী আসিবে না? আর কতক্ষণ আমি ইহা সহ্য করিব? আর ত আমার সহ্য হইতেছে না?

এমিলি এমন বুকভাঙ্গা কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমি কি করব!" সে কথা শুনিয়া পাষাণ-হৃদয়েও দয়ার সঞ্চার হয়; কিন্তু রোজার মুখে হাসি!

রোজা বলিলেন, "কি করবে? নিজের চিন্তায় সুখী হ'তে চেষ্টা কর! জেম্‌স্ ষ্টিয়ারফোর্থ তোমাকে তার চাকরের স্ত্রী করবার চেষ্টা করেছিল, সেই চিন্তা নিয়ে ষ্টিয়ারফোর্থের কোমলতার স্বপ্ন দেখতে থাক! সেই চাকরটা তোমাকে তার মনিবের দান ভেবে গ্রহণ করতে চেয়েছিল, এজন্য কৃতজ্ঞচিত্তে তার কথা ভাবতে থাক। সেই চাকরটাকে তুমি বিয়ে করতে পার। তা যদি না পার, মর। সে জন্য নানা উপায় আছে। ম'রে একেবারে স্বর্গে চ'লে যাও।"

সিঁড়ির নীচে আমি পদশব্দ শুনিলাম। সে পদশব্দ আমার সুপরিচিত। হ্যাঁ, এবার সে আসিতেছে, জয় ভগবান্!

রোজা উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়া দরজার কাছে গেলেন। তার পর বলিলেন, "কিন্তু মনে রেখ, আমার নাগালের বাইরে না গেলে তোমার নিস্তার নেই। আমি যা বললুম, তা আমি নিশ্চয় পালন করব, এটা ভাল ক'রেই জেনে রাখ।"

পদধ্বনি ক্রমেই নিকটে আসিতেছে। তাঁহার পাশ দিয়া সে চলিয়া আসিল। রোজা নীচে নামিতে লাগিলেন। মিঃ পেগটী ঘরের মধ্যে সবেগে প্রবেশ করিল।

"মা মা!"

সঙ্গে সঙ্গে তীব্র আর্ত্তনাদ। মুহূর্ত্ত আমি দাঁড়াইলাম। ঘরের মধ্যে গিয়া দেখিলাম, মিঃ পেগটী এমিলির সংজ্ঞাহীন দেহ ধরিয়া রাখিয়াছে। কয়েক মুহূর্ত্ত সেই মুখের পানে চাহিয়া সে তাহার ললাটে চুম্বন করিল। তার পর পরম স্নেহভরে একখানি রুমাল বাহির করিয়া এমিলির মুখমণ্ডল আবৃত করিল।

তার পর মৃদুস্বরে গদ্‌গদকণ্ঠে বলিল, "মাষ্টার ডেভি, আমার স্বপ্ন সফল হয়েছে, এ জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ!"

এই কথা বলিয়া মিঃ পেগটী এমিলির দেহ নিজ স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে সেই নিস্পন্দ দেহ বহন করিয়া সিঁড়ি দিয়া অবতরণ করিতে লাগিল।

একপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

পরদিন সকালে আমি পিতামহীর সহিত বাড়ীর বাগানে বেড়াইতেছিলাম। ঠাকুরমা ইদানীং ডোরার পরিচর্য্যার জন্ত কোথাও বেড়াইতে যাইতে পারিতেন না; শুধু বাগানে খানিক বায়ু সেবন করিতেন। এমন সময় দেখিলাম, মিঃ পেগটী আসিতেছে। আমি অগ্রসর হইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিলাম। এমিলির প্রত্যাবর্ত্তনের কথা ঠাকুরমাকে বলিলাম। তিনি কোন কথা না বলিয়া প্রসন্নমুখে মিঃ পেগটীর বাহুমূলে বারকয়েক করাঘাত করিলেন। ইহাতেই মিঃ পেগটী বুঝিতে পারিল যে, ঠাকুরমা কি ভাবে সে সংবাদ গ্রহণ করিয়াছেন।

ঠাকুরমা বলিলেন, "ট্রট্, এখন ক্ষুদ্র ফুলটিকে আমি দেখতে যাব। তার ঘুম ভাঙ্গাবার সময় হয়ে এল।"

মিঃ পেগটী বলিল, "আমি এলাম ব'লে কি আপনি চ'লে যাচ্ছেন?"

ঠাকুরমা বলিলেন, "বন্ধু, তুমি কিছু বল্‌তে চাও? আমাকে না বললে যদি চলে, তাই চ'লে যাচ্ছি।"

"আপনি শুনলে আমি তৃপ্তি পাব, ম্যাডাম।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "বেশ, তা হ'লে এখন আমি যাব না।"

বাগানের এক স্থানে আমরা বসিলাম।

মিঃ পেগটী বলিল, "কাল আমার বাছাকে আমার বাসায় নিয়ে গেছি। আমি সে ঘর তার জন্ত রোজ সাজিয়ে রাখতাম। ভগবান তাকে ফিরিয়ে দেছেন, এজন্য আমি কৃতজ্ঞ।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "তোমার স্বার্থত্যাগ প্রশংসার যোগ্য। ভগবান্ তোমাকে পুরস্কার দেবেন।"

মিঃ পেগটী বলিয়া চলিল, "এমিলি যখন পালিয়ে আসে—যে ঘরে তাকে আটকে রেখেছিল, সেখান থেকে বেরিয়ে সে চ'লে আসে। অন্ধকার রাত—সে পাগলের মত হয়ে পালাতে থাকে। সমুদ্রের ধারে সে ছুটে এসেছিল। সেখানে সে অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে যায়। পরদিন সকালে সে আবার চলতে থাকে। হেঁটে হেঁটে শেষে এক জেলের কুটীরে আশ্রয় নেয়। একটি জেলের মেয়ে তাকে শুশ্রূষা করে। ভগবান তার মঙ্গল করুন।"

পিতামহী বলিলেন, "তাই হবে!"

"সে মেয়েটি আমার এমিলিকে আশ্রয় দিয়েছিল। কত যত্ন সে করেছিল, তা বলা যায় না। সেখানে এমিলির জ্বর হয়। অনেক দিন রোগভোগ ক'রে জ্বরে সেরে ওঠে। তার পর সে ফ্রান্সে আসে। সেখানে এক হোটেলে চাকরী নেয়। সেই বদমাসটাও কিছু দিন পরে সেখানে যায়। তাকে দেখেই এমিলি পালায়। তার পর ইংলণ্ডে যাত্রা করে।

"সে প্রথমে দেশে ফিরবে বলেই মনে ভেবেছিল; কিন্তু পাছে সকলে তাকে তাড়িয়ে দেয়, কেউ মুখ দেখতে না চায়, এই ভেবে সে আর দেশে যেতে পারেনি। তাই লণ্ডনে এসেছিল। তখন তার হাতে একটা পয়সাও নেই। সে হতাশ হয়ে কি করবে ভাবছে, এমন সময় মার্থা তাকে রক্ষা করে।"

আমি ইহাতে জয়ধ্বনি প্রকাশ না করিয়া পারিলাম না।

"মাষ্টার ডেভি, তুমি মার্থার নাম আগে বলেছিলে। সে জন্য তোমায় ধন্যবাদ। মার্থা তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছে। কোথায় তার প্রতীক্ষা করতে হবে, মার্থা তা জানত। তাতেই সে আমার এমিলির দেখা পেয়েছিল। মার্থাই তাকে বলেছিল যে, আমি তার সন্ধান করছি—তাকে প্রাণ ভ'রে ক্ষমা করেছি। মার্থা নিজের কাপড় দিয়ে তার লজ্জা নিবারণ করেছিল। তাকে বাঁচিয়েছিল। তার পরদিন সে আগে আমার সন্ধানে যায়, তার পর তোমার কাছে যায়, মাষ্টার ডেভি। ঐ নিষ্ঠুরা মহিলাটি কি ক'রে সন্ধান পেয়ে মার্থার বাড়ী গিয়েছিল, জানিনে। যাক্, আমার ভাগিনীকে আমি ফিরে পেয়েছি।

"সারারাত্রি দুজনে ঘুমুতে পারিনি। আমার এমিলি আমার গলা ধ'রে কেঁদেছে। তার মাথা আমার এখানে ছিল। আমরা জানি, আমরা পরস্পরকে বিশ্বাস করতে পারি।"

মিঃ পেগটী থামিল।

আমার পিতামহীর চক্ষু শুষ্ক নাই দেখিলাম।

আমি বলিলাম, "বন্ধু, ভবিষ্যতে তুমি কি করবে, তা ঠিক ক'রে ফেলেছ বোধ হয়?"

সে বলিল, "মাষ্টার ডেভি, আমি এমিলিকেও বলেছি যে, অন্য দেশ আছে, সে স্থানে আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন কাটাতে হবে।"

আমি বলিলাম, "ঠাকুরমা, ওরা অন্য দেশে চ'লে যাবে।"

মিঃ পেগটী বলিল, "হ্যাঁ, অষ্ট্রেলিয়ায় আমার এমিলিকে কেউ নিন্দে করতে পারবে না, সেখানে আমাদের নতুন জীবন সুরু হবে।"

আমি জানিতে চাহিলাম, কবে তাহারা যাইতে চাহে, তাহা স্থির হইয়াছে কি না। পেগটী বলিল যে, অষ্ট্রেলিয়ার এক যাত্রিজাহাজ আসিয়াছে। দেড়মাস বা দুই মাস পরে সে জাহাজ এখান হইতে ছাড়িবে। আজ সকালে জাহাজের কাপ্তেনের সঙ্গে দেখা করিয়া সেই জাহাজে যাইবার বন্দোবস্ত সে করিয়াছে।

"একলা যাবে?"

"হ্যাঁ, মাষ্টার ডেভি! আমার বোন্ তোমাদের এত ভালবাসে যে, সে এ দেশ ছেড়ে যেতে চাইবে না। তা ছাড়া হ্যামের ভার সে নিয়েছে।"

আমি বলিলাম, "মিসেস্ গমিজ?"

"সেটা ভাববার কথা। মিসেস্ গমিজ হয় ত আমাদের ছেড়ে থাকতে চাইবে না। তাকে ফেলে হয় ত যেতে পারব না। তার কথা ভাববার বই কি।"

আমরা উভয়েই সে কথা স্বীকার করিলাম। মিঃ পেগটী কাহারও কথা চিন্তা করিতে ভুলে নাই।

মিঃ পেগটী বলিল, "আর একটা কথা, মাষ্টার ডেভি!" এই বলিয়া সে পকেট হইতে কতকগুলি কাগজ বাহির করিল। তার পর বলিল, "এই নোটগুলো ৫০ পাউণ্ড আর দশ পাউণ্ডের—তা ছাড়া এমিলির সঙ্গে যে কটা টাকা ছিল, সে কটা টাকা এর সঙ্গে যোগ ক'রে দিয়েছে। এ টাকাগুলো তুমি একটা বাক্সে পুরে তাদের কাছে পাঠিয়ে দিও। ছেলে ও মা দুজনকেই চিঠি লিখে দিও।"

আমি বলিলাম যে, সে ঠিকই করিতেছে। টাকা ঐ ভাবে ফেরত দেওয়াই সঙ্গত কার্য্য।

তার পর মিঃ পেগটী বলিল, "আর একটা কাজ আছে, আমি একবার ইয়ারমাউথে যাব।"

আমি বলিলাম, "আমি তোমার সঙ্গে যাই, এটা কি তোমার ইচ্ছা?"

"যদি অনুগ্রহ ক'রে তুমি তা কর, মাষ্টার ডেভি, তোমাকে দেখলে সকলেই খুসী হবে।"

আমার ডোরা এ প্রস্তাবের কথায় সানন্দে সম্মতি দিল। আমি মিঃ পেগটীকে আসিয়া সে কথা বলিলাম।

পরদিবস আমরা ইয়ারমাউথে যাত্রা করিলাম। যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে নামিলাম। মিঃ পেগটী আমার ব্যাগ লইয়া চলিল, আমার আপত্তি শুনিল না। সে আগে চলিয়া গেল। আমি মিঃ ওমারের দোকানে তাঁহাকে দেখিলাম।

আমাকে দেখিয়া তিনি খুব আনন্দিত হইলেন। তাঁহাকে এমিলি ও মার্থার কথা জানাইলাম। শুনিয়া বৃদ্ধ ওমার খুব খুসী হইলেন।

কথায় কথায় মিঃ ওমার বলিলেন, "জোরামের ব্যবসা বেশ চল্‌ছে।"

শুনিয়া সুখী হইলাম।

"আমি এখন খুব পড়ি, মিঃ কপারফিল্ড। আপনার বইগুলো কি সুন্দর হয়েছে! আমি প্রত্যেক শব্দ ওজন ক'রে পড়ি, পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ি না।"

আমি ইহাতে সন্তোষ প্রকাশ করিলাম।

মিঃ ওমার বলিলেন, "আমি যথার্থ বলছি, আপনার বই আমার টেবলের ওপর সাজানো থাকে—তিন খণ্ড বই। আমি যখন ভাবি, এই বইয়ের লেখককে এক দিন আমি ছেলেমানুষ দেখেছি, ব্লনডারষ্টোনে নিয়ে গিয়েছি, তখন গর্ব্বে আমার মন ভ'রে ওঠে।"

আমি কথার মোড় ফিরাইয়া দিলাম। এমিলিরা অন্য দেশে চলিয়া যাইবে, সে কথাও বলিলাম। মার্থার সম্বন্ধে কি হইবে, তাহা মিঃ পেগটী এখনও আমাকে বলে নাই, তবে নিশ্চয় সে তাহার কথা ভুলিবে না, তাহাও বলিলাম।

বৃদ্ধ সমস্ত কথা শুনিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। হ্যামের কথা উঠিল। আমি বলিলাম যে, তাহার সহিত আমি দেখা করিতে যাইতেছি।

মিঃ ওমার বলিলেন, "বড় ভাল ছেলে হ্যাম। সে রোজ আমার এখানে আসে—বই প'ড়ে আমায় শোনায়। যার যখন কাজের দরকার হয়, হ্যাম তাকে সাহায্য করে। দয়ায় তার শরীর ভরা!"

মিঃ ওমারের নিকট বিদায় লইয়া আমি চলিলাম। পেগটী নিজের বাড়ী ভাড়া দিয়াছে। মিঃ বার্কিসের গাড়ী-ঘোড়া লইয়া আর এক জন যাত্রিবহনের কাজ করিতেছে। তাহাতেও পেগটীর মোটা টাকা আয় হইয়াছে। পেগটী এখন হ্যামের বাড়ীতে থাকে।

হ্যামের বাড়ীতে মিঃ পেগটী, পেগটী, মিসেস্ গমিজ ও হ্যামের দেখা পাইলাম। হ্যামের মুখে প্রশান্ত ভাব। তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল, হ্যাম আমার সহিত নিরালায় কোন কথা বলিতে চাহে। পরদিবস অপরাহ্নে সে যখন কাজ সারিয়া বাড়ী ফিরিবে, সেই সময়ে তাহার সহিত দেখা করিব বলিলাম। এমিলির নাম ধরিয়া কোন আলোচনা হইল না। তবে ঠারে-ঠোরে দুই চারি কথা হইল।

পরদিবস নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমি হ্যামের সহিত মিলিত হইলাম।

সে জিজ্ঞাসা করিল, "মাষ্টার ডেভি, তুমি তাকে দেখেছ?"

"যখন তার মূর্চ্ছা হয়েছিল, সেই সময়—মুহূর্ত্তের জন্য দেখেছিলাম।"

আরও কয়েক পদ উভয়ে নীরবে অগ্রসর হইলাম।

"মাষ্টার ডেভি, তার সঙ্গে কি তোমার আর দেখা হবে মনে কর?"

আমি বলিলাম, "সেটা তার পক্ষে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হবে মনে হয়।"

হ্যাম বলিল, "আমিও তা ভেবেছি। তাই হবে! তাই হবে!"

"কিন্তু হ্যাম, তবে যদি কোন কথা তোমার থাকে, আমি তাকে লিখে জানাব—মুখে হয় ত বলা চল্‌বে না। তোমার যা বলবার আছে, আমি তাকে জানাতে পারি। সে ভার আমি নিশ্চয় নেব।"

"ধন্যবাদ। ভারী দয়া তোমার! আমার কিছু বলবার আছে।"

"কি বল ত?"

আবার কয়েক পদ নীরবে চলিলাম। তার পর সে বলিল, "আমি তাকে যে ক্ষমা করেছি, তা নয়। সে রকম কিছু নয়। সে যেন আমাকে ক্ষমা করে—আমি তার

উপর জোর ক'রে ভালবাসা, স্নেহ চাপিয়েছিলাম ব'লে। এক এক সময় আমার মনে হয়, যদি জোর ক'রে তার কাছ থেকে বিয়ে করবার অঙ্গীকার আমি আদায় ক'রে না নিতাম, তা হ'লে সে আমাকে যে রকম বিশ্বাস করত, তাতে তার মনের কথা সে আমাকে জানাত। তার মনে যে সংগ্রাম চলেছিল, আমাকে সে কথা বল্‌ত। আমি তা হ'লে তাকে রক্ষা করতে পারতাম।"

আমি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, "আর কিছু আছে?"

"আর একটু আছে, মাষ্টার ডেভি।"

আবার কিছুদূর নীরবে পথ চলিলাম।

"আমি তাকে ভালবেসেছিলাম—তার স্মৃতিকে আমি ভালবাসি—সে ভালবাসা গভীর। তুমি পণ্ডিত লোক, মাষ্টার ডেভি, তাকে তুমি বুঝিয়ে দিও, আমি বেশী আঘাত পাইনি। তাকে বলো, আমি এখনও তাকে ভালবাসি, তার জন্য শোক করি। এ কথা তাকে বলো, তার জায়গায় আমি আর কাকেও বসিয়ে সুখী হ'তে পারব না। সে আমার কাছে যা ছিল, আর কেউ তা হ'তে পারবে না। তাকে বলো, আমি তার জন্য প্রার্থনা করি—সে আমার এত প্রিয় যে, রোজ আমি তার কল্যাণ কামনা করি।"

সেই পুরুষবরের হস্ত আমি আবার চাপিয়া ধরিলাম। তাহাকে জানাইয়া দিলাম যে, এ কার্য্য আমি অবশ্যই করিব।

"ধন্যবাদ! আমার সঙ্গে দেখা করেছ, এর জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি জানি, মাসীমা লণ্ডনে যাবেন। তাঁরা চ'লে যাবার আগে, সকলের সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু জ্যেঠামহাশয়ের দেখা আর আমি পাব না। শেষ দেখা যখন হবে, তাঁকে তুমি বলো, পিতৃমাতৃহীনকে পালন করেছেন, আমার প্রাণের ভালবাসা তাঁকে জানিয়ে দেবে।"

আমি অঙ্গীকার করিলাম, তাহার এ ইচ্ছাও পূর্ণ হইবে।

হ্যাম্ বলিল, "ধন্যবাদ, মাষ্টার ডেভি! আমি জানি, তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ। আচ্ছা, তবে আসি।"

সে আন্তরিক আগ্রহভরে আমার করকম্পন করিল। তার পর সে আমাকে ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিল যে, পুরাতন নৌ-বাড়ীতে প্রবেশ করিবার মত শক্তি তাহার নাই। এই বলিয়া সে অন্যদিকে চলিয়া গেল। চন্দ্রালোকে দেখিলাম, তাহার দীর্ঘ দেহ জলাভূমি পার হইয়া চলিয়াছে। সে একবার সমুদ্রের দিকে চাহিল। তার পর ক্রমশঃ তাহার মূর্ত্তি অস্পষ্টতর হইয়া আসিল।

নৌ-বাড়ীর দরজা তখন খোলা ছিল। আমি ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, উহার যাবতীয় দ্রব্য স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। মিঃ পেগটী ও মিসেস্ গমিজ ঘরের মধ্যে বসিয়াছিল। আমি প্রবেশ করিতেই মিঃ পেগটী বলিল, "মাষ্টার ডেভি, এবার এখান থেকে বিদায় নেওয়া যাক্। ঘরে এখন আর কিছুই নেই।"

আমি বলিলাম, "তুমি খুব পরিশ্রম করেছ দেখ্‌ছি। এর মধ্যেই সব জিনিষ সরিয়ে ফেলেছ।"

মিঃ পেগটী বলিল, "হাঁ, মিসেস্ গমিজ ভারী খেটেছে। ঘরের মধ্যে শুধু এই চৌকিখানা আছে। এই চৌকিতে তুমি ও এমিলি ছেলেবেলা ব'সে থাকতে। তার পর যে ঘরে তোমার শোবার ব্যবস্থা ছিল, দেখ, তা একদম খালি হয়ে গেছে।"

সত্যই বাতাস তখন খালি নৌ-বাড়ীর ঘরে ঘরে যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বহিতেছিল। সবই গিয়াছে, কিছুই নাই। আমি শৈশবের সেই নীল-নয়না শিশুর কথা ভাবিলাম। সে আমাকে এই ঘরের মধ্যে প্রথম দর্শনেই মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল। ষ্টিয়ারফোর্থের কথা ভাবিলাম। মনে হইল, সে যেন নিকটে কোথাও আছে—এখনই হয় ত দেখা হইয়া যাইবে।

মিঃ পেগটী মৃদুস্বরে বলিল, "নতুন ভাড়াটে পেতে এখন অনেক দেরী হবে। কারণ, সকলেই ভাববে, এ সংসারটা অভিশপ্ত!"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ বাড়ীখানা কি এখানকার কোন লোকের?"

মিঃ পেগটী বলিল, "এক জন মাস্তলওয়ালা এর মালিক। সে সহরে থাকে। আজ রাতেই আমি তার কাছে এর চাবী দিয়ে আস্‌ব।"

মিঃ পেগটী বাতীটা তুলিয়া লইয়া মিসেস্ গমিজকে বাহিরে আসিবার জন্য অনুরোধ করিল।

মিসেস্ গমিজ সহসা মিঃ পেগটীর বাহু অবলম্বন করিয়া বলিল, "প্রিয় ডান্, আমি এ বাড়ীর কাছে বিদায় নিয়েছি। আমাকে ফেলে রেখে যেতে পারবে না। আমাকে ফেলে চ'লে যেয়ো না যেন!"

মিঃ পেগটী সহসা বিচলিতভাবে একবার মিসেস্ গমিজ, আরবার আমার মুখের দিকে চাহিল। সে যেন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে।

"না, ডান্, তুমি আমায় কখনো এখানে ফেলে যেতে পারবে না। এমিলির সঙ্গে আমাকেও নিয়ে চল। আমি চাকরাণীর ন্যায় তোমার সেবা করব। সে দেশে যদি ক্রীতদাসপ্রথা থাকে, আমাকে সেই ভাবেই ব্যবহার করো। কিন্তু এ দেশে আমাকে ফেলে রেখে যেও না।"

মিঃ পেগটী বলিল, "ওগো ভাল মানুষের মেয়ে, সে কত দূরের পথ। কত কষ্ট সেখানে, তা তুমি ত জান না।"

"হাঁ, আমি জানি। কিন্তু আমায় যদি সঙ্গে না নিয়ে যাও, আমি ঠিক ম'রে যাব। আমি মাটী খুঁড়তে জানি। আমি পরিশ্রম করতে পারি। কষ্ট ক'রে থাকা আমার কাছে কঠিন নয়। তুমি যদি অবকাশ দেও, দেখ্‌বে, আমি তোমাদের কত ভালবাস্‌তে পারি। তুমি আমায় যে খরচের

টাকা দিতে চেয়েছ, তা আমি ছোঁব না, না খেয়েই ম'রে যাব। আমি এমিলি ও তোমার সঙ্গে যাব। পৃথিবীর যে প্রান্তে যেতে চাও, আমি তোমার সঙ্গে যাব। মাষ্টার ডেভি, তুমি আমার হয়ে একটু বল। আমি ওর আর এমিলির সুখ-দুঃখের সঙ্গে পরিচিত। আমি ওদের দুঃখে সান্ত্বনা দিতে পারব। ডান্, ডান্, আমায় নিয়ে চল।"

চৌকিখানা বাহির করিয়া আমরা দরজায় তালা লাগাইয়া দিলাম।

পরদিবস যখন আমরা লণ্ডনগামী গাড়ীতে উঠিলাম, মিসেস্ গমিজ তাহার বাক্স, পেটরা সহ গাড়ীতে স্থান পাইয়াছিল। তাহার মুখে তৃপ্তির আনন্দ।

দ্বিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

মিঃ মিক্‌বারের নির্দ্দিষ্ট দিন আগামী কল্য। পিতামহী ও আমি পরামর্শ করিলাম, সেখানে যাইবার কি ব্যবস্থা করা যায়। ঠাকুরমা ডোরাকে ছাড়িয়া যাইতে অনিচ্ছুক হইলেন। এখন ডোরাকে অনায়াসে আমি নীচে নামাইয়া লইয়া যাইতে পারি।

কিন্তু ডোরা গোল বাধাইল। সে বলিল যে, ঠাকুরমা যদি না যান, তাহা হইলে সে কিছুতেই আমাকে ক্ষমা করিবে না।

পিতামহী হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু আমার প্রিয় ছোট ফুলের তোড়া! আমি না থাক্‌লে যে তোমার চল্‌বে না, অসুবিধা হবে!"

"না, কোন কষ্ট হবে না। আপনি আমার কোন কাজে লাগেন না। আপনি আমার হয়ে কি ঘরের মধ্যে ঝাঁপাঝাঁপি ক'রে বেড়ান? ডোয়েডির গল্প কি আমায় বলেন? সারাদিনের মধ্যে আপনি আমায় খুসী করবার কোন চেষ্টা করেন না।" বলিতে বলিতে সে হাসিয়া পিতামহীর গণ্ডে চুমা দিয়া বলিল, "না, ঠাকুরমা, আপনি আমার সব কাজ করেন। আমি শুধু ঠাট্টা ক'রে বলেছি!"

তার পর সে আদর জানাইয়া বলিল, "এখন শুনুন। আপনাকে সেখানে যেতেই হবে। আপনি না গেলে আমি কেবল আপনাকে বিরক্ত করব। আপনারা দু'জনে কেন যাবেন না? আমার রোগ এমন কি বেশী? সত্যি কি আমার অসুখ বেশী?"

ঠাকুরমা বলিলেন, "না, না, এ কি কথা? কেন তোমার মনে সে কথা হচ্ছে?"

আমি বলিলাম, "এ কথা তোমার মনে এল কেন?"

ডোরা বলিল, "আমি বোকা মেয়ে বটে, কিন্তু আমি কি বুঝি না? বেশ, তা যদি না হয়, আপনারা দু'জনে নিশ্চয় যান। না গেলে আমি বুঝব, আমার অসুখ খুব খারাপ। তখন আমি কাঁদতে থাকব।"

বুঝিলাম, পিতামহীর মন টলিয়াছে।' ডোরাও তাহা বুঝিল—তাহার মুখে প্রসন্নতার দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল।

ডোরা বলিল, "নিশ্চয় বিশেষ দরকারে আপনাদের যেতে হবে। এক রাত্রির মামলা বই ত নয়। জিপ আমাকে রক্ষা করবে। ডোয়েডি, তুমি আমায় উপরে নিয়ে চল। তুমি ফিরে না এলে আর নীচে নামব না। আগ্‌নেস্ আমাকে দেখতে আসেনি, তাকে আমি খুব কড়া ক'রে চিঠি লিখে দেব।"

ডোরার তত্ত্বাবধানের জন্য দাসদাসীকে সতর্ক করিয়া দিয়া আমরা চারি জন—ঠাকুরমা, মিঃ ডিক্, ট্রাডেল্‌স্ ও আমি, ক্যান্টারবেরীগামী গাড়ীতে সেই রাত্রিতে চাপিয়া বসিলাম।

যে হোটেলে মিঃ মিক্‌বার আমাদিগকে যাইতে বলিয়াছিলেন, তথায় আমরা পৌছিলাম। তখন মধ্য-রাত্রি। সেখানে পৌছিয়াই মিঃ মিক্‌বারের এক পত্র পাইলাম। তিনি সকালে ঠিক নয়টায় আসিবেন। রাত্রিতে আমরা যে যাহার শয্যা গ্রহণ করিলাম।

সকালবেলা উঠিয়াই আমি রাজপথে বাহির হইলাম। পুরাতন পরিচিত স্থানগুলি মনের মধ্যে নানা চিন্তা জাগাইয়া তুলিল। দূর হইতে মিঃ উইক্‌ফিল্ডের প্রাচীন ভবন দেখিতে পাইলাম। কিন্তু আমি সে দিকে গেলাম না। কারণ, যদি কেহ দেখিয়া ফেলে, তাহা হইলে হয় ত সব ফাঁসিয়া যাইতে পারে। ঘণ্টাখানেক ধরিয়া বেড়াইয়া আমি হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম।

প্রাতরাশের সময় উপস্থিত। আমরা উৎকণ্ঠিত-হৃদয়ে মিঃ মিক্‌বারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ঘড়ীতে ৯॥০টা বাজিবামাত্র পথের প্রান্তে সেই চিরপরিচিত মূর্ত্তি দেখা গেল। আমি বলিলাম, "ঐ তিনি আস্‌ছেন, কিন্তু আজ উকীলের বেশ তাঁর নেই।"

মিঃ মিক্‌বার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলকে অভিবাদন করিলেন।

মিঃ ডিক্ বলিলেন, "আপনি প্রাতরাশ করেছেন? একখানা চপ খান না।"

মিঃ মিক্‌বার বলিলেন, "না মশাই, আজ কিছুই এখন খাব না। ক্ষুধা অনেক দিন আমায় ত্যাগ করেছে, মিঃ ডিক্‌সন্।"

মিঃ ডিক্ তাঁহার এই নূতন নামকরণে ভারী খুসী হইলেন।

ঠাকুরমা বলিলেন, "ডিক্, এখন মনোযোগ দেও।"

তিনি মিঃ মিক্‌বারকে বলিলেন, "মশাই, আমরা বিস্ময়ের জন্য প্রস্তুত। আপনি যখন বল্‌বেন, আমরা তৈরী।"

মিঃ মিক্‌বার বলিলেন, "শীঘ্রই আপনারা অগ্ন্যুৎপাত দেখবেন। মিঃ ট্রাডেল্‌স্, আপনার অনুমতি নিয়ে এঁদের

কত দূর। সে আমার দিকে ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিতেছিল। কিন্তু আগ্‌নেসের দিকে চাহিয়া সে বুঝিল যে, তাহার প্রভাব আগ্‌নেসের উপর হইতে চলিয়া যাইতেছে, তখন সে ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইল। তার পর সে বলিল, "কপারফিল্ড, তুমি নিজের সম্মানের, ভদ্রতার বড়াই ক'রে থাক। কিন্তু আমার কেরাণীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে এ কাজটা কি তোমার ভদ্রতাসঙ্গত হয়েছে? এ কাজ আমার দ্বারা হ'লে বিস্ময়ের বিষয় হ'ত না, কারণ, আমি ভদ্রসন্তান নই। আমি কিন্তু পথের ভিখারী ছিলাম না, তুমি ছিলে, মিকবারের কাছ থেকে শুনেছি। যা হোক, তুমি ভদ্রসন্তান হয়ে এমন কাজ করলে কি ব'লে? কিন্তু আমি এর কি ফল দেব, তা তোমরা জান না। এ ষড়যন্ত্র করার মজা আমি দেখিয়ে দেব। ভাল কথা, দেখা যাক। ওহে কি নাম তোমার? তুমি মিকবারকে কি প্রশ্ন করছিলে না? ভাল, ওঁকেই জিজ্ঞাসা কর। কই, ও ত কথাই কইছে না। এখন বুঝতে পেরেছে কি না, তাই চুপ ক'রে আছে!"

মিঃ মিকবার এতক্ষণ আত্মসংবরণ করিয়াছিলেন। এই কথার পর তিনি বলিয়া উঠিলেন, "পাজী!" তার পর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া হাতের রুলগাছা লইয়া তাঁহার পকেট হইতে একতাড়া কাগজ বাহির করিলেন। তার পর একখানা কাগজ লইয়া পড়িতে লাগিলেন—

"প্রিয় মিস্ ট্রটউড এবং ভদ্রমহোদয়গণ—"

পিতামহী বলিয়া উঠিলেন, "রক্ষা কর। উনি দিস্তা দিস্তা কাগজ লিখে ফেলেছেন দেখ্‌ছি!"

মিঃ মিকবার পড়িয়া চলিলেন।—

"পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বদমাস ও পাজী লোকটাকে আপনাদের কাছে পরিচিত করাবার সময় আমি নিজের কথা মোটেই ভাবিনি। আমার জন্ম থেকেই আমি অভাবের দাস। অদৃষ্ট চিরদিন আমাকে নিয়ে খেলা করেছে। আমার জীবনে খালি অভাব, নৈরাশ্য ও মত্ততা, কখনও দল বেঁধে, কখনও বা একা একা দেখা দিয়েছে।

"এমন দুর্দ্দশায় আমি যখন অবসন্ন, সেই সময় আমি উইক্‌ফিল্ড এণ্ড হিপ্‌এর এই কারবারে প্রবেশ করি। নামে দু'জন বটে, কিন্তু হিপই একমাত্র মালিক দেখ্‌লাম। এই কলের একমাত্র যন্ত্র হিপ্, শুধু হিপ্। জালিয়াৎ হিপ্, প্রবঞ্চক হিপ্!"

উড়িয়া বিবর্ণ-মুখে উঠিয়া সেই কাগজখানা ছিঁড়িয়া ফেলিবার জন্য ধাবিত হইল। মিঃ মিকবার অপূর্ব্ব কৌশলে তাহার দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধে সেই রুল দ্বারা এমন আঘাত করিলেন যে, তাহার হাতখানা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল।

তাহার মুখে ফেনা উঠিতে লাগিল, সে যন্ত্রণাভরে বলিল, "শয়তান তোমার সর্ব্বনাশ করুক। কিন্তু এখনও আমি তোমাকে ক্ষমা করছি।"

মিঃ মিকবার হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "এবার আমার কাছে একবার এস দেখি, বদমাস্ হিপ্। তোমার মাথার খুলি এবার ভেঙ্গে দেব। এস! এস!"

এমন বিশ্রী ব্যাপার আমি কখনও দেখি নাই। ট্রাডেল্‌স্ ও আমি মিঃ মিকবারকে গৃহের এক কোণে সরাইয়া দিলাম। তিনি সেখান হইতেও যেন উড়িয়ার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিলেন।

উড়িয়া অনেকক্ষণ তাহার আহত স্থানে হস্তাবমর্দ্দন করিতে করিতে রুমাল বাহির করিয়া তদ্দ্বারা সেই মণিবন্ধ বেষ্টিত করিল। তার পর মুখ ভারী করিয়া টেবলের উপর বসিয়া রহিল।

শান্ত হইয়া মিঃ মিকবার আবার পড়িতে লাগিলেন—

"আমি কি বেতন পাব, তা স্থির হয়নি। এই অবস্থায় আমি হিপের কাছে চাকরী স্বীকার করি। সপ্তাহে সে আমাকে ২২ শিলিং ৬ পেন্স ক'রে দিয়ে যাবে, এটাই শুধু ঠিক হয়েছিল। তা ছাড়া আমার যা প্রাপ্য হবে, সেটা আমার কাজের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ আমি যত নীচতার পরিচয় দিতে পারব, আমার বেতন সেই অনুপাতে আমি পাব। কাজেই সামান্য টাকায় আমার সংসার-খরচ চল্‌ত না। বাধ্য হয়ে আমাকে হিপের কাছে অগ্রিম টাকা চাইতে হ'ত। হিপ্ সেটা প্রথম থেকেই আঁচ ক'রে নিয়েছিল। আমার দুর্দ্দশার কথা সে জান্‌ত। কাজেই অগ্রিম নিতে গেলে সে আমার কাছে হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নিত। অর্থাৎ ধার বলেই টাকা দিত। এইভাবে সে আমাকে জালে জড়িয়ে ফেল্‌লে।

"তার পর ব্যাপার এই দাঁড়াল, যতটুকু বিশ্বাস করতে পারে, হিপ্ আমাকে ততটুকু বিশ্বাস কর্‌তে আরম্ভ করলে। তার শয়তানী-চক্রের সামান্য সামান্য আভাস্ আমায় দিলে ব্যবসার মধ্যে জালিয়াতি করবার প্রয়োজন হলেই ত আমার সাহায্য নিতে হ'ত। মিঃ ডব্লুকে—পুরা নাম বলব না—উড়িয়ে দেবার জন্য ব্যবস্থা হ'তে লাগল। তিনি কিছু জান্‌তেন না, তাঁকে অন্ধকারে রাখা হ'ত। অথচ বাইরে সে তাঁর সঙ্গে এমন ব্যবহার করত, যেন সে কত কৃতজ্ঞ, কত ভক্ত, কেমন অন্তরঙ্গ বন্ধু।

"এখানে ধারাবাহিক ইতিহাস আমি দেব না—সে তালিকা অন্যত্র দেখ্‌তে পাবেন। আমি প্রকারান্তরে মিঃ ডব্লুর পতনের চক্রান্তে জড়িত হয়ে পড়লুম; অর্থাৎ আমাকে মত দিতে হ'ল। তখন আমার মনে বাঁচা মরা, খাওয়া বা অনশনে থাকার দ্বন্দ্ব ঘুচে গিয়েছিল। তখন আমার একমাত্র চেষ্টা ছিল, সব খবর জেনে নেওয়া, গোপন তথ্য আবিষ্কার করা। হিপের শয়তানীর বহর দেখে নেওয়া তখন আমার জপমালা হ'ল। অবশ্য আমার বিবেক তখন মিস্ ডব্লুকে সামনে রেখে দাঁড়িয়েছিল। সেই থেকে গোপনে সকলের অজ্ঞাতে বারো মাস ধ'রে সব বিষয়ের তত্ত্ব আবিষ্কার করতে লাগ্‌লাম।"

মিঃ মিক্‌বার গর্ব্বোন্নত-শিরে দাঁড়াইয়া তাঁহার রচনা পড়িতেছিলেন। যেন তিনি পার্লামেন্টে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছেন।

আমরা সকলেই, এমন কি, উড়িয়া পর্য্যন্ত রুদ্ধনিশ্বাসে তাঁহার কথা শুনিয়া যাইতেছিলাম।

"হিপের বিরুদ্ধে আমার প্রথম দফা অভিযোগ এই যে, মিঃ ডব্লুর কর্ম্মশক্তি ও স্মৃতি ক্রমেই বিলুপ্ত হচ্ছিল, হ্রাস পাচ্ছিল—এখানে কারণটার উল্লেখ করব না, সকলেই তা জানেন, হিপ্ সেই অবকাশে আপিসের সমস্ত কাজের গোলমাল ক'রে রেখেছিল। মিঃ ডব্লু ব্যবসায়ের কি হচ্ছে না হচ্ছে, বুঝবার শক্তি যখন হারিয়ে ফেলেছেন, হিপ্ তখনি তাঁকে জোর ক'রে কাজের মধ্যে টেনে এনেছে। দরকারী দালালপত্রে তাঁর সই করিয়ে নিয়েছে, অথচ কিসে যে তিনি কি জন্য স্বাক্ষর করছেন, তা তিনি জানতেনই না। সে মিঃ ডব্লুকে দিয়ে আমমোক্তারনামা লিখিয়ে নিয়েছিল। একটা গচ্ছিত টাকা ছিল, সেটা সে তুলে নিতে পারবে, এমন অধিকার তাঁর কাছ থেকে আদায় ক'রে নিয়েছিল। সেটা বড় কম টাকা নয়। ১২ হাজার ৬ শত ১৪ পাউণ্ড ২ শিলিং ৯ পেন্স। তার পর সেই টাকাটা হিপ এমন একটা কাজে প্রয়োগ করলে যে, তার কোন অস্তিত্বই নেই। সে এমনভাবে ব্যাপারটা দাঁড় করালে যে, মিঃ ডব্লু অসৎ অভিপ্রায়েই এমন ব্যাপার করেছেন। আর সেই ব্যাপারটার জোরে তাঁকে ঐ শয়তান বরাবর যন্ত্রণা দিয়ে আসছে।"

ভীষণভাবে মাথা নাড়িয়া উড়িয়া বলিল, "কপারফিল্ড, এটা তোমায় প্রমাণ করতে হবে, জেনে রাখ!"

"জিজ্ঞাসা করুন হিপকে, মিঃ ট্রাডেলস্, যে বাড়ীতে ও থাকত, সেখানে এখন কে থাকে?"

উড়িয়া ঘৃণাভরে বলিল, "নির্ব্বোধটাই সে বাড়ীতে এখন আছে।"

মিঃ মিক্‌বার বলিলেন, "হিপকে জিজ্ঞাসা করুন, সে বাড়ীতে সে পকেট-বই রাখত কি না?"

উড়িয়া সহসা তাহার গণ্ডদেশে হাত বুলাইতে লাগিল।

মিঃ মিক্‌বার বলিলেন, "অথবা জিজ্ঞাসা করুন, একখানা বই সে সেখানে পুড়িয়ে ফেলেছিল কি না। যদি সে বলে হ্যাঁ, তা হ'লে জিজ্ঞাসা করুন, ভস্মগুলি কোথায়। উইলকিন্স্ মিকবার সে কথার জবাব দেবে। তাতে যে উত্তর পাবে, সেটা আদৌ ওর পক্ষে যাবে না!"

মিঃ মিক্‌বারের এই সগর্ব্ব উক্তিতে উড়িয়া যেন অভিভূত হইল। তাহার মাতা বলিয়া উঠিল, "উড়ি, উড়ি, নত হও—রফা ক'রে ফেল।"

"মা, তুমি থামবে কি না? তুমি ভয় পেয়েছ, তাই যা তা বলছ। নত হ'তে বলছ? আমি ওদের কজনকেই নত ক'রে ফেলেছি।"

মিঃ মিক্‌বার বলিলেন, "এইবার আমার দ্বিতীয় অভিযোগ। আমি যতদূর জানি, হিপ অনেকবার—"

"ওতে চলবে না। মা, তুমি চুপ কর!"

মিঃ মিক্‌বার বলিলেন, "যাতে চলে, সে ব্যবস্থা পরে হবে। এখুনি তা দেখতে পাবে।" এখন শুনে যাও। হিপ্—যত দূর আমার জানা আছে—ধারাবাহিকভাবে অনেক দফা জাল করেছে, হিসাবের খাতায় এবং দলিলে। মিঃ ডব্লুর নাম জাল করেছে। তার মধ্যে একটা জিনিষের প্রমাণ আমার কাছে আছে। সেটা এই। যদি কোন দিন মিঃ ডব্লুর মৃত্যুর পর তাঁর কন্যা গোলমাল করেন, এজন্য হিপ্ পূর্ব্বের কথিত ১২ হাজার ৬ শত ১৪ পাউণ্ড, ২ শিলিং ৯ পেন্স যেন মিঃ ডব্লুকে ঋণস্বরূপ দিয়েছে। অসম্মান থেকে রক্ষা করবার জন্য ধার দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে সে টাকা আদৌ দেওয়া হয়নি। সেই জাল দলিলে মিঃ মিক্‌বার সাক্ষী আছে। আমার কাছে ঐ শয়তানের যে পকেট-বই আছে, তাতে ঐ রকম মিঃ ডব্লুর স্বাক্ষরের নকল ঢের আছে। আগুনে কতক পুড়ে গেছে, আর কতক ঠিক আছে। যে কেউ তা পড়তে পারে। আমি কোন দলিলে স্বাক্ষর করিনি। দলিলটা আমার কাছেই আছে।"

চমকিয়া উঠিয়া হিপ্ পকেট হইতে একতাড়া চাবী বাহির করিয়া একটা টানা খুলিয়া ফেলিল। কিন্তু সহসা তাহার মনে পড়িল, কাজটা ঠিক হইতেছে না, তাই সে টানার মধ্যে কি আছে না আছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিল না।

মিঃ মিক্‌বার বলিলেন, "দলিল আমার কাছেই আছে। অর্থাৎ আমি সকালবেলা যখন এটা লিখি, তখন ছিল, তার পর মিঃ ট্রাডেল্‌স্‌এর হাতে সমর্পণ করেছি।"

ট্রাডেলস্ বলিল, "কথাটা খুবই সত্য।"

উড়িয়াজননী চীৎকার করিয়া বলিল, "উড়ি, উড়ি, নত হও, রফা ক'রে ফেল। ভদ্রমহোদয়গণ, আমার ছেলেকে আমি জানি। ও এখুনি নত হবে। ওকে ভাববার সময় দিন। মিঃ কপারফিল্ড, আপনি ত জানেন, ও চিরদিনই নত হয়ে চলে।"

দেখিলাম, এখনও এই নারী পুরাতন কৌশল ত্যাগ করেন নাই।

পুত্র বলিল, "মা, বরং তুমি আমার মাথায় গুলী চালিয়ে দাও।"

"কিন্তু উড়ি, আমি তোমায় স্নেহ করি। ভদ্রলোকদের উত্যক্ত ক'রে কোন লাভ নেই। তাতে তোমার বিপদ বাড়বে। এই ভদ্রলোক উপরতলায় আমায় সব বলেছেন, সব প্রকাশ পেয়েছে। আমি যদি তোমার হয়ে ক্ষমা না চাই, রফা না করি, তা হ'লে ভাল হবে না। দেখুন আপনারা, আমি কত নত হয়েছি। ওর কথা আপনারা ধরবেন না।"

সক্রোধে উড়িয়া বলিল, "কপারফিল্ড তোমাকে একশ পাউণ্ড দেবে, যদি এত কথা তুমি নাও বল।"

"না উড়ি, আমি তোমাকে বিপদে পড়তে দিতে পারিনে। তার চেয়ে নত হয়ে পড়।"

উড়িয়া কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "যদি আরও কিছু থাকে, বলতে পার। আমার দিকে চেয়ে আছ কেন?"

মিঃ মিক্‌বার অমনই তাঁহার পত্র পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

"তৃতীয় অভিযোগ এই। আমি এখন হিপের জাল পকেট-বই এবং তার স্মারকলিপি—আসল বই দেখাতে পারি। মিসেস্ মিক্‌বার হঠাৎ সেটা আবিষ্কার করেন। ও যে বাড়ীতে থাকত, সেই বাড়ীতে আমরা বাস করবার সময় তিনি খুঁজে পান। অনেক দিন ধ'রে মিঃ ডব্লুকে জালে ফেলবার জন্য চেষ্টা চ'লে এসেছিল। গোড়া থেকেই শয়তান হিপের ঐ রকম মতলব ছিল। বরাবরই তাঁর টাকা ও লুটে এসেছে। তাঁকে ফাঁকি দিয়ে ও কাজ গুছিয়ে নিয়েছে। মিস্ ডব্লুকে লাভ করাই ওর মতলব ছিল। তাই জাল বিস্তার ক'রে ধীরে ধীরে সে মিঃ ডব্লুর সর্ব্বনাশ করেছে। শেষ কাজ কয় মাস আগে ও সম্পন্ন করেছে। মিঃ ডব্লু তাঁর অংশ ওকে বিক্রয় করেছেন, মায় বাড়ী, জিনিষপত্র সব ওকে বেচে দিয়েছেন। এমন একটা দলিলও স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছে। তার পরিবর্ত্তে মিঃ ডব্লু একটা বার্ষিক ভাতা পাবেন। হিপ ৪ কিস্তিতে সেটা ওঁকে দেবে। হিসাবের বইতে এমন সব টাকা জমা ও খরচ করা আছে, যার ফলে মিঃ ডব্লুকে দেনাদার হয়ে দেউলিয়া হ'তে হবে। অসম্ভব সুদে টাকা ধার করার ইতিহাসও হিসাবের বইয়ে দেখ্‌তে পাবেন। এ সব আমি প্রমাণ ক'রে দেব।"

আগনেস্ তখন কাঁদিতেছিল। আমি তাহাকে সান্ত্বনার বাণী শুনাইলাম।

মিঃ মিক্‌বার বলিলেন, "এইবার আমার কথা শেষ হইল। এখন এই সকল অভিযোগের প্রমাণ আমাকে দেখাতে হবে। তার পর আমার ভাগ্যহত পরিবারবর্গ সহ আমি বিদায় নেব। কারণ, পৃথিবীর আমরা ভারস্বরূপ। এটা শীঘ্রই হবে। প্রথম যাবে আমার শিশুপুত্র। তার পর যমজ ছেলেমেয়ে। তাই হোক্! আমার নামে আদালতে টাকার নালিশ হবে, জেলে যাব। অভাবের তাড়নায় আরও অনেক কিছু হবে। অভাবের তাড়নায় দিনরাত পরিশ্রম ক'রে, অভুক্ত অবস্থায় আমি যে সকল তথ্য সংগ্রহ করেছি, এখন তা জোড়াতাড়া দিয়ে এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছি। শয়তান সর্ব্বদা আমার ওপর দৃষ্টি রাখ্‌ত, তবু আমি যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রে সব সংগ্রহ করেছি। তবে এটা ঠিক, লোভের আশায় আমি কিছু করিনি। কবির ভাষায় আমি বলব—যা কিছু করেছি, তা—

"ইংলণ্ড, গৃহ এবং সৌন্দর্য্যের খাতিরে।

"আমি আপনাদের সেই উইলকিন্স মিক্‌বার।"

মিঃ মিক্‌বার পত্রখানা ভাঁজ করিলেন। তার প[র] আমার পিতামহীর হস্তে উহা অর্পণ করিলেন।

ঘরের মধ্যে একটা লোহার আলমারী ছিল। উড়ি[য়া] তাড়াতাড়ি উঠিয়া উহা খুলিয়া ফেলিল। লোহার বাক্স সম্প[ূর্ণ] খালি।

সভয়ে উড়িয়া বলিল, "খাতাগুলো কোথায়? চোর বই গুলো নিয়ে গেছে!"

মিঃ মিক্‌বার রুল হাতে বলিলেন, "তোমার কাছ থেকে চাবী যেমন রোজ পাই, সেই রকম যখন পেয়েছিলা[ম] অমনি আজ সকালে খুলেছিলাম।"

ট্রাডেলস্ বলিল, "ব্যস্ত হয়ো না। সব আমার হেপাজতে আছে। আমি আমমোক্তার, সুতরাং ভালভাবেই আমি সেগুলো রাখ্‌বো।"

উড়িয়া বলিল, "তুমি চোরাই মাল রাখ?"

ট্রাডেলস্ বলিল, "এ রকম অবস্থায় রাখি বৈ কি!"

সবিস্ময়ে দেখিলাম, পিতামহী আগ্রহভরে এতক্ষণ সব কথা শুনিতেছিলেন। এইবার একলম্ফে উড়িয়ার কাছে গি[য়া] তাহার গলাবন্ধ দুই হাতে ধরিয়া বলিলেন, "আমি কি চাই তা তুমি জান?"

"পাগলা গারদ!"

"না, আমার সম্পত্তি! প্রিয়তমে আগনেস্, আমি যখ[ন] মনে করেছিলাম, তোমার বাবা সে টাকা নষ্ট করেছে[ন] তখন ট্রট্‌কেও আমি সে কথা বলিনি। এখন বুঝেছি, এ[ই] লোকটাই দায়ী। সে সব আমার চাইই চাই। ট্রট্, ওর কাছ থেকে আদায় কর।"

ঠাকুরমা কি বুঝিয়াছিলেন, জানি না। তিনি হয়[ত] ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার টাকা ওর পকেটেই আছে। ব্য[াপার] বুঝিয়া আমি উভয়ের মাঝখানে দাঁড়াইলাম। পিতামহীকে বলিলাম যে, টাকা আমি সমস্তই উহার কাছ হইতে আদায় করিয়া লইব। তখন তিনি উড়িয়াকে ছাড়িয়া দিলেন।

উড়িয়ার মাতা এতক্ষণ পুত্রকে নত হইয়া মিটমাট করিয়া লইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছিল। উড়িয়া তাহার মাতাকে চেয়ারে বসাইয়া বলিল, "তোমরা এখন কি করতে চাও?"

ট্রাডেলস্ বলিল, "যা আমরা করব, সে তোমায় ব'লে দিচ্ছি।"

উড়িয়া বলিল, "কপারফিল্ডটার কি জিভ নেই না কি? ওর বাক্য হরে গেছে না কি?"

তাহার মাতা বলিল, "উড়িয়া নত হ'তে চায়। ও যা বলছে, তা আপনারা ধরবেন না।"

ট্রাডেলস্ বলিল, "কি আমরা করব, তা শুনে রাখ। যে দলিলে ব্যবসার দাবী ত্যাগ করার কথা আছে, সেটা এখনই এখানে আমি চাই।"

"ধর, যদি তা আমার কাছে না থাকে ?"

"তোমার কাছে তা আছে। আমরা এমন ধ'রে নেব কেন যে, তোমার কাছে তা নেই ? তার পর, লোভের বশে যা তুমি গ্রাস করেছ, সব উগ্‌রে দিতে হবে। শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত দিতে হবে। ব্যবসার যে সব খাতাপত্র আছে, আমার কাছে থাক্‌বে। এখানে যা কিছু আছে, সব আমার অধিকারে থাক্‌বে।"

"তাই না কি ? আমাকে তা হ'লে ভাববার সময় দাও।"

"নিশ্চয় তা দেব। তবে এটা মনে রেখ, আমাদের সন্তোষবিধান না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা সব জিনিষ আমাদের কাছে রাখব। আর তুমি নিজের ঘর ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না। কোন লোকের সঙ্গে তোমার সংবাদ আদান-প্রদানও চল্‌বে না।"

উড়িয়া বলিল, "তা আমি করব না।"

ট্রাডেল্‌স্‌ বলিল, "তা হ'লে মেডষ্টোন কারাগারে গিয়ে তুমি ধীরে-সুস্থে চিন্তা করবার অবকাশ পাবে। আইনের বলে হয় ত আমাদের কার্য্যোদ্ধার হ'তে দেরী হ'তে পারে ; কিন্তু শাস্তি তুমি এড়াতে পারবে না। কপারফিল্ড, তুমি গিল্ডহলে গিয়ে দু'জন পুলিস-কর্ম্মচারীকে ডেকে আন।"

উড়িয়া-জননী কাঁদিয়া ফেলিল। আগনেস্‌কে তাহাদের তরফে অনুরোধ করিবার জন্য কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল। আমি গৃহত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেই কাপুরুষ বলিল, "থাম ! মা, গোলমাল ক'রো না। মা, তুমি গিয়ে সেই দলিলখানা নিয়ে এস।"

ট্রাডেল্‌স্‌ বলিল, "মিঃ ডিক্‌, আপনি ওকে সাহায্য করুন।"

মিঃ ডিক্‌ উড়িয়ার মাতার সহিত গমন করিলেন। কিন্তু মিসেস্‌ হিপ কোন গণ্ডগোল করিল না। দলিলখানা লইয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিল। উহা একটি বাক্সের মধ্যে ছিল। উহার মধ্যে আরও অনেক প্রয়োজনীয় বস্তু ছিল।

ট্রাডেল্‌স্‌ সমস্ত জিনিষ পাইয়া বলিল, "উত্তম ! মিঃ হিপ, এখন তুমি ঐ ঘরে গিয়ে চিন্তা করতে থাক। তবে একটা কথা জেনে রাখ, বেশী দেরী করলে চল্‌বে না।"

উড়িয়া ধীরে ধীরে ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। তার পর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, "কপারফিল্ড, তোমাকে আমি বরাবর ঘৃণা করতাম। তুমি চিরদিনই আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছ। চিরদিন তুমি আমার শত্রুতা করেছ !"

আমি বলিলাম, "আমি তোমাকে আগে এক দিন বলেছিলাম যে, তোমার লোভ, তোমার ধূর্ত্ততা তোমার সর্ব্বনাশ করবে। সমগ্র জগৎ তোমার বিরুদ্ধে যাবে। জেনে রেখ, যারা লোভী, ধূর্ত্ত, তারা জীবনে সুখ পায় না। মৃত্যুর মত তা সত্য।"

উড়িয়া বলিল, "মিক্‌বার, মনে থাকে যেন, এর পুরস্কার আমি তোমায় দেব !"

মিঃ মিক্‌বার অবজ্ঞাভরে তাহার দিকে বুক ফুলাইয়া চাহিয়া রহিলেন। তার পর বলিলেন যে, এইবার মিসেস্‌ মিক্‌বারের সঙ্গে তাঁহার আবার মনের মিলন ঘটিবে— পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস ও নির্ভরতা ফিরিয়া আসিবে।

তিনি বলিলেন, "আমাদের দু'জনের মাঝখানে যে যবনিকা পড়েছিল, এবার তা স'রে গেল। এবার ছেলে-মেয়ে সকলের সমান অবস্থা দাঁড়াল। আমাদের মধ্যে আর ভেদ রইল না।"

মিঃ মিক্‌বারের প্রতি আমাদের সকলেরই কৃতজ্ঞতা কিরূপ প্রবল হইয়াছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তথাপি আমরা যথাসাধ্য সে কথা তাঁহাকে জানাইলাম। আমরা সকলেই যাইতাম, তবে আগ্‌নেস এখন তাহার পিতার কাছে ফিরিয়া যাইবে এবং উড়িয়াকে নিরাপদে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে, এজন্য আমরা ট্রাডেলস্‌কে তাহার প্রহরায় রাখিয়া আমি, ঠাকুরমা ও মিঃ ডিক, মিঃ মিকবারের সহিত গমন করিলাম। আগ্‌নেসের কাছে বিদায় লইলাম। তাহাকে ভীষণ বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারিয়াছি, ইহাতে আমার আনন্দ ও তৃপ্তির সীমা ছিল না। ভাগ্যে আমি বাল্যকালে দুঃখ-দুর্দ্দশায় পড়িয়াছিলাম, তাই মিঃ মিক্‌বারের সহিত পরিচয় ঘটিয়াছিল। সেই মিঃ মিক্‌বারই আজ এই দুর্দিনে আগ্‌নেসের পরিত্রাতা !

মিঃ মিক্‌বারের বাড়ী বেশী দূরে নহে। বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই মিঃ মিক্‌বার বলিলেন, "ইমা, আমার জীবন-স্বরূপা।" তিনি পত্নীর বাহুবন্ধনে ধরা দিলেন। পুত্রকন্যারাও এ দৃশ্যে আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল।

মিঃ মিকবার বলিলেন, "ইমা ! আমার মন থেকে মেঘ স'রে গেছে। এত দিন আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে বিশ্বস্ততা ছিল, আবার তা ফিরে এসেছে। এখন দারিদ্র্যকে বরণ ক'রে নাও !" মিঃ মিক্‌বার অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। "এখন দারিদ্র্যকে মাথায় তুলে নাও। গৃহহীন হ'তে হবে, তা জেনে রাখ, ক্ষুধা দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে। ছেঁড়া কাপড়, ঝড়-বৃষ্টি আর ভিক্ষাবৃত্তি সম্বল ! মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এখন আমরা পরস্পরকে বিশ্বাস করতে পারব !"

মিঃ মিক্‌বার পত্নীকে আসনে বসাইয়া, পুত্রকন্যাগণকে পর পর আলিঙ্গন করিলেন। মিসেস মিক্‌বার সংজ্ঞা হারাইয়াছিলেন। তাঁহার চৈতন্যসম্পাদনের চেষ্টা প্রথমে করা গেল। পিতামহী ও মিঃ মিক্‌বার সে কার্য্য করিলেন। তার পর তাঁহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে পিতামহীর সঙ্গে তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলাম। মিসেস্‌ মিক্‌বার তখন আমায় চিনিতে পারিলেন।

"মিঃ কপারফিল্ড, আমায় ক্ষমা কর ! আমি বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিলাম।"

পিতামহী বলিলেন, "এ সব কি আপনার ছেলে-মেয়ে, ম্যাডাম্‌ ?"

মিসেস্ মিক্‌বার বলিলেন, "না, আর এখন কেউ নেই।"

পিতামহী বলিলেন, "না, না, ম্যাডাম্, আমি সে কথা বলিনি। আমি জিজ্ঞাসা করেছি, এগুলি কি সব আপনার সন্তান?"

মিঃ মিক্‌বার বলিলেন, "এরা সব এঁর।"

"ঐ বড় ছেলেটি, ওকে কি শেখান হচ্ছে?"

"ওকে ধর্ম্মমন্দিরের উপযুক্ত ক'রে তুলবার ইচ্ছে ছিল, ম্যাডাম্। অর্থাৎ ধর্ম্মমন্দিরে গান গাইবে, এমন শিক্ষা দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তা হয়নি। এখন অন্যত্র গান গেয়ে বেড়ায়।"

মাষ্টার মিক্‌বার বলিল যে, উপায়ান্তর না দেখিয়াই সে ঐরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

পিতামহী বলিলেন, "মিঃ মিক্‌বার, আপনি অন্য দেশে যাবার কথা কখনো ভেবে দেখেছেন কি?"

"ম্যাডাম, ওটা আমার জীবনের স্বপ্ন ছিল।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "এখন যদি সপরিবারে অন্য দেশে যান, কেমন হয়?"

মিঃ মিক্‌বার বলিলেন, "খুব ভাল হয়, ম্যাডাম।"

মিসেস্ মিক্‌বার বলিলেন, "কিন্তু টাকা কোথায়, মিঃ কপারফিল্ড?"

পিতামহী বলিলেন, "টাকা? মূলধন? আপনি আমাদের যে উপকার করেছেন, এর জন্য আমরা কি আপনার কিছু প্রতিদান দিতে পারব না? মূলধন যোগাড় ক'রে দিতে পারব না?"

মিঃ মিক্‌বার বলিলেন, "আমি ত দান নিতে পারব না। তবে যদি বছরে শতকরা পাঁচ টাকা হারে কিছু টাকা অগ্রিম পাই—তমসুক লিখে দিয়ে, তা ছাড়া ত আমার কোন সম্পত্তি নেই—তা হ'লে হ'তে পারে।"

পিতামহী বলিলেন, "তাই হবে। আপনি যে রকম সর্ত্তে নিতে চান, তাই পাবেন। ডেভিডের পরিচিত কয়েক জন অষ্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছে। আপনি যদি যাওয়া মত করেন, তবে সেই জাহাজেই কেন যেতে পারবেন না? আপনারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করতেও পারবেন। মিক্‌বার-দম্পতি, আপনারা এ বিষয়টা ভাল ক'রে ভেবে দেখ্‌বেন। সময় আছে, বেশ ক'রে ভেবে দেখ্‌তে পারবেন।"

মিসেস্ মিক্‌বার বলিলেন, "কেবল একটা কথা ভাববার আছে। বোধ হয়, সেখানকার জল-হাওয়া ভাল।"

আমার পিতামহী বলিলেন, "জগতে এমন জল-হাওয়া আর কোথাও নেই।"

মিসেস্ মিক্‌বার বলিলেন, "আর একটা কথা আছে। সে দেশের অবস্থা অনুসারে মিঃ মিক্‌বারের ন্যায় প্রতিভাশালী লোকের সামাজিক জীবনে উন্নতিলাভের সম্ভাবনা আছে কি? অবশ্য আমি এ কথা বলছি না যে, এখুনি তিনি দেশের শাসক পদ লাভ করতে পারবেন। তবে সেখানে এ রকম সুবিধা ও সুযোগ আছে কি, যাতে তাঁর উন্নতির পথ মুক্ত হ'তে পারে?"

পিতামহী বলিলেন, "এমন সুযোগ ও সুবিধা আর কোথাও পাওয়া সম্ভবপর নয়। যে পরিশ্রমী, তার পক্ষে সেখানে উন্নতি অনিবার্য্য।"

মিসেস মিক্‌বার বলিলেন, "তা হ'লে দেখা যাচ্ছে যে, অষ্ট্রেলিয়াতেই মিঃ মিক্‌বারের কর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত।"

মিঃ মিক্‌বার বলিলেন, "প্রিয় ম্যাডাম, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বর্ত্তমান অবস্থায় ঐ দেশই আমার ও আমার সন্তানগণের পক্ষে একমাত্র যোগ্য স্থান। সে দেশে নিশ্চয়ই কোন অসাধারণ ঘটনা ঘটবে, এই রকম আমার অনুমান।"

ত্রিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

আবার আমাকে একটু থামিতে হইতেছে। হায়, আমার বালিকা পত্নী! আমার স্মৃতির সম্মুখে জনতার মধ্যে এক জনের মূর্ত্তি জাগিয়া উঠিতেছে—সে মূর্ত্তি স্থির, শান্ত—তাহার বালিকাসুলভ সৌন্দর্য্য এবং নির্দ্দোষ প্রণয়ে সে যেন বলিতেছে, আমার কথা একটু ভাবিবার জন্য থামিও—ছোট ফুলের গুচ্ছের দিকে একটু তাকাইও!

আমি তাহা করি। আর সবই ঝাপ্‌সা হইয়া গিয়াছে, সব নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে। আমাদের কুটীরে আবার ডোরার সহিত মিলিত হইয়াছি। আমার মনে পড়ে না, কত দিন ধরিয়া সে পীড়িত। আমি তাহার পীড়িত অবস্থা দেখিতে দেখিতে এমন অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, আমি সময় ঠিক করিয়া উঠিতে পারি না। বহু দীর্ঘকাল নহে, বহু সপ্তাহ বা বহু মাস নহে, কিন্তু আমার অভিজ্ঞতায় বুঝিতে পারি, বড় ক্লান্তিপূর্ণ সেই দিনগুলি।

আমার আশঙ্কা যে, আমার বালিকাপত্নী আবার জিপের সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলা করিবে, সে আশা সুদূরপরাহত।

জিপও সহসা যেন বুড়া হইয়া পড়িয়াছে। তাহার মনিবের প্রফুল্লতা হইতে বঞ্চিত হইয়া স্বভাবতই সে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল। দিন দিন সে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল। ডোরার শয্যার কাছেই সে সর্ব্বক্ষণ শয়ন করিয়া থাকিত। মাঝে মাঝে তাহার মনিবের হাত সে কোমলভাবে লেহন করিত।

ডোরা সকল সময়েই হাসিমুখে থাকিত, তাহার মুখে এক দিনও সামান্য অভিযোগের বাণী শোনা যায় নাই। সে বলিত, আমরা তাহাকে প্রাণপণ যত্ন করি, ভালবাসি। তাহার দয়িত তাহার জন্যই দিন দিন ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতেছে, তাহা সে জানে। আমার পিতামহীর চোখে নিদ্রা নাই। সকল সময়েই তিনি সাদরে তাহার সেবা করিতেছেন।

প্রাতঃকাল; পিতামহী ডোরার সুন্দর কেশরাজিকে প্রসাধিত করিয়া দিতেছিলেন। কেশরাজি উপধানের উপর লুটাইয়া পড়িল।

হাসিয়া ডোরা বলিল, "তুমি বলেছ বুঝি! চুলের গর্ব্ব আমার নেই। তবে তুমি বলতে, আমার চুল তোমার ভাল লাগে, তোমার চোখে আমার চুল সুন্দর লেগেছিল, তাই আমি ওদের যত্ন করি। আমি তোমাকে একগোছা চুল কেটে দিয়েছিলাম।"

"ডোরা, সে দিন তুমি ছবি আঁকছিলে। আমি যে ফুলের তোড়া দিয়েছিলাম, তার ছবি তুমি সে দিন আঁকছিলে। সে সময় আমি তোমায় বলেছিলাম, আমি তোমায় কত ভালবাসি।"

ডোরা বলিল, "কিন্তু আমি তখন তোমাকে আমার কথা জানাতে চাইনি। তখন ভেবেছিলাম, তুমি সত্যি আমায় ভালবাস। ডোয়েডি, আগের মত আমি যখন দৌড়ঝাঁপ ক'রে বেড়াতে পারব, তখন তোমাতে আমাতে সেই সব পুরাতন জায়গায় ঘুরে বেড়াব। পুরাতন রাস্তায় বেড়িয়ে বেড়াব। বাবাকেও ভুলবো না!"

"হ্যাঁ, তাই আমরা করব। সে কি সুখের দিনই হবে। প্রিয়তমে, তুমি তাড়াতাড়ি সেরে ওঠ!"

"শীঘ্রই আমি সেরে উঠ্‌ব। আমি এখন অনেক ভাল হয়েছি, তুমি জান না।"

এখন অপরাহ্লকাল; আমি সেই একই চেয়ারে উপবিষ্ট আছি। তাহার আনন আমার দিকে ফেরান। আমরা নীরবে ছিলাম। তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাস্যের রেখা। এখন আর তাহাকে নীচে লইয়া যাইতে হয় না! সারাদিনই সে এই শয্যায় শুইয়া থাকে।

"ডোয়েডি!"

"প্রাণাধিকা ডোরা!"

"তুমি কিছুদিন আগে আমায় বলেছিলে, মিঃ উইক্‌ফিল্ড ভাল নেই। তবু আমি এখন যা বল্‌ব, সেটা তুমি অসঙ্গত ব'লে মনে করবে না ত? আমি আগনেস্‌কে দেখ্‌তে চাই। তাকে দেখ্‌তে বড় সাধ হয়েছে।"

"আমি তাকে চিঠি লিখে দিচ্ছি, প্রিয়তমে।"

"লিখ্‌বে তুমি?"

"এখনই লিখ্‌ব।"

"তোমার দয়া অসীম! ডোয়েডি, তুমি আমাকে কোলে তুলে নেও। এটা আমার খেয়াল নয়। শুধু শুধু আমি বলছি না। সত্যি আমি তাকে দেখ্‌তে চাই!"

"তা আমি বুঝতে পাচ্ছি। আমি লিখ্‌লেই সে আসবে।"

"নীচে তোমার বড় একা একা বোধ হয়, না?"

সে আমার কণ্ঠদেশ দুই বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করিল।

"তা ছাড়া উপায় কি, প্রাণাধিকা! তোমার আসন শূন্য দেখে আমার কষ্ট হয়।"

সে নীরবে আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আমার শূন্য চেয়ার! ডোয়েডি, সত্য তুমি আমার অভাব বোধ কর?"

"আমার সর্ব্বস্ব! পৃথিবীতে তোমার মত আমার আর কে আছে?"

"স্বামি! আমার যেমন আনন্দ হচ্ছে, তেমনি দুঃখ হচ্ছে!"

সে আমাকে আরও জোরে চাপিয়া ধরিয়া আনন্দের আতিশয্যে হাসিতে লাগিল, ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

সে বলিল, "আগনেস্‌কে আমার ভালবাসা জানিয়ে লিখে দাও, আমি তাকে দেখবার জন্য অধীর হয়েছি। আমার জীবনে আর কোন সাধ নেই।"

"শুধু ভাল হয়ে ওঠা ছাড়া, ডোরা।"

"হায় ডোয়েডি, সময় সময় আমি ভাবি, তা আর হবার নয়!"

"এ কথা বলো না, প্রিয়তমে! অমন কথা বলো না!"

"না, তা বলব না। কিন্তু আমি বড় সুখী। আমার স্বামী যদিও আমার শূন্য চেয়ার দেখে অসুখী, তবু আমি সুখী।"

রাত্রিকাল, এখনও আমি তাহার পার্শ্বে উপবিষ্ট। আগনেস্‌ আসিয়াছে; সে সমস্ত দিন ও অপরাহ্লকাল আমাদের কাছে আছে। সকাল হইতে সে, পিতামহী ও আমি ডোরার পার্শ্বে বসিয়া আছি। আমরা কেহই বেশী কথা বলি নাই; কিন্তু ডোরা সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট ও প্রফুল্ল দেখিলাম। এখন আমরা দু'জন মাত্র আছি।

এখন কি আমি বুঝিতে পারিয়াছি, আমার শিশুর মত সরলা পত্নী সত্যই আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়াছে? সকলেই আমাকে সে কথা বুঝাইয়া দিয়াছে। নূতন কথা তাহারা কিছু বলে নাই। কিন্তু তথাপি আমার কাছে উহা সত্য বলিয়া মনে হয় নাই। আমি এখনও সে আবাতবেগ সংবরণ করিতে পারি নাই। মাঝে মাঝে বাহিরে উঠিয়া গিয়া কাঁদিয়া আসিয়াছি। আমি বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না যে, সত্যই তাহার জীবন-প্রদীপ নিবিয়া যাইবে।

আমি তাহার হাত আমার হাতের মুঠার মধ্যে গ্রহণ করিলাম, তাহার হৃদয় আমার হৃদয়ে রাখিলাম। আমি দেখিলাম, আমার প্রতি তাহার ভালবাসা কি প্রবল!

সে বলিল, "ডোয়েডি, আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। যে কথাটা আমার সর্ব্বদা মনে হয়েছে, আমি তা তোমাকে বলতে চাই। তুমি কিছু মনে করবে না ত?"

"মনে করব!"

"প্রিয়তম, আমি শুধু বয়সে ছোট ছিলাম না, জ্ঞানও আমার কিছু ছিল না। বড় বোকা মেয়ে আমি! আমার মনে হয়, বালকবালিকার মত ভালবাসবার পর আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভুলে গেলেই ভাল হ'ত। আমি বুঝতে পেরেছি যে, স্ত্রী হবার যোগ্যতা আমার নেই।"

অশ্রুবাষ্পে আমার নয়ন আচ্ছন্ন হইল। আমি বলিলাম, "আমি যেমন স্বামী হবার যোগ্য, তুমিও সেই রকম স্ত্রী হবার যোগ্য। আমরা দু'জনে সুখীই ত হয়েছিলাম।"

"হ্যাঁ, আমি খুব সুখী হয়েছিলাম। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বামী তাঁর বালিকা স্ত্রীর জন্য ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন। সে তাঁর সহচরী হবার যোগ্যতা হারাচ্ছিল। তার স্বামী সে কথা বুঝতে পারছিলেন। কিন্তু তার উন্নতির আশা ছিল না। তাই যা হ'তে চলেছে, তাই ভাল।"

"প্রিয়তমা প্রাণাধিকা ডোরা, অমন কথা বলো না। তোমার কথা যেন তিরস্কারের মত শোনাচ্ছে।"

আমার মুখে চুম্বন করিয়া সে বলিল, "না, এক বর্ণও নয়। তোমাকে তিরস্কার করবার কি আছে? তোমাকে আমি এত ভালবাসি যে, তোমাকে আমি কোন কঠিন কথা কি বল্‌তে পারি? ডোয়েডি, নীচের ঘরে তোমার বড় একা বোধ হয়, না?"

"অত্যন্ত! অত্যন্ত!"

"কেঁদো না, আমার চেয়ার সেইখানেই আছে?"

"সেই এক জায়গায়।"

"দেখ, দেখ আমার স্বামী কি ক'রে কাঁদছেন! থাম! থাম! এবার আমার কাছে অঙ্গীকার কর। আমি আগ্‌নেসের সঙ্গে কথা বল্‌তে চাই। নীচে যাবার সময় আগ্‌নেসকে সে কথা বলো, তাকে ওপরে পাঠিয়ে দিও। আমি যখন তার সঙ্গে কথা বল্‌বো, সে সময় কেউ যেন কাছে না থাকে—ঠাকুরমা পর্য্যন্ত যেন না থাকেন। আমি একা তার সঙ্গে কথা বলব। নির্জ্জনে তার সঙ্গে আমার কথা বলার দরকার আছে।"

আমি অঙ্গীকার করিলাম।

আমাকে তাহার বাহুপাশে বদ্ধ করিয়া কাণে কাণে বলিল, "আমি বলেছি, যা হচ্ছে, তা ভালই। ডোয়েডি, অনেক বছর পরে, এখন তুমি তোমার বালিকা পত্নীকে যত ভালবাস, তার চেয়ে বেশী ভালবাস্‌তে পারবে না। অনেক বছর পরে, তোমার স্ত্রী এমন ভাবে তোমাকে হতাশ করত যে, এখনকার অর্দ্ধেক ভালবাসাও তখন তোমার পক্ষে সম্ভব হ'ত না! আমি বোকা ও ছেলেমানুষ, তা আমি জানি। তাই যা হচ্ছে, তা ভাল।"

আগ্‌নেস্ নিম্নতলেই ছিল। আমি তাহাকে ডোরার কথা বলিলাম। সে তখনই চলিয়া গেল। আমি ও জিপ ঘরে রহিলাম।

অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে তাহার শয়ন করিবার চীনা ঘর। সে তাহার মধ্যে ঘুমাইবার চেষ্টা করিতেছিল। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল, তাহার নির্ম্মল দীপ্তি আকাশকে আলোকিত করিয়াছিল। আমি আকাশের দিকে চাহিয়া অঝোরে কাঁদিতে লাগিলাম। আমার অসংযত হৃদয়কে তিরস্কার করিবার জন্য অশ্রুধারা বাধা না মানিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

অনুশোচনায় অধীর হইয়া আমি অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসিয়া রহিলাম। বিবাহিত জীবনের সকল কথা মনে পড়িতে লাগিল। প্রত্যেক খুঁটিনাটি ঘটনার কথা মনে পড়িতেছিল। স্মৃতির সমুদ্র মথিত করিয়া আমার বালিকা পত্নীর, প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীর মূর্ত্তি জাগিয়া উঠিল। সত্যই কি বালকবালিকার মত ভালবাসিবার পর আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভুলিতে পারিলেই ভাল হইত? অসংযত হৃদয়, উত্তর দাও!

সময় কি করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, আমার কোন খেয়ালই ছিল না। এমন সময় আমার বালিকা পত্নীর সঙ্গীর ব্যবহারে আমার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। অত্যন্ত অস্থিরভাবে সে তাহার ঘর হইতে বাহির হইল। আমার দিকে চাহিয়া সে উপরতলে যাইবার বাসনা প্রকাশ করিল।

"আজ নয় জিপ্! আজ রাত্রে নয়!"

সে অত্যন্ত মৃদুগতিতে আমার কাছে ফিরিয়া আসিল। আমার হস্ত লেহন করিয়া নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল।

"জিপ! হয় ত এ জীবনে আর হবে না!"

আমার পদতলে সে শুইয়া পড়িল, ঘুমাইবার জন্য দেহ প্রসারিত করিল। তার পর একবার কাতর-শব্দ করিয়া সে চির-নিদ্রায় অভিভূত হইল।

"আগ্‌নেস্, এস! এখানে এসে দেখ!"

সে মুখে শুধু দুঃখ ও করুণা এবং নয়নে অশ্রু। মূক আবেদন! স্বর্গের দিকে তাহার হাত যেন উত্থিত।

"আগ্‌নেস?"

সব শেষ। আমার নয়নে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। কিছুক্ষণের জন্য আমার স্মৃতি হইতে সমগ্র পৃথিবী বিলুপ্ত হইয়া গেল।

চতুঃপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

শোক ও দুঃখে আমার হৃদয় কিরূপ অভিভূত হইয়াছিল, তাহা এখানে বলিবার প্রয়োজন নাই। ভবিষ্যৎ যেন আমার দৃষ্টির উপর একটা প্রাচীর তুলিয়া তাহার অন্তরালে অবস্থান করিতেছিল। আমার শক্তি সবই অন্তর্হিত হইয়াছিল। মনে হইতেছিল, একমাত্র সমাধিক্ষেত্র ব্যতীত আমার আশ্রয়স্থান আর কোথাও নাই। প্রথম আঘাতে এ সকল

কথা মনে হয় নাই; ক্রমশঃ যখন আঘাতবেগ পুরাতন হইয়া আসিতে লাগিল, তখনই মন এইরূপ উদাস হইয়া উঠিল।

প্রথমে প্রস্তাব হইল যে, আমি দেশবিদেশে ভ্রমণ করিলে সান্ত্বনা-লাভের সুযোগ পাইব। সকলেই সে প্রস্তাবে সায় দিল। কিন্তু কবে সে প্রস্তাব হইয়াছিল, এখন তাহা আমার মনে নাই। আগ্‌নেসের আত্মিকপ্রভাব আমাদের সকলের চিন্তা ও কার্য্যধারার উপর এমনভাবে ব্যাপৃত হইয়াছিল যে, সে যাহা প্রস্তাব করিত, সকলেই তাহাতে অনুমোদন করিত।

আমার বালিকা পত্নীর দেহ যখন মৃত্যুদূত অধিকার করিল, তখন আমি তাহারই বক্ষে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। জ্ঞানসঞ্চারের পর আমি দেখিয়াছিলাম, আগ্‌নেসের অশ্রুপূর্ণ নেত্র সহানুভূতিভরে আমার দিকে অবনত। তখন মনে হইয়াছিল, যেন সে ত্রিদিবের সান্নিধ্য স্থান হইতে আমার দিকে নেত্রপাত করিতেছে, তাহার সেই শান্তদৃষ্টি আমার অশিক্ষিত, অসংযত হৃদয়ে যেন শান্তির প্রলেপ প্রদান করিয়াছিল।

কাহিনীর অনুসরণ করি।

আমাকে বিদেশে যাইত হইবে। উহা সকলেই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমার পত্নীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর আমি হিপের সম্বন্ধে শেষ ব্যবস্থার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। তার পর বিদেশগামীদিগের যাত্রা ঘটিবে।

ট্রাডেল্‌স্, আমার অন্তরঙ্গ ও শ্রদ্ধাভাজন বন্ধুর অনুরোধে আমরা আবার ক্যাণ্টারবেরীতে গেলাম। অর্থাৎ আগ্‌নেস্, ঠাকুরমা ও আমি এই তিন জন তথায় ফিরিলাম। তথা হইতে মিঃ মিক্‌বারের গৃহে সোজা আমাদিগকে যাইতে হইল। মিসেস্ মিক্‌বার আমাকে শোক-পরিচ্ছদে দেখিয়া বিশেষ বিচলিত হইলেন।

আসন গ্রহণ করিবার পর পিতামহী বলিলেন, "মিঃ ও মিসেস্ মিক্‌বার, আপনাদের দেশান্তরে যাবার জন্য আমি যে প্রস্তাব করেছিলাম, সে সম্বন্ধে কিছু ভেবে দেখেছেন কি ?"

মিঃ মিক্‌বার বলিলেন, "প্রিয় ম্যাডাম্, আমার পত্নী, আমি এবং আমার পুত্রকন্যারা সকলেই একসঙ্গে এবং স্বতন্ত্রভাবে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, তাতে এই কথা কবির ভাষায় বলা যেতে পারে—আমাদের নৌকা তীরে এবং সমুদ্র-বক্ষ।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "বেশ কথা। আপনাদের বিজ্ঞোচিত সিদ্ধান্তে আমি খুসী হলুম।"

মিঃ মিক্‌বার বলিলেন, "ম্যাডাম্, আপনি অর্থ-সাহায্য করতে চেয়েছেন, এর জন্য আমরা বিশেষ বাধিত। আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে, টাকা আমি ঋণস্বরূপ গ্রহণ করব, তা আমি ১৮ মাস, ২৪ মাস ও ত্রিশ মাসে শোধ করতে চাই, এই-রকম একটা লেখাপড়া ক'রে দিতে চাই।"

পিতামহী বলিলেন, "সে আপনি যে রকমভাবে করতে চান, করুন।"

এ বিষয়ে আলোচনা শেষ হইলে মিক্‌বার-দম্পতি ঘরের বাহিরে গেলেন। টেবলের উপর রাশিকৃত খাতাপত্র সাজাইয়া ট্রাডেল্‌স্ প্রতীক্ষা করিতেছিল।

ট্রাডেল্‌স্ বলিল, "প্রিয় কপারফিল্ড, আমি জানি, তুমি এখন শোকাচ্ছন্ন, তবু এই ব্যাপারে তোমার আগ্রহ আছে, তাই তোমার মনকে অন্যদিকে বিক্ষিপ্ত করবার জন্য দরকারী কাজের কথা পাড়ছি। প্রিয় বন্ধু, আশা করি, তুমি একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়বে না।"

একটু থামিয়া আমি বলিলাম, "আমি ঠিক আছি, ভাই! ঠাকুরমার কথাই এখন আমাকে বেশী ক'রে ভাবতে হবে। তিনি আমার কি করেছেন, তা ত জান।"

ট্রাডেল্‌স্ বলিল, "নিশ্চয়! নিশ্চয়! এ কথা কে ভুলতে পারে ?"

আমি বলিলাম, "শুধু তাই নয়। গত পক্ষকাল ধ'রে কোন নূতন বিপদ তাঁকে বড় বিব্রত ক'রে তুলেছে বুঝতে পারছি। প্রতিদিনই তিনি সহরের বাইরে গিয়েছেন। সকালবেলা উঠে বেরিয়ে গেছেন, আর সন্ধ্যায় ফিরেছেন, এমন অনেকবার হয়েছে। কাল রাত দুপুরে তিনি ফিরেছেন। কেন তিনি এমন করছেন, তা আমায় বলেননি।"

পিতামহীর মুখ বিবর্ণ, তিনি স্থিরভাবে তাঁহার আসনে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার নয়নে দুই এক বিন্দু অশ্রুচিহ্নও দেখিলাম। ঠাকুরমা আমার হাতে হাত রাখিলেন।

তিনি বলিলেন, "ও কিছু না, ট্রট্। আর ও রকম হবে না। সব তুমি ক্রমে ক্রমে জানতে পারবে। এখন আগনেস্ এস, আমরা কাজের কথা শুনি।"

ট্রাডেল্‌স্ বলিল, "প্রথমেই মিঃ মিক্‌বারকে এ কাজের জন্য প্রশংসা করতে হবে। তিনি নিজের জন্য পরিশ্রম করতে না পারুন, পরের জন্য প্রকৃত পরিশ্রম করতে পারেন। এমন লোক আমি জীবনে দেখিনি। তিনি যে এ ব্যাপারে কি পরিশ্রম করেছেন, তা কল্পনা করাও অসম্ভব। আমাকে এখান থেকে শত শত পত্রও লিখেছেন।"

পিতামহী বলিলেন, "চিঠিপত্র! আমার মনে হয়, তিনি স্বপ্নেও চিঠি লেখেন!"

ট্রাডেল্‌স্ বলিল, "মিঃ ডিক্‌ও কম যান না। উড়িয়া হিপের উপর চৌকী দেবার ভার নেমে গেলে, তিনি মিঃ উইক্‌ফিল্ডকে নিয়ে পড়েছেন। তাঁর সাহায্য না পেলে আমাদের কাজের সুবিধা হ'ত না।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "ডিক্ চমৎকার লোক। আমি বরাবরই জানতাম। কেন তোমায় বলিনি, ট্রট্?"

ট্রাডেল্‌স্ বলিল, "মিস্ উইক্‌ফিল্ড, আপনার অনুপস্থিতি-কালে মিঃ উইক্‌ফিল্ড অনেক সুস্থ হয়েছেন। যে পাষাণ-চাপ তাঁর ওপর ছিল, তা স'রে যাওয়ায় তিনি অনেকটা পূর্ব্বাবস্থা

ফিরে পেয়েছেন। স্মৃতিশক্তি ফিরে এসেছে। ব্যবসায়ের অনেক ব্যাপার তাঁর কাছ থেকে জেনে নিতে পেরেছি। এখন দেখা যাক, ব্যাপারটা কি দাঁড়িয়েছে। টাকার পরিমাণ এবং ব্যবসার অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে মিঃ উইক্‌ফিল্ড এখন ব্যবসা তুলে দিতে পারেন। তাতে তাঁকে কারও কাছে দায়ী হ'তে হবে না।"

আগনেস্ আগ্রহভরে বলিয়া উঠিল, "ভগবান্‌কে ধন্যবাদ।"

ট্রাডেলস্ বলিল, "তাঁর এই বাড়ী বিক্রী করলে কয়েক শত টাকা হবে, বেশী হবে না। তা ছাড়া যে টাকাটা হাতে থাক্‌বে, তাতে তিনি তাঁর ব্যবসা রাখ্‌বেন কি না, মিস্ উইক্‌ফিল্ড তা বিবেচনা ক'রে দেখ্‌বেন। তাঁর বন্ধুরা তাঁকে রাখবার জন্যই পরামর্শ দেবেন, কেন না, এখন তিনি ঋণমুক্ত। আপনি মিস্ উইক্‌ফিল্ড, কপারফিল্ড ও আমি—"

আগ্‌নেস বলিল, "ট্রটউড্, আমি কথাটা ভেবে দেখেছি, ও আর হবে না, হওয়া উচিত নয়। বন্ধুরা পরামর্শ দিলেও আর না।"

ট্রাডেল্‌স্ বলিল, "আমি সে পরামর্শ দিচ্ছি না, শুধু কথার কথা বলছি। তার বেশী নয়।"

"আপনার কথায় আমি সুখী হলুম। কারণ, এতে বুঝতে পারছি, আমরা এ বিষয়ে একমত। বাবা একবার ঋণমুক্ত হ'লে, আর আমার ভাবনা কি? আমি শুধু এই কথাই বরাবর ভেবে এসেছি, বাবাকে কি ক'রে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করব। তার পর দ্বিতীয় চিন্তা আমাদের চল্‌বে কি ক'রে?"

আমি বলিলাম, "কি ক'রে তা হবে ভেবেছ, আগ্‌নেস্?"

"অনেকবার, ট্রটউড্; আমি এতে সাফল্যলাভ করব। এখানকার অনেক লোক আমায় জানেন। তাঁরা আমায় ভালও বাসেন। অবিশ্বাস করেন না। আমাদের অভাব বেশী নয়। এই বাড়ী যদি ভাড়া দেই, আর একটা স্কুল খুলি, আমি অনেকের কাজে লাগব।"

আমি এ কথার আর কোন উত্তর দিলাম না।

ট্রাডেল্‌স্ বলিল, "তার পর আপনার কথা, মিস্ ট্রটউড। আপনার সেই টাকা।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পিতামহী বলিলেন, "যদি সব গিয়ে থাকে, আমি তা সহ্য করতে পারব। আর যদি থেকে থাকে, আমি ফিরে পেলে সুখী হব।"

ট্রাডেল্‌স্ বলিল, "গোড়ায় ৮ হাজার পাউণ্ডের কাগজ ছিল।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "ঠিক কথা।"

"কিন্তু পাঁচের বেশী হিসাব আর পাচ্ছি না।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "পাঁচ হাজার না, পাঁচ পাউণ্ড?"

ট্রাডেল্‌স্ বলিল, "পাঁচ হাজার পাউণ্ড।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "তা হ'লে ঠিকই আছে। আমি তিন হাজার পাউণ্ডের কাগজ বিক্রয় করেছিলাম। ট্রট্, এক হাজার পাউণ্ড তোমার কাজ শিখবার জন্য দিয়েছিলাম। ২ হাজার পাউণ্ড নিজের কাছে রেখেছিলাম। যখন দেখলাম, আমার সব টাকা নষ্ট হয়েছে, তখন বাকী ২ হাজারের কথা কাকেও বলা সঙ্গত মনে করিনি। আমি দেখতে চেয়েছিলাম, ট্রট্, তুমি কেমন ক'রে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হও। তুমি সর্ব্বতোভাবে সে পরীক্ষায় জয়ী হয়েছ। তোমার আত্মোৎসর্গ, আত্মনির্ভরশীলতা, এবং অধ্যবসায় তোমায় জয়টীকা পরিয়ে দিয়েছে, ট্রট্। ডিক্‌ও তাই করেছেন। আমার সঙ্গে এখন কথা বলো না, আমার স্নায়ু এখন বড় দুর্ব্বল!"

কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে সে কথা কেহ বলিতে পারিত না। তিনি ঋজুভাবে আসনে সমান বসিয়া রহিলেন। আশ্চর্য্য তাঁহার আত্মদমনশক্তি।

ট্রাডেল্‌স্ উল্লাসভরে বলিল, "তা হ'লে সব টাকাটাই উদ্ধার করা গেছে!"

পিতামহী বলিলেন, "কেউ আমাকে অভিনন্দিত করো না কিন্তু! কেমন ক'রে হ'ল, মশাই?"

ট্রাডেলস্ বলিল, "আপনি ভেবেছিলেন, মিঃ উইক্‌ফিল্ড সব টাকাটা আত্মসাৎ করেছিলেন?"

ঠাকুরমা বলিলেন, "হ্যাঁ, তাই ভেবেছিলাম। তাই সহজে চুপ ক'রে গিয়েছিলুম। আগনেস্, একটা কথাও নয়!"

ট্রাডেলস্ বলিল, "আপনার আমমোক্তারনামার বলে কাগজগুলো সত্যি বিক্রয় করা হয়েছিল; কিন্তু কে তা করেছিল, তা বলবার আর দরকার নেই। ঐ বদমাসটা মিঃ উইক্‌ফিল্ডকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল যে, অন্য টাকার ঘাটতি পূরণ করার জন্য সে টাকাটা ব্যয় হয়ে গেছে। মিঃ উইক্‌ফিল্ড তার হাতে প'ড়ে এমন অসহায় হয়েছিলেন যে, তার পর কয়েকবার আপনাকে সুদ দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সে অন্য টাকার হিসেবে—আপনার টাকা তখন সত্যি ছিল না। কাজেই এই জুয়াচুরি ব্যাপারে জড়িত হয়ে তিনি মহা বিপন্ন ও অসুখী হয়ে পড়েছিলেন।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "শেষে তিনি নিজের ঘাড়ে সব দোষ নিয়েছিলেন। আমাকে পাগলের মত এক পত্র লিখেছিলেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন যে, তিনি ডাকাতি করেছেন—ঘোর অন্যায় করেছেন। সেই চিঠি পেয়ে আমি এক দিন তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে সেই পত্র পুড়িয়ে ফেলি। তাঁকে বলি যে, এ কথা যেন প্রকাশ না পায়, অন্ততঃ তাঁর কন্যার মুখ চেয়ে যেন চেপে থাকেন। দেখ, তোমরা এখন যদি কেউ আমার সঙ্গে কোন কথা বল, আমি কিন্তু এখনই এখান থেকে চ'লে যাব।"

আমরা সকলেই চুপ করিয়া রহিলাম। আগনেস্ তাহার মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া ফেলিল।

খানিক নীরব থাকিয়া তার পর ঠাকুরমা বলিলেন, "প্রিয় বন্ধু, তুমি কি সে টাকাটা তার কাছ থেকে আদায় ক'রে নিয়েছ?"

ট্রাডেল্‌স্ বলিল, "মিঃ মিক্‌বার শয়তানটাকে চারিদিক থেকে এমন ভাবে চেপে ধরেছিলেন, এমন সব প্রমাণ বের ক'রে ফেলেছিলেন যে, সে আর আমাদের হাত থেকে নিষ্কৃতির কোন পথ পেলে না। শয়তানটা শুধু লোভের বশেই যে এই টাকাটা গ্রাস করেছিল, তা নয়। কপারফিল্ডকে ও মনে-প্রাণে ঘৃণা করত। সে কথা মুখেই সে আমাকে বলেছিল। এমন কি, কপারফিল্ডের ক্ষতি করবার জন্য সে আরও পাঁচ হাজার পাউণ্ড ব্যয় করতে কুণ্ঠিত ছিল না।"

চিন্তাযুক্তভাবে ঠাকুরমা একবার আগনেসের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বটে!—লোকটার তার পর কি হ'ল?"

"তা জানিনে। সে তার মাকে নিয়ে এখান থেকে চ'লে গেছে। আমি তার আর কোন খবর পাইনি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "লোকটার কাছে টাকা আছে ব'লে মনে কর, ট্রাডেল্‌স্?"

সে বলিল, "নিশ্চয় আছে। নানা উপায়ে সে বেশ টাকার সংস্থান করেছে। কিন্তু ভাই কপারফিল্ড, তুমি দেখ, যত টাকাই থাক, ও চিরদিন লোকের অনিষ্ট ক'রে বেড়াবে। সোজাপথে কখনো চল্‌বে না—ঐ রকম যারা ভণ্ড, তারা কোন দিনই ভাল থাক্‌তে পারে না। বাইরে বিনয়ের ভাণ ক'রে লোকের বুকে ওরা ছুরী মার্‌তে মজবুত। ও লোকটা চিরদিনই মানুষকে ঘৃণা করবে, সকলকে সন্দেহ ক'রে বেড়াবে। তার ফলে আরও শয়তান হ'য়ে উঠবে।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "লোকটা নীচতার রাক্ষস বল্‌লে চলে।"

ট্রাডেল্‌স্ বলিল, "সে কথা খুবই সত্য।"

পিতামহী বলিলেন, "এখন মিঃ মিক্‌বারের কথা ধর।"

ট্রাডেল্‌স্ প্রফুল্লভাবে বলিল, "হ্যাঁ। আমি আবার তাঁর অজস্র প্রশংসা করছি। তিনি এ রকম ধৈর্য্য ও পরিশ্রম সহকারে কাজ না করলে, আমরা কিছুই জান্‌তে পারতাম না। মিঃ মিক্‌বার ন্যায়ধর্ম্মের দিক দিয়েই কাজ করেছিলেন, কোন লাভের প্রত্যাশায় নয়। তাঁর সে উদ্দেশ্য থাক্‌লে উড়িয়া হিপের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ নিয়ে চুপ ক'রে থাকতে পারতেন।"

আমি বলিলাম, "সে কথা ঠিক।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "এখন ওঁকে কি দেওয়া যাবে?"

ট্রাডেল্‌স্ বলিল, "সে ব্যবস্থা করবার আগে আর একটা জিনিষ ভেবে দেখা দরকার। মিঃ মিক্‌বারের কাছ থেকে হিপ্ অনেক তমসুক লিখিয়ে নিয়েছে। যে টাকা অগ্রিম দিয়েছিলেন, তার বদলে—"

ঠাকুরমা বলিলেন, "সে সব টাকা শোধ ক'রে দিতে হবে।"

ট্রাডেল্‌স্ বলিল, "কিন্তু আমরা ত জানিনে, কবে হিপ্ তাঁর নামে কত টাকার নালিশ করবে। তবে মনে হয়, এ দেশ ত্যাগ করবার আগেই সে ব্যাপার আরম্ভ হবে এবং বারবার টাকার জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করান চল্‌বে।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "যদি তাই হয়, তবে বারবারই মিঃ মিক্‌বারকে মুক্ত করতে হবে। সবশুদ্ধ কত টাকা হবে?"

ট্রাডেল্‌স্ বলিল, মিঃ মিক্‌বার তার হিসাব রেখেছেন। সুদে আসলে মোট পরিমাণ ১ শত তিন পাউণ্ড পাঁচ শিলিং।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "আচ্ছা, তা হ'লে এ টাকা ধ'রে নিয়ে মোট কত টাকা তাঁকে দেওয়া যায়? আগনেস্, এ বিষয়ে পরে আমরা কে কত দেব, তা স্থির করা যাবে। এখন দেওয়া যায় কত? পাঁচশ পাউণ্ড?"

এই কথা শুনিয়া আমি ও ট্রাডেল্‌স্ উভয়েই বাধা দিলাম। আমরা বলিলাম যে, এত মোটা টাকা মিঃ মিক্‌বারের হাতে একসঙ্গে দেওয়া হইবে না। নালিশ যখন যেমন হইবে, অমনই তাহা শোধ করিয়া দেওয়া হইবে। মিক্‌বার-পরিবারের বিদেশে যাইবার জাহাজ ভাড়া, রাহা খরচ, পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করিয়া হাতে এক শত পাউণ্ড দিলেই চলিবে। মিঃ মিক্‌বার ঋণের টাকা যাহাতে শোধ দিতে পারেন, এমন ভাবের পাকা লেখাপড়াও করিয়া লইতে হইবে। কারণ, তাহা হইলে মিঃ মিক্‌বারের দায়িত্বজ্ঞান অব্যাহত থাকিবে। তার পর আমি বলিলাম যে, মিঃ পেগটীর কাছে তাঁহার চরিত্রগত দুর্ব্বলতার পরিচয়টাও জানাইয়া রাখিব। সে নির্ভরযোগ্য লোক। মিঃ পেগটী সুবিধামত মিঃ মিক্‌বারকে আরও এক শত পাউণ্ড অগ্রিম দিবে, এমন ব্যবস্থাও করিব। মিঃ পেগটী ও মিঃ মিক্‌বার যাহাতে পরস্পর বিশ্বাস করিতে পারেন, নির্ভর করিতে পারেন, সে বন্দোবস্তও আমি করিব। মিঃ পেগটীর কাহিনী যতটুকু বলা প্রয়োজন, মিঃ মিক্‌বারকেও জানাইব। ইহাতে ফল ভাল হইবে।

ট্রাডেল্‌স উৎকণ্ঠিতভাবে ঠাকুরমার দিকে চাহিয়া বলিল, "কপারফিল্ড, তুমি আমাকে ক্ষমা করো, ঠাকুরমা, আপনিও ক্ষমা করবেন, আমি এখন যে কথা বলব, তাতে ব্যথা পাবার কথা। কিন্তু কথাটা জানানো দরকার। মিঃ মিক্‌বার যে দিন উড়িয়ার বিদ্যা ফাঁস ক'রে দেন, সে দিন তোমার ঠাকুরমাকে উড়িয়া ভয় দেখিয়েছিল, মনে আছে? সে তাঁর স্বামীর কথা বলেছিল।"

গম্ভীরভাবে ঠাকুরমা মাথা নাড়িলেন।

ট্রাডেল্‌স্ বলিল, "বোধ হয়, সেটা উদ্দেশ্যহীন অসভ্যতা!"

পিতামহী বলিলেন, "না।"

ট্রাডেল্‌স্ বলিল, "আপনি আমায় মাপ করবেন, এমন ব্যক্তি সত্যই ছিলেন, তিনি উড়িয়ার কবলে পড়েছিলেন।"

পিতামহী বলিলেন, "সত্য কথা, বন্ধু।"

ট্রাডেল্‌স্ বলিল যে, এখন উড়িয়া হিপের সঙ্গে রফা হওয়ায় সে আমাদের হাতের বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং ইচ্ছা করিলে আমাদের সকলেরই কোন না কোন ক্ষতি করিতে পারে।

পিতামহী নীরব রহিলেন। তাঁহার নয়নপ্রান্তে দুই ফোঁটা অশ্রু দেখিলাম।

তিনি বলিলেন, "তুমি ঠিক বলেছ। এ কথাটা জানান ভালই হয়েছে।"

ট্রাডেল্‌স্ কোমল স্বরে বলিল, "কপারফিল্ড বা আমি কোন সাহায্য করতে পারি কি ?"

ঠাকুরমা বলিলেন, "কোন প্রয়োজন হবে না। তোমাকে শত শত ধন্যবাদ। প্রিয়তম ট্রট্, বৃথা ভয় দেখিয়েছে! কোন চিন্তা নেই। এখন মিক্‌বার-দম্পতিকে এখানে ডাকান যাক্।"

তাঁহারা আসিলেন।

ঠাকুরমা বলিলেন, "মিঃ ও মিসেস্ মিক্‌বার, আপনাদের বিদেশযাত্রার বিষয় আমরা আলোচনা করছিলাম ব'লে আপনাদের অন্য ঘরে যেতে হয়েছিল। সে জন্য কিছু মনে করবেন না। আমরা কি ঠিক করেছি, বলছি।"

সমস্ত কথা বলিবামাত্র মিঃ মিক্‌বার উল্লাসে অধীর হইয়া তখনই রসিদ ষ্ট্যাম্প কিনিবার জন্য বাহিরে গেলেন। কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যে আদালতের পেয়াদা তাঁহাকে বন্দী করিয়া আমাদের কাছে আনিল। তিনি কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন যে, সব শেষ হইয়া গেল। আমরা এ জন্য প্রস্তুত ছিলাম। উড়িয়া হিপের চালাকী আমরা জানিতাম। তখনই দেনা শোধ করিয়া দেওয়া হইল। সানন্দে মিঃ মিক্‌বার তমসুক লিখিতে বসিলেন।

আমাদের কার্য্য শেষ হইয়াছিল। পরদিন প্রভাতে আমরা লণ্ডনে ফিরিয়া যাইব স্থির হইয়াছিল। মিঃ মিক্‌বার তাঁহার গৃহস্থালীর দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া পরে লণ্ডনে যাইবেন, এইরূপ ব্যবস্থা ঠিক রহিল। ট্রাডেল্‌সের পরামর্শমত মিঃ উইক্‌ফিল্ডের যাবতীয় বিষয়ের বন্দোবস্তও হইবে। আগ্‌নেস্‌ও লণ্ডনে আসিবে কথা রহিল। পুরাতন বাড়ীতে, আমার পুরাতন ঘরে আমি শয়ন করিলাম।

পরদিবস প্রভাতে লণ্ডনে ফিরিলাম। পিতামহীর বাসায় গিয়া উঠিলাম। আমার বাসায় গেলাম না। শয়নের পূর্ব্বে পিতামহী আমায় বলিলেন, "সম্প্রতি আমার মনে কি ছিল, তা তুমি জানতে চাও, ট্রট্ ?"

"হ্যাঁ, ঠাকুরমা। তোমার দুঃখের ভাগ আমি নিতে চাই।"

"বৎস, তোমার নিজের দুঃখের অন্ত নেই। আমার ছোটখাট দুঃখের ভার আর তোমার ওপর চাপাবার ইচ্ছে ছিল না। সে জন্য আমি তোমাকে কিছু বলিনি।"

"তা আমি জানি। কিন্তু তবু আমি জানতে চাই।"

"কাল সকালে তুমি আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবে ?"

"নিশ্চয়।"

"নটার সময়। তখন সব কথা বল্‌ব।"

নির্দিষ্ট সময়ে একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া সহরে গেলাম। একটা বড় হাঁসপাতালে উপস্থিত হইলাম।

পিতামহী বলিলেন, "ট্রট্, তুমি বুঝতে পারছ, সে মারা গেছে।"

"হাঁসপাতালে তিনি মারা গেছেন ?"

"হ্যাঁ।"

আমার পার্শ্বে স্থিরভাবে তিনি বসিয়া রহিলেন। আবার তাঁহার গণ্ডদেশে কয়েক ফোঁটা অশ্রু দেখিলাম।

"অনেক দিন ধ'রে রোগ ভোগ করছিলেন। দেহে কিছু ছিল না। পীড়ার অবস্থা বুঝে তিনি আমায় খবর দেন। সে সময় তিনি ভারী সন্তপ্ত হয়েছিলেন—ভারী দুঃখ হয়েছিল।"

"ঠাকুরমা, তুমি দেখা করেছিলে, তা বুঝতে পারছি।"

"হ্যাঁ, এ যাত্রা আমি তাঁর পাশে অনেক সময় কাটিয়েছি।"

"আমরা যে দিন ক্যাণ্টারবেরি যাই, তার আগের দিন তিনি মারা যান না ?"

"হ্যাঁ। এখন আর কেউ তাঁর অনিষ্ট করতে পারবে না। কাজেই বৃথা ভয় দেখিয়েছিল।"

আমরা সহর ছাড়াইয়া হরন্‌সি গির্জ্জায় গেলাম। পিতামহী বলিলেন, "এখানে তিনি ভূমিষ্ঠ হ'ন।"

গাড়ী হইতে নামিয়া আমরা সমাধিক্ষেত্রে গেলাম।

পিতামহী বলিলেন, "ছত্রিশ বছর আগে এই দিনে আমাদের বিয়ে হয়। ভগবান্ আমাদের ক্ষমা করুন।"

নীরবে আমরা উপবেশন করিলাম। আমার হাত ঠাকুরমার হাতের মধ্যে। সহসা উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ট্রট্, আমাদের যখন বিয়ে হয়, তখন কি সুপুরুষই তিনি ছিলেন—তার পর কি শোচনীয় পরিবর্ত্তন!"

অশ্রুপাতের পর তিনি শান্ত হইলেন। তার পর আমরা গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। সকালের ডাকে মিঃ মিক্‌বারের এক পত্র আসিয়াছিল, তাহা এইরূপ—

"ক্যাণ্টারবেরি, শুক্রবার

"প্রিয় ম্যাডাম্ ও কপারফিল্ড,

"দিক্‌চক্রবালে যে মনোরম দেশের সম্ভাবনা জাগিয়া উঠিয়াছিল, আবার তাহা কুজ্ঝটিকার অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছে। এই হতভাগ্যের দৃষ্টিপথ হইতে তাহা চিরবিলুপ্ত হইল!

"হিপ্ বনাম মিক্‌বার মোকদ্দমায় আর একদফা ডিগ্রী হইয়াছে। পেয়াদার কবলে আবার নিক্ষিপ্ত হইয়াছি।

"আমার পরিণাম এইখানেই শেষ হইল। ভগবান আপনাদের কল্যাণ করুন। কারাগারে আসিয়াছি—ভবিষ্যতে কেহ যদি এখানে আসেন, তিনি দেখিতে পাইবেন, প্রাচীরগাত্রে মরিচা ধরা পেরেকের সাহায্যে উৎকীর্ণ আছে

"অস্পষ্ট অক্ষর ডব্লু, এম্"

"পুনশ্চ!—পত্র খুলিয়া বাকীটুকু লিখিতে হইল। আমাদের বন্ধু মিঃ টমাস্ ট্রাডেল্‌স্ (এখনও তিনি এখান হইতে চলিয়া যান নাই) ঋণের টাকা শোধ দিয়াছেন—মিস্ ট্রটউডের মহৎ নামে সেই টাকা দিয়াছেন। সুতরাং আমি ও আমার পরিবারবর্গ সুখের রাজ্যে পৌঁছিয়াছি।"

পঞ্চপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

অষ্ট্রেলিয়াগামী জাহাজ শীঘ্রই যাত্রা করিবে। আমার ধাত্রীমাতা লণ্ডনে আসিয়াছিল। আমি সর্ব্বদাই তাহার ও তাহার এক ভ্রাতা মিকবারপরিবারের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতাম; কিন্তু এমিলির সঙ্গে আমার একবারও দেখা হয় নাই।

এক দিন মিঃ পেগটী ও পেগটীর সঙ্গে আমি কথা বলিতেছিলাম। তখন হ্যামের প্রসঙ্গ উঠিল। পেগটী বলিল যে, যখন হ্যামের নিকট বিদায় লইয়া আসে, সে কিরূপ ধৈর্য্যের সহিত তাহা সহ্য করিয়াছিল। ইদানীং হ্যাম যেন অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

হাইগেটের দুইটি বাসা—আমার ও ঠাকুরমার—আমরা খালি করিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলাম। আমি বিদেশে গেলে, ঠাকুরমা তাঁহার ডোভারের বাড়ীতে গিয়া থাকিবেন স্থির হইয়াছিল। সম্প্রতি কভেণ্টগার্ডেনে একটা অস্থায়ী বাসা আমরা লইয়াছিলাম। বাসায় ফিরিয়া ভাবিলাম যে, হ্যামের সহিত আমার যে কথা হইয়াছিল, সেই সকল কথা আমি লিখিয়া এমিলির জলযাত্রার দিন জাহাজে তাহাকে দিয়া আসিব। কিন্তু ভাবিলাম যে, সেই পত্রখানা এখনই লিখিতে হইবে। হয় ত এমন হইতে পারে যে, সে আমার মারফতে তাহার প্রণয়পাত্রকে কোন বিদায়বাণী দিয়া যাইতে পারে। সে অবকাশ এমিলিকে দেওয়া প্রয়োজন।

শয়নের পূর্ব্বে আমি এমিলিকে পত্র লিখিলাম। সকল কথা গুছাইয়াই পত্রে প্রকাশ করিলাম। মিঃ পেগটীর কাছে এক ছত্র লিখিয়া পত্রখানা এমিলিকে পাঠাইয়া দিলাম।

আমি পূর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম। সেজন্য শয্যাত্যাগ করিতে বিলম্ব হইতেছিল। এমন সময় ঠাকুরমা আমার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তিনি বলিলেন, "ট্রট্, মিঃ পেগটী এসেছে। তাকে এখানে নিয়ে আস্‌ব?"

আমি বলিলাম যে, মিঃ পেগটী এখানে আসিতে পারে। সে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

কর-কম্পনের পর সে বলিল, "মাষ্টার ডেভি, আমি তোমার পত্র এমিলিকে দিয়াছিলাম। সে উত্তর দিয়াছে। সে আমাকে বলেছে যে, তুমি পত্রখানা প'ড়ে দেখ। যদি প'ড়ে দেখ যে কোন দোষ নেই, তা হ'লে পত্রখানি তাকে দিও।"

আমি পত্রখানি পড়িলাম—

"আমি তোমার সম্ভাষণ পাইয়াছি। আমার প্রতি তোমার অফুরন্ত স্নেহের বিনিময়ে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা লিখিয়া প্রকাশ করিবার ভাষা আমার নাই।

"আমি কথাগুলি বুকে গাঁথিয়া রাখিয়াছি। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কথাগুলি আমার মনে থাকিবে। কথাগুলি তীক্ষ্ণমুখ কাঁটার মত হইলেও, উহাতে সান্ত্বনা পাওয়া যায়। আমি প্রাণের সমস্ত আবেগ-সহ ঐ কথাগুলিকে প্রার্থনার অঙ্গীভূত করিয়াছি। তোমার ও আমার সত্য পরিচয় পাইয়া আমি ভাবিতেছি, ভগবানের স্বরূপ কি। আমি তাই তাঁহাকে ডাকিতেছি।

"বিদায়, ইহজন্মের মত বিদায়। প্রিয়তম, প্রিয়বন্ধু, এ জগতে চির-বিদায় গ্রহণ করিতেছি। অন্য জগতে, যদি আমি ক্ষমা পাই, মন লইয়া মত জানিয়া তোমার কাছে আসিব। ধন্যবাদ! আশীর্ব্বাদ কর। বিদায়—বিদায়!"

এইখানে অশ্রুচিহ্নে পত্র মসীলিপ্ত।

"মাষ্টার ডেভি, আমি তাকে বলব কি, তুমি এ পত্রে কোন দোষ পাওনি? পত্র পৌঁছে দেবার ভার তুমি নিলে ত?"

"এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি ভাব্‌ছি—"

"কি, মাষ্টার ডেভি?"

"আমি ভাবছি, আমি আবার ইয়ারমাউথে যাব। এখনও সময় আছে। জাহাজ ছাড়বার আগে আমি সেখান থেকে ফিরে আস্‌তে পারব। সব সময়েই আমি তার কথা ভাবি। পত্রখানা তা দিয়ে আসা এখন দরকার। বিদায়কালে তুমি এমিলিকে জানাতে পারবে যে, সে পত্রখানা পেয়েছে। এটা করা আমার দরকার। যাতায়াতে আমার কোন কষ্ট হবে না। আমি অশান্ত হয়ে পড়েছি। এখন নড়া-চড়া করলেই আমি কতকটা ভাল থাক্‌ব। আজ রাত্রিতেই আমি যাব।"

সে আমাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেও বুঝিলাম যে, আমার কথা তাহার মনে ধরিয়াছে। সে আমার অনুরোধে রাত্রির গাড়ীতে আমার জন্য একটা আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়া আসিল। অপরাহ্ণে আমি যাত্রা করিলাম।

লণ্ডন হইতে গাড়ী পল্লী অঞ্চলে আসিতেই আমি শকটচালককে জিজ্ঞাসা করিলাম, আকাশের অবস্থাটা খুব খারাপ দেখাইতেছে না কি?

সে বলিল যে, এ রকম আকাশের অবস্থা প্রায় দেখা যায় না। যে রকম ঝড়ের গতি দেখা যাইতেছে, তাহাতে সমুদ্রে নিশ্চয় প্রলয়-কাণ্ড ঘটিবে।

সমস্ত দিনই বাতাসের বেগ প্রবলভাবে ছিল। এখন ঝড়ের প্রবল শব্দ বাড়িতে লাগিল। আকাশে মেঘ ক্রমেই গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতেছিল।

সন্ধ্যার সময় হইতেই সমস্ত আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। বাতাসের গতিবেগ ক্রমেই প্রচণ্ড হইয়া উঠিল। অশ্বদিগের পক্ষে সেই ঝটিকায় অগ্রসর হওয়াও সহজসাধ্য হইল না। ঝড়ের বেগে গাড়ী উড়িয়া যাইবে, এমন আশঙ্কাও দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির ধারা নামিয়া আসিল। গাড়ী চালান অসম্ভব হইয়া উঠিল।

রাত্রি প্রভাত হইতেই ঝড়ের বেগ আরও প্রবল হইল। ইপ্‌সুইচ্ পর্য্যন্ত আসিতে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইল। অনেক বাড়ীর চিম্‌নি ঝড়ে ভূমিশয়ন গ্রহণ করিয়াছে দেখা গেল। এইখানে ঘোড়া বদল করা হইল। পথে বড় বড় গাছ ছিন্নমূল হইয়া ভূতলশায়ী হইয়াছে দেখা গেল। ঝড় থামিবার কোনও লক্ষণই দেখা গেল না।

অনেক কষ্টে আমরা ইয়ারমাউথে পৌঁছিলাম। এই ভীষণ দুর্য্যোগে ডাকগাড়ী কি করিয়া আসিল, তাহা দেখিবার জন্য অনেক লোক সমবেত হইল। পুরাতন সরাইয়ে আমি উঠিলাম। তার পর সমুদ্রের অবস্থা দেখিতে গেলাম। পথে চলাই অসম্ভব। সমুদ্র-সৈকতে আসিয়া আমি শুধু জেলেদের দেখিলাম না। অর্দ্ধেক সহর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়া সেখানে সমবেত হইয়াছে। সকলেই অট্টালিকার আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া দৃশ্য দেখিতেছিল। কেহ কেহ সাহস করিয়া অগ্রসর হইয়া সমুদ্রের দিকে যাইতেছিল।

আমি জনতার ভিতর গিয়া পড়িলাম। বহু নারী শোক করিতেছিল। তাহাদের স্বামীরা মাছ ধরিবার জন্য নৌকাতে সমুদ্রে গিয়াছিল। আশ্রয় পাইবার পূর্ব্বেই হয় ত তাহাদের নৌকা জলে ডুবিয়া গিয়াছে। পাকা মাঝিরা আকাশ ও জলের অবস্থা দেখিয়া বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়িতেছিল। জাহাজের মালিকরা অত্যন্ত উত্তেজিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল। নাবিকগণ দূরবীণ লইয়া সমুদ্র দেখিতেছিল।

প্রকাণ্ড পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গ উপকূলে আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিল। মনে হইতেছিল, এখনই বুঝি সমুদ্র সহরটিকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে।

জনতার মধ্যে হ্যামকে না দেখিয়া আমি তাহার বাড়ীর দিকে চলিলাম। তাহার বাড়ীর দরজা রুদ্ধ দেখিলাম। ডাকিয়া কাহারও সাড়া না পাইয়া, সে যেখানে কাজ করিত, সেইখানে গেলাম। আমি শুনিলাম যে, জাহাজ মেরামতের কাজের জন্য সে লোয়েষ্টফে গিয়াছে। কাল সকালেই সে ফিরিয়া আসিবে।

আমি সরাইখানায় ফিরিয়া গেলাম। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া আমি ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ঘুম হইল না। তখন অপরাহ্ণ ৫টা। হোটেলের পরিচারক আমাকে গল্প করিয়া গেল যে, কয়েক মাইল দূরে দুইখানা মালবোঝাই জাহাজ সমুদ্র-সমাধি লাভ করিয়াছে। মাঝিমাল্লা সবই ডুবিয়া গিয়াছে। অন্য কয়েকখানা জাহাজও বন্দরে ভিড়িবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। পাছে তীরে জাহাজ না লাগে, সে জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পাইতেছে। তাহাদের অদৃষ্টে কি ঘটিবে, কে জানে।

আমার মন অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ হ্যামের অনুপস্থিতিতে আমি সত্যই অভাব অনুভব করিতেছিলাম। আমার আশঙ্কা হইল, হ্যাম্ যদি লোয়েষ্টফ হইতে জলপথে আসিতে চেষ্টা করিয়া থাকে, তাহা হইলে কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে, কে জানে! উদ্বেগ-ব্যাকুল মনে আমি তাহার কর্ম্মস্থলে পুনরায় ঘুরিয়া আসিবার জন্য বাহির হইলাম। যদি সেখানকার কেহ এমন অনুমান করে যে, সে হয় ত জলপথেও আসিতে পারে, তাহা হইলে আমি এখনই লোয়েষ্টফে গিয়া তাহাকে সেইরূপ প্রয়াস হইতে নিরস্ত করিব—সঙ্গে করিয়া তাহাকে লইয়া আসিব।

আমি আহার শেষ করিয়া তাহার কর্ম্মস্থানে গেলাম। নৌ-নির্ম্মাতা আমার কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিল, হ্যামের মত পাকা লোক এমন ঝড়ের সময় কখনই জলপথে আসিবে না। আমি তখন পুনরায় সরাইখানায় ফিরিয়া আসিলাম। ঝড়ের ভীষণতা ক্রমেই বাড়িতেছিল। দরজা-জানালা সশব্দে ঝড়ের তীব্রতা ঘোষণা করিতেছিল। প্রাতঃকালে সমুদ্রের যে অবস্থা ছিল, এ বেলাও তদপেক্ষা ভীষণ হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে হ্যাম্ পেগটীর জন্য আমার দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না।

আমি ডিনারে বসিলাম বটে, কিন্তু আহারে আদৌ রুচি ছিল না। আমার সর্ব্বদেহে কেমন একপ্রকার অবর্ণনীয় আতঙ্কের শিহরণ অনুভব করিতে লাগিলাম। আমি ঘরের মধ্যে পাদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, বাহিরের বিভীষণ শব্দ কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলাম। পান্থশালার কয়েকজন ভৃত্য প্রভাত না হওয়া পর্য্যন্ত জাগিয়া কাটাইবে শুনিলাম। আমি শয্যায় শয়ন করিলাম; কিন্তু নিদ্রা আসিল না।

জাগিয়া আমি বৃষ্টি ও ঝড়ের শব্দ শুনিতে লাগিলাম। কল্পনায় যেন অনুভব করিতে লাগিলাম, সমুদ্রে আর্ত্তকণ্ঠের চীৎকার উঠিতেছে। সহরের মধ্যে কোন কোন বাড়ী ভূমিশায়ী হইতেছিল, তাহার শব্দও শুনিতে পাইলাম। শয্যা ছাড়িয়া বহুবার আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং বাহিরে দৃষ্টিপাত করিবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না।

অবশেষে এমন অস্থির হইয়া পড়িলাম যে, আমি তাড়াতাড়ি বেশভূষা করিয়া নীচে নামিয়া গেলাম। বড় রন্ধনাগারের মধ্যে হোটেলের চৌকীদাররা শুষ্কভাবে বসিয়া রহিয়াছে। একটি যুবতী তাহার কর্ণপথে কাপড় গুঁজিয়া দিয়া ঝড়ের ভৈরব গর্জ্জন প্রতিরোধের চেষ্টা করিতেছিল। আমাকে দেখিয়া সে যেন প্রেতযোনি দেখিয়াছে, এমনই ভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু অন্য সকলে আমার

উপস্থিতিতে যেন সাহস অনুভব করিতে লাগিল। এক জন আমাকে প্রশ্ন করিল, যে দুইখানা জাহাজ ঝড়ে ডুবিয়া গিয়াছে, তাহার মাঝি-মাল্লাদের আত্মা এই ঝড়ে বাহির হইয়াছে কি না?

খুব সম্ভবতঃ দুই ঘণ্টাকাল আমি নীচে ছিলাম। একবার প্রাঙ্গণের দরজা খুলিয়াছিলাম। কিন্তু বালুকা, সাগরগুল্ম এবং তরঙ্গের ফেনা বাতাসের বেগে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া তাড়াতাড়ি আমি উহা বন্ধ করিয়া দিলাম।

অবশেষে আমার নির্জ্জন কক্ষে ফিরিয়া আসিলাম। বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। শয্যায় শয়ন করিতে এবার গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়াও ঝড়ের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম।

কাণে যেন কামানের গর্জ্জন শুনিতে লাগিলাম। অবশেষে চেষ্টা করিয়া জাগিয়া উঠিলাম। তখন বেলা প্রায় ৯টা হইবে। ঝড় তখনও বেশ চলিতেছে। কেহ আমার দ্বারে করাঘাত করিতেছিল।

আমি বলিলাম, "কি হয়েছে?"

"একখানা ভাঙ্গা জাহাজ! কাছেই।"

আমি লম্ফ দিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া বলিলাম, "কোন্ ভাঙ্গা জাহাজ?"

"একখানা স্কুনার বোধ হয় স্পেন কি পোর্টুগাল থেকে ফল ও মদ নিয়ে আসছিল। শীঘ্র আসুন, মশাই, যদি দেখ্‌তে চান। সমুদ্রের ধারে এসে পড়েছে, প্রতি মুহূর্ত্তে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবার আশঙ্কা।"

আমি তাড়াতাড়ি জামাজোড়া পরিয়া ছুটিয়া পথে নামিলাম।

আমার অগ্রে বহু লোক দৌড়িয়া সমুদ্রের কূলের দিকে ছুটিতেছিল, আমিও সেই দিকে দৌড়িলাম। সকলকে পশ্চাতে ফেলিয়া উন্মত্ত সমুদ্রের দিকে আমি ধাবিত হইলাম।

বাতাস এ সময়ে একটু পড়িয়া আসিয়াছিল। তবে সেরূপ ভাব কমে নাই। প্রথমে আসিয়া সমুদ্রকে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, এখন তদপেক্ষা ভীষণ দেখিলাম। পর্ব্বতপ্রমাণ ঢেউ উঠিতেছিল। সে দৃশ্য অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।

আমি সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। জাহাজ কোথায়, দেখিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু শুধু ফেনশীর্ষ তরঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না।

এক জন ধীবর আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল। সে বামদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। কি সর্ব্বনাশ! জাহাজখানা আমাদেরই কাছে আসিয়া পড়িয়াছে!

একখানা মাস্তুল অর্দ্ধভগ্ন, ডেকের উপর সাত আট ফুট মাত্র জাগিয়া আছে। তাহার পাল, দড়াদড়ি সব এক হইয়া গিয়াছে। তরঙ্গাঘাতে জাহাজ গড়াইতেছে—ভীষণভাবে তরঙ্গে আলোড়িত হইতেছে—এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম নাই। তখনও জাহাজের এই অংশটুকুকে কাটিয়া ফেলিবার চেষ্টা চলিতেছিল। দেখিলাম, জাহাজের মাঝিমাল্লারা কুঠারহস্তে তখনও সে কার্য্যে ব্যাপৃত। তন্মধ্যে কুঞ্চিতকেশ এক ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষিপ্রহস্তে কাজ করিতেছিল। এমন সময় তীরভূমি হইতে একটা হায় হায় শব্দ উঠিল। ঝড় ও তরঙ্গের গর্জ্জনকে ডুবাইয়া দিয়া সে ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। সমুদ্রতরঙ্গ জাহাজের উপর দিয়া প্রবলবেগে সব ভাসাইয়া লইয়া গেল। মানুষ, পিপা, দড়িদড়া যাহা কিছু ছিল, সবই সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইয়া গেল।

কিন্তু জাহাজের দ্বিতীয় মাস্তুল তখনও ভাঙ্গিয়া ভাসিয়া যায় নাই। ছিন্ন পাল তখনও তাহার অঙ্গে পতপত করিতেছিল। জাহাজ একবার তীরভূমিতে আহত হইল, দ্বিতীয়বার আবার আহত হইল। চারি জন ব্যক্তির মাথা জলের উপর ভাসিয়া উঠিল। তীরভূমি হইতে আবার হায় হায় শব্দ উত্থিত হইল। তাহারা বাকী মাস্তুল ধরিয়া রহিয়াছে। সকলের উপরিভাগে কুঞ্চিতকেশ সেই কর্ম্মী মানুষটি।

পর্ব্বতাকার তরঙ্গের অন্তরালে ধ্বংস-জাহাজ অন্তর্হিত হইল। আবার উহা দেখা গেল। চারি জনের মধ্যে দুই জন লোক কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। তীরের জনতা যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিল। নারীরা চীৎকার করিতে লাগিল, মুখ ফিরাইয়া লইল। কেহ কেহ সাহায্যের জন্য চীৎকার করিয়া তীরের দিকে ছুটিল। কিন্তু কে সাহায্য করিবে? আমি সকলকে বলিতেছিলাম, দুই জন লোককে সকলের সম্মুখে কি মরিতে দেওয়া হইবে?

তাহাদের নিকট শুনিলাম, এক ঘণ্টা হইল, জীবনরক্ষক নৌকা প্রেরিত হইয়াছে, কিন্তু তাহারা কিছুই করিতে পারে নাই। কোমরে দড়ি বাঁধিয়া এমন কোন সাহসী লোক নাই যে, ইহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইতে পারে। চেষ্টার কোনও ত্রুটি হয় নাই। এমন সময় জনতার মধ্যে একটি চাঞ্চল্য দেখা গেল। আমি চাহিয়া দেখিলাম, হ্যাম তাহাদিগকে সরাইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমি তাহার কাছে দৌড়াইয়া গিয়া সাহায্যের আবেদনের পুনরাবৃত্তি করিলাম। যদিও আমার চিত্ত অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল, তথাপি সে সময় হ্যামের নয়নে যে দৃষ্টি দেখিয়াছিলাম, তাহাতে আমার মনে পড়িল, এমিলির পলায়নের পর যে দৃষ্টি হ্যামের নয়নে দেখিয়াছিলাম, আজও যেন সেই দৃষ্টি ফিরিয়া আসিয়াছে। সুতরাং তাহার বিপদ আশঙ্কায় আমি মনে মনে শিহরিয়া উঠিলাম। তখনই আমি তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিলাম। সমবেত জনগণকে বলিতে লাগিলাম, তাহারা যেন হ্যামকে যাইতে না দেয়, কূল ছাড়িয়া সে যেন সমুদ্রে ঝাঁপ না দেয়।

আবার তীরভূমি হইতে একটা চীৎকার উঠিল। চাহিয়া দেখিলাম, তরঙ্গের আঘাতে আঘাতে মাস্তুলের নিম্নভাগে যে

লোকটি ছিল, তাহার চিহ্নমাত্র নাই। শুধু কুঞ্চিতকেশ লোকটি মাস্তলের উপরিভাগে রহিয়াছে।

হ্যাম্ আমাকে বলিল, "মাষ্টার ডেভি, যদি আমার সময় হয়ে থাকে, ভালই। যদি না এসে থাকে, আমি ফিরে আস্‌ব। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন। বন্ধুগণ, তোমরা আমাকে তৈরী ক'রে দাও। আমি যাচ্ছি।"

আনন্দোৎফুল্ল-কণ্ঠে সে আমার সহিত কথা বলিয়া আমাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়াছিল। আমি কিন্তু কোনও মতে ধ্রুবমৃত্যুর মুখে তাহাকে যাইতে দিব না।

আমাকে সে সবলে সরাইয়া দিল বটে, কিন্তু তাহারও মধ্যে স্নেহের স্পর্শ অনুভব করিলাম। সে যাইবেই। কেহ তাহাকে সাহায্য না করিলেও সে যাইবে। সুতরাং তাহার রক্ষার ব্যবস্থায় আমি বাধা দিতে চাহিলাম না।

একদল লোক দড়ি-দড়া লইয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তার পর দেখিলাম, সমুদ্রকূলে সে একা দাঁড়াইয়া, তাহার অঙ্গে নাবিকের পরিচ্ছদ। তাহার এক হাতে রজ্জু, কোমরে দড়ি বাঁধা। অদূরে কয়েক জন দক্ষ লোক দড়ির অপর প্রান্ত ধারণ করিয়া রাখিয়াছিল।

ভাঙ্গা জাহাজ ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। তাহার মধ্যস্থান ভাঙ্গিয়া ফাঁক হইয়া যাইতেছিল। মাস্তলের উপরিস্থিত লোকটির জীবন একটা সূত্রের উপর নির্ভর করিতেছে। কিন্তু তথাপি সে মাস্তল ত্যাগ করে নাই—আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল। তাহার মাথায় এক বিচিত্র লোহিত টুপী, নাবিকের টুপীর মত নহে। মৃত্যু বিকট-বদন ব্যাদান করিয়া তাহার আশে-পাশে ঘুরিতেছে, কিন্তু সে যেন কিছুই গ্রাহ্য করিতেছে না। সে মাথার টুপী খুলিয়া আন্দোলিত করিতে লাগিল। সেই ভঙ্গী দেখিয়া সহসা আমার মনে কোন প্রিয়তম বন্ধুর কথা অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিল।

হ্যাম্ সমুদ্রের দিকে চাহিয়া লক্ষ্য করিতেছিল। একটি বিরাট তরঙ্গ তীরের দিকে আসিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল। হ্যাম্ পশ্চাতের লোকজনের দিকে চাহিয়া সেই সমুদ্রে প্রত্যাগমনশীল তরঙ্গের পশ্চাতে পশ্চাতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। পরমুহূর্ত্তে সে জলের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে চলিল। তরঙ্গশীর্ষে তাহার মূর্ত্তি, তরঙ্গগর্ভে তাহার দেহ, ফেনপুঞ্জের অন্তরালে তাহার মূর্ত্তি! তাহাকে টানিয়া তীরে তোলা হইল।

সে আহত হইয়াছিল। তাহার আননে রক্ত দেখা গেল। কিন্তু হ্যাম কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ করিল না। সে লোকগুলিকে কি উপদেশ দিল, তার পর পুনরায় পূর্ব্বের মত ঝাঁপাইয়া পড়িল।

ভাঙ্গা জাহাজখানার দিকে সে আগাইয়া চলিল—তরঙ্গের উত্থান-পতনের সঙ্গে তাহার দেহও ভাসিয়া উঠিতেছিল, ডুবিয়া যাইতেছিল। তাহার দেহ একবার তীরের দিকে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল, আবার জাহাজের দিকে নীত হইতেছিল। বীরের ন্যায় সে অগ্রসর হইতেছিল। দূরত্ব অতি সামান্য; কিন্তু সমুদ্রের প্রচণ্ড শক্তি, ঝটিকার প্রচণ্ড হুঙ্কার—তাহাকে প্রাণান্ত সংগ্রাম করিতে হইতেছিল। অবশেষে সে জাহাজের কাছে পৌঁছিল। জাহাজের সে এত কাছে গিয়া পড়িয়াছিল যে, অল্পমাত্র চেষ্টা করিলেই সে জাহাজের অঙ্গ ধারণ করিতে পারিত। এমন সময় পর্ব্বতপ্রমাণ একটি তরঙ্গ তীরের দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। জাহাজ তলাইয়া গেল।

কাঠের টুকরাগুলি সমুদ্রবক্ষে ছড়াইয়া পড়িল। প্রত্যেকের মুখে ভীষণ আতঙ্কচিহ্ন। তাহারা তাহার দেহ টানিয়া তুলিল—আমারই পায়ের কাছে। তাহার দেহ চৈতন্যশূন্য—শরীরে প্রাণস্পন্দন থামিয়া গিয়াছে। সন্নিহিত একটি গৃহে সকলে তাহাকে বহন করিয়া লইয়া গেল। তাহার চৈতন্য-সম্পাদনের প্রাণপণ চেষ্টা চলিতে লাগিল। কিন্তু প্রচণ্ড তরঙ্গ তাহার প্রাণসংহার করিয়াছিল। সেই মহৎ হৃদয় আর স্পন্দিত হইবে না!

তাহার শয্যাপার্শ্বে আমি বসিয়াছিলাম। জীবনের সকল আশাই তখন পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এক জন ধীবর বাল্যকাল হইতেই আমায় চিনিত। এমিলি ও আমাকে শৈশবে খেলা করিতে দেখিয়াছিল। সে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আমার নাম উচ্চারণ করিল।

সে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে, কম্পিত বক্ষে বলিল, "মশাই, আপনি এ দিকে একটু আস্‌বেন?"

তাহার নয়নে পূর্ব্বপরিচয়ের স্মৃতি দেখিলাম। আমি তাহার বাহু অবলম্বন করিয়া চলিতে চলিতে সভয়ে বলিলাম, "আর একটা মৃতদেহ কি তীরে এসে লেগেছে?"

সে বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

আমি বলিলাম, "আমি তাকে চিনি?"

সে কোন উত্তর না দিয়া আমাকে সমুদ্র-সৈকতে লইয়া গেল। শৈশবে এমিলি ও আমি সৈকতের যে অংশে কড়ি ও শামুক কুড়াইয়া বেড়াইতাম, সেইখানে কয়েকখানা তক্তা ভাসিয়া আসিয়া তীরলগ্ন হইয়াছিল। সে তক্তাগুলি সেই পুরাতন নৌকা-বাড়ীর ভগ্নাবশেষ। কল্য রাত্রির ঝড়ে তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সেই ভগ্নগৃহের কাষ্ঠরাজির মধ্যে—যে গৃহের ভীষণ অনিষ্ট সে করিয়াছিল, তাহারই তক্তাগুলির মধ্যে তাহাকে শায়িত দেখিলাম—বাহুকে উপধান করিয়া সে যেভাবে বিদ্যালয়ে ঘুমাইত, সেইভাবে তাহাকে শায়িত দেখিলাম।

ষট্‌পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

শেষ বিদায়ের দিনে সে আমাকে বলিয়াছিল, "আমার সম্বন্ধে যতটুকু ভাল পাবে, তাই মনে ক'রে আমাকে স্মরণ করো।" ষ্টিয়ারফোর্থ! সেই কথাই আমার মনে পড়িতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া আমার সে চিন্তার কি পরিবর্ত্তন হইতে পারে!

তাহারা একখানা চারপায়া আনিয়া, তাহার উপর তাহার দেহ রক্ষা করিয়া উহা আবৃত করিয়া দিল। তার পর উহা বহন করিয়া লইয়া চলিল। যাহারা তাহাকে বহন করিতেছিল, সকলেই তাহার পরিচিত ছিল। তাহার সহিত তাহারা সকলেই সমুদ্রযাত্রা অনেকবার করিয়াছিল। তাহার সাহস ও স্ফূর্ত্তির সহিত তাহারা পরিচিত ছিল।

যে কুটীরে জ্যাকের মৃতদেহ রক্ষিত ছিল, তাহার দ্বারদেশে শবদেহ রক্ষা করিয়া তাহারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইল,—আমার দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহারা ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিল, তাহার অর্থ আমি বুঝিলাম। সেই একই ঘরে এই মৃতদেহ লইয়া যাওয়া সঙ্গত নহে, ইহা তাহারা বুঝিয়াছিল।

আমরা সহরের দিকে চলিলাম। পান্থশালায় মৃতদেহ নীত হইল। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াই আমি জোরামকে সংবাদ পাঠাইলাম। তাহাকে বলিলাম যে, আমাকে আজ এই মৃতদেহ লণ্ডনে লইয়া যাইতে হইবে, এজন্য যানের প্রয়োজন। তাহার মাতাকে এ সংবাদ জানাইয়া দেওয়া, মৃতদেহ পৌছাইয়া দেওয়া আমার অবশ্যকরণীয় কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্যপালনের জন্য আমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম।

সেই রাত্রিতেই সহরত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলাম। নাগরিকগণের কৌতূহল হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাই। রাত্রি দ্বিপ্রহরে শব লইয়া যাত্রা করিবার সময়ও কিন্তু দেখিলাম, জনতা অল্প হয় নাই। পথেও জনতা দেখিলাম। আমার বাল্য ও কৈশোরের বন্ধুর মৃতদেহ ও স্মৃতি লইয়া আমি লণ্ডনে যাত্রা করিলাম।

শবদেহবাহী গাড়ী কোথায় কখন্ যাইবে, সে বিষয়ে উপদেশ দিয়া আমি দিবাভাগে—হাইগেট অভিমুখে অগ্রে যাত্রা করিলাম। বাড়ীর অবস্থা পূর্ব্ববৎই দেখিলাম। বাঁধান প্রাঙ্গণে যেন জীবনের লক্ষণ নাই। ঘণ্টাধ্বনি করিতেই পরিচারিকা বাহিরে আসিল। সে আমার দিকে চাহিয়াই বলিল, "মশাই, আপনার কি অসুখ করেছে?"

"আমি বড় উত্তেজিত ও ক্লান্ত।"

"কোন কিছু ঘটেছে কি, মশাই? মিঃ জেম্‌স্—"

আমি বলিলাম, "চুপ কর। হ্যাঁ, কিছু ঘটেছে। মিসেস্ ষ্টিয়ারফোর্থকে সে কথা বল্‌তে চাই। তিনি বাড়ী আছেন?"

পরিচারিকা উৎকণ্ঠিতভাবে বলিল যে, তাহার মনিব কদাচিৎ কোথাও যান। তিনি ঘর ছাড়িয়া কোথাও যান না। কাহারও সঙ্গে দেখা করেন না। তবে আমার সঙ্গে দেখা করিবেন। মিস্ ডার্টল ও তিনি ঘরেই আছেন। সে কি সংবাদ দিবে, তাহা আমার কাছে জানিতে চাহিল।

আমি তাহাকে আত্মসংবরণ করিতে উপদেশ দিয়া শুধু আমার নামের কার্ডখানা তাহার হাতে দিলাম। সেখানি সে মিসেস্ ষ্টিয়ারফোর্থকে প্রদান করিবে মাত্র। আমি বৈঠকখানা-ঘরে বসিলাম। তাহার পূর্ব্ব-সৌষ্ঠব আর নাই। বীণা-যন্ত্র অযত্নে পড়িয়া আছে। বহু বহুদিন কেহ তাহা ব্যবহার করে নাই।

প্রাচীরগাত্রে ষ্টিয়ারফোর্থের বাল্যকালের ছবি ঝুলিতেছিল। যে আধারে তাহার মাতা তাহার পত্র রাখিতেন, তাহাও টেবলের উপর রক্ষিত। আমি ভাবিলাম, সে সব পত্র তিনি এখন পড়েন কি না। ভবিষ্যতে কখনও পড়িবেন কি?

বাড়ী এরূপ নিস্তব্ধ যে, পরিচারিকার পদক্ষেপের শব্দ পর্য্যন্ত আমি শুনিতে পাইতেছিলাম। সে তখন সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছিল।

সে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে, মিসেস্ ষ্টিয়ারফোর্থ এমন অসুস্থ যে, নীচে নামিয়া আসিতে পারিবেন না। তবে আমার যদি আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে শয়নগৃহে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইতে পারে। আমি তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম।

তিনি ষ্টিয়ারফোর্থের ঘরে ছিলেন—তাঁহার শয়নকক্ষে নহে! মনে হইল, তাহার কথা স্মরণ করিয়াই তিনি সেই ঘরে বাস করিতেছিলেন। তাহার বহুবিধ ক্রীড়া-সামগ্রী সেই ঘরে রক্ষিত ছিল।

তাঁহার আসনের পার্শ্বে রোজা ডার্টল ছিলেন। প্রথম হইতেই তাঁহার নয়নযুগল আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, আমি কোন কুসংবাদ লইয়া আসিয়াছি। তিনি আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

মিসেস্ ষ্টিয়ারফোর্থ বলিলেন, "আপনার শোকপরিচ্ছদ দেখে আমি দুঃখিত হলাম, মশাই।"

বলিলাম, "আমি স্ত্রী-হারা হয়েছি।"

তিনি বলিলেন, "এত অল্পবয়সে এ রকম শোক বড় তীব্র। শুনে বড় দুঃখ পেলাম। আশা করি, সময়ে আপনার শোক দূর হবে।"

আমি তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলাম, "সময়ে আমাদের সকলেরই শোক-দুঃখ দূর হবে। প্রিয় মিসেস্ ষ্টিয়ারফোর্থ, আমাদের ভীষণ দুঃখ-শোকের সময় আমরা সেই রকম নির্ভরতা যেন রাখ্‌তে পারি।"

যেরূপ আগ্রহ ও আবেগভরে আমি কথাটা বলিলাম, তাহাতে যেন তিনি শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন।

আমি আমার কণ্ঠস্বরকে সংযত করিয়া তাহার নাম উচ্চারণ করিলাম, কিন্তু তথাপি আমার স্বর কাঁপিয়া উঠিল। তিনি দুই তিনবার মৃদুস্বরে সে নাম উচ্চারণ করিলেন। তার পর চেষ্টাকৃত শান্ত কণ্ঠে তিনি বলিলেন—

"আমার পুত্র পীড়িত ?"

"অত্যন্ত পীড়িত।"

"তার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে ?"

"হাঁ, দেখেছি।"

"দু'জনের মধ্যে বোঝাপড়া হয়ে গেছে ?"

আমি হাঁও বলিতে পারিলাম না, নাও বলিতে পারিলাম না। তিনি রোজার দিকে মুখ ফিরাইতেই আমি অস্ফুটস্বরে বলিলাম, "মারা গিয়েছে।"

দেখিলাম, রোজা ডার্টল তাঁহার দুই বাহু ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া ভীষণ নৈরাশ্যভরে আপনার মুখ দুই করে আবৃত করিলেন।

ষ্টিয়ারফোর্থ-জননী আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তার পর ললাটে হাত রাখিলেন। আমি তাঁহাকে ধৈর্য্য ধরিতে অনুরোধ করিলাম। আমার কথা বলিব, তিনি শ্রবণ করুন, তাহা জানাইলাম। তাঁহার নয়নে আমি অশ্রু দেখিতে চাই; কিন্তু তিনি প্রস্তরমূর্ত্তির মত বসিয়া রহিলেন।

আমি স্খলিত কণ্ঠে বলিলাম, "এখানে শেষবার আমি যখন আসি, মিস্ ডার্টল আমায় বলেছিলেন, সে এখানে সেখানে জাহাজে ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গত পরশু রাত্রে সমুদ্রে ভীষণ ঝড় হয়ে গেছে। সে রাত্রিতে যদি সে জাহাজে থেকে থাকে এবং বিপৎসঙ্কুল তীরভূমির কাছে জাহাজ এসে থাকে, শোনা যাচ্ছে তাই হয়েছে, আর যে জাহাজ দেখা গিয়েছিল, সেটা যদি সেই জাহাজ হয়—"

"রোজা, আমার কাছে এস!"

তিনি আসিলেন, কিন্তু তাঁহার ব্যবহারে কোমলতা বা সহানুভূতির লেশমাত্র ছিল না। তাঁহার নয়নে তখন ভীষণ দীপ্তি। সেই অগ্নিপূর্ণ দৃষ্টি তিনি মিসেস্ ষ্টিয়ারফোর্থের দিকে নিক্ষেপ করিয়া ভীষণভাবে হাসিয়া উঠিলেন।

তিনি বলিলেন, "ক্ষ্যাপা নারী! এখন তোমার দম্ভ অহঙ্কার চরিতার্থ হয়েছে ত? জীবন দিয়ে সে প্রায়শ্চিত্ত করেছে ত? শুনতে পাচ্ছ—জীবন দিয়ে!"

মিসেস্ ষ্টিয়ারফোর্থের দেহ চেয়ারে এলাইয়া পড়িল। তাঁহার কণ্ঠ হইতে শুধু শোকের তীব্র ব্যথার শব্দ নির্গত হইল। তিনি রোজার দিকে শুধু চাহিয়া রহিলেন।

বক্ষে করাঘাত করিয়া রোজা বলিলেন, "আমার দিকে চেয়ে দেখ! গোঁ গোঁ কর, শোক কর, আর সেই সঙ্গে আমার দিকে চাও! আমার এই ক্ষতচিহ্নের দিকে তাকাও—এ তোমার ছেলেরই কীর্ত্তি!"

মাতার মুখ হইতে মাঝে মাঝে যে শোকধ্বনি উঠিতেছিল, তাহা আমার হৃদয়কে বিদ্ধ করিতেছিল। সে শব্দ স্পষ্ট নহে, শুধু মস্তকের এক একটা আন্দোলনের সঙ্গে চাপা শব্দ। যেন তাঁহার দন্তপংক্তি চাপিয়া বসিয়া গিয়াছিল।

মিস্ ডার্টল বলিয়া চলিলেন, "তোমার মনে আছে, কবে সে আমায় এ আঘাত দিয়েছিল? তোমার কাছ থেকে সে অহঙ্কার ও গর্ব্ব উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিল। সেই ক্রোধের বশে জীবনের মত সে আমায় কুরূপা ক'রে দিয়েছে। সে কথা তোমার মনে পড়ে কি? চেয়ে দেখ, আমার দিকে তাকাও! মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আমি তার অস[illegible] চিহ্ন ধারণ ক'রে থাকব। তোমার জন্যই সে এইরূপ হয়েছিল, সে কথা মনে ক'রে তবে শোক কর।"

আমি বলিলাম, "মিস্ ডার্টল, দোহাই ভগবানের—"

"আমার কথা বলবার সময় এসেছে, এখন আমি বলব। আপনি চুপ ক'রে থাকুন। গর্ব্বিতা মাতা, আমার দিকে চেয়ে দেখ! ভণ্ড পুত্রের গর্ব্বিতা জননি, চোখ তুলে চেয়ে দেখ! তোমার প্রদত্ত শিক্ষার জন্য শোক কর, তার অধোগতির জন্য শোক কর—সে তোমারই কীর্ত্তি! তোমার যা সর্ব্বনাশ হ'ল, তার জন্য শোক কর! আমার যে ক্ষতি হ'ল, তার জন্য শোক কর!"

তিনি হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিলেন। তাঁহার সমস্ত দেহ ভীষণভাবে আন্দোলিত হইতে লাগিল। যেন এখনই ক্রোধের বশে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইবে।

"তার অবাধ্যতা দেখে তুমি রাগ করছিলে! তার গর্ব্বিত ব্যবহারে তুমি ক্ষুব্ধ হয়েছিলে! তার জন্ম থেকেই তুমি যে ভাবে তাকে গ'ড়ে তুলেছিলে, সে তাই হয়েছিল। যা সে হ'তে পারত, তুমি তাকে তা হ'তে দাওনি! এখন জীবনব্যাপী শিক্ষার পুরস্কার পেলে ত?"

"মিস্ ডার্টল, কি লজ্জা, কি ঘৃণা! কি নিষ্ঠুর আপনি!"

"আমি আপনাকে ত বলেছি, আমি কথা বলবই। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই, যা আমাকে বাধা দিতে পারে। এত কাল ধ'রে আমি চুপ ক'রে ছিলুম, এখন কথা বলব না? আমি তাকে যত ভালবাসতাম, তুমি তা বাসনি! আমি তাকে ভালবেসেই যেতাম, প্রতিদান চাইতাম না। আমি যদি তার স্ত্রী হ'তে পারতাম, আমি তার খেয়ালের ক্রীত-দাসী হতাম, বছরে একটা কথা তার মুখ থেকে শোনবার জন্য তাকে ভালবেসে যেতাম! আমার চেয়ে কি সে বেশী কথা জানে? তুমি তার মা, তার কাছে শুধু পাবার প্রত্যাশী ছিলে। তুমি স্বার্থপর, অহঙ্কারী, আত্মসর্ব্বস্ব। আমার প্রেম শুধু ভালবেসেই কৃতার্থ হ'ত।"

প্রদীপ্তনেত্রে চাহিয়া তিনি বকিয়া চলিলেন—

"চেয়ে দেখ! সে যখন বুঝতে পেরেছিল যে, সে কি করেছে, তখন সে অনুতপ্ত হয়েছিল। আমি তাকে গান শোনাতাম, গল্প করতাম, তার সকল কাজে উৎসাহ

থাতাম। তাতে তাকে আমি আকৃষ্ট করেছিলাম। হ্যাঁ, সে আকৃষ্ট হয়েছিল। অনেক সময় সে আমাকে তার হৃদয়ে স্থান দিয়েছিল। আমায় সে এমন মুগ্ধ করেছিল যে, আমি নেমে এসেছিলাম। তার পর সে যখন ক্লান্ত হ'ত, আমিও ক্লান্ত হতাম। তার পর যখন তার খেয়াল মিটে গেল, আমি তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করিনি। আমি চেষ্টা করলে, সে আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হ'ত। আমরা পরস্পরের কাছে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলাম,—একটি কথাও হয়নি। তুমি নিশ্চয় তা লক্ষ্য করেছিলে, কিন্তু তাতে তোমার দুঃখ হয়নি। তখন থেকে তোমাদের দু'জনের কাছেই আমি একটা ভাঙ্গা তৈজসের মত হয়ে পড়েছিলাম। তোমাদের চোখ ছিল না, কাণ ছিল না, অনুভূতিও ছিল না—কোন স্মৃতি পর্য্যন্ত নেই। শোক কর! তাকে যেমন গড়েছিলে, তার জন্য শোক করতে থাক। তোমার ভালবাসার জন্য নয়। আমি ত বলেছি, এমন সময় ছিল, যখন আমি তোমার চেয়ে তাকে ভালবাসতুম।"

আমি বলিলাম, "মিস্ ডার্টল, আপনি যদি শোকসন্তপ্তা মাতার দুঃখ বুঝবেন না বলেই ঠিক ক'রে থাকেন—"

তিনি বলিলেন, "আমার দুঃখ কে বোঝে? এ ওঁর নিজের হাতে তৈরী করা গাছ। ফল ওঁকে ভোগ করতেই হবে!"

"যদি তার দোষ—"

আবেগভরে কাঁদিয়া ফেলিয়া তিনি বলিলেন, "দোষী? কে তার নামে অপবাদ দিতে পারে? তার কোন বন্ধুরই তার গুণের লক্ষভাগের এক ভাগও নেই!"

আমি বলিলাম, "আমি তাকে যত ভালবেসেছিলাম, কেউ তা পারেনি। আমার স্মৃতিতে তার চেয়ে কারও উচ্চাসন নেই। আমি এই কথা বল্‌তে চেয়েছি যে, যদি তার মার জন্য আপনার কোন সহানুভূতি না থাকে, অথবা তার দোষ দেখে তার উপর তিক্ত অভিমত পোষণ ক'রে থাকেন—"

"মিথ্যাকথা, আমি তাকে ভালবাসতাম!"

"কিন্তু এ সময়ে আপনি কি সব কথা ভুলে যেতে পারেন না? ওঁর দিকে চেয়ে দেখুন, কি অবস্থা ওঁর হয়েছে। এ সময়ে ওঁকে সাহায্য করা দরকার!"

সত্যই সেই শোকাচ্ছন্ন মাতার অবস্থা অত্যন্ত ভীষণ। তিনি শুধু মাঝে মাঝে অস্ফুট শব্দ করিতেছিলেন, তাহা ছাড়া তাঁহার জীবনের কোন লক্ষণ ছিল না। মিস্ ডার্টল সহসা জানু পাতিয়া বসিয়া মিসেস্ ষ্টিয়ারফোর্থের বসন শ্লথ করিয়া দিতে লাগিলেন।

তার পর আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "কি অশুভক্ষণেই আপনি এখানে এসেছিলেন। আপনাকে আমি অভিসম্পাত করছি। আপনি চ'লে যান!"

আমি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া ঘণ্টাধ্বনি করিলাম। ভৃত্যগণকে তাড়াতাড়ি সেই ঘরে পাঠাইয়া দিলাম। মিস্ ডার্টল তখন সেই সংজ্ঞাশূন্য দেহ দুই হাতে ধরিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন, তাঁহার গণ্ডে চুমা দিতেছিলেন।

সে দিন আরও খানিক পরে আমি মৃতদেহ তাহার মাতার কক্ষে লইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিলাম। মাতার অবস্থা পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে। মিস্ ডার্টল তাঁহার সান্নিধ্য ত্যাগ করেন নাই। চিকিৎসকগণ সংবাদ পাইয়া আসিয়াছেন। অনেক চেষ্টাতেও তাঁহার সংজ্ঞা ফিরে নাই—প্রস্তরমূর্ত্তির মত তিনি নিস্পন্দ অবস্থায় রহিয়াছেন। শুধু মাঝে মাঝে ক্ষীণ শোকশব্দ নির্গত হইতেছিল।

আমি ঘরের জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দিলাম। তাহার নিস্পন্দ হাত একবার বুকের উপর তুলিয়া লইলাম। তখন সমগ্র জগৎ যেন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।

সপ্তপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

তখন আর একটা চিন্তা আমার মনে জাগিতেছিল। যাহারা দেশ ত্যাগ করিতেছে, তাহাদিগকে এই দুর্ঘটনার কথা জানান হইবে না। এ কার্য্য অবিলম্বে করিতে হইবে।

সেই রাত্রিতে আমি মিঃ মিক্‌বারকে একান্তে ডাকিয়া সব কথা বলিলাম। যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, মিঃ পেগটী যাহাতে তাহার আভাসমাত্র না পায়, তাহা তাঁহাকে করিতে হইবে। তিনি ভার লইলেন, কোন সংবাদপত্র—যাহাতে ঐ সকল ঘটনার উল্লেখ থাকিবে, তাহা মিঃ পেগটী প্রভৃতিকে পড়িতে দেওয়া হইবে না।

রাত্রিতে জিনিষপত্র নৌকাযোগে জাহাজে উঠিতেছিল। যাত্রীরা একটি ঘরে বসিয়াছিল, এমন সময় আমি ও ট্রাডেল্‌স্ সেখানে গেলাম। ট্রাডেল্‌স্‌কে আমি ঘটনার কথা জানাইয়াছিলাম। সেও ভীষণ আঘাত পাইল। কিন্তু সত্যগোপনে সেও আমাকে সাহায্য করিতে লাগিল।

ঠাকুরমা ও আগ্‌নেস্ সেখানে আসিলেন। পেগটী সেখানে ছিল। আমি মিঃ পেগটীকে জানাইলাম যে, পত্র আমি দিয়াছি। সকলেই ভাল আছে। তাহারা সকলেই সে সংবাদে সুখী হইল। আমার মনের শোক আমি তখন কিন্তু সবলে চাপিয়া গিয়াছিলাম।

পিতামহী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিঃ মিক্‌বার, জাহাজ কখন্ ছাড়বে?"

মিঃ মিক্‌বার বলিলেন, "ম্যাডাম্, সকাল সাতটার মধ্যে আমাদের জাহাজে উঠতে হবে।"

"তবে ত বেশী দেরী নেই।"

মিঃ পেগটী বলিল, "গ্রেভসেণ্ডে যদি মাষ্টার ডেভি ও আমার বোন্ পরদিন বৈকালে জাহাজে গিয়ে ওঠে, তবে আমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে।"

আমি বলিলাম, "সে আমরা নিশ্চয় যাব।"

এমন সময় এক জন বালক ভৃত্য আসিয়া জানাইল, মিঃ মিকবারকে নীচে ডাকিতেছে। মিঃ মিকবার নীচে নামিয়া গেলেন। অনেকক্ষণ তিনি আসিলেন না। সেই বালকটি খানিক পরে একখানি পত্র লইয়া উপরে আসিল। তাহাতে লেখা ছিল, "হিপ্ বনাম মিকবার।"

বুঝিলাম, আবার মিঃ মিকবারকে পেয়াদা গ্রেপ্তার করিয়াছে। আমি তখনই নীচে গিয়া দেনা চুকাইয়া দিলাম। মিঃ মিকবার গভীর আনন্দে আমায় আলিঙ্গন করিলেন। তার পর পকেট-বহি বাহির করিয়া টাকার অঙ্ক লিপিবদ্ধ করিলেন।

উপরে আসিয়া তিনি আর একখানা তমস্সুক লিখিয়া ট্রাডেল্‌সএর হস্তে অর্পণ করিলেন।

তার পর অনেক কথার আলোচনার পর আমরা বিদায় লইলাম।

পরদিবস সকালে গিয়া দেখিলাম, সকলেই ভোরে পাঁচটায় নৌকাযোগে জাহাজে আরোহণ করিতে গিয়াছে।

পরদিবস অপরাহ্ণে ধাত্রীমাতাকে লইয়া আমি গ্রেভসেণ্ডে গমন করিলাম। নদীতে জাহাজ দেখিলাম। তাহার চারিদিকে নৌকা। একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া আমি জাহাজের দিকে চলিলাম, পেগটী সঙ্গে রহিল।

ডেকের উপর মিঃ পেগটী আমার প্রতীক্ষা করিতেছিল। সে বলিল, মিঃ মিকবার এইমাত্র আবার দেনার দায়ে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। আমার অনুরোধমত সে সেই টাকা শোধ করিয়া দিয়াছে। সে টাকা আমি মিঃ পেগটীকে প্রদান করিলাম। মিঃ মিকবারের কাছে শুনিলাম যে, মিঃ পেগটী এখনও পর্য্যন্ত সেদুর্ঘটনার আভাস পর্য্যন্ত পায় নাই।

কেবিনে গিয়া যাত্রীদিগকে তাহাদের জিনিষ-পত্রের মধ্যে দেখিলাম। অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি অভ্যস্ত হইলে দেখিলাম, একটি বাক্সের উপর মিঃ মিকবারের একটি শিশুকে পার্শ্বে রাখিয়া এমিলির মত একটি মূর্ত্তি উপবিষ্ট। সে সময় আর একটি মূর্ত্তি দেখিলাম, তাহাকে আগ্‌নেস বলিয়া মনে হইল। এই সময় ঘণ্টাধ্বনি হইল। তাহার অর্থ দর্শকগণকে এখন জাহাজ ত্যাগ করিতে হইবে। আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমার ধাত্রীমাতা কাঁদিতেছিল।

মিঃ পেগটী বলিল, "মাষ্টার ডেভি, শেষ কোন কথা আছে কি? বিদায়ের পূর্ব্বে, কোন লোক বা কোন বিষয়কে ভুলে গেছি কি?"

আমি বলিলাম, "একটা ভুল হয়েছে। মার্থা!"

সে পার্শ্বের এক জন যুবতীকে স্পর্শ করিয়া দেখাইল। আমি দেখিলাম, সে মার্থা।

আমি বলিলাম, "ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন, তুমি ওকে সঙ্গে নিয়ে ভালই করেছ!"

উত্তর দিল মার্থা। তাহাও উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে। আমি কথা বলিতে পারিলাম না। শুধু মিঃ পেগটীর কর-মর্দ্দন করিলাম। যদি কোনও মানুষ আমার কাছে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য পাইয়া থাকে, তাহা হইলে এই মানুষটিকেই আমি হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়াছি।

আগন্তুকগণ একে একে জাহাজ ত্যাগ করিতেছিল। আমি তখনও যাই নাই। আমি পেগটীকে জানাইলাম, হ্যাম্ তাহাকে কি বিদায়বাণী জানাইয়াছিল। শুনিয়া মিঃ পেগটী অত্যন্ত বিচলিত হইল। কিন্তু যখন সে নিজের স্নেহ ও ভালবাসা তাহার জন্য আমার মারফতে প্রেরণ করিল, তখন আমার পক্ষে আত্মসংবরণ করা কঠিন হইল। কারণ, আমি জানিতাম, সে কর্ণ চিরদিনের জন্য বধির হইয়াছে।

আর সময় নাই। আমি মিঃ পেগটীকে আলিঙ্গন করিবার পর পেগটীকে লইয়া জাহাজ হইতে নামিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। পেগটী তখন কাঁদিতেছিল। ডেকের উপর মিসেস্ মিকবারের কাছে বিদায় লইলাম। তিনি তখনও বলিলেন, জীবনে তিনি মিঃ মিকবারকে ত্যাগ করিবেন না।

নৌকায় উঠিয়া কিছু দূরে আমরা প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। তখন নদী স্থির, সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল।

ক্রমে জাহাজের পালগুলিতে বাতাস লাগিল। জাহাজ চলিতে আরম্ভ করিল। যাবতীয় নৌকা হইতে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। জাহাজ হইতেও আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। আমার হৃদয় সত্যই তখন যেন ফাটিয়া যাইবার উপক্রম করিল। জাহাজের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, শত শত টুপী ঘূর্ণিত হইতেছে, রুমাল উড়িতেছে। তখন আমি তাহাকে দেখিলাম।

সে তাহার মাতুলের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল, তাহার দেহ কাঁপিতেছিল। মাতুলের স্কন্ধে সে মাথা রাখিয়াছিল। মিঃ পেগটী অঙ্গুলি দিয়া আগ্রহভরে আমাকে দেখাইতেছিল। সে আমাদিগকে দেখিতে পাইল। সেই সময় সে হাত দিয়া আমাকে শেষ বিদায়সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিল। সুন্দরী নতদেহা এমিলি, ঐ বুকে তুমি তোমার ক্ষত হৃদয় রক্ষা কর। সে তোমাকে অন্তরের বিরাট স্নেহ দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছে।

পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাদের মূর্ত্তি ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া মিলাইয়া গেল। কেণ্টের পাহাড়ের উপর তখন অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল—আমরা তীরে অবতীর্ণ হইলাম। সেই অন্ধকার যেন আমার উপর চারিদিক হইতে ঘনাইয়া আসিল।

অষ্টপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

আমি ইংলণ্ড ত্যাগ করিলাম। তখন আমি জানিতাম না যে, আমাকে কিরূপ ভীষণ আঘাত সহ্য করিতে হইয়াছিল। আমার কাছে যাহারা প্রিয়, তাহাদের সকলকেই আমি ফেলিয়া আসিয়াছি।

প্রিয়জন-বিরহের দুঃখ এক দিনে নহে, ক্রমে ক্রমে আমাকে অভিভূত করিতে লাগিল। যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই আমার মনের অশান্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমেই আমি অনুতাপ করিতে লাগিলাম, প্রেম, বন্ধুত্ব, ভালবাসা সবই আমি ফেলিয়া চলিয়া আসিয়াছি। আমার জীবনে যে আকাশ-স্বর্গ রচনা করিয়াছিলাম, তাহা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। জীবন এখন শূন্য, চারিদিকে খালি জলাভূমি আমার চারিদিকে ধু ধু করিতেছে। দিক্‌চক্রবালে খালি অন্ধকার।

আমার দুঃখ-শোক যে স্বার্থপরতাপূর্ণ, তাহা প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। আমি বালিকা-পত্নীর অকাল-বিয়োগে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলাম। যে বন্ধু বাল্যকালেই আমার মন হরণ করিয়াছিল, বাঁচিয়া থাকিলে যে সহস্র সহস্র লোকের বিস্ময় ও ভালবাসা আকর্ষণ করিতে পারিত, তাহার জন্য শোক প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ভগ্নহৃদয়ে যুবক ঝড়ের দিনে সমুদ্রে চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছে, তাহার জন্য আমার শোক উছলিয়া উঠিতেছিল।

এইরূপ একাধিক শোক এমনই ভাবে আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল যে, তাহা হইতে উদ্ধারের কোনও আশা রহিল না। আমি বুকের বোঝা লইয়া দেশদেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। মনে হইল, এ জীবনে এ বোঝা নামিবে না।

যখন নৈরাশ্য ও দুঃখের বোঝা অত্যন্ত ভারী হইয়া উঠিল, তখন ভাবিলাম, এইবার আমার মৃত্যু হইবে। কখনও কখনও মনে হইত, দেশে গিয়া মরিলেই ভাল হয়। তদনুসারে আমি দেশের দিকে সত্যই ফিরিয়াছিলাম। অন্য সময়ে আমি নগর হইতে নগরান্তরে বেড়াইতাম। কি যে খুঁজিয়া বেড়াইতাম, তাহা আমি নিজেই জানি না। কি যে ফেলিয়া যাইতাম, তাহাও বুঝিতে পারিতাম না।

মনের এই অশান্ত অবস্থার কথা এখন সবিস্তারে বর্ণনা করা অসাধ্য। মানুষ জীবনে এমন অনেক স্বপ্ন দেখে, যাহা পরে যথাযথভাবে বিবৃত করা যায় না। আমার এই সময়ের অবস্থা সেইরূপ স্বপ্নময় ছিল। বৈদেশিক সহরের রাজপ্রাসাদ, ধর্মমন্দির, মন্দির, চিত্রাবলী, দুর্গ, স্মৃতিসৌধ এবং বিচিত্র রাজপথসমূহ দেখিয়া, ঐতিহাসিক ঘটনার কথা শুনিয়া স্বপ্ন দেখার মত আবার সব ভুলিয়া যাইতাম।

বহু মাস ধরিয়া আমি শোকাচ্ছন্ন হৃদয়ে বেড়াইয়া বেড়াইতাম। গৃহে ফিরিব না, শেষ এইরূপ সঙ্কল্প হইল। কোন কোন সময় স্থান হইতে স্থানান্তরে বিশ্রাম না করিয়াই দেখিয়া বেড়াইতাম। আবার কোথাও বা দীর্ঘকাল অবস্থান করিতাম। আমার জীবনের তখন কোনও উদ্দেশ্যই ছিল না।

সুইজারল্যাণ্ডে আসিলাম। গাইড লইয়া আমি সহরের ইতস্ততঃ বেড়াইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। পর্ব্বতের বিরাট সৌন্দর্য্য, উত্তুঙ্গ শৃঙ্গমালা, জলপ্রপাতের দৃশ্য—তুষারস্তূপ প্রভৃতি দেখিলাম, কিন্তু তাহাতে কিছুই শিখিলাম না।

এক দিন সায়াহ্নে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে একটি উপত্যকায় আমি আসিলাম। তাহার শান্ত সৌন্দর্য্য আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। মনে হইল, হয় ত আমার মনের পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে।

সে দিন আমি উপত্যকা-ভূমিতে আসিলাম। অপরাহ্নের সূর্য্য দূরবর্ত্তী তুষারকিরীটী শৃঙ্গকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল। পর্ব্বতসানুদেশে ছোট একখানি গ্রাম—উপত্যকভূমি তৃণশ্যামল শোভায় রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কিছু উপরে "ফার" বৃক্ষের গাঢ় অরণ্য। তাহাদের উপরে ধাপে ধাপে পাহাড়ের শ্রেণী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া। পর্ব্বতের স্থানে স্থানে ছোট ছোট দারু-কুটীর বিন্দুর মত দেখাইতেছিল। উপত্যকাভূমিতে গ্রামগুলিও ছোট ছোট বিন্দুর মত দেখাইতেছিল। স্রোতস্বিনীর উপর দিয়া কাঠের সেতু—তাহার নিম্নে নির্ঝরিণীর স্রোতোধারা বিপুল উচ্ছ্বাসে বৃক্ষরাজির মধ্য দিয়া চলিয়াছে। শান্ত বায়ুপ্রবাহে গানের সুর ভাসিয়া আসিতেছে, কোনও রাখাল-বালকের কণ্ঠে সে গান ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছিল। আমার মনে হইতেছিল, মেঘস্তর হইতে যেন সে গান ভাসিয়া আসিতেছে—উহা যেন পার্থিব কণ্ঠের গান নহে। এমন শান্ত মধুর সময়ে অকস্মাৎ প্রকৃতি যেন আমার সহিত কথা কহিতে লাগিল। আমি যেন সান্ত্বনা লাভ করিয়া শ্যামল তৃণরাজির উপর আমার ক্লান্ত মস্তক রক্ষা করিলাম। ডোরার মৃত্যুর পর এমন ভাবে আর অশ্রুপাত করি নাই। আমার নয়নে বন্যা নামিয়া আসিল।

গ্রামে ফিরিয়া দেখিলাম, এক তাড়া পত্র আসিয়াছে। কিছু আগেই উহা এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। চিঠিগুলি লইয়া আমি গ্রামের বাহিরে গেলাম। তখন আহারের বিলম্ব ছিল। অন্যান্য চিঠি আমি পাই নাই—দীর্ঘকাল কোন পত্র আমার হাতে আসে নাই। দেশ হইতে যাত্রা করার পর, আমি শুধু ভাল আছি, বা অমুক স্থানে আসিয়াছি, ইহা ছাড়া অন্য কিছুই আমি পত্রে লিখি নাই।

চিঠির তাড়া খুলিয়া আগনেসের লেখা পড়িলাম। সে সুখে আছে, কাজে লাগিয়াছে। তাহার কাজ ক্রমেই ভাল চলিতেছে। তাহার নিজের সম্বন্ধে সে আর বেশী কিছু লিখে নাই। বাকি সবই সে আমার সম্বন্ধে লিখিয়াছে।

সে আমাকে কোন উপদেশ দেয় নাই; কোনও কর্ত্তব্যকর্ম্মের ভার আমার উপর অর্পণ করে নাই; সে শুধু সাগ্রহে আমায় জানাইয়াছে, সে আমার উপর কতখানি নির্ভর করে। সে জানে যে, আমার মত প্রকৃতির লোক শোক হইতে কল্যাণ আহরণ করিবেই। সে ভাল করিয়াই জানে, সংসারের দুঃখ-কষ্ট এবং মানসিক ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে আমার মন শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। যে সকল দুঃখ আমি সহ্য করিয়াছি, তাহা হইতে প্রচুর শক্তি লাভ করিয়া আমি দৃঢ়তার সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে জয়লাভ করিতে পারিব, ইহা সে জানে। আমার যশোলাভে সে গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছে, সে প্রত্যাশা করিয়া আছে যে, আমি আরও যশস্বী হইব, আরও পরিশ্রম করিব। সে জানে, শোক আমাকে দুর্ব্বল করিবে না, সবল করিয়া তুলিবে। বাল্যকালে নানাবিধ দুঃখ, কষ্ট, শোক সহ্য করিয়া আমি বর্ত্তমান অবস্থায় দাঁড়াইয়াছি, আরও বড় বড় দুঃখ আমাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবে, আমি আরও উন্নতি করিব; দুঃখ আমাকে শিক্ষা দিয়াছে, আমি অপরকে শিক্ষা দিব, ইহাই তাহার দৃঢ় বিশ্বাস। ভগবান্ আমার প্রিয়তমাকে তাঁহার কাছে ডাকিয়া লইয়াছেন, এ জন্য আগনেস্ আমাকে ভগবানের উপর আত্মনির্ভর করিতে বলিয়াছে। ভগিনীর ন্যায় স্নেহে সে চিরদিন আমাকে ভালবাসিয়াছে এবং আমি যেখানেই থাকি না কেন, সে সর্ব্বদাই আমার পাশে রহিয়াছে। সে আমার কার্য্যকলাপে গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকে এবং ভবিষ্যতে আমি যাহা করিব, তাহার জন্য সে অশেষ আশা সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে।

বহু, বহুবার আমি সে পত্র পাঠ করিলাম। শয়নের পূর্ব্বে আমি তাহার পত্রের উত্তর লিখিলাম। তাহাতে জানাইলাম যে, তাহার সাহায্যই এখন আমার একমাত্র প্রয়োজন। সে না থাকিলে, সে সাহায্য না করিলে, আমি যাহা হইয়াছি, তাহা হইতে পারিতাম না। সে আমাকে প্রেরণা দিয়াছে, আমি কাজ করিয়াছি।

আমি চেষ্টা আরম্ভ করিলাম। আমার শোকের আরম্ভ-কাল হইতে নয় মাস কাটিয়াছে, আর তিন মাস হইলে এক বৎসর পূর্ণ হইবে। এই তিন মাস গত না হইলে আমি বিশেষ কোন চেষ্টা করিব না। সেই উপত্যকাভূমিতে আমি রহিলাম।

তিন মাস অতীত হইল। আরও কিছুদিন আমি বিদেশে যাপন করিব স্থির করিলাম। সুইজারল্যাণ্ডেই আমি কাটাইব। এইখানেই আমার লেখনী-ধারণ করিব।

উপত্যকাভূমিতে আমি বহুজনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইলাম। ইয়ারমাউথে আমার যেমন অনেক বন্ধুলাভ হইয়াছিল, এখানেও তাহাই হইল। শীতের প্রারম্ভে জেনেভায় চলিয়া গেলাম। তার পর আবার যখন উক্ত উপত্যকাভূমিতে ফিরিয়া আসিলাম, বন্ধুরা সমাদরে আমায় অভ্যর্থনা করিল, অবশ্য ইংরাজী ভাষায় নহে।

আমি বহুক্ষণ ধরিয়া রচনাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলাম। অসীম ধৈর্য্য ও পরিশ্রম সহকারে আমি কাজ করিতে লাগিলাম। আমি একখানি উপন্যাস আরম্ভ করিয়াছিলাম। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপর উপন্যাসের গল্পাংশ গড়িয়া তুলিয়াছিলাম। পাণ্ডুলিপি ট্রা[illegible]র কাছে পাঠাইতে লাগিলাম। সে উহা ছাপিবার ইচ্ছা করিল। আমার যশের কথা বহু পর্য্যটকের মুখে শুনিবার সুযোগও ঘটিল। কিছুদিন পরে আমার পূর্ব্ব-উৎসাহ ফিরিয়া আসিল। নূতন কল্পনা আমাকে পাইয়া বসিল। যতই রচনা অগ্রসর হইতে লাগিল, আমার উৎসাহ অদম্য হইয়া উঠিল। ইহাই আমার তৃতীয় উপন্যাস। যখন অর্দ্ধাংশ লেখা হইয়াছে, সেই সময় আমি দেশে ফিরিবার সঙ্কল্প করিলাম।

দীর্ঘকাল ধরিয়া শুধু অধ্যয়ন ও রচনা লইয়া মগ্ন থাকিলেও, ব্যায়াম আমি প্রত্যহ করিতাম। ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করার সময় আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়াছিল। এখন আমার স্বাস্থ্য আবার ফিরিয়া আসিয়াছিল। বহু দৃশ্য দেখিয়াছি। বহু দেশে ভ্রমণ করিয়াছি। মনে হইল, আমি বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি।

দেশ হইতে বিদেশে অবস্থানকালে আমার মনে যত চিন্তার উদয় হইয়াছিল, সবই এখানে বসিয়া স্মরণ করিলাম, শুধু একটা বিষয়ের কথা এখানে বলিলাম না। আমার মনের কোনও চিন্তাকে আমি চাপিয়া যাইবার চেষ্টা করি নাই! কারণ, এই কাহিনী আমার লিখিত স্মৃতি। আমার মনে যে গোপন চিন্তাস্রোত বহিত, তাহাকে আমি স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। শেষ পর্য্যন্ত আমি তাহা করিয়াছি। কিন্তু সেই কথা এখন বলিব।

এত দিন আমি আমার হৃদয়ের রহস্যের সমাধান করিতে পারি নাই—কখন আমি আগ্নেসের উপর আমার হৃদয়ের প্রথম এবং উজ্জ্বলতম আশা স্থাপন করিতে পারিতাম, তাহা চিন্তা করিয়া দেখি নাই। আমার শোকের কোন সময়ে আমার মনে এই চিন্তার প্রথম সংস্রব ঘটিয়াছিল যে, আমার বালকোচিত উদ্দাম খেয়ালের বশে তাহার প্রেমের রত্নকে দূরে ফেলিয়া দিয়াছিলাম, এ কথা সমুদিত হইয়াছিল। আমার ধারণা ও বিশ্বাস যে, যখন আমার অভাব ও বিয়োগ-জনিত ক্ষতির পরিপূর্ণতার আর সম্ভাবনা ছিল না, তখন আমার মন কি যেন অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সে চিন্তাতে আমার মনে শুধু অনুশোচনাই নূতনভাবে জাগিয়া উঠিয়াছিল, নূতন বেশে ফুটিয়া উঠিয়াছিল—তখন আমি জগতে একা নির্ব্বান্ধব, ইহাই মনে হইয়াছিল।

মনের এইরূপ অবস্থায় যদি আমি তাহার সংস্রবে অধিককাল থাকিতাম, তাহা হইলে আমার এই দুর্ব্বলতা

হয় ত গোপন করিতে পারিতাম না। ইংলণ্ড হইতে দূরে থাকিবার সময় এই ভয়ই আমার মনে জাগিয়াছিল। তাহার ভগিনী-স্নেহের সামান্যমাত্র অংশও যদি আমি হারাইতাম, তাহা আমি নিশ্চয় সহ্য করিতে পারিতাম না, তাহা সত্য, কিন্তু আমার মনের কথা প্রকাশ পাইলে, আমাদের উভয়ের মধ্যে আমি এমন একটা বাধার সৃষ্টি করিবার অবকাশ দিতাম, যাহা কখনও আমার জ্ঞানের গোচরীভূত হয় নাই।

আমি ভুলিতে পারিতেছিলাম না যে, সে এখন আমাকে যে ভাবে দেখিতেছে, তাহা আমারই স্বাধীন নির্ব্বাচনের ফলেই ঘটিয়াছে। যদি অন্য ভাবে সে কখনও আমাকে ভালবাসিয়া থাকে—এক একবার মনে হইয়াছিল যে, সেরূপ ভাবে সে আমাকে ভালবাসিতে পারিত—আমি সে ভালবাসাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি, হেলায় হারাইয়াছি। এখন তাহার কোন মূল্য নাই, আমি তাহাকে যে ভাবে ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, যখন আমরা বালক-বালিকামাত্র ছিলাম, তখন হইতে যে ভাবে তাহাকে দেখিয়াছি, তাহার মূল্য এখন কোথায়? আমার হৃদয়ের আবেগ আমি অন্যের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলাম। যাহা আমার করা উচিত ছিল, তাহা আমি করি নাই। আগনেস্ এখন আমার কাছে যাহা, তাহা আমি এবং তাহার মহৎ হৃদয় গড়িয়া তুলিয়াছে।

যে পরিবর্ত্তন ক্রমশঃ আমার ভিতর কার্য্য করিতেছিল, তাহার প্রথমাবস্থায় আমি আপনাকে ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলাম। ভ্রান্ত অতীতকে যদি বাদ দিতে পারা যাইত, তাহা হইলে আমি তাহাকে বিবাহ করিয়া ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে পারিতাম। কিন্তু যতই সময় যাইতে লাগিল, এই ছায়াচ্ছন্ন সম্ভাবনা ক্রমেই বিলীন হইয়া যাইতে লাগিল। যদি সে কখনও আমাকে ভালবাসিয়া থাকে, তাহাকে আমি আরও পুণ্যময়ী বলিয়া পূজা করিব। আমি তাহার কাছে আমার সকল কথাই জানাইয়াছিলাম, সে আমার ভ্রমপূর্ণ হৃদয়ের সকল ইতিহাসই জানিত, সেজন্য সে যে আত্মত্যাগ করিয়াছে—আমার বন্ধু ও ভগিনীর আসন গ্রহণ করিতে সে যেরূপ ভাবে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছে, তাহাতে সেই বিজয়িনী হইয়াছে। তাহাকে পবিত্র বলিয়া পূজা করিব না? যদি সে কখনও আমাকে ভাল না বাসিয়া থাকে, এখন কি ভালবাসিতে পারিবে?

তাহার ধৈর্য্য ও নিষ্ঠার সহিত তুলনা করিলে আমার দুর্ব্বলতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। এখন তাহা আরও বেশী করিয়া অনুভূত হইতে লাগিল। আমি তাহার কাছে যাহাই কেন হইয়া থাকি, বা সে আমার কাছে যেরূপ আসনই পাইয়া থাকুক, আগে আমি তাহার যোগ্য হইতে পারিলেও এখন আমার সে যোগ্যতা নাই, এবং সেও তাহা পারিবে না। সে সময় চলিয়া গিয়াছে। আমারই দোষে সে সুযোগ চলিয়া গিয়াছে, আমি তাহাকে হারাইয়াছি। তাহার জন্য আমি দায়ী। উহা আমার প্রাপ্যই বটে।

এইরূপ চিন্তায় আমার মন অনুতাপ ও অনুশোচনায় পূর্ণ হইয়া গেল। দুঃখে আমি অভিভূত হইলাম। আমি স্থির করিলাম, তাহার বিষয় এখন চিন্তা করা আমার পক্ষে লজ্জার কথা। কিন্তু এখন আমি গোপন করিব না যে, আমি সত্যই তাহাকে ভালবাসিয়া আসিয়াছি এবং আমি তাহার প্রতি ভক্তি পোষণ করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এখন দুঃখ করিয়া ফল নাই—বহু বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। সুতরাং দীর্ঘকাল ধরিয়া যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আসিয়াছি, তাহাই বজায় রাখিতে হইবে।

এখন আমি সর্ব্বদাই ভাবিতাম, ডোরা যে কথা বলিয়াছিল, যদি তেমন ঘটিবার অবকাশ থাকিত, তাহা হইলে অবস্থা কি দাঁড়াইত? সে যাহা বলিয়াছিল, সময়ে সেই অবস্থা ঘটিত বলিয়া এখন আমার ধারণা জন্মিতেছিল।

প্রথম যৌবনের নির্ব্বুদ্ধিতার অবকাশে যদি আমরা চির-দিনের জন্য বিচ্ছিন্ন না হইতাম, তাহা হইলে হয় ত ডোরার আশঙ্কাই মূর্ত্তিগ্রহণ করিত। আমি আবার ভাবিতাম, যদি আগনেসের সহিত আমার বিবাহ হইত, তাহা হইলে আমার অবস্থা কি হইত? আমি আরও স্বার্থত্যাগী হইতাম। প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তর হইত, আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারিতাম। এইরূপ চিন্তা করার ফলে ক্রমে আমি বুঝিলাম, যাহা আমি হইতে পারিতাম, তাহা আর হইবার নহে।

তিন বৎসর পরে আমি যখন দেশে ফিরিবার জন্য উদ্যত হইলাম, তখন আমার মনের অবস্থা এইরূপ। তিন বৎসর পরে সায়াহ্ন-কালে আমি দেশে ফিরিয়া আসিলাম।

তিন বৎসর! গণনায় সুদীর্ঘ, কিন্তু অতি শীঘ্র এই দীর্ঘকাল যেন চলিয়া গিয়াছে। গৃহ যেন আমার কাছে বড় মধুর বোধ হইল। আগনেসও আমার কাছে আরও প্রিয়-তর বোধ হইল, কিন্তু সে ত আমার নহে—সে কখনও আমার হইবে না। সে হইতে পারিত, কিন্তু তাহা অতীতের গর্ভে সমাহিত!

উনষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

শীতার্ত্ত হেমন্তের অপরাহ্নে আমি লণ্ডনে পৌঁছিলাম। তখন অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, বারিপাতও হইতেছিল। এক বৎসরে এত কুয়াশা ও কর্দ্দম কখনও দেখি নাই।

আমি একখানি খালি গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম। পরিচিত বাড়ীগুলি যেন ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

পিতামহী অনেক দিন হইতেই ডোভারের বাড়ীতে স্থায়ী হইয়াছেন। ট্রাডেলস্ আদালতে কিরূপ পশার জমাইয়া

লইয়াছিল, ইহা আমি দেখিতে গিয়াছিলাম। এখন গ্রেজ্ ইনএ সে ঘর ভাড়া লইয়াছিল। তাহার শেষ পত্রে জানিয়াছিলাম যে, শীঘ্রই তাহার প্রণয়িনীর সহিত তাহার বিবাহ হইবে।

তাহারা ভাবিয়াছিল, বড় দিনের সময় আমি গৃহে ফিরিব; এত শীঘ্র আমি আসিব, কেহই ভাবে নাই। আমি ইচ্ছা করিয়াই কাহাকেও আমার আগমন-সংবাদ দেই নাই। আমি তাহাদিগকে বিস্মিত করিয়া দিব স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু কাহারও সাদর অভ্যর্থনা না পাইয়া আমি মনে মনে একটু নৈরাশ্য ও নিরুৎসাহ অনুভব করিতেছিলাম।

গাড়ী যখন গ্রেজ্ ইন্ কফিখানার কাছে থামিল, তখন আমি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছি।

কফিখানার অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসিয়া আমি বেহারাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বল্‌তে পার, মিঃ ট্রাডেল্‌স্ এখানে কোথায় থাকেন?"

সে বলিল, "ছ'নম্বর হল্‌বরন্ কোর্ট, মশাই।"

বলিলাম, "তিনি আইন-ব্যবসায়ে বোধ হয় বেশ উন্নতি করেছেন?"

"হ'তে পারে, তা জানি না, মশাই।"

অপেক্ষাকৃত পুরাতন অপর আর এক জন বেহারাকে ডাকিয়া পূর্ব্বোক্ত অল্পবয়স্ক বেহারা তাহাকে ট্রাডেল্‌স্ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিল।

সে লোকটি বলিল, "তাঁর নাম ত শুনিনি, মশাই। কত দিন তিনি ওকালতী করছেন?"

আমি বলিলাম, "তিন বছরের বেশী নয়।"

সে চল্লিশ বৎসর এখানে কাজ করিতেছে। কিন্তু তাহার নাম সে শুনে নাই! তার পর আমি কি আহার করিব, তাহা জানিতে চাহিল।

ট্রাডেল্‌স্‌এর জন্য আমি কিছু মনমরা হইলাম, এ কথা অস্বীকার করিব না। বেচারার কোন আশা নাই দেখিতেছি।

যাহা হউক, আমি যৎসামান্য আহারের কথা তাহাকে বলিলাম। আহার শেষ করিয়া আমি অন্য দ্বারপথে ২নং হলবরন্ কোর্ট খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য নির্গত হইলাম। অল্প সন্ধানেই সে বাসা পাওয়া গেল। ট্রাডেল্‌স্ উপরতলা ভাড়া লইয়াছে। বাহিরের লেখা দেখিয়া তাহা বুঝিলাম। আমি সোপানশ্রেণী বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম।

সিঁড়িতে ভালভাবে আলো দিবার ব্যবস্থা নাই! কোনও মতে হোঁচট খাইতে খাইতে পথ অতিক্রম করিতে লাগিলাম। উপরতলে বেশ হাসি-খুশীর শব্দ পাইলাম! সে হাসি পুরুষের কণ্ঠনিঃসৃত নহে—নারী—তরুণী নারীর কলকণ্ঠের ঝঙ্কার বলিয়া অনুমিত হইল। সোপানাবলীর একটা তক্তা কেমন করিয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সুতরাং আমি হোঁচট খাইয়া সশব্দে পড়িয়া যাইতেই হাসির কলোচ্ছ্বাস অকস্মাৎ থামিয়া গেল।

আরও সতর্কভাবে উপরে উঠিতে লাগিলাম। উপরে উঠিয়া একটি দরজার বাহিরে ট্রাডেল্‌স্‌এর নামের সাইন-বোর্ড দেখিলাম। সে ঘরের দরজা খোলা। আমি দ্বারে আঘাত করিতে পরিচ্ছদের খস্‌খস্ ধ্বনি শুনিলাম। আমি পুনরায় করাঘাত করিলাম।

একটি অল্পবয়স্ক চালাক চতুর বালক রুদ্ধনিশ্বাসে আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মিঃ ট্রাডেল্‌স্ ঘরে আছেন?"

"আছেন মশাই, তবে তিনি এখন কাজে ব্যস্ত।"

"আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া সে আমাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিতে মনস্থ করিল, বুঝিলাম। দরজার কপাট খুলিয়া দিয়া সে পার্শ্বের একটি ছোট কামরায় লইয়া গেল। সেখানে আমার বন্ধুকে কাজে ব্যস্ত দেখিলাম।

মুখ তুলিয়া চাহিয়াই সে বলিয়া উঠিল, "এ কে? কপারফিল্ড, তুমি?" সঙ্গে সঙ্গে সে আমাকে জড়াইয়া ধরিল।

"সব ভাল, প্রিয় ট্রাডেল্‌স্?"

"সবই ভাল, ভাই কপারফিল্ড! সবই ভাল খবর!"

উভয়েই আনন্দে অশ্রুপাত করিলাম।

"ভাই কপারফিল্ড, আমার প্রিয়তম বন্ধু, তোমাকে ফিরে পেয়ে আমার কি যে আহ্লাদ হচ্ছে, ভাই! তোমার রং একটু তামাটে হয়ে গেছে! স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে দেখে কত আনন্দই যে হচ্ছে! সত্যি বল্‌ছি, জীবনে এমন আনন্দ কখনো পাইনি, প্রিয়তম কপারফিল্ড, কখনো না!"

আমারও হৃদয় আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথমতঃ আমি কোনও কথাই বলিতে পারিলাম না।

ট্রাডেল্‌স্ বলিল, "প্রিয় বন্ধু, কি সুখ্যাতিই তোমার হয়েছে! আমার কপারফিল্ড, তুমি কখন্ এলে ভাই? কোথা থেকে এলে? এত দিন কি করছিলে?"

প্রশ্নের উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই সে আমাকে একখানি আরাম-কেদারায় বসাইয়া দিল। উভয়েই হাসিতেছিলাম, উভয়েই চোখ মুছিতেছিলাম। পরস্পরের কর পুনঃ পুনঃ কম্পন করিতেছিলাম।

ট্রাডেল্‌স্ বলিল, "তুমি এত শীঘ্র আসবে, তা কে ভেবেছিল! সেই এলে, অথচ উৎসবে তোমায় পেলাম না!"

"কি উৎসব, প্রিয় ট্রাডেল্‌স্?"

"কি সর্ব্বনাশ! তুমি কি আমার শেষ চিঠি পাওনি?"

"তাতে যদি কোন উৎসবের কথা থাকে, তবে আমি নিশ্চয় তা পাইনি।"

ট্রাডেল্‌স্ বলিল, "তবে আর কি হবে! সোফীর সঙ্গে রেভারেণ্ড হোরেস্ আমার বিয়ে দেবেন, সেই চিঠি ছিল। তাই, সোফী এই পর্দ্দার আড়ালেই আছে। এই দেখ!"

সত্যই ট্রাডেল্‌স্‌এর স্ত্রী হাস্য ও লজ্জারুণ রাগে আনন উদ্ভাসিত করিয়া তাহার গোপন স্থান হইতে বাহিরে আসিল। এমন আনন্দময়ী, মৃদুস্বভাবা, প্রিয়দর্শনা কন্যা পৃথিবীতে সর্ব্বদা দেখা যায় না। পুরাতন বন্ধু হিসাবে আমি সমাদরে তাঁহার করচুম্বন করিলাম—ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিলাম, তাহারা যুগলে যেন আনন্দময় জীবন যাপন করে।

ট্রাডেল্‌স্ বলিল, "তোমায় সুস্থ সবলরূপে ফিরিয়ে পেয়ে আমার কি যে আনন্দ হয়েছে, ভাবায় তা প্রকাশ ক'রে বল্‌তে পারছি না।"

"আমারও তাই হয়েছে, বন্ধু!"

লজ্জারক্তমুখে সোফী বলিলেন, "আমারও আনন্দ হচ্ছে।"

ট্রাডেল্‌স্ বলিল, "আমরা সবাই খুসী। এমন কি, মেয়েগুলো পর্য্যন্ত খুসী হয়েছে। সত্যি, আমি তাদের কথা ভুলে গিয়েছিলুম।"

আমি বলিলাম, "কি ভুলে গিয়েছ?"

ট্রাডেল্‌স্ বলিল, "বালিকাদের—সোফীর বোনেদের কথা বল্‌তে ভুলে গিয়েছিলুম। তারা এখন আমার এখানেই আছে। সহর দেখবার জন্য তারা এসেছে। আসল কথা হচ্ছে—আচ্ছা কপারফিল্ড, তুমি কি সিঁড়ির ওপর হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে গিয়েছিলে?"

হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "হ্যাঁ, সে আমিই বটে!"

"ভাল কথা। তুমি যখন প'ড়ে গেলে, তখন আমি তাদের সঙ্গে ছুটোছুটি করছিলাম। অর্থাৎ তখন কাণামাছি খেলাই চল্‌ছিল। কিন্তু এখানে ত তা শোভা পায় না। যদি মক্কেল আমাকে সে অবস্থায় দেখে ফেলে, এই ভেবে তারা গা-ঢাকা দিয়েছে। তারা ঐ ধারে দাঁড়িয়ে আমাদের সব কথাই শুনছে কিন্তু।" এই বলিয়া ট্রাডেল্‌স্ অন্য কক্ষের দ্বারের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল।

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "তবে ত আমি এসে তোমাদের আমোদ-প্রমোদ মাটী ক'রে দিয়েছি!"

"সত্যি বলছি, কপারফিল্ড, তুমি যদি তাদের দৌড়-ঝাঁপ দেখতে, তোমার পদশব্দে তারা যখন পালাচ্ছিল, সে দৃশ্য দেখ্‌তে, তা হ'লে ও কথা বল্‌তে পারতে না। প্রিয়তমে, তুমি তাদের নিয়ে আসবে কি?"

সোফী ক্ষিপ্রপদে চলিয়া গেলেন। আমরা এ ঘরে বসিয়া শুনিলাম, তিনি পাশের ঘরে যাইতেই একটা মধুর হাস্য-তরঙ্গের রেশ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল।

"বেশ গানের ঝঙ্কার নয় কি, কপারফিল্ড? শুন্‌তে বড় ভাল লাগে। এই পুরোনো ঘরগুলি ঐ কলঝঙ্কারে যেন সজীব হয়ে উঠ্‌ছে। যে লোক এত দিন কৌমার্য্য-জীবন যাপন ক'রে এসেছে, তার পক্ষে এমন জীবন পরম রমণীয়। সত্যি আমি মুগ্ধ হয়ে আছি। সোফীকে হারিয়ে ওদের অনেক কষ্ট হবে। সকলেই ওকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। বাস্তবিক মেয়েদের সাহচর্য্য ভারী আনন্দের ব্যাপার, কপারফিল্ড!"

আমার বোধ হইল, কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই সে যেন একটু অপ্রতিভ হইল। এ কথায় পাছে আমার মনে ব্যথা লাগে, তাই সে যেন সহসা গম্ভীর হইয়া পড়িল। আমি তাহার মনে প্রসন্নতা আনিবার জন্য সানন্দে ও সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার উক্তির সমর্থন করিলাম।

ট্রাডেল্‌স্ তখন বলিল, "তবে এখানে সোফীকে আনা ব্যবসার দিক দিয়ে উচিত হয়নি। তবে আমাদের আর কোন থাকবার জায়গা ত নেই। তাই এখানেই আসতে হয়েছে। সোফী ভারী চমৎকার ম্যানেজার! তুমি দেখ্‌লে বিস্মিত হবে, এই অল্প জায়গার মধ্যে সে কেমন ক'রে সকলে থাকবার জায়গা ক'রে দিয়েছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মেয়েদের সংখ্যা কি খুব বেশী?"

"এক জন—সুন্দরীশ্রেষ্ঠা এখানে আছেন। তাঁর নাম কেরোলিন। সারাও আছে—তার মেরুদণ্ডে পীড়া ছিল, তা তোমাকে অনেক আগে বলেছিলাম। সে এখন ভাল হয়ে গেছে। তার পর সকলের ছোট দুটি বোন্‌ও সঙ্গে এসেছে। সোফী তাদের পড়াত। তার পর লুইসাও আছে।"

আমি বলিলাম, "বটে!"

ট্রাডেল্‌স্ বলিল, "এখানে আমার মাত্র তিনটি ঘর। কিন্তু সোফী তার বোন্‌দের শয়নের এমন চমৎকার ব্যবস্থা ক'রে দেছে যে, তারা সকলেই আরামে ঘুমুতে পারে। ঐ ঘরে তিন জন শোয়, দুজন ওদিকের ঘরে।"

আমি চারিদিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিলাম না, ট্রাডেল্‌স্-দম্পতি কোথায় নিদ্রা যায়। ট্রাডেল্‌স্ বোধ হয় আমার মনের কথা বুঝিতে পারিল।

"আর আমাদের শয্যা?—গত সপ্তাহে এই ঘরের মেঝেতে আমাদের বিছানা ক'রে নিয়েছিলাম। কিন্তু ছাদের উপর একটা ছোট ঘর আছে। ভারী সুন্দর ঘর। সোফী সেটা এমন করে সাজিয়েছে যে, দেখ্‌লে তুমি খুসী হবে। সেখানেই এখন আমরা শুই। সেখান থেকে বাইরের দৃশ্য চমৎকার দেখা যায়।"

আমি বলিলাম, "তুমি বিয়ে ক'রে সুখী হয়েছ দেখে আমার এমন আনন্দ হচ্ছে, ট্রাডেল্‌স্!"

"ধন্যবাদ, কপারফিল্ড। হ্যাঁ, সত্যি আমি খুব সুখী হয়েছি। ঐ দেখ সেই ফুলদানি, ঐ সেই টেবল—মার্ব্বেল পাথরের টেবল! তা ছাড়া যে সব আসবাবপত্র, খুবই সাদাসিধে। দেখ, আমাদের খাবার প্লেট বা চায়ের চামচে পর্য্যন্ত ছিল না।"

"সবই কিনে নিতে হ'ল ?"

"ঠিক, সব কিন্‌তে হবে। অবশ্য এখন চার চাম্‌চের কাজ আমরা অন্য রকমে সেরে নিচ্ছি।"

আমি বলিলাম, "এর পর রূপার চাম্‌চে হবে।"

"আমরাও সেই কথা বলাবলি করি। দেখ, কপারফিল্ড, একটা মোকদ্দমার আমি সওয়াল-জবাব করবার পর মোটা টাকা পেলাম। তখন আমি রেভারেণ্ড হোরেস্‌কে গিয়ে বললাম, সোফী ও আমি পরস্পর বাগ্‌দত্ত আছি। তাঁর কাছে সোফীর পাণিগ্রহণের প্রস্তাব জানালাম। তিনি বড় ভাল লোক। এত দিন তাঁর বিশপ হবার কথা। অন্ততঃ আরও বেশী উপার্জ্জন তাঁর হওয়া উচিত ছিল। যাক্‌, তাঁকে বল্‌লাম যে, অনেক দিন ধ'রে আমরা প্রতীক্ষা ক'রে আছি, এবার আমাদের বিবাহে তিনি অনুমতি দিন। তিনি বল্‌লেন যে, মিসেস্ ক্রুলারের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তিনি আমাকে জানাবেন। এ কথা শুনে তিনি বিব্রত হলেন। প্রথমে পা, তার পর বুক, সব শেষে মাথায় গিয়ে—"

আমি বলিলাম, "তার মানে ?"

"দুঃখ হ'ল। সেই দুঃখের ভারে তাঁর বুক ও মাথা অবসন্ন হয়ে পড়্‌ল। যাক্‌, অনেক ক'রে বোঝাবার পর তিনি রাজি হলেন। ছসপ্তাহ হ'ল আমাদের বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর ব্যাপার যদি দেখ্‌তে, তুমি চম্‌কে যেতে। বাড়ী শুদ্ধ লোকের কি কান্না। মিসেস্ ক্রুলার আমাকে ক্ষমা করতেই পারেননি। তাঁর মেয়েটিকে আমি নিলাম ব'লে তাঁর বড় দুঃখ হয়েছিল। কারণ, সোফীই ছিল তাঁদের সকলের প্রাণ—যেন অন্ধের নড়ি। কিন্তু আজ তিনি আমায় খুব ভাল পত্র লিখেছেন।"

আমি বলিলাম, "বন্ধু, তুমি জীবনের আশীর্ব্বাদ লাভ ক'রে সুখী হয়েছ, ভাই!"

"ওটা তুমি আমায় ভালবাস বলেই বল্‌ছ। তবে সত্যি আমার এ সুখ, অন্যের পক্ষে লোভনীয় হ'তে পারে। দেখ, আমি ভোর পাঁচটায় উঠে কাজ করি। মেয়েদের আমি দিনের বেলা লুকিয়ে রাখি। সন্ধ্যার পর তাদের নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করি। তারা মঙ্গলবার চ'লে যাবে, সে জন্য আমার ভারী কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু—এই যে, তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেই। ইনি আমার বন্ধু মিঃ কপারফিল্ড, আর এঁরা—মিস্ ক্রুলার, মিস্ সারা, মিস্ লুইসা, মার্গারেট ও লুসি!"

হাঁ, তাহারা সকলেই গোলাপফুল বটে। তাহারা যেমন তাজা, তেমনই নয়নানন্দদায়ক। সকলেই সুন্দরী। তন্মধ্যে মিস্ কেরোলিন ভারী সুন্দরী। কিন্তু সোফী আমার চোখে যেমন প্রার্থনীয় মনে হইল, এমন কেহ নহে। আমি ট্রাডেল্‌স্‌এর পছন্দের প্রশংসা করিলাম। সে যে ভাল জিনিষই পছন্দ করিয়াছে, তাহা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিলাম।

মিসেস্ ট্রাডেল্‌স্ চা তৈয়ার করিতে বসিলেন। তার পর টোষ্ট তৈয়ার করিবার সময় তিনি বলিলেন যে, তিনি আগ্‌নেস্‌কে দেখিয়াছেন। বিবাহের সময় ডিভনশায়ারে টম্, আগনেস্ ও আমার ঠাকুরমাকে লইয়া গিয়াছিল। সে সময়ে আমার কথা ছাড়া তাঁহারা আর কোনও বিষয়েরই আলোচনা করেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস, তাঁহার স্বামীর মনে আমার চিন্তা সকল সময়েই জাগ্রত ছিল। টম্ তাঁহার জীবনের আদর্শ দেবতা, তিনি কায়মনঃপ্রাণে টমের একান্ত ভক্ত।

আরও দেখিলাম, ট্রাডেল্‌স্‌কে তাহার শ্যালিকারা অত্যন্ত ভালবাসে। সোফীর প্রতি তাহাদের যেমন একান্ত নির্ভরতা ও ভালবাসা আছে, ট্রাডেল্‌স্‌এর উপরেও তাহাই। এ দৃশ্য আমি জীবনে কখনও ভুলিতে পারি নাই।

বিদায় লইয়া আমি কাফিখানায় ফিরিয়া আসিলাম। ট্রাডেল্‌স্‌এর ভবিষ্যৎসম্বন্ধে আমি এখন নিঃসন্দেহ হইয়াছিলাম। তাহার উন্নতি অনিবার্য্য—অবশ্যম্ভাবী।

কাফিখানার অগ্নিকুণ্ডের ধারে আমি বসিয়া নিজের কথা ভাবিতে লাগিলাম। ভবিষ্যতে আমাকে বীরের মত চলিতে হইবে, তাহাও ভাবিলাম। গৃহ-সুখ আমার জীবনে আর ঘটিবে না, ইহা সুনিশ্চিত। যে নারী আমার জীবন প্রকৃত প্রেমের বন্যায় ভাসাইয়া দিতে পারিত, তাহাকে আমি ভগিনীর ভালবাসা শিখাইয়াছি। সে হয় ত বিবাহ করিবে। তাহার স্নেহ-প্রেমের তখন নূতন দাবীদার আসিবে। সে কোনও দিন জানিতে পারিবে না, আমার হৃদয়ে কি প্রেম তাহার জন্য সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। আমার আবেগজনিত নির্ব্বুদ্ধিতার ফল আমাকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। যাহা স্বহস্তে বপন করিয়াছি, তাহার ফল-ভোগ আমি করিব না ?

ভাবিতেছিলাম, আমার হৃদয়কে যদি সংযত করিতে পারিয়া থাকি, দৃঢ়তার সহিত যদি ইহা সহ্য করিতে পারিয়া থাকি, তাহার গৃহে আমার স্থান রক্ষা করিয়া চলিতে পারি, সে যেমন আমার গৃহে স্থান রক্ষা করিয়া চলিতেছিল—ঠিক এমনই সময় এক জন লোকের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল। তিনিও অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসিয়াছিলেন।

তিনি ডাক্তার চিলিপ্। আমাকেই তিনি এ সংসারে ভূমিষ্ঠ হইবার বিষয়ে সূতিকাগারে সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি অদূরে বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন। বয়স এত দিনে তাঁহার অনেক হইয়াছিল। অতি শান্ত ও ধীর প্রকৃতির মানুষ তিনি।

ছয় সাত বৎসর হইল, মিঃ চিলিপ্ ব্লণ্ডারষ্টোন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। তদবধি আর তাঁহার সহিত দেখা হয় নাই।

আমি পাঠমগ্ন ডাক্তারের কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। বলিলাম, "কেমন আছেন, মিঃ চিলিপ্ ?"

এক জন অপরিচিত ব্যক্তির নিকট এই কথা শুনিয়া তিনি মৃদু স্বরে বলিলেন, "ধন্যবাদ, মশাই, আপনার বড় দয়া। আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি ভাল আছেন?"

আমি বলিলাম, "আপনি আমায় চিন্‌তে পাচ্ছেন না?"

তিনি আমাকে লক্ষ্য করিতে করিতে মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আপনার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, আপনি অপরিচিত নন। কিন্তু নাম আমার মনে পড়ছে না।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু আমার নাম আমি নিজে জানবার অনেক আগেই আপনি আমার নাম জান্‌তেন।"

মিঃ চিলিপ্ বলিলেন, "তাই না কি? যখন আমি অন্য ডাক্তারের বদলে—"

বলিলাম, "হ্যাঁ তাই।"

মিঃ চিলিপ্ বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! কিন্তু সে সময় থেকে আপনার ঢের পরিবর্ত্তন হয়েছে।"

বলিলাম, হয় ত হবে।"

মিঃ চিলিপ বলিলেন, "অনুগ্রহ ক'রে আপনার নামটা আমায় বল্‌তে হবে।"

নাম বলিবামাত্র তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। সজোরে তিনি আমার করকম্পন করিলেন।

"আপনি মিঃ কপারফিল্ড—এ কি সত্য? আর একটু ভাল ক'রে দেখ্‌লেই আমি আপনাকে চিন্‌তে পারতাম। আপনার বাবা ও আপনার চেহারার বিশেষ সাদৃশ্য ছিল।"

"দুর্ভাগ্যক্রমে আমার বাবাকে আমি কখনও দেখিনি।"

ডাক্তার বলিলেন, "খুব সত্য কথা। অত্যন্ত দুঃখের কথাও বটে। আপনি যে রকম খ্যাতিলাভ করেছেন, তা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে, আমরা সে সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ নহি। আমাদের অঞ্চলে আপনার খুব প্রসিদ্ধি।

তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন আপনি কোন্ অঞ্চলে আছেন?"

মিঃ চিলিপ বলিলেন, "বরিসেণ্ট এডমণ্ডস্‌এ আমি এখন আছি। ঐ অঞ্চলে মিসেস্ চিলিপ কিছু সম্পত্তি পেয়েছেন —তাঁর বাবা তাঁকে দিয়ে গেছেন! সেখানে আমার বেশ পসার হয়েছে। ভাল কথা, আপনার পরিবার নেই?"

আমি মাথা নাড়িলাম।

তিনি বলিলেন, "আপনি কিছুদিন আগে শোক পেয়েছেন, সে কথা আমি আপনার আইনসঙ্গত পিতার ভগিনীর কাছে শুনেছি।"

"কোথায় তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল, মিঃ চিলিপ্?"

তিনি বলিলেন, "আপনি বুঝি জানেন না যে, মিঃ মর্ডষ্টোন এখন আবার আমাদের প্রতিবেশী হয়েছেন?"

আমি বলিলাম, "না।"

মিঃ চিলিপ বলিলেন, "তিনি আবার এক জন তরুণীকে বিয়ে করেছেন। সেই অঞ্চলেই তাঁর বাড়ী। তাঁর বেশ ভাল সম্পত্তি, টাকা-কড়ি আছে।"

আমি বলিলাম, "তিনি আবার বিবাহ করেছেন, তা শুনেছি। আপনি সে পরিবারে চিকিৎসা করেন না কি?"

"তেমন নয়। আমাকে ডাকা হয়েছিল, তাতে তাদের শক্তিময় দৃঢ়তা আরও যেন পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে—দুজনেরই, ভাই-বোনের।"

ডাক্তার একটু থামিয়া বলিলেন, "মিঃ কপারফিল্ড, অনেক পুরানো কথা মনে পড়ছে।"

আমি বলিলাম, "ভাই-বোন্, তাঁদের পুরাতন চাল চালাচ্ছেন তা' হলে?"

ডাক্তার বলিলেন, "চিকিৎসাব্যবসায়ীদের চোখ-কাণ থাকা উচিত নয়। তবু আমি বলব, তাঁরা বড় কঠোর ব্যবহার করেন।"

আমি বলিলাম, "ওঁর প্রতি তাঁরা এখন কি রকম ব্যবহার করছেন?"

"এই তরুণীটি ভারী সুন্দরী, মধুরস্বভাবা ছিলেন।"

আমি বলিলাম, "বর্ত্তমান মিসেস্ মর্ডষ্টোন?"

মিঃ চিলিপ বলিলেন, "ভারী ভাল মেয়ে, মশাই। যেমন বিনয়ী, তেমনই চমৎকার। মিসেস্ চিলিপ বলেন যে, বিয়ের পর মিসেস্ মর্ডষ্টোনের সে স্বভাব আর নেই। খালি বিমর্ষ হয়ে থাকেন, উন্মাদলক্ষণও প্রকাশ পাচ্ছে। মেয়েদের দৃষ্টি বড় তীক্ষ্ণ, মশাই।"

"আমার মনে হয়, তাঁকে ওরা ভেঙ্গে মুচড়ে ফেলেছে। ভগবান তাঁকে রক্ষা করুন।"

ডাক্তার চিলিপ বলিলেন, "প্রথমতঃ ভারী ঝগড়া বাধত। কিন্তু এখন তাঁর সব বদলে গেছে। বোনটি আসবার পর, দুই ভাই-বোনে মিলে মেয়েটিকে চূর্ণ ক'রে ফেলেছে।"

আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, ইহা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি।

মিঃ চিলিপ বলিলেন, "আপনার আমার মধ্যে কথা, আমি বলছি, বিয়ের আগে মেয়েটির কি উৎফুল্লতা দেখেছিলাম। এখন তার কিছুই নেই। দুই ভাই-বোনে এখন তাঁকে চৌকী দিয়ে রাখে—স্বামী-ননদের মত নয়।"

আমি বলিলাম, "লোকটা এখনও ধার্ম্মিকের অভিনয় করে ত?"

ডাক্তার বলিলেন, "আপনি ঠিক ধরেছেন। মিসেস্ চিলিপও ঐ কথা ব'লে থাকেন। মেয়েরা লক্ষ্য করতে মজবুত। তাঁদের দৃষ্টি ভারী তীক্ষ্ণ!"

আমি বলিলাম, "ওটা তাঁদের প্রকৃতিসিদ্ধ গুণ।"

মিঃ চিলিপ বলিলেন, "মিঃ মর্ডষ্টোন প্রকাশ্যে মাঝে মাঝে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। অত্যাচার তাঁর বড়

বাড়ছে, তাঁর ধর্ম্মবক্তৃতা তেমনই ভীষণ হয়ে উঠছে। এটা মিসেস্ চিলিপের অভিমত।"

আমি বলিলাম, "তিনি ঠিকই বলেছেন।"

ডাক্তার বলিলেন, "দুই ভাই-বোনকে ওখানকার সকলেই অবজ্ঞা করে। তাই বলে তাঁরা গ্রামের লোকদের বিরুদ্ধে নানা কথা ব'লে থাকেন। তারাও তাঁদের নামে নানা কথা রটনা করে।"

ক্রমে আমার ঠাকুরমার কথা উঠিল। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, আমি এখন সেখানেই যাইব। তাঁহাকে মিঃ চিলিপ আমার জন্মকালে যে রকম ভীষণ প্রকৃতির ভাবিয়াছিলেন, তিনি তাহা নহেন। তাঁহার দয়াতেই আজ আমি বর্ত্তমান অবস্থায় আসিতে পারিয়াছি। তাঁহার সঙ্গে পরিচয় হইলে ডাক্তার বুঝিতে পারিবেন, তিনি কিরূপ উচ্চস্তরের নারী।

ডাক্তার বলিলেন, "তাই না কি? সত্য বল্ছেন?"

এই বলিয়া তিনি বাতি জ্বালিয়া শয়ন করিতে গেলেন।

আমি বিশেষ ক্লান্ত হইয়াছিলাম। আমিও শয়ন করিতে গেলাম।

পরদিবস আমি ডোভারগামী গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। তার পর যথাসময়ে পিতামহীর বৈঠকখানায় উপনীত হইলাম। তিনি তখন চা-পান করিতেছিলেন। এখন তাঁহার চোখে চশমা দেখিলাম। মিঃ ডিক্, পেগ্টী এবং ঠাকুরমা আমাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। পেগটী এখন গৃহকর্ম্মের ভার লইয়াছিল।

আমি ডাক্তার চিলিপের সহিত সাক্ষাতের কাহিনী পিতামহীর সহিত গল্প করায় তিনি ভারী আমোদ অনুভব করিলেন। পেগটী ও পিতামহী আমার ভাগ্যবতী জননীর দ্বিতীয় স্বামীর কথা অনেক বলিলেন। পিতামহী বলিলেন, "স্ত্রীহত্যাকারী নরপশু ঐ লোকটা, এবং তার বোনটাও হত্যাকারিণী।" ঠাকুরমা এমনই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, কোনও নামে উহাদিগকে অভিহিত করিতে চাহিলেন না।

ষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

যখন সকলে রাত্রিতে বিশ্রাম করিতে গেল, তখন ঠাকুরমা ও আমি ঘরে বসিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গল্প করিলাম। বিদেশযাত্রীরা সেখান হইতে খালি শুভ সংবাদই জ্ঞাপন করিয়া আসিতেছে। তাহাতে শুধু আনন্দের সংবাদই তাঁহারা পাইয়াছেন। কেমন করিয়া মিঃ মিক্বার মাঝে মাঝে ঋণের টাকা পাঠাইতেছেন, কেমন করিয়া জেনেট আবার ডোভারে ফিরিয়া আসিয়া এক জন চটিওয়ালার স্ত্রী হইয়াছে এবং সুখে স্বচ্ছন্দে আছে, সে সব কথা পিতামহী আমাকে জানাইলেন। বিবাহব্যাপারে পিতামহী নিজেও যোগ দিয়াছিলেন, এখন আর সে ব্যাপারে তাঁহার কিছু করা নাই, তাহাও তিনি বলিলেন। মিঃ ডিক্ এখনও নকলের কাজ চালাইতেছেন। এখন আর লিখিবার সময় প্রথম চার্লসের কথা তাঁহার পাণ্ডুলিপিতে প্রবেশ করে না। এমন কি, মিঃ ডিক্ সানন্দে তাঁহার কাজ করিয়া যাইতেছেন।

তার পর আমার একখানি হাতের উপর মৃদু করাঘাত করিয়া ঠাকুরমা বলিলেন, "ট্রট্, তুমি ক্যাণ্টারবেরিতে কবে যাচ্ছ?"

বলিলাম, 'আপনি যদি সঙ্গে না যান, ঠাকুরমা, তা হ'লে কাল সকালে একটা ঘোড়া যোগাড় ক'রে আমি সেখানে যাব।"

তিনি বলিলেন, "না, আমি এখন কোথাও যাব না, এখানেই থাকব।"

বলিলাম যে, তাহা হইলে অশ্বপৃষ্ঠেই আমাকে যাইতে হইবে। শুধু ঠাকুরমাকে দেখিবার জন্যই আমি ক্যাণ্টারবেরিতে যাই নাই। নহিলে আমি সেখানেই বিশ্রাম করিতাম।

তিনি সুখী হইলেন, কিন্তু বলিলেন, "ট্রট্, আমার বুড়া হাড় কাল পর্য্যন্ত বজায় থাকত, দাদা।"

তিনি কোমলভাবে আমার হাতের উপর করাঘাত করিতে লাগিলেন। আমি অগ্নিকুণ্ডের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

আমি ভাবিলাম, আগনেসের এত কাছে থাকিয়াও আমি এখানে না আসিয়া পারি নাই। আগে যাহা বুঝি নাই, শিখি নাই, এখন তাহা বুঝিতে পারিতেছি।

ঠাকুরমা যেন বলিয়া উঠিলেন, "হায় ট্রট্, অন্ধ, অন্ধ, অন্ধ!"

এখন তাঁহার কথার অর্থ যেন সুস্পষ্ট বুঝিতেছি।

কয়েক মুহূর্ত্ত উভয়ে চুপ করিয়া থাকিলাম। চক্ষু তুলিয়া চাহিতেই দেখিলাম, তিনি আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। সম্ভবতঃ তিনি আমার মনের গতিবেগ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। এখন আমার মনের কথা বুঝিতে পারা আদৌ কঠিন ছিল না।

ঠাকুরমা বলিলেন, "তার বাবাকে এখন পলিতকেশ বৃদ্ধ দেখ্বে। অবশ্য আর সব বিষয়ে এখন তিনি খুবই ভাল। তাঁর যেন পুনর্জ্জন্ম হয়েছে। এখন তিনি নিজের মাপকাঠিতে মানবের দুঃখ, শোক, স্বার্থ প্রভৃতির পরিমাণ করেন না। বাছা, আমার কথা বিশ্বাস কর, ঐ উপায়ে ঐ সব বিষয়ের পরিমাপ করা চলে না।"

আমি বলিলাম, "খুব সত্য কথা।"

ঠাকুরমা বলিয়া চলিলেন, "তাকে তুমি আগের মতই সুন্দরী, আগের মতই ভাল মেয়ে, আগের মতই আন্তরিক এবং স্বার্থত্যাগী দেখ্তে পাবে। যদি এর চেয়ে বেশী প্রশংসা

করবার কিছু থাকত, আমি তা তাকেই নিবেদন করতাম, ট্রট্।"

না, তাহাকে ইহার অপেক্ষা বড় প্রশংসা করিবার কিছুই নাই। আর আমাকে ভর্ৎসনা করিবার মত বিশেষণও ভাষায় নাই। হায়! আমি কোথায় যাইতে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছি!

অশ্রুপূর্ণনেত্রে পিতামহী বলিলেন, "যে সকল মেয়ের শিক্ষার ভার সে নিয়েছে, তাদের যদি সে নিজের মত ক'রে গ'ড়ে তুলতে পারে, ভগবান জানেন, তার জীবন ভালভাবেই কেটে যাবে! সুখে ও লোকের উপকারে—এ কথাটা সে নিজেই বলেছিল! সে লোকের উপকার—লোককে সুখী করবার জন্যই জন্মগ্রহণ করেছিল!"

আমি যেন আত্মগতভাবেই বলিয়া উঠিলাম, "তার কি কোন—"

তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে ঠাকুরমা বলিলেন, "কি বলছ? তার কি?"

আমি বলিলাম, "কোন প্রণয়প্রার্থী এসেছে?"

ক্রোধমিশ্রিত গর্ব্বভরে তিনি বলিলেন, "একটা? অমন অনেক। এত দিন তার বিশবার বিয়ে হয়ে যেত। তুমি চ'লে যাবার পর অন্ততঃ বিশ জন তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল।"

আমি বলিলাম, "সে কথা ঠিক। কিন্তু তার যোগ্য পাত্র কেউ ছিল? আগনেস্ অযোগ্য পাত্রকে গ্রহণ করতে পারে না।"

ঠাকুরমা কিছুক্ষণ কি ভাবিতে লাগিলেন। কপোলে হাত রাখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তার পর ধীরে ধীরে আমার দিকে নয়নক্ষেপ করিয়া তিনি বলিলেন,— "ট্রট্, আমার সন্দেহ হয়, সে এক জনকে ভালবাসে।"

আমি বলিলাম, "লোকটা নিশ্চয় ভাল।"

গম্ভীরভাবে ঠাকুরমা বলিলেন, "তা আমি বলতে পারি না, ট্রট্। সে কথা বলবার অধিকার আমার নেই। সে কোন দিন আমার কাছে ঘুণাক্ষরেও তার আভাস দেয়নি। আমি শুধু অনুমান করছি মাত্র।"

আমি দেখিলাম, তিনি বিশেষভাবে আমাকে লক্ষ্য করিতেছেন। তাঁহার দেহে একটু কম্পনবেগ দেখিলাম। আমার মনে হইল, আমার মনে যে চিন্তাধারা বহিতেছে, তাহা তিনি অনুসরণ করিয়াছেন।

আমি বলিলাম, "তাই যদি হয়ে থাকে, আমার আশা তাই হোক্—"

বাধা দিয়া ঠাকুরমা বলিলেন, "আমি ঠিক জানিনে। আমার অনুমান বা সন্দেহ দ্বারা চালিত হবে, তা আমি সঙ্গত ব'লে মনে করিনে। তুমি সে কথা মনে চেপে রেখ। হয় ত আমার সন্দেহ ঠিক নাও হ'তে পারে। এ বিষয়ে আমার বলবার কোন অধিকার নেই।"

আমি বলিলাম, "তাই যদি হয়ে থাকে, আগনেস্ সময়-মত আমাকে সে কথা জানাবে। যে বোনকে আমি বিশ্বাস ক'রে আমার সব কথা বলেছি, সে আমার কাছে তার নিজের কথা বলতে অনিচ্ছুক হবে না।"

পিতামহী আমার দিক হইতে তাঁহার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন। যেমন ধীরে ধীরে তিনি আমার দিকে চোখ তুলিয়া চাহিয়াছিলেন, তেমনই ধীরে ধীরে তিনি দৃষ্টি সরাইয়া লইলেন। তার পর চিন্তিতভাবে হাত দিয়া নয়ন আবৃত করিলেন।

ক্রমে ক্রমে তিনি অপর হাত আমার স্কন্ধদেশে রক্ষা করিলেন, কিন্তু একটি কথাও আর বলিলেন না। তার পর আমরা যে যাহার ঘরে শয়ন করিতে গেলাম।

পরদিবস সকালবেলা অশ্বারোহণে আমার পুরাতন ছাত্রজীবনের কর্ম্মস্থানে যাত্রা করিলাম। আমার মনে আত্মজয়জনিত আশার আনন্দ সত্যই অনুভব করিতে পারিতেছিলাম না। তাহার মুখ-চন্দ্র পুনরায় দেখিতে পাইব, সেরূপ আশা সত্ত্বেও মনে সুখবোধ হইল না।

পূর্ব্ব-পরিচিত স্থান অতিক্রম করিয়া জনবিরল রাজপথে আসিয়া পৌঁছিলাম। এখানকার প্রত্যেক ইষ্টক ও প্রস্তর আমার সুপরিচিত। পুরাতন বাড়ীতে আমি পদব্রজে গমন করিলাম। ভিতরে প্রবেশ করিতে আমার অন্তর ভাবাবেশে পূর্ণ হইল। আমি ফিরিয়া আসিলাম; যাইতে যাইতে আমি বাতায়নপথে চাহিয়া দেখিলাম। যে ঘরে প্রথম উড়িয়া হিপ ও পরে মিঃ মিকবারের বসিবার ঘর ছিল, সে ঘর এখন বৈঠকখানায় পরিণত হইয়াছে। কোনও আপিস এখন আর তথায় নাই। আর সকল বিষয়ে বাড়ীটি ঠিক পূর্ব্বাবস্থায় আছে।

নূতন পরিচারিকাকে আমি বলিলাম যে, সে যেন মিস্ উইক্‌ফিল্ডকে সংবাদ দেয়, এক জন ভদ্রলোক তাঁহার কোন প্রবাসী বন্ধুর নিকট হইতে দেখা করিতে আসিয়াছেন। পরিচারিকা আমাকে পুরাতন সোপানপথে লইয়া চলিল। পুরাতন ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিলাম। আগনেস্ ও আমি যে বই পড়িতাম, সেগুলি সেলফ্‌এ সাজান রহিয়াছে দেখিলাম। যে ডেস্কের ধারে বসিয়া আমি পাঠ করিতাম, তাহা ঠিক যথাস্থানে তেমনই ভাবে রহিয়াছে। হিপ্‌রা এখানে আসায় যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, এখন তাহা পুনরায় প্রথম অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সুখের দিনে যেমন ছিল, এখন ঠিক তেমনই দেখিলাম।

একটি বাতায়নের ধারে আমি দাঁড়াইয়া রাজপথের দিকে চাহিয়া রহিলাম। ওপারের বাড়ীগুলির দিকে বৃষ্টির দিনে সে যুগে যেমন চাহিয়া থাকিতাম, আজও ঠিক তেমনই ভাবে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম।

পার্শ্বের ছোট দরজা খোলার শব্দে আমি চমকিয়া ফিরিয়া চাহিলাম। তাহার সুন্দর প্রশান্ত নয়নের দৃষ্টির সহিত আমার দৃষ্টি মিলিত হইল। সে আমার দিকে আগাইয়া আসিল। সহসা সে দাঁড়াইয়া তাহার বক্ষোদেশে

হাত রাখিল। আমি তাহাকে দুই বাহু দিয়া ধারণ করিলাম।

"আগনেস্, আমার প্রাণাধিকা! আমি হঠাৎ এসে পড়েছি।"

"না, না! তোমাকে দেখে আমি আনন্দে অভিভূত হয়েছি, ট্রটউড!"

"প্রাণাধিকা আগনেস্, তোমাকে আবার দেখ্‌তে পেয়ে আমার সুখের অবধি নেই!"

আমি তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিলাম। উভয়ে কিয়ৎকাল নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তার পর পাশাপাশি বসিলাম। সারা বৎসর ধরিয়া স্বপ্নে ও জাগরণে আমি তাহার কাছে যেরূপ অভ্যর্থনা কামনা করিতাম, তাহার দেবদুর্লভ আননে সেই অভিনন্দনের ছাপ মুদ্রিত দেখিলাম।

সে এত সুন্দর, এত ভাল, এত একনিষ্ঠ!—তাহার কাছে আমি এত বিষয়ে ঋণী, সে আমার এত প্রিয় যে, আমি তাহা প্রকাশের ভাষা খুঁজিয়া পাইলাম না। আমি তাহাকে বলিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু আমার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। আমার প্রেম ও আনন্দ যেন আজ প্রকাশের ভাষা খুঁজিয়া না পাইয়া মূক হইয়া রহিল।

তাহার মাধুর্য্যভরা শান্তভাবের প্রভাবে ক্রমশঃ আমার উত্তেজনা শান্ত হইল। কথায় কথায় সে আমাকে বিদায়-দিনের সময়ে ফিরাইয়া লইয়া গেল। আমার কাছে এমিলির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল। গোপনে সে অনেকবার তাহার সহিত দেখা করিয়াছিল। ডোরার সমাধির কথা স্নেহভরে আলোচনা করিল। তাহার মহৎ হৃদয়ের অভ্রান্ত প্রেরণাবশে সে আমার স্মৃতিবীণার তারগুলি এমনভাবে স্পর্শ করিতে লাগিল, যাহাতে কোনও তার বে-সুরে বাজিয়া উঠিল না—বরং একই সুরে যেন ঝঙ্কার উঠিতে লাগিল। সুদূরের সঙ্গীতে অতীত দুঃখের গানে আমি যেন মুগ্ধ হইয়া গেলাম। মনে হইল, এ গানের মাধুর্য্য যেন শেষ না হয়, আমি যেন আর জাগিয়া না উঠি। আগনেস্ আমার জীবনের—আমার অদৃষ্টাকাশের ধ্রুবতারা। এ দেবীকে ভুলিতে পারি না!

আমি বলিলাম, "তার পর আগনেস্, এখন তোমার কথা বল। এই দীর্ঘকালে তোমার জীবনে কি ঘটেছে, তা ত আমায় কিছুই বললে না!"

সমুজ্জ্বল হাস্য তাহার আননে প্রতিভাত হইল। সে বলিল, "আমার বলবার কি আছে? বাবা ভাল আছেন। আমাদের শান্তিপূর্ণ গৃহে আমরা আছি। আমাদের কোন বিষয়ে উদ্বেগ নেই, আমাদের বাড়ী আমরা ফিরে পেয়েছি। এই ত সব শুনলে, ট্রটউড। আর ত কিছু নেই।"

আমি বলিলাম, "সব বলেছ, আগনেস্?"

ঈষৎ বিস্মিতভাবে সে আমার দিকে চাহিল।

বলিলাম, "বোন্, আর কিছু বলবার নেই?"

তাহার মুখের বর্ণ ম্লান হইয়া গিয়াছিল। আবার তাহা ফিরিয়া আসিল। আবার বিবর্ণ হইয়া গেল। সে হাসিল। শান্ত বিষাদে যেন তাহার মুখে হাস্যরেখা ফুটিল। সে মাথা আন্দোলিত করিল।

ঠাকুরমা আমাকে যে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, সেই দিকে আমি তাহাকে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিলাম। অবশ্য তাহার মনের গোপন-কথা সে আমাকে প্রকাশ করিয়া বলিবার পর, সে সংবাদ আমার পক্ষে অসহনীয় হইবে বুঝিয়াছিলাম, কিন্তু আমার অসংযত অন্তরকে সংযত করিয়া তাহার সম্বন্ধে আমার কর্ত্তব্য অবশ্যই পালন করিতে হইবে। আমি দেখিলাম, সে যেন কিছু অসাচ্ছন্দ্য অনুভব করিল। সুতরাং আমি সে কথা আর তুলিলাম না।

"আগনেস্, তোমাকে অনেক কাজ করতে হয়, না?"

সে প্রফুল্লভাবে আমার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল, "স্কুলের কথা বলছ?"

"হ্যাঁ। বড় পরিশ্রম সেখানে করতে হয়, কেমন নয়?"

সে বলিল, "কিন্তু সে পরিশ্রম এত আনন্দের যে, তাকে আমি পরিশ্রম বললে অকৃতজ্ঞতার কাজ হবে।"

আমি বলিলাম, "কোন ভাল কাজই তোমার কাছে কঠিন নয়।"

আবার তাহার মুখে পাণ্ডুরতা দেখা দিল। মাথা নত করিয়া সে যখন মৃদু হাস্য করিল, বোধ হইল, তাহা বড় করুণ।

তখনই আনন্দোৎফুল্ল কণ্ঠে সে বলিল, "তুমি বাবার সঙ্গে দেখা করবার জন্য নিশ্চয় থাকবে, আমাদের সঙ্গে সারাদিন কাটাবে? তোমার আগেকার সেই ঘরে ঘুমুবে ত? আমরা সবাই সে ঘরটাকে সকল সময় তোমার ঘর বলেই উল্লেখ করি।"

আজ রাত্রিতেই ফিরিয়া যাইব বলিয়া ঠাকুরমাকে কথা দিয়া আসিয়াছি, সুতরাং রাত্রিযাপন সম্ভবপর নহে। তবে সমস্ত দিনটা থাকিয়া যাইব। আনন্দেই সে সময় কাটিবে।

আগনেস্ বলিল, "খানিকক্ষণ আমি বন্দী। কিন্তু ট্রটউড্, পুরাতন বইগুলো ওখানে আছে—পুরাতন বাদ্য-যন্ত্রও ঐ রয়েছে।"

চারিদিকে চাহিয়া আমি বলিলাম, "পুরাতন ফুলের তোড়াও দেখছি। সব সে কালের সমানই আছে।"

হাসিতে হাসিতে আগনেস্ বলিল, "তুমি যখন এ দেশে ছিলে না, তখন আমাদের ছেলেবেলার সব জিনিষ এম্‌নি ক'রে গুছিয়ে রাখতে আমার সুখ হ'ত। কারণ, সে সময়ে আমরা বড় সুখে ছিলাম।"

বলিলাম, "ভগবান জানেন, কত সুখী তখন আমরা ছিলাম!"

আমার দিকে তাহার প্রফুল্ল নয়নের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আগনেস্ বলিল, "আমার ভাইকে, যে সব জিনিষ

দেখলে স্মরণ করিয়ে দেয়, আমার কাছে তারা প্রিয় সঙ্গী। এমন কি, এই চাবির গোছা থেকেও যেন সেই পুরাতন সুর বার হয়ে আসে।"

সে তাহার চাবির গোছা ও ঝুড়ি দেখাইল।

আবার তাহার মুখে সেই আনন্দ-দীপ্তি-সমুজ্জ্বল হাস্য। তার পর যে পথে সে আসিয়াছিল, সেই দ্বারপথেই সে অন্তর্হিত হইল।

সর্ব্বপ্রযত্নে এই ভগিনী-স্নেহের সম্মান রক্ষা করিয়াই চলিতে হইবে। ইহাই আমার একমাত্র ঐশ্বর্য্য। যে পবিত্র বিশ্বাস আমার উপর ন্যস্ত আছে, যদি তাহার ভিত্তি-মূল আমার ব্যবহারে কম্পিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে চিরদিনের জন্য আমি সর্ব্বহারা হইব, আর ফিরিয়া পাইব না। আমার সম্মুখে এই বিরাট দায়িত্ব বিদ্যমান। আমি তাহাকে সত্যই যদি প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়া থাকি, তাহা হইলে এ কথাটা বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

আমি পথে বাহির হইয়া চলিতে লাগিলাম। আমার বাল্যজীবনের প্রতিদ্বন্দ্বী সেই কশাইকে দেখিলাম। সে এখন কনেষ্টবলের কাজ করে। যেখানে তাহার সহিত আমার লড়াই হইয়াছিল, সেই পুরাতন স্থানটি আবার দেখিয়া আসিলাম। সেইখানে দাঁড়াইয়া মিস্ সেফার্ড ও মিস্ লার্কিন্স—যাহাদিগকে উপলক্ষ করিয়া আমার অলীক, অলস প্রেম, অথবা ইচ্ছা-অনিচ্ছার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা স্মৃতিপথে আসিল। একমাত্র আগনেস্ ছাড়া আর কেহই আমার কাছে বাঁচিয়া নাই। আমার মাথার উপরে সেই সমুজ্জ্বল তারাটি কিরণ বিকীর্ণ করিয়া দীপ্তি পাইতেছে।

বেড়াইয়া ফিরিয়া মিঃ উইকফিল্ডের প্রত্যাবর্তন-সংবাদ পাইলাম। সহরের বাহিরে দুই মাইল দূরে তাঁহার একটা বাগান আছে। সেখানে প্রায় প্রত্যহ তিনি গিয়া কাজ-কর্ম্ম দেখেন। ঠাকুরমা তাঁহার যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে সেই রকমই দেখিলাম। প্রায় ৬ জন ছাত্রীর সহিত আমরা ডিনারে বসিলাম। প্রাচীরবিলম্বিত চিত্রে তাঁহার যে চেহারা দেখা যায়, এখন তিনি তাহার ছায়া মাত্র।

আবার পূর্ব্বের সেই শান্তি যেন ফিরিয়া আসিয়াছে। আহার-শেষে মিঃ উইক্ফিল্ড সুরাপান করিলেন না। আমারও প্রয়োজন ছিল না। সকলে উপরে গমন করিলাম। আগনেস্ ও তাহার ছাত্রীরা গান-বাজনা করিল। চা-পানের পর ছাত্রীরা আমাদের নিকট হইতে চলিয়া গেল। আমরা তিন জন বসিয়া রহিলাম। অতীত জীবনের কথাই আমরা আলোচনা করিতেছিলাম।

পক্ককেশ মাথা নাড়িয়া মিঃ উইক্ফিল্ড বলিলেন, "সে সব কাজে আমার যে অংশ ছিল, তা গভীর পরিতাপের বিষয় হলেও, আমি তা বাদ দিতে পারি না। আমার সামর্থ্য থাক্‌লেও পারতাম না।"

সে কথা আমি বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত।

"যে ধৈর্য্য, ভক্তি-বিশ্বাস নিয়ে শিশুকন্যার ভালবাসা পেয়েছিলাম, তা কি আমি ভুল্‌তে পারি! না না, তা হ'লে নিজেকেই ভুল্‌তে হয়!"

কোমল কণ্ঠে আমি বলিলাম, "আপনার কথা আমি বুঝি। আমার কাছে সে স্মৃতি পবিত্র—চিরদিন পবিত্রতম ব'লে আমি মনে রাখ্‌ব।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "কিন্তু কেউ জানে না, এমন কি, তুমিও জান না, ও কি করেছে, কত সহ্য করেছে, কত আঘাত পেয়েছে। প্রাণাধিক আগনেস্ আমার!"

আগ্‌নেস্ তাহার পিতার বাহুস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে শান্ত হইতে অনুনয় করিল। তাহার মুখ তখন অত্যন্ত বিবর্ণ।

মিঃ উইক্ফিল্ড বলিলেন, "ভাল কথা। ট্রট্‌উড, আগনেসের মার কথা তোমাকে কখনো বলিনি। বলিছি কি?"

"না মশাই।"

"বেশী কথা নয়। আমাকে তিনি তাঁর বাপের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করেছিলেন। তাঁকে ক্ষমা করবার জন্য তাঁর বাবাকে তিনি অনুরোধ করেছিলেন। তখন আগনেস্ জন্ম-গ্রহণ করেনি। কিন্তু ভারী শক্ত লোক তিনি ছিলেন। আমার শাশুড়ী অনেক আগেই গত হয়েছিলেন! আমার স্ত্রীর বাবা তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন। তাতেই তাঁর বুক ভেঙ্গে গিয়েছিল।"

আগনেস্ পিতার স্কন্ধে মাথা রাখিয়া একখানি বাহু দ্বারা তাঁহার গলদেশ বেষ্টন করিল।

"তাঁর ভারী নরম ও স্নেহপ্রবণ হৃদয় ছিল। সে বুক ভেঙ্গে গেল। আমি তাঁর কোমল অন্তরের কথা জান্‌তাম। তিনি আমায় বড় ভালবাস্‌তেন। কিন্তু কোন দিন সুখী হ'তে পারেন নি। তাই অকালে তিনি চ'লে গেছেন। আগনেস্ তখন মাত্র ১৫ দিনের শিশু। আমার মাথার পাকা চুল তোমার নিশ্চয় মনে পড়ে, যখন প্রথম এখানে এসেছিলে?"

আগনেসের গণ্ডদেশে তিনি চুমা দিলেন।

"আমার প্রাণাধিকা কন্যার জন্য যে স্নেহ, সেটা ব্যাধি-পূর্ণ ছিল। কারণ আমার মন তখন সুস্থ ছিল না। এ বিষয়ে বেশী কিছু বলব না, আমার নিজের কথা আমি বল্‌ছি না, ট্রট্‌উড, আমার স্ত্রীর কথাই বল্‌ছি। আগনেসের কথাই বল্‌ছি। আগনেস্ যে কি, তা আমি বল্‌তে চাই না, তার চরিত্রে আমি তার মার কাহিনী পাঠ করেছি। অনেক দিন পরে আমরা তিন জন আবার একসঙ্গে মিলেছি। তাই আজ তোমাকে সব বল্‌লাম। এখন বল্‌বার আর কিছু নেই—সবই বলা হয়েছে।"

তাঁহার অবনত মস্তক এবং আগ্‌নেসের পিতৃভক্তি, পূর্ণ অপ্সরার মত আনন হইতে অনেক অর্থ আমার হৃদয়ঙ্গম হইল। এ সব অর্থ পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই।

আগনেস্ তাহার পিতার পার্শ্ব হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পিয়ানোর পাশে গিয়া সে পুরাতন সুরের কয়েকটি গান বাজাইল।

পাশেই আমি দাঁড়াইয়াছিলাম। আগনেস্ বলিল, "আবার কি বিদেশে যাবার সংকল্প আছে?"

"আমার বোনের এ বিষয়ে পরামর্শ কি?"

"না, আর যাবে ব'লে মনে হয় না।"

"তা হ'লে আগনেস্, আমি আর যাব না!"

"আমার মনে হয়, তোমার আর যাওয়া সঙ্গত হবে না, ট্রটউড! তুমি যখন আমায় জিজ্ঞাসা করছ, তখন এই কথাই আমি বলব। তোমার খ্যাতি যে রকম দিন দিন বাড়ছে, যেমন সাফল্য লাভ করছ, তাতে ভাল কাজ করবার শক্তিও তোমার বাড়ছে। আমার ভাই এখন আর কোথাও যেতে পারে না।"

"আমি যা হয়েছি, সে তোমার কীর্ত্তি, আগনেস্। এ'কথা তুমি সব চেয়ে ভাল জান।"

"আমি তোমায় গ'ড়ে তুলেছি, ট্রটউড?"

"হ্যাঁ, প্রাণাধিকা আগনেস্, তুমি। আজ প্রথম দেখা হবার পর সে কথা আমি তোমায় বলতে চেয়েছিলাম। ডোরার মৃত্যুর পর এই কথাটাই আমার মনে জেগে রয়েছে। আমাদের ছোট ঘরে তুমি যখন এসেছিলে, সেই সময় উপরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে তুমি যা বলেছিলে, আগনেস্, তা তোমার মনে থাকতে পারে।"

অশ্রুপূর্ণ নেত্রে সে বলিল, "ট্রটউড, "এমন ভালবাসা, এমন নির্দ্দোষ, অথচ অত অল্পবয়স, তা কি আমি ভুলতে পারি?"

"তখন তুমি আমার বোন্ ছিলে, তার পর থেকে বরাবরই সেই স্থান তুমি অধিকার ক'রে রয়েছ। আগনেস্, চিরদিন তুমি ঊর্দ্ধদিকে আমাকে চালিয়ে নিয়ে চলেছ, ভাল কাজের দিকে আমার গতি নির্দ্দেশ করেছ, উচ্চতর আদর্শের দিকে সকল সময়েই তুমি আমাকে পরিচালিত করেছ!"

সে শুধু মাথা নাড়িল। তাহার অশ্রুসিক্ত দৃষ্টিতে এখনও সেই প্রশান্ত করুণ হাস্য বিভাসিত হইতে দেখিলাম।

"আগনেস্, এ জন্য আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ, চিরদিন আমি তোমার অনুরাগী। আমার এ অনুরাগের স্নেহের কোন বিশ্লেষণ নেই। আমি তোমাকে জানাতে চাই, কিন্তু কেমন ক'রে বোঝাব, তার ভাষা নেই। চিরদিন আমি তোমার মুখের দিকেই চেয়ে থাকব, তুমি আমাকে পথ দেখাবে, আমাকে চালিয়ে নিয়ে যাবে। অতীতকালে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে যেমন তুমি পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছ। আমাদের মধ্যে যত রকম পরিবর্ত্তনই হয়ে থাকুক, যত রকম বন্ধনের পাকেই না আমরা জড়িয়ে পড়ি, আমি সব সময়েই তোমার দিকে চেয়ে থাকব, এখন যেমন ভালবাসি, তেমনই ভালই বাসব। চিরদিনই তোমায় ভালবেসে এসেছি, আগনেস্! তুমিই আমার সান্ত্বনা, তুমি আমার সকল বিষয়ের উৎস। আগেও ছিলে, এখনও আছ, ভবিষ্যতেও থাকবে। যত দিন আমার মৃত্যু না হবে, প্রাণাধিকা বোন্, আমি সকল সময়েই দেখব, তুমি ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে আমায় পথ দেখাচ্ছ।"

সে আমার হাতে হাত রাখিল, বলিল যে, আমি যাহা বলিলাম, সে জন্য সে গর্ব্ব অনুভব করিতেছে। তবে আমি তাহাকে অতিরিক্ত প্রশংসা করিয়াছি।

তার পর সে কোমলভাবে পিয়ানো বাজাইতে লাগিল, কিন্তু তাহার দৃষ্টি আমার উপরেই স্থাপিত রহিল।

"আগনেস্, আজ এখন যা শুনলাম, তুমি কি বিশ্বাস করবে, প্রথম যখন তোমাকে আমি দেখি, তখন আমার মনে এইরকম একটা অনুভূতি জেগে উঠেছিল?"

সে বলিল, "তুমি শুনেছিলে, আমার মা নেই, তাইতে তুমি আমার প্রতি করুণাপরবশ হয়েছিলে।"

"না, আগনেস্, তার চেয়ে অনেক বেশী। আমার মনে হয়েছিল, যেন তোমার চারপাশে একটা অবর্ণনীয় কোমলতা রয়েছে। দুঃখের একটা অনুভূতি আর কারও মনে থাকতে পারে, কিন্তু তোমাতে তা নেই।"

আমার দিকে তেমনইভাবে চাহিয়া সে বাজাইয়া যাইতে লাগিল।

"আগনেস্, এমন কল্পনার জন্য তুমি কি হাসবে?"

"কখনই না!"

"অথবা আমি যদি বলি যে, আমার তখন বিশ্বাস হয়েছিল যে, যত রকম বাধা-বিঘ্ন আসুক না কেন, তুমি চিরদিন বিশ্বস্তভাবে স্নেহ বিলিয়ে যাবে, যত দিন বাঁচবে, একই ভাবে চলবে—তা হ'লে কি তুমি আমার এ স্বপ্ন দেখায় হেসে উঠবে?"

"নিশ্চয় না, কখনই না!"

মুহূর্ত্তের জন্য একটা বিপন্ন ভাবের ছায়া তাহার মুখের উপর দিয়া চলিয়া গেল! কিন্তু পরক্ষণেই তাহা বিলুপ্ত হইল। সে তেমনই প্রশান্ত হাস্য সহকারে আমার দিকে চাহিয়া বাজাইয়া যাইতে লাগিল।

অশ্বারোহণে আমি যখন নির্জ্জন রজনীতে ফিরিয়া চলিলাম, বাতাস যেন অশান্ত স্মৃতির মত আমার চারি পাশে বহিতে লাগিল। আমি কথাটা চিন্তা করিতেই মনে হইল, সে সুখী নহে। আমিও সুখী নহি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমি অতীতের উপর শীল-মোহর আঁটিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছি। তাহার কথা ভাবিতে ভাবিতে—ঊর্দ্ধদিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশের কথা চিন্তা করিতে করিতে ভাবিলাম, আমি তাহাকে এখনও এমনভাবে ভালবাসিতে পারি, যাহা পৃথিবীতে অপরিজ্ঞাত। তাহাকে বলিতে পারি যে, তাহাকে ভালবাসি বলিয়া আমার হৃদয়ে কি সংগ্রাম চলিয়াছে।

একষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

কিছুদিনের জন্য—কয়েক মাস হইবে—আমার উপন্যাস শেষ করিবার জন্য আমি ডোভারে পিতামহীর কাছে রহিলাম। যে ঘরে বসিয়া প্রথম রাত্রিতে আমি সমুদ্রে চন্দ্রের শোভা দেখিয়াছিলাম, সেই ঘরে বসিয়া আমার উপন্যাস রচনা করিতাম।

আমি সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়া গ্রন্থ-রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলাম। তখন উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, জয়লাভের আনন্দ, আমার সৌন্দর্য্যজ্ঞানের প্রশংসা, এ সকল কিছুই আমার মনে স্থান পাইত না। যদি গ্রন্থখানির কোন মূল্য থাকে, তখন সবই পাওয়া যাইবে।

মাঝে মাঝে আমি লণ্ডনে যাইতাম। ট্রাডেলস্এর সহিত বৈষয়িক পরামর্শ করিবার জন্যও বটে, আবার জনারণ্যমধ্যে আত্মগোপন করিবার জন্যও বটে। ট্রাডেলস্ আমার কাজের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিল। আমার আর্থিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইতেছিল। বহুলোক—আমার অপরিচিত বহু ব্যক্তি আমাকে পত্র লিখিত। তাহার উত্তর দেওয়া সহজসাধ্য ছিল না। তাই ট্রাডেলস্এর আপিসে আমারও নাম আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ডাকঘরের পিয়ন সেখানে ঝুড়ি ঝুড়ি পত্র রাখিয়া যাইত। সেখানে স্বরাষ্ট্র-সচিবের মত বিনা বেতনে আমি পরিশ্রম করিতাম। পত্রলেখকদিগের মধ্যে এমন অনেক ব্যবহারাজীব ছিলেন, যাঁহারা আমার নামে কমন্সএ ব্যবসা চালাইয়া আমাকে নির্দ্দিষ্ট হারে লাভের অংশ দিবার প্রস্তাব করিতেন। আমি সে সকল প্রস্তাবে উপেক্ষা করিতাম। কারণ, আমি জানিতাম, এরূপ অনেক 'আইনব্যবসায়ী আছেন, যাঁহারা এইভাবে কাজ করিয়া কমন্সের দুর্নামের সহায়তা করেন। আমি ব্যবহারাজীবের কাজ না করিয়া এমন একটা প্রতারণার ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে চাহিলাম না।

ট্রাডেলস্এর শ্যালিকারা পল্লীতে ফিরিয়া গিয়াছিল। শুধু ট্রাডেলস্পত্নী ছিলেন। এমন গৃহকর্ত্রী হাস্যবদনা কর্ম্ম-তৎপরা গৃহিণী সহসা দেখা যায় না।

আমি প্রায়ই দেখিতাম, সোফী একখানি খাতায় কি যেন লিখেন। আমি আসিলেই তিনি উহা ড্রয়ারে চাবিবদ্ধ করিয়া রাখেন। কেন তিনি এমন করেন? এক দিন গুপ্ত রহস্য প্রকাশ পাইল। ট্রাডেলস্ এক দিন তাহার ড্রয়ার হইতে একখানা কাগজ টানিয়া লইয়া বলিল যে, উহা কাহার হাতের লেখা, আমি বলিতে পারি কি না?

সোফী তখন ট্রাডেলস্এর চটিজুতা আগুনে গরম করিতেছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "টম্, না, না!"

টম্ আনন্দভরে বলিল, "কেন না? কপারফিল্ড এ লেখাটা দেখ ত!"

আমি বলিলাম, "এটা ত উকীলী লেখা। ভারী কড়া হাতের লেখা।"

ট্রাডেলস্ বলিল, "কোন মহিলার লেখা ব'লে মনে হয় কি?"

আমি বলিলাম, "মহিলার লেখা!"

ট্রাডেলস্ উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল যে, তাহার এক জন কেরাণী রাখিবার প্রয়োজনের কথা শুনিয়া সোফী সে কার্য্য নিজে করিবেন সংকল্প করেন। এজন্য তিনি একটি নমুনা দেখিয়া সেই ভাবের লেখা মক্স করিতে থাকেন। তাহার ফলে এই ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে! এখন সোফী মুহুরীর কাজ সমস্তই নিজে করেন। গৃহস্থালীর কাজের অবকাশে তিনি উহা করিয়া থাকেন। এজন্য ট্রাডেলস্কে আর মুহুরী রাখিতে হয় নাই।

বলিলাম, "ট্রাডেলস্, কি চমৎকার স্ত্রী তুমি পেয়েছ, ভাই!"

ট্রাডেল্স্ বলিল, "প্রিয় কপারফিল্ড, সত্যি, সোফী চমৎকার স্ত্রী। এখানকার কাজ সে এমন চমৎকারভাবে করে, তা আর কি বল্‌ব। মিতব্যয়ী, শৃঙ্খলজ্ঞা, গার্হস্থ্য কাজে এমন অভিজ্ঞতা, অতি চমৎকার! তার উপর কি আনন্দময়ী সে!"

"তুমি সুখী, ভাই। তোমরা যুগলে অতি সুখী।"

ট্রাডেল্স্ বলিল, "আমরা দুজনে খুব সুখী, তা আমি স্বীকার করছি। ভোরবেলায় অন্ধকার থাক্‌তে থাক্‌তে সোফী ওঠে, তার পর দিনের কাজ আরম্ভ হয়। মুহুরীর আসবার আগেই বাজার-হাট শেষ ক'রে ফিরে আসে—ঝড়-বৃষ্টি-বাদলেই—সামান্য জিনিষ থেকে চমৎকার খাবার জিনিষ তৈরী করে। সব জিনিষ যথাস্থানে গোছান থাকে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তার পর আমার সঙ্গে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ব'সে কাজ করা আছে। একটু বিরক্তি নেই, সব সময়েই হাসিমুখ, সব সময়ে উৎসাহ দেওয়া আছে। অনেক সময় মনে হয়, কি ক'রে এত পারে! বাস্তবিক, আমি অবাক্ হয়ে থাকি, কপারফিল্ড!"

ট্রাডেল্স্ বলিয়া চলিল, "অনেক সময় বিশ্বাস হয় না, ভাই। বাড়ীতে ব'সে ব'সে কত রকমের পর্দ্দা তৈরী করেছে। রাস্তায় যখন দু'জনে বেড়াতে বেরুই, জহরতের দোকানে নানা রকম অলঙ্কার দেখ্‌তে পাই। আমি বলি যে, তাকে একটা ভাল গয়না কিনে দেব, যদি টাকা জোটে। সোফীও বলে, যদি টাকা জোটে, সে আমায় একটা সোনার ঘড়ী কিনে দেবে। তার পর দু'জনেই ফিরে আসি, মনে হয়, যেন আমাদের জিনিষ পাওয়াই হয়ে গেছে। আধা টিকিটের থিয়েটারে গিয়ে দু'জনে থিয়েটার দেখি, আমোদ পাই। ভাই, সত্য কথা বল্‌তে কি, যদি আমি লর্ড চ্যান্সলার হতুম, তবু এত আনন্দ আমাদের হ'ত না।"

আপন মনে বলিলাম, "তুমি যা কর্‌বে, ট্রাডেল্স্, তাই সুন্দর, তাই চমৎকার।" তার পর প্রকাশ্যে বলিলাম, "ভাই,

আজকাল স্কুলের মত সে অভ্যাস আছে ত? কাগজে মানুষের কঙ্কাল এঁকে থাক?"

আরক্তমুখে ট্রাডেল্‌স্ বলিল, "সত্যি বল্‌তে কি, ভাই কপারফিল্ড, এখনো সে অভ্যাস ত্যাগ করতে পারিনি। সে দিন সকলের পেছনের বেঞ্চে বসেছিলুম। হাতে কোন কাজ ছিল না। তখন ঐ রকম যা তা আঁকতে সুরু ক'রে দিলুম।"

উভয়ে প্রাণ ভরিয়া হাসিতে লাগিলাম। তার পর হাসিতে হাসিতে ট্রাডেল্‌স্ বলিল, "বুড়ো ক্রিকেল!"

আমি ট্রাডেল্‌স্‌এর মত সেই লোকটাকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত ছিলাম না। তাই বলিয়া উঠিলাম, "সে রাস্‌কেলটা আমাকে চিঠি লিখেছে, ভাই।"

ট্রাডেল্‌স্ বলিল, "স্কুলমাষ্টার ক্রিকেল? সত্যি বল্‌ছ?"

আমি বলিলাম, "আমার যশঃ ও অর্থভাগ্য দেখে যারা পত্র লিখ্‌ছে, তাদের মধ্যে এ লোকটাও এক জন। সে লিখেছে যে, সে বরাবরই আমার উপর ভাল ভাব পোষণ করত, ভালবাসত। তাই আমার সৌভাগ্য ও যশে সে আনন্দিত হয়েছে। এখন আর সে স্কুলমাষ্টারী করে না। সে কাজ ছেড়ে দিয়েছে। মিড্‌লসেক্সএ সে এখন ম্যাজিষ্ট্রেট।

ভাবিলাম, এ কথা শুনিয়া ট্রাডেল্‌স্ বোধ হয় বিস্মিত হইবে। কিন্তু সেরূপ কোন লক্ষণ তাহার ব্যবহারে প্রকাশ পাইল না।

আমি বলিলাম, "আচ্ছা, কি ক'রে ও লোকটা মিডল-সেক্সএর ম্যাজিষ্ট্রেট হ'ল, বল ত, ট্রাডেল্‌স্?"

সে বলিল, "কথাটা বলা বড় শক্ত। হয় ত সে কাকেও ভোট দিয়েছিল বা টাকা ধার দিয়েছিল। অথবা কারও জন্য কোন জিনিষ কিনে দিয়েছিল, কিংবা এমন হ'তে পারে যে, কাকেও নানাপ্রকারে সন্তুষ্ট করেছিল। সেই লোকটার সঙ্গে হয় ত সেখানকার কোন বড় লোকের জানা-শোনা ছিল! সেই বড় লোকের সুপারিশে ক্রিকেল ঐ পদ পেয়েছে।"

"তা হ'তে পারে। বুড়ো আমায় লিখেছে যে, কারা-গারের নিয়ম-শৃঙ্খলা কি রকম চল্‌ছে, তা সে আমাকে দেখাতে পারে। আর সে নিয়মই ঠিক! তাতে পাকা বদমাসরাও অনুতপ্ত হয়। সেটা হচ্ছে নির্জ্জন কারাবাস। কি বল তুমি?"

ট্রাডেল্‌স্ গম্ভীরভাবে বলিল, "কি? এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে?"

আমি বলিলাম, "না, আমি তার এই নিমন্ত্রণ নেব কি না, আর তুমি আমার সঙ্গে যাবে কি না?"

ট্রাডেল্‌স্ বলিল, "আমার আপত্তি নেই।"

"তা হ'লে আমি লিখে দিই যে, আমরা যাব। এই ক্রিকেল তার ছেলেকে বাড়ী থেকে বার ক'রে দিয়েছিল। আর কি রকম ভাবে তার স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে ব্যবহার করত, তা ত জান?"

ট্রাডেল্‌স্ বলিল, "খুব মনে আছে।"

"এখন বুড়োর চিঠিখানা প'ড়ে দেখলে, লোকটার জে[illegible] কয়েদীদের সম্বন্ধে কি রকম দরদবোধ। বোধ হয়, এ[illegible] দরদ ঐ জাতীয় জীব ছাড়া আর কারও ওপর ওর নেই।"

স্থির হইল যে, কবে আমরা দেখিতে যাইব।

নির্দ্দিষ্ট দিনে আমার মিঃ ক্রিকেলের কারাগারে গম[illegible] করিলাম। একটি ঘরে পুরাতন স্কুলমাষ্টারের সম্মু[illegible] আমরা নীত হইলাম। সে আমাকে সমাদরে অভ্যর্থন[illegible] করিল। ট্রাডেল্‌স্‌এর পরিচয় দিতে তাহাকেও বৃদ্ধ আমারই মত সমাদর করিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাহার উ[illegible]ভাব এখনও হ্রাস পায় নাই।

বৃদ্ধ আমাদিগকে কারাগারের সকল স্থান দে[illegible]। এখানে প্রত্যেক বন্দীকে স্বতন্ত্র কক্ষে আবদ্ধ করিয়া [illegible] হয়, কেহ কাহারও সহিত আলাপ-পরিচয় করিতে [illegible] না। ইহার ফলে তাহারা না কি অনুতপ্ত হয়।

কিন্তু সমুদয় ব্যবস্থা দেখিয়া আমার মনে হইল, বন্দী[illegible] পরস্পরের সহিত আলাপ করিবার যথেষ্ট সুযোগ পা[illegible]। তাহাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও রীতিমত চলিয়া থাকে।

কথায় কথায় শুনিলাম, ২৭ নম্বরের বন্দী না কি আদর্শ কয়েদী। সে ম্যাজিষ্ট্রেটের ভারী পেয়ারের। ২৮ নম্বরে[illegible] আসামীও আদর্শ, কিন্তু ২৭ নম্বর তাহাকেও না কি নিষ্প্র[illegible] করিয়া দিয়াছে। আমি এই দুইটি বন্দীকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। বিশেষতঃ যখন শুনিলাম, সাতাশ নম্বরের আসামী তাহার মাকে বড় চমৎকার ধর্ম্ম উপদেশ-মূলক পত্র লেখে, তখন তাহাকে দেখিবার জন্য আমি বিশে[illegible] ঔৎসুক্য অনুভব করিলাম।

মিঃ ক্রিকেল আমাদিগকে সাতাশ নম্বরের কারাক[illegible] সম্মুখে লইয়া গেল। সে একটা ছিদ্রপথে ঘরের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল যে, বন্দী এখন স্তোত্র-গ্রন্থ পাঠ করিতেছে।

মিঃ ক্রিকেল ঐ কারাকক্ষের দ্বার মুক্ত করিতে আদেশ দিল। তার পর সাতাশ নম্বর আমাদিগের কাছে আসিতে আদিষ্ট হইল। কিন্তু আমরা এ কাহাকে দেখিতেছি? এই সাতাশ নম্বরের আসামী উড়িয়া হিপ্!

সে আমাদিগকে চিনিতে পারিয়া বলিল, "কেমন আছেন, মিঃ কপারফিল্ড? মিঃ ট্রাডেল্‌স্, আপনি ভাল আছেন ত?"

সকলেই তাহার ব্যবহারে প্রশংসা করিতে লাগিল। তাহার গর্ব্ব নাই, অহঙ্কার নাই।

মিঃ ক্রিকেল বলিল, "ভাল, সাতাশ নম্বর, আজ তুমি কেমন বোধ করছ?"

উড়িয়া হিপ্ বলিল, "আমি অতি হীন।"

মিঃ ক্রিকেল বলিল, "সে ত তুমি বরাবরই আছ, সাতাশ নম্বর।"

আর এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন, "তুমি বেশ স্বচ্ছন্দে আছ ত ?"

প্রশ্নকারীর দিকে চাহিয়া উড়িয়া হিপ্ বলিল, "হ্যাঁ, আপনাকে ধন্যবাদ, মশাই! বাইরে আমি যত সুখে ছিলাম, তার চেয়ে এখানে আরামে আছি। এখন আমার বোকামীর কথা বুঝতে পারছি, মশাই। তাতেই আমার বেশী সুখ।"

সাতাশ নম্বর আমাদের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। তখন আটাশ নম্বরকে আনিবার আদেশ দেওয়া হইল।

আমি এতই বিস্ময়বোধ করিয়াছিলাম যে, আটাশ নম্বর যখন সম্মুখে আসিল, তাহাকে লিটিমার বলিয়া চিনিতে পারিয়া আমি হাল ছাড়িয়া দিলাম। সে একখানা বই পড়িতে পড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

এক জন বলিলেন, "আটাশ নম্বর, তুমি গত সপ্তাহে কোকোর জন্য অভিযোগ করেছিলে। তার পর হ'তে ভাল কোকো পাচ্ছ ত ?"

লিটিমার বলিল, "ধন্যবাদ, মশাই, এখন ভাল জিনিষই পাচ্ছি। তবে খাঁটি দুধ দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু লণ্ডনে ভেজাল দুধ খুব বেশী, কাজেই খাঁটি দুধ পাওয়া যেতে পারে না।"

চশমাধারী লোকটি বলিলেন, "তোমার মনের অবস্থা এখন কেমন, আটাশ নম্বর ?"

লিটিমার বলিল, "ধন্যবাদ মশাই, আমার বোকামীর জন্য আমি লজ্জিত। আমার আবার সঙ্গীদের পাপের কথা মনে পড়লে আমার মন খুব অনুতপ্ত হয়। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তারা ক্ষমা পাবে!"

প্রশ্ন হইল, "তুমি এখন বেশ সুখী আছ ?"

লিটিমার বলিল, "ভারী বাধিত হলুম, মশাই। ঠিক তাই।"

"এখন তোমার মনে কি হচ্ছে? যদি কিছু থাকে, বল্‌তে পার, আটাশ নম্বর।"

লিটিমার চক্ষু না তুলিয়া বলিল, "আমি যদি ভুল না দেখে থাকি, এখানে এমন ভদ্রলোক আছেন, যিনি আমার জীবনের পূর্ব্বকথা জানেন। যুবকদের অধীনে কাজ করায় আমি যেমন তেমন ভাবে তখন কাল কাটাতাম। আমার অতীত দোষগুলি সে জন্যই হয়েছিল। তখন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে কাজ ক'রে ফেলতাম, মনের জোর ছিল না। আমি নিজের দোষের জন্য অনুতপ্ত। সেই ভদ্রলোকটি দলে প'ড়ে যে পাপের সহায়তা করেছিলেন, আশা করি, তার জন্য তিনি অনুতপ্ত হবেন।"

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন, "আটাশ নম্বর, এটা তোমার গুণের কথা বলতে হবে। আচ্ছা, আর কিছু আছে ?"

সে চক্ষু না তুলিয়াই বলিল, "এক জন তরুণী ভ্রান্তপথে চলেছিলেন। তাঁকে আমি রক্ষা করবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু উদ্ধার করতে পারিনি। সেই ভদ্রলোকটিকে আমি অনুরোধ করছি, সেই যুবতীটিকে তিনি যেন জানিয়ে দেন যে, আমার সম্বন্ধে সেই স্ত্রীলোকটি যে মন্দ ব্যবহার করেছিলেন, আমি তাঁকে ক্ষমা করেছি। আর একটা কথা, সেই স্ত্রীলোকটি অনুতাপ করেন যেন।"

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন, "তুমি যে ভদ্র লোকটির কথা বল্‌ছ, তিনি নিশ্চয় বুঝবেন, তুমি ঠিক কথাই বলেছ। আচ্ছা, আর তোমাকে আমরা আটকে রাখব না।"

লিটিমার বলিল, "ধন্যবাদ। ভদ্র মহোদয়গণ, বিদায়। আপনারা ও আপনাদের আত্মীয়-স্বজন যেন নিজেদের মন্দ কাজগুলো দেখবার চেষ্টা করেন!"

আটাশ নম্বর বিদায়কালে একবার উড়িয়ার দিকে চাহিল। উড়িয়াও চাহিয়া দেখিল। মনে হইল, তাহারা পরস্পর পরিচিত। কোন না কোন উপায়ে তাহাদের মধ্যে সংবাদের আদান-প্রদান চলে। সে চলিয়া গেলে একটা প্রশংসাধ্বনি উত্থিত হইল যে, সে ভদ্রলোক।

মিঃ ক্রিকেল বলিল, "আচ্ছা, সাতাশ নম্বর, বল ত তোমার জন্য কেউ কিছু করতে পারে কি না? যদি থাকে, তা বল।"

"আমি সবিনয়ে জানাচ্ছি, আমার মাকে পত্র লিখবার আবার অনুমতি দিন।"

"সে অনুমতি তোমায় দেওয়া গেল।"

"ধন্যবাদ! আমার মার জন্য ভারী উদ্বেগ আমার। তিনি নিরাপদে নেই ব'লে আমার আশঙ্কা হচ্ছে।"

কেহ জিজ্ঞাসা করিল, "বিপদ কিসের।" কিন্তু সকলেই বলিয়া উঠিল, "চুপ কর!"

উড়িয়া প্রশ্নকারীর দিকে চাহিয়া বলিল, "মা আমার অবস্থায় আসুন, এই আমি চাই। এখানে না এলে আমার এখনকার অবস্থা হত না। তাই আমার ইচ্ছে, মা এখানে আসুন। সকলের পক্ষেই এখানে এসে থাকা ভাল।"

ইহাতে উপস্থিত সকলেরই মনে সন্তোষ জন্মিল।

উড়িয়া বলিল, "এখানে আসবার আগে, আমি দোষ ক'রে বেড়াতাম। কিন্তু এখন আমার দোষের কথা আমি বুঝতে পারি। কারাগারের বাইরে খালি পাপ। মার মধ্যেও অনেক পাপ আছে। এখানে ছাড়া আর সব জায়গাতেই পাপ আছে।"

মিঃ ক্রিকেল বলিল, তোমার চমৎকার পরিবর্ত্তন হয়েছে।"

অনুতপ্ত বন্দী বলিল, "হ্যাঁ, মশাই।"

কেহ বলিল, "এবার ছাড়া পেলে আর পাপ কাজ করবে না ত?"

"না, মশাই, কখনই নয়!"

মিঃ ক্রিকেল বলিল, "তুমি মিঃ কপারফিল্ডকে আর কিছু বল্‌তে চাও?"

উঠিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "মিঃ কপারফিল্ড, আপনি আমায় জানেন। আমি এখানে এসে বদলে গেছি। যাঁরা আমার 'ওপর আমার বিনয় সত্ত্বেও কড়া ব্যবহার করতেন, আমার ক্রোধ সত্ত্বেও আমি তাঁদের কাছে নত হয়েই ছিলাম। আমার ওপর আপনিও এক দিন ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন—আমার মুখে আপনি চড় মেরেছিলেন।"

অনেকে ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল।

"কিন্তু মিঃ কপারফিল্ড, আমি আপনাকে ক্ষমা করেছি। সকলকেই আমি ক্ষমা করেছি। কারও উপর বিদ্বেষ পোষণ করা আমার উচিত নয়। আমি মুক্তকণ্ঠে আপনাকে ক্ষমা করছি। আমার আশা আছে, মিঃ ডব্‌লু অনুতাপ করছেন, মিস্ ডব্‌লুও করছেন। সেই পাপীর দল সকলকেই অনুতাপ করতে হবে। মিস্ ডব্‌লু ও মিঃ ডব্‌লুও এখানে এলে ভাল করবেন। আপনাদের সকলকেই আমি বল্‌ছি, এখানে এলে আপনাদের ভাল হবে। যাঁরা এখানে আসেননি, আমি তাঁদের কৃপাপাত্র ব'লে মনে করি।"

প্রশংসা-ধ্বনির মধ্যে সে তাহার নির্জ্জন কক্ষে ফিরিয়া গেল। তাহার কক্ষদ্বার রুদ্ধ হইলে আমি ও ট্রাডেলস্ উভয়েই স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিলাম।

ইহাদের এই অনুতাপের অভিনয়-ভঙ্গী দেখিয়া কি অপরাধে ইহারা এখানে দণ্ডভোগ করিতেছে, তাহা জানিবার কৌতূহল হইল। উহারা কেহই নিজেদের অপরাধের কথার আভাস পর্য্যন্ত দেয় নাই। এক জন ওয়ার্ডারকে ডাকিয়া আমি প্রশ্ন করিলাম।

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি বল্‌তে পার, সাতাশ নম্বর কোন্ অপরাধে এখানে এসেছে?"

শুনিলাম, ব্যাঙ্কের মামলা।

বলিলাম, "ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের জালিয়াতি মোকদ্দমায়?"

"হ্যাঁ, মশাই। জাল, জোচ্চুরী এবং ষড়যন্ত্র। ঐ লোকটার সঙ্গে আরো ক'জন ছিল। ঐ লোকটাই তাদের দিয়ে করিয়েছিল। খুব মোটা টাকা—গভীর ষড়যন্ত্র সে জন্য হয়েছিল। সাত জন ধরা পড়েছিল, আর ঐ বদমাসটা নিরাপদে আড়াল ছিল। কিন্তু ব্যাঙ্কের কর্ত্তারা অনেক চেষ্টা ক'রে ওকে ধরেন—ঠিকই হয়েছে।"

"আটাশ নম্বরের অপরাধ কি, তুমি জান?"

সে চারিদিকে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আটাশ নম্বর! ওরও যাবজ্জীবন দণ্ড হয়েছিল। ও লোকটা তার যুবা মনিবের আড়াইশ পাউণ্ড চুরি করে। বিদেশে যাবার রাত্রেই চুরি ক'রে পালায়। এ মোকদ্দমাটা আমার বেশ মনে আছে, কারণ, এক জন বামন মোকদ্দমায় সাক্ষী ছিল।"

"কি বল্‌লে?"

"একটা ছোট মেয়েমানুষ, তার নামটা আমার মনে নেই।"

"মিস্ মাউচার কি?"

"হ্যাঁ, ঐ নামই বটে। শয়তানটা ছদ্মবেশে পুলিসের দৃষ্টি এড়িয়ে আমেরিকায় পালাবার যোগাড়ে ছিল। এমন ভোল বদলে ফেলেছিল যে, কেউ তাকে দেখে চিন্‌তে পারবে, তার যোটি ছিল না। সাউদাম্‌টনে সেই বামন মেয়েটির সঙ্গে ওর দেখা হয়। সে ওকে দেখেই ছদ্মবেশ সত্ত্বেও ওকে চিনে ফেলে। তার পর ওর দুপায়ের ফাঁকের মধ্যে ঢুকে সে ওকে ফেলে দেয়। তার পর প্রাণপণে ধ'রে থাকে।"

"চমৎকার, মিস্ মাউচার!"

"আপনি যদি বিচারের দিন সাক্ষীর কাঠগড়ায় সেই ছোট মেয়েমানুষটিকে চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে সাক্ষী দিতে দেখতেন, তবে আপনিও আমার মত চমৎকৃত হতেন। লোকটা সেই মেয়েমানুষটির মুখ কেটে দিয়েছিল। তাকে ভীষণভাবে প্রহার করেছিল, কিন্তু মেয়েমানুষটি তবু ওকে ছাড়েনি। এমনভাবে তাকে আঁকড়ে ধরেছিল যে, পুলিসও তাকে ছাড়িয়ে নিতে পারেনি। তাই দু'জনকেই ধ'রে নিয়ে যেতে হয়েছিল। ভারী চমৎকার সাক্ষী সে দিয়েছিল। বিচারক তার ভারী প্রশংসা করেছিলেন। সকলে জয়ধ্বনি ক'রে তাকে তার বাসায় পৌঁছে দিয়েছিল। সে বলেছিল, লোকটা যদি স্যামসনের মতও পালোয়ান হ'ত, তবু সে তাকে একা পাকড়াও করত। আমার বিশ্বাস, সে তা পারত।"

আমারও তাহাই বিশ্বাস। মিস্ মাউচারের প্র[illegible] আমার হৃদয় শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া পড়িল।

মিঃ ক্রিকেলকে এ কথা অবগত করান বৃথা যে, [illegible] ও আটাশ নম্বরের বন্দীরা কোন দিনই পরিবর্ত্তিত হই[illegible]। ঠিক একভাবেই বরাবর তাহারা চলিয়াছে। [illegible]ওরা আগেও যে ভণ্ডামীর মুখোস পরিয়া থাকিত, এখনও তাহাই তাহাদের আছে। ইহজীবনে উহাদের মতিগতি ফিরিবে না, ভণ্ডামীর মুখোস পরিয়াই চলিতে থাকিবে। কিন্তু বৃদ্ধ ক্রিকেলকে সে কথা জানাইয়া কোন লাভ নাই।

আমরা সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম।

দ্বিষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

বড়দিনের উৎসব সমাপ্ত হইল। বিদেশ হইতে আমি দুই মাস হইল দেশে ফিরিয়া আসিয়াছি। প্রায়ই আমি আগনেসের সহিত মিলিত হইতাম। সকলে উচ্চকণ্ঠে আমার প্রশংসাকীর্ত্তন ও উৎসাহদান করিলেও, আগনেস্ আমাকে সামান্ত ও স্বল্প কথায় প্রশংসা করিত।

সপ্তাহে অন্ততঃ একবার, কখনও কখনও তাহার অধিক বার আমি অশ্বারোহণে তাহার কাছে যাইতাম এবং অপরাহ্ণকাল পর্য্যন্ত সেখানে যাপন করিতাম। সাধারণতঃ

রাত্রিকালে আমি ফিরিয়া আসিতাম। সকল সময়েই আমার মনে একটা অশান্তি বিরাজ করিত। রাত্রিকালে বাড়ী ফিরিবার সময় একা সেই চিন্তায় বিভোর হইয়া ফিরিতাম।

আমি যখন আগনেস্‌কে আমার রচনা পড়িয়া শুনাইতাম, যখন সে অভিনিবেশসহকারে সে রচনা শ্রবণ করিত, আর আমি তাহাকে লক্ষ্য করিতাম, তাহার মুখে আনন্দের হাস্য অথবা অশ্রুচিহ্ন দেখিতাম, তখন আমার মনে এই চিন্তা জাগিয়া উঠিত যে, তাহাকে পাইলে আমার জীবনের কি পরিণতি ঘটিত। কিন্তু শুধু চিন্তাই করিতাম। ডোরাকে বিবাহ করার পর আমি ভাবিতাম, আমার স্ত্রী কিরূপ হইবে, কিরূপ হওয়া উচিত, কিন্তু প্রকাশ করিতে পারিতাম না। এখনও আমি সেইরূপ ভাবে চিন্তাই করিতাম।

আগনেস্ আমাকে যে ভাবে ভালবাসিত, স্বার্থপরভাবে আমি সে ভালবাসাকে নিস্পন্দ করিয়া দিয়াছিলাম। আর তাহার পুনরুজ্জীবন অসম্ভব! আমার ভাগ্যকে আমি নিজেই গড়িয়াছি, সুতরাং এখন আক্ষেপ করিয়া কোন ফল নাই, অধিকারও নাই। আমাকে সহ্য করিয়াই যাইতে হইবে।

আমি তাহাকে ভালবাসিতাম। এখন আমার মনকে এই সান্ত্বনা দিতাম, বহু যুগ পরে আমি এক দিন তাহার কাছে সে কথা স্বীকার করিব। তখন সব শেষ হইয়া যাইবে। সেই সময় আমি তাহাকে বলিব, "আমি দেশে যখন ফিরিয়া আসিয়াছিলাম, তখনই আমি এই ভালবাসা অনুভব করিয়াছিলাম। আগনেস্! এখন আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আর কাহাকেও সে সময় হইতে ভালবাসিতে পারি নাই।"

সে আমাকে এমন অবকাশ দেয় নাই যে, আমি বুঝিতে পারি, তাহার কোনও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমার কাছে সে যাহা ছিল, ঠিক সেই একভাবেই আছে। কোন পরিবর্ত্তন তাহার হয় নাই।

বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিবার রাত্রিতে ঠাকুরমার সহিত এ সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহার পর আর হয় নাই। উভয়েই তাহার আলোচনা এড়াইয়া চলিয়াছিলাম। আমি বুঝিয়াছিলাম যে, পিতামহী আমার মনের কথা পড়িয়া ফেলিয়াছেন, তাই তিনি আমাকে আমার মনের কথাকে রূপায়িত করিতে দিবার চেষ্টা করেন নাই।

বড়দিন সমাগত, অথচ আগনেস্ এত দিনের মধ্যে তাহার মনের কথা আমাকে জানাইল না, ইহাতে আমি আরও অস্থির হইয়া পড়িলাম। ভাবিলাম যে, আমার মনে ব্যথা দিতে চাহে না বলিয়াই হয় ত সে তাহার মনের কথা আমায় বিশ্বাস করিয়া বলিতে পারিতেছে না। যদি ইহা সত্য হয়, তবে আমার আত্মোৎসর্গের কোন মূল্য নাই। আমি স্থির করিলাম, যদি এই কথা ভাবিয়াই সে কাহাকে ভালবাসে, সে কথা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠা বোধ করিয়া থাকে, তবে আজ রাত্রিতে তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া সে ব্যবধান-প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দিতেই হইবে। আজ তাহা করিব।

সে দিন প্রচণ্ড শীত। কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে তুষারপাত হইয়াছিল। এখনও তুষারে ভূমি আচ্ছন্ন। বাতায়ন-পথে দেখিলাম, সমুদ্রবক্ষে উত্তর-বাতাস বহিতেছে। আমি তখন ভাবিতেছিলাম, এইরূপ দিনে সুইজারল্যাণ্ডে তুষারপাতে মানুষের পথে বাহির হইবার উপায় থাকে না।

দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ঠাকুরমা বলিলেন, "ট্রট্, আজ ঘোড়ায় বা'র হবে ত?"

আমি বলিলাম, "হ্যাঁ, আমি ক্যাণ্টারবেরি যাব। আজ ঘোড়ায় চড়বার দিন, ঠাকুরমা।"

পিতামহী বলিলেন, "তোমার ঘোড়ার যদি সেই রকম মনে হয়, তবে ত! এখন সে দরজায় মাথা ও কাণ নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে যেন ভাবছে, আস্তাবলই তার কাছে ভাল।"

ঠাকুরমা আমাকে নিষিদ্ধ জমীর উপর দিয়া ঘোড়া আনিতে দিতেন, কিন্তু গাধার প্রতি তিনি এখনও তেমনই নির্দ্দয়।

আমি বলিলাম, "এখনি সে তাজা হয়ে উঠ্‌বে।"

আমার টেবলের উপরের কাগজগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি বলিলেন, "আর যাই হোক, ওর মনিবের যে তা'তে ভাল হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাছা, তুমি অনেকক্ষণ এই ঘরে কাটাও! বই যখন পড়তাম, তখন ভাবতে পারতাম না, বই লিখতে কত পরিশ্রম হয়।"

আমি বলিলাম, "কোন কোন সময় পড়াও শ্রমসাধ্য ব্যাপার। ঠাকুরমা, লেখাতেও একটা আনন্দ আছে।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "তাই দেখছি! উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সহানুভূতি, প্রশংসার আকর্ষণ, আরও অনেক কিছু আছে বোধ হয়? ভাল সবই তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে!"

পিতামহী আমার পৃষ্ঠে করাঘাত করিতেছিলেন, আমি তাঁহার সম্মুখে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমি বলিলাম, "আপনি আর কিছু জানেন, ঠাকুরমা? আগনেসের সেই আকর্ষণের বিষয়?"

উত্তর দিবার পূর্ব্বে তিনি আমার দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিয়া বলিলেন, "আমার মনে হয়, আমি জানি, ট্রট্।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার সে ধারণা ঠিক ত?"

"আমার বিশ্বাস, ঠিক।"

তিনি আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। সে দৃষ্টিতে এক প্রকার সন্দেহ অথবা করুণা, অথবা আরও কিছু যেন মিশ্রিত ছিল। অথচ তাহা এমন স্নেহপূর্ণ। ইহাতে আমি তাঁহার কাছে দৃঢ়তাসহকারে প্রফুল্লতা দেখাইবার চেষ্টা করিলাম।

পিতামহী বলিলেন, "আরও কথা এই, ট্রট্—"

আমি বলিলাম, "কি বলুন ত!"

"আমার মনে হয়, আগনেস্ বিয়ে করতে চলেছে।"

সানন্দে আমি বলিলাম, "ভগবান তার মঙ্গল করুন!"

তিনি বলিলেন, "ভগবান তার মঙ্গল করুন এবং তার স্বামীরও কল্যাণ করুন।"

আমিও তাহার প্রতিধ্বনি করিলাম। তাঁহার নিকট হইতে নীচে নামিয়া আসিলাম। ঘোড়ার পৃষ্ঠে চাপিয়া বসিয়া পথে আসিলাম। আমি যাহা করিব বলিয়া সংকল্প করিয়াছিলাম, এখন তাহা করিবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান।

শীতার্ত্ত দিনের অশ্বারোহণ-যাত্রা আমার কেমন স্পষ্ট মনে আছে। বাতাসে ভূমি হইতে উত্থিত তুষারকণা আমার মুখমণ্ডলে আসিয়া লাগিতেছিল। অশ্বখুর হইতে যেন একটা সুর উত্থিত হইতেছিল—সে সুর যেন মাটীর বুকেই সুপ্ত ছিল। অশ্বখুর তাহাকে ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিতেছিল।

আমি আগনেসের দেখা পাইলাম। সে তখন একা ছিল। ছোট ছোট মেয়েরা তাহাদের গৃহে চলিয়া গিয়াছিল। অগ্নিকুণ্ডের ধারে সে একা বসিয়া বই পড়িতেছিল। আমাকে আসিতে দেখিয়াই সে বইখানি রাখিয়া দিল। যথারীতি আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া সে তাহার সেলাই লইয়া বাতায়নের ধারে বসিল।

আমি তাহার পাশে গিয়া বসিলাম। তার পর আমার কাজের কথা—কবে আমার নূতন বইখানি শেষ হইবে, কতখানি লিখিয়া ফেলিয়াছি, সেই সব কথার আলোচনা হইল। আগনেস্ অত্যন্ত প্রফুল্ল ছিল। সে হাসিতে হাসিতে বলিল, আমি শীঘ্রই এত খ্যাতিলাভ করিব যে, এ সকল বিষয়ে আলোচনা করিবার আর সুযোগ হইবে না।

আগনেস্ বলিল, "তাই আমি এ সময়ে যতটা পারি, তোমার সঙ্গে এই সব কথার আলোচনা ক'রে নিচ্ছি।"

আমি তাহার কমনীয় সুন্দর মুখের দিকে চাহিলাম। সে তাহার সেলাই হইতে মুখ তুলিয়া তাহার স্নিগ্ধ প্রশান্ত দৃষ্টি আমার উপর ন্যস্ত করিতেই দেখিল যে, আমি তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছি।

"ট্রটউড, আজ তুমি ভারি চিন্তিত দেখ্‌ছি।"

"আগনেস্, সে কথাটা তোমায় বল্‌তে পারি কি? আমি বলবার জন্যই আজ এসেছি।"

কোন প্রয়োজনীয় কথা আলোচনাকালে সে যেমন করিত, সেই ভাবে সে সেলাইয়ের কাজ একপাশে সরাইয়া রাখিল এবং মনোযোগ দিয়া আমার কথা শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

"প্রাণাধিকা আগ্‌নেস্, আমি তোমার কাছে কপটতা করি ব'লে কি তোমার সন্দেহ হয়?"

সবিস্ময়ে আগনেস্ বলিল, "না!"

"চিরদিন আমি তোমার কাছে যা আছি, তাতেও কি সন্দেহ হয়?"

তেমনই ভাবে সে বলিল, "না!"

"আমি যখন বিদেশ থেকে ফিরে আসি, তখন আমি তোমাকে বল্‌তে চেয়েছিলুম, তোমার কাছে আমি কত কৃতজ্ঞ, কত ঋণী। আগনেস্, কি আগ্রহভরে আমি তোমার দিকে আকৃষ্ট, তাও বল্‌তে চেয়েছিলুম। প্রাণাধিকা আগনেস্—সব মনে পড়ে কি?"

স্নিগ্ধকণ্ঠে সে বলিল, "সে কথা আমার খুব মনে আছে।"

আমি বলিলাম, "তোমার একটা গোপন-কথা আছে। আগনেস্, সেই গোপন-কথা আমায় জানতে দেও—তার ভাগ নিতে দেও।"

সে দৃষ্টি নত করিল, তাহার দেহ কাঁপিতে লাগিল।

"তোমার নিজের ওষ্ঠে উচ্চারিত না হ'লে, সে কথা আমি কারও কাছ হতে শুনলে বুঝতে পারব না। আর কেউ আছে, যাকে তোমার প্রেমের ঐশ্বর্য্য তুমি অর্পণ করতে চাও? তোমার সুখের সঙ্গে যে জড়িত, তার কথা আমায় জানতে দাও। যদি তুমি আমায় বিশ্বাস করতে পার,—তুমি বলেছ, তা তুমি পার; আমি জানি, তুমি পার; তা হ'লে আমাকে তোমার বন্ধু ও ভ্রাতার আসনে বসিয়ে এ বিষয়ে তুমি আমার কাছে কিছু গোপন ক'র না।"

বাতায়নের সান্নিধ্য হইতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার নয়নে কাতরতা, প্রার্থনা। খানিক দূর অগ্রসর হইয়া, সে তাহার করপল্লবে মুখ আবৃত করিল, তার পর এমনভাবে কাঁদিতে লাগিল যে, আমার হৃদয় ব্যথায় চূর্ণ হইয়া যাইবার উপক্রম করিল।

কিন্তু ইহাতে, এই অশ্রুধারাতে আমার মনে একটা নূতন জিনিষ জাগিয়া উঠিল—আমার অন্তরে যেন আশার সঞ্চার হইল। সেই নির্ম্মল হাসি ও এই অশ্রুপাত উভয়ের সমবায়ে আমার হৃদয়ে যাহা আলোড়িত হইয়া উঠিল তাহা দুঃখ নহে, আশঙ্কা নহে,—আশা।

"আগনেস্! বোন্! প্রিয়তমা! আমি কি করলাম!"

"আমায় যেতে দাও, ট্রটউড্। আমি ভাল নেই। আমাতে আমি নেই। এর পর আমি তোমাকে সব বলব। আর এক দিন। তোমাকে পত্র লিখ্‌ব। কিন্তু এখন কোন কথা বলো না। না! না!"

আমি মনে করিয়া দেখিলাম, সে দিন রাত্রিতে আমি তাহাকে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহার উত্তরে সে বলিয়াছিল, তাহার স্নেহ প্রতিদান-কামনা করে না।

"আগনেস্, তোমার এ অবস্থা আমি সহ্য করতে পারছি না। মনে হচ্ছে, আমিই এর হেতু! প্রাণাধিকা, আমার জীবনে তোমার মত প্রিয় আর কিছু নেই। তোমার দুঃখ যদি থাকে, আমাকে তার অংশ দাও। সাহায্য, পরামর্শের যদি প্রয়োজন থাকে, আমাকে সে কাজ করতে দাও। যদি বুকে কোন বোঝা থাকে, আমাকে তা লঘুতর করবার অবকাশ দাও। আগনেস্, কার জন্য আমি

এখন বেঁচে আছি ? তোমার জন্য যদি না হয়, তবে আমার জীবনের প্রয়োজন কোথায় ?"

"ওগো, আমায় ক্ষমা কর! আমি এখন আমাতে নেই। আর এক সময়!" এই কথা ছাড়া আর কিছু শুনিতে পাইলাম না।

স্বার্থান্ধ ভ্রমের বশেই কি আমাকে সরিয়া যাইতে হইবে? অথবা আশা করিবার সূত্র পাইয়াছি? যাহা চিন্তা করিতে সাহস হয় নাই, তাহার কাছে পৌঁছিবার, তাহার দেখা পাইবার পথ মুক্ত হইতেছে?

"না, আমাকে আরও বল্‌তে হবে। এ অবস্থায় আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে পারি না! ভগবানের দোহাই, আগনেস্, এতকাল পরে আর যেন পরস্পর আমরা ভুল না করি। এতকালে যা কিছু হয়েছে,চ'লে গেছে, সবই সেই ভুলের ফল! আমি স্পষ্ট ক'রেই বল্‌তে চাই। তোমার মনে যদি কখনও এ চিন্তা হয়ে থাকে যে, যাকে তুমি সুখী হতে দিতে চাও, আমি তার হিংসা করব—ঈর্ষা করব; তোমার নিজের পছন্দমত যে রক্ষকের হাতে তুমি নিজেকে সঁপে দিতে চাও তার হাতে তোমায় আমি দিতে চাইব না; আমি স্থানচ্যুত হয়ে, সেইখান থেকে তোমার সুখ আনন্দ দেখে, আনন্দ পাব না; এ সব কথা যদি কখনো ভেবে থাক ত তা ভুলে যাও। কারণ, আমি তার উপযুক্ত নই। আমি বৃথা কষ্ট সহ্য করিনি। তুমি বৃথা আমায় শিক্ষা দাওনি। তোমার সম্বন্ধে যা অনুভব করি, তাতে স্বার্থের পাপ মেশানো নেই।"

এখন সে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল। অল্পক্ষণ পরে সে তাহার বিবর্ণ আনন আমার দিকে ফিরাইয়া মৃদুকণ্ঠে কিন্তু স্পষ্টভাবে বলিল—

"ট্রটউড্, তোমার পবিত্র বন্ধুত্ব আমি কামনা করি, তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু বলব, তুমি ভুল বুঝেছ। এ ছাড়া আর আমি কিছু বল্‌তে পারব না। এতকালের মধ্যে যখন সাহায্য প্রয়োজন হয়েছে, আমি তা পেয়েছি, উপদেশ পেয়েছি। যদি কখনো অসুখী হয়ে থাকি, তা চ'লে গেছে। যদি আমার বুকে বোঝা এসে থাকে, তা হাল্কা হয়ে গেছে। যদি আমার কোন গোপন-কথা থেকে থাকে, সেটা মোটেই নতুন নয়। আর তুমি যা ভাবছ, তা নয়। আমি সে কথা বল্‌তে পারব না। ভাগ দিতেও পারব না। দীর্ঘকাল তা আমারই হয়ে আছে, আর তাই থাকিবে।"

"আগনেস্! দাঁড়াও! এক মুহূর্ত্ত!"

সে চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু আমি তাহাকে যাইতে দিলাম না। আমি বাহু দ্বারা তাহার কটিদেশ আবদ্ধ করিলাম। "দীর্ঘকালের মধ্যে!" "সেটা মোটেই নতুন নয়!"—আমার মাথার মধ্য দিয়া নূতন চিন্তা—নূতন আশা যেন আবর্ত্তিত হইতে লাগিল। মনে হইল, জীবনের সমস্ত বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

"প্রিয়তমা আগনেস্! যাকে আমি শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি—যাকে সমগ্র মন দিয়ে ভালবাসি। আজ যখন আমি এখানে এসেছিলাম, আমি ভেবেছিলাম, আমার এ স্বীকারোক্তি কেউ আদায় ক'রে নিতে পারবে না। ভেবেছিলাম, বুড়ো না হওয়া পর্য্যন্ত এ কথা আমার বুকের মধ্যেই থাকবে। কিন্তু আগনেস্, যদি নতুন আশা থাকে, তোমাকে বোনের চেয়ে—বোনের অপেক্ষা ভিন্ন প্রকারের সম্পর্কে যদি তোমায় আমার ক'রে নিতে আশা দেও!—"

তখনও সে কাঁদিতেছিল, কিন্তু তাহা দুঃখের নহে—আনন্দের! আমার বাহুবন্ধনে সে আবদ্ধই ছিল। এমন সে কোন দিন থাকে নাই। আমি কখনও ভাবিতে পারি নাই, এ অবস্থায় তাহাকে কখনও পাইব!

"যখন আমি ডোরাকে খুব ভালবেসেছিলাম, আগনেস্ তুমি জান—"

সে আন্তরিকতা সহকারে বলিল, "হ্যাঁ, তা শুনে আমি খুসী।"

"যখন তাকে ভালবেসেছিলুম—তখনও সে ভালবাসা অসম্পূর্ণ থাকত, যদি তোমার সহানুভূতি না পেতাম। আমি তা পেয়েছিলুম ব'লে তা সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল। তার পর যখন তাকে হারালুম, তখন তোমাকে না পেলে আমি কি করতাম?"

সে তখন আমার বাহুবন্ধনে, বুকের অতি নিকটে—তাহার কম্পিত বাহু আমার স্কন্ধদেশে অর্পিত, তাহার মধুর নয়নের দৃষ্টি অশ্রুসিক্ত—আমার উপর সংন্যস্ত।"

"আগনেস্, তোমাকে ভালবাস্‌তে বাস্‌তেই আমি দেশ-ছাড়া হয়েছিলুম। বিদেশে পড়েছিলুম—তখনও তোমার ভালবাসা। দেশে ফিরে এলুম, তখনও তোমার ভালবাসায় মন বিভোর।"

তাহাকে আমার হৃদয়ের সংগ্রামের কথা বলিলাম, কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম, তাহাও বলিলাম। আমার সমস্ত হৃদয় ও মন তাহার কাছে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইলাম। তাহার সম্বন্ধে আমার কি কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করিয়া আমি নিজের দিকে চাহি নাই। আজও সেই উদ্দেশ্য লইয়াই এখানে আসিয়াছিলাম। যদি সে আমাকে ভালবাসে ও আমাকে স্বামিরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে সে তাহা করিতে পারে। কিন্তু আমার যোগ্যতা বিচার করিয়া নহে। তবে আমি তাহাকে ভাল-বাসি, ইহা সে বিশ্বাস করিতে পারে। আগনেস্, তোমার দৃষ্টির মধ্য দিয়া আজ আমি পরলোকগত বালিকা স্ত্রীর দৃষ্টি যেন অনুভব করিতেছি; সে যেন বলিতেছে—ইহা ঠিকই হইয়াছে। তোমারই মধ্য দিয়া সে যেন আমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে, ফুলটি অকালে ঝরিয়া পড়িয়াছিল, তাহাকে যেন না বিস্মৃত হই!

যেত। ও-দেশে গিয়ে গরীব লোকের ছেলেমেয়েদের অসুখ হ'লে এমিলি তাদের সেবা করত, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সব সময় থাকৃত। এই রকমে সে সকল সময় কাজে ব্যস্ত থাকৃত। লোকের ভাল করতে থাকায় তার মনও ভাল হতে লাগল।"

আমি বলিলাম, "সে খবরটা এমিলি কবে পেয়েছিল?"

মিঃ পেগটী বলিল, "আমি খবর আগে পেয়েছিলুম, কিন্তু এমিলিকে বলিনি। সে প্রায় এক বছর পরের কথা। সে সময় আমরা নির্জ্জন অঞ্চলে থাকতাম। ভারী সুন্দর জায়গা। গাছপালা সব সুন্দর। এক দিন সেখানে এক জন লোক বেড়াতে-গেল, সে এক জন ভ্রমণকারী। নরফোক্ কি সফোকে তাঁর বাড়ী। আমরা তাকে বাড়ীতে নিয়ে গেলাম। সে দেশে সকলেই আগন্তুককে বাড়ী নিয়ে গিয়ে রাখে। তার কাছে পুরোনো খবরের কাগজ ছিল। ঝড়ের বিবরণ তাতে লেখা ছিল। তাই থেকে সে কেমন ক'রে সব জানতে পারে। রাতে যখন আমি বাড়ী এলাম, তখন বুঝলাম, সে খবর পেয়েছে।"

আমি বলিলাম, "সে খবর পেয়ে তার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয়েছিল?"

"হ্যাঁ, অনেক দিন ধ'রে সেটা ছিল। অবশ্য এখন আর তেমন নেই। আমার মনে হয়, নির্জ্জন জায়গার জন্য—তার উপকার হয়েছিল। তার পর সে পাখী-পোষার দিকে ঝোঁক দিলে। মাষ্টার ডেভি, তাকে এখন দেখ্‌লে তুমি চিন্‌তে পার কি না সন্দেহ!"

"এত বদলে গেছে সে?"

"তা আমি জানিনে। আমি তাকে রোজ দেখি, তাই আমি বুঝতে পারিনে। কিন্তু এক এক সময় আমার ঐ রকম মনে হয়। ক্ষীণ শরীর, কোমল, বিষণ্ণ, নীল চোখ; কোমল মুখ, সুন্দর মাথা একটু নত হয়ে পড়েছে; শান্ত গলার স্বর একটু যেন ভীত। এই আমার এমিলি।"

আমরা নীরবে বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

"কেউ কেউ বলে, সে যে লোককে ভালবেসেছিল, সে লোকটা অপদার্থ; কেউ বলে, পাত্রের হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে সে আর বিয়ে করেনি; কিন্তু কেউ আসল কথা জানে না। সেখানে খুব ভাল বিয়ে তার হ'তে পারত। কিন্তু আমায় বলেছে, 'মামা, ও আর এ জীবনে নয়।' সে আমার কাছে হাসিমুখেই থাকে। অন্য কেউ এলে সে স'রে যায়। ছোট ছেলে-মেয়েদের শেখাবার দরকার হলে, সে অনেক দূর হেঁটে চ'লে যায়। কারও অসুখ করেছে শুনলে,—দূর হলেও সে সেবা করতে যায়। বিয়ের মেয়েদের অনেক কাজ সে করেছে, কিন্তু সে কোন বিয়েতে যোগ দেয়নি। তার মামাকে সে খুব ভালবাসে। সবাই—বুড়ো যুবা—সকলেই তাকে ভালবাসে। যাদের দুঃখ-কষ্ট আছে, তারা সকলে এমিলিকে খোঁজে। এই আমার এমিলি!"

আমি বলিলাম, "মার্থা তোমাদের সঙ্গে আছে?"

"মাষ্টার ডেভি, মার্থা বিয়ে করেছে। দ্বিতীয় বছর পড়তেই এক জন তাগড়া জোয়ান চাষী তাকে দেখে পছন্দ করে। সেখানে স্ত্রী পাওয়া বড় মুস্কিল। মার্থা আমাকে বলে যে, আমি তার সব কথা যেন ছেলেটাকে শুনিয়ে দেই। তা শুনে যদি বিয়ে করতে চায়, তখন যা হয় হবে। আমি তাই করি। তার পর সে ছোক্‌রা তাকে সব শুনে বিয়ে করে। তারা বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে আছে।"

"আর মিসেস্ গমিজ?"

এবার বুড়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে বলিল, "মাষ্টার ডেভি, তুমি হয় ত প্রত্যয় যাবে না যে, তাকেও লোকে বিয়ে করতে চেয়েছিল!"

আমি আগনেস্‌কে কখনও এমন ভাবে হাসিতে দেখি নাই।

আমি অতিকষ্টে হাসি সাম্‌লাইয়া বলিলাম, "মিসেস্ গমিজ কি করলে?"

"আমার কথা যদি প্রত্যয় কর, তবে বলি, মাষ্টার ডেভি, মিসেস্ গমিজ লোকটাকে বল্‌লে যে, এ অবস্থায় সে আর অন্য কিছু হতে চায় না। এই ব'লে এমন ভাবে লোকটাকে বালতি নিয়ে তাড়া করেছিল যে, লোকটাকে শেষে আমি রক্ষা করি।"

আবার হাসির গর্‌রা আরম্ভ হইল।

আমি বলিলাম, "এইবার মিঃ মিক্‌বারের কথা বল। তিনি যত টাকা ধার করেছিলেন, সব শোধ দিয়েছেন। সুতরাং মনে হয়, তিনি এখন ভালই আছেন। কিন্তু তাঁর শেষ খবর কি?"

মিঃ পেগটী হাসিয়া পকেট হইতে এক তাড়া কাগজ বাহির করিল। তন্মধ্য হইতে একখানি সংবাদপত্র টানিয়া বাহির করিল।

"মাষ্টার ডেভি, এখন আমরা পোর্ট মিডলবে বন্দরে আছি। সেটাকে সকলে সহর বলে।"

আমি বলিলাম, "আগে মিঃ মিক্‌বার তোমাদের মত বনে-জঙ্গলে থাক্‌তেন ত?"

"হ্যাঁ। এমন জেদী ভদ্রলোক আমি জীবনে দেখিনি। কি পরিশ্রমই তিনি করতেন। এখন তিনি হাকিম।"

"কি বললে, ম্যাজিষ্ট্রেট—হাকিম?"

সংবাদপত্রের একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান দেখাইয়া দিল। আমি পড়িলাম—

"আমাদের বন্ধু ঔপনিবেশিক, মিক্‌বার, ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট উইলকিন্স মিক্‌বার মহাশয়ের উদ্দেশ্যে একটি ভোজ প্রদত্ত হইয়াছিল। হোটেলে তিলধারণের স্থান ছিল না, এত লোক হইয়াছিল। সাতচল্লিশ জনকে ভোজ দেওয়া হইয়াছিল। তাহা ছাড়া সিঁড়িতে ও বারান্দায় কত লোক ছিল, তাহা বলা যায় না। সহরের সুন্দরীরা পর্য্যন্ত এই জনপ্রিয় মহাশয় ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে সমবেত

হইয়াছিলেন। মিডলবে উপনিবেশের সালেম হাউস গ্রামার স্কুলের ডাক্তার মেল এই সভায় নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার দক্ষিণে এই মাননীয় অতিথি উপবেশন করিয়াছিলেন। ভোজশেষে মিক্‌বারের পুত্র বিশুদ্ধ ও মনোরম সঙ্গীতের দ্বারা সকলের চিত্তবিনোদন করিয়াছিলেন। ডাক্তার মেল বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, এই মাননীয় অতিথি সহরের ভূষণ-স্বরূপ। তিনি যেন আমাদিগকে কখনও ত্যাগ করিয়া না যান। তার পর মিঃ মিক্‌বার উত্তর দিবার জন্য বক্তৃতা করেন। সে ভাষা যেমন বিশুদ্ধ, তেমনই চমৎকার। তাঁহার সে বক্তৃতা একটা অপূর্ব্ব ব্যাপার। তাঁহার জীবনে কত কষ্ট ও দুঃখ আসিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিবার সময় সকলেরই চোখে জল আসিয়াছিল। তার পর মিসেস্ মিক্‌বার ও মিঃ মিক্‌বারের কন্যা (বর্ত্তমানে মিসেস্ বিডার বেগ স্) এবং জুনীয়র উইলকিন্স মিক্‌বারের প্রতি সকলে সম্মান প্রকাশ করেন। নৃত্যগীত প্রভৃতি ভোজশেষে আরম্ভ হয়।"

ডাক্তার মেলের কি দুর্দ্দশা ছিল, তাহা আমার অগোচর ছিল না। বিদেশে গিয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধির সংবাদে সুখী হইলাম। এমন সময় মিঃ পেগটী সংবাদপত্রের অন্যত্র আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। দেখিলাম, আমরই নাম রহিয়াছে!—

"ডেভিড কপারফিল্ড, এস্কোয়ার,
"প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার।"

"প্রিয় মহাশয়"

"কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি একখানি গ্রন্থ পাঠ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। সভ্য জগতের অধিকাংশ স্থানেই ইদানীং কল্পনাক্ষেত্রে ইহার পরিচয় ঘটিয়াছে।

"সে যাহাই হউক, প্রিয় মহাশয়, বাধ্য হইয়া আমার যৌবনের সঙ্গী ও বন্ধুর সহিত দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ। অবশ্য ইহার উপর আমার কোনও হাত নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহার উর্দ্ধগতি সম্বন্ধে আমি অমনোযোগী নহি। অথবা তাঁহার বুদ্ধিশক্তি, প্রতিভাপ্রসূত যে সকল বস্তু আমাদিগের সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়াছেন, তাহার স্বাদ—অবশ্যই গ্রহণ করিয়াছি।

"এজন্য এখান হইতে এক জন লোকের যাত্রা উপলক্ষে—যাঁহাকে আমরা উভয়েই সম্মান করি, শ্রদ্ধা করি—আপনার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন না করিয়া পারিলাম না। আমি এখানে এইটুকু বলিতে চাই যে, পোর্ট মিডলবের অধিবাসিবৃন্দ আপনাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছে। কারণ, আপনিই তাহাদের উন্নতির পথ দেখাইয়া দিয়াছেন।

"প্রিয় মহাশয়, আপনি আরও লিখিয়া যান! আপনি এখানে অপরিচিত নহেন, আপনার রচনার বিশেষত্ব এখানে অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছে। যদিও এখন বহুদূরে আছি, কিন্তু বন্ধুত্ব-বর্জ্জিত নহি। আপনি উর্দ্ধলোকে চলিয়াছেন, সে গতিবেগ চলিতে থাকুক। মিডলবের অধিবাসীরা আপনার উন্নতি সাগ্রহে লক্ষ্য করিতে থাকিবে।

"এ জগতে যাহাদের দৃষ্টি আপনার উপর ন্যস্ত আছে, তাহাদের মধ্যে আমাদের এক জন সর্ব্বদাই আপনার উপর দৃষ্টি রাখিবে। সে লোকটি কে জানেন?—

"সে ব্যক্তি
উইলকিন্স মিক্‌বার
ম্যাজিষ্ট্রেট।"

উক্ত সংবাদপত্রের অন্যান্য অংশ দেখিয়া বুঝিলাম যে, মিঃ মিক্‌বার এই পত্রের এক জন নিয়মিত লেখক। উক্ত সংবাদপত্রের পৃষ্ঠে মিঃ মিক্‌বারের আর একখানি চিঠি প্রকাশিত হইয়াছে। একটা বিজ্ঞাপন আছে, তাহাতে মিঃ মিক্‌বারের লিখিত অনেকগুলি প্রবন্ধ ও পত্র সংগৃহীত হইয়াছে। আমার মনে হইল, সংবাদপত্রের প্রধান প্রবন্ধটি তাঁহারই লেখা।

মিঃ মিক্‌বারের সম্বন্ধে আমাদের অনেক আলোচনা হইল। যত দিন থাকিবার কথা, আমরা মিঃ পেগটীকে তত দিন আমাদের বাসায় রাখিলাম। প্রায় এক মাস মিঃ পেগটীকে আমাদের কাছে পাইলাম। পেগটী ও পিতামহী তাহার সহিত সাক্ষাতের জন্য লণ্ডনে আসিল।

মিঃ পেগটী ফিরিয়া যাইবার পূর্ব্বে একবার ইয়ারমাউথে গিয়াছিল। হ্যামের সমাধির উপর আমি একটা রচনা ক্ষোদিত করিয়া দিয়াছিলাম। মিঃ পেগটী সেই সমাধি দেখিতে গিয়াছিল। আমিও সঙ্গে ছিলাম। আমি যখন সমাধিক্ষেত্র হইতে উৎকীর্ণ লেখাটি নকল করিতেছিলাম, সেই সময় দেখিলাম, মিঃ পেগটী অবনত দেহে উক্ত সমাধি-মূল হইতে কিছু মৃত্তিকা ও তৃণগুচ্ছ সংগ্রহ করিতেছে।

সে বলিল,"এগুলি এমিলির জন্য। মাষ্টার ডেভি, আমি তার কাছে অঙ্গীকার ক'রে এসেছিলাম।" এই বলিয়া বুক-পকেটে সে ঐ স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করিল।

চতুঃষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

আমার লিখিত কাহিনীর আর বাকি নাই। শেষ পাতা সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে আমি আর একবার অতীতের দিকে মুখ ফিরাইতেছি।

আমার পার্শ্বে আগনেস্ উপবিষ্ট—উভয়ে জীবনের দীর্ঘ যাত্রা করিতেছি। আমাদের সন্তান ও বন্ধুগণ আমাদের চারিপার্শ্বে রহিয়াছেন। বহু ব্যক্তির কণ্ঠস্বর আমার শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিতেছে, কিন্তু তাহারা আমার সম্বন্ধে অমনোযোগী বলিয়া মনে হইল না।

জনারণ্যমধ্যে কোন কোন মুখ আমার কাছে সমুজ্জ্বল-ভাবে বিদ্যমান; তাঁহাদের সকলেরই দৃষ্টি আমার দিকে ন্যস্ত!

আমার পিতামহী—তাঁহার চোখে আরও শক্তিশালী চশমা—এখন তাঁহার বয়স অশীতি বৎসর। কিন্তু এখনও তিনি সোজা হইয়া চলেন, বসেন। এ বয়সেও শীতকালে তিনি ৬ মাইল পথ না বিশ্রাম করিয়া হাঁটিতে পারেন।

তাহার পরেই পেগটীর মুখ—আমার ধাত্রীমাতার আনন। তাহারও নয়নে চশমা। যখন রাত্রিতে বয়নের কাজ করে, সেই সময়ে সে চশমা ধারণ করিয়া থাকে। তাহার কপোল ও বাহু এমন আরক্ত যে, বাল্যকালে আমার মনে হইত, পাখী কেন উহা ফল ভ্রমে না ঠোকরায়। এখন তাহা কুঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এখনও সে যেমন বলিষ্ঠা, তেমনই কর্ম্মক্ষম আছে। আমার পিতামহীর দুঃখ এবার ঘুচিয়াছে। আমার একটি কন্যার ধর্ম্মমাতা হইয়া তিনি তাহার নাম বেট্সি ট্রট্উড রাখিয়াছেন। পরের মেয়েটির নাম ডোরা। সে বলে যে, তিনি বড় মেয়েটিকে আদর দিয়া নষ্ট করিতেছেন।

পেগটীর পকেটে আমার বাল্যকালের পড়া কুমীরের গল্প নামক বইখানি সকল সময়ে থাকে। পেগটী সেই ছিন্নপ্রায় বইখানি পবিত্র স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ আমার সন্তান-দিগকে দেখায়। উহা দেখিয়া আমার মনে হয়, আমার শৈশব যেন ঐ পুস্তকখানির অন্তরাল হইতে উঁকি মারিতেছে।

বর্ত্তমান গ্রীষ্মের ছুটীতে এক জন বৃদ্ধ আমার পুত্রদিগকে অতিকায় ঘুঁড়ি নির্ম্মাণ করিয়া উড্ডীয়মান ঘুঁড়ির দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার মুখে কি প্রসন্ন আনন্দ। তিনি আমার কাণে কাণে বলিলেন, "ট্রট্উড, তুমি শুনে সুখী হবে, মেমোরিয়াল লেখা শেষ হবে। আর তোমার ঠাকুরমার মত স্ত্রীলোক আমি দেখলাম না।"

বাগানের মধ্যে এই বৃদ্ধা মহিলাটি কে? লাঠি ধরিয়া তিনি হাঁটেন। মুখ দেখিলেই মনে হয়, তাহাতে অতীত গর্ব্ব ও সৌন্দর্য্যের সংমিশ্রণ আছে। তাঁহার পার্শ্বে আর এক জন মহিলা—তাঁহার মুখে ক্ষতচিহ্ন। তাঁহারা কি বলিতেছেন, শোনা যাক।

"রোজা, এই ভদ্রলোকটির নাম আমি ভুলে গেছি।"

রোজা তাঁহার উপর নত হইয়া মিঃ কপারফিল্ড বলিয়া উল্লেখ করিল।

"আপনার সহিত দেখা হওয়ায় সুখী হলাম। আপনার শোকবস্ত্র দেখে বড় দুঃখ বোধ করছি। আশা করি, সময়ে আপনার শোক উপশম পাবে।"

তাঁহার সঙ্গিনী অধীরভাবে তাঁহাকে সংশোধন করিয়া দিলেন যে, আমার এখন শোক-পরিচ্ছদ নাই। তাঁহাকে চাহিয়া দেখিতে বলিলেন।

বৃদ্ধা বলিলেন, "আমার পুত্রের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে? দু'জনের মধ্যে মিল হয়ে গেছে ত?"

আমার দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি তাঁহার ললাটে হাত রাখিয়া গোঁ গোঁ করিতে লাগিলেন। তার পর ভীষণ চীৎকার করিয়া বলিলেন, "রোজা, আমার কাছে এস। সে ম'রে গেছে।" রোজা তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার সহিত কলহ করিতে লাগিলেন। এখন বলিলেন, "তোমার চেয়ে আমি তাকে বেশী ভালবাস্তাম!" তার পর বৃদ্ধার মাথা বুকের উপর রাখিয়া পীড়িত শিশুর ন্যায় তাঁহাকে ঘুম পাড়াইয়া শান্ত করিতে লাগিলেন। এইভাবে আমি উদ্যানমধ্যে তাঁহাদিগকে রাখিয়া চলিয়া আসিলাম। প্রায় এইভাবেই তাঁহাদিগকে দেখিতে পাই। একই ভাবে তাঁহারা বৎসরের পর বৎসর কাটাইয়া আসিতেছেন।

ভারতবর্ষ হইতে কোন্ জাহাজ ইংলণ্ডে আসিল? উহার আরোহীদিগের মধ্যে জুলিয়া মিলুকে দেখিলাম। সে এক জন স্কচ ধনকুবেরকে বিবাহ করিয়াছে। স্বামীর সঙ্গে সে প্রায় কলহ করিয়া থাকে। তাহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হইলে জ্যাক্ ম্যালডনকে সেখানে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

ডাক্তার ষ্ট্রং এখনও সঙ্কলনে ব্যস্ত। স্ত্রীর সহিত তিনি সুখে গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিতেছেন। তাঁহার শাশুড়ী এখনও সেই ভাবেই আছেন।

ট্রাডেল্‌স্‌এর পসার বাড়িয়াছে। সে এখন বেশ নামী ব্যবহারাজীব।

আমি বলিলাম, "ট্রাডেল্‌স্, এখন সোফী যদি তোমার মুহুরী থাক্তেন, তা হ'লে তাঁর একার পক্ষে এত কাজ করা সম্ভবপর হ'ত না।"

"সে কথা এখন বল্‌তে পার, কপারফিল্ড। কিন্তু হ[illegible] কোর্টের সময়টাই চমৎকার ছিল। বল, তাই কি না?"

"যখন তিনি বলেছিলেন, তুমি জজ হবে? কিন্তু সে সময়ে সহরের লোকের মুখে সে কথা রটেনি!"

"যদি কোন দিন তা সত্যি ঘটে—"

"কেন, তুমি ত জান, এক দিন তুমি হবেই।"

"কপারফিল্ড, সে দিন যদি আসে, তখন আমি সত্যি তার গল্প ক'রে বেড়াব।"

বাহুতে বাহু লগ্ন করিয়া আমরা বেড়াইতে বাহির হইলাম। সোফীর জন্মদিন, তাই আজ ট্রাডেল্‌স্‌এর ওখানে নিমন্ত্রণ। পথে যাইতে যাইতে ট্রাডেল্‌স্ বলিল, "দেখ ভাই, রেভারেণ্ড হোরেস্ এখন সাড়ে চারশ পাউণ্ড বছরে পাচ্ছেন। দুটি ছেলে সেখানে শিক্ষা পাচ্ছে। তিনটি মেয়ের ভাল বিয়ে হয়ে গেছে। তিন জন আমাদের কাছে আছে। মিসেস্ ক্রুলারের মৃত্যুর পর আর তিন জন রেভারেণ্ড হোরেসের কাছে রয়েছে। সবাই সুখে আছে।"

"বাদ কেবল—"

ট্রাডেল্‌স্‌ বলিল, "হ্যাঁ, কেবল আমার বড় শ্যালিকাটি সুখী হ'তে পারেনি। একটা হতভাগাকে বিয়ে ক'রে তার সুখের নষ্ট হয়েছে। কিন্তু লোকটার এমনি বাইরের চটক ছিল যে, তাতেই বিউটি মজেছিল। যাক্‌, এখন তাকে আমাদের বাড়ীতে রেখেছি। তার স্বামীটি আর তাকে বিরক্ত করতে পারে না। আবার তাকে চাঙ্গা ক'রে তুলতে হবে।"

আমরা ট্রাডেল্‌স্‌এর বাড়ী পৌঁছিলাম। তখন তাহার বালক-বালিকায় বাড়ী পূর্ণ। আনন্দের কলহাস্যে বাড়ী মুখর।

রচনা সম্পূর্ণ করিবার সময় সকলের মুখমণ্ডল দৃষ্টিপথ হইতে মিলাইয়া গেল। শুধু একখানি মুখ স্বর্গীয় আলোকদীপ্তি বিচ্ছুরিত করিতেছিল। তাহারই আলোকে আমি আর সকল জিনিষ দেখিতে পাইতেছি। সে মুখ অনুক্ষণ আমার কাছে জাগ্রত।

মুখ ফিরাইলেই দেখি, আমার পার্শ্বে সেই মুখখানির শান্ত সৌন্দর্য্য প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছে। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত লিখিয়াছি। কিন্তু যাহার সান্নিধ্য ব্যতীত আমি কিছুই করিতে পারিতাম না, সে আমার পার্শ্বে উপবিষ্টা।

আমার আগ্‌নেস্‌, আমার প্রাণ! যখন আমি চিরদিনের জন্য নয়ন মুদ্রিত করিব, তখন তুমি আমার পার্শ্বে থাকিও। যখন বাস্তব জগৎ আমার নয়নে মিলাইয়া যাইবে, তখন তুমি আমার পার্শ্বে থাকিয়া ঊর্দ্ধদিকে তোমার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইও।

সমাপ্ত

নবীন দম্পতির রেখাচিত্র

নবীন দম্পতি

কোণের বাড়ীটির ছাদের উপর আজ সকালে বিবাহের উৎসব হইবার কথা। পাচকের দল ইতিমধ্যেই অন্ততঃ দুবার সেখানে হাজিরা দিয়াছে। মিস্ ইমা ফিল্ডিংএর সহিত যুবক মিঃ হারভির আজ বিবাহ।

৬ নম্বরের বাড়ীর পরিচারিকার মনে এই বিবাহ-ব্যাপার উপলক্ষে কিরূপ উজ্জ্বল আলোকপাত করিয়াছিল, তাহা শুধু ভগবানই জানেন। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া ভাবনা-চিন্তায় সে একবারও চোখের পাতা বুজাইতে পারে নাই। এখন সে সম্মার্জ্জনী-হস্তে ঐ বাড়ীটির দিকে চাহিয়া সোপানের উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রুটীওয়ালা, মুদী বা মাখনওয়ালার ছবি তাহার মানসপটে কি দৃশ্যের অবতারণা করিতেছিল, তাহা শুধু সর্ব্বস্রষ্টা ভগবানই জানেন। সে যদি ভদ্রমহিলা হইত, তাহা হইলে সে কিরূপ বেশভূষা করিত, শুধু সেই কথাই তাহার চিত্তক্ষেত্রে জাগিয়া উঠিতেছিল। ৬ নং বাড়ীর পরিচারিকার মন বিবাহ-বাড়ীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া অধীর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার মাথার মধ্যেও সব গোলযোগ বাধাইয়া দিতেছিল।

এ সব ব্যাপার দেখিয়া আমরা হাস্য করি। করা উচিতও বটে। অবশ্য সে জন্য আমাদের মনে একটা যুক্তি-তর্কের ধারাও থাকে।

তরুণী পরিচারিকাটি যেন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল। কারণ, তখন ঐ ইন্দ্রজালভরা বাড়ীর দিক হইতে তাহার বন্ধু জেন আডাম্‌স্ নূতন পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। সে তাহার কাছে কথা দিয়াছিল যে, গোলমালের মধ্যে সে তাহার বন্ধুকে প্রাতরাশের সময় লইয়া গিয়া বিবাহ-দৃশ্য দেখাইবে। তাহার তরুণী মনিব তখন বিবাহ-বেশে সজ্জিত হইয়া ধর্ম্মমন্দিরে যাইবেন।

তার পর সত্য সত্যই তাহারা নিঃশব্দে, অগোচরে উপর-তলে গিয়া যখন দেখিল, মিস্ ইমা বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া রহিয়াছেন, তখন তাহাদের মনে হইল, তিনি যেন একখানি ছবি। তাঁহার মাথায় সাদা বনেট। তাহাতে কমলালেবুর ফুল। ঘরের মধ্যে মিস্ ইমার মা তখন অশ্রুপাত করিতেছিলেন, মিস্ ইমার বাবা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেছিলেন। মিস্ ইমার ভগিনী তাঁহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া। পাত্রীর সহচরী তখন হাসিতেছিলেন। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও কাঁদিতেছিল। সকলেরই অঙ্গে সুন্দর পরিচ্ছদ। সহোদরাকে হারাইবার আশঙ্কায় ভ্রাতা-ভগিনীদিগের চোখে জল। এ দৃশ্য দেখিয়া দুইটি পরিচারিকাই কাঁদিয়া ফেলিল। জেন এডামস্ বলিল যে, মিস্ ইমা এতই ভাল যে, এক দিনও তিনি তাহাকে কড়া কথা বলেন নাই। এ জন্য সে আশা করে যে, ইমা নিশ্চয়ই সুখী হইবেন।

জেন কিছু পরে বিবাহ-বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। প্রাতরাশের টেবলে চীনা পেয়ালা-পিরীচ ঝকমক্ করিতে-ছিল। ফুল ও মিষ্টান্ন থরে থরে সজ্জিত। টেবলের মধ্য-খানে প্রকাণ্ড কেক্—পীঠা। তাহার দেহে জমাট চিনি।

এমন সময় মিঃ জন আসিয়া হাজির। জেন বলিল যে, ৬ নম্বরের এনি ছাড়া আর কেহ সেখানে নাই! জন বলিল, সে তাহা জানে, তার পর সে কেবলই চোখ টিপিতে লাগিল। ইহাতে এনি লজ্জিত হইয়া যেন একটু বিব্রত বোধ করিল। সে চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় জন বলিল যে, তাহাকে এক গ্লাস পান করিতে হইবে। সকালবেলা, তাহাতে দোষ কি? ইহাতে তাহার কোন ক্ষতি হইবে না। তাহারা দরজা বন্ধ করিয়া দিল। গ্লাসে সুরা ঢালা হইল। এনি জেনের স্বাস্থ্যকামনা করিয়া সুরা পান করিল, বলিল, "মিঃ জন, আপনার স্বাস্থ্যও পান করছি।" সেই সময় মিঃ জন অবস্থানুরূপ রহস্যালাপ করিতেছিল। অবশেষে মিঃ জন সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল যে, বিবাহ উপলক্ষে সভায় চুম্বনের প্রথা আছে। একটু ধস্তাধস্তি করিয়া সে তাহা আদায় করিয়া লইল। সোপানপথে পদধ্বনি শুনিবামাত্র তাহারা অকস্মাৎ তথা হইতে পলায়ন করিল।

এমন সময় কন্যাকে ধর্ম্মমন্দিরে লইয়া যাইবার জন্য একটি গাড়ী আসিয়া বিবাহ-বাটীর দ্বারে থামিল। ৬ নম্বরের বাড়ীর পরিচারিকা দ্বারপথ সম্মার্জ্জনীর সাহায্যে পরিষ্কার করিবার অবকাশে দেখিল, বর-কন্যা কন্যার সহচরী, মাতা, পিতা সকলেই গাড়ী চড়িয়া তাড়া-তাড়ি চলিয়া গেলেন। শুধু তাহাই নহে। অন্যান্য গাড়ীতে নিমন্ত্রিতরা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। সকলেরই অঙ্গে সুন্দর পরিচ্ছদ। তাহাদের দিকে এনি চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। কিন্তু তখনও তাহার অন্য কাজ বাকি। কাজেই সে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

নিমন্ত্রিতগণ প্রাতরাশ টেবলে সমবেত হইলেন। হাস্যের পরিবর্ত্তে তখন অশ্রুধারা বহিতেছিল। কারণ, বড় বড় বোতলের ছিপি তখন খোলা হইয়াছিল এবং বোতলের অন্তর্গত সুধাসার দ্রব্য অন্তর্হিত হইতেছিল। মিঃ ইমার বাবা টেবলের গোড়ায় উপবিষ্ট। মিস্ ইমার মাতা টেবলের শেষ-প্রান্তে। তাঁহার পার্শ্বে ইমা এবং তাঁহার স্বামী। সত্যই এই নবীন দম্পতি বড়ই সুন্দর। টেবলের দুইধারে আরও তরুণী ও তরুণ। মিস্ ইমার এক জন চিরকুমারী পিসীমাতাও সেখানে সমাগত। তাঁহার না কি প্রচুর ধনসম্পদ আছে। ভ্রাতুষ্পুত্রী ও ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে তিনি খুব ভালবাসেন। কন্যাকে তিনি যথেষ্ট অলঙ্কার উপহার দিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিন মাস ধরিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রীর পরিচ্ছদের বাক্স তিনি নানাবিধ পোষাকে পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। সে সকল পরিচ্ছদ রাজকন্যারই উপযুক্ত। সকলে তাঁহাকে বুড়ী কুমারী বলিলেও তিনি কুরূপা বা কর্কশভাষিণী নহেন। বরং তিনি প্রিয়দর্শনা ও সদানন্দময়ী। তাঁহার অন্তর দয়া-মায়ায় পূর্ণ।

অতিথি-অভ্যাগতদিগের মধ্যে দুইটি বালক-বালিকার স্থান হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে এক জনের বয়স ছয় বৎসর। সে ইমার ভ্রাতা। অপরা আর একটি বালিকা। তাহারও অনুরূপ বয়স। হয় ত কিছু ছোট হইতে পারে। বালকটি ওই বালিকাকে স্ত্রী বলিয়া ডাকে। প্রকৃত বর-কন্যা পরস্পরের যত অনুরাগী, এই বালক-বালিকা তদপেক্ষা পরস্পরের প্রতি অধিকতর অনুরাগী। বালকটি বালিকার প্রতি ভালবাসায় পূর্ণ হইয়া তাহার প্রতি অখণ্ড মনোযোগ দিতেছিল। বালিকাও আরক্ত মুখ হইয়া উঠিতেছিল। বালক সকালে তাহাকে যে ফুলের তোড়া উপহার দিয়াছিল, সে তাহা লইয়া খেলা করিতেছিল—ছিন্ন দলগুলি প্রকৃতি-সুলভ খেলার ছলে সে বুকের উপর রাখিতেছিল। তাহাদের বিক্ষোভহীন স্বপ্নে তাহারা পরস্পর নিমগ্ন হইয়াছিল, কেহ তাহাদের মধ্যে কাহাকেও অপ্রশংসা করিলে, তাহারা মনে আঘাত পাইতেছিল। এমনই ভাবে এই শিশু প্রেমিকযুগল ব্যবহার করিতেছিল। পরবর্ত্তী জীবনে তাহাদের অন্তরে এমনই উদার, মহৎ প্রেম-প্রেরণা তাহাদিগকে অভিভূত করিবে কি না, তাহা কে জানে!

এ দিকে বিবাহের উৎসবানন্দ চরমে উঠিয়াছিল। এমন সময় সংবাদ আসিল, যে গাড়ীতে চড়িয়া বিবাহিত দম্পতি পল্লী অঞ্চলে মধুচন্দ্র যাপন করিতে যাইবে, তাহা আসিয়াছে। দলের মধ্যে যাঁহারা আরও খানিক উৎসবানন্দ উপভোগ করিবার জন্য ব্যাকুল, তাঁহারা বলিলেন, গাড়ী আসার সংবাদ সত্য নহে। কিন্তু তাহা হইল না। সত্যই গাড়ী আসিয়াছে। কন্যা তখন বেশভূষা করিবার জন্য কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন। মহিলারাও ভোজের টেবল হইতে উঠিয়া পড়িলেন। ইতিমধ্যে বরটিও হঠাৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সম্ভবতঃ তিনি রহস্যকর কো[ন] ইঙ্গিত পাইয়া থাকিবেন।

গত দেড় মাস ধরিয়া জল্পনা-কল্পনা হইয়াছিল [যে] বিবাহের পরই দম্পতি সকলের অলক্ষ্যে মধুচন্দ্রযাপনে[র] জন্য চলিয়া যাইবেন। কিন্তু তাঁহারা দ্বারপ্রা[ন্তে] আসিয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতেই বাতায়ন, দ্বারপথ[,] বারাণ্ডা—সর্ব্বত্রই নরনারীর চাপে দুরতিক্রমনীয় হই[য়া] দাঁড়াইল। চারিদিকে বিদায়সূচক রুমাল উড়িতে লাগিল[,] হস্তচুম্বনের শব্দও ঘরের মধ্যে অনুরণিত হইতে লাগিল[।] পুরুষদিগের মুখে বিদায়ের সহাস্য সম্ভাষণ। হলঘর এ[বং] সোপানপথে পরিচারক-পরিচারিকারা ভিড় করিয়া দাঁড়া[ই]ইল। তাহাদের সম্মুখভাগে সেই বালকবালিকা। তাহা[রা] হাত-ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের মনের ম[ধ্যে] তখন এই চিন্তা সমুদিত হইয়াছিল যে, ছুটিয়া গিয়া গাড়ীতে আরোহণ করে, আর যেন ফিরিয়া আসিতে না হয়।

কন্যা একবার চকিত দৃষ্টিতে তাঁহার চিরপরিচিত বাড়ী[র] দিকে চাহিলেন। তার পর দরজায় ঘন ঘন অশ্বখুরে[র] শব্দ উত্থিত হইল। পরমুহূর্ত্তে দম্পতিকে বহন করি[য়া] গাড়ী বহু দূর চলিয়া গেল।

হলঘরে তখনও একদল পরিচারক-পরিচারিকা ভি[ড়] করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে ৬ নম্বরের এ[ক]ছিল। সে কোনও অজুহতে পুনরায় এখানে পলা[ইয়া] আসিয়াছিল। দম্পতির বিদায়-দৃশ্য দেখিবার [তাহার] বিশেষ আগ্রহ ছিল।

লৌকিক দম্পতি

লৌকিক দম্পতি জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অসহ[্য] লোক। তাহাদের মুখভঙ্গী, কণ্ঠস্বর, পোষাক-পরিচ্ছ[দ,] বাড়ী-ঘর, আসবাবপত্র, ভ্রমণ এবং চালচলন সবই বাঁধা নিয়মের অন্তর্গত। ইহাতে সরলতা, সুস্পষ্টতা, আন্তরিকতার কোন ছাপ নাই।

লৌকিক দম্পতির কাছে সবই যেন একটা বাঁধা-ধরা ব্যাপার। তাহারা যদি তোমার সহিত দেখা করিতে আসে, নিশ্চয় জানিবে, তোমার প্রয়োজনে নহে; তাহাদের প্রয়োজনে তাহারা আসে। তুমি কেমন আছ, তাহা জানিবার জন্য নহে, তাহারা কেমন আছে, তাহা দেখাইবার জন্যই তাহারা আসিয়া থাকে। তোমার প্রতি সম্মানপ্রকাশ তাহাদের উদ্দেশ্য নহে, উদ্দেশ্য—আপনাদের প্রতি সম্মান প্রকাশ করা। কোনও বন্ধুর ছেলেমেয়ে মারা গেলে, লৌকিক দম্পতি অভ্রান্তভাবে সহানুভূতি প্রকাশের জন্য নিশ্চয়ই দেখা দিবে। কোন বন্ধুর গৃহে পরিজন-সংখ্যা

বৃদ্ধির সংবাদ পাইবামাত্র তাহারা ধাত্রীর অপেক্ষাও মনোযোগ প্রদান করিবে। প্রকৃত-প্রস্তাবে লৌকিক দম্পতি প্রত্যেক ব্যাপারেই তাহাদের সামাজিক জ্ঞানের পূর্ণ পরিচয় প্রদান না করিয়া থাকিতে পারে না।

এইরূপ লৌকিক দম্পতির পুরুষটি পরিচিত বন্ধুবান্ধবদিগের কাহারও গৃহে মৃত্যু ঘটিলে নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করিবেন। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার ভূমিকা তিনি নির্ভুলভাবে অভিনয় করিয়া থাকেন। কোন্ সময় কণ্ঠস্বর কতটুকু তুলিতে হইবে বা নামাইতে হইবে, কখন্ বিষণ্ণ মূর্ত্তি ধারণ করিতে হইবে, কেমন করিয়া শোকপ্রকাশক পদক্ষেপ করিতে হইবে, তাহা তিনি ভাল করিয়াই জানেন। শবশোভাযাত্রার সময় কখন্ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে হয়, কখন্ সাদা রুমালে নাসিকা আবৃত করিতে হয়, কবরের মধ্যে কখন্ দৃষ্টিপাত করিতে হয়, কখনই বা মস্তক শোকভরে আন্দোলিত করিতে হয়; অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর কখনই বা মূকের ন্যায় অভিনয় করিতে হয়, তাহা তাঁহার অজানা নাই।

যখন স্বামী বাড়ী ফিরিয়া আসেন, তখন লৌকিক দম্পতির অন্যতমা অর্থাৎ পত্নী স্বামীকে প্রশ্ন করেন, "কি রকম অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখলে?" লৌকিক স্বামী উত্তরে বলেন, "এমন বিশ্রী ব্যাপার দেখা যায় না! পালক মোটেই দেখলাম না।" পত্নী চীৎকার করিয়া বলেন, "পালক নেই?" তাঁহার কথার অর্থ এই যে, কালো পালকে ভর করিয়া মৃতের আত্মা স্বর্গাভিমুখে উড়িয়া যাইবে। সুতরাং পালকের অভাবে আত্মা অন্যান্য অভিযোগ করিতে বাধ্য। তাঁহার স্বামী মাথা নাড়িয়া বলিতে থাকেন, "সব সাদা মদ!" স্ত্রী তখনই বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া বলেন, "বল কি, সব সাদা?" স্বামী বলেন, "সেরি ও মেডিরিয়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না।" "পোর্টমদ ছিল না?" "না, এক ফোঁটাও নয়।" হায়! হায়! পোর্ট নাই, পালক নাই! স্ত্রী যেন তিরস্কারভরা কণ্ঠে বলিতে থাকেন, "প্রিয়তম, তোমার হয় ত মনে আছে, এই বেচারার সঙ্গে যখন আমাদের প্রথম দেখা হয়, সে তখন আমার সঙ্গে পরিচিত হবার পূর্ব্বেই ডিনারে আমার সঙ্গে আলাপ সুরু করেছিল। আমি তখন ব'লে ফেলেছিলুম যে, ঐ পরিবারটি শিষ্টাচার বা সামাজিকতা জানে না। এখন ত তুমি দেখলে সব, এ রকম লোকের মৃত্যু হ'লে তুমি আর সেখানে যাবে না!" লৌকিক স্বামী উত্তরে বলেন, "না, তা আমি যাব না!"

লৌকিক দম্পতির যদি সন্তানাদি হয় (প্রায়ই হয় না), তাহা হইলে তাহাদিগকে ছেলেমেয়ে বলা চলে না। তাহারা দেখিতে খর্ব্বাকার হয়, মুখ তাহাদের বর্ণ-হীন, নাসিকা উন্নত দেখায়—শিশুতেই তাহারা বুড়া হইয়া যায়। তাহারা এমনভাবে লালিত-পালিত হয় যে, তাহারা যেন বামন তাহারা বাহিরের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে এমন পাকা হইয়া উঠে যে, কোনও বালিকা দর্পণ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, পুত্র পিতামাতাকে পদাঘাত করিতেছে, এ দৃশ্য দর্শকের মনে অনেকটা আশার সঞ্চার করে।

এইরূপ দম্পতি যখন অভিনয় দর্শনে গমন করে, তখন তাহারা রঙ্গালয়ে আড়ষ্টভাবে বসিয়া থাকে। পাছে রঙ্গমঞ্চে কোন নীতিবিগর্হিত দৃশ্য অভিনীত হয়। এমন কোনও দৃশ্য যদি ঘটে—যাহার দুই রকম অর্থ করা যায়, ইহারা তখনই বলিয়া বসে যে, তাহারা মনে বড় ব্যথা পাইয়াছে—তাহাদের চিত্তক্ষেত্রে বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে। এই কারণেই লৌকিক দম্পতি প্রকাশ্য প্রমোদালয়ে কদাচিৎ গমন করিয়া থাকে। রয়াল একাডেমীতে তাহারা কখনও কখনও যায় বটে, তবে সেখানকার রঙ্গমঞ্চে অপেক্ষাকৃত দুর্নীতিমূলক দৃশ্যের অবতারণা হয়, তখন মহিলাটি বলিয়া বসেন যে, মিঃ এটিকে আদালতে অভিযুক্ত করিয়া শাস্তি প্রদান করা উচিত।

আমরা একবার একটি শিশুর নামকরণ উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। সেই নিমন্ত্রণ-সভায় একজোড়া এই শ্রেণীর লৌকিক দম্পতি ছিলেন। উৎসব উপলক্ষে কেহ কোন ঠাট্টা-তামাসা করিলে লৌকিক স্ত্রীটি যেন ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করিতেছিলেন, এমনই ভাব প্রকাশ করিতেছিলেন। শিশুটির এক জন ধর্ম্মপিতা হইয়াছিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল লোহিত বর্ণের, বয়সও তাঁহার হইয়াছিল। দলের সকলেরই তিনি পরম প্রীতিভাজন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি খুব স্ফূর্ত্তির সহিত আপন মনে কথা বলিয়া যাইতেছিলেন। আহারের সময় ভদ্রলোকটির স্ফূর্ত্তি চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। আমরা খুব গম্ভীর প্রকৃতির লোক বলিয়া ঐ লৌকিক মহিলাটিকে ভোজনাগারে লইয়া যাইবার ভার পাইয়াছিলাম। তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া মহিলাটির ভাবভঙ্গী নিরীক্ষণ করিবার অবকাশ আমাদের হইয়াছিল।

প্রথম হইতেই আমাদের সন্দেহ হইয়াছিল যে, প্রকাশ্য স্থানে শিশুটিকে বাহির করায় লৌকিক মহিলাটি ব্যাপারটিকে শোভন বলিয়া মনে করেন নাই। কিন্তু যখন এক জন শুক্লকেশ ভদ্রলোক শিশুটির জন্য স্বাস্থ্যকামনায় পান করিয়াছিলেন এবং শিশুর মাতাকে তাঁহার বাহুর মধ্যে গ্রহণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছিলেন, তখন আমরা নিশ্চিতই ভাবিয়াছিলাম যে, লৌকিক মহিলাটি ভীত হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং তিনি বৃদ্ধকে পলিতকেশ ব্যভিচারী মনে করিয়া যেন ঘৃণাভরে শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু সে দৃশ্যও তিনি সহ্য করিয়াছিলেন। তার পর একটি হাস্যরসাত্মক সঙ্গীত গীত হয়। মহিলাটি ক্রুদ্ধভাবে তখন পাখার বাতাস সেবন করিতেছিলেন বটে, কিন্তু তাহাও তিনি সহ্য করিলেন। কিন্তু সর্ব্বশেষে যখন উক্ত বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির, শিশুটির ধর্ম্মপিতার স্বাস্থ্যকামনায় সুরা পীত হইল, তখন তিনি উঠিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতা

প্রসঙ্গে তিনি ইঙ্গিতে ভবিষ্যৎ শিশুর আগমনের আভাস দিয়াছিলেন। এমন কথাও তিনি বলিয়াছিলেন যে, ভ্রাতার জন্য আজ যেমন উৎসব হইতেছে, ভগিনীর জন্যও এইরূপ উৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। এই কথা শুনিবার পর লৌকিক স্ত্রীটি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি ঈষৎ অবনত-শিরে এবং গর্ব্বিতপদক্ষেপে সেই ভদ্রলোকটির পাশ দিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার নয়নে অশ্রু। তাঁহার লৌকিক স্বামীটি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন।

প্রেমিক দম্পতি

পবিত্র বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ দুই জন নরনারী পরস্পরকে ভালবাসে, ইহা খুবই ভাল। কিন্তু সকল বিষয়েরই একটা সীমা আছে এবং সময়ও আছে। প্রেমিক দম্পতি যদি সকল সময়েই সকলের সমক্ষেই প্রেমাভিনয় করিতে থাকে, তাহা হইলে উহা অসহ্য হইয়া উঠে।

আমরা বর্ত্তমান কালের এবং ভবিষ্যতের দম্পতির জন্য এক প্রেমিক দম্পতির উদাহরণ প্রদান করিতেছি। সকলে মিঃ ও মিসেস্ লিভারের দৃষ্টান্তে উপকৃত হইতে পারেন।

মিসেস্ ষ্টার্লিং এক জন বিধবা। অল্পবয়সে তিনি স্বামি-হারা হন। এই বিধবাটি মিঃ ও মিসেস্ লিভারকে আদর্শ-দম্পতি বলিয়া ঘোষণা করিতেন। এই কল্পনাবিলাসী মহিলাটি প্রায় বলিতেন, "আপনারা দেখিলেই বলিবেন, এই দম্পতির সবে বিবাহ হইয়াছে। বাস্তবিক তাহাদের মত সুখী কেহ নাই। তাঁহাদের প্রকৃতি এত কোমল, পরস্পর এত আসক্ত, পরস্পরের মধ্যে এমন প্রণয় যে, সত্যই এমন মধুর দৃশ্য আর দেখা যায় না।"

মিঃ লিভার বলেন, "অগষ্টা আমার প্রাণ।" মিসেস্ লিভার বলেন, "অগষ্টস্ আমার জীবন।" মিঃ লিভারের মুখে যখন শোনা গেল, "প্রিয়তমে, তুমি একটা গান গাও।" মিসেস্ লিভার উত্তরে বলিলেন, "প্রিয়তম, আমি গান গাইতে পারিনে।" স্বামী বলিলেন, "আমার কপোতী, একটা গান কর।" "আমি ত গান জানি না, প্রাণাধিক। দুষ্ট, তোমার উচিত নয় আমাকে গান গাইতে বলা।" স্ত্রীর কথায় স্বামী বলিলেন, "আমি দুষ্ট, প্রাণাধিকা!" শ্রীমতী লিভার উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, তুমি বড় দুষ্ট, বড় নিষ্ঠুর। তুমি ত জান, আমার গলায় ঘা আছে। গান গাইলে আমার ব্যথা লাগ্‌বে। তুমি একটা রাক্ষস, আমি তোমায় ঘৃণা করি। চ'লে যাও!" মিসেস্ লিভার স্বামীকে চলিয়া যাইতে বলিলেন, তাহার কারণ, তাঁহার স্বামী তখন স্ত্রীর চিবুকে একটু চাপ দিয়াছিলেন। মিঃ লিভার চলিয়া না গিয়া পত্নীর পাশেই বসিয়া রহিলেন। মিসেস্ লিভার স্বামীর গণ্ডে চপেটাঘাত করিলেন। মিঃ লিভারও পরিবর্ত্তে স্ত্রী গণ্ডে মোলায়েম চপেটাঘাত করিলেন। সমাগতগণ তখ বুঝিলেন যে, অন্য দিকে চাহিয়া থাকা সে সময়ে প্রয়োজন তাঁহারা দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন। সেই সময়ে তাঁহার চুম্বনের শব্দ শ্রবণ করিলেন। ইহাতে মিসেস্ ষ্টার্লিং সম্পূর্ণ ভাবে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গেলেন এবং পার্শ্ববর্ত্তী বন্ধুর কাণে কাণে বলিলেন যে, প্রত্যেক বিবাহিত দম্পতি যদি এই ভাবে হইত, তাহা হইলে এই পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হইয়া যাইত!

এই ঘটনা প্রেমিক দম্পতির বাড়ীতেই ঘটিয়াছিল। তখন তিন অথবা চারি জন বন্ধু সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু এ সকল ব্যাপারে অভ্যস্ত না থাকায় তাঁহারা তার পর হইতে প্রায়ই দূরে দূরে থাকিতেন। বাস্তবিকপক্ষে চড়িভাতি বা জলক্রীড়া উপলক্ষে এইরূপ প্রেমাভিনয় পরিপুষ্ট অবস্থায় প্রদর্শিত হইত। গত গ্রীষ্মকালে আমাদের এ দৃশ্য উপভোগ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

জলক্রীড়ার জন্য একটা বড় দল গঠিত হইয়া টুইকেন্-হাম্‌এ যাইবে, সেখানে আহারাদি হইবে। তার পর নদীর ধারে একটি খালি বাড়ীতে নৃত্যাদির ব্যবস্থা হইয়াছিল। সেই দলে মিঃ ও মিসেস্ লিভার ছিলেন। তাঁহারা যে নৌকায় ছিলেন, আমাদেরও সেই নৌকায় ভাগ্যক্রমে স্থান হইয়াছিল। যুবকরা দাঁড় টানিতেছিল। অন্য নৌকার সহিত আমাদের নৌকা পাল্লা দিয়া চলিতেছিল। আমাদের নৌকা আগাইয়া গেল।

এই সময়ে আমরা প্রথম মিঃ লিভারকে চিনিতে পারিলাম। তিনি ছদ্মবেশে দাঁড় টানিতেছিলেন। দাঁড় টানিতে টানিতে তিনি ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া প্রায় দাঁড়টানা বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন বলিয়া সকলে তাঁহাকে আরও জোরে উৎসাহিত করিতেছিল। এমন সময় দেখা গেল ভদ্রলোক চিৎ হইয়া পড়িয়া দুই পা ছুড়িতেছেন। মিসেস্ লিভার এই সময় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "উনি কি মারা গেলেন? আমাকে দয়া ক'রে বলুন, সত্যি উনি মারা গেলেন?"

অবশ্য মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিলেই মহিলাটি বুঝিতে পারিতেন যে, যে ব্যক্তি অতি জোরে পা ছুড়িতেছে, সে কখনও মৃত নহে। কিন্তু তথাপি মিসেস্ লিভারের চীৎকার থামিল না। তিনি তথাপি বলিতে লাগিলেন, "সত্যি মারা গেলেন না কি?" সকলে বলিতেছিল, "না গো, না।" তার পর মিঃ লিভারকে বসাইয়া দেওয়া হইল এবং তাঁহার হাতে আবার দাঁড় তুলিয়া দেওয়া হইল। তখন মিসেস্ লিভার বলিয়া উঠিলেন, "অগষ্টস্, আমার ধন, তুমি আমার কাছে এস।" তখন তাঁহার স্বামী বলিলেন, "প্রিয়তমে অগষ্টা, শান্ত হও, আমার কিছু হয়নি।" কিন্তু মিসেস্ লিভার আরও করুণস্বরে বলিলেন, "অগষ্টস্, আমার মাণিক, তুমি আমার কাছে এস।" ব্যাপার দেখিয়া দলের সকলেই

[মি]সেস্ লিভারের পক্ষাবলম্বন করিল। কারণ, তাহা না হইলে [মি]: লিভারের জন্য হয় ত সকলকেই জলে ডুবিতে হইবে। [স]কলেই বলিল যে, পত্নীর পার্শ্বে তাঁহার বসাই উচিত। [কা]রণ, এমন শ্রমসাধ্য ব্যায়ামে তিনি অভ্যস্ত নন। তাঁহার দাঁড় টানিতে আসাই উচিত হয় নাই। দুঃখিতচিত্তে মিঃ লিভার দাঁড় ছাড়িয়া উঠিলেন এবং মিসেস্ লিভারের চরণ-প্রান্তে শুইয়া পড়িলেন। তখন মিসেস্ লিভার তাঁহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিলেন, "অগষ্টস্, এমন ক'রে আমাকে তোমার ভয় দেখান উচিত হয়নি।" মিঃ লিভার বলিলেন, "প্রিয়তমে অগষ্টা, আমি তোমাকে ভয় দেখাতে চাইনি।" মিসেস্ লিভার বলিলেন, "তুমি মূর্চ্ছিত হয়েছিলে।" স্বামী বলিলেন, "তা হয়েছিলাম।" তার পর মিসেস্ লিভারের অবগুণ্ঠনের অন্তরালে তাঁহাদের প্রেম পাকিয়া উঠিল।

মিসেস্ ষ্টার্লিং সেই দলে ছিলেন। এ দৃশ্যে তিনি আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি আপন মনে বলিতে-ছিলেন, "কি প্রেমিক দম্পতি তোমরা! কি সুখীই তোমরা দুজনে!" আমাদের কাছে তিনি কবিতাময়ী (আমাদের ভ্রাতা-ভগিনীর সম্বন্ধ)। তিনি বলিতেছিলেন যে, এইরূপ মিলনই দাম্পত্য-জীবনের চরম, ইহাই স্বর্গ। আমরা উভয়ে অবশ্যই বলিতেছিলাম, "নিশ্চয়! নিশ্চয়! খুব সত্য কথা!" আমরা কখনও কখনও দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলাম। এই প্রেমিক-দম্পতির যে কোনও প্রেমাভিনয় দেখিয়া বিধবার মনে প্রশংসার বন্যা বহিয়া যাইতেছিল। তার পর যখন মিসেস্ লিভার স্বামীকে মাথার টুপী নামাইতে দিলেন না, পাছে রৌদ্রে তাঁহার মস্তিষ্কপীড়া ঘটে, তখন বিধবা আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন যে, এ ব্যাপার তাঁহার কাছে আদম ও ইভার মিলনের দৃশ্য উদ্ঘাটিত করিতেছে।

প্রেমিক দম্পতি এইভাবে প্রেমের অভিব্যক্তি প্রকাশ করিতে করিতে টুইকেন্‌হাম পর্য্যন্ত গমন করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া মিসেস্ লিভার মিঃ লিভারের দিকে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, মিঃ লিভার তৃণাচ্ছন্ন ক্ষেত্রের উপর দিয়া পত্নীর পশ্চাতে ধাবিত হইতে লাগিলেন। সে দৃশ্য যেমন অভিনব, তেমনই কৌতুকপূর্ণ। ডিনারে বসিয়া মিঃ লিভার পত্নীর জিহ্বাখণ্ড চুরী করিলেন, পত্নীও স্বামীর মুরগীর ঠ্যাং অপহরণ করিলেন। তার পর মিসেস্ লিভার যখন গলদা চিংড়ি খাইতে গেলেন, মিঃ লিভার তাহাতে ঘোর আপত্তি তুলিলেন। তিনি বলিলেন, ইহাতে পত্নীর পীড়া হইবে। ইহাতে মিসেস্ লিভার কোপের ভাণ করিয়া নানা প্রকার কথা বলিলেন। কিন্তু এ সব তাঁহাদের প্রেমরঙ্গের হাস্যময় বহির্বিকাশ মাত্র। প্রেম-নদীর গভীর তলদেশের তত্ত্ব তখনও কেহ জানিতে পারে নাই। বক্ষ্যমান ঘটনায় সকলে তাহা জানিতে পারিল।

যে অবিবাহিত যুবকগণ এই আনন্দের, এই উৎসবের আয়োজনে প্রথম হইতে উদ্যোগী হইয়াছিল, মিঃ লিভার তাহাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের ভার লইয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়া ফেলিলেন যে, তিনি এখন কুমার নহেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি তাহাদের দল হইতে এখন ভ্রষ্ট। অবশ্য মিঃ লিভার পরিহাসভরেই কথাটা বলিয়াছিলেন, কিন্তু মিসেস্ লিভার সে পরিহাস পরিপাক করিতে পারিলেন না। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "উনি আমায় ভালবাসেন না, উনি ভালবাসেন না!" এই বলিয়া মিসেস্ ষ্টার্লিংএর বাহুতে তিনি অতি করুণভাবে ঢলিয়া পড়িলেন। তখনই তাঁহার সংজ্ঞা লোপ পাইল। আর একটি ঘরে তখনই তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। সঙ্গে মিঃ লিভার গেলেন।

একটু পরেই মিঃ লিভার দৌড়াইতে দৌড়াইতে বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দলের মধ্যে ডাক্তার কেহ আছেন কি না। এক জন চিকিৎসক ছিলেন, তিনি মিঃ লিভারের সঙ্গে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন।

প্রথমেই ডাক্তারটি ফিরিয়া আসিলেন। বন্ধুজনের মধ্যে তিনি যেরূপ হাসিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহাকে চিকিৎসাব্যবসায়ী বলা চলে না। মিঃ লিভার দেখা দিবামাত্র ডাক্তারটি অকস্মাৎ ভয়ানক গম্ভীর হইয়া প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন। অগষ্টা যেরূপ অভিমানিনী, তাহাতে তাঁহার সহিত উপহাস করাও চলে না। বিধবাটিও সে কথার সমর্থন করিলেন। যখন বুঝিতে পারা গেল যে, আপাততঃ মিসেস্ লিভারের সম্বন্ধে কোনরূপ আশঙ্কার কারণ নাই, তখন তৃণশ্যামল ক্ষেত্রের উপর নৃত্য-গীতাদি চলিতে লাগিল। সকলেরই প্রাণে তখন আনন্দের জোয়ার বহিতেছিল।

সেই নৃত্যগীতের গোলমালে মিঃ ও মিসেস্ লিভার গোপনে নৌকায় গিয়া চড়িয়া বসিলেন। মিসেস্ লিভার স্বামীর স্কন্ধে মাথা রাখিয়া বসিলেন, স্বামী পত্নীর হাত চাপিয়া ধরিয়া তাঁহার মুখের দিকে দীন-নয়নে চাহিয়া রহিলেন। বিধবাটি কিছু দূরে বসিয়া একখানি পুস্তক পাঠের অভিনয় করিতেছিলেন, আর মাঝে মাঝে অপাঙ্গে দম্পতির দিকে চাহিয়া দেখিতেছিলেন। দলের অল্প লোকই এই দম্পতির অভাব অনুভব করিয়াছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন।

তর্কপ্রিয় দম্পতি

তর্কপ্রিয় দম্পতির মিল শুধু তর্কে। মিসেস্ ব্লুবটনের ভোজসভা হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় গাড়ীর এক কোণে স্বামী, অপর কোণে স্ত্রী। বাড়ী আসিয়া কুড়ি মিনিট পর্য্যন্ত কাহারও মুখে কোন কথা নাই। তার পর অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্ব হইতে পুরুষ মুখ তুলিয়া বলিলেন—

"শার্লোটী, ভারী আশ্চর্য্য ব্যাপার, তুমি কেবল তর্ক করবে!" পত্নী বলিয়া উঠিলেন, "তর্ক আমি করি! ও কথা ত তুমি বলবেই।" স্বামী তীক্ষ্ণস্বরে বলিলেন, "আমি কি বলি?" স্ত্রী বলিলেন, "আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করি, এই কথা তুমি বল।" স্বামী বলিয়া উঠিলেন, "তুমি কি বলতে চাও, আজ সারাদিন তুমি তর্ক করোনি? এখন কি তুমি বলতে চাও যে, তা তুমি কচ্ছ না?" শান্তভাবে স্ত্রী বলিলেন, "ও ভাবের কথা আমি তোমায় বলতে চাই না। তবে অন্যায় কিছু বল বা কর যদি, আমি তর্ক করবই।"

উল্লিখিত প্রকার কথোপকথনকালে স্বামী ব্রাণ্ডির সহিত জল মিশাইতেছিলেন। অপর পার্শ্বে পত্নী ড্রেসিং টেবলের সম্মুখে বসিয়া চিরুণী সহযোগে কেশ প্রসাধিত করিতেছিলেন। তাঁহার ভাবভঙ্গী তখন এমন যে, পুরুষের ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়া অসম্ভব নহে।

চামচটা টেবলের উপর ফেলিয়া দিয়া স্বামী বলিয়া উঠিলেন, "পৃথিবীতে যত একগুঁয়ে, গোঁয়ার এবং বিকৃতবুদ্ধি মানুষ জন্মেছে, তার মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ, এ কথা নিশ্চয় বলব, শার্লোটী!" স্ত্রী বলিলেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়, তোমার যা ইচ্ছে, তাই বলতে পার। তুমি দেখছ ত, আমি তোমার কথায় কোন প্রতিবাদ করছি?" পুরুষ বলিলেন, "ভোজের সময় তুমি আমার প্রতিবাদ করনি। না, না, না, সে তুমি কেন?" মহিলাটি বলিলেন, "হ্যাঁ, সে ত আমি। আমি ত করেইছি।" স্বামী বলিলেন, "তুমি তা হ'লে করেছ, সেটা স্বীকার করলে ত?" পত্নী উত্তর দিলেন, "সেটাকে যদি তুমি তর্ক ব'লে ধ'রে থাক, তা হ'লে আমি তা করেছি। আমি আবার বলছি, এডোয়ার্ড, তোমার ভুল হলেই আমি প্রতিবাদ করব। আমি তোমার কেনা বাঁদী নই।" তিক্তকণ্ঠে স্বামী বলিলেন, "কি বলছ, তুমি কেনা বাঁদী নও! আর তুমি এখনও বলতে চাও যে, ব্লাকবরণের নতুন বাড়ীটার চৌদ্দটা দরজা!" চুলের গোছা বামতালুর উপর রাখিয়া প্রসাধন করিতে করিতে পত্নী বলিলেন, "আমি বলতে চাই যে, বাড়ীটার মোট দরজার সংখ্যা চৌদ্দটা। তার বেশী নয়।" নৈরাশ্যভরে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া স্বামী কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতে করিতে বলিলেন, "দোহাই ঈশ্বরের, এ রকম কথায় মানুষের বুদ্ধি হ'রে যায়, সে পাগল হয়ে যায়।"

ক্রমে ক্রমে স্বামী আবার চেয়ারে আসিয়া বসিলেন, ললাটে হাত বুলাইতে লাগিলেন। তার পর গভীর নিস্তব্ধতা। খানিক পরে পত্নী বলিলেন, "আমার পাশে মিঃ জেঙ্কিন্স বসেছিলেন, তাঁকে বললাম—" বাধা দিয়া স্বামী বলিলেন, "মর্গানের কথা তুমি বলছ বো[illegible]।" স্ত্রী বলিলেন, "না, তা আমি বলতে চাই নি[illegible] স্বামী ঊর্দ্ধদিকে মুখ তুলিয়া বলিলেন, "না, এ অ[illegible] উনি মর্গানকে জেঙ্কিন্স ব'লে চালাতে চান!" স্ত্রী ব[illegible], "তুমি কি আমাকে বোকা ঠাওরাও? কার কি [illegible] আমি জানিনে, এই তুমি বলতে চাও? নীল-কো[illegible] লোকটা যে মিঃ জেঙ্কিন্স, তা আমি জানিনে, এই [illegible] চাও?" স্বামী বলিয়া উঠিলেন, "নীলকোটপরা লোক জে[illegible]! ম'রে গেলেও যে কটারঙ্গের কোট ছাড়া পরে না[illegible] হ'ল জেঙ্কিন্স!" অশ্রুপূর্ণনেত্রে স্ত্রী বলিলেন, "তুমি [illegible] আমায় মিথ্যাবাদী ঠাওরালে?" স্বামী বলিয়া উঠিলে[illegible] "তুমি তর্কবাগীশ। তুমি খালি তর্ক জান। তাই [illegible]কে নীল কোট পরতে দেখেছ। এমন কথা আমি শুনব [illegible] করেছ?"

স্বামী অতঃপর বাতি লইয়া শয্যার দিকে [illegible] করিলেন। সেখানে গিয়া তিনি গভীর নিদ্রায় অভি[illegible] হইবার ভাণ করিয়া পড়িয়া রহিলেন। স্ত্রী তখন অশ্রু[illegible] করিতে করিতে নিজের দুর্দ্দশার জন্য শোক ক[illegible] লাগিলেন এবং উপরতলে শয়নকক্ষে গমন করি[illegible] ভ্রাতাদের সহিত তাঁহার দুর্ভাগ্যের জন্য পরামর্শ ল[illegible], এমন কথাও অস্ফুটভাবে বলিতে লাগিলেন। "আমি [illegible], বাড়ীটার চৌদ্দটা দরজা। আমি জানি, লোকা[illegible]ঃ জেঙ্কিন্স। আমি জানি, তার গায়ে নীল রঙ্গের [illegible]কোট। আমার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এ কথা আমি বলবই।"

তর্কবাগীশ দম্পতির যদি সন্তান-সন্ততি থাকে, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে তর্ক বাধিবেই। ডিনার-ভোজের পর মাষ্টার জেম্স্ ও মিস্ শার্লোটী পিতামাতার কাছে আসিয়া উপস্থিত। মাষ্টার জেম্স্ তাহার মাতাকে প্রশ্ন করিল, মিসেস্ পার্সন্স্ কত লম্বা। দৈর্ঘ্যে কি তিনি ৬ ফুট নহেন? মাতা বলিলেন, "আমার তাই মনে হয়, তিনি ৬ ফুট লম্বা।" স্বামী অমনই বলিয়া উঠিলেন, "শার্লোটী, ভগবানের দোহাই, ছেলেমেয়েদের কাছে অমন নিছক বোকার মত কথা বলো না। ৬ ফুট লম্বা!" স্ত্রী বলিলেন, "আমার নিজের একটা মতামত ত আছে। আমার মতে তিনি ৬ ফুট লম্বা—অন্ততঃ ৬ ফুট।" স্বামী বলিলেন, "ওটা তোমার মত নয়, তুমি শুধু তর্ক করবার জন্যই বলছ ৬ ফুট লম্বা।" স্ত্রী বলিলেন, "বা, তুমি খুব সভ্য লোক ত! এই সামান্য কথায় তুমি তর্ক করছ। কেন, ৬ ফুট লম্বা হওয়াটা অপরাধ না কি? আমি আবার বলছি, তিনি ৬ ফুট লম্বা। তুমি নিজে তা জান। তবে আমি বলেছি ব'লেই তুমি প্রতিবাদ করছ।" এইরূপ

রূপে স্বামীর রক্ত গরম হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনি নিজেকে সামলাইয়া লইলেন। তবে গর্ব্বিত কণ্ঠে বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, মিসেস্ পার্সন্‌স্ না কি ৬ ফুট লম্বা!" স্ত্রী বলিলেন, "নিশ্চয় ৬ ফুট লম্বা। তুমি যাই কেন ভাব না, আমি বল্‌ব, তিনি ৬ ফুট লম্বা।"

ক্রমে এ বিষয়ের আলোচনা স্থগিত হইয়া গেল। পুত্র তখন মাতাকে পুনরায় প্রশ্ন করিল যে, চন্দ্র কি দিয়া নির্ম্মিত। তাহাতে মাতা বলিলেন, এ কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, তিনি না কি ভুলই বলেন, ঠিক কথা বলিতে পারেন না। সে পিতাকে জিজ্ঞাসা করুক। তিনি কখনও ভুল করেন না। পিতা তখন ঘণ্টা বাজাইয়া বলিলেন যে, এই ভাবে যদি কথা চলিতে থাকে, তাহা হইলে ছেলেমেয়েরা ঘরে গিয়া ঘুমাইতে পারে। তাহাই হইল। তার পর পিতা সন্তানদের মাতার দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিলেন এবং ঘুমাইবার চেষ্টায় উহা মুখের উপর ঢাকা দিলেন।

তর্কপ্রিয় দম্পতির বন্ধু-বান্ধবগণ সময়ে সময়ে বড় বিপন্ন হইয়া পড়েন। অবশ্য তাঁহারা ব্যাপারটিকে লঘু করিবার চেষ্টাও করিয়া থাকেন। বলিয়া থাকেন, দম্পতি পরস্পরের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট। সামান্য বিষয় লইয়াই তাঁহাদের তর্ক বাধে মাত্র। কিন্তু এ কথা কেহই ভাবিয়া দেখে না যে, সামান্য সামান্য ব্যাপার জড় করিয়া বৃহৎ ব্যাপার গড়িয়া উঠে এবং মানুষ তাহারই ফলে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

অপরিসীম সন্তানাসক্ত দম্পতি

সন্তানের প্রতি অত্যাসক্ত দম্পতির সংখ্যাই অধিক। ইহার ফলে সন্তানগণ খুব সুস্থ সবল হয়, নয় ত অত্যন্ত হতভাগ্য হইয়া থাকে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই সন্তানগণ পিতামাতার বিশেষ উদ্বেগের হেতুস্বরূপ হইয়া থাকে।

যে দম্পতি সন্তানসম্বন্ধে অত্যাসক্ত, তাহারা সন্তানদিগের জন্ম-তারিখ, পীড়া অথবা স্মরণীয় ঘটনার দিনগুলিই মনে করিয়া রাখে। তাহারা মনে করিয়া রাখে, কোন্ তারিখে ক্ষুদে টম্ বন্ধনাগারের সিঁড়ি হইতে পড়িয়া গিয়াছিল, নবেম্বর মাসের গন্ পাউডার প্লটের দিন ৫ই তারিখে মেড্ ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। মিসেস্ হুইপলার যত দিন বাঁচিবেন, তত দিন তাঁহার মনে থাকিবে—কোন্ তারিখে খোকার নাকে চারিটি রক্তবিন্দু দেখা দিয়াছিল এবং তিনি উহা হাম বলিয়া আশঙ্কা করিয়াছিলেন। মিঃ ও মিসেস্ হুইপ্‌লার এই সকল দিন সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া রাখিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই দম্পতির সন্তানগণ সম্বন্ধে কোন প্রকার মধ্য ব্যবস্থা নাই। হয় তাহারা সুস্থ সবল হইবে, নয় ত সর্ব্বদাই রোগভোগ করিবে। মিঃ হুইপ্‌লার আপিসে আসিয়া সর্ব্বদাই বলিবেন, তাঁহার বড় ছেলেটি কি রকম যন্ত্রণা-ভোগ করিতেছে। যেন আর কাহারও বড় ছেলে কখনও অসুখে ভুগিয়া কষ্ট পায় নাই। অথবা তিনি আসিয়া বলিবেন যে, তাঁহার ছেলের মত সুস্থ সবল ছেলে আর কাহারও নাই।

এই শ্রেণীর কোনও দম্পতির বাড়ীতে যদি কোন বন্ধু আমন্ত্রিত হন, তাহা হইলে তিনি অন্য কোন প্রসঙ্গের আলোচনাই শুনিতে পাইবেন না। শুধু সন্তানের আলোচনাই একমাত্র বিষয়।

মিঃ হুইপ্‌লারের গৃহে তাঁহার বন্ধু মিঃ সণ্ডারস্ আসিয়াছিলেন। কর্ত্তা প্রথমেই প্রশ্ন করিলেন, "আমার যমজ ছেলেমেয়েকে দেখেছ তুমি?" বন্ধুর বুক দমিয়া গেল, কিন্তু তিনি বলিলেন, "নিশ্চয় দেখেছি।" মিঃ হুইপ্‌লার বলিলেন, "বল ত তাদের চোখের রং কি রকম?" বন্ধু আমতা আমতা করিতে লাগিলেন। কারণ, কিছুই তাঁহার মনে ছিল না। মিঃ হুইপ্‌লার বলিলেন, "তুমি তাদের লাল বল্‌তে পার না, কেমন?" বন্ধু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তার পর বলিয়া উঠিলেন, "না, না, তা নয়। আমার মনে হয় নীল রং।" জয়গর্ব্বে মিঃ হুইপ্‌লার বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক তাই।"

মিসেস্ হুইপ্‌লার তার পর ছেলেদের গুণপণা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শুধু কথায় নহে, দৃষ্টান্তের উল্লেখও চলিতে লাগিল। তার পর ছেলের দলকে পুডিং খাইবার জন্য আহ্বান করা হইল। ৮টি পুত্র-কন্যা আসিয়া হাজির। মিঃ সণ্ডারস্ ত মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিলেন।

ছেলেমেয়ের দলকে বিদায় দিবার পর মিঃ হুইপ্‌লার ও তাঁহার বন্ধু বসিয়া বসিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন। গল্প শুধু ছেলেমেয়েদের লইয়াই চলিল। গৃহকর্ত্তা বলিলেন, "ছেলেমেয়েদের নিয়ে যে কি সুখ, তা ত বলা যায় না। তুমি বিয়ে ক'রে ফেল না কেন, সণ্ডারস্?" এ কথার উত্তর দিতে গেলে হয় ত বন্ধুবিচ্ছেদ হইয়া যাইত। বন্ধুকে মিঃ হুইপ্‌লার বলিলেন, "থাক্, তুমি চিরকুমার আছ, এটা সুখের কথা। অবশ্য এর মধ্যে স্বার্থ আছে। তুমি আমাদের একটা উপকার করবে, ভাই?" বন্ধুকে বলিতে হইল, সানন্দে তিনি সে কার্য্য করিবেন। তখন মিঃ হুইপ্‌লার বলিলেন, "তা হ'লে তুমি আমাদের একটি ছেলের ধর্ম্মপিতা হও।" মিঃ সণ্ডারস্ বলিলেন, "কার কথা বলছ? ওদের সকলেরই নামকরণ হয়েছে না?" মিঃ হুইপ্‌লার বলিলেন, "তা হয়েছে। ওদের কথা বলছি না। তুমি নবম সন্তানটির ধর্ম্মপিতা হও।" সণ্ডারস্ চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "তাই না কি?" মিঃ হুইপ্‌লার বলিলেন, "হ্যাঁ, ভাই। এস, মিসেস্ হুইপ্‌লারের স্বাস্থ্য পান করা যাক্।"

ডাক্তার জনসন্ এক জন লোকের সম্বন্ধে একটা গল্প বলিতেন। সেই লোকটির একটামাত্র লক্ষ্য ছিল, সেটা ভুল উদ্দেশ্য। অতিমাত্রায় সন্তানবৎসল দম্পতি ঘরেই থাকুক অথবা বিদেশেই যাক্, তাহাদের একমাত্র ধ্যান ধারণা, তাহাদের মুখে শুধু সন্তানদিগের কথা। ইহাতে বন্ধুবান্ধব বিরক্ত হইয়া উঠে। ক্রমে সেই বিরক্তি নিষ্পাপ শিশু সন্তানদিগের উপরও সংক্রমিত হয়। এই শ্রেণীর পিতা-মাতা অন্যের সন্তানদিগের হিংসা করে, তাহাদের ভাল দেখিতে পারে না। এইরূপ দম্পতির সংস্রব ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

উদাসীন দম্পতি

একটি পুরাতন ফ্যাসনের বাড়ীতে দুইটি দরজা। এক দিকে এক জন ভদ্রলোক, অপর দিকে এক জন মহিলা। যখন আকাশ পরিষ্কার থাকে, মহিলাটি বাহিরে যান, পুরুষটি ভিতরে প্রবেশ করেন। বর্ষার দিন ভদ্রলোক বাহিরে গমন করেন, মহিলাটি ভিতরে গিয়া বসেন। কেহ কাহারও সঙ্গ কামনা করেন না। সঙ্গলাভে কেহ উৎফুল্লও হন না, বিষাদিতও হন না। উভয়ের মধ্যে কোন বিষয়েই ঐক্য নাই। ইহারাই উদাসীন দম্পতি। তবে ব্যবহারে শিষ্টাচার ও বিবেচনাবুদ্ধির কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

উদাসীন দম্পতি কদাচিৎ উভয়ে একত্র থাকেন। যখন সেরূপ অবকাশ ঘটে, তখন স্বামীটি ঢুলিতে থাকেন, স্ত্রীটি মৌনভাবে অবস্থান করেন। কখনও কখনও যদি আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হয়, তাহাতে শুধু বিদ্রূপ দেখিতে পাওয়া যাইবে। স্বামীটি আরাম-কেদারায় হেলান দিয়া হাই তুলিতেছেন, এমন সময় তাঁহার স্ত্রী হয় ত প্রশ্ন করিলেন, চার্লস্, তুমি বোধ হয় বেশ আরাম পাচ্ছ?” উত্তরে স্বামী বলিলেন, “হ্যাঁ, বেশ আরামে আছি।” স্ত্রী বলিয়া উঠিলেন, “পৃথিবীতে যত বিবাহিত লোক আছে, তোমার মত আত্মসুখ-সর্ব্বস্ব স্বার্থপর লোক কেউ নেই।” স্বামীও উত্তরে বলিলেন, “তোমার মতও আত্ম-সুখপরায়ণা স্ত্রীও জগতে নেই।” স্ত্রী বলিলেন, “সে দোষ কার?” স্বামী যেন নিদ্রাতুর হইয়া পড়িয়াছেন, তাই সে কথার কোনও উত্তর দিলেন না। স্ত্রী আবার ঐ প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু স্বামীর নিকট হইতে কোনও উত্তর আসিল না। স্ত্রী তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, সমগ্র পৃথিবীতে তাঁহার মত কেহ ঘরসংসারের অনুরাগিণী নহেন। সংসারের কাজে তাঁহার প্রগাঢ় আসক্তি, এমন কি, সংসারধর্ম্ম-পালন ছাড়া মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি বাহিরের আমোদ-প্রমোদের অনুরাগিণী ছিলেন না। বিবাহের পূর্ব্বে তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারেন নাই যে, তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থা দাঁড়াইবে। তাঁহার পিতা প্রায়ই বলিতেন— সে কথা তিনি কোন দিনই ভুলিবেন না—“প্রাণাধিক লুইসা, যে ব্যক্তি তোমাকে বুঝতে পারবে, সেইরূপ লোককে যদি তুমি বিয়ে কর, যে তোমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সর্ব্বদা অবহিত থাক্‌বে, এমন লোক যদি তোমার স্বামী হয়, তা হ'লে তুমি যে কি রত্ন, সে বুঝতে পারবে!” তিনি জানেন, তাঁহার পিতা তাঁহার সম্যক পরিচয় পাইয়াছিলেন। তাই তিনি অমন কথা বলিয়াছিলেন। এখন তিনি কি করিবেন? বাড়ীতে যদি তিনি কোন আকর্ষণ না পান, সকল সময়েই একা থাকিতে হয়, স্বামী যদি সব সময়েই বাহিরে থাকেন, তাঁহার সাহচর্য্যে স্বামী কোন সুখ না পান, তাহা হইলে তিনি মাঝে মাঝে বাহিরে বন্ধুগণের সহিত দেখা না করিয়া, বিশ্রাম ভোগ না করিয়া কিরূপে থাকিতে পারেন? তাঁহাকে ত বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। সহসা তাঁহার স্বামী নিদ্রাত্যাগ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “বেশ ত, লুইসা, তুমি আজ বাইরে যেও না, আমি বাড়ী থাক্‌ব।” স্ত্রী বলিলেন, “চার্লস্, তুমি ইচ্ছে ক'রেই আমার মনে দুঃখ বাড়িয়ে দিতে চাও। তুমি জান যে, আজ মিসেস্ মর্টিমারের সঙ্গে আমার কথা আছে যে, তাঁর সঙ্গে থিয়েটার দেখ্‌তে যাব, তিনি বক্স ভাড়া ক'রে রেখেছেন, আমি না গেলে ভারী রূঢ়তা প্রকাশ করা হবে। তা জেনেও তুমি আমায় বাড়ী থাক্‌তে বল্‌ছ।” স্বামী বলিলেন, “এ তুমি বল্‌বে, তা আমি জান্‌তাম। তুমি একটি বেলাও বাড়ী থাক্‌তে পার না, এ আমার জানা কথা। শুনে রাখ, লুইসা, আমি বাড়ী থাক্‌তে চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি রাজি নও। এ জন্য পরে আমার দোষ দিও না যে, আমরা একসঙ্গে থাকি না।”

এই কথা বলিয়া স্বামী ক্লাবে চলিয়া গেলেন। সেখানে তাঁহার নিমন্ত্রণ ছিল। স্ত্রীও তাড়াতাড়ি বেশভূষা প্রসাধন সারিয়া মিসেস্ মর্টিমারের সঙ্গে থিয়েটার দেখিবার জন্য যাত্রা করিলেন।

কিন্তু এমন সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে যে, উদাসীন দম্পতি সকল সময়ে পরস্পর কলহ করেন। পরস্পরের কাছে জবাবদিহির ইহা একটা অজুহাত মাত্র। সাধারণতঃ এই শ্রেণীর দম্পতি বেশ সহজভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। সামান্য পরিচয়ের লোক দেখা-সাক্ষাৎ হইলে যেমন ব্যবহার করিয়া থাকে, ইহাদের ব্যবহারও তদ্রূপ। পরস্পরকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টাও নাই, কলহ-প্রবৃত্তিও নাই।

যখন এই শ্রেণীর দম্পতি সামাজিক ব্যাপারে যোগদান করে, তখন তাহারা খুব শিষ্ট ও ভব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। স্ত্রী এক পাশে বসিয়া গল্প করিতেছেন, এমন সময় কোনও নারী-বন্ধু বলিয়া উঠিলেন, “ঐ যে আপনার স্বামীকে দেখ্‌ছি!” ক্লান্ত স্বরে স্ত্রী বলিলেন, “তাই ত, ভারী

আশ্চর্য্য ত! আমি ভেবেছিলাম, তিনি ডোভারে গেছেন।” স্বামী তখন অগ্রসর হইয়া অন্যান্য নারীদিগের সহিত আলাপ-প্রসঙ্গে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া একটু ঘাড় নাড়িলেন। এইমাত্র তিনি ডোভার হইতে ফিরিয়াছেন, তাহাও জানাইলেন। স্ত্রী বলিলেন, “তুমি ভারী আশ্চর্য্য জীব ত! এখানে এলে কেন, তাই ভাবছি।” স্বামী বলিলেন, “তোমার জন্যই এসেছি।” কথাটা এমনই পরিহাসপূর্ণ যে, স্ত্রীও তাহা শুনিয়া কৌতুক বোধ করিলেন। সম অবস্থার অন্যান্য মহিলারাও কথাটা শুনিয়া সমান কৌতুক বোধ করিলেন। সকলেই যখন উহা লইয়া কৌতুকানন্দ উপভোগ করিতেছেন, তখন স্বামী মুখ ফিরাইয়া অন্য দিকে চলিয়া গেলেন।

অবশ্য এমন একটা বিশিষ্ট সময় আছে, যখন স্বামীর আকস্মিক আগমন স্ত্রী পছন্দ করেন না। স্ত্রী হয় ত কোন কোন বিশিষ্ট বন্ধুকে চা-পানের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, পরস্পর পরনিন্দা করিবেন, বা অন্য ভাবে সময় কাটাইবেন, এইরূপ সংকল্প। এমন সময় স্বামী হঠাৎ উপস্থিত। হয় ত স্বামী অর্দ্ধ-ঘণ্টার অধিক বাড়ীতে থাকিবেন না, কিন্তু তাহাতেই স্ত্রী বলিয়া উঠিলেন, “আমি ত ওঁর কোন কাজে প্রতিবন্ধক হইনে, তবে উনি কেন আমার কাজে বাধা দেন? এ সময় আমি চাইনি যে, উনি বাড়ী আসেন, কিন্তু উনি এমন সময় আস্‌বেনই। এ ভারী বিরক্তিকর ও অপ্রীতিজনক। অথচ নিজের সুখের জন্য আমাকে একলা ফেলে রেখে যেতে ওঁর বাধে না।” স্ত্রীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া ভদ্রলোক ভাবেন যে, সুখ বা সন্তোষ আর যেখানেই থাকুক না কেন, তাঁহার গৃহে নাই। ইহা মনে করিয়া তিনি টুপী ও ছড়ি লইয়া বাটীর বাহির হইয়া যান।

এইরূপে অনেক উদাসীন দম্পতি পরিশেষে পরস্পরের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হইয়া পড়েন। এই ভাবেই তাঁহাদের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। এইরূপ সামান্য কারণে বহু ব্যক্তির সমুজ্জ্বল জীবন বিকশিত হইতে পারে নাই, নাম, যশঃ, কীর্ত্তি, যাহা তাঁহারা অর্জ্জন করিতে পারিতেন, তাহা অর্জ্জিত হইতে পারে নাই। চিরদিনই ইহা ঘটিয়া আসিতেছে। লোকমুখে এই প্রকার জনরব প্রচারিত হয়। উদাসীন দম্পতিরাও, অন্য উদাসীন দম্পতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলে যে, তাহারা উদাসীন।

প্রশংসনীয় দম্পতি

প্রশংসনীয় দম্পতিদিগের অনেক প্রকার সংজ্ঞা আছে। “আনন্দময় দম্পতি”, “স্নেহময় দম্পতি”, “অত্যন্ত প্রীতিজনক দম্পতি”, “সদাশয় দম্পতি” এবং “সহৃদয় দম্পতি” এইরূপ অনেক নাম উহার আছে। অর্থাৎ প্রশংসনীয় দম্পতি জাগতিক জ্ঞান-সম্পন্ন নরনারী।

কোন কোন সংশয়বাদী পাঠক হয় ত প্রশ্ন করিয়া বসিবেন, “সত্যই কি জগতের সকলকে সন্তুষ্ট করা সম্ভবপর?” কথাটা সত্য। কিন্তু একটা কথা আছে, সন্তুষ্ট করা খুব সোজা এবং সম্ভবপর বটে। অবশ্য উপায়টা সরল নহে, কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ্রী এবং নীচতাপূর্ণ। তবে? প্রয়োজন-পীড়িত মানুষ জানে, কখন জানু গাড়িয়া নত হইতে হয়, কখন চক্ষু বুজিয়া থাকিতে হয়, কাণ তুলা দিয়া রন্ধ করিতে হয়—কখন মাটীর সঙ্গে মিশাইয়া যাইতে হয়, আবার কখন বা সোজা ভাবে দাঁড়াইতে হয়। আর জগৎ বলিতে যদি মানুষের চলাফেরার জায়গার অণুপরমাণু বলিয়া বুঝায়, তবে আশঙ্কা নাই, সে নিশ্চয় তাহাকে সুখী করিবে।

সহজেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রশংসনীয় পুরুষ অথবা নারী সহজভাবে জগতের সকল প্রকার কাঁটা, খোঁচা, আঁকা-বাঁকার সহিত আপনাকে রপ্ত করিয়া লইতে পারে, তাহা হইলে সেই পুরুষ বা নারী, অর্থাৎ দম্পতি, পরস্পরের হাতের ক্রীড়নক হইয়া একযোগে কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইতে পারে। সুতরাং প্রশংসনীয় দম্পতি কদাচিৎ তাহাদের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়। এই রচনার পাঠক, বই পড়া বন্ধ করিয়া যদি তাঁহার পরিচিত নর-নারীদিগের সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া চিন্তা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি এইরূপ ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার দেখা পাইতে পারেন।

প্রশংসনীয় দম্পতির দৃষ্টি অণুবীক্ষণের ন্যায় শক্তিশালী, তাঁহাদের দৃষ্টিপথ হইতে কিছুই এড়ায় না। তাঁহারা আপনাদের ভ্রম-প্রমাদ বা দোষ-ক্রটির কথা বন্ধুবান্ধবদের নিকট প্রকাশ করিতে কোন দিনই কুণ্ঠিত হন না। কেহ খুব উদার, কেহ খুব স্পষ্টভাষী। অপর জন ভাবে, সমস্ত মানুষই তাহাদের মত, সুতরাং মনুষ্যজাতিকে তাহারা স্বর্গের দূতের মত মনে করিয়া থাকে। চতুর্থ শ্রেণীর এক দল আছে, তাহারা কাহারও দোষ দেখিলে, সে সম্বন্ধে উদারতা ও করুণা প্রকাশ করিতে অভ্যস্ত। প্রশংসনীয় দম্পতি বলিবে, “আমরা কাহারও স্তুতিবাদ করিনে, প্রিয় মিসেস্ জ্যাক্‌সন্, আমরা মন খুলিয়া কথা বলি। আপনি অথবা মিঃ জ্যাক্‌সন্‌এর বেশী দোষ নেই। কথাটা শুন্‌তে আশ্চর্য্যজনক বটে, কিন্তু তবু তা সত্য। আপনার বেশী দোষ নেই। আপনি আমাদের ব্যবহার জানেন, আমরা মন খুলে কথা বলি, সব সময়েই খোলা মনে কথা ব’লে থাকি। যদি এ

কথা বলায় আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে ইচ্ছে হয়, তা করুতে পারেন ; কিন্তু তবু আমরা আবার বলব, আপনার দোষ বেশী নেই।”

প্রশংসনীয় দম্পতি সকল সময়েই পরস্পরকে ভালবাসে এবং একই সুরে তারা বাঁধা। স্বামী স্ত্রীকে বলেন “প্রাণাধিকা,” স্ত্রী বলেন, “প্রিয়তম।” স্বামি-স্ত্রীর কথায় পার্থক্য থাকে না। স্বামী যাহা বলেন, স্ত্রী তাহারই পুনরাবৃত্তি করেন।

এই শ্রেণীর দম্পতি এমন কোনও অনুপস্থিত ব্যক্তির প্রশংসা করে না, যাহার প্রশংসা-কীর্ত্তনে উপস্থিত কোন না কোন লোক তাহা প্রণিধান করিতে পারে। তাহারা বলিবে, তাহাদের বন্ধু মিঃ স্লমেরি নিশ্চয়ই কৌশলী চিত্রকর, তাঁহার রচিত চিত্র খুব উচ্চদরে বিক্রীত হইতে পারিত, কিন্তু নিষ্ঠুর মিঃ ফিদার্স পূর্ব্ব হইতেই স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। ফিদার্স সেখানে উপস্থিত এবং কথাটা তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল। স্লমেরি সেখানে অনুপস্থিত।

মিসেস্ টেবলুউইক্ কি সত্যই বিশেষ সুন্দরী? প্রশ্নটা এতই বিভ্রান্তকর। কারণ, প্রকৃতপ্রস্তাবে মহিলাটি অত্যন্ত রূপবতী, তাহারা অনেক দিন হইতেই তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। এক সময়ে তাহারা ভাবিয়াছিল যে, তাঁহার মত সুন্দরী আর কেহ নাই। তবে যদি কেহ তাহাদিগকে সত্য কথা জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইল বলিতে হইবে, সোফায় উপবিষ্টা সুন্দরীকে তখন তাহারা দেখে নাই! ইঁহাকে দেখার পর, তাহাদের বিবেচনাশক্তি যে নিরপেক্ষতামূলক, তাহা তাহারা জোর গলায় বলিতে পারে না। মিসেস্ টেবলুউইক্ নিশ্চয়ই বিশেষ সুন্দরী, সোফায় উপবিষ্টা সুন্দরীরই মত, কিন্তু যদি ভাব-ভঙ্গীর কথা ধরিতে হয়, তাহা হইলে—তাই ত ভারী মুস্কিল!

প্রশংসনীয় দম্পতি যখন কাহাকেও খর্ব্ব করিতে চাহে, সে অবস্থাতেও এমনভাবে বর্ণনা করে যে, তাহাতে তাহাদের সৌজন্য ও অনুকম্পা প্রকাশ পায়।

চমৎকার দম্পতি

প্রাচীন-পন্থীদলে এক সময়ে এমন রীতি প্রচলিত ছিল যে, কোনও ভদ্রমহিলা বা ভদ্রলোক গান গাহিতে না পারিলে, গল্প বলিয়া বন্ধুবর্গকে পরিতৃপ্ত করিতেন। চমৎকার দম্পতির সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া এ সম্বন্ধে একটা গল্প শুনাইয়া দিতে চাই।

মিঃ ও মিসেস্ চিরপ্ চমৎকার দম্পতি ছিলেন। মিঃ চিরপ্ ছোট পাখীর মত চঞ্চল, চপল ও চটুল ছিলেন। মিসেস্ চিরপ্ আকারে ছোট, কিন্তু খুব সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার চরণ-যুগল অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং কণ্ঠস্বর বিশেষ মোলায়েম ছিল। তাঁহার হাসিটিও বড়ই মধুর ছিল, চুলগুলি কুঞ্চিত, চক্ষু-যুগল দীপ্ত এবং ব্যবহার অতি শান্ত। এক কথায় ভারী মধুরপ্রকৃতি ও সুন্দরী তিনি ছিলেন। গৃহস্থালী কার্য্য এবং গৃহিণীর গুণ-পণা সবই তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল।

মিঃ চিরপ্ পত্নীর গুণ জানিতেন। কিন্তু এমন ভাব প্রকাশ করিতেন, যেন তিনি কিছুই অবগত নহেন। তবে এমন পত্নীভাগ্যে তিনি গর্ব্ব অনুভব করিতেন, তাঁহার মত এ বিষয়ে এমন ভাগ্যবান্ আর কেহ নাই, ইহা তাঁহার ধারণা ছিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গৃহস্থালী কার্য্যে মিসেস্ চিরপ্ বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। নানা প্রকার মিঠাই প্রস্তুত করা, এবং গৃহস্থালীর বন্দোবস্ত-কার্য্যে তাঁহার যোগ্যতা প্রশংসনীয়। তাহা ছাড়া, সূক্ষ্ম বস্ত্রে তিনি সূক্ষ্মতম কারুকার্য্য করিতে পারিতেন।

চিরপ্-দম্পতির সহিত ভোজনে বসা ভারী সুখকর। মিঃ চিরপের এক জন কুমার-বন্ধু ছিলেন। তাঁহাকে মিঃ চিরপ্ বিশেষ ভালবাসিতেন। ঘটনাক্রমে এই কুমার যুবকটি আবার মিসেস্ চিরপেরও বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। সুতরাং চিরপ্-দম্পতির বাড়ীতে ভোজের নিমন্ত্রণ হইলেই এই কুমার-বন্ধুটিকে দেখিতে পাওয়া যাইত। সময়ে সময়ে দেখা যাইত, মিঃ চিরপ্ বন্ধুকে কৌমার্য্য জীবন পালন করিতে দেখিয়া উপহাস করিতেন। উত্তরে বন্ধুটিও মিঃ চিরপের বিবাহিত জীবন লইয়া কৌতুক করিতেন। সে সময় অবিবাহিত বা বিধবা কোনও নারী উপস্থিত থাকিলে, তিনি হাসিয়া লুটোপুটি খাইতেন। আমরা একাধিকবার লক্ষ্য করিয়াছি যে, তাঁহারা যখন উক্ত অবিবাহিত বন্ধুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন, তখন ইহাই প্রকাশ পাইত যে, তাঁহার অবস্থা নিরাপদ নহে। কারণ, আমরা দেখিয়াছি, এরূপ কুমারদিগের পক্ষে ফাঁদ ও জাল এড়াইয়া চলা কঠিন—অনেক গহ্বর এখানে সেখানে মুখব্যাদান করিয়া থাকে। এমনও আমরা দেখিয়াছি যে, এইরূপ কুমারগণ বেদীর রেলিংএর ধারে নতজানু হইয়া এম্, অথবা এম্‌কে বিবাহিতা পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন—অবশ্য ব্যাপারটা সম্যক্ অবধারণ করিবার পূর্ব্বেই।

যাহা হউক, মিঃ চিরপের এ সকল বিষয়ে চিন্তা করিবার প্রয়োজন ছিল না। তিনি গল্প করেন, হাসেন এবং সুরা-পান করিয়া পরিতৃপ্ত হন। তার পর কথার তাজমহল গড়িয়া উঠে। তার পর ড্রয়িং-রুমের পালা আসিয়া পড়ে। মিসেস্ চিরপ্ তার পর চৌবাচ্ছায় ছোট ছোট মাছ ছাড়িয়া দিয়া স্বামীকে কাছে আহ্বান করেন। তখন এই দম্পতিকে দেখিয়া মনে হয়, ইহারা মিলিয়াছেন ভাল। বাহুতে বাহু লগ্ন করিয়া তাঁহারা পথে বেড়াইতে বাহির হন, বৃষ্টির সময় একই ছাতার অন্তরালে দুই জন আশ্রয় গ্রহণ

করেন। তার পর নিমন্ত্রিত ব্যক্তি যখন বিদায়গ্রহণ করেন, তিনি মনে মনে বলেন, মিঃ ও মিসেস্ চির্‌প্ বড় চমৎকার দম্পতি। এইরূপ আমোদপ্রিয়, উদারচিত্ত দম্পতির সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায়, ততই ভাল।

আত্মবাদী দম্পতি

আত্ম-সর্ব্বস্ব বা অহংবাদী লোক দুই শ্রেণীর। দুইটি দৃষ্টান্তের দ্বারা আমরা বক্তব্যটিকে বিশদ করিতে চাই।

আত্মবাদী দম্পতি, যুবা, বৃদ্ধ, মধ্যবয়সী, ধনী, নির্ধন সবই হইতে পারে। তাহাদের পরিজনের সংখ্যা কমও হইতে পারে, আবার বেশীও হওয়া আশ্চর্য্য নহে। অথবা আত্মীয়-স্বজন কেহ নাও থাকিতে পারে। এমন কোন বাহ্য নিদর্শন নাই, যদ্দ্বারা আত্মবাদী দম্পতির পরিচয় পাইয়া তাহাদিগকে পরিহার করা চলে। আকস্মিকভাবে তাহাদের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়া যাইতে পারে। তাহাদিগকে পরিহার করিবার কোন উপায় নাই। আত্মবাদী দম্পতির হাত হইতে রক্ষা পাইবার পূর্ব্বাভাস কাহারও কাছে প্রকাশ পায় না।

আত্মবাদী দম্পতি সকল প্রকার সুখ-দুঃখের সহিত পরিচিত। তাহারা জানে না, এমন কোন কথাই তুমি তাহাদিগকে বলিবার অবকাশ পাইবে না। তাহারা সকল বিষয়েই অভিজ্ঞ। শুধু মৃত্যুর সহিত তাহাদের পরিচয় নাই। সময় সময় মনে হয়, এ বিষয়ে তাহাদের জ্ঞান থাকিলেই ভাল হইত। অবশ্য যখন আমরা বিরূপচিত্তে অবস্থান করি, তখনই এমন চিন্তা মনে আসে।

সে দিন সকালবেলা আত্মবাদী এক দম্পতির সহিত দেখা হইয়া গেল। কোনও বন্ধুর বাড়ী তাঁহার পারিবারিক অবস্থার সন্ধান লইতে গিয়া শুনিলাম, বাড়ীর গৃহিণীর শরীর ভাল নহে। আত্মবাদী মহিলাটি বলিয়া উঠিলেন, "ভাল না থাকার কথা আর বল্‌বেন না। শেষবার আপনার সঙ্গে দেখা হবার পর আমাদেরও ঐ রকম হয়েছিল।" বাড়ীর গৃহিণী যখন বলিলেন, তাঁহার কর্ত্তাটিরও শরীর ভাল নাই, তখন আত্মবাদী স্বামীটি বলিয়া উঠিলেন, "ব্রিগস্‌কে অভিযোগ করতে বারণ করবেন। আমি গত ছয় সপ্তাহের মধ্যে যে অবস্থায় পড়েছিলাম, তাতে ব্রিগসের দুঃখ করা উচিত নয়। অসুখ হওয়া যে কি কষ্টের, তা তিনি জানেন না। ধারণা করবার শক্তিও তাঁর নেই।"

তাঁহার স্ত্রী হাসিয়া বলিলেন, "প্রিয়তম, তুমি এমন ভাবে বল্‌ছ যে, মিঃ ব্রিগস্ আমাদের মত অসুস্থ না হয়ে যেন অপরাধ ক'রে বসেছেন। তিনি ও মিসেস্ ব্রিগস্ প্রকৃত কষ্টের পরিচয় পাননি, সে জন্য তাঁরা ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে পারেন।" স্বামীটি মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "প্রিয়তমে, তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ। যে মূল্যে আমাদের কষ্টের অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করতে হয়েছে, আমাদের বন্ধুকে যেন সে মূল্য দিতে না হয়।"

মিসেস্ ব্রিগসের কথা চাপা দিয়া আত্মবাদী পুরুষটি আমাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন যে, বিধবা লেডী স্নরক্রেবারের সহিত আমাদের জানা-শুনা আছে কি না। নাই, জানিয়া ভদ্রলোক বলিলেন যে, লর্ড শ্লাংএর সহিত সর্ব্বদা হয় ত আমাদের দেখা-শুনা হয়। কিংবা স্যার চিপকিন্‌স্ স্নগউনের সহিত নিশ্চয় আমাদের পরিচয় আছে। কিন্তু ঐ সকল বড়লোকের সহিত আমাদের কোনও পরিচয় নাই জানিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্ময়বোধ করিলেন। তার পর পত্নীকে উদ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আলু চেঁছার চমৎকার গল্প কে বলিয়াছিলেন? আত্মবাদী মহিলাটি বলিলেন, "সার চিপ্‌কিন্‌সই সে কথা বলেছিলেন। এ কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন? তোমার কি মনে নেই, তিনিই বলেছিলেন যে, রাজপুত্র ও রাজবধূর সঙ্গে আমাদের দু'জনের বেশ সৌসাদৃশ্য আছে। মনে নাই তোমার সে কথা?" স্বামী বলিলেন, "খুব মনে আছে।" এই ভাবে অষ্ট্রীয়ার সম্রাট, সম্রাটমহিষীর সহিত তাঁহাদের আলাপ-পরিচয়ের কথা তাঁহারা উত্থাপন করিলেন।

আত্মবাদী দম্পতি সকলকেই চেনেন। শুধু তাই নহে, কোন কোন বিশিষ্ট ঘটনার সহিত তাঁহাদের কি সংস্রব ছিল, তাহাও তাঁহারা বিবৃত করিতে ভুলেন না। আমরা শুনিলাম যে, রাজা তৃতীয় জর্জ্জের জীবননাশের জন্য হ্যাটফিল্ড যখন চেষ্টা করিয়াছিল, তখন আত্মবাদী ভদ্রলোকের পিতামহ, রাজার পার্শ্বেই উপবিষ্ট ছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম আততায়ীকে ধরিয়া ফেলেন। আত্মবাদীর স্বামীর পত্নীর পিতামহী রাজার বসিবার আসনের সন্নিকটেই বসিয়াছিলেন, তিনি তখন শুনিয়াছিলেন, রাজা বলিতেছিলেন, "শার্লোটী, ভয় পেও না, ভয় পেয়ো না।" এ কথা আর কেহই শুনিতে পায় নাই।

এইরূপ নানা প্রসিদ্ধ ঘটনার সহিত আপনাদিগকে সংশ্লিষ্ট প্রতিপাদন করিয়া আত্মবাদী দম্পতি আরম্ভ করিলেন, কোন্ ঋতুতে তাঁহারা কোন্ দ্রব্য খাইয়া পরিপাক করিতে পারেন, কখন্ তাঁহারা নিদ্রা যান, কখন্ শয্যা ত্যাগ করেন, সে সকল বিষয়ের তালিকা দিয়া তাঁহারা বিদায় লইলেন। আমরাও বিদায় লইলাম।

আর এক শ্রেণীর আত্মবাদী দম্পতি আছে। তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রশংসা-কীর্ত্তন ছাড়া আর কিছুতেই তৃপ্ত নহে। সিলভারষ্টোন দম্পতি এই শ্রেণীর। স্বামীর প্রশংসা-কীর্ত্তন করার জন্য মিসেস্ সিল্‌ভারষ্টোন্ যেমন ব্যগ্র, পত্নীর প্রশংসাকীর্ত্তনেও তেমনই মিঃ সিলভারষ্টোনের আগ্রহ। এ জন্য অধিকসংখ্যক শ্রোতার প্রয়োজন। যত বেশী শ্রোতা জুটিবে, ততই তাহাদের আগ্রহ বাড়িবে।

সাবধানী দম্পতি

মিসেস্ মেরিউইংকিলের কুমারী নাম চপার। চপার-দম্পতির তিনি একমাত্র সন্তান। অতি শৈশবে তিনি পিতৃহীন হন। কন্যার বিবাহ দিবার পর মিসেস্ চপার কন্যাজামাতার গৃহে বসবাস করিতে থাকেন।

মেরিউইংকিল-দম্পতি সর্ব্বদা আপনাদিগকে ঢাকিয়া ঢুকিয়া রাখিতেন। ইহাতে মিসেস্ চপার সাহায্য করিতে থাকেন।

মিঃ মেরি উইংকিল অত্যন্ত কৃশ এবং দীর্ঘগ্রীব ভদ্রলোক। প্রায়ই তিনি ঠাণ্ডায় কষ্ট পাইতেন। তাঁহার মাথায় একটুতেই ঠাণ্ডা লাগিত। মিসেস্ মেরি উইংকিলেরও স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, অল্পতেই তাঁহারও শরীরে ঠাণ্ডা লাগিত। মিসেস্ চপারও বহু দিন ধরিয়া ঔষধ সেবন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারও শরীর না কি সর্ব্বদা অসুস্থ হইয়া পড়িত। কিন্তু বাহিরে দেখিতে তাঁহাকে সুস্থ সবলই মনে হইত।

মিঃ মেরিউইংকিল যখন বর্ষার দিনে কার্য্যব্যপদেশে বাটীর বাহির হইতেন, তখন বিরাট আয়োজন হইত। মোজার উপর চামড়ার মোজা, বুটের উপর ইণ্ডিয়া রবার-জাত জুতা, ওয়েষ্ট কোটের নীচে শশুকচর্ম্মের আবরণ প্রভৃতি তিনি পরিধান করিতেন। তার পর একখানি শালের দ্বারা গলদেশ আবৃত করিতেন, মুখের উপর রেশমী রুমাল চাপা দিতেন। ওভার কোট ও ছাতা ত সঙ্গেই থাকিত। আপিসে গিয়াই তিনি জানালাগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন, সব ঠিক বন্ধ আছে কি না। তার পর ধীরে ধীরে উপরের জামা-জোড়া খুলিয়া ফেলিতেন। কুয়াশা সম্বন্ধে তিনি শীঘ্রই সংবাদ-পত্রে প্রবন্ধ লিখিবেন, এরূপ উক্তি প্রায়ই তাঁহার মুখে শোনা যাইত।

মিসেস্ মেরিউইংকিল এবং তাঁহার জননীর মুখেও এইরূপ কথা সর্ব্বদা বাহির হইত। কেহ তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে আসিলে তাঁহার মাতা ও পুত্রী প্রায়ই বলিতেন, "এমন বিশ্রী দিনে বাড়ী থেকে বেরুলেন কি ক'রে? এতে মৃত্যু হ'তে পারে।"

মিঃ মেরিউইংকিল গৃহে ফিরিয়া আসিবামাত্র পত্নী ও শাশুড়ী তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন, তাঁহার পা আর্দ্র হইয়া গিয়াছে, তাঁহার আনন পাণ্ডুবর্ণ। তার পর তাঁহাকে উপরে টানিয়া লইয়া গিয়া শুষ্ক তোয়ালে দিয়া তাঁহার গা ঘষিয়া দেওয়া হইত। ইহাতে তাঁহার মুখ-মণ্ডলের যেরূপ চেহারা হইত, তাহা আদৌ প্রীতিপ্রদ নহে। মোটা মোজা পরাইয়া দেহ ভালরূপে আবৃত করিয়া তবে তাঁহাকে নিম্নের কক্ষে ডিনারে যাইতে দেওয়া হইত।

ডিনারে বসিয়া খাওয়া মন্দ হইত না। যতক্ষণ আহার্য্য গ্রহণ চলিত, কাহাকে কোনও বিষয়ে নিরুৎসাহ দেখা যাইত না। তার পর দুই এক গ্লাস সুরাপানের পর তিন জনই ঘুমাইয়া পড়িতেন। নিদ্রাভঙ্গের পর তাঁহাদের মনে হইত, আবার পীড়ার লক্ষণসমূহ দেখা দিয়াছে। নৈশভোজের সময় সে সমস্ত লক্ষণ আর দেখা দিত না। কিন্তু শয়নে গমন করিবার পূর্ব্বেই আবার ব্যাধির লক্ষণসমূহ প্রকটিত হইত। তখন গরম জলে পা ধুইয়া, সুরাপান করিয়া মিঃ মেরিউইংকিল শয্যার মধ্যে আশ্রয় লইতেন। মিসেস্ মেরিউইংকিল কতিপয় ঔষধের বড়ী সেবন করিয়া রাত্রির মত শয্যায় গা ঢালিয়া দিতেন।

আর এক শ্রেণীর সাবধানী দম্পতি আছে, তাহারা সর্ব্বদা দেহ আবৃত রাখে বটে, তবে সামান্য বস্ত্রের দ্বারা দেহ আচ্ছাদিত করে, স্বল্পমূল্যের আহার্য্য গ্রহণ করিয়া থাকে। কৃপণতার জন্যই এমন হয়। পাঠকদিগকে জানাইয়া রাখিতেছি, এই শ্রেণীর দম্পতিমাত্রই স্বার্থপর এবং অলস। তাহারা বাতাস উঠিলেই অভিযোগ করে, বৃষ্টি পড়িলেই অভিসম্পাত করিতে থাকে। বাতাসে বাষ্প দেখিলেই তাহাদের অভিযোগের অন্ত থাকে না। নিজেদের প্রকৃতি অনুসারে প্রত্যেক ব্যাপারেই তাহারা অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহারা জীবনকে কখনও উপভোগ করিতে পারে না।

বৃদ্ধ দম্পতি

পিতামহ ও পিতামহী—তাহাদের অনেকগুলি পুত্র-কন্যা, এবং পৌত্র-পৌত্রী। তাহাদের দেহ বয়সের ভারে নত হইয়া পড়িয়াছে, পদক্ষেপে দৃঢ়তা নাই। চলিতে গেলেই হাত-পা কম্পিত হয়। বিবাহের সময় যাহারা আনন্দ-চঞ্চল ছিল, ইতিমধ্যে তাহারা এমন বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে!

সে যেন সেদিনের ঘটনা। কিন্তু দুঃখ-কষ্ট, উৎকণ্ঠা, উদ্বেগে এই সময়ের মধ্যে তাহারা এমন অবস্থায় আসিয়াছে—যেন এক-শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে! বিবাহের সুসময় দিনের পর এতদিনের কত প্রকার স্মৃতি তাহাদের হৃদয়ে বিরজিত! সে যুগ চলিয়া গিয়াছে, এখন নূতন যুগের আরম্ভ। এ যুগ তাহাদের জন্য নহে, অন্যের জন্য। অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে তাহার যেন একটা সংযোগ-চিহ্ন, কিন্তু মরিচাধরা বন্ধন। কখন্, কোন্ মুহূর্ত্তে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যাইবে।

সেদিনের কথা, তাহাদের তিনটি সন্তান সমাধি-শয়নলাভ করিয়াছে! যে বৃক্ষের ছায়া সমাধি-ক্ষেত্রে বিরাজিত, এই বৃক্ষও বেশ প্রাচীনতা লাভ করিয়াছে। একটি শিশু—দম্পতি তাহার জন্য শোকাশ্রুপাত করিয়াছিল;

পরেরটি একটি বালিকা—এ জগতের জন্য সে উপযুক্ত ছিল না—তাহার শোক দম্পতির কাছে অসহনীয় হইয়াছিল। তৃতীয়টি একটি প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র। সে শোকও ক্রমে সহনযোগ্য হইয়া আসিয়াছিল।

ঘটনাগুলি যেন সেদিন ঘটিয়াছিল। হাস্যপ্রফুল্ল আনন্দপূর্ণ আননগুলি প্রভাতে যে আনন্দদীপ্তি প্রদান করিয়াছিল, পৃথিবীর আলোকে তাহারা এখন বিদ্যমান নাই। তাহাদের কাহারও কাহারও মুখের অস্পষ্ট স্মৃতি এখনও আছে, তবে তাহা অস্পষ্ট হইয়া ক্রমেই যেন মিলাইয়া যাইতেছে। অবশিষ্টদিগকে স্বপ্নে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাদের আকৃতির যেন পরিবর্তন হইয়াছে—বার্দ্ধক্যের ক্ষীণ দৃষ্টিতে যেন তাহা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে।

পোষাকের আলমারীতে বিবাহকালীন দুই একটি পরিচ্ছদ এখনও সযত্নে সংরক্ষিত; কিন্তু তাহা নিতান্তই সেকেলে, এ যুগে তেমন পরিচ্ছদের রেওয়াজ নাই। ছবিতে সেরূপ পরিচ্ছদের নমুনা দেখা যায়। শ্বেত বসন এখন পীতাভ হইয়া উঠিয়াছে, উজ্জ্বল বর্ণ ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। তোমার মনে বিস্ময় জন্মিতেছে? আজ লোল চর্ম্মের উপর রেখাবলী আননের মসৃণতাকে হরণ করিয়াছে সত্য, কিন্তু এক দিন তোমারই মসৃণ আননের ন্যায় বৃদ্ধার আনন মসৃণ ও মনোজ্ঞ ছিল, তোমারই ন্যায় আয়ত আননের উজ্জ্বল দৃষ্টি এক দিন তাহাকেও সুন্দরী দেখাইত। কালের হস্ত আজ তাহার দেহে এই পরিবর্তন আনিয়াছে।

সে যুগের সে অপ্সর-অপ্সরীর ন্যায় দম্পতি কোথায় গেল? এখনও বৃদ্ধ দম্পতির কাণে পল্লী-ধর্ম্ম-ভবনের ঘণ্টাধ্বনির রেশ মাঝে মাঝে ক্ষীণ অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে। অদূরে ঐ যে বাতপীড়িত চিরকুমার বৃদ্ধ জগতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য নিয়ত উদ্যত, উহাকে প্রশ্ন কর, সে কোনও প্রিয় ক্রীড়াসঙ্গিনীর কথা মনে করিতে পারে কি না। তাহার নাম লুসী—সকলেই তাহাকে সেই নামে ডাকিত। বৃদ্ধ এখন বলিতে পারিবে না, কখনও তাহার বাল্যক্রীড়াসঙ্গিনীর বিবাহ হইয়াছিল কি না। সে বিদেশে মারা গিয়াছে কি না, তাহাও সে জানে না। সে বহু দিনের কথা, এখন তাহার কিছুই মনে নাই।

যে বৃদ্ধ দম্পতির কথা বলিতেছিলাম—তাহাদের জীবনে কি কোন সুখ—কোন তৃপ্তি নাই? চারিদিকে পৌত্র-পৌত্রী-প্রপৌত্রী-বেষ্টিত হইয়া তাহারা রহিয়াছে দেখা যাইতেছে। শিশু ও বালকদিগের অশিষ্টতা দেখিলে বৃদ্ধ দম্পতি তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করে। আপনাদের বাল্য-জীবনের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তাহাদিগকে সুশীল ও সুবোধ হইতে উপদেশ প্রদান করে।

বৃদ্ধের বয়স এখন আশী বৎসর। অশীতিপর হইলেও এক দিনও তাহার মাথা ধরে নাই। ক্ষৌরকার্য্যের সময় নরসুন্দরকে সে সেই কথা বলিয়া থাকে। পরামাণিকটি যুবক। এই বয়সেই তাহার মাথাধরার রোগ দেখা দিয়াছে। পরামাণিক বলিয়া উঠে, "কর্ত্তা, আপনার আর বেশী বয়স কি?" কর্ত্তা সবিস্ময়ে উত্তর দেয়, "বল কি, আশী বৎসর বেশী বয়স নয়!" নরসুন্দর সপ্রতিভভাবে উত্তরে বলিয়া উঠিল, "আপনি যে রকম সুস্থ সবল আছেন,—তাতে আপনাকে ও কথা বলা যায় না।"

আজ বৃদ্ধ দম্পতি বেশ প্রফুল্ল ছিল। পুরাতন দিনের কথা তাহাদের মনে পড়িতেছিল। বৃদ্ধা কম্পিতকণ্ঠে ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে একটা অংশ পাঠ করিতেছিল। বৃদ্ধ গভীর শ্রদ্ধাভরে তাহা শ্রবণ করিতেছিল। বই পড়া শেষ হইলে, উভয়ে অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। তার পর আলোচনা আরম্ভ হইল—সম্ভবতঃ পরলোকগত সন্তানদিগের সম্বন্ধে।

বৃদ্ধ দম্পতির অভিনন্দনে আজ পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রের দল আনন্দে কলরব করিতেছিল। প্রত্যেকেই নানা প্রকার উপহার আনিয়া বৃদ্ধের জন্মদিনে উপঢৌকন দিতেছিল, পকেট-বই, পেন্সিল, পিন, কুশন, কত রকমের জিনিষ। বৃদ্ধ দম্পতি সকলকে চুম দিতেছিল। হর্ষোচ্ছ্বাসে সমগ্র ভবন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল।

ভোজের পর যখন সুরা ও ফলমূল আসিল, তখন সকলেই স্বাস্থ্যপানের জন্য অগ্নিকুণ্ডের ধারে সমবেত হইল। এমন সময় বৃদ্ধা জেন আডামস্ লাঠির উপর ভর দিয়া সেখানে আসিল। সে এই সকল বালক-বালিকাকে, তাহাদের জনকদিগকে পালন করিয়া এখন বৃদ্ধা হইয়া পড়িয়াছে। তাহার আগমনে আবার হর্ষকোলাহল উত্থিত হইল।

বৃদ্ধ দম্পতি পাশাপাশি বসিল। পুরাতন দিনের স্মৃতি যেন সে দিনের কথা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। জীবনের অতীত পথের দিকে তাহারা দৃষ্টি ফিরাইল। পথের ধূলি ও ভস্ম কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। যে সকল ফুল পথের দুই ধারে ফুটিয়া উঠিত, আজ যেন আবার তাহারা নব মুকুলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। চারিপার্শ্বে যৌবনের তরুণ প্রবাহ—তন্মধ্যে অবগাহন করিয়া বৃদ্ধ দম্পতিও যেন সহসা যৌবনের স্পর্শ অনুভব করিতে লাগিল।

উপসংহার

পূর্ব্বোল্লিখিত প্রবন্ধগুলিতে আমরা দ্বাদশ প্রকার বিবাহিত দম্পতির নমুনা দেখাইয়াছি। যাঁহারা পরীক্ষা করিতে চাহেন, এই নমুনাগুলি তাঁহাদের সাহায্য করিবে। পুরুষ ও নারী নবযুগের উভয় সম্প্রদায়ের কল্যাণকল্পে এই নমুনাগুলি প্রদত্ত হইল। তাঁহারা ইহা হইতেই অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিবেন। স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক জাতীয় দম্পতির চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

যে সকল ক্ষেত্রে নারী (স্ত্রী) সর্ব্বময়কর্ত্রী, সেরূপ দৃষ্টান্ত আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রদান করি নাই। কারণ, এরূপ দৃষ্টান্ত স্বাভাবিক নহে। কাজেই এরূপ যত কম পারা যায়, প্রদর্শন করা সঙ্গত।

আমাদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর্ত্তব্য এইখানেই সমাপ্ত হইত, কিন্তু যে সকল তরুণ-তরুণী ধর্ম্মমন্দিরের চারিদিকে এখনও একক জীবন লইয়া ঘোরাফেরা করেন, এবং সেই রহস্যময় বিধানের আকর্ষণের প্রতীক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধেই আমাদের শেষ গোটাকয়েক কথা আছে।

বিবাহের পূর্ব্বে ও পরে তাঁহারা যেন গৃহের অগ্নিকুণ্ডকেই সকল প্রকার স্থায়ী সুখ ও আনন্দের কেন্দ্রস্থান বলিয়া গ্রহণ করিতে শিক্ষালাভ করেন। তাঁহাদের মনে যেন এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয় যে, গৃহেই দাম্পত্য সুখ বর্ত্তমান—ইংরাজের যাবতীয় গুণ গৃহসুখ হইতেই জাত। তাঁহারা বিশ্বাস করুন যে, গার্হস্থ্য দেবতাকে বেষ্টন করিয়াই সন্তোষ ও শান্তি পুঞ্জীভূত হইয়া থাকে। তাঁহারা জানিয়া রাখুন, বহু সুখান্বেষী শঙ্কাময় জগতে বিচরণ করিয়া বহু বিলম্বে শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহ-মনে এই সত্যকে আবিষ্কার করিয়াছেন এবং জীবনের অপরাহ্নে মনে শান্তি ও প্রফুল্লত লাভ করিয়াছেন।

কন্যাদিগের শিক্ষা এবং জননীদিগের ব্যবহারে এ বিষয় সাফল্যলাভের কতখানি নির্ভর করে, আমাদের পুরাত জাতীয় চরিত্রের উজ্জ্বলতম অংশ ধীরবুদ্ধির দ্বারা কতখা স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে, অথবা নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য তাঃ ম্লান ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, কতটা নষ্ট হয়, প্রতিদিন ক নষ্ট হইতেছে, সে বিষয়ে আলোচনা এখানে সম্ভবপর নহে কিন্তু প্রত্যেক তরুণ দম্পতির এ বিষয়ে গভীর মনোযোগ চিন্তার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

একটি তরুণ দম্পতির উজ্জ্বলতম ভাগ্যের উপরে জাতি ভাগ্য নির্ভর করিতেছে, ইংলণ্ডের তরুণগণকে ভাবি দেখিতে হইবে। সেই ভাগ্যবান্ দম্পতির দৃষ্টান্ত দেখি সকলে শিক্ষা করুক যে, রাজসভার চাকচিক্য, রাজপ্রাসাদে ঐশ্বর্য্যসম্ভার, রাজসিংহাসনের যশঃ ও গৌরব সবই দাম্পত্য জীবনের সুখ ও গর্ব্বের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। সে একটি তরুণ দম্পতির জীবনাদর্শ হইতে তাহারা শিখি পারে যে, একটা সাম্রাজ্যের রাজমুকুট যতই রত্নসম্ভারে সমুজ্জ্বল হউক, রাণীর মনে সামান্য অঙ্গুরীয়ধারিণী নারী-প্রকৃতির প্রভাব অসামান্য। রাণী হইলেও নারীর অন্তরস্থ গোপন কোমলতাই তাঁহার পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব। নারীর প্রেম রাজমর্য্যাদার ধার ধারে না, প্রকৃতির প্রেরণারই মর্য্যাদা ঘোষণা করে। জন্মের আভিজাত্য তুচ্ছ, শুধু স্বর্গের শিশু হইতে হইবে!

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্তরের তরুণ দম্পতি এই সত্য কথা শুনিয়া রাখুন। তখন পুরুষরা তাহাদের টুপী উৎক্ষিপ্ত করিয়া স্নেহ-প্রেমপূর্ণ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিবে—

ভগবান্ তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

সমাপ্ত